নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

নব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে প্রথমেই চোখে পড়ে ে
নাটক নূতন কলেবর নিয়ে প্রায় পূর্ণমূর্তিতে গোড়াতেই আবির্ভূত হয়েছে
বাংলা সাহিত্যে তখন কেবলই উদ্যোগপর্ব শেষ হয়েছে। বিদ্যাসাগর বাং
গদ্যকে গ্রাম্যতা ও পণ্ডিতদের হাত থেকে রক্ষা করে স্থায়ী শিল্পের আসে
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করলে নূতন কী সম্প
সৃষ্টি করতে পারতেন সে আলোচনা করে লাভ নেই, কেননা তিনি কখনো
তাঁর সম্পূর্ণ মনীষাকে সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়োগ করেন নি। এর পরে মধুসূদ
নূতন কাব্যরীতির সৃষ্টি করলেন, বিদ্যাসাগর যেমন করেছিলেন নূত
গদ্যরীতির। তার পরে উল্লেখযোগ্য নাম দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র।

মধুসূদন শুধু নূতন কাব্যরীতির স্রষ্টা নন, নূতন নাট্যরীতিরও। তাঁ
প্রথম রচনাটাই একখানা নাটক। মেঘনাদবধ ও অন্যান্য কাব্য তাঁর শ্রে
কীর্তি হলেও তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সংখ্যাগণনা
তাঁর নাটক ও কাব্য প্রায় সমান সমান। দীনবন্ধুর প্রধান বা একমাত্র পরিচ
তাঁর রচিত নাটক। কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নব্য বাংলাসাহিত্যে
প্রথম দিকে দুইজন প্রতিভাধর ব্যক্তি নাটকরচনায় অংশত আত্মনিয়ো
করেছিলেন, এর পরে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর হস্তক্ষেপে বাংলাসাহিত্যে
গতি দিক্‌পরিবর্তন করল। তিনি বাংলা উপন্যাসকে সর্বজনীন পদবী দিলেন
ফলে তাঁর পর থেকে উপন্যাসটাই বাংলাসাহিত্যের রাজপথে পরিণত হল
এই সময়টা অর্থাৎ মধুসূদন দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের কাল বাংল
সাহিত্যে একটা কূটস্থান। বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর প্রতিভার কিয়দংশ নাটব
রচনায় নিয়োগ করতেন তবে খুব সম্ভব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাটব
গৌণ না থেকে উপন্যাসের মতই হয়তো মুখ্য হয়ে উঠতে পারত। বঙ্কিমচন্দ্রের
উপন্যাসসমূহে যে নাটকীয় উপাদান ও ভঙ্গী বিদ্যমান তাতে এইরূপ ধারণা
করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু কিছু বাধা ছিল, এবং সে বাধা প্রায় দুরপনেয়।
তখনো বাংলা রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া ঘরে বসে নিঃসঙ্গ লেখক
নাট্যরচনা করলে তা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে নাটক হয়
না। প্রকৃত নাটক লেখক দর্শক প্রযোজক প্রভৃতির সমুদ্রমন্থনে সৃষ্টি হয়ে
থাকে। সেই সমুদ্র রঙ্গমঞ্চ। দীনবন্ধু ও মধুসূদনের নাটক এই সমুদ্রমন্থন

থেকে উদ্ভূত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি হাকিম হয়ে দেশের নানাস্থানে রাজকার্যে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য না হতেন, যদি তিনি কলকাতায় থাকবার সুযোগ পেতেন এবং তাঁর সমকালে কলকাতায় যে রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টির আন্দোলন চলছিল তার মধ্যে স্থান পেতেন তবে হয়তো তিনি বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক না হয়ে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে পরিচিত হতেন। তবে যা হতে পারত অথচ হল না তা নিয়ে খেদ করে লাভ নেই। প্রকৃত নাটক সৃষ্টির পক্ষে নাট্যকারে, দর্শকে, প্রযোজক প্রভৃতিতে মিলে যে সমুদ্রমন্থন অত্যাবশ্যক সেই সুযোগটি মিলেছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাগ্যে। তিনি একাধারে নাট্যকার, নট, অভিনয়-শিক্ষক ও রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধায়ক। বোধ করি অমৃতলাল বসু ছাড়া এতগুলি গুণের সমাবেশ আর কোনো নাট্যকারে ঘটে নি। কাজেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের স্থান বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। বিশেষজ্ঞগণ সকলেই তাঁকে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা বলে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পরে দীর্ঘকাল ধরে যেদিকে ও যেভাবে রঙ্গমঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটকের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তারও নিয়ামক গিরিশচন্দ্র। প্রধানতঃ তাঁরই প্রভাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গমঞ্চাশ্রয়ী নাটক তার ভালো ও মন্দ নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করলে তাঁকে রঙ্গমঞ্চাশ্রয়ী নাট্যসাহিত্যের জনক ও প্রধান পুরুষ বলা বোধ করি অন্যায় নয়।

॥ ২ ॥

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সমকালীন ও পরবর্তীকালে অনেক বিশেষজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক যে ভাষায় তাঁর গুণবর্ণনা করেছেন, যেসব গুণে তাঁকে ভূষিত করেছেন, তাঁর হয়ে যে অত্যুচ্চ দাবি উত্থাপন করেছেন সেসব সমর্থন করা যায় না। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মতে "গিরিশচন্দ্র জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।" ঐ গ্রন্থেই অন্যত্র মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন "উপসংহারে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে গিরিশচন্দ্র একজন মহাশক্তিমান্ মনীষী ছিলেন। এইরূপ শক্তিমান নাট্যকার ও কবি জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক. বাঙ্গালা ভাষার জীবন্ত অভিধান; ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নূতন প্রবর্তক; ...াভক্তিমান্ নরসিংহ।" মহেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে আরেকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি: "গিরিশচন্দ্রের কল্পনাশক্তি সীমাবিহীন ছিল।" এবারে শ্রীকুমুদবন্ধু সেনের "গিরিশচন্দ্র" নামধেয় গ্রন্থ থেকে আরো

দুটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত হল। "গিরিশচন্দ্র আমাদের বাঙ্গালী জাতির গর্ব। নাট্যসাহিত্যে তাঁহার নাম আমরা নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্কোচে জগতের সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন জগতের সকল জাতি তাঁহার গ্রন্থাবলী ভক্তি ও সমাদরের সহিত পাঠ করিবে।" পুনরায় "'প্রফুল্ল' নাটক গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্যে অপূর্ব দান। শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে—জগতের সাহিত্যে অদ্ভুত নাট্যশিল্পের সমাবেশ।" শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রচিত 'গিরিশচন্দ্র' নামে গ্রন্থ থেকে এই শ্রেণীর আরো দুটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। এক জায়গায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করছেন "গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যার কবিতায় ধর্ম নাই সে কবি অধিক দিন বাঁচে না। মহাকবি বলি কাকে? যাঁর রচনায় যাঁর কবিতায় যাঁর সঙ্গীতে জাতীয়তা আছে, ধর্ম আছে, তাঁহাকেই বলি মহাকবি।" আবার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নিজের মতে "কি জাতীয় সঙ্গীতে কি প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয় সঙ্গীতে কি ভগবৎপ্রেম সঞ্চারণে —ভাবে সজীবতায় রসসমাবেশে গিরিশের গান অদ্বিতীয়।" অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' নামে বইখানা অবাস্তব অতি-শয়োক্তিতে পূর্ণ। স্বাধীন চিন্তার নামে এমন সব অসম্ভব কথা যে সাহিত্য সমালোচনা নামে চলতে পারে তা সত্যই বিস্ময়কর। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি "অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ সুসাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ে"র একটি মন্তব্য উদ্ধার করেছেন। এই মন্তব্যে বলা হয়েছে, "গিরিশচন্দ্রকে বঙ্গের গ্যারিক বলা হয়। ইহাতে অনুপ্রাস বেশ জমে বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে তাঁহাকে খাটো করা হয়। গ্যারিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন বটে, কিন্তু নাটককার হিসাবে তিনি অতি নগণ্য। পক্ষান্তরে গিরিশচন্দ্র নটলীলা ও নাটক প্রণয়নে সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব যদি গিরিশচন্দ্রকে কোন ইংরাজের সহিত তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে সেক্সপীয়ারের সঙ্গেই তুলনা করা সঙ্গত।" এই গ্রন্থের শেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যে মন্তব্য গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন তাও এই কারণেই প্রণিধান-যোগ্য—"গিরিশবাবুকে বাঙ্গালী চিনে নাই, এখনো চিনিবার বিলম্ব আছে। মৃত্যুর একশত বৎসর পরে ইংলণ্ডে যেমন সেক্সপীয়ারের আদর হইয়াছিল—তেমনি একদিন আসিবে যেদিন এ দেশ গিরিশচন্দ্রকে চিনিবে তাঁহাকে আদর করিবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনে গর্ব্ব অনুভব করিয়া ধন্য হইবে। তাঁহার গান,

তাঁহার নাটক যাচাই করিবার জন্য সাগরে পাড়ি দিতে হইবে না; পশ্চিম হইতে বিদেশীয় শিক্ষার্থী আসিয়া নতজানু হইয়া শিখিয়া যাইবে—গিরিশ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধুর্য্য।"

গ্রন্থকারের নিজের উক্তিগুলিও কম বিস্ময়কর নয়। "নাট্যসাহিত্যই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তির জন্যই কেহ তাঁহাকে মহাকবি কেহ নাট্যসম্রাট কেহ বা বাংলার শেক্সপীয়র আখ্যা দিয়া থাকেন।" অন্যত্র তিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র রচিত পাণ্ডবগৌরবের এবং ম্যাকবেথের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র রচিত প্রহ্লাদ-চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা করে মন্তব্য করছেন যে *"নাটকীয় গুণপনার জন্য গিরিশের গলদেশেই জয়মাল্য প্রদান করিতে হয়।" যাঁরা গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এরূপ অত্যুক্তি করতে অভ্যস্ত নন তাঁদের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অভিমত এই যে "কিন্তু সত্যের মুখ তাকাইয়া বলিতে গেলে বলিতেই হইবে যে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যগ্রন্থসমূহে* ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য এবং সত্য ও সাহিত্যনীতির মর্যাদা রক্ষা করিয়া যত বেশী রকমের গল্প, যত বেশী রকমের গান ও যত বেশী রকমের চরিত্র-চিত্রের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন তেমনটি আর কোন নাট্যকার করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয়।"

দুঃখের বিষয় এই যে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকেরই গ্রন্থ এইরূপ অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ। এই অতিশয়োক্তি যে কতদূর গড়াতে পারে তারই কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। এই জাতীয় সমালোচনা গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বহু লোকের মনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। যাঁরা তাঁকে 'মহাকবি' বা 'জগতের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার' বলে মানতে রাজী নন তাঁদের মন স্বভাবতই বিমুখ হয়ে ওঠে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে। অত্যুক্তি ও ন্যূনোক্তির মাঝখান দিয়ে গিয়েছে যথার্থ সমালোচকের পথ। সে পথ দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ জানি কিন্তু ও ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর আছে বলেও জানি না। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে যে মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, কোন কারণে কোন লেখকবিশেষকে বড় করবার উদ্দেশ্যে সেই মাপকাঠি ভেঙে খাটো করে নিয়ে বিচারে নামলে তাঁকে বড় মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে এভাবে বিচারে লেখকের বা সাহিত্যের অপমান করাই হয়ে থাকে। স্বদেশের খাতিরে বা মাতৃভাষার খাতিরে সাহিত্যের আদর্শ ছোট করে ফেললে স্বদেশ ও মাতৃভাষাকেই অপমান করা হয় না কি?

সাহিত্যের আদর্শকে ছোট করে ফেলে সাহিত্যিককে বড় করে তুলবার প্রচেষ্টা খুব সম্ভব সব দেশেই আছে, আমাদের দেশে বোধ করি কিছু বেশি। এ একপ্রকার Inferiority Complex। সবদেশে সাহিত্যের যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এদেশেও তারই ব্যবহার করতে হবে। তাতে যদি কোন লেখকবিশেষ ছোট প্রতিপন্ন হন, তবে নিরুপায়। এই মাপকাঠির বিচারে নব্য বাংলাসাহিত্যে তিনজনকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে : মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ; চতুর্থ নেই। আমরা এই মাপকাঠিতেই গিরিশচন্দ্রকে বিচার করব এবং তার ফলে গিরিশচন্দ্রের যা প্রাপ্য দাঁড়াবে তাঁকে প্রসন্নমনে তা অর্পণ করব।

॥ ৩ ॥

অধ্যাপক সুকুমার সেন গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে সমকালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দর্শকের রুচি ও শিক্ষার পরিধিকে স্বীকার করে নিয়ে গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা করে গিয়েছেন। এতেই তাঁর কৃতিত্ব আবার এতেই তাঁর কৃতিত্বের সীমা। এই মন্তব্যটিতে গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, বোধ করি সব কথাই বলা হয়েছে। একে সূত্ররূপে হাতে করে নিয়ে অগ্রসর হলে গিরিশ নাট্যসাহিত্যকে প্রদক্ষিণ করে আসা অসম্ভব নয়। সংযম ও কাণ্ডজ্ঞান সমালোচকের প্রধান সহায়—পূর্বোক্ত মন্তব্যটির মধ্যে দুয়েরই বীজ নিহিত।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের রুচি ও শিক্ষাকে স্বীকার করে নিয়ে নাট্যরচনা কম কৃতিত্ব নয়। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই সীমাকে স্বীকার করে নিয়েই নাটক রচনা করেছেন। শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের একাধারে নাট্যকার, নট, রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধায়ক ও স্বত্বাধিকারী প্রভৃতি ছিলেন। সে রঙ্গমঞ্চও আবার নিতান্তই পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, Weimer-এর ডিউকের বা চতুর্দশ লুইয়ের রাজকীয় রঙ্গমঞ্চ নয়। শেক্সপীয়র ও মোলিয়েরের জীবিকা ছিল নাটক ও রঙ্গমঞ্চ আর জীবিকার পথের এক দিকে বিনোদন ও অপর দিকে উপবাস। দর্শকের চিত্ত বিনোদন করতে না পারলে উপবাস ছিল অনিবার্য। এই রকম একটি অসম্ভব অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা নাট্যরচনা করেছেন। তৎসত্ত্বেও যে তাঁরা পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তার কারণ তাঁদের লোকোত্তর প্রতিভা। এই লোকোত্তর প্রতিভার অন্তর্গত অনেক গুণের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান একটি।

দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁরা সর্বদা সজাগ থাকতেন। নাড়ীটা হচ্ছে সমকালীন দর্শকের মতিগতি ও শিক্ষাদীক্ষা আর নক্ষত্রটা হচ্ছে চিরকালীন দর্শকের মতিগতি ও শিক্ষাদীক্ষা। সমকালকে বঞ্চিত না করেও চিরকালের অর্ঘ্য যোগাবার দুরূহতম কাজ করবার ক্ষমতা ছিল তাঁদের। এ ক্ষমতা কেবল লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারীদেরই থাকে। গিরিশচন্দ্র যদি সে শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী না হন তবে দুঃখ অবাস্তব, কেননা, সে শ্রেণীর প্রতিভাধর ব্যক্তির সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। আরও মনে রাখতে হবে শেক্সপীয়রের আমলে রঙ্গমঞ্চের জন্য যে শত শত নাটক লিখিত হয়েছিল তন্মধ্যে শতকরা পাঁচখানাও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ। তবে একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সব লুপ্ত নাটকের সাড়ে পনেরো আনাই ছিল বিশেষ কালের পণ্য অর্থাৎ দর্শকের রুচি ও শিক্ষাকে অতিক্রম না করে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই সেগুলো চিরকালের জন্য ধরে রাখবার কথা কারো মাথায় আসে নি, না নাট্যকারের না হেমিঙ ও কণ্ডেলের মত নাট্যকারের সহযোগী বন্ধুর। সে সমস্ত নাটকের মতই গিরিশচন্দ্রের নাটক সমকালের চাহিদা মিটিয়ে যদি বিদায় নিয়ে থাকে তবে এমন কি পরিতাপ। জীবনের মত সাহিত্যেও "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।"

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকাল অবধি শত শত উপন্যাস লিখিত হয়েছে যেমন লিখিত হয়েছিল বহুতর "মহাকাব্য" মেঘনাদবধ কাব্যপ্রকাশের পরে। তাদের মধ্যে ক'খানা আজ টিকে আছে! আজকার পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যদি বলিদান নাটকের গাড়ি বোঝাই মৃতদেহ সহ্য করতে না পারে তবে গিরিশচন্দ্রের হয়ে দুঃখ না করে দেশের হয়ে আনন্দবোধ করা উচিত। রুচি বদলেছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকের আকর্ষণ থেকে রঙ্গমঞ্চ আজ মুক্ত হয়েছে বললে অন্যায় হয় না। কিন্তু তাই বলে যে তাদের সমস্ত মূল্য লোপ পেয়েছে এমন নয়। গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য লোপ পেলেও অনেক সময়ে ঐতিহাসিক মূল্য লোপ পায় না। তখন ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপাদান রূপে গ্রন্থখানা পড়তে হয়। ঐ ছাড়পত্রের বলেই নবীন সেনের বৃহৎ কাব্যগুলো আজও পাঠ্য, বৃত্রসংহার কাব্যপাঠেরও ঐ একই কারণ। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলোর আজ প্রধান দাবি ঐতিহাসিক মূল্যের। বাংলা নাট্যপ্রবাহের বিবর্তনে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনে, বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মূল্য কখনো লোপ পাবে না। সমাজে আজও

পণপ্রথা লোপ পায় নি সত্য, কিন্তু দিক্ পরিবর্তন করেছে নিশ্চয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে, নরনারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগে এবং আইনের সহায়তায় পণপ্রথা এক সময়ে লোপ পাবে। এরকম পরিবর্তনের মুখে বলিদান নাটকের মূল্য কমতে বাধ্য। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরাতে প্রফুল্ল নাটকের ঘটনাতেও ভাঙন ধরেছে। সমসাময়িক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সাহিত্য গঠিত হয়ে থাকে, শেক্সপীয়রের দর্শক ডাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। বর্তমানকালে জন্মালে শেক্সপীয়র ম্যাকবেথ নাটকে ডাইনীর অবতারণ নিশ্চয় করতেন না। বর্তমানকাল একান্নবর্তী পরিবারের অনিবার্যতায় এবং পণপ্রথার অপরিহার্যতায় বিশ্বাস হারিয়েছে। আজকার পাঠকের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সমকালীন পাঠকের বিশ্বাসের সমভূমির অভাব ঘটে গিয়েছে। এখানে তর্ক উঠতে পারে, আজকার পাঠক ডাইনীতে বিশ্বাস করে না তবে ম্যাকবেথ নাটক উপভোগ করে কেন? আর কিছুই নয়। ম্যাকবেথ নাটক সমকালীন বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত হলেও তার মাথা গিয়ে পৌঁছেছে চিরকালীন বিশ্বাসের আকাশে। প্রফুল্ল নাটকে তেমন তুঙ্গস্পর্শ ঘটে নি। তাই তার মূল্য কমতে কমতে ঐতিহাসিক মূল্যের তলানিতে এসে ঠেকেছে।

দেশাত্মবোধক নাটকের এক সময়ে সামাজিক প্রয়োজন ছিল। পতিত দেশ পূর্ব গৌরবের স্বপ্ন দেখে, পরাধীন দেশ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে—এ হচ্ছে মানুষের স্বভাব। বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধক উপন্যাস, নাটক ও কবিতার বিবর্তন অনুসরণ করলে ঠিক কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে জানি না, তবে এ কথা ঠিক এদের পরিমাণ অল্প নয়। ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলি থেকে শরৎচন্দ্রের পথের দাবী পর্যন্ত রচনার ধারা কেবল ভূরিপরিমাণ নয় রসেও বিচিত্র। "স্বদেশী আন্দোলনে"র সূচনা থেকে দেশাত্মবোধক রচনায় হঠাৎ বান ডাকে। গিরিশচন্দ্রও এই নিয়মের অধীন।

ছত্রপতি শিবাজী, মীরকাসিম ও সিরাজদ্দৌলা স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরে লিখিত। শিবাজী যে-অর্থে জাতির নেতা, মীরকাসিম অবশ্যই সে অর্থে জাতির নেতা নয় আর সিরাজদ্দৌলা যে কোন্ অর্থে নেতৃত্ব দাবি করে তা সহজবোধ্য নয়। বৃটেন ভারতের শত্রু, সেই বৃটেনের হাতে সিরাজ পরাজিত ও রাজচ্যুত, কাজেই পরাধীন বাঙালী সিরাজের সঙ্গে সমবেদনার সূত্রে জড়িত। কিন্তু নেতৃত্ব দাবীর পক্ষে এই কারণটাই কি যথেষ্ট? তখনকার দিনে এত বাছবিচার করবার অবকাশ ছিল না—বাঁশ যে ঝাড়েরই হোক

ইংরাজকে পিটোবার পক্ষে সমান প্রশস্ত এই ছিল দেশাত্মবোধের বিধান। ফলে সিরাজ ও নন্দকুমার দুজনের জন্যই দেশের সহানুভূতি ও প্রশংসার অন্ত নেই। প্রতাপাদিত্যও এই ভাবেই জাতীয় নেতা। ইংরাজের বিরুদ্ধে সে লড়ে নি বটে তবে নাকি দিল্লীর বাদশার বিরুদ্ধে লড়েছিল (ঐতিহাসিকগণ কি বলেন?)। তৎকালীন দিল্লীর রাজশক্তি সমকালীন ইংরেজ রাজশক্তির সমর্থক, কাজেই প্রতাপাদিত্য জাতীয় বীর। এসব সুস্থ মনের লজিক নয়, কিন্তু পরাধীন জাতের মন তো সুস্থ হওয়ার কথা নয়। বাংলার অধিকাংশ দেশাত্মবোধক রচনা কিঞ্চিৎ অসুস্থ মনের রচনা। হোক অসুস্থ মনের রচনা তবু সামাজিক প্রয়োজনে তার উদ্ভব, আর সাধ্যমতো সামাজিক প্রয়োজন সাধন করে নেপথ্যের দিকে এখন অপসৃত।

সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, এবং অনুবাদ ও অপরের উপন্যাসের নাট্যরূপ মিলিয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটকের সংখ্যা শতাবধি হবে। কিন্তু আজ তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তাদের সাহিত্য-মূল্য তলাতে গিয়ে ঠেকেছে আর যে-রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষ তাগিদে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল সে মূল্য নামমাত্রে এসে দাঁড়িয়েছে। তুলনায় দেখা যাচ্ছে যে পুরোবর্তী মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকের মূল্য বেশি বই কম নয় যদিচ সে মূল্য প্রধানতঃ সাহিত্যিক মূল্য। গিরিশচন্দ্রের সতীর্থগণের মধ্যে তিনি অবশ্য শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। কিন্তু সালতামামির হিসাবে হয়তো দেখা যাবে যে যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা 'Survival of the fittest' নিয়মানুসারে অমৃতলালের অনেক নাটকের টিকে থাকবার সম্ভাবনা অধিক। এতে প্রমাণ হয় না যে নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অমৃতলালের স্থান উঁচুতে। তবে প্রমাণ হয় এই যে অমৃতলাল নাটক রচনার যে ধারাটিকে অবলম্বন করেছিলেন বাংলা নাট্যসাহিত্যে তার স্থান প্রশস্ততর ও গভীরতর হওয়াতে অমৃতলালের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে।

॥ ৪ ॥

গোড়াতে প্রশ্ন তুলেছিলাম নব্য বাংলা সাহিত্যে নাট্যশাখা অগ্রজ হলেও তার পুষ্টি হল না কেন? এখন আবার ঐ প্রশ্নের পরিধিকে সঙ্কীর্ণতর করে এনে জিজ্ঞাসা করছি বাংলা সাহিত্যে কমেডির তুলনায় ট্রাজেডি পিছিয়ে রইল কেন? প্রশ্ন তুললেই যে উত্তর জানা থাকবে বা উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব বহন

করতে হবে এমন কথা নেই। ট্রাজেডি ও কমেডির আপেক্ষিক পরিণতি সম্বন্ধে আমার মতটি যদি সত্য হয়, তবে কেন এমন ঘটল সে বিষয়ে আমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি। আমার জিজ্ঞাসাকেই দৃষ্টান্তরূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি। মধুসূদনের প্রহসন দুখানার কাছে তাঁর বিয়োগান্ত নাটক নিষ্প্রভ। আবার দীনবন্ধুর নীলদর্পণ সধবার একাদশীর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এসে সন্তর্পণে পদক্ষেপ আবশ্যক, তবু এ কথা বললে নিশ্চয় অন্যায় হয় না যে তাঁর গতানুগতিক বিয়োগান্তক যথা রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন, ও প্রায়শ্চিত্ত কোনখানাই যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প-বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাজা ও রাণীর সংশোধিত রূপ তপতী নাটকটি রাজা ও রাণীর চেয়েও অসন্তোষজনক। রাজা ও রাণীর শেষ দৃশ্যে কুমারের ছিন্ন মুণ্ডে কবির আপত্তি। তপতী নাটকের জ্ঞানগর্ভ কূট উত্তর-প্রত্যুত্তরে শ্রোতার যে ছিন্নমুণ্ড হওয়ার উপক্রম। বাঙালী নাট্যকার ট্রাজেডি লিখতে গেলেই হয় দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ন্যায় কিম্বা গিরিশচন্দ্রের বলিদান বা প্রফুল্লের মতো কান্নার জোলাপ তৈরি করে বসেন। অথবা রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী ও তপতীর মতো তত্ত্বের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে থাকেন। কেন এমন হয়? বাঙালীর ধাত ট্রাজেডি রচনার যোগ্য নয় একথা খাটবে না, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-গুলি ট্রাজেডি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিও ট্রাজেডি। তবে নাটক লিখতে গেলেই ট্রাজেডি চোখের জলে পা পিছলে পড়ে বিড়ম্বিত হয় কেন? কিম্বা তত্ত্বের কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয় কেন? সে কি আমাদের ট্রাজেডির ভাষা তৈরি হয়ে ওঠে নি বলে? (এটা কারণ না কার্য?) কিম্বা আমাদের দর্শক তৈরি হয়ে ওঠে নি বলে? (পাঠক অবশ্যই তৈরি হয়েছে নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস চলত না), কিম্বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কাঁদিয়ে হাততালি আদায় যত সহজ হাসিয়ে হাততালি আদায় তত নয় বলে? কিম্বা জাতিগতভাবে চোখের জলের প্রতি আমাদের যে পরিমাণে টান বেশি, হাসির প্রতি টান সেই পরিমাণে কম। এ সমাজে যে হাসায় সে ভাঁড়, যে হাসে সে ছ্যাবলা! কিন্তু যে কাঁদে ও কাঁদায় তার খাতিরের অন্ত নেই। নীলদর্পণের নাট্যকার দীনবন্ধু আমাদের নিত্য যাতায়াতের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়, আর সধবার একাদশীর দীনবন্ধু দূর সম্পর্কের কুটুম্ব, তার সঙ্গে সম্বন্ধ পত্রযোগে। সর্বোপরি অমৃতলালকে সংক্ষেপে রসরাজ বলে বিদায় দিয়েছি অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র মহাকবি, মহানাট্যকার, যাঁর একমাত্র তুলনা শেক্সপীয়র।

অশ্রুর কাছে হাসির এই পরাজয় একটি যুগলক্ষণ।

॥ ৫ ॥

গিরিশচন্দ্র নাটকে যে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন গৈরিশ ছন্দ নামে তা পরিচিত। এই ছন্দের ব্যবহার যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা বলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাটকীয় সংলাপের উপযুক্ত বাহন নয়। এ হেন মন্তব্য এমন হতবুদ্ধি করে দেয় যে উত্তর যোগাতে চায় না। শেক্সপীয়র কখনো কখনো ভাঙা অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁর নাটকীয় সংলাপের বাহন গোটা অমিত্রাক্ষর। সে ছন্দে স্বর্গমর্ত্য পাতাল ও মানুষের মনের অন্ধিসন্ধিকে প্রকাশ করেছে। আবার শেক্সপীয়রের চেয়ে অল্প শক্তিমান কবিরাও সার্থক ব্যবহার করেছেন এই ছন্দের। তবে যদি ধরা যায় গৈরিশ ছন্দের সমর্থকগণের উক্তি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তখনি মধুসূদনের দৃষ্টান্ত অন্তরায় রূপে মনের মধ্যে দেখা দেবে। বীরাঙ্গনায় অমিত্রাক্ষর আশ্চর্য নমনীয় আর মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষরে বর্ণনা, সংলাপ সমস্তই যোগ্যবাহন লাভ করেছে। তৎসত্ত্বেও যদি কেউ মনে করেন গৈরিশ ছন্দ সমর্থনের ভিত্তি আছে তবে সাহিত্য সমালোচনা না বলে সাহিত্যে ওকালতী বলে গ্রহণ করাই উচিত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারে কবি ও অকবিতে প্রভেদ ধরা পড়ে। কবির হাতে এ ছন্দ গাণ্ডীব, অকবি ও আনাড়ীর হাতে বিড়ম্বনা। গিরিশচন্দ্র নাট্য-কবি হলে এই ছন্দ দিয়েই সকল প্রয়োজন উদ্ধার করতে পারতেন। তিনি তা নন বলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি সহজ সংস্করণ আবিষ্কার করেছেন। বলা বাহুল্য সহজ সংস্করণের সমর্থকের অভাব হয় নি।

তবে গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য কোথায়? চরিত্র সৃষ্টিতে অবশ্যই তাঁর বিশিষ্টতা আছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নাটকে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের বহু নরনারী সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে কোন্ শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি সার্থকতার দাবি করতে পারেন? বলা বাহুল্য তাঁর সামাজিক নাটকগুলি বাঙালী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি অদ্বিতীয়। বলিদান ও প্রফুল্ল ট্রাজেডি হিসাবে সার্থক নয় সত্য, কিন্তু এই দুই নাটকের প্রায় সমস্ত নরনারীই সজীব ও সত্য। এই প্রসঙ্গেই সংলাপের আলোচনা করা যেতে পারে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক সুখ-

দুঃখের ভাষাকে তিনি শিল্পের স্তরে উন্নীত করেছেন, দীনবন্ধু মিত্র ছাড়া এক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই। মধুসূদনের প্রহসন দুখানির সংলাপ সম্পূর্ণ বাস্তব-সিদ্ধ কিন্তু তাঁর কৃষ্ণকুমারীর সংলাপ নিতান্ত আড়ষ্ট। দীনবন্ধুর সধবার একাদশীর সংলাপ তুলনা রহিত, কিন্তু তাঁর নীলদর্পণের উচ্চবর্ণের সংলাপ কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। রবীন্দ্রনাথের উচ্চনীচ সকলেই এক ভাষায় কথা বলে। আগেই উল্লেখ করেছি যে বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডির ভাষা গড়ে না উঠলেও কমেডি বা প্রহসনের ভাষা গড়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক ট্রাজেডি অংশে ব্যর্থ, কিন্তু বাঙালী সমাজের সুখদুঃখের চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল আর সে উজ্জ্বলতার প্রধান কারণ আশ্চর্য সরস ও সজীব সংলাপ। সংলাপেই নাটকের প্রাণ।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ঘটনাবিন্যাসের সময়োচিত ও সুনিপুণ 'পতন অভ্যুদয়।' দীনবন্ধু, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথকে রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকে নাটক রচনা করতে হয়েছে, রঙ্গমঞ্চের বাস্তব চাহিদা সে-সব নাটক গড়ে তোলে নি বলে সেই অংশে তাদের দুর্বলতা। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চে জীবনযাপন করে নাটক লিখেছেন, রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর নাটক উদ্ভূত বলে যাকে নাটকীয় গুণ বলে তা তাঁর প্রত্যেক নাটকেই দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর নরনারী চিত্রণে দক্ষতা, এক শ্রেণীর সংলাপ রচনায় অসামান্যতা ও নাটকীয় গুণ এই তিনটি গিরিশচন্দ্রের নাটকের শ্রেষ্ঠ গুণ। কাজেই যে-সব উপাদান বা গুণের সমবায়ে নাটক গঠিত হয়ে ওঠে তার অন্ততঃ তিনটি গুণ বা উপাদান গিরিশচন্দ্রে ছিল। কিন্তু যে দিব্য কল্পনাশক্তি না থাকলে কোন রচনাই মহৎ সার্থকতা লাভ করতে সমর্থ হয় না গিরিশচন্দ্রের সেই কল্পনাশক্তি ছিল না। সেইজন্যই তিনি পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দর্শকের রুচি ও শিক্ষার পরিধিকে অতিক্রম করে সর্বকালীন রসলোকে পৌঁছতে অক্ষম হয়েছেন। এমত স্থলে তাঁকে মহাকবি বা মহানাট্যকার বলা শব্দের নিরর্থক প্রয়োগ। গিরিশচন্দ্র কলকাতাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সমাজের নাট্যকার, বিশেষ কালের কিনারায় কিনারায় তাঁর নৌকাখানা চলেছে, সর্বকালের মাঝদরিয়ায় পাড়ি দেওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না।

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রধানত চারিটি। এক, ভক্তিভাব ও পৌরাণিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য। সাধারণ বাঙালীর মনে ধর্মভীরুতা ও ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে যে স্থির ধারণা আছে গিরিশের আদর্শ তাহারই অনুগত। তবে পরমহংসদেবের প্রভাবে ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে উদারতা গিরিশচন্দ্রের ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে বড় স্থান লইয়াছিল। সমাজসংস্কারে গিরিশচন্দ্রের মন সম্পূর্ণ অনুদার না হইলেও অনেকটাই সংস্কারবিমুখ ছিল। কার্য্যগতিকে তাঁহাকে পতিতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইত বলিয়া তাহাদের উপেক্ষিত জীবনের ভাল দিকটাও তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। তাঁহার নাটকে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় আছে যদিও সে সহানুভূতি অনুকম্পারই সামিল। দুই, গিরিশচন্দ্রের নাটকে উপদেশ ও নীতিকথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা নাই। নাট্যকারের কাজ যে শুধু জীবনের অভিনয় আলেখ্য আঁকা নয়, শিক্ষাদানও বটে এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এই কারণে গিরিশের নাটকের প্রধান ভূমিকাগুলি প্রায়ই অতিরঞ্জনের জন্য বাস্তবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যেন কতকগুলি অসম্ভবরকম ভালো ও অসম্ভব-রকম মন্দ লোক অসম্ভবরকম কার্য করিয়া যাইতেছে। তিন, গিরিশচন্দ্র উপ-ক্রমণিকায় নাট্যকাহিনীর পরিণতি সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু নাট্য-রসিকের কাছে ইহা প্রীতিপ্রদ নয়। আভাসে যাহা নাটককে উপাদেয় করিত প্রকাশে তাহা স্বাদহীন করিয়া দিয়াছে। এই দোষ পৌরাণিক ও অবতার-মহাপুরুষ নাটকে সর্বাধিক পরিস্ফুট। চার, গিরিশের নাটকে এমন এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় মহৎ চরিত্র বা মহাপুরুষের ভূমিকা থাকিবেই যিনি মূল নাট্যকাহিনীর প্রতি অসম্পৃক্ত থাকিয়া ঘটনাবলীকে সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। পৌরাণিক নাটকে সাধারণতঃ বিদূষক বা কঞ্চুকী এইরূপ কেন্দ্রীয় চরিত্র। অবতার-মহাপুরুষ ও সামাজিক নাটকে সাধারণতঃ পাগল-পাগলিনী এইরূপ কার্যসাধন করে।

এই চারিটি ছাড়া আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য গিরিশের অধিকাংশ নাটকে পাওয়া যায়। পাঁচ, ঘটনার অত্যধিক বাহুল্য অনেক সময়ে নাট্যরসের পক্ষে বিঘ্নকর এবং নাট্যরসিকের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছে। সামাজিক ও অবতার-

মহাপুরুষ নাটকে এই দোষ বিশেষভাবে দেখা গিয়াছে। ছয়, নাট্যকারের সমসাময়িক সংসারচ্ছবি যাহা নাট্যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা শুধু কলিকাতার সাধারণ গৃহস্থঘরের। কিন্তু গৃহস্থনারীর চরিত্রচিত্রণ নাই বলিলেই হয়। ইহার একটা কারণ হইতেছে তখনকার অভিনেত্রীদের এই ধরণের চরিত্র-অভিনয়ে অযোগ্যতা। গৃহস্থনারীর ভূমিকা অভিনয়ে যোগ্যতা যাহাদের ছিল না তাহারা পাগলিনীর ভূমিকায় উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। গিরিশের নাটকের প্রধান নারী ভূমিকাগুলি অভিনেত্রীদের উপযোগিতা স্মরণ করিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরের পল্লীজীবন গিরিশের কোন নাটকে স্থান পায় নাই। কলিকাতার জীবনচরিত্রের মধ্যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের কথাবার্তায় বাস্তবতার আভাস মেলে। পুরুষচরিত্রে বাস্তবতা নাই বলিলে অন্যায় হয় না। তবে অবান্তর ভূমিকায় ইহা দুর্লক্ষ্য নয়। উত্তর-কলিকাতার ইতর-জীবন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল এবং সে অভিজ্ঞতা তিনি ভালোভাবে কাজে লাগাইয়াছেন।

গিরিশের নাটকগুলি তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—পৌরাণিক, অবতার-মহাপুরুষ ও সামাজিক। রোমান্টিক নাটক গিরিশচন্দ্র অতি অল্পই লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেকটা বিলাতি আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার যে-সকল নাট্যরচনা ঐতিহাসিক নাটক নামে পরিচিত সেগুলি সবই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। পৌরাণিক নাটকগুলির প্রধান লক্ষণ ভক্তিরস-বাহুল্য। দ্বিতীয় লক্ষণ ভূমিকায় ঈশ্বর ও দেবচরিত্রের অবতারণা। এই কাজ পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি করিয়াছেন, তথাপি গিরিশের নাটকে দেব-ভূমিকার যেমন প্রাধান্য এমন আর কোথাও নয়। তৃতীয় লক্ষণ স্ফুট উপদেশাত্মকতা। অবতার-মহাপুরুষ নাটকের প্রথম বৈশিষ্ট্য উপোদ্‌ঘাতেই অবতারত্ব-প্রখ্যাপন। মহাপুরুষ ভূমিকাগুলির অধিকাংশে নাট্যকারের দৃষ্ট একাধিক মহৎচরিত্রের প্রতিবিম্বন হইয়াছে। সামাজিক নাটকে প্রথম বিশেষত্ব হইতেছে যে ইহাতে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থজীবনের কিছু কিছু সঙ্কীর্ণ-কাহিনী মাত্র স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব—ব্যাঙ্ক-ফেল, ঋণের দায়ে ডিক্রিজারি, চাকুরিহানি, গৃহবিক্রয়, চুরির অভিযোগ, কন্যার বৈধব্য ইত্যাদি সমস্ত বিপৎপাত যুগপৎ ঘটিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গৃহকর্ত্তা স্ত্রীলোকের অধিক মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় বিশেষত্ব—বিপৎপাতের মূলীভূত চক্রান্তের অধ্যক্ষ হইতেছে নায়কের ভ্রাতা, বাল্যবন্ধু

অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। তাহার সাথে উকীল-এটর্নী-দালালের যোগ থাকিবেই। ভাগ্যহত নায়ক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াও ঘটনাবলীর পরিণতি সাধারণ মানুষের মতই অনুধাবন করিবে। চতুর্থ বিশেষত্ব—নীলদর্পণের আদর্শে নাটকের শেষে আত্মহত্যা, হত্যা এবং পতন ও মৃত্যু ইত্যাদির প্রাচুর্য। নাটকের ভাগ্যহত পাত্রপাত্রীকে সংসারভূমি হইতে একেবারে নিকাশ করিয়া দিয়া তবেই যবনিকা পাতন হইতেছে গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব নাট্যকৌশল। কিন্তু ঘটনা ট্রাজিক হইলেই কিছু নাটক ট্রাজিক হয় না। ট্রাজেডি জমিয়া উঠে নায়ক-নায়িকার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া। গিরিশচন্দ্রের ট্রাজেডিতে নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ বড় দেখি না।

—পরিচ্ছেদ : নাটক : ১৮৭২-১৯১২, পৃঃ ৩১৭-৩১৯

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ),—শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত

॥ ২ ॥

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রচলিত শব্দের উপর গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত আধিপত্য ছিল। বাংলা দেশের প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক বর্ণের লোকের কিরূপ ভাষা ও আচরণ, তাহা তিনি অতি সংক্ষেপে ভাষা বা শব্দ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ভাষাজ্ঞান,—ব্যক্তি ও স্থান বিশেষে শব্দবিন্যাস, জগতে অতি অল্পসংখ্যক লেখকের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু শব্দ নহে, বলিবার ভঙ্গী এবং উচ্চারণও দেখাইয়া গিয়াছেন। কি ইংরাজের বাংলা, কি আর্গানীর বাংলা, কি মাঝিমাল্লার বাংলা, কি ভট্‌চায্যির বাংলা, কি বকাটে ছোঁড়ার বাংলা, কি শিক্ষিত নব্যবাবুর বাংলা, কি ঢাকিঢুলি, কি মুটেমজুর, গাড়োয়ান, সহিস কোচম্যানের বাংলা, কি দারোগা দারোয়ানের বাংলা, কি গুরুমহাশয়ের বাংলা, কি মাতালের বাংলা, কি আঁতুড়ের ঝিয়েদের বাংলা—বহুবিধ শ্রেণীর শব্দ, বাক্যবিন্যাস ও উচ্চারণ তিনি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত যত শ্রেণীর নরনারী বাংলাদেশে বাস করে, তাহারা নিজশ্রেণীর ভিতর কিরূপ কথাবার্তা বলে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে অনুরূপ ছায়াচিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি মেথর ঝাড়ুদার ও শ্মশানঘাটের রামা মুদ্দফরাসের উচ্চারণেরও অনুরূপ শব্দ দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী বাংলাদেশে বসবাস করিয়া কিরূপ বাংলা ভাষা উচ্চারণ করিত, তাহাও

তিনি দর্শাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে নারীদিগের ভাষা এক অতুলনীয় সম্পদ! কি প্রৌঢ়া, কি যুবতী, কি কিশোরী, কি বালিকা প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বয়স অনুযায়ী সঠিক ভাষা ও উচ্চারণভঙ্গী তিনি সুন্দর ভাবে দর্শাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া একখানি অভিধান রচনা করিলে বাংলাভাষার অস্থিমজ্জা কোথায়, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

—পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় বক্তৃতা, পৃঃ ৩৬-৩৭
গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প—মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

।৩।

এই সময় বাংলার সাহিত্যগগনে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যাহ্ন ভাস্বরের মত তাঁহার প্রতিভারশ্মি বিকিরণ করিতেছিলেন। গদ্যসাহিত্য তখন নব যৌবনোদ্গমে আপন সৌন্দর্য্যে নব-বিকশিত শতদলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছিল। বঙ্কিমের উপন্যাস ও রচনা তখন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছিল। বাংলার জাতীয় জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই যুগ বড় গৌরবময়। একদিকে ধর্ম্মসংস্কারক দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও শিবনাথ, অপরদিকে হিন্দুধর্মপ্রচারক শশধর ও পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ প্রবল ধর্মান্দোলনে বাংলার প্রাণরসকে উদ্দীপিত করিতেছেন। একদিকে মহাকবি মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলার সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রৎ করিয়া বাংলাভাষার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও ওজঃশক্তির বিকাশে সকলকে চকিত ও বিস্মিত করিতেছেন, অপরদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ও রামদাস ভারতেতিহাসের লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিয়া প্রাচীনগৌরবের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। একদিকে রামনারায়ণ মধুসূদন দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অদ্ভুত হাস্য করুণ রসে নাটক রচনায় বাংলার নাট্যসাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, অপরদিকে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলাল নানা রাগরাগিণীতে বাংলার কাব্যকুঞ্জে আলাপ করিতেছেন। একদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র নূতন কথা-সাহিত্যে আলালের ঘরের দুলাল রচনা করিয়া যে উপন্যাসের অঙ্কুর বপন করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভায় ও যত্নে তাহা নানা ফল-ফুলে শোভিত মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে—তৃষ্ণার্ত্ত পথিক তাহার শান্তস্নিগ্ধ

ছায়ায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সরস সুমিষ্ট ফলে পিপাসা ও ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে, অপরদিকে নাট্যশালা গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভায় উজ্জ্বল—তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয়ে ও সঙ্গীতে, তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকীয় চরিত্রের পরিকল্পনায় ও অভিনয়ের ভৈরব ঝঙ্কারে সমগ্র বাংলা মুগ্ধ ও বিস্মিত।

—পরিচ্ছেদ : গিরিশচন্দ্রের মনোবিকাশ, পৃঃ ১০৬-১০৮
গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন

॥ ৪ ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ (খৃঃ ১৮৩৬) হইবার আট বৎসর পরে তাঁহার প্রিয়ভক্ত গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন (খৃঃ ১৮৪৪)। যে দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" অভিনয় করিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমে এ অদ্বিতীয় অভিনেতার প্রথম প্রতিষ্ঠা তিনি তখন কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। হুতোম রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ (খৃঃ ১৮৪১), যিনি গৈরিশী ছন্দের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন তিনি তখন তিন বৎসরের শিশু ; বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ষষ্ঠবর্ষীয় বালক। মধুসূদন বিংশতিবর্ষীয় যুবক। গিরিশ যাঁহাকে ভাষার জীবন-দাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন সেই পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় (খৃঃ ১৮২০) তখন মধ্যাহ্ন-গরিমায়। গুপ্ত কবি (খৃঃ ১৮১১) খ্যাতি যশে প্রবীণ। দাশরথি (খৃঃ ১৮০৪) প্রৌঢ় বয়স্ক।

—পরিচ্ছেদ : নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান, পৃঃ ২
গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত

॥ ৫ ॥

গিরিশচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চব্বিশ বৎসরের যুবক, মধুসূদন বিংশতিবর্ষীয়, বঙ্কিম ও কেশব ছয় বৎসরের বালক, দীনবন্ধু চতুর্দ্দশবর্ষীয় কিশোর যুবক, মনোমোহন ষোড়শবর্ষীয়, রামনারায়ণ দ্বাবিংশতিবর্ষীয় যুবক, ঈশ্বর গুপ্ত তেত্রিশবর্ষীয় পূর্ণ যুবাপুরুষ এবং দাশরথি একচল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়।

—পরিচ্ছেদ : গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে বাংলায় সংস্কৃতির ধারা, পৃঃ ৪০
গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন প্রণীত

গিরিশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

গিরিশচন্দ্রের জন্ম ১৫ ফাল্গুন ১২৫০ সাল। নিবাস বাগবাজার। পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। গিরিশচন্দ্র মধ্যম পুত্র। পিতা নীলকমল ছিলেন অ্যাকাউন্টটেন্ট। নীলকমলের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার সম্মিলন হয়েছিল। তাঁর বিষয়বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। গিরিশচন্দ্রের মাতুল নবীনকৃষ্ণ মিত্র অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র এঁর কাছে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মাতা রাইমণি ভক্তিমতী মহিলা। বাল্যকালে গিরিশচন্দ্র কিঞ্চিৎ দুরন্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পরিবারে কয়েকটি ভ্রাতার অকালমৃত্যুর জন্য সেকালের সংস্কার মত মাতা রাইমণি পুত্রকে স্নেহদানে বিরত ছিলেন। তাঁর খুল্লপিতামহী রামায়ণ-মহাভারতের গল্প কথকতা করে শোনাতেন। গিরিশচন্দ্র অভিভূত হয়ে শুনতেন। বাল্যকালেই গিরিশচন্দ্র রামায়ণ-মহাভারতের বহু অংশ কণ্ঠস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র দশ বছরের সময় অগ্রজকে হারান। গিরিশচন্দ্রের যখন এগারো বছর বয়স তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়।

পাঠশালা থেকে গিরিশচন্দ্র গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্তি হন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে (গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে) দু বছর পড়ার পর তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। গিরিশচন্দ্রের চোদ্দ বছর বয়সের সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পনের বছর বয়সে গিরিশচন্দ্র শ্যামপুকুর নিবাসী নবীনচন্দ্র (দেব) সরকারের কন্যা প্রমোদিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের বছরে তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ছেড়ে দেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পুনরায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। বিদ্যালয়ের পড়া এখানেই সাঙ্গ। ছাত্রজীবনে তিনি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব দে, চন্দ্রনাথ বসু, ফকিরচন্দ্র বসুকে সহাধ্যায়ী রূপে পান। এঁরা সকলেই গিরিশচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন।

বিদ্যালয় ত্যাগ করা সত্ত্বেও গৃহে অধ্যয়নের বিরাম ছিল না। নিজের চেষ্টায় এবং ব্রজবিহারী সোমের উৎসাহে তিনি ইংরেজি সাহিত্য অধিগত

করলেন। মাতুল নবীনচন্দ্র বসুর উৎসাহ প্রেরণা তো ছিলই। কলকাতার কতগুলি লাইব্রেরিতে তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

কিশোর বয়সে গিরিশচন্দ্র একবার ঈশ্বর গুপ্তের হাফ আখরাই গান শোনেন। গিরিশচন্দ্রের কবিত্বশক্তি ছিল। এর পর থেকে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল। কিছু কিছু গান রচনা করতে লাগলেন। যৌবনে গিরিশচন্দ্র ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছিলেন। যুবকদের সঙ্গে মিশে তিনি অপথ বেছে নিয়েছিলেন। সচরাচর যা হয় এই 'বয়াটে' গিরিশচন্দ্র আবার পরোপকারী ছিলেন। নবীনবাবু গিরিশচন্দ্রকে অ্যাটকিনসন টিলটন কোম্পানিতে শিক্ষানবিশীরূপে লাগিয়ে দিলেন। এ কাজে গিরিশচন্দ্র বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।

সে সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে নাটক অভিনয় হত। কিন্তু তাতে সাধারণের প্রবেশাধিকারের বিশেষ সুযোগ ছিল না। সেজন্যে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রবাবু, ধর্মদাস সুর (স্টেজ ম্যানেজার এবং চিত্রকর হিসাবে ইনি উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন), রাধামাধব কর মিলিত হয়ে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে সখের যাত্রা সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র যাত্রার জন্য গান বাঁধতেন। যাত্রা থেকে নাটক অভিনয় করার দিকে গিরিশচন্দ্রের ঝোঁক এল। দীনবন্ধুর সধবার একাদশী নাটক পরিচালনার ভার গিরিশচন্দ্রের উপর পড়ল। এই নাটকের জন্য গিরিশচন্দ্র কয়েকটি গান বাঁধলেন। এই সম্প্রদায়ের নাম হল 'দি বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'। প্রসিদ্ধ নট অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিলেন। অভিনয় দেখে দীনবন্ধু এবং সেকালের গুণীজন গিরিশচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র 'লীলাবতী' নাটক অভিনয়ে উদ্যোগী হন। একাজের জন্য একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গিরিশচন্দ্রের আত্মীয় ব্রজনাথ দেব প্রথমে উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে কাজে বাধা আসে। পরে স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের কাজে এগিয়ে আসেন। ১৮৭১ সালে জুলাই মাসে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে লীলাবতী অভিনীত হয়। এইটিই প্রসিদ্ধ নাট্যশালা দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েটার। পরে ক্যালকাটা কথাটি বর্জিত হয়। এই সময় জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার। ন্যাশনাল নামটি নবগোপালের দেওয়া। মতিলাল সুরের নির্দেশে

ক্যালকাটা বর্জিত হয়। দীনবন্ধু লীলাবতী অভিনয় দেখেন। তিনি খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'এবার চিঠি লিখ্‌বো, ভুয়ো বঙ্কিম'। লীলাবতী নাটক বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি কয়েকজন অন্যত্র অভিনয় করিয়েছিলেন। সেখানে লীলাবতীর কিছু অংশ বর্জিত হয়ে অভিনীত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ নাটকটিই মঞ্চস্থ করেন।

এর পর 'নীলদর্পণ' নাটকের রিহার্স্যাল চলতে থাকে। কিন্তু টিকিট বিক্রি করে অভিনয় প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন বলে দলের অন্যান্যদের সঙ্গে গিরিশ-চন্দ্রের মতভেদ হয়। গিরিশচন্দ্র থিয়েটার ত্যাগ করলেন। কিন্তু দুমাস পরে তিনি পুনরায় ন্যাশনাল থিয়েটারে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে অভিনয়ে যোগদান করতে অনুরুদ্ধ হন। তিনি ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কথিত আছে স্বয়ং মধুসূদন গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের প্রশংসা করেন। কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটারে ভাঙন ধরল। অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্প্রদায় ঢাকায় চলে গেলেন অভিনয় করার জন্য। তাঁরা সম্প্রদায়ের নাম দিলেন হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার। ন্যাশন্যাল থিয়েটারও কিছুদিন চলে বন্ধ হয়ে গেল। গিরিশচন্দ্রের নটজীবনে একজন বিদেশিনীর প্রেরণা ছিল। তিনি হলেন মিসেস জি. বি. লুইস। এই মহিলা অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র অ্যাটকিনসন কোম্পানিতে কাজ করবার সময় এঁর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি এই বিদেশিনীয় অভিনয় দেখেছিলেন। বিদেশী নাটকাভিনয়ের সঙ্গেও গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

১৮৬৮ সালে গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের (প্রসিদ্ধ দানীবাবু) জন্ম হয়। গিরিশচন্দ্রের যখন বয়স তিরিশ বছর তখন তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে অনেকেই অকালে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

যাই হোক, ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৪ সালে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীর পশুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মৃণালিনীর নাট্যরূপও গিরিশচন্দ্র রচনা করেন। তিনি কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপও রচনা করেন। কপালকুণ্ডলাও গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সহায়তা গিরিশচন্দ্র অনেক সময়েই পেয়েছেন। শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রকে ইণ্ডিয়া লিগের হেড ক্লার্ক ও ক্যাসিয়ারের পদ দেন ১৮৭৬ সালে। এই সময়ে গিরিশ-

চন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন। একবছর কাজ করার পর গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানিতে বুক-কিপার হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লীজ নিলেন। তিনি থিয়েটারের পূর্বের নামই রাখলেন ন্যাশনাল থিয়েটার। তিনি প্রথমেই মেঘনাদ বধের নাট্যরূপ দেন। অভিনয়ও বেশ জমেছিল। গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্র ও মেঘনাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সাধারণী পত্রিকা এই নাটক অভিনয়ের জন্যই গিরিশচন্দ্রকে বঙ্গের গ্যারিক উপাধিতে ভূষিত করে। এর পর গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে পলাশির যুদ্ধ অভিনীত হয়। এই সূত্রে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সখ্যতা স্থাপিত হয়। পলাশির যুদ্ধে গিরিশচন্দ্র ক্লাইবের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি আগমনী ও অকালবোধন নামে দুইখানি নাটক লেখেন। এগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই দুইখানি নাটক গিরিশচন্দ্র 'মুকুটাচরণ মিত্র' এই ছদ্মনামে ছাপান।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষের ইচ্ছায় লীজ-স্বত্ব ত্যাগ করলেন। দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ ইত্যাদি নাট্যরূপ দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার হাত বদল হয়ে প্রতাপচাঁদ জহুরি নামে একজন ব্যবসায়ীর হস্তগত হয়। প্রতাপচাঁদ গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারের অধ্যক্ষ করে দেন। গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানির চাকরি ছেড়ে অধ্যক্ষ হলেন। তাঁর সংগঠনী শক্তিও ছিল অসামান্য। তিনি বিচ্ছিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তাঁদের নিয়ে বিপুল উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের হামির নাটক দিয়ে সুরু। গিরিশচন্দ্র হামিরের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার পর নিজে লিখলেন মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা, আলাদিন। আনন্দ রহো নামে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক এই সময়ে রচিত হল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার সূত্রপাত এই সময়েই। রাবণ বধ নাটকে তিনি ছন্দের দিক থেকে অভিনবত্ব আনেন। তাঁর প্রবর্তিত এই ছন্দই পরবর্তী কালে গৈরিশী ছন্দ নামে অভিহিত হয়। গিরিশচন্দ্র বলেছেন তিনি তাঁর ছন্দের মূল সূত্রটি পেয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের (?) হুতোম প্যাঁচার নক্সা গ্রন্থের প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় মুদ্রিত কয়েক ছত্র দেখে। যাই হোক গিরিশচন্দ্র একের পর এক পৌরাণিক নাটক লিখে প্রচুর খ্যাতি লাভ করলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে অধ্যক্ষতার সময়ে তিনি নয়টি নাটক এবং ছয়টি গীতিনাট্য জাতীয় রচনা সমাধা করেন। প্রায় দুমাস অন্তর তাঁর নূতন

নাটক অভিনীত হত। এর আগে তিন সপ্তাহের বেশি কোনো নাটক ধারাবাহিক অভিনীত হত না। গিরিশচন্দ্রের এত দ্রুত নাটক লিখতে পারার কারণ ছিল তিনি স্বহস্তে নাটক রচনা করতেন না। মুখে মুখে বলে যেতেন। কোনো একজন তা লিখে নিতেন। লেখ্যকর্মে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন অমৃতলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। শেষ পনের বছরের রচনায় তাঁকে লেখ্যকর্মে সাহায্য করেছিলেন অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। গিরিশচন্দ্র সব সময়েই অভিনয়ের ভঙ্গিতে নাটকের সংলাপ বলে যেতেন। এর ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই এক-একখানা নাটক রচিত হয়ে যেত।

ন্যাশনাল থিয়েটারের আর্থিক উন্নতি হলেও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদৃশ অর্থ পান নি। গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের নিকট কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করলেও কোনো ফল হয় নি। সুতরাং গুর্মুখ রায়ের নবনির্মিত ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যোগ দিলেন। দক্ষযজ্ঞ দিয়ে গিরিশচন্দ্র সুরু করলেন। কিছুদিন পরে গুর্মুখ রায়ের থেকে চারজন অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু, দাসুচরণ নিয়োগী এবং অমৃতলাল বসু থিয়েটার কিনে নিলেন। গিরিশচন্দ্রের সাহায্যেই এই হস্তান্তর কার্য সমাধা হয়। গিরিশচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ এক স্মরণীয় ঘটনা। গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা অভিনয় দেখতে পরমহংস স্বয়ং আসেন। রামকৃষ্ণ চৈতন্যলীলা দর্শনে মুগ্ধ হন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এর আগেও গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে রামকৃষ্ণ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেন নি। চৈতন্যলীলা উপলক্ষ্য করে গুরু ও শিষ্যের উভয়ের আন্তরিক টানে বারবার দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকে। পরে রামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন গিরিশচন্দ্রের 'বাঁক' আছে তা চলে যায়। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণকে গুরু বলে গ্রহণ করেন। নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের ধর্মজীবনের এই পরিবর্তন গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। চৈতন্যলীলার পরবর্তী নাট্যরচনার প্রয়াসকে এককথায় নামভক্তি প্রচারের যুগ বলা যায়। রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে স্নেহ করতেন। ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। গিরিশচন্দ্রও নাট্যরচনার দ্বারা গুরুঋণ কথঞ্চিৎ শোধ করতে চেয়েছেন।

কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেন। এখানে মাসিক ৩৫০ টাকা বেতন পেতেন। ১২৯৫ সালে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পত্নীর

মৃত্যু হয়। ষ্টার থিয়েটারে ম্যানেজারের পদ নিয়ে তিনি সেখানে পুনরায় যোগ দেন। এখানে দুবছর কাজ করার পর তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর ম্যাকবেথ অনুবাদ নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয় (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮ জানুয়ারী)। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দেন। মুকুল-মুঞ্জরা, আবু হোসেন প্রভৃতি এখানেই প্রথম অভিনীত হয়। মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র চারবছর কাজ করেন। আবার তিনি ষ্টার থিয়েটারে 'নাট্যাচার্য' রূপে কাজে যোগ দেন। এবারে এখানে গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক কালাপাহাড়।

১৩০২ সালে তিনি 'সৌরভ' নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা এবং ঝালোয়ার দুহিতা (উদ্বোধন পত্রিকায়ও বেরিয়েছিল।) এই পত্রিকায় বার হয়। ১৩০৩ সালে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানেও তিনি নাট্যাচার্যরূপে কাজ করেন। ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচনা দেলদার। আবার গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় আসেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম নাটকাকারে গ্রথিত করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৩০৭ সালে গিরিশচন্দ্র পুনরায় ক্লাসিক থিয়েটারে। ক্লাসিক থিয়েটারের পক্ষ থেকে রঙ্গালয় নামে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হয়। গিরিশচন্দ্র এর পোষ্টা ছিলেন। তিনি এই সাপ্তাহিকে নিয়মিত লিখতেন। দশ বৎসর পর নাট্যমন্দির মাসিকপত্র বার হলে গিরিশচন্দ্র তারও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি এই কাগজেরও নিয়মিত লেখক ছিলেন। বেশ কিছুদিন পর ক্লাসিক থিয়েটারের অবনতি হলে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় চলে আসেন। এখানে গিরিশচন্দ্রের রচনা হরগৌরী দিয়ে সুরু। সিরাজদ্দৌলা নাটক এই সময়ে লিখিত হয়। ১৯১১ সালে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ১৩১৪ সালে কোহিনুর থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যোগ দেন। কিন্তু কোহিনুর চলে নি। পুনরায় মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র এলেন। শাস্তি কি শান্তি দিয়ে এখানে তাঁর নাটকের সুরু।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের হাঁপানি রোগ দেখা দেয়। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য কাশীধামে যেতেন। বলিদান নাটকে করুণাময়ের ভূমিকাই তাঁর শেষ নটের ভূমিকা। ১৩১৮ সালে ২৫শে মাঘ গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত হন।

—ডঃ বিজিতকুমার দত্ত

গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা ঃ

	গ্রন্থনাম	প্রথম অভিনয়	থিয়েটার
	পৌরাণিক		
১।	অকালবোধন (গীতিনাট্য-স্থ. সে.)	১৮ আশ্বিন ১২৮৪ (১৮৭৭-স্থ. সে.)	গ্রেট ন্যাশন্যাল
২।	অভিমন্যু-বধ	১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৮	ন্যাশনাল
৩।	অভিশাপ (গীতিনাট্য)	১২ আশ্বিন ১৩০৮	ক্লাসিক
৪।	আগমনী (ঐ)	১৪ আশ্বিন ১২৮৪ (১৮৭৭-স্থ. সে.)	গ্রেট ন্যাশন্যাল
৫।	জনা	৯ পৌষ ১৩০০	মিনার্ভা
৬।	তপোবল	২ অগ্রহায়ণ ১৩১৮	ঐ
৭।	দক্ষযজ্ঞ	৬ শ্রাবণ ১২৯০	স্টার
৮।	দোল-লীলা (গীতিনাট্য)	—ফাল্গুন ১২৮৪ (১৮৭৮-স্থ. সে.)	গ্রেট ন্যাশন্যাল
৯।	ধ্রুব-চরিত্র	২৭ শ্রাবণ ১২৯০	স্টার
১০।	নন্দদুলাল (গীতিনাট্য-স্থ. সে.)	১ ভাদ্র ১৩০৭	মিনার্ভা
১১।	নলদময়ন্তী	১ পৌষ ১২৯০	স্টার
১২।	পাণ্ডব-গৌরব	৬ ফাল্গুন ১৩০৬	ক্লাসিক
১৩।	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	১ মাঘ ১২৮৯	ন্যাশন্যাল
১৪।	প্রভাস-যজ্ঞ	২১ বৈশাখ ১২৯২	স্টার
১৫।	প্রহ্লাদ-চরিত্র	৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১	ঐ
১৬।	বৃষকেতু	১৫ বৈশাখ ১২৯১ (৫ বৈশাখ ১২৯১-স্থ. সে)	ঐ
১৭।	ব্রজ-বিহার (গীতিনাট্য)	—চৈত্র ১২৮৮	ন্যাশন্যাল
১৮।	মণিহরণ (ঐ)	৭ শ্রাবণ ১৩০৭	মিনার্ভা
১৯।	রাবণ-বধ	১৬ শ্রাবণ ১২৮৮	ন্যাশন্যাল
২০।	রামের বনবাস	৩ বৈশাখ ১২৮৯	ন্যাশন্যাল
২১।	লক্ষ্মণ-বর্জন	১৭ পৌষ ১২৮৮	ঐ

	গ্রন্থনাম	প্রথম অভিনয়	থিয়েটার
*২২।	শ্রীবৎস-চিন্তা	২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ (২৫ জ্যৈষ্ঠ-স্থ. সে.)	স্টার
*২৩।	সীতার বনবাস	২ আশ্বিন ১২৮৮	ন্যাশন্যাল
*২৪।	সীতার বিবাহ	২৮ ফাল্গুন ১২৮৮	ঐ
*২৫।	সীতাহরণ	৭ শ্রাবণ ১২৮৯	ঐ
২৬।	হর-গৌরী (গীতিনাট্য)	২০ ফাল্গুন ১৩১১	মিনার্ভা
২৭।	স্বপ্নের ফুল (গীতিনাট্য)	২ অগ্রহায়ণ ১৩০১	স্টার

ধর্মমূলক

*১।	কমলে-কামিনী	১৭ চৈত্র ১২৯০	স্টার
২।	করমেতি বাই	৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২	মিনার্ভা
৩।	কালাপাহাড়	১১ আশ্বিন ১৩০৩	স্টার
*৪।	চৈতন্য-লীলা	১৯ শ্রাবণ ১২৯১	ঐ
৫।	নসীরাম	১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ (১৩০৩ প্রকাশিত-স্থ. সে.)	ঐ
*৬।	নিমাই-সন্ন্যাস	১৬ মাঘ ১২৯১	ঐ
৭।	পূর্ণচন্দ্র	৫ চৈত্র ১২৯৪	এমারেল্ড
*৮।	বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	২০ আষাঢ় ১২৯৩	স্টার
৯।	বিষাদ	২১ আশ্বিন ১২৯৫	এমারেল্ড
*১০।	বুদ্ধদেব-চরিত	৪ আশ্বিন ১২৯২	স্টার
*১১।	রূপ-সনাতন	৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ (৪ জ্যৈষ্ঠ-স্থ. সে.)	ঐ
*১২।	শঙ্করাচার্য	২ মাঘ ১৩১৬	মিনার্ভা

ইতিবৃত্তমূলক

১।	অশোক	১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৭	মিনার্ভা
২।	আনন্দ রহো	৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮	ন্যাশন্যাল
৩।	চণ্ড	১১ শ্রাবণ ১২৯৭	স্টার
৪।	ছত্রপতি শিবাজী	৩২ শ্রাবণ ১৩১৪	মিনার্ভা
৫।	মীরকাসিম	২ আষাঢ় ১৩১৩	ঐ

গ্রন্থনাম	প্রথম অভিনয়	থিয়েটার
৬। সৎনাম	১৮ বৈশাখ ১৩১১ (১০ বৈশাখ-স্থ. সে)	ক্লাসিক
৭। সিরাজদ্দৌলা	২৪ ভাদ্র ১৩১২ (২৫ ভাদ্র-স্থ. সে)	মিনার্ভা

সামাজিক

১। গৃহলক্ষ্মী*	৫ আশ্বিন ১৩১৯	মিনার্ভা
২। প্রফুল্ল	১৬ বৈশাখ ১২৯৬	স্টার
৩। বলিদান	২৬ চৈত্র ১৩১১	মিনার্ভা
৪। মায়াবসান	৪ পৌষ ১৩০৪	স্টার
৫। শাস্তি কি শান্তি	২২ কার্তিক ১৩১৫	মিনার্ভা
৬। হারানিধি	২৪ ভাদ্র ১২৯৬	স্টার

উপকথা ও কল্পনামূলক

১। অশ্রুধারা (রূপক)	১৩ মাঘ ১৩০৭	ক্লাসিক
২। আবু হোসেন	১৩ চৈত্র ১২৯৯ (১৩০৩ প্রকাশিত-স্থ. সে.)	মিনার্ভা
৩। আলাদিন	২৮ চৈত্র ১২৮৭	ন্যাশন্যাল
৪। দেলদার (গীতিনাট্য)	২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬	ক্লাসিক
৫। পারস্য-প্রসূন (ঐ)	২৭ ভাদ্র ১৩০৪	স্টার
৬। ফণির মণি (ঐ)	১১ পৌষ ১৩০২	মিনার্ভা
৭। বাসর (ঐ)	১১ পৌষ ১৩১২	ঐ
৮। ভ্রান্তি	৩ শ্রাবণ ১৩০৯	ক্লাসিক
৯। মনের মতন	৭ বৈশাখ ১৩০৮	ঐ
১০। মলিন মালা	১২ কার্তিক ১২৮৯	ন্যাশন্যাল
১১। মলিনা-বিকাশ (গীতিনাট্য)	২৯ ভাদ্র ১২৯৭	স্টার
১২। মহাপূজা (রূপক)	১০ পৌষ ১২৯৭	ঐ

* অসমাপ্ত নাটক ; শেষাঙ্ক স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক লিখিত।

গ্রন্থনাম	প্রথম অভিনয়	থিয়েটার
১৩। মায়াতরু (গীতিনাট্য)	১৩ মাঘ ১২৮৭ (১৮৮১-স্থ. সে)	ন্যাশনাল
১৪। মুকুল-মুঞ্জরা	২৪ মাঘ ১২৯৯	মিনার্ভা
১৫। মোহিনী-প্রতিমা	২৮ চৈত্র ১২৮৭ (১৮৮১-স্থ. সে)	ন্যাশন্যাল
১৬। শাস্তি (বুয়র যুদ্ধ বিষয়ক, রূপক গীতিনাট্য-স্থ. সে.)	২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯	ক্লাসিক
১৭। স্বপ্নের ফুল (গীতিনাট্য)	২ অগ্রহায়ণ ১৩০১	মিনার্ভা
১৮। হীরক জুবিলী	৭ আষাঢ় ১৩০৪	স্টার
১৯। হীরার ফুল (গীতিনাট্য)	১৫ বৈশাখ ১২৯১	ঐ

প্রহসন বা ব্যঙ্গনাট্য

১। আয়না	১০ পৌষ ১৩০৯	ক্লাসিক
২। ছটাকী †	৮ পৌষ ১৩৩৪	মিনার্ভা
৩। পাঁচকনে	২২ পৌষ ১৩০২	ঐ
৪। বড়দিনের বখ্‌সিস্	১০ পৌষ ১৩০০	ঐ
৫। বেল্লিক বাজার	১০ পৌষ ১২৯৩	স্টার
৬। ভোটমঙ্গল	২২ আশ্বিন ১২৮৯	ন্যাশন্যাল
৭। য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা (মলিয়েরের অনুসরণে)	১৭ পৌষ ১৩১৩	মিনার্ভা
৮। সপ্তমীতে বিসর্জন	২২ আশ্বিন ১৩০০	ঐ
৯। সভ্যতার পাণ্ডা	১১ পৌষ ১৩০১	ঐ

অনুবাদ-নাটক

১। ম্যাক্‌বেথ	১৬ মাঘ ১২৯৯ (১৩০৬ প্রকাশিত-স্থ. সে.)	মিনার্ভা*

† অসমাপ্ত প্রহসন ; শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সমাপ্ত।

* এ ছাড়া গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস ও রমেশচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির নাট্যরূপও গিরিশচন্দ্র দিয়েছিলেন। ধ্রুবতপস্যা নাটক (১৮৭৩) গিরিশচন্দ্রের নামে চলে। কিন্তু সম্ভবত এটি অন্য কোনো গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা। দ্রষ্টব্য বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড—

মাউসি : Charitable Dispensary : ধীবর ও দৈত্য : আলিবাবা : দুর্গাপূজার পঞ্চরং : Circus pantomine : যামিনী চন্দ্রমা হীনা—গোপন চুম্বন (A kiss in the Dark) : সহিস হইল আজি কবি চূড়ামণি—এই রঙ্গনাট্যগুলি গিরিশচন্দ্রের রচিত বলে কথিত। কিন্তু এগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। এইগুলি ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। নিত্যানন্দ বিলাস (গীতিনাট্য) : চাবুক (প্রহসন) : বিধবার বিবাহ—এগুলি কোনো থিয়েটারে অভিনীত হয়নি। (দ্রষ্টব্য—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গিরিশচন্দ্র ২য় ভাগ (১৩২০ সাল)

উপন্যাস ও গল্প

১। চন্দ্রা (উপন্যাস) ১২৯১ সালের 'কুসুমমালা' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২। ঝালোয়ার দুহিতা (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৩০৫-৬ সাল)

৩। লীলা (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ১৩১৭-১৮ সাল)

৪। গল্পাবলী

৫। হাবা (নলিনী, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল)

৬। একধর্ম বা 'নক্সা' (কুসুমমালা, ১২৯১)

৭। ন'সে বা নক্সা (২) (ঐ)

৮। বাচের বাজী (জন্মভূমি, ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮)

৯। বাঙ্গাল (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)

১০। গোবরা (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১লা আষাঢ় ১৩০৬)

১১। বড় বউ (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৫ কার্তিক ১৩০৬)

১২। ভুতির বিয়ে (রঙ্গালয়, ১ম বর্ষ, ১৩০৭)

১৩। সই (নন্দনকানন, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড)

১৪। কর্জনার মাঠে (প্রয়াস, ৩য় বর্ষ, ১৩০৮)

১৫। পূজার তত্ত্ব (বসুমতী, আশ্বিন পূজা সংখ্যা, ১৩১১)

১৬। প্রায়শ্চিত্ত (উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৫)

১৭। টাকের ঔষধ বা ধর্মদাস (জন্মভূমি, ১৭ বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৬)

শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত। শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত গিরিশ-নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য গ্রন্থ দুইটি হইতে উপরিউক্ত তালিকা সংগৃহীত।

১৮। পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত (উদ্বোধন, ১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩১৬)
১৯। সাধের বউ (নাট্যমন্দির, ২য় বর্ষ, ভাদ্র ১৩১৮)

কাব্য

১। প্রতিধ্বনি

জীবনী

১। স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ১৩১৫

ধর্মপ্রবন্ধ

১। ঈশ জ্ঞান (কুসুমমালা, ১২৯১)
২। কর্ম (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৫)
৩। তাও বটে।—তাও বটে !!! (তত্ত্বমঞ্জরী, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩১৮)
৪। ধর্মস্থাপক ও ধর্মযাজক (রঙ্গালয়, ১৩ বৈশাখ ১৩০৮)
৫। ধর্ম (উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ, ১৫ মাঘ ১৩০৮)
৬। গুরুর প্রয়োজন (উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ, ১৫ ভাদ্র ১৩০৯)
৭। প্রলাপ না সত্য (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ১ অগ্রহায়ণ ১৩১০)
৮। নিশ্চেষ্ট অবস্থা (উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১লা মাঘ ১৩১০)
৯। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ (উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ১৫ মাঘ ১৩১১)
১০। রামদাদা (তত্ত্বমঞ্জরী, ৯ম সংখ্যা ১৩১১)
১১। স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ (তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩১১)
১২। পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ (উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ১ বৈশাখ ১৩১২)
১৩। বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ (উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ১ মাঘ ১৩১৩)
১৪। ধ্রুবতারা (উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫)
১৫। শান্তি (উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৫)
১৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম (উদ্বোধন, ১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬)
১৭। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব (জন্মভূমি, ১৭শ বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৬)
১৮। স্বামী বিবেকানন্দের সাধন-ফল (উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৮)

নাট্য-প্রবন্ধ

১। পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী (রঙ্গালয়, ২ চৈত্র ১৩০৭)
২। অভিনেত্রী সমালোচনা (রঙ্গালয়, ৯ চৈত্র ১৩০৭)
৩। বর্তমান রঙ্গভূমি (রঙ্গালয়, ২৬ পৌষ ১৩০৮)
৪। পৌরাণিক নাটক (রঙ্গালয়, ১ম বর্ষ ১৩০৮)
৫। অভিনয় ও অভিনেতা (অর্চনা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৬ পরিবর্দ্ধিত অংশ—নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)
৬। রঙ্গালয়ে নেপেন (বঙ্গনাট্যশালায় নৃত্যশিক্ষা ও তাহার ক্রমবিকাশ। ৯ এপ্রিল ১৯০৯ খ্রীঃ ১৩১৬ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত)
৭। নাট্যমন্দির (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৭)
৮। নাট্যকার (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৭)
৯। নটের আবেদন (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩১৭)
১০। কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় ? (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩১৭)
১১। রঙ্গালয় (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, আশ্বিন ১৩১৭)
১২। বহুরূপী বিদ্যা (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, পৌষ ১৩১৭)
১৩। কাব্য ও দৃশ্য (ঐ)
১৪। নৃত্যকলা (নাট্যমন্দির, ২য় বর্ষ, মাঘ ১৩১৮)

শোক-প্রবন্ধ

১। স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু (রঙ্গালয়, ২ চৈত্র ১৩০৭)
২। স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (রঙ্গালয়, ১৩ বৈশাখ ১৩০৮)
৩। স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক (রঙ্গালয়, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)
৪। স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ১ শ্রাবণ ১৩১২)
৫। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র
৬। কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন (সাহিত্য, মাঘ ১৩১৫)
৭। নবীনচন্দ্র (সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩১৫)
৮। নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাস (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩১৭)

সামাজিক প্রবন্ধ

১। সমাজ-সংস্কার (জন্মভূমি, ১৮শ বর্ষ, আশ্বিন ১৩১৭)
২। স্ত্রী-শিক্ষা (নাট্যমন্দির, ২য় বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৮)

বিজ্ঞান-প্রবন্ধ

১। বিজ্ঞান ও কল্পনা (কুসুমমালা ১২৯১)
২। গ্রহফল (ঐ)

বিবিধ প্রবন্ধ

১। ভারতবর্ষের পথ (কুসুমমালা ১২৯১)
২। দীননাথ (ঐ)
৩। ফুলের হার (ঐ)
৪। পাখি গাও (ঐ)
৫। গরুড় (ঐ)
৬। পলিসি (রঙ্গালয়, ১৬ চৈত্র ১৩০৭)
৭। রাজনৈতিক আলোচনা (রঙ্গালয়, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮)
৮। ইংরাজ রাজত্বে বাঙ্গালী (রঙ্গালয়, ১৩০৮)
৯। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী (বসুমতী, ৪ ভাদ্র ১৩১১)
১০। বিশ্বাস (জন্মভূমি, ১৬শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫)
১১। কবিবর রজনীকান্ত সেন (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, আশ্বিন ১৩১৭)
১২। সম্পাদক (রঙ্গালয় হইতে নাট্যমন্দিরে পুনর্মুদ্রিত। ১ম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩১৭)*

* অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গিরিশচন্দ্র ২য় ভাগ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

চরিত্র

পুরুষগণ

বিল্বমঙ্গল	···	ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ যুবক
সাধক	···	ভণ্ড সাধু
সোমগিরি	···	সন্ন্যাসী
রাখালবালক	···	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ
ভিক্ষুক		
বণিক		

পুরোহিত, ভৃত্য, দাওয়ান, শিষ্যগণ, টহলদারগণ,
দারোগা, চৌকিদারগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

চিন্তামণি	···	বিল্বমঙ্গলের রক্ষিতা
থাক	···	চিন্তামণির বাটীর ভাড়াটীয়া
অহল্যা	···	বণিকের স্ত্রী
পাগলিনী		

মঙ্গলা দাসী, জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা—এক দণ্ড বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে দুপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না! এর তাৎপর্য্য ছিল—এর তাৎপর্য্য ছিল। দেখ, সমস্ত রাত জেগে আমি ব'সেছিলুম, একবার একটা মিষ্টি কথা কইলে না—পেছন ফিরে শুয়ে রইল! আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখদর্শন কচ্চিনি! যেমন না ব'লে চ'লে এসেছি, তেম্নি ব্যস্—আজ থেকে খতম্। যদি কখনো দেখা হয়, দুটো কথা শুনিয়ে দোবো; কড়া নয়—মিষ্টি।—না ব'লে আসাটা ভাল হয়নি,—মিষ্টিমুখে বিদায় নিয়ে এলেই হ'ত। ব'ল্লেই হ'ত,—'ভাই, তোমারও পোষাল না, আমারও পোষাল না; আজ থেকে খতম্—ব্যস্।' যখন এসেছি, তখন আর যাচ্চিনি।

গান করিতে করিতে জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ

ঝিঁঝিট—আড়খেম্টা

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে' যায়, কে জানে?
কোথাও বিষম ঘূরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, দুনিয়া দেখে ফাঁক,
কোথাও তর্‌তরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়, টান প'ড়েছে কি টানে॥

বিল্ব। উঃ! প্রাণের টানই বটে, বাবা!

ভিক্ষুক। মশাই, কিছু দিন্ না।

বিল্ব। যা যা—দেক্ করিস্‌নি—কি রে কি? গানটা কি, "টেনে টেনে"?

ভিক্ষুক। আর মশাই—পেটে টান প'ড়েছে।

বিল্ব। বলি—শোন্ শোন্, আমায় গানটা লিখে দে তো।

ভিক্ষুক। না, মশাই, পাঁচ বাড়ী সেধে বেড়াতে হবে।

বিল্ব। দাঁড়া না ব্যাটা, তোকে ভিক্ষে দোবো এখন।

ভিক্ষুক। না ঠাকুর, তোমার ভিক্ষেয় কাজ নেই; তোমার মিষ্টি মুখেই খুসী আছি।

বিল্ব। না না, কিছু মনে ক'র না; গানটা লিখে দাও, আমি একটা টাকা দোবো এখন।

ভিক্ষুক। সত্যি? মাইরি?

বিল্ব। এই নাও, এই নাও। (টাকা দিতে উদ্যত)

ভিক্ষুক। অ্যাঁ! ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেবে না তো, বাবা?

বিল্ব। না না, লিখে দাও।

ভিক্ষুক। এ বাবা আমার চোরাই গান নয় বাবা; রীতিমত সাকৃরিদি ক'রে শেখা বাবা।

বিল্ব। আচ্ছা; কি গান বল্।

ভিক্ষুক। (সুরে) "ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে"—

বিল্ব। নে, নে—সুর রাখ্, গানটা বল্; এই কয়লা দে আমি লিখ্‌চি।

ভিক্ষুক। "ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।"

বিল্ব। ইস্! পিরীতের বেজায় দৌড়; ওঠ্‌বোস্ করাচ্চে;—তার পর?

ভিক্ষুক। "টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায়, কে জানে?"

বিল্ব। আচ্ছা, এ পিরীতের ব্যাপারটা কি ব'ল্‌তে পারিস্? কি বলিস্, অ্যাঁ?

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ শালা পাগল না কি?

বিল্ব। তুই ব'ল্‌তে পাল্লিনি? গলায় গামছা দিয়ে টানে।—আমি আর ভুল্‌চি নি।—বল্—বল্!

ভিক্ষুক। "কোথাও বিষম ঘুরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, ছুনিয়া দেখে ফাঁক।"

বিল্ব। পাক ব'লে পাক? দে চড়্‌কীর পাক! তার পর, তার পর?

ভিক্ষুক। "কোথাও তর্‌তরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়, টান প'ড়েছে কি টানে!"—এই ত গান হ'ল; কই মশাই, দাও।

বিল্ব। দাঁড়া বাবা, আমি গানটা পড়ে নিই! শোন্, হ'য়েছে কি? কি! ওঠ্‌বোস্ ক'চ্চে প্রেমের—

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ; দিন্।

বিল্ব। গলায় গামছা দে' নে যায় টেনে।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিন্ না।

বিল্ব। দে চড়্‌কীর পাক ;—উঁহুঁ,—গানটা ঠিক হ'চ্চে না।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ওই !

বিল্ব। হ্যাঁ রে, তুই কখনও পিরীতের টানে প'ড়েছিস্ ?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ও সব আমার নেই ; আপনি যে শুনেছেন, হাত্তটান্,—সে গেরোর ফেরে হ'য়েছিল ; সেই অবধি নেশাটা ভাঙটা কদাচ কখন করি ; পেলুম কল্লুম, নইলে নয়।

বিল্ব। আচ্ছা, তুই একটা কাজ ক'ত্তে পার্‌বি ?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, আমায় দিন্, আমি কাজ পার্‌ব না ; আমি এম্নি ভিক্ষা ক'রে খাই।

বিল্ব। এই নে (টাকা দেওয়া), শোন্ না, আরও টাকা পাবি—একটা কাজ কর্ না। (স্বগত) দাঁড়াও, এই ব্যাটাকে দে' সন্ধান নিই ; বেটীর মন একটু ধক্‌পক্ ক'ত্তেই হবে ; ব'লে পাঠাই,—"মনে ক'রেছ, সে আবার আস্‌বে, সে দফায় কচু !" (প্রকাশ্যে) শোন্ বলি—ঐ বাড়ীতে যা ; চিন্তামণি ব'লে একটা আছে ; সে কি ক'চ্চে, দেখে আয় ; আর বলিস্ —"বাছা, মনে ক'রেছ, সে আস্‌বে—সে আর আস্‌চে না।"

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, কোন্ বাড়ী ?

বিল্ব। ওই—ওই বাড়ী ! দেখ্‌তে এমন কি ? চিম্‌ড়ে ছুঁড়ীপানা ; তবে আমার নজরে প'ড়েছিল, তাই। আর, ঐ গানটা শুনিয়ে আসিস্।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্‌ব ? যে, মশাই আস্‌চে।

বিল্ব। না না ; ব'ল্‌বি যে, শৰ্ম্মা আর যাচ্চেন না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি, বুঝেছি ; আমি জানি। বেমোল চক্রবৰ্ত্তী আমায় পাঠাত— রাগ টাগ হ'লে পাঠাত।

বিল্ব। আমি ঐ বটগাছের তলায় ব'সে আছি ; সব খবর খুঁটিয়ে আন্‌বি— কি ক'চ্চে, কে আছে, সব ; খবরদার, গানটা লিখে দিস্‌নি।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ, তা কি দিই ?—আমি এ কাজ জানি।

বিল্ব। দেখ্, দেখ্, দেখ্—ওই যে মাগী আস্‌ছে ওই মিন্সেটার সঙ্গে, ওইটে চিন্তামণির বাড়ীতে থাকে, দাসীর মতন। ওর কাছে আগে খবর নে ; আমার কথা জিজ্ঞেস্ করে ত কিছু বলিস্‌নি। আমি ওই বটতলায় আছি।

প্রস্থান

ভিক্ষুক। বাবা, কাজ ক'ত্তে কি নারাজ ? এমন মনের মতন কাজ হয় ত করি। (অন্তরালে অবস্থান)

সাধক ও থাকর প্রবেশ

সাধক। দেখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অনুধাবন ক'ত্তে পারে, সে কেবল তোমায় আমি দেখ্‌ছি। এ কি যে সে প্রেম ?—রাধাকৃষ্ণের প্রেম !

থাক। আমি প্রেমের কি জানি বল ? তবে এই জানি যে, মনের মানুষ পেলুম না।

সাধক। মনের মানুষ কি পাবে ? ক'রে নিতে হবে। মানুষ সবই মনের মতন ; ব'লেছে—"পুরুষ পরেশ"। তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা !—দেখ, রাধিকা—মামী, কৃষ্ণ—ভাগিনা, রাসলীলা তাই অত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রয়েছ, নইলে প্রেমের কথা আরো দুটো শোনাতুম। আমার মনে বড় সাধ, তোমায় অসৎপথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসি।

থাক। তা আস্‌বেন, একবার অনুগ্রহ ক'রে বিকেল বেলা। আমিও শুনতে বড় ভালবাসি ; তবে কি জান ? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।—ও মা, কই ?

সাধক। কি কই ?

থাক। এই, বাড়ীওলা মেসোকে ডাক্‌তে এসেছি। বাড়ীউলী মাসীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মিন্সে এইখানেই ব'সেছিল।

সাধক। আমি এখন আসি। সন্ধ্যার পর আসব যেন বড় গোল থাকে না ; আমি তিনটি টোকা দিয়ে ডাকৃব। পল্লীটে বড় খারাপ ; কেউ যদি দেখে।

থাক। তা আস্‌বেন, ভুলবেন না।

সাধকের প্রস্থান

ভিক্ষুকের পুনঃ প্রবেশ

ভিক্ষুক। ওগো, তোমাদের বাড়ীতে আমি যাব।

থাক। তুই কে রে ?

ভিক্ষুক। কে রে, এখন বল্‌চি নি ; চল, শীগ্‌গির বাড়ী নিয়ে চল।

থাক। মর্‌ মুখপোড়া ! তোমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই।

ভিক্ষুক। তা দাও না, আমার চোদ্দপুরুষের মুখে দাও না; কিন্তু আমি কথায় ভোলবার নয়; চল এখন, তোমার সঙ্গে যাই।

থাক। আ ম'ল! মড়া পাগল না কি?

ভিক্ষুক। নাও নাও, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে; আবার আমায় খবর দিতে হবে, তিনি যার গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

থাক। কে, কে? বল্ ত, বাড়ীওলা মেসো? কোথা গেল রে?

ভিক্ষুক। হুঁ, এখানে ভাঙি? চল, আগে বাড়ী চল।

থাক। আ মর্ মিন্সে! ন্যাক্‌রা করিস্ নাকি?

ভিক্ষুক। ন্যাক্‌রা কেন? আমার কথা আছে; আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে বল্‌ব।

থাক। বল্ না, বল্ না; এইখানে একটি বামুনের ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

ভিক্ষুক। দেখা হ'য়ে থাকে—হয়েছে; না হ'য়ে থাকে—না হয়েছে। বাড়ী চল, টেরটা পাবে। আমি কি যার তার কাছে বলি?

থাক। (স্বগত) মিন্সে বুঝি খবর জানে।—(অদূরে চিন্তামণিকে দেখিয়া) এই দেখ, মাসীর আর বাপ্ তর্ নেই, আপনিই আস্‌চে। আমি কি আর খুঁজতে কসুর ক'চ্চি?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ওই ত চিম্‌ড়ে চিম্‌ড়ে গড়ন; এ বেটীও মাসী বল্‌চে। পেটের কথা শীগ্‌গির বার কচ্চি নি; একটু দেখি।

চিন্তামণির প্রবেশ

থাক। বলি, হ্যাঁ গাঁ মাসি! তোমার একটু তর্ সয় না? বাড়ী থেকে ফর্‌ফরিয়ে বেরিয়ে এলে? লোকে কি ব'ল্‌বে বল ত!

চিন্তা। আর বলুক গে, বাছা! আমার আর সয় না! ডুবটা দিয়ে আসি!

থাক। বলি, কই? এখানে ত দেখ্‌তে পেলুম না! বাছা, পরের ছেলে—দুটো মিষ্টি না ব'ল্লে থাকবে কেন?

চিন্তা। আমি আর কি ব'লেছি? তুই বাড়ী ছিলিনি, আমি খেতে ব'সেছিলুম; তাই দোর খুল্‌তে দেরি। এই সমস্ত রাত গজ্‌গজানি।—ভাল ক'রে কথা কবে না, ঘুমুতে দেবে না। ভোর বেলায় দেখি ডাকুচে; আমি আর সাড়া দিলুম না। এই টর্‌টরিয়ে একেবারে সিঁড়িতে! আমার বাছা, রাগ হ'য়ে গেল; দু'বার তিনবার ফিরে এল; আর কথা কইলুম না।

ভিক্ষুক। বলি, হ্যাঁ গা, শোন শোন ; ঐ ঠাকুরটি যে এখানে বসেছিল ?

থাক। কি তা ?

ভিক্ষুক। (চিন্তামণির প্রতি) শোন—(থাকর প্রতি) তোমায় না—(চিন্তামণির প্রতি) তুমি শোন, মনে ক'রেছ বাছা, যে, সে আসবে ; সে আর আস্‌চে না।

চিন্তা। সে কোথা গেল ?

ভিক্ষুক। চল, আগে তোমার বাড়ী যাই, কি ক'চ্চ দেখ্‌ব, কি দে' ভাত খাচ্চ দেখ্‌ব, কি ব'লচ শুন্‌ব ; তবে বটতলায় গে' খবর দোব। সে গিয়েছে নদীপার চ'লে।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ ও ঝোপের মধ্যে অবস্থান

চিন্তা। ওলো থাকি, দেখ ; পেছনের ঐ ঝোপের ভেতর এসে মড়া লুকুচ্চে।

অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া ভিক্ষুকের গীত

সিন্ধু (মিশ্র)—খেম্‌টা

বসেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, খামকা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে॥
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে,
আহা ! পগার পারে বঁধু যেত এগোনে॥

বিল্ব। (স্বগত) দেখ, বেটীর মনে একটুও দুঃখ নাই, হাস্‌ছে ! (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি এ পারে কাঠ কিনতে এসেছিলুম, দেখা হ'ল তা একটা কথা ব'লে যাই—"যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশন্না।"

চিন্তা। কেন্ রে মড়া ! কাঠ কিন্‌তে কেন ? তোর চিতা সাজাবি না কি ?

বিল্ব। দেখ, একটা কথা বলি ; মনে করেছিলুম যে, তুমি ভদ্দর, তা নয়, তুমি ভারি ছোটলোক।

চিন্তা। আর তুমি খুব ভদ্দরলোক—আচরণেই বোঝা গিয়েছে।

থাক। দেখ বাড়ীওলা মেসো, তুমি যদি মানুষ হও ত—ও ছোটলোক বেটীর কথার উত্তর দিও না। হ্যাঁ, দেখ মাসি, মাসী হও আর যা হও বাছা, তোমার বড় আল্‌গা মুখ।

বিল্ব। দেখ থাক, আমি আর আস্‌ছিনি ; তবে মনের দুঃখ একদিন তোমার

কাছে গোটা কতক ব'লে যাব। আমরা বাবা যত্নের পায়রা ; যেখানে যত্ন পাব, সেখানে যাব।

চিন্তা। কেন, তোমায় কি ব'লেছি? থাক বাড়ী ছিল না, আমি খেতে বসেছিলুম, তাতেই দোর খুলে দেবার দেরি হ'ল! তোমার আর সমস্ত রাত্তির রাগ প'ড়লো না! তা ভাই, যেখানে যত্ন পাবে, যাবে বই কি। আমি কিন্তু তোমায় ব'লেছিলুম, গোড়ার কথা মনে ক'রে দেখ।

থাক। দেখ মেসো, আমি কিন্তু একটা কথা বলি ; তোমার বাপু আর ভাল দেখায় না, মেয়েমানুষটা যখন রাস্তা পর্য্যন্ত এসেছে।

চিন্তা। পোড়া কপাল! আমি নাইতে এসেছি। তুই কি বলিস্ থাকি, আচরণ দেখলি! সকাল থেকে এখানে ব'সে আছে, আমি ভেবে মরি, কোথা গেল—কোথা গেল ; তা একবার দেখাটি দিলে না!

থাক। এটি, মেসো, তোমার অন্যায় হয়েছে, মেয়েমানুষটা ভেবে সারা হয় ; বলে—"দশ হাত কাপড়ে মেয়ে নেংটা"।

বিল্ব। দেখ চিন্তামণি, মনে বড় দুঃখ রইল।

চিন্তা। থাকে থাক্, রাগ করিস্নি ; চল্, বাড়ী চল্।

বিল্ব। না, আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ ; বেলা হয়ে গিয়েছে!

চিন্তা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তবে আর দেরি করিস্নি, যা ; বলে যা—রাগ নেই।

বিল্ব। না, রাগ কিসের?

চিন্তা। দেখ্, বেলা হ'ল ; বল্ রাগ নেই, নইলে ছেড়ে দোব না।

বিল্ব। না।

চিন্তা। তা চল্ ; আমিও নাইতে যাই, তুইও পারে যা। সন্ধ্যেবেলা আস্বি ত? না, আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নেই?

বিল্ব। না, আজ আর আস্ছি নি, নদী পেরুতে নেই ত আস্ব কেমন ক'রে?

চিন্তা। তা না আসিস্, কাল সকাল বেলা একবার আসিস্, মাথা খাস্।

বিল্ব। সকালে কি আর আসা হয়?

চিন্তা। দেখ্‌ছিস্ লা থাকি তোর ভদ্দরলোক! আজ যাবেন, সমস্ত রাত্তির দেখা পাব না, কাল সকালে আস্তে ব'ল্‌চি ; বলে—"সকালবেলা কি আসা হয়?"—আর ওঁর শরীরে রাগ নেই! রাগ নেই বটে আমাদের শরীরে—যখন যা হয় ব'লে ফেল্লুম।

বিল্ব। সকালে কি ক'রে আসি? এ কি রাগের কথা? কাজ-কর্ম্ম নেই?

চিন্তা। দেখ্, মাথা খা'স্, সকালে আসিস্।

বিল্ব। তা দেখি।

চিন্তা। দেখি নয়, দুপুর বেলায় তা নইলে তোর বাড়ীতে গে হাজির হব।

বিল্ব। ঠিক কি ক'রে ব'লব ?

প্রস্থান

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ঠাকুর, আমায় যে কি দেবে ব'লেছিলে ?

পশ্চাতে প্রস্থান

থাক। বুঝি এখনও রাগ পড়ে নি। বাড়ী নে গেলে না কেন ?

চিন্তা। না, করুক গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক গে। বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর যেত ? আর বাছা, একটা রাত জুড়ুই। যেন কয়েদখানা! কাছ থেকে নড়্‌তে দেবে না ; সমস্ত রাতটে ভ্যান্ ভ্যান্! মাথামুণ্ডু নেই—খালি, "ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি!" আরে, ভালবাসিস্ ত আমার কি মাথা কিনিছিস্ ?—ওই দেখ্ আবার আস্‌চে।

বিল্বমঙ্গলের পুনঃপ্রবেশ

বিল্ব। দেখ, আজ রাত্তিরে আমি আর আস্‌তে পার্‌ব না, আমার কাপড় ক'খানা গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুন্‌লি, শুন্‌লি ? আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে রাখি ?

বিল্ব। তাই ব'লচি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, ঐ টিয়ে পাখীটাকে দুটি ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর এক দিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দোব না ; ঘাড়টা মুচড়ে মেরে রাখ্‌ব।

বিল্ব। তা তুমি পার, তাই ব'লচি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, যদি শীস্ দেয় ত দিতে ব'ল।

চিন্তা। বলি যাও না ; কখন্ শ্রাদ্ধ করবে ? কখন্ খাওয়া-দাওয়া করবে ? বেলা কি আর হয় না ?

বিল্ব। যাচ্চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ মেড়াটাকে দু'টি দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর শিং ঘষে ত বারণ ক'র না ; আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব। কাল সকালে আস্‌বে ত?

বিল্ব। দেখি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

ভিক্ষুক ও সাধকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। বলি, মশাই ত গোয়েন্দা নন্?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমার পরিচয় তোমায় দিচ্চি—শোন। আমি নবাব সরকারে চাকরী কত্তেম, আমার নাম রামকুমার সান্ন্যাল। কলির লোক জান ত?—যে ধর্ম্মভীত হয়, তারই বিপদ! আমার নামে তহবিল তছরূপের দাবী এল, এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে; কাশীধামে গমন ক'ল্লেম, তথায় ভাগ্যক্রমে আমার গুরুর দর্শন পেলেম—একজন সিদ্ধ ব্যক্তি—তিনি বারো বৎসর পুত্রের মতন আমায় উপদেশ দেন।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তা ত'বিল ভেঙেছিলে, ফাঁড়িদার ধ'ল্লে না?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমি তহবিল ভাঙ্‌ব কেন? দুর্জ্জনেরা এইটে রটিয়েছিল।

ভিক্ষুক। বলি, যা হোক্ ফাঁড়িদার কিছু বলেনি?

সাধক। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যাঘাত হয়নি।

ভিক্ষুক। তোমার ভারি কপাল! আমি পাইখানায় লুকিয়েছিলুম, আমায় টেনে বা'র কল্লে।

সাধক। তারপর শোন। এই যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র—এই সকল গুরুর কৃপায় শিক্ষা কল্লুম। এখন জগতের হিত যাতে হয়, তাই ক'ত্তে হবে, তাই ভাব্‌চি—তোমায় আমি চেলা ক'র্‌ব। তুমিও দেখ্‌চি একজন ত্যাগী পুরুষ, তাই তোমার পরিচয় চাচ্চি।

ভিক্ষুক। না, তুমি গোয়েন্দা নও। কি কাজ, সকলের বরাত সমান নয়!—আমার ছেলেবেলায় নেশাটা ভাঙটা কত্তে শিখে একটু হাতটান হ'য়ে প'ড়ল; একটা বাঁধা হুঁকো সরিয়ে পঁচিশ কোড়া খাই, আর ঘানি টানি

একমাস। আমিও কাশী গিয়েছিলুম, তোমার মতন একটা মোহন্তও পেয়েছিলুম। তার জটার ভেতর একখানা সোণার বাট ছিল, যে দিন জটা ঘ'ষে দিতে ব'ল্‌ত, সে দিন বার ক'রে রাখ্‌ত। গাঁজা টাজা চ'ল্‌ত মন্দ নয়, কিন্তু লোভ সংবরণ হ'ল না—বাটখানা নিয়ে স'র্‌লুম।

সাধক। আহা! তুমিই আমার চেলা হবার যোগ্য!

ভিক্ষুক। তা' কাজ তোমার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে সবই জানি। কিন্তু একটা প্যাঁচ আছে—আমার নামে একখানা পরওয়ানা আছে। শান্তিপুর থেকে একটা সোণার বাটি সরাই।

সাধক। তার উপায় হবে, তোমার জটা ক'রে দেব, গেরুয়া প'রে থাকবে, ছাই মেখে থাকবে।

ভিক্ষুক। বলি, সে সব ত ছিল; পরওয়ানার দায়ে জটা কেটে ফেলেচি।

সাধক। দেখ, আমার কাছে থাকায় তোমার কোন শঙ্কা নাই; আমি অন্তর্দ্ধান-বিদ্যায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দেব।

ভিক্ষুক। ব'ল্‌চি যে, তোমার কপাল ভাল। ফাঁড়িদারের চোখ বড় সাফ; জান না, কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে লুকিয়ে থাক্‌লে ধরে!

সাধক। এখানে থাক্‌লে বড় সে সব ভয় নাই।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, এ ফন্ এক রকম মন্দ নয়; চ'ল্লে ভাল। বলি, তুমি কথা কইবে ত? না, কথা কইবে না?

সাধক। যোগ্য লোকের সঙ্গে কইব।

ভিক্ষুক। ধুনি জ্বালাবে?

সাধক। কখন কখন।

ভিক্ষুক। তোমার ভৈরবী থাক্‌বে?

সাধক। খুব গোপনে।

ভিক্ষুক। লোককে কি ব'ল্‌ব, যে, টাকা-কড়ি দাও? না, যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দিলে—কি বল?

সাধক। সাম্‌নে একটা হোমকুণ্ড থাক্‌বে; যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতরে দিয়ে যাবে।

ভিক্ষুক। হুঁ, বুঝেছি; এখন কোথায় আস্তানা ক'র্‌বে?

সাধক। একটা শিবের মন্দির-টন্দির দেখে নেওয়া যাবে?

ভিক্ষুক। এখন কি রকম বখ্‌রা, বল?

সাধক। দেখ, আমার বাড়ীতে খেতে প'র্‌তে—স্ত্রী, একটি ছেলে, আর মা ঠাকুরুণ। তা গোটা পনের টাকা মাসে পাঠালেই হবে। বাকী আমাদের খোরপোষ বাদে—দশ আনা ছ' আনা।

ভিক্ষুক। কি, দশ আনা তোমার, ছ' আনা আমার?

সাধক। হুঁ।

ভিক্ষুক। তুমি সাধুগিরি জান না। বাড়ীফাড়ি বুঝিনি; চেলার সঙ্গে আধাআধি বখ্‌রা।

সাধক। দেখ, ওতে আট্‌কাবে না। তোমায় আমি শিষ্য ক'র্‌ব; গুরুসেবার জন্য যা দিতে হয়, দিও।

ভিক্ষুক। এ কথা ভাল।

সাধক। আজ রাত্তিরে একটু কাজ ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও বিশেষ কাজ আছে।

সাধক। একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও যাবার কথা আছে।

সাধক। কি, নদীপার?

ভিক্ষুক। নদীপার।

সাধক। আজ কাজ সার্‌তে পার, ভাল; না হ'লে কাল থেকে চেলা হবে।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ

কাফি (মিশ্র)—একতালা

ওমা কেমন মা কে জানে।
মা ব'লে মা ডাক্‌ছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর, লাগে কি না দেখ্‌ব তোমায়,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে নাক' একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে।

সাধক। আহা, আহা! বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। (পাগলিনীর প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?

পাগ। আমি বাছা, পাগলদের মেয়ে।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তোমার বে' হয়েছে?

পাগ। হুঁ, পাগলদের বাড়ী।

গীত

গৌরী—একতালা

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা ॥
বাবা বব বম্ বলে,— মদ খেয়ে মার গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে ;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর বাজে, ওই নূপুর বাজে শোন্ না ॥

পাগলিনীর প্রস্থান

সাধক। দেখ, দেখ, এ পাগলীটাকে হাত কর ; ও বেড়ে গায়।
ভিক্ষুক। ব্যবসাটা শীগ্‌গির জম্‌বে।
সাধক। তোমার ভৈরবী কত্তে পার ত ভাল।
ভিক্ষুক। বটে ? ওকে পেলে ত আমিও একটা দল করি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিল্বমঙ্গলের বাটীর কক্ষ, সম্মুখে শ্রাদ্ধের আয়োজন

বিল্বমঙ্গল ও পুরোহিত আসীন

বিল্ব। এই ত বাপের পিণ্ডি দিলুম, এই নাও। সন্ধ্যে হ'ল—তোমার যে মন্ত্র পড়াবার ধুম!
পুরো। তুই বেলা ক'রেই ত সর্ব্বনাশটা কল্লি! এম্নি দুটি যজমান হ'লেই আর আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম চ'লবে! ব্রাহ্মণেরা উপবাস র'য়েছে।
বিল্ব। আর আমি বুঝি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খেয়েছি ?
পুরো। দেখ্, অমন করিস্ ত লোকে তোকে জাতঃপাত ক'র্‌বে।
বিল্ব। যাও যাও, এখন তোমার কাজে যাও।—ওরে ভোলা!

ভোলার প্রবেশ

এই পুরুৎঠাকুরের বাড়ী এইগুলো দিয়ে আয় ; আর মথুর ঠাকুরকে এইদিকে আস্‌তে বল।

ভোলা। আজ্ঞে, এখন মথুর ঠাকুর পরিবেশন ক'র্‌বেন, ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে।

বিল্ব। সে থাক্, আগে আমার পাঁচ চেঙারি খাবার এইখানে রেখে যাক্। যাও না ঠাকুর, শালগ্রাম নিয়ে যাও না।

পুরো। বলি, তোর আক্কেলটা শুন্‌চি—রাধেকৃষ্ণ!

প্রস্থান

বিল্ব। দেখ্‌ ভোলা, তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ভাল জিনিস সব তুলে আনবি—পাঁচখানা চেঙারি।

ভোলার প্রস্থান

ধর্ না—চিন্তামণি, থাক—তুই; থাকর মাসী আছে শুনিচি, এই ধর—তিন। চিন্তামণির আর একখানা ধর—চার; ও তিনখানাই ধর—পাঁচ। আমি এখন আর খাব না, দেরি প'ড়ে যাবে; চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাব। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) ইস্! এই সার্‌লে! পশ্চিমে মেঘখানা বড় উঠেচে—উঃ, বেজায় ঝড়!

ভোলার পুনঃ প্রবেশ

ভোলা। ওগো বামুনদের পাতা উড়ে গেল!

বিল্ব। তা যাক্, তুই পাঁচ চ্যাংড়া খাবার এনে এইখানে রাখ্‌না, একটা লোক সঙ্গে ক'রে খেয়াঘাটে দিয়ে আসিস্। আমি নৌকো দেখ্‌তে চ'ল্লেম। আমি পাইখানা যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ি, কেউ যদি খোঁজে, বলিস্—আমার বড় জ্বর। (অদূরে দাওয়ানকে দেখিয়া) আ ম'ল! আবার দাওয়ান ব্যাটা এল।

দাওয়ানের প্রবেশ

দাও। (স্বগত) ঘরের ভেতর সব পাত ক'রে দিই; মুষলের ধারে বৃষ্টি এসেছে। (সহসা ভোলাকে দেখিয়া) ভোলা, এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?

বিল্ব। কাজ আছে, তুমি পাত করগে যাও।

দাও। মশাই, ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়।

বিল্ব। হ'ক। পরশু আমার একশ' টাকা চাই, যেখান থেকে পাও, ঠিক রাখ্‌তে চাও; বুঝেছ?

দাও। আর টাকা চাইলে বাড়ী বাঁধা ভিন্ন উপায় নাই।

বিল্ব। তা, যেমন ক'রে হয়।

দাও। দাঁড়ান মশাই, আমি এখন পাত করিগে।

বিল্ব। দেখ, টাকা চাই, না পেলে টের পাবে।

দাও। যে আজ্ঞে। (স্বগত) চাকরী আর বেশী দিন ক'ত্তে হবে না।

প্রস্থান

বিল্ব। উঃ! বেজায় বৃষ্টি, কিন্তু এ সময়ে না বেরুলে নৌকা ঠিক ক'ত্তে পারূব না। যা ভাড়া লাগে, পার হ'তেই হবে।

প্রস্থান

ভোলা। এই যে সিন্দুকের চাবি ভুলে গিয়েছে! মাইনে যত পাব, তা' ত বুঝ্‌তে পেরেছি; আজ যা পাই, তাই নিয়ে সট্‌কাই।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতীর—শ্মশান

ঝোপের পার্শ্বে চিতা জ্বালাইয়া পাগলিনী উপবিষ্টা

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। দেখি, আর দু' ক্রোশ পরে আর একটা খেয়াঘাট আছে। একখানা কি জেলেডিঙ্গিও বাঁধা থাক্‌তে নেই! একখানা ভেলা টেলা, কাঠ টাট্‌—কত কি যে নদীর ধারে থাকে—তা কি একটা নেই? উঃ! মুষলের ধারে বৃষ্টি! রাগ ক'রে এসেচি; ব'লে এসেচি, আস্‌ব না;—চিন্তামণি হয় ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে! আহা প্রাণেশ্বরি! আমরা দু'জনে যেন চক্রবাক চক্রবাকী—মাঝে এই প্রবল নদী।—এ ঝোপটার পাশে আলোটা কি? এ শ্মশানে চিতের আলো, এ বৃষ্টিতে চিতের আগুন নেবে না! কালস্বরূপ নদী কারও কথা শোনে না, চ'লেছে! আমার যে প্রাণ যায়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, যেন পিশাচ যুদ্ধ ক'চ্চে! প্রাণ, তোকে আমি তুচ্ছ কর্ত্তুম, কিন্তু চিন্তামণিকে যে দেখ্‌তে পাব না। উঃ! কি করি? তারও প্রাণ এমনি হ'চ্ছে; স্ত্রীলোক—কি ক'র্‌বে? নইলে নদী পার হয়ে এসে, আমার

গলা ধ'রে কেঁদে আমায় তিরস্কার ক'ত্ত। চিন্তামণি আমার, আমি চিন্তামণির; আমার প্রাণ নয়, চিন্তামণির প্রাণ—সে যে আমায় ভালবাসে। কি করি? কেমন ক'রে পার হই? এ দুরন্ত তরঙ্গ! শ্মশান থেকে একখানা মোটা কাট এনে দেখি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কি পেত্নী! নাকি! পেত্নী বই কি; ঐ যে মড়ার মাথা পুড়িয়ে খাবে! ওরা মনে ক'ল্লে পার ক'রে দিতে পারে; বলি, এয়েও প্রাণ গেছে, অয়েও প্রাণ গেছে! (পাগলিনীর প্রতি) ওগো, তোমায় আমি ষোড়শোপচারে পূজা দোব, তুমি যদি আমায় পার ক'রে দাও। মা, কৃপা ক'রে কথা কও, চিন্তামণির জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েচে।

পাগ। (বেগে দণ্ডায়মান হইয়া)

কই, সই, কই চিন্তামণি?
বল,
কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী,
দেখ, দেখ, এসেছি শ্মশানে,—
সে ত নাই লো এখানে,
পর্ব্বত-গুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন!
কভু ভস্ম মাখি গায়—
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়,
শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি,—
সে কোথায় দেখা ত হ'ল না!
হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তা'তে বাদ কেবা সাধে?
কই—কই চিন্তামণি!

বিল্ব। (স্বগত) এ কে! চিন্তামণিকে ডাক্‌চে কেন? এ ত পেত্নী নয়; পাগল বোধ হ'চ্চে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা, চিন্তামণি তোমার কে!

পাগ। সে আমার গো, সে আমার; নাম ধ'রে ডাকিনি, ছি! লজ্জা করে।

বিল্ব। চিন্তামণি ত মেয়েমানুষের নাম?

পাগ। চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়করা, ভক্তমনোহরা,
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে!
কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর, জটাজূট শিরে,
নৃত্য করে বব বম্ বলি' গালে।
কভু রাস-রসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা ;—
প্রেমে ঢ'লে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা—
"কোথা বনমালী" ব'লে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি ;
বিপরীত রতি,—
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন ;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয় ;
নাহি—নাহি ফুরাইল বাক্ ;—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

বিল্ব। আমার চিন্তামণি! আমি এতদিনেও তার রূপের সীমা পেলুম না। আহা! সে রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে! কি ক'র্‌ব? কেমন ক'রে যাব? চিন্তামণি! চিন্তামণি! বুঝি এই নদীকূলেই প্রাণ যাবে।

পাগ। প্রাণ ত যাবার নয়, প্রাণ যাবে না। জলে ঝাঁপ দে' দেখেছি—জল শুকিয়ে যায়! আগুনে ঝাঁপ দে' দেখেছি—আগুন নিবে যায়! হায়! সে মনচোরা কোথায়? চল সখি, দু'জনে দু'দিকে যাই, তারে খুঁজি!

মা ! মা ! কোথায় তুমি ? শ্মশানভূমি আলো ক'রে এস মা !

বিল্ব। নিবিড় অন্ধকার ; দিক নির্ণয় করা দুষ্কর ! সত্য কি প্রাণ যাবার নয় ? ওহো, যদি প্রাণ যায়, চিন্তামণিকে আর দেখ্‌তে পাব না। মেঘগর্জ্জন, তোমায় ভয় করি না ; তরঙ্গ, তোমার ও কলকল নাদে ভয় করি না ; দেহ, তোরও মমতা রাখি না ; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখ্‌তে পাব না, ঐ ভয়। নৈলে তুমি নদী নও, গোখুর জল ; আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত !—চিন্তামণি ! চিন্তামণি !

গীত

কানাড়া (মিশ্র)—একতালা

পাগ। সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী
পাগলে ক'রেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকিনি !
সে কোথা এক্‌লা বসে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা, ডাক্‌চে কত না জানি !
ওই যেন সে পাগল আমার, দেখ্‌চি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী, এক্‌লা আছে প্রাণের চিন্তামণি ।

প্রস্থান

বিল্ব। যাব, চিন্তামণিকে দেখ্‌বো। চিন্তামণি ! চিন্তামণি !!

জলে ঝম্প-প্রদান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—থাকর ঘরের দাওয়া

সাধক ও ভিক্ষুক

সাধক। বলি, তোমার এ বাড়ীতে কাজ ছিল কি ?

ভিক্ষুক। আমার কি আর কাজ থাক্‌তে নেই ? যখন কথা দিয়েছি, তোমার কাজে গাফিলি পাবে না। .

সাধক। বলি, তবু কি শুনি ?

ভিক্ষুক। ঠিকে কাজ। ঐ যে বাড়ীর গিন্নী আছেন, তাঁর মানুষটি আমায় ব'ল্লেন, "যতক্ষণ না আমি আসি, তুই নজর রাখ্‌বি—কে আসে যায়।" দোরগোড়ায় ছিলুম; ঝড়-ঝাপ্টায় ঘরে এসে ঢুকেছি। মাগীরে পরকে ঠকায় বটে, আপনারাও ঠকে;—বল্লুম, "বাবা, বিদেশী অতিথ; তাই চিঁড়ে মুড়কি দই—ফলার করালে। কিন্তু শেষটা চিনে ফেল্লে,—বল্লে, "সেই পোড়ারমুখো রে—সেই পোড়ারমুখো; ঐ পোড়ারমুখো পাঠিয়ে দিয়েছে। ঝ্যাঁটা ঝাড়ছিল; বড় ঝড় বৃষ্টি দেখে "মা, মা" শব্দ ক'রে কেঁদে ফেল্লুম। এই দাওয়ায় এক কোণ দিয়েছে। বাবা, তুমি ত দেখ্‌চি সারা রাতটা মশা তাড়ালে, ব্যাপারখানা কি?

সাধক। তুমি এতক্ষণ ছিলে জান্‌লে আমি তুটো কথা শেখাতুম।

ভিক্ষুক। আর কথা শিখিয়ে কাজ নেই; এই বাদলার দিন—ঐখানেই একটু মুড়ি দে' ঘুমোও। চেলাগিরি ত? ও আমি খুব জানি।

সাধক। আরে না না; থাক এলে ব'ল যে আমি খুব সাধু।

ভিক্ষুক। বলি, থাকর সঙ্গে ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভৈরবী পাকাচ্চ? দেখ, হেথা ক্ষুরের ধার; গুরুগিরি চেলাগিরি চ'ল্‌বে না? তোমায় আস্‌তে ব'লেছিল, তা আমি শুনিচি—সেই, যখন সেই কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছিলে। তোমায় আগে একটু না চিন্‌লে আমার রীতের কথা খুল্‌তুম না।

সাধক। কেন, তুমি আমার চেলা ব'লে পরিচয় দেবে, তা দোষ কি?

ভিক্ষুক। দেখ, তুমি খুব সেজেচ গুজেচ বটে; কিন্তু তুমি চার আনা বখ্‌রারও যুগ্যি নও। বলি, আক্কেল নেই? সকাল বেলা গুরু-শিষ্যে দেখা নাই, আর রাতদুপুরে "গুরবে নমঃ"!

সাধক। তবে তুমি একটু স'রে যাও, আমি থাকর সঙ্গে নিরিবিলি তুটো কথা কব।

ভিক্ষুক। ভোর বেলা ক'য়ো এখন। ভোর না হ'লে ত আর তার দেখা পা'চ্চ না, সে এখন ছাপরখাটে শুয়েচে; রুদ্রাক্ষির ঠক্‌ঠকানিতে কি আর সে উঠবে! টাকার শব্দ কত্তে পাত্তে ত সে কথা ছিল। ব্যবসাটা জমিয়ে কিছু হাতে কর, তারপর এস।—দেখ, তোমার ভৈরবীর জন্যে সে পাগলীটাকে জোটাবার চেষ্টায় গিয়েছিলুম, ভয় হ'লো, বাবা! বেটী শ্মশান বাগে চ'লে গেল।

সাধক। আমার ভৈরবী কেন? আমি তোমার ভৈরবীর জন্যে বলেছিলুম।

ভিক্ষুক। ও হরি! আমি তা বুঝতে পারি নি। তুমি আবার সৌখীন, সে ভৈরবী মনে ধ'চ্চে না; তাই থাকমণির কাছে এসেচ! দেখ, আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; (অদূরে থাকর পদশব্দ শুনিয়া) থাকমণি কি ভৈরবী?—ও ভৈরব! দেখ না, ব্রহ্মদত্যির মতন চ'লে আসচে! (মুড়ি দিয়া শয়ন)

থাকর প্রবেশ

থাক। (স্বগত) দু' পোড়ারমুখো দাওয়ায় ব'সে আছে; তালা ভেঙে ত সেঁদোয়নি? কে জানে চোর কি না! (প্রকাশ্যে) বলি, মহাশয় আছেন কি?

সাধক। (সুর করিয়া) হুঁ, আছি।

থাক। (স্বগত) আমার আহ্লাদে গোপাল! বিবি বাজের ডাকে মূর্চ্ছা যান! (প্রকাশ্যে) তার আজ মানুষ আসেনি ব'লে আটকে রেখেছিল; আমি কতক্ষণে আসি, কতক্ষণে আসি, মনে ক'ত্তে ক'ত্তে ঘুমিয়ে গেছি। বড় ক্লেশ হয়েছে, তামাক টামাক পাওনি; আর সন্ধ্যে থেকে ব'সে আছ; তা কি করব বল? আমার ত আর হাত নয়। এই আমি প্রদীপ জ্বালি, তামাক সেজে দিই, তার পর পিঁড়ে পেতে দাওয়াতে ব'সে তোমার কথা শুনি। (ভিতরে গমন)

ভিক্ষুক। বিশ্বাস দেখেছ? ঘরে ঢোকাবে না! দেখ, তুমি আমায় আর সাক্ষী টাক্ষী মেনো না, তা হ'লে দু'জনেরই গলা ধাক্কা!

থাক। (বাহিরে আসিয়া) আ মুখে আগুন! তামাক দু'ছিলিম এনে রাখ্‌ব, তা ভুলে গেছি।

সাধক। তা থাক্, তামাক থাক্; তুমি ব'স। দেখ, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদ্বার—সমস্ত বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু কোথাও মনের মতন মানুষ পেলুম না।

থাক। যা বল্লেন, ঐটি পাওয়া মুস্কিল। এই প্রায় একুশ বছর বয়স হ'ল—ও কুড়িও যার নাম, একুশও তার নাম—কুড়ি এখনও পোরে নি, এই চোৎ মাসে উনিশে প'ড়েছি—তা, কই, মনের মানুষ ত কোথাও খুঁজে পেলুম না।

সাধক। কিন্তু তুমি আমার মনের মতন।

থাক। আস্তে কথা কও, এক মড়া ভিকিরী দাওয়ায় শুয়ে আছে।—তা

দেখুন, আমি আপনার মন যোগাতে পারব কি ?

সাধক। আমার বড় সাধ, তোমায় রাধা-প্রেম শেখাই।

থাক। আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুলব না।

সাধক। তবে মন দে' শোন। বলি, ত'রতে ত হবে—এ ভবসমুদ্র ত'রতে ত হবে ?

থাক। তা বটে ত।

সাধক। তাই তোমায় বল্‌চি, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও; পাঁচজনের মুখ আর চেয়ো না।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই; যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয় ত আপনি বুঝ্‌তে পারবেন। আমি 'হরিনাম' না ক'রে জল খাইনি; আর, যে মানুষ অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মতন দেখি; আর, পরপুরুষের মুখ দেখি না। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।

সাধক। দেখ, তুমি আমার ভাব বুঝ্‌তে পা'চ্চ না! রাখারাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা।

থাক। তা ত বটেই, তা ত বটেই; হাজার হ'ক আমি মেয়েমানুষ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে বুঝ্‌তে পারব।

সাধক। দেখ, এক কথায় বলি—আমি তোমায় দেখ্‌ব যেন রাধা, আর তুমি আমায় দেখ্‌বে যেন কৃষ্ণ। তারপর যা খুসী তা কর, আর পাপ নেই। কেমন, রাধা হ'তে পারবে ?

থাক। আপনি আমায় ভাল ক'রে বলুন; আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

সাধক। দেখ, তুমি আমার রাস-রসময়ী রাধা হও। তুমি মান ক'রবে, আমি পায়ে ধ'রে ভাঙব; আমি বাঁশী বাজাব—তুমি "কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই" ব'লে অধৈর্য্য হবে।

থাক। তা আমি সব পারব। আপনি যদি আমার ভার নেন্‌—ত, আমার একটা পেট আর একখানা কাপড়; বিছানা মাদুর ক'রে দাও তুমিই ব'সবে; গয়নাগাঁটি তোমার মন হয় দিও, না হয় না দিও।

সাধক। দেখ, আমি ব্রহ্মচারী, আমার কিছু সঙ্গতি নেই; তবে দুটো একটা বিদ্যা জানি;—এই, হরিতালভস্ম, তাঁবাকে সোণা করা,—তোমাকে শিখিয়ে দোব।

থাক। অ্যাঁ! তাঁবাকে সোণা কত্তে জানেন?

সাধক। গুরুর কৃপায় কতক জানি।

থাক। তবে আপনি আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন কত্তে পারেন। (স্বগত) এ কি দমবাজি ক'ত্তে এসেচে না কি?

সাধক। আমি বিদ্যাই শিখিছি, কর্‌বার যো নেই—গুরুর নিষেধ আছে। তবে শিখিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি আমার রাধা হও—আর এক বৎসর মন যুগিয়ে চল, তবে তোমায় বিদ্যা দোব।

থাক। (স্বগত) মিন্সে দমবাজ, তাড়াই; নইলে ঘুমুনো হবে না। (প্রকাশ্যে) তা দেখুন, আপনি, আস্তানায় যান; আমি একটু গড়াই গে। (ভিক্ষুকের প্রতি) বলি ও পোড়ারমুখো, তুইও ওঠ্, আমি ঘুমুই গে। (সাধকের প্রতি) আপনি উঠুন, আর দেরী ক'র্‌বেন না।

প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন

ও মা গো, বাবা গো, মাসি গো, দেখ সে গো, ওগো, ডাকাত গো! এরা সব কেটে ফেল্লে গো।

নেপথ্যে চিন্তামণি। কি রে থাকি? কি রে থাকি?

থাক। ওগো মাসি গো, আলো নে শীগ্‌গির এস গো! প'ড়ে কে গোঁ গোঁ ক'চ্চে গো!

আলো লইয়া চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। কি রে? কি রে?

থাক। (বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া) ও মা, এ যে মেসো গো!

চিন্তা। অ্যাঁ অ্যাঁ! পোড়ারমুখো এখন জ্বালাতে এসেচে? গোঁ গোঁ ক'চ্চে কেন? ও মুখপোড়া, গোঁ গোঁ ক'চ্চিস্ কেন?

থাক। ও গো, এই পাঁচীল থেকে লাফিয়ে প'ড়েছে—কেমন বেকায়দায় প'ড়েচে।

চিন্তা। অ্যাঁ! মিন্সে হাতে দড়ি দেবার যোগাড় ক'রেচে! ও মা—এমন জ্বলনেও প'ড়লুম।

বিল্ব। চিন্তামণি, একটু জল দাও।

থাক। ওগো, আছে গো আছে!

চিন্তা। থাকবে না ত জ্বালাবে কে?

থাক। ও গো, তোমরা একবার এখানে এস না গা, ধরাধরি ক'রে ঘরে নে যাই।

বিল্ব। না, আমার কারুকে ধ'ত্তে হবে না; চিন্তামণি, তোমার গলা ধ'রে আমি ঘরে যাই।

চিন্তা। নে থাকি, হাত ধর্, তোল্। নাও—ওঠো।

থাক। মেসো, তোমার কি আক্কেল গা।

চিন্তা। থাকি, তুই যেন খুকী, কথার ভাব বুঝিস্নি। সন্ধ্যেবেলা ভিকিরী মড়াকে পাঠিয়েছিল, রাত দুপুরে দেখ্তে এয়েচে—মানুষ নে আছি, কি একলা আছি।

বিল্ব। চিন্তামণি তোমায় দেখতে এসেচি, চিন্তামণি!

চিন্তা। (একটা দুর্গন্ধ পাইয়া) ও মা, গেলুম গো! কি দুর্গন্ধ গা!

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রস্থান

ভিক্ষুক। দেখ, তোমার বখরা দু' আনা—দু' আনা; এই হাটে এসেছ ছুঁচ বেচ্তে? আর ভাব্চ কি? স'রে পড়, এসে ঝাঁটা বন্দোবস্ত ক'র্বে! আমিও সর্ব্বস্ব, তবে কি না, আমার কিছু পিত্তেশ আছে।

থাকর পুনঃ প্রবেশ

থাক। থু থু থু! মাসি, দেখ ত গা, মেসো গায়ে ত কিছু মেখে আসেনি। থু থু! এ যে নাড়ী উঠে গেল গা। পচা মড়ার গন্ধ যে গা!

চিন্তামণির পুনঃ প্রবেশ

চিন্তা। ওলো থাকি, সর্ব্বনাশ ক'রেছে! পচা মাস—পোকা থিক্ থিক্ ক'চ্চে! বিছানা মাদুর সব ভ'রে গেছে লো, সব ভ'রে গেছে! আমি মাথা মুড় খুঁড়ে ম'র্ব।

সাধক। বলি থাক, তবে আসি?

চিন্তা। ও লো, এ মড়া কে লা? আবার লোক পাঠিয়েছিল বুঝি?

থাক। বলি হ্যাঁ গা, তুমি এখনো রয়েচ? একবার ব'ল্লে কথা শোন না কেন বল দেখি?

সাধক। কা'ল একবার দেখা ক'র্ব, কি বল?

থাক। এখন যাও, তা তখন দেখা যাবে।

সাধকের প্রস্থান

ভিক্ষুক। ঠাকুরুণ, আমি এতক্ষণ সটকাতুম ; তা আমি কিছু পাব।

চিন্তা। হ্যাঁ, তুই দাঁড়া ত, দাঁড়া ত। কেমন মুখ নাড়া দে' ব'ল্‌চে যে, মানুষ ধ'ত্তে আসিনি, তোমায় দেখ্‌তে এয়েচি। তবে এ মড়াকে পাঠিয়েছিল কেন? আচ্ছা, ও ঝড়-বৃষ্টিতে নদী পেরুলো কি ক'রে? শ্রাদ্ধ-ফ্রাদ্ধ সব মিছে, এ পারে কোথা ব'সেছিল।—আর, পাঁচীল টপ্‌কালেই বা কি ক'রে? তেলপানা পাঁচীল, খড়া ফড়া ত নেই।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ি ফেলে রেখেছিলে, চিন্তামণি!

চিন্তা। শুন্‌চিস্ লা, ঠাট্টা শুন্‌চিস্? আমি মানুষের জন্যে দড়ি ফেলে রাখি!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, দড়ি ধ'রে উঠিচি।

চিন্তা। থাকি, তুই আমার বয়সে বড়; তোর সাক্ষাতে ব'ল্‌চি, বাছা—এমন জ্বলনে আর কখন পড়িনি। একটা পয়সা চাইলে সাত দিন ভাড়া-ভাঁড়ি, বাড়ী ঘর দোর—সব বাঁধা প'ড়েচে; এখন মই বেয়ে পাঁচীল টপ্‌কে বাড়ীর ভিতর পড়া।

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, মই দে' উঠিনি, দড়ি দে' উঠেছি। আর দাওয়ানকে আজ ব'লে এসেচি, পরশু এক শ' টাকা এনে দেবে।

চিন্তা। তবে রে মড়া! খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব, তোর দড়ি দেখাবি চল্ ত।

বিল্ব। চল, চিন্তামণি, আমি দড়ি দেখাব, চল।

চিন্তা। (থাকর প্রতি) আয় ত, আয় ত, ফরসা হয়েচে; দেখি, ওর দড়ি কেমন।

থাক, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান

ভিক্ষুক। আজকের গতিক ভাল নয়, রাত্তিরের মজুরীটাই গেল। "গেল" কি ব'ল্‌চি বাবা! রাত্তিরবাসই লাভ। সাক্ষী ফাক্ষী কাজ নেই বাবা; হাকিমরে আপনারাই মকদ্দমা ক'রবে এখন। ব'ল্‌চে ত মিছে নয়,—এ রাত্তিরে নদী পেরুল কি ক'রে? আর, আমিও ত ঠার-ঠোর রেখেচি, পাঁচীল বাইবার যো নেই, বাবা! এ কি মই লাগিয়ে পিরীত? তফাৎ থেকে মজাটা দেখে যাই।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাচীর—মৃতসর্প লম্ববান

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, থাক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ

বিল্ব। এই দেখ, দড়ি দেখ।

চিন্তা। কই, দেখি। (প্রাচীরের নিকট গিয়া) ওগো মাগো! এ যে অজগর গোখ্‌রো সাপ!

বিল্ব। অ্যাঁ! গোখ্‌রো সাপ!

ভিক্ষুক। ও গো ঠাকরুণ, হয়েছে;—সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দেয়, ল্যাজ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েছে! (স্বগত) উঃ! মানুষটা যদি চোর হ'ত, সাতমহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া ব'ার ক'রে আন্‌তে পার্‌ত।

প্রস্থান

থাক। (স্বগত) একেই বলি টান; একেই বলি মনের মানুষ! নৈলে, হৃদে পোড়ার মুখো? খেংরা মারি, খেংরা মারি!

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠেছিলে! তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েচ যে!

বিল্ব। তোমায় দেখ্‌চি।

চিন্তা। কি দেখ্‌চ?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাবলুম, সাঁত্‌রে পার হ'ব, কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল; এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি ত তোমায় বলিচি, তা আমি ব'ল্‌তে পারিনি।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধ'র্‌লে?

বিল্ব। চিন্তামণি! বোধ হয়, তুমি কখন প্রাণ দাওনি, তা হ'লে বুঝ্‌তে, প্রাণ অতি তুচ্ছ; তা হ'লে জান্‌তে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নেই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !

চিন্তা। কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখ্‌চ !

বিল্ব। দেখ্‌চি, তোমার কথা সত্য কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি ? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে দশ দিক শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে, এতেও কি বুঝতে পারনি—আমি উন্মাদ কি না ? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যা'চ্চে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি। আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য ব'ল্‌চি ? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, দেখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ ! সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !

চিন্তা। আচ্ছা, বক্‌চ কেন ?

বিল্ব। জানি না।—অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নইলে এতদিন কার পূজা করিচি ? তোমায় দেখ্‌চি, তুমি দেবী, কি রাক্ষসী ! যদি দেবী হ'তে, আমার মনের ব্যথা বুঝতে ; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী। কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !

চিন্তা। চল, তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে, আমি দেখ্‌ব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস ? চল।

টহলদারদিগের প্রবেশ ও গীত

ভৈরবী—কার্‌ফা

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে ?
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে ?
সাধ কখন মেটেনা ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল রে চলি, সাধি আপন কাজ ;
কেউ কারো নয় দেখ না চেয়ে কবে ফুটবে আঁখি ?
আপন রতন বেছে নে চল, হরি ব'লে ডাকি।

শুনিতে শুনিতে সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীকূল—গলিত শব পতিত

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ

বিল্ব। সত্য, সকলই মায়া! কই কেউ ত আমার আপনার দেখিনি;—যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সেও ত আমার নয়! আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখ্‌লে হয়?

চিন্তা। উঃ! এখনও নদী যেন রণমুখী! নদী চার পো হ'য়েছে! ঝাঁপ দিতে সাহস হ'ল? কই, কাঠ কই?

বিল্ব। ওই।

চিন্তা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) এ কি! এ যে পচা মড়া! দেখ আর আমার অবিশ্বাস নেই! তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর! দেখ, আমি একদিন কথা শুন্‌তে গিয়েছিলুম, আমার আজ কথাটি মনে প'ড়ল। এই মন, আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে, হরিপাদপদ্মে দিতে—তোমার কাজ হ'ত! তোমায় আর অধিক কি বলব! তুমি পচা মড়া ধ'রে রাত্তিরে নদী পার হ'য়ে এলে! গায়ে কাঁটা দেয়!—সাপের ল্যাজ ধ'রে উঠলে! দেখ, আমাদের সকলই ভাণ বোধ হয়; কিন্তু এ যদি ভাণ হয়, এমন ভাণ কিন্তু কখন দেখি নি।

বিল্ব। (স্বগত) এই পরিণাম!

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।
এই নারী—এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি।

ওই ঊষা—ও'ও ছায়া!
মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এ সকলি!
হেরি আজ নিবিড় আঁধার।—
আমি কার, কে আছে আমার?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে,
ঘুরিতেছি নশ্বর—নশ্বর ছায়া মাঝে!
কোথা কে আছ আমার?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণ-মন করি সমর্পণ।
কদাকার ছায়ার সংসার,
হেথা কোথা প্রেমের আধার?
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যা'য় হ'বে লয়?
কোথা আছে কে আমার, বল;
সাধ হয় দেখিতে তোমারে;—
আত্মজন দেখি নাই জন্মাবধি!
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
অন্ধকার মাঝে হ'য়ে আছি দিশেহারা—
কে দেখাবে আলো?
খুঁজে ল'ব আমার যে জন।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ

ছায়ানট—মধ্যমান

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে,—
যেখানে যাই, সে যায় পাছে, আমায় ব'ল্‌তে হয় না জোর ক'রে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হা'স্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে, কতই রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলেম তাই, কে বলে রে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখনা কাছে, কচ্চে কথা সোহাগভরে।

পাগলিনীর প্রস্থান

চিন্তা। আহা! কি মিষ্টি গায়!

বিল্ব। আমার কি কেউ নাই? অবশ্যই আছে—আমিই অন্ধকারে দেখতে পাচ্চি নি; আছে—আমার কাছে কাছে আছে! নইলে, ঘোরতর তরঙ্গ-মধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় ব'লে দিলে, "সংসারে আমার কেউ নাই।" কে আমায় এখন ব'ল্‌চে, "আমি তোর আছি।" কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর! দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে, তুমি আমার কাছে আছ; আমি অন্ধ, তোমায় দেখতে পাচ্চি নি। কে আমায় চক্ষু দেবে? আমি কোথায় যাব?

প্রস্থান

চিন্তা। কোথা চ'ল্ল! এ কি বিবাগী হ'ল নাকি? বোধ হয়। তা হ'লে আমারও কেউ আপনার নেই! দেখ্‌তে হ'ল।

প্রস্থান

থাক। আমি এমন ত কখন দেখি নি!

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

সোমগিরি ও বিল্বমঙ্গল

সোম। আপনি দেখ্‌চি বিদেশী, আমার বোধ হ'চ্চে আপনি একজন ত্যাগী পুরুষ। আজ রাত্রে যদি আচ্ছাদন না থাকে, আপনি আমার সঙ্গে এলে কৃতার্থ হই।

বিল্ব। হে ব্রহ্মচারি, কে আমার—ব'ল্‌তে পারেন? সংসারে ত আমার বলবার কেউ দেখ্‌চি নি। ব'লে দিন্—আমার কে, ব'লে দিন্।

সোম। আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ, আপনাকে নমস্কার করি।

বিল্ব। আপনি যে হন, আমি হীন লম্পট—আমায় নমস্কার ক'র্‌বেন না; আপনার চরণে আমার নমস্কার।

ওহো! শূন্যাগার হৃদয় আমার!
কে আমার—এস হৃদি-মাঝে;
দারুণ আঁধারে, এ দেহ পিঞ্জরে
প্রাণ আর রহিতে না পারে।
হতাশ! হতাশ!
একা আমি প্রান্তর-মাঝারে!
কেবা আমি?
কেন আমি এসেছি এখানে?
কি হেতু উদাস?
প্রাণ কিবা চায়?
কে কোথায় আছে প্রেমময়?
প্রেম দিতে আছে বড় সাধ।

সোম। আপনি ভাগ্যবান্, প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ ক'রেছেন—আপনার কৃষ্ণপ্রেম জন্মেছে!

বিল্ব। আপনি আমার গুরু; প্রেমময়ী রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। গুরু? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু; গুরু আর কেউ নেই।

বিল্ব। রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেছি, প্রেমময়ীর অন্ত কিছুই পাই নি। আপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান ক'রে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর কিছু মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন।

বিল্ব। (ধ্যানস্থ হইয়া) আহা! সত্য—এত দিন চ'খে পড়ে নি; সত্য, অতি সুন্দর! এ ছবি কি সত্য দেখা যায়? রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায়?

সোম। কৃষ্ণের কৃপায় সকলই হয়।

বিল্ব। কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?

সোম। কৃষ্ণকে ডাকুন, তিনিই ব'লে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।

বিল্ব। আপনি কে? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্চে কেন? গুরুদেব! আমায় পদে আশ্রয় দিন্।

সোম। আপনি ভাব্‌বেন না ; কৃষ্ণ আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আসুন, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিল্ব। আপনাকে যখন পেয়েছি, পায়ে ঠেল্‌বেন না ; আপনার সঙ্গ আমি কখন ছাড়্‌ব না। আপনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে আশার সঞ্চার ক'ল্লেন। যদি কখন আমার আশা পূর্ণ হয়, সে আপনারই কৃপায়।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ

থাক। বলি, মাসি, তুমি দেখ্‌চি, বাছা ভালবাস। ব'লবে, "ভালবাসি ব'লে গা'ল দিচ্চে" ; তা নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাত দিন ব'সে ব'সে ভাবনা। যদি যায়ই, মানুষ কি আর জুটবে না গা ? আর, সে রাগ ক'রে যাবে কোথা ? বেটা দশদিন থাকুক—পনেরো দিন থাকুক—এক মাস থাকুক—

চিন্তা। থাকি, সে আর আস্‌বে না !

থাক। না, আস্‌বে না ! তোমার, বাছা, রাগ হ'লে ত জ্ঞান থাকে না ; যা মুখে বেরোয়, বল। সেয়ানা বেটা ছেলে, তাই দু'দিন চেপে দেখ্‌চে।

চিন্তা। থাকি, তুই তাকে চিনিস্‌নি ; সে আমা ভিন্ন জান্‌তো না ; সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে' চ'লে গেছে।

থাক। তা যাক্ গে ; তোমার গতর সুখে থাকুক। ঐ দত্তদের মেজবাবু আমার সঙ্গে ইসারা ক'রে কত ব'লেচে ; তা আমি ও কথায় কাণ দিতুম না। সে দুখানা বাড়ী লিখে দিতে চায়।

চিন্তা। আহা ! সে আমার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছিল ; শেষটা আমিই তাকে দেশত্যাগী কল্লুম।

থাক। হ্যাঁ গা, তার বাড়ী রয়েচে, ঘর রয়েচে, সে কেন দেশত্যাগী হ'তে গেল গা ? তুই ত কিছু জানলি নি, ও পুরুষের দম্।

চিন্তা। যদি রাগ ক'রে থাকৃত ত বাড়ীতে থাকৃত। শুনেছিলুম, মানুষের বিরাগ জন্মায়, এ সেই বিরাগ।

থাক। তুমি মনে ক'রেচ বুঝি, সে বৈরাগী হবে? সে হয় অমন ঢের বেটা।

চিন্তা। আজ আমার চক্ষু খুলেচে; আমি জানৃতুম, ভালবাসা একটা কথার কথা; তা নয়—ভালবাসা আছে। তাকে এক দিনের তরে আমি মিষ্টি কথা বলি নি; আমি ঘরে রাগ ক'রে দোর দিয়ে শুয়েছি—সমস্ত রাত ছাতে ব'সে আছে, আমায় একবার ডাকেও নি—পাছে আমার ঘুম ভেঙে যায়; রাগ ক'রে যদি কখন আমার চক্ষু দে' জল পড়তো, শতধারে তার বুক ভেসে যেত! আমি এতদিনে জানলুম, যে আমার ছিল—তাকে আমি দু'পায়ে ঠেলেছি।

থাক। ও মা, এ সংসারে কে কার, মা? তবে, পেট বড় বালাই; তাই লোকালয়ে থাকতে হয়। আর্শীর মুখ দেখা—তুমি ভেংচাও, ভেংচাবে; হাস, হাস্‌বে। পোড়া পেটের জন্যে পরকে আপনার ক'রে রাখ্‌তে হয়।

চিন্তা। আপনার হয়, তবে ত! থাকি, সত্যি বল্‌চি; আপনার মানুষ পেয়েছিলুম, সুখে থাকৃলে থাকুতে পাত্তুম; কিন্তু এখন আর আমার কেউ নেই। আমি রাজরাণী হ'তে পাত্তুম; এখন আমি যে ঘৃণিত বেশ্যা ছিলুম—সেই ঘৃণিত বেশ্যা!

থাক। "কেউ নেই, কেউ নেই" ক'রো না। হরি আছেন, ভাবছ কেন?

চিন্তা। হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা ক'র্‌বেন? শুনেছি, তিনি প্রেমময়; আমি প্রেমহীনা বেশ্যা, আমি প্রেম কখনও দিতেও জানি নি, প্রেম কখনও নিতেও জানি নি, আমি হরির প্রেম পেলেও ত নিতে পার্‌ব না, আমার বেশ্যার চক্ষে ত কখনও প্রেম দেখি নি। কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়; আমি কি বরাবরই এম্‌নি? না, পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'য়ে আছি? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায়? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি; ভগবান, আমি কি দাগা পাই নি? আমিও বিস্তর দাগা পেয়েছি, কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মতন দাগা পাই নি। সে আমাকে তার সর্ব্বস্ব ভেবেছিল, শেষ দেখ্‌লে, কালসাপিনী! সে প্রেম জানে—প্রেমময়ের কৃপা পাবে; আমার প্রাণ মরুভূমি—মরুভূমিই থাকৃবে!

থাক। সকলই কেমন বাড়াবাড়ি! মানুষ গেছে, গুণ গান কর্‌, অন্য মানুষ দেখ্‌। আমি বাপু, আর পারি নি।

চিন্তা। হ্যাঁ থাকি, সে পাগলীর খবর নিয়েছিলি ?

থাক। ও একটা গেরস্তর বৌ ; বাপ মা কেউ ছিল না ; মাসী মানুষ ক'রেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোঁড়া ম'রে গেল ; তার পর মাগী পাগল হ'য়েছে।

চিন্তা। তুই কি ক'রে জান্লি ?

থাক। ওমা! আমি জানি নি ? আমার বাড়ীর কাছে। ও অম্নি বেড়াত ; ওর দেওরগুলো ধ'রে নে গে মার্‌ত। এই নাও, সেই পাগলী আস্‌চে।

চিন্তা। এও সামান্য পাগলী নয় ; একেও দাগা দে' ভগবান গৃহত্যাগী ক'রেচে।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। মা, তুই ভাবিস্ নি, তোকে হরি কৃপা ক'র্‌বেন! সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দ্দয়। ও মা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে ; সে আমায় দেখ্‌তে পারে না!

গীত

পরজ যোগীয়া—একতালা

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগ্‌লা নিয়ে যায় গো মা, জাগা ?
সারা রাতই সিদ্ধি বাঁটি, ভূতে খায় মা বাটি বাটি,
ব'ল্‌ব কি বল্, বোঝে না মা, তার ওপর মিছে রাগা।
কাছে এসে ছাই মেখে বসে, মরি গো মা, ফণীর তরাসে,
কেমন ক'রে ঘর করি, মা, নিয়ে এই ন্যাংটা নাগা ?

চিন্তা। মা গো, তুই কে ? তুই কি সাক্ষাৎ জগদম্বা ?

পাগ। হ্যাঁ, মা—হ্যাঁ, আমি সেই আবাগী মা—সেই আবাগী। দেখ্‌না মা, সব সেই—সব সেই! কিছু ব্‌লিস্ নি, মা ; চুপ ক'রে থাক ; লজ্জা করে—লজ্জা করে।

চিন্তা। মা, তুমি কি বল ? তোমার কথা শুনে আমার আপাদ-মস্তক কাঁপে ; মা, তুই কে ?

পাগ। আমি, মা, পাগ্‌লীদের মেয়ে ; আমি, মা, তোর মেয়ে। তুইও পাগ্‌লী মা, আমিও পাগ্‌লী মা।

চিন্তা। (স্বগত) কেন রে পাষাণ হৃদি
হ'তেছ কম্পিত ?

পরের কথায়
কাঁপিতে ত দেখি নি তোমায়।
আরে মন,
এ কি তোর নব প্রতারণা ?
তুমি বারাঙ্গনা—বেশভূষাপরায়ণা,
মলিনবসন-বিভূষণা
পাগলিনী সম হ'তে চাও ?
তবে, কেন, তোর এত প্রবঞ্চনা ?
কেন এত করেছ ছলনা ?
কার তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জ্জন ?
দেহ-পণে বিবিধ কাঞ্চন,
কার তরে করেছ সঞ্চয় ?
কার তরে প্রাণ-বিনিময়
কর নাই এত দিন ?
এ কি শিক্ষা দিতেছ নূতন ?
পর কভু না হয় আপন—
জান তুমি চিরদিন।
মন, গেছে দিন ব'য়ে,
ফিরে ত পাবি নি আর।

(প্রকাশ্যে) কে তুমি মা পাগলিনী ?

পাগ। ও মা, তবে আসি, মা ? বেলা গেল, মা।

চিন্তা। মা, তুই আমার মেয়ে ; আয় তোকে গহনা পরিয়ে দিই।

পাগলিনীকে গহনা পরাণ

পাগ। দে, মা—দে !

পাগলিনীর প্রস্থান

থাক। ও যে চ'লে গেল গো ?

চিন্তা। থাক, চল্—বাড়ীর ভেতর যাই।

চিন্তামণির প্রস্থান

থাক। অ্যাঁ ! মাগী খেপেচে !

সাধকের প্রবেশ

সাধক। থাক, থাক!

থাক। কি গো, কি? আমার এখন মাথা ঘুরচে।

সাধক। বলি, কৃষ্ণপ্রেম শোন্‌বার এখন সময় আছে?

থাক। গোটা কতক টাকা এনো দেখি—সময় আছে।

সাধক। বলি, সে নয়; বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—বনমালা গলায়।

থাক। (স্বগত) দাঁড়াও; একটা ফন্দি ক'ল্লে হয় না? বাড়ীউলী ত পাগল হ'ল, একে ওকে দিয়ে সব খোয়াবে; একে দিয়ে কিছু আদায় ক'ল্লে হয় না? দেখি, ওকে ফকির টকির ঠাউরে যদি কিছু দেয়। (প্রকাশ্যে) বলি, বাড়ীউলী মাসীকে সব শোনাতে পার?

সাধক। পারি; কিন্তু তোমায় শোনাই কিছু, আমার সাধ।

থাক। বলি, তোমার ন্যাকামি আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের বাড়ীউলীকে "মা" বল্‌তে পার? এ রকম সাজে হবে না, পাগলা সাজতে হবে। ঠাকুরদের কথা ত তুমি জানই; আমি তোমায় পেন্নাম ক'র্‌ব। কিন্তু, যা আদায় হবে, দু' আনা মজুরি কেটে নিয়ে আমায় দিতে হবে।

সাধক। থাক, এইজন্যই তোমায় আমার এত পছন্দ। তোমায় কৃষ্ণপ্রেম আমি বোঝাবই বোঝাব।

থাক। বলি, তোমার আর কে আছে?

সাধক। (ক্রন্দন-স্বরে) কেউ নেই, থাক—কেউ নেই।

থাক। যা রোজগার কর্‌বি, আমায় দিবি?

সাধক। প্রাণ দোব, থাক—প্রাণ দোব।

থাক। শোন, আমার আলাদা বাসা; তোমার আলাদা বাসা; তাতে কেবল তোমার হাঁড়ী থাক্‌বে, কাপড়খানা শুদ্ধ আমার ঘরে রেখে যাবে। যদি বনিয়ে না চল, এক কাপড়ে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ—আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

সাধক। তাই হবে, থাক—তাই হবে।

থাক। সন্ধ্যের সময় এসো; শিখিয়ে দোব, কেমন ক'রে বাড়ীউলীর ঠেঙে আদায় ক'ত্তে হবে। ফিট্‌ফাট্ হয়ে এসো না; ছেঁড়া কাপড় টাপড় একটা প'রে আস্‌বে, পাগলের মত আস্‌বে।

নেপথ্যে চিন্তা। থাক!

থাক। যাই মা, যাই। (সাধকের প্রতি) তবে সন্ধ্যের সময় এসো; আমার এখন কাজ আছে।

থাকর প্রস্থান

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। বলি, কি হ'ল?

সাধক। আর কি হবে? একবার সন্ধ্যেবেলা চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব; তার পর যা হয় হবে।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্লে?

সাধক। তুমি ঠিক ব'লেছ—"টাকা নিয়ে এসো!"

ভিক্ষুক। ঠিক্ ঠাক্ মিলিয়ে পেলে, আবার সন্ধ্যের সময় যেতে চাচ্চ?

সাধক। আর একবার দেখি।

ভিক্ষুক। না বাবা, সাদা কথা কইচ না; ফুস্থর ফাস্থর ঢের কথা হ'য়েছে, আমি তফাৎ থেকে দেখেছি।

সাধক। কি কথা? তা চল, এখন যাই। তোমায় বল্লুম, চিন্তে পারবে না; তা, তুমি ত একবার চেলা হ'য়ে আস্‌তে পাল্লে না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি, খবর খারাপ হ'লে ঐ ধমকটা আগে আস্‌ত; এখন কুঁতিয়ে ধমক দিচ্চ; ভাবছ, শালা ছিল না, হ'য়েছে ভাল। তা যাও এখন, বখরা ছাপালে বোঝা যাবে।

সাধক। আমি সে মানুষ নই। হ্যাঁ, দেখ—সন্ধ্যের সময় আমায় পাবে না, কোথায় যাই, কোথায় থাকি।

প্রস্থান

ভিক্ষুক। আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় তোমার পেছু পেছু ফিরৃছি! (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আচ্ছা, পাগলী মাগী গয়না পেলে কোথা? চিন্তামণির গয়নার মতন ঠেক্‌চে। ষণ্ডা মাগী—কি ক'রে হাতাই!

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। দেখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল! বাবা, নেবে? খেলা কর। (গহনা খুলিয়া দেওয়া)

ভিক্ষুক। (স্বগত) বাবা রে, বেটী গোয়েন্দা! (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার ও নিয়ে কি হবে?

পাগলিনীর প্রস্থান

না বাবা—গোয়েন্দা না, পাগলই বটে। (গহনা লইতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতাটা ন'ড়চে? কে আস্‌চে বুঝি? (ত্রস্তভাবে গহনা লইয়া) যদি বেচ্‌তে পারি, একটা আড্ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে ব'স্‌ব।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বাপীতট

সোমগিরি ও শিষ্যের প্রবেশ

সোম। চল, আজই বৃন্দাবন যাত্রা করি।

শিষ্য। প্রভু, কই, যে মহাপুরুষ দর্শনে আপনি এসেছিলেন, তিনি কোথায়?

সোম। আমার সে মহাপুরুষ-দর্শন লাভ হ'য়েচে, তুমি কি দেখ নি?

শিষ্য। কই প্রভু, কই, দেখি নি ত।

সোম। কেন, বিল্বমঙ্গলকে দেখ নি?

শিষ্য। প্রভু, কেমন আদেশ কচ্চেন? আপনি একজন লম্পটকে দেখতে এসেছেন? ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হ'য়েচে, কতদূর স্থায়ী হয়, বলা যায় না।

সোম। কামিনী কাঞ্চন—
এক মায়া, দুই রূপে করে আকর্ষণ,
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমি এ সংসারে, হের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যজি।
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন;
অবহেলি কামিনী-কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।
স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন,
প্রেমের কারণ,
ক'রেছিল বেশ্যা-উপাসনা;
বিফল কামনা!

ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান ?
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময়-আশে
সংসার দলেছে পায়।
অতি তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার—
একমনে ডাকে ভগবানে।

শিষ্য। প্রভু,
মম সংশয় না যায়।
বলুন কৃপায়,
এঁর কিসে মাহাত্ম্য অধিক ?
কামিনী-কাঞ্চন করিয়ে বর্জ্জন,
লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে ;
গৌরব কি হেতু নাহি তার ?

সোম। বৎস, জান না—জান না
মায়ার আশ্চর্য্য লীলা।
কেহ কাঞ্চনের তরে
জটা ধরে শিরে ;
কাহারও বা সাধুর আকার,
নারী সহ করিতে বিহার—
সন্ন্যাসীর ভাণ,
ভুলাইতে বামাগণে ;
কেহ মান করিতে সঞ্চয়
দীর্ঘ জটা বয় ;
কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশ !
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।
হের,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছে প্রাণ,

মান-অপমান সুখ-দুঃখ নাহি জ্ঞান ;
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু—
কিছু নাহি জানে।
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।
যেই জন বেশ্যার কারণ
শবে দেয় আলিঙ্গন,
কালসর্প ধরে অনায়াসে—
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই ?

শিষ্য। অদ্ভুত এ তত্ত্ব কিছু নারি বুঝিবারে।
যবে, মহাশয় ত্যজিলেন কাশীধাম,
সাধুজন-দর্শন-মানসে—
বেশ্যা-প্রেমে বদ্ধ ছিল এ বিল্বমঙ্গল ;
পরে,
প্রেমের লাঞ্ছনা—বৈরাগ্য ঘটনা,
কয় দিন মাত্র ইহা ?
ত্যজি প্রতারণা,
গুরুদেব, কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব ?

সোম। নহে কিছু গোচর আমার।
সর্ব্বজ্ঞ সে ভগবান্,
তাঁহারই নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব বন্ধন ;
সাগর লঙ্ঘিয়া
পরস্পরে করে দেখা—
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান।
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক' গোচর ;
মত, যুক্তি, অভিমান, বিরোধী হইয়ে
বুঝায় তাহারে—মিথ্যা কথা কহে প্রাণ ;
কভু,

কেহ শিখে, মহাদুঃখে নিপতিত যবে।
ঈশ্বর-কৃপায় আমি দেখেছি জীবনে,
স্বার্থশূন্য প্রাণে
নাহি উঠে মিথ্যা কথা।
অকস্মাৎ প্রাণে মম হইল উদয়,
বাঙ্গালায় সাধু সদাশয়
কৃষ্ণ মিলাবেন আনি।
বুঝ, বৎস, সত্য মিথ্যা প্রাণের এ ভাব।

শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—গুরু তুমি,
এত কি গৌরব তার?

সোম। কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব-রাম গুরু-শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার
জগদ্‌গুরু সেই সনাতন!

শিষ্য। তবে কিবা গুরুশিষ্য-ভাব?

সোম। এ সংসার সন্দেহ আগার;
বিভু নহে ইন্দ্রিয় গোচর—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক-যুক্তি করে অনুমান
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুব্ধ প্রাণ,
ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,
কি উপায়ে পূরাইবে মন-আশ;
শ্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে,
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার;
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
তাঁর ভাষে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে;
মানে মনে-জ্ঞানে,

ঈশ্বরের বাক্য বলি।
সে হয় নিমিত্ত-গুরু তার—
যার কথা করিয়া প্রত্যয়
জগদ্‌গুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি ;
বিশ্বাস ঈশ্বর-দাতা—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,
প্রেমিক সে মহাজন ;
প্রেমহীন আমি ;
কত দিনে প্রেমের হইব অধিকারী ?
এস, বৎস !

উভয়ের প্রস্থান

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। মন, কিছুতেই স্থির হবে না? ভাল, যাও, কোথা যাবে ; দেখি কতক্ষণ ঘোরো। জিহ্বা, তুমি নাম উচ্চারণ কর।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন

অহল্যা ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্, দিদি, এই মড়া কুকুরের এঁটো ভাতগুলো খাচ্ছিল !

অহল্যা। ও কি ব'ল্‌ছিস্? ও কোন সাধু হবে—দেখ্‌ছিস্ নি, জপ ক'চ্চে ব'সে ?

স্ত্রী। ও মা, দিদি জ্বালালে ! ও একটা উন্মাদ পাগল ! (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) ওরে ও পাগলা, ও পাগলা, দুটি ভাত খাবি ?

বিল্ব। ইস্ ! এ ত নির্জ্জন স্থান নয়। (চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র, অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়া) চক্ষু, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা ! আরে মূঢ় চক্ষের দাস মন, চল্, কি দেখ্‌বি।

স্ত্রী। দিদি, দেখ্, বৈরাগী ঠাকুর তোর মুখ পানে চেয়ে র'য়েছে ! দিদি, তুই চ'লে আয়, ও মিন্‌সে নেশাখোর হবে ; চোখ দুটো যেন করম্‌চা।

প্রস্থানোদ্যত

বিল্বমঙ্গল। (স্বগত) চক্ষু, দেখি—তুমি কত দিন দাস ক'রে রাখ্‌বে।

প্রস্থানোদ্যত

স্ত্রী। ও দিদি, পেছনে আস্‌চে গো!

অহল্যা। আসুক না, তুই চল।

উভয়ের প্রস্থান

বিল্ব। আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি!
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে!
সুখ আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—
ঈশ্বরের স্থান যথা!
সে করে দংশন,
তবু আঁখি আনে প্রলোভন;
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ
পুনঃ তারে দেয় কোল;
শত লাঞ্ছনায় ধিক্কার না হয়;
তবু ছলে আঁখি বলে,
"জুড়াবার এই ধন!"
ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি—
তোমারে কি দিব দোষ?
চল মন, যথা আঁখি নিয়ে যায়।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

ঝোপের অন্তরালে ভিক্ষুকের অবস্থান

থাক ও সাধকের প্রবেশ

থাক। ঘরের চেয়ে এখান ভাল, এর চারিদিকে ফাঁক। কেউ কানাচ থেকে শুন্‌তে পাবে না।

ভিক্ষুক। (স্বগত) নেহাত ফাঁক নয়, বাবা! আমি আছি ঘাপ্‌টি মেরে।

থাক। তুমি আবার সেই রুদ্রাক্ষী এঁটে এসেছ? বল্লুম, পাগলের মতন হ'য়ে আস্‌তে।

সাধক। থাক, তোমার সঙ্গে বিরলে একটী কথা আছে।

থাক। বলি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম রাখ; কি ক'র্‌বে, ভাব। মাগী ত আর কিছু দেখে না, ভিখারী, নাগরী যে আস্‌চে ছু' হাতে দিচ্চে। এখন যাতে কিছু আদায় হয়, তা কর।

সাধক। থাক!

থাক। কি, বল না?

সাধক। এর জড় মার্‌লে হয় না?

থাক। তুমি কি ব'ল্‌চ, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

সাধক। কিছুই ত দেখে না?

থাক। তুমি ব'ল্‌চ চুরি ক'র্‌বে? ঘরটি আগলে ব'সে থাকে; বেরিয়ে গিয়েছে, ঘরে দোরে চাবি দে' গিয়েছে; একবার সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে যায়। আর ঘটীটে বাটিটে নিয়েই বা কি ক'র্‌বে? নো'র সিন্দুক ত আর ভাঙতে পার্‌বে না যে, সোণা দানা পাবে?

সাধক। তুমি বুঝ্‌লে না—আমার ভাব বুঝ্‌লে না। বলি, খাওয়া দাওয়া ত দেখে না?

থাক। কিছু দেখে না গো, কিছু দেখে না—তবে আর তোমায় ব'ল্‌চি কি?

সাধক। এস না কেন, নিশ্চিন্দি হই।

থাক। আরে, কি ক'রে—ঘ্যান্‌ঘেনে মিন্‌সে যদি ব'ল্‌বে!

সাধক। ছুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে।

থাক। অ্যাঁ! বিষ? বিষ কে দেবে? আমি পার্‌ব না, তুমি আমার গর্দ্দানা দেওয়াবে?

সাধক। ভাব্‌চ কেন? অন্ধকার রাত্তিরে নদীর ধারে পুঁতে আস্‌বো; আর, উঠোনে পুঁতলেই বা কে কি করে? পাগল হয়েচে, সবাই ত জানে; তুমি রটিয়ে দেবে, একদিকে চ'লে গিয়েছে।

থাক। বল কি? আমার গা কাঁপচে, আমি ভাই, তা পার্‌ব না। কোথায় বিষ পাই? দেবার সময় কেউ দেখুক, আমায় কত যত্ন করে—আমি ভাই, তা পার্‌ব না।

সাধক। থাক, বুঝলে না, যখন পাগল হয়েচে, তখন ওর মরাই ভাল।

থাক। না ভাই, আমি তা পার্‌ব না!

সাধক। (ট্যাঁক হইতে একটী মোড়া বাহির করিয়া) থাক, দেখ এই বিষ। বাড়ী নাই ব'ল্‌চ, দুধে এইটুকু দেওয়া—ব্যস্, আমি রাতারাতি পুঁতে ফেল্‌ব এখন।

থাক। তুমি বিষ কোথা পেলে?

সাধক। বিষ আমার থাকে—আমি মর্‌বার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে প'ড়ে পারি নি। তুমি যদি আমার না হও, আমি প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব।

থাক। কি বল ভাই, বুঝতে পারি নি। হেঁসেল-ঘরে কড়ায় দুধ আছে, তোমার যা হয় কর; আমি কিন্তু ভাই, বাড়ী থাক্‌ব না, তুমিই যা হয় ক'র।

সাধক। একলা পোঁতা হবে না।

থাক। কেন? হাল্‌কি মানুষ, তুমি অমন জোয়ান বেটা ছেলে; পার্‌বে এখন; আমার ভাই, বড় গা কাঁপে।

সাধক। তোমার কিছুই ভয় নেই, আনাড় জায়গা, তুমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

থাক। দেখ, যে কথা—আমার জিম্মে সব থাক্‌বে। ভদ্দর লোকের একই কথা—এবার বুঝব।

সাধক। এখন তুমি ঠিক থাক্‌লে হয়।

থাক। আমার যে কথা সেই কাজ।

উভয়ের প্রস্থান

ভিক্ষুক। (বাহিরে আসিয়া) ও বাবা! তোমার ভেতরে এত? যা থাকে

কপালে—মাগী আস্‌চে। আমি ব'লে দিই। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আহা! সেই পাগলীটে আস্‌চে। যাঃ! ওর জন্যে খাবার আন্‌তে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ ক'ল্লে মনের ধোঁকা সারে না—আহা! ওই নেলা-খেলা মাগীকে মনে ক'রেছিলুম গোয়েন্দা! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগলী বেটী আবার তখন ব'ল্লে—"বাবা, তুই আমার ছেলে।"

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। (স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল। একা ঘরে শোব—বেশ্যার পুরী; ধনের লোভে যদি কেউ এসে মেরে ফেলে—তা হ'লে ইহকালও গেল, পরকালও গেল! মন, যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে এত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ, সেই অর্থ তোমায় আপনার ঘরে শুতে নিবারণ ক'চ্ছে। যখন বিল্বমঙ্গল ছিল, তখন এ ভাবনা ভাবি নি। মন, তার যত্নে তুমি একদিনও টের পাও নি, তুমি হীন বেশ্যা। তোমার গর্ভধারিণী তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছে; জন্মাবধি কেউ তোমার আপনার ছিল না। যে রূপের দর্পে বিল্বমঙ্গলকে মর্ম্মে পীড়িত ক'রেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু! তুমি ত নিশ্চয় জান, কত লোকের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিয়েচ; কেউ যদি এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তোমার বুকে ছুরি মারে? পোড়া মন, এই কি তোমার লাভালাভ? মন, ম'র্‌তে হবে, এ কথা কি ভাব? কবে শেষ দিন, জান? পোড়া মন, কিছু কি তোর সম্বল আছে? কোথায় যাব? এ মহাপাতকীকে কে উদ্ধার ক'র্‌বে? যাব, আমি বিল্বমঙ্গলের কাছে যাব, সে সাধু ব্যক্তি—সে আমায় ঘৃণা ক'র্‌বে না, সে আমার পরকালের উপায় ক'র্‌বে। উঃ! একা স্ত্রীলোক, কোথায় যাব? কোথায় খুঁজব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। আমি, মা, ব'সে ব'সে তোকে দেখছিলুম। দেখ মা দেখ, ঐ শেয়ালটা খা'চ্ছে দেখ—পেট ভ'রে খাচ্চে। আমিও পেট ভ'রে খাই, পাখীগুলোও পেট ভ'রে খায়। আমি দেখেছি মা, দেখেছি—সে দেয়!

চিন্তা। মা, মা, আমার ঘরে আয় না মা!

পাগ। না মা, আর ত ঘরে যাব না মা; ঘরে সে নেই, মা; তোর সে পাগলা জামাই, মা, সে ঘরে নেই, সে শ্মশানে থাকে; আর ঘরে যাব না মা; আমার ঘর শূন্য হ'য়ে রয়েচে।

চিন্তা। মা, সত্যি ব'লেছিস্, ঘরে যেতে আমারও ভয় হয়।

পাগ। মা, বিষ, বিষ, বিষ! মাগীতে মিন্সেতে পরামর্শ ক'ল্লে, সমুদ্র-মন্থন দেখ্‌তে গেল। বিষ, বিষ, বিষ! তুই আয় মা, তুই বিষ খেতে পারবি নি মা। সমুদ্র-মন্থনে বিষ উঠেছিল, জানিস্ নি মা? হরগৌরী দেখ্‌তে গেল, জানিস্ নি?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ইস্! এ ত পাগল নয়, এ সব ঠিকঠাক্ ব'লচে। (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা? (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, সব সত্যি—সব সত্যি! (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা?

পাগ। ওরে, পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে।
ধরামাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই!
কোথা যাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়—তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী;
ব্যোম—আচ্ছাদন; নাহিক মরণ!
কত আর আছে তার মনে।

চিন্তা। তোমার স্বামী কে মা?

পাগ। আমি মা পাঁচ-ভাতারী; এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—না মা,
আমি এক-ভাতারী এয়ো;
আমার ভাতার সেই, মা, সেই;
সে বিনা আর নেই, মা, নেই।
আমি তাঁর দাসী, মা, দাসী,
সে বাঁকা হ'য়ে বাজায় মোহন বাঁশী—মা, বাঁশী।

আমার লজ্জা করে, মা—লজ্জা করে। ঘরে থাক্‌তে নারি, মা—থাক্‌তে নারি। বিষ, বিষ, বিষ! তুই পালিয়ে আয় মা—পালিয়ে আয়।

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ কি! জানেও আবার, পাগলও আবার! (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, তুমি ওকে পাগল মনে ক'র না, ও সব ঠিকঠাক ব'লচে; আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি। এই তোমাদের থাকি না কি, আর সেই যে গেরুয়াপরা আমার সঙ্গে সে রাত্তিরে দেখেছিলে, এরা দুজনে

ঠাউরেচে—তুমি পাগল ; তোমার দুধে বিষ দিতে গিয়েছে, তার পর তুমি ম'রে গেলে গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতবে।

চিন্তা। বিষ? মন সব টের পায়! থাকি আমায় পাগল ঠাউরেছে—বটে? পোড়া মন, একবার দেখ, অর্থ কত আপনার!

পাগ। থাকি মা, তরুর মূলে,
হাত যুড়ি নি কোন কালে।
বলি, মা, লক্ষ্মী এলে,
"যাও বাছা, তুমি যাও চ'লে ;
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।"
তুই আয় মা, আয় ; আর ঘরে থাকৃব না মা, থাকৃব না।

চিন্তা। বিষময় এ সংসার!
কেন আর মমতা তাহার?
এই ত মিলেছে সাথী।
এত দিন করিয়াছি সবারে সন্দেহ—
আয়, পাগলিনী,
তোরে আজ করিব প্রত্যয়,
র'ব ছায়া সম তোর।
কেন, কেন, কি হেতু না জানি,
প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পুরিবে মোর।
মাতা,
সত্য কথা—শূকরে উদর পুরে,
শূন্যে শূন্যে ভ্রমে বিহঙ্গিনী,
ভক্ষ্য তার মেদিনী যোগায়।
তবে কেন ভয়? এই ত আশ্রয়।
বল, মা, আমায়—কোথা যাব।
কোথা নিয়ে যাবে মোরে?

পাগ। চল্ গো, চল্—সেই যমুনা-তীরে চল্!

চিন্তা। চল্ মা, যাই! (অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেওন)

পাগ। আমায় দিবি, মা?

চিন্তা। নাও মা ; চল।

পাগ। এই, তুই নে। (ভিক্ষুককে চাবি দেওন)

উভয়ের প্রস্থান

ভিক্ষুক। এ কি! বেশ্যা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চ'ল্লো না কি? আঃ, দুর মন! আমি আর কা'র জন্যে গাঁট দিই। আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখছি, দু'টি খেতে পাওয়া যায় ; তবে, ঐ পরওয়ানার কি করি? এখনই বা কি ক'চ্চি! যা থাকে বরাতে, হবে ; সেই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই—হরিনাম ক'রে বেড়াব। লোভ কি সাম্‌লাতে পার্‌ব। দেখি, মা দুর্গা আছেন! এই ত চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর দারোগার হাত থেকে বাঁচ্‌ব না।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটীর সম্মুখ

দ্বারে বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট

বণিকের প্রবেশ

বণিক। তুমি কে?

বিল্ব। আমি পথিক, আজ আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

বণিক। আপনার এ দশা কেন? আপনার নিবাস?

বিল্ব। যেথায় থাকি, সেইখানেই আমার বাস।

বণিক। আপনি কি সংসার আশ্রম করেন না?

বিল্ব। না।

বণিক। আপনি আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।

বিল্ব। আমি সেই নিমিত্তই এসেছি।

বণিক। আমার সৌভাগ্য, আসুন।

বিল্ব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বণিক। আজ্ঞা করুন।

বিল্ব। অগ্রে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন ; আমি একজন লম্পট—বেশ্যার দ্বারা সংসার-তাড়িত।

বণিক। আপনি যে হ'ন, আমার অতিথি—আপনি নারায়ণস্বরূপ ; কৃপা ক'রে গৃহে প্রবেশ করুন।

বিল্ব। আমার প্রয়োজন শোনেন নি।

বণিক। বলুন।

বিল্ব। নারী তব সুবেশা সুন্দরী—
বাপীকূলে হেরি তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব্ব-সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন ;
পশু মন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন,
দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ ;
সেই আশে আছি ব'সে তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি-সৎকার,
কর অঙ্গীকার—
একা মম সনে
দিবে আনি পত্নীরে তোমার ;
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী,
আজ নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয়, কর মতিমান!

বণিক। (স্বগত) নারায়ণ! একি আজ প্রতারণা!
দেহ ব'লে—
নহে অতিথি বিমুখ হয় পুরে।
কি জানি—কি ছলে,
ছলে আজি কোন্ জন?
অতিথি-সৎকার সার ধর্ম্ম গৃহস্থের—
তাহে কি বঞ্চিত হব?
না, অতিথি না বিমুখ করিব।

কেবা কার নারী ?
ধর্ম্ম সার—ধর্ম্মরক্ষা করিব নিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়, আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি,
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি, পুরাইব বাসনা তোমার।
আজ রাত্রে পতি তুমি, পত্নীর আমার।
বিল্ব। (স্বগত) দেখ মন,
কি বাতুল ক'রেছে তোমারে আঁখি !
দেখ, কত বাকী আর।

উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটীর অন্তঃপুর

অহল্যা ও মঙ্গলা আসীনা

অহল্যা। মঙ্গলা, তুই আবার যা, পাগলকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বি—তার যা ইচ্ছে হয় কিছু খাক্।

মঙ্গলা। আমি বাপু, আর পারি নি; সে পাগলা সাড়াও দেয় না, শব্দও করে না।

অহল্যা। সমস্ত দিন গেল, রাত হ'ল, যা বাছা, যা—আর একবার যা। কর্ত্তা যদি শোনেন, অতিথ এতক্ষণ ব'সে আছে—খায় নি, তা হ'লে আর আমার মুখ দেখ্‌বেন না! আর, তাঁর আস্‌বারও সময় হ'ল।

মঙ্গলা। হ্যাঁ মুখ দেখ্‌বেন না! আর আমরা বল্‌ব না যে, পোড়ার মুখো অতিথ দু'টি ঠোঁট এক ক'রে গোড়া গেড়ে ব'সে রইল? দেখ না, হতচ্ছাড়া মিন্‌সে! ভাল মানুষের মেয়ে, নেয়ে এসে ছোলাটি পর্য্যন্ত দাঁতে কাট্‌তে পেলে না। ও উন্মাদ পাগল; আমি বল্লুম—কল্‌সী কতক জল মাথায় ঢেলে দিই,—একটু ধাত ঠাণ্ডা হ'লে খেত-দেত এখন।

বণিকের প্রবেশ

বণিক। মঙ্গলা, যা; অতিথ ঠাকুরের খাওয়া হ'লে এখানে পাঠিয়েদিস্।

মঙ্গলা। কোথা পাঠিয়ে দোব গো? সে পাগ্‌লা অতিথ কোথা গেল?

বণিক। মঙ্গলা, পাগল বলিস্ নি, তিনি মহাজন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছেন, বিনয় ক'রে তাঁকে এইখানে নিয়ে আয়।

মঙ্গলার প্রস্থান

প্রিয়ে, আজি বেশ ভূষা হেরিয়ে তোমার,
অতি পুলকিত প্রাণ মোর।
ধন্য তব রূপের মাধুরী,—
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।
শুন প্রিয়ে, বাক্য মোর অতি সাবধানে,—
ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে;
পরীক্ষার স্থল এ সংসার,
অতি যত্নে ধর্ম্মরক্ষা হয়;
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সত্যের পালন।
জান, সতি, যবে বাঁধিনু বসতি,
অঙ্গীকার করিলাম দুই জনে—
এ গৃহে না অতিথি ফেরাব।
দেবের কৃপায়,
অনায়াসে এত দিন গেছে চ'লে;
আজি দেবের ইচ্ছায়,
পরীক্ষার দিন, সতি!
হের, দীন-হীন মলিন বসন,
দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,
আজি রাত্রে পতি হবে তব।
শুন, সুলোচনা,
অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—
পতির সম্মুখে যাচে আসি পত্নী তার!
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝেছ কি সতি?
গৃহিণী আমার, কর অতিথি-সৎকার!

অহল্যা। এ কি নাথ, কহ বিপরীত!
রমণীর সতীত্ব ভূষণ;

নিজ করে দেছ নাথ, সিন্দুর কপালে—
মুছাইতে কেন চাহ ?
অধর্ম্মে না হয়, প্রভু, ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
নষ্ট রীতি—অন্তে আকিঞ্চন ;
সতীত্ব বিহনে রমণীর
রত্ন কিবা আছে আর ?
স্বামী ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী মন-প্রাণ,—
হ'ন নারায়ণ, হ'ন ত্রিলোচন,
তোমা বিনা অন্য মূর্ত্তি নাহি ধরি হৃদে ;
তুমি সর্ব্ব দেবতার সার।
কুৎসিত আচার কেন আজ্ঞা দেহ নাথ ?

বণিক। জানি আমি—কায়-মন-প্রাণ,
সকলই সঁপেছ মোরে ;
কভু সতি, চাহ নাই বিনিময় ;
নাহি কর স্বার্থের বিচার।
তুমি হে আমার—
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী ?
সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।
অতিথি ফিরিবে, সত্য ভঙ্গ হবে,
পতি তব হবে মিথ্যাবাদী—
কল্যাণ যাহার নিরবধি যত্ন তব।
মূঢ় আমি, করি হে স্বীকার,—
ঘৃণিত আচার তোমারে আদেশ করি ;
স্বার্থপর,—
ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে তোমারে করিব দান।
পুনঃ কহি, পরীক্ষার দিন—
আগে ছিল ভাবিতে উচিত।
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়,
দুই জনে গোপনে করিনু পণ—
অতিথি না ফিরিবে আবাসে ;

আসিবে যে আশে, পূরাইব সে বাসনা—
ধর্ম্মমাত্র সাক্ষী তার ;
আজ যদি ভাঙ্গি অঙ্গীকার,
সত্য-ভঙ্গ না হবে প্রচার ;
কিন্তু, ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও, সুন্দরী !
প্রিয়ে, গৃহবাসী তব প্রেম-আশে,
আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব।
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার।
হের, ধর্ম্মসাক্ষী এখনও, তখনও।

অহল্যা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার ?
স্বামি, প্রভু, কি পরীক্ষা আর ?
আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।

বণিক। প্রিয়ে, পরীক্ষার স্থান—
শুভাশুভ বিচারের নহে।

মঙ্গলার প্রবেশ

মঙ্গলা। ওগো, অতিথ দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রস্থান

বণিক। আস্তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহল্যা। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েচ, তুমিই রক্ষা ক'র্বে ; আমি অবলা।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বণিক। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী।

প্রস্থান

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্ব। না ; আমি তোমায় দেখ্‌ব—এইখান থেকেই দেখ্‌ব।
(স্বগত) ভেবে দেখ মন
কত তোরে নাচায় নয়ন !

ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার—
বেশ্যা দাস নয়নের অনুরোধে !
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,—
ঘোর নিশা, মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ ;
রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে !
সর্পে রজ্জু ভ্রম,—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন !
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার !
মন, হাসি পায়,—
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়,
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি ;
"কোথা কৃষ্ণ ?" বলি' হ'লি উতরোল—
যেন তোর কত প্রেম !
আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপী-তটে, সাধুর আকার,—
শুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি' ;
দেখ্ পুনঃ নয়নের ছলে—
কি উন্মাদ দশা তোর !
মন, তুমি আঁখির গরব কর ?
নিত্য ডর—পাছে যায় এ রতন ?
দেখ্ তোর আঁখির আচার !
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠ ভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন,—
সেই মত গলিত হইবে
বাহিক এ লাবণ্যের আবরণ,—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার ?
ভাব' মন, বৃথা জন্ম তার—

এ রতন বঞ্চিত যে জন ?
বুঝ, মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে ?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন !
এর ছলে কত দিন র'বি ভুলে ?
(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দু'টো কাঁটা খুলে দাও।

অহল্যার তদ্রূপ করণ

মা, তোমার স্বামীকে বল গে—আমি তোমার পাগল ছেলে ; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা হেলন ক'ত্তে নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন !

প্রস্থান

বিল্ব। মন, এখনও কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্য সব দেখিবে অসার ;
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন !

চক্ষু বিদ্ধকরণ

চল পদ, যথা ইচ্ছা হয়।

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—কক্ষ

থাক ও সাধক

থাক। কোথায় গেল ? আমি এই তিন দিন ধ'রে ছিষ্টিটে খুঁজ্‌ছি।

সাধক। আমার বোধ হ'চ্ছে, পাগ্‌লামীর ঝোঁকে বেরিয়ে প'ড়েছে।

থাক। তা, এখন উপায় কি ?

সাধক। বড় শক্ত সমিস্তে ; হাকিম টের পেলে সব নে যাবে। কি করি ?

থাক। নে যাবে না ? ওই অম্বিকের সব নিয়ে গেল। বুড়ো মিন্‌সে, যা হয় একটা কর্‌ ; আমি মেয়েমানুষ কি কিছু ক'ত্তে পারি ?

সাধক। মাল সরান ভিন্ন ত উপায় দেখি নি।

থাক। কি ক'রে সরাবে ? ভারি ভারি সিন্দুক, থালের সঙ্গে সব গাঁথা !

সাধক। তাই ত ভাবচি।

থাক। (চিন্তামণির উদ্দেশে) সেই ত গেলি, চাবিটে দে' যেতে পাল্লি নি ? আমি কি আর কখনও তোর কিছু করি নি ?—কালের ধর্ম্ম !

সাধক। থাক, ধর্ম্ম আর কি আছে ? দেখ না, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

থাক। নাও, ভাই, তোমার এখন ছড়া রাখ ; পোড়া সিন্দুক কুড়ুল দে' ভাঙা গেল না ? মড়া মিন্‌সে যেন খায় না। আমি যে জোরে মার্‌তে পারি, উনি পারেন না।

সাধক। আরে, বোঝ না ; বড় শব্দ হয়—জোরে কি মার্‌বার যো আছে ?

থাক। আমার বাপু, গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে। বুড়ো মিন্‌সে—একটা উপায় ক'ত্তে পারে না !

সাধক। থাক, স্থির হও ; আমি যা হয় একটা উপায় কচ্চি !

থাক। ময়না মিন্‌সে, তিন দিনে একটা উপায় ঠাওরাতে পার্‌লি নি ! হাকিমের লোক এসে বসুক, তার পর ঠাওরাবি !

সাধক। অকূল পাথার ! ভাবলুম এক, হ'ল আর এক !—থাল খুঁড়ে তো সিন্দুক বা'র করি, যা থাকে অদৃষ্টে। (সিন্দুকে আঘাত)

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছে গো, দরজা খোল।

থাক। ওই! কে ও?

নেপথ্যে। কে আছে, দরজা খোল—দরজা খোল। আরে, শোনে না; হাকিম খাড়া।

থাক। ওগো, কি হবে গো? ওগো কি হবে গো?

নেপথ্যে। আরে, দরজা ভাঙ।

সাধক। থাক, আমি ব'ল্‌ব, আমার মালেকান্ স্বত্ব; তুমি সাক্ষী হ'য়ো।

দারোগা ও চৌকিদারগণের প্রবেশ

থাক। দোহাই কাজী সাহেবের!—চোর—চোর—চোর—

দারোগা। হাঁ, হাঁ, চুরি হোতা থা।

থাক। দোহাই, দারোগা সাহেবের দোহাই! এই মিন্‌সে সিন্দুক ভাঙ্‌ছিল।

দারোগা। হাম্‌লোক যব্ দরজা ভাঙ্‌লে, তব "চোর্, চোর্" কর্‌লে, হারামজাদি! হাম্ সব বুঝে! (সাধকের প্রতি) ওরে, তোম্ কোন্ রে?

সাধক। হাকিমের সাক্ষাতে প্রকাশ ক'র্‌ব।—আমি চিন্তামণির ভিক্ষা-পুত্র; আমার এতে মালেকান স্বত্ব আছে, আমায় সে দিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। চাবি হ্যায় তোমারি পাশ?

১ম চৌকি। খোদাবন্দ্! নেহি হ্যায়; রহনেসে তোড়েগা কাহে?

দারোগা। তোম্ চুপ! (সাধকের প্রতি) আরে, চাবি আছে?

সাধক। (স্বগত) ইস্! জেরায় জব্দ ক'ল্লে।

দারোগা। (১ম চৌকিদারের প্রতি) দেখো, এ দোনোকে লে যাও; উস্‌কো ঠাণ্ডা গারদ্‌মে—আউর ইস্‌কো পহেলা হামারা কোঠ্‌রি পর, পিছে ঠাণ্ডা গারদ্‌মে লে যাইও, হাম্ খানাতল্লাসী কর্‌কে যাতা হ্যায়।

১ম চৌকি। যো হুকুম, খামিন্!

থাক। দোহাই দারোগা সাহেবের! ঐ মিন্‌সে চুরি ক'ত্তে এয়েছিল। আমার নীচের ঘর; চিন্তামণি আমার মাসী হয়। দোহাই দারোগা সাহেব! তোমায় ধন, মান, প্রাণ—সব সমর্পণ কল্লুম; আমায় বেঁধো না।

দারোগা। আরে, কুঞ্জি ছিন্ লেও।

১ম চৌকি। (সাধকের প্রতি) দেখো, তোম্ মারা যাওগে—তোমরা বদ্‌মাসিসে মারা যাওগে; হাকিমকো সাম্‌নে কবুল নেই দিয়া, চল্।

সাধক। আরে, চল্।

থাক ও সাধককে ধৃত করিয়া প্রথম চৌকিদারের প্রস্থান

দারোগা। দেখো, মানসিং, তোড়নেকো ওয়াস্তে ক' আদমি চাহি? তোম্‌সে হাম্‌সে হোগা নেই? কেঁও?

২য় চৌকি। নেহি, খোদাবন্দ্; জিতসিং আউর ধনীসিংকো চাহি।

দারোগা। কেয়া করেগা ভাই! নেই চলে ত কেয়া করে? কেঁও, দো পাইকো জাস্তি দেনে হোগা?

২য় চৌকি। দো পাইসে বনেগা নেহি; দো আনা!

দারোগা। কেয়া করেগা, ভাই? দেখো, তেরা ধরম! হাম্ বাহার বৈঠ্‌কে এজেহার লিখে,—চিজ ব্যস্ কুছ নেহি থা, সিন্দুক তোড়কে চোর লিয়া; চোর গেরেপ্তার হো গিয়া।

২য় চৌকি। হাঁ, আপ্ ত মুন্‌সি হ্যায়; ওইঠো থোড়া ফলায়কে লিখিয়ে।

দারোগা। আচ্ছা, হাম্ বাহার ফারাকৃমে বৈঠ্‌তা; তোম উন্‌লোককো বোলায় লাও।

প্রথম চোকিদারের প্রবেশ

১ম চৌকি। খোদাবন্দ, কয়েদী জহর খা'কে গির্ গিয়া।

দারোগা। জহর? জহর কাঁহা মিলা?

১ম চৌকি। মরদ্‌কা পাশ থা।

দারোগা। মরদ্‌ঠো গির্ গিয়া?

১ম চৌকি। নেহি খোদাবন্দ; দোনো কয়েদী গির্ গিয়া।

দারোগা। বেকুব! দোনো ক্যায়সে গিরা?

১ম চৌকি। পহেলা মরদ্‌ঠো খা'কে গির্ পড়া; হাম্ উস্‌কো সামাল্‌নে গিয়া, রেণ্ডী বি পিছু খা লিয়া। শ্বাস নেহি চল্‌তা; দোনো মুর্‌দা হো গিয়া।

দারোগা। চল্, চল্। দেখো মানসিং, বদবক্ত্।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

চিন্তামণি ও পাগলিনীর প্রবেশ

চিন্তা। মা, একটু দাঁড়াও। আমি আর চ'ল্‌তে পারি নি, এইখানে একটু বসি।

পাগ। ব'স, মা, ব'স। আমি ত ব'স্‌তে পার্‌ব না, মা,—সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে; সে দেরি হ'লে আবার কি ব'ল্‌বে। তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই। তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার, এক কৃষ্ণ ষোল শ'। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয়;—তোমার মতন তোমার কাছে, আমার মতন আমার কাছে; শঠ, লম্পট, কপট! তবে যাই মা? না, একটু বসি; তুই ব'ল্‌ছিস্—একটু বসি।

চিন্তা। (স্বগত) সত্য,—আমি কার সঙ্গ নিয়েছি! এ যেই হোক্, বাহ্যিক একজন পাগল বই ত নয়। যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ ত্যাগ ক'ত্তে পারব না? কেন, বিল্বমঙ্গল ত একা বেড়াচ্ছে! আমি আর পাগলীকে আমার সঙ্গে থাক্‌তে অনুরোধ ক'র্‌ব না; যা হয়, হবে। শুনেছি, কৃষ্ণ সকলেরই; দেখি, আমার অদৃষ্টে কি হয়। কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদচে—পাগলীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার প্রাণ কাঁদচে।

পাগ। দেখ, পাখীটে একলা বেড়াচ্চে, আর গান ক'চ্চে।

চিন্তা।

মা গো, বুঝেছি সকলই,
কিন্তু, প্রাণ বুঝেও না বুঝে।
মা গো, তুমি সর্ব্বত্যাগী, কৃষ্ণ-অনুরাগী।
মম হৃদে জাগে মা বাসনা,
যাচিব মার্জ্জনা বিল্বমঙ্গলের পদে;
সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,
কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয়;
সাধু সদাশয়—
শত অপমান ক'রেছি তাঁহার;

কিসে পাব কৃষ্ণের চরণ ?
আমি তাঁর কাছে যাব,
পদধূলি ল'ব,
ক্ষমা চাব কৃতাঞ্জলি হ'য়ে—
তবে যাবে মালিন্য আমার,
তবে হবে কৃষ্ণ-পদে মতি।
যুক্তি তব ল'ব ;
একা আমি ধরায় ভ্রমিব।
রহিল, মা, সাধ মনে—
পারি যদি,
ওই বিহঙ্গিনী সম
কখন করিব গান।
যাও, মা গো, যাও
যথা ডাকে তোর প্রাণনাথ ;
দিস্ দেখা, পড়ে যদি মনে।
তুমি মা আমার,—
কন্যা ফেলে নিশ্চিন্ত থেক' না।
যাও, সতি, যথা তোর ডাকে পতি।

পাগ। যাই মা, যাই ; আবার আস্‌ব। আমি, মা, পাগলদের ; তুইও পাগলী মা—তোর কাছে আমি আস্‌ব। তবে যাই মা, যাই ?

গীত

মাঝ মিশ্র—পোস্তা

যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে, চলে যাবে মানভরে।

প্রস্থান

চিন্তা। কাঁদ, আঁখি—
কভু কাঁদ নি পরের তরে ;

কাঁদ নি তখন,
যবে গুণনিধি চ'লে গেল অভিমান-ভরে!
কাঁদ প্রাণ ভ'রে,
আঁখি জলে ধৌত হবে হৃদয়ের মলা,
তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল।
ঢাল, আঁখি, প্লাবনের বারি;
নহে, মলা নাহি হবে দূর।
উঠ বারি প্রস্তর ফাটিয়ে,
ঢাল—ঢাল এ শ্মশান প্রাণে—
দহে চিতানল,
স্বার্থচিন্তা সতত প্রবল!
আরে স্বার্থ, নিজ অর্থ ক'রেছ কি লাভ?
তবে—
কিবা অর্থে ভুলে আমারে মজালে?
কেন মোরে ক'রেছ পাষাণ?
ভগবান্, পতিতপাবন, রক্ষা কর, দয়াময়!
মরি, প্রভু, মনের বিকারে—
অবলারে কর কৃপা।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তুমি একলাটি ব'সে কাঁদ্চ কেন? বাড়ী ফিরে যাবে?

চিন্তা। তুমি কে?

ভিক্ষুক। আমি সেই যে—যারে পাগলী চাবি দিলে। যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নে যেতে পারি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে দেখ্‌ছ কি? তোমার ঠেঁয়ে ত কিছুই নেই যে কেড়ে নেব।

চিন্তা। আমি আর বাড়ী যাব না।

ভিক্ষুক। তবে কোথায় যাবে?

চিন্তা। যেখানে দু' চোখ যায়।

ভিক্ষুক। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চি কেন, শোন;—আমি মনে ক'রেছি—বৃন্দাবন যাব, যদি যেতে, একসঙ্গে দু'জনে যেতুম; তোমার স্কন্ধে দিনকতক খোরাকীটে হ'ত।

চিন্তা। বাপু, তুমি ত জান, আমার কিছুই নেই ; আমি ভিক্ষে ক'রে খাব।

ভিক্ষুক। তোমার ঠেঁয়ে নেইও বটে, আবার তোমার স্কন্ধে খাবও বটে।

চিন্তা। বাপু, তুমি কি মনে ক'রেছ, আমি বাড়ী থেকে অর্থ আনাব ? তা নয়। অর্থের জন্য যারা আমায় বিষ দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি। তারা এখন জানে না যে, কি বিষ তাদের দিয়ে এলুম। তুমি কি দেখ নি যে, আমি চাবি ফেলে দিয়ে এসেছি ?

ভিক্ষুক। দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম, আর দেখি নি ? তবে দাঁড়াও, পুঁটলি খুলি। (গহনা বাহির করিয়া) এ গয়না কা'র ?

চিন্তা। কা'র গহনা ?

ভিক্ষুক। দেখ, ভাল ক'রে দেখ ; চিন্‌তে পেরেছ ? তোমারই, পাগলীকে যা দিয়েছিলে।

চিন্তা। তুমি কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক। আমি চুরি কর্‌বার ফিকিরে ছিলুম, তা তত ক'ত্তে হ'ল না ; পাগলী দিয়ে দিলে।

চিন্তা। তবে ও তোমার ; আমার কেন ব'ল্‌চ ?

ভিক্ষুক। ওগো, গয়না সুদ্ধ ধরা পড়লে এখনই মিয়াদ হ'য়ে যাবে। পাগলীর ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও যা, একটা ছোট মেয়ের ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও তা।

চিন্তা। না, না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, ভাল ; পাগলী দিয়েচে ব'লে যদি আমার হয়—তোমায় দিলুম, এবার ত তোমার হ'ল।

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষুক। বলি, তুমি একবার নাও না ; আমি আবার নোব এখন।

চিন্তা। আঃ ! এ কি পাগল না কি ?

ভিক্ষুক। তুমি মনে ক'চ্চ, আমি খুব বোকা—আর তুমি খুব সেয়ানা ! কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন,—দেখ, আমার কিছু হাতটান্‌টা আছে ; দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দোব ; কিন্তু চুরি টুরি না ক'ত্তে পাল্লে রাত্রে নিদ্রা হয় না—ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই, করি কি জান ?—একটা গাছকে মনিষ্যি ক'রে বল্লুম, "এই তোর।" তক্কে তক্কে ফিচ্চি,—গাছটা যেন ডাল নাড়লেই জেগে আছে ; দুপুর রাত্রে যখন কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওম্নি পোঁটলা নিয়ে স'র্‌লুম ; দৌড়—দৌড়—যেন চৌকিদার

আসছে ; তারপর, একটা ঝোঁপে গিয়ে পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই। তোমার ঠেঁয়ে গয়না দিলে আমি চুরি ক'র্‌ব, আর গয়না বেচে খাব ; আর সব গয়না ফুরিয়ে গেলে, ইঁট বেঁধে পোঁটলাটা নিয়ে নাড়া চাড়া ক'র্‌ব। আর, তোমার সুবিধার কথা বলি ; একেবারে অতটা সইবে না ; কখন ত ক্লেশ কর নি—একেবারে অতটা সইবে কেন ? যখন পাগলীর মত স'য়ে যাবে, তখন যা খুসী ক'রো।

চিন্তা। (স্বগত) ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব-সংস্কার !

এ বিকার কত দিনে হবে দূর ?
বসি' তরু-তলে,
মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর—
যথা দেহ-পণে কিনিয়াছি ধন ;
জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—
শত্রু যাহে গরল মিশায় ;
ঘৃণা করে মলিন বসন—
চাহে আভরণ,
সাজিবারে ছলের প্রতিমা !
ভাবি তাই,
কত দিনে সংস্কার হবে দূর।

ভিক্ষুক। আর ভাব্‌চিস্ কি ? মা-ব্যাটার মতন দু'জনে চ'লে যাই আয় !

চিন্তা। কোথায় যাবে ?

ভিক্ষুক। তোর যেখানে মন।

চিন্তা। চল।

ভিক্ষুক।—

গীত

ভৈরবী—যৎ

ছাড়ি যদি দাগাবাজী, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি ;
আমি কি পার্‌ব বাবা ? দেখি বেয়ে প্যারি হারি।
যদি কেউ বাত্‌লে দিত, এমন লোক দেখ্‌লে হ'ত,
দাগাবাজীর উপর বাজী, খেলা বড় বিষম ভারি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটী

বণিক ও অহল্যা

বণিক। হাস্‌চ যে ?

অহল্যা। এই, তোমার এক গাছা চুল পেকেচে, তুমি বুড়ো হ'য়ে গেলে। তুমি হাস্‌চ যে ?

বণিক। ভাব্‌চি, বুড়ো হয়েছি—এখনও কি কচ্ছি দেখ !

অহল্যা। হো ! হো ! বেশ হয়েছে ; তোমার আর বে' হবে না।

বণিক। তাই ত ! তবে আর এখানে থেকে কি ক'র্‌ব বল দেখি ? চল, চ'লে যাই।

অহল্যা। বেশ ত, চল না।

বণিক। কোথায় বল দেখি ?

অহল্যা। আমি কি জানি ? তুমি বল না।

বণিক। তুমি বুঝেচ।

অহল্যা। বুঝে থাকি ত আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন ?

বণিক। বলি, বুঝেছ কি ? দিন ত গেল।

অহল্যা। আমি কি জানি ? তুমি বল না।

বণিক। শোন,—

কহে শুভ্র কেশ শিরে,—
"এই তোরে শমন ধরিল আসি !"
কহে কেশ—
"আর নহ বালক এখন,
যেতে হবে—কর যত্নে পাথেয় অর্জ্জন,
এ সকল কিছু নহে সাথী।"
দিন গেল, কৌতুকে কাটিল ;
হরিনাম হ'ল না এ দেহে।
ধূলা মাখি খেলিনু প্রথমে,
যৌবনে যুবতী-কাঞ্চন সনে।

কহে শুভ্র কেশ,—
"এবে তোর সে খেলা ফুরা'ল,
কিবা খেলা খেলিবি নূতন ?
খেলা তোর ফুরাবে ত্বরিত ;
একা এলি, একা যেতে হবে !"

অহল্যা। প্রাণনাথ,
সে ভাবনা নাহিক আমার ;
আগে তুমি এসেছ হেথায়,
আসিয়াছি পাছে পাছে ;
প্রাণ বাঁধা আছে,
যাব পাছে পাছে,
যথা যাবে, পাছে পাছে র'ব।
স্বামী—তাঁর আমি ;
স্বামী-পায় বিকাইত কায়।

বণিক। চল, বৃন্দাবনে যাই।

অহল্যা। চল।

বণিক। তবে গুছিয়ে নাও।

রাখাল বালকের প্রবেশ

রাখাল। হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা, তোমরা বৃন্দাবনে যাবে ?

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা ! দেখ—দেখ, কেমন সুন্দর ছেলেটি ! (রাখাল বালকের প্রতি) তুমি কা'দের ছেলে বাবা ?

রাখাল। দেখ্‌তে পাচ্চ না, আমি রাখালদের।

বণিক। তুমি এখানে কি ক'রে এলে ?

রাখাল। আমি অমন আসি।

অহল্যা। তুমি কেন এসেছ ?

রাখাল। ওই যে বল্লুম—তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'ত্তে, বৃন্দাবন যাবে ?

বণিক। কেন, তুমি 'বৃন্দাবন যাবে' জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ যে ?

রাখাল। আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি।

বণিক। কেন জিজ্ঞাসা কর ?

রাখাল। আমার দরকার আছে ; বল না ?

অহল্যা। যাব ; তুমি যাবে ?

রাখাল। হুঁ।

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! ছেলেটিকে যেন বুকে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে। তোমার মা কিছু ব'ল্‌বে না ?

রাখাল। আমার মা নেই,—মাও নেই, বাপও নেই।

অহল্যা। তুমি কোথায় থাক ?

রাখাল। ঐ গয়লাদের গরু চরাই—আর থাকি।

অহল্যা। তুমি গরু চরা'তে পার ?

রাখাল। হুঁ—

অহল্যা। সত্যি তোমার কেউ নেই ?

রাখাল। (অহল্যার প্রতি) তুমি আমার মা। (বণিকের প্রতি) তুমি আমার বাপ।

অহল্যা। কই, "মা" বল দেখি ?

রাখাল। মা, মা, মা!

বণিক। ছেলেটি অনাথ।

রাখাল। হ্যাঁ গো, আমি অনাথ।

বণিক। আমরা আজই বৃন্দাবনে যাব।

রাখাল। হো, হো, বেশ হ'য়েচে—বেশ হ'য়েচে!

বণিক। কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন ?

রাখাল। ওগো, আমি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি।

বণিক। তোমার আবার মুস্কিল কি!

রাখাল। ওগো, তার জন্যে গরু চরা'তে পাই নি, তার জন্যে খেল্‌তে পাই নি, তার জন্যে তার বৃন্দাবনে যেতে পাই নি। এই, তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব।

বণিক। কেন ?

রাখাল। দেখ, সে দেখ্‌তে পায় না ; সে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে। সঙ্গে যাই ;—কোথা কাঁটাবনে প'ড়্‌বে, খেতে পাবে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবে না। কে দেবে বল ? কাণা মানুষ,—আর, সে যার খেতেই চায় না, আমি কত ভুলিয়ে খাওয়াই।

বণিক। (অহল্যার প্রতি) দেখ, সেই মহাপুরুষ।

অহল্যা। আমারও বোধ হয়।

বণিক। তিনি কোথায় আছেন?

রাখাল। ও গো, সে যেখানে বন-বাদাড় পায়, সেইখানেই যায়।

বণিক। কি করেন?

রাখাল। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"—ওই করে, আর কি; কৃষ্ণ যেন তার সাত পুরুষের চাকর!

বণিক। (ঈষৎ হাসিয়া অহল্যার প্রতি) বালক! (রাখাল বালকের প্রতি) আর কি করেন?

রাখাল। কখন মুখ রগড়ায়, কখন চিপ্ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছেঁড়ে। তুমি তাকে নে যাবে?

বণিক। তিনি যাবেন?

রাখাল। আমি ভুলিয়ে নে যাব। যাক্,—বৃন্দাবনে যাক্, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্ছে—কৃষ্ণকে পাবে।

বণিক। কেমন ক'রে জান্‌লে?

রাখাল। বৃন্দাবনে যাবে, কৃষ্ণকে পাবে না?

বণিক। বৃন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়?

রাখাল। হ্যাঁ, পায় না বই কি? তুমি ত বড্ড জান!

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাখাল। তা কেন? আমি কি আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্চি? আমি ওই "কাণা কাণা" ক'চ্চি, কাণাকে পাব;—যে যা চায়।

বণিক। বাবা, তোর কথায় আমার আশার উদয় হচ্চে। বৃন্দাবনে কি, যে যা চায়, তাই পায় রে?

রাখাল। তা দেখ্‌বে চল না। আমি তবে তাকে বলি গে? তোমরা ত বাঁধাঘাটে নৌকা ক'র্‌বে? আমি তাকে সেইখানে নিয়ে যাচ্চি। ঐ যে নদীর ধারে বটগাছটা আছে—যেখানে খুব বন, ব্রহ্মদত্যির ভয়ে কেউ যায় না—সে সেইখানে আছে। আমি আর থাক্‌ব না, দেখ, বেলা গেল; তোমরা এস।

প্রস্থান

অহল্যা। আহা। ছেলেটি "মা" বল্লে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

বণিক। আহা! ছেলেটি যেন ব্রজের গোপাল;—গোপাল এসে যেন আমার মনে আশা দিয়ে গেল। ভাব্‌চি, সে মহাপুরুষ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? জান ত, কত মিনতি ক'রেছিলুম এখানে থাকবার জন্য, তিনি কোন মতে রইলেন না। আশ্চর্য্য, এত কাছে আছেন—আমি এত খুঁজলুম, এক দিনও দর্শন পেলুম না। আহা! রাখাল-বালকটি কে!—সেই ভয়ঙ্কর বনের ভিতরে তাঁর সেবা ক'ত্তে যায়।

অহল্যা। দেখেচ? আমি "না বিইয়ে কানাইয়ের মা"! যেমন লোকে "ছেলে নেই, ছেলে নেই" ব'ল্‌ত, তেম্নি দুই ছেলে নিয়ে বৃন্দাবনে চল্লুম।

বণিক। ভাব্‌চি, তিনি যাবেন কি?

অহল্যা। অবশ্য যাবেন। ও রাখাল-বালক নয়, ও গোপাল; ওর মিষ্টি কথায় অবশ্য ভুলবেন!

বণিক। চল তবে, আমরা সত্বর হই।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন

বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট

বিল্ব। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কোথায় তুমি? দেখা দাও। তুমি ত অন্তর্য্যামী—দেখ, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে; ব্যাকুল হ'লে ত দেখা দাও! দীননাথ, তুমি কোথায়—কোথায় তুমি—কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! (মূর্চ্ছা)

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। (বিল্বমঙ্গলের কর্ণমূলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

বিল্ব। (চৈতন্য পাইয়া) কই কৃষ্ণ?

কই শুনি বাঁশরী-নিনাদ?
কই কালাচাঁদ?
সাধে বাদ কে সাধে এমন?
সে কি এতই নির্দ্দয়?

হ'ক, সয় স'ক, প্রাণে স'ক।
হায়—হায়, বিফল যন্ত্রণা!
সে ত কই আমার হ'ল না।
গেল দিন ব'য়ে;
ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি—জেনেছি,
মম ভাগ্যে দেখা নাই।
কি করি? কোথায় যাই?
কে আমায় এনে দেবে হরি?
বংশীধারী,
এস—এস বাজায়ে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—
বামে হেলা শিখি-পাখা!
দেখ, একা আমি;
এস, এস হে অনাথ-নাথ!

রাখাল। কেন ভাই? একলা কেন ভাই? আমি যে তোমার সঙ্গে র'য়েছি, ভাই?

বিল্ব। রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে—তুমি আবার আমায় মোহে ডুবাবে! দেখ, তোমার কথা শুন্‌লে আমি কৃষ্ণকে ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডাক্‌তে পারি না! তুমি কেন, ভাই, আমার জন্য অমন কর? যাও ভাই ঘরে যাও।

তোর পায়ে ধরি,—
একে জ্ব'লে মরি কৃষ্ণ বিনা,
কৃষ্ণধন আমার হ'ল না;
কত জ্বালা জান কি, রাখাল?
জান যদি, যাও—কৃষ্ণ এনে দাও,
দাস হব, কেনা রব তোর।
যাও তুমি, যাও হে রাখাল,
কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল?
ত্যজি সংসার-আশ্রয়,

পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর ;
সে রাখে, রহিব ; সে মারে, মরিব।
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন,
কেন, হে রাখাল,
এস তুমি গহন কাননে
হেন অভাজন-সহবাসে ?
হে রাখাল, জান যদি, বল,
হৃদয়ের আলো—
কোথা বনমালী কালো ?
দাও—এনে দাও—
প্রেম-ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

রাখাল। আমায় যেতে ব'ল্‌চ ভাই ? তুমি যে খাও না।

বিল্ব। ভাই, আমি ব'ল্‌চি, খাব। ওরে, তুই যা, তোর কথা শুনলে আমি যে কৃষ্ণকে ভুলে যাই রে !

রাখাল। তুমি খাবে ? লোকে ভাই, এখানে তোমাকে কি ক'রে খাবার দেবে ? ব্রহ্মদত্যির ভয়ে এ পথে যে কেউ চলে না ভাই !

বিল্ব। রাখাল, তুমি যাও ভাই।

একে অন্য মন,
তাহে তুমি ক'র না বিমনা।
দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না !
দিন গেল,—দিন যায়,
রহে না ত দিন—
কবে তবে কৃষ্ণ পাব ?

নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি

ওই শঙ্খঘণ্টা নাদে,
সায়ংসন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন ;
দিন গেল—কই দেখা হ'ল ?
এস—এস, কোথা গুণনিধি !

মরি যদি দেখা ত হবে না।—
দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময়!
প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি।
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
এস, বাজায়ে মুরলী,
বনমালী রাধিকা-রঞ্জন!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুমি কৃষ্ণকে ডাক, আমি চুপটি ক'রে ব'সে শুনি।

বিল্ব। না ভাই; তুমি বালক, তুমি কেন ব'সে থাক্‌বে?

রাখাল। তুই যে, ভাই, বনে থাক্‌বি; "একলা আমি, একলা আমি" বলে চেঁচাবি;—আমার, ভাই, বড় কান্না পায়।

বিল্ব। না, এই রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে! কৃষ্ণের দেখা ত পেলুম না; আর কেন মোহ? প্রাণত্যাগ করি।

রাখাল। না ভাই, আমার বড় মন কেমন ক'র্‌বে, ভাই!

বিল্ব। রাখাল, তুই কে? তোর হাত আমি কেমন ক'রে এড়াব! তুই যে দেখ্‌ছি, আমায় ম'র্‌তেও দিবি নি!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুই কেন বৃন্দাবনে যা না ভাই! চল্ চল্ বৃন্দাবনে চল্; কৃষ্ণকে দেখ্‌বি চল্।

কথা আমার মিথ্যা নয়,
দেখ্ না কেন—নয় কি হয়!

বিল্ব। চল—চল, যাব বৃন্দাবনে—
প্রেমধামে যাব, আমি প্রেমহীন!
সেথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী,
ধেনুগণে নাচে কুতূহলে,
বনহারে সাজায় রাখাল—
শ্রীগোপাল, চল—চল, দেখি গিয়া।
রজে লুটাইয়ে রজ মাখি' কায়,
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি' ডাকি উভরায়
প্রেম-ধারে ভেসে যায় কায়,
প্রেমের পুলকে কম্প ঘন ঘন;

উন্মাদ নর্ত্তন, কভু হাসি—কভু কাঁদি।
চল বৃন্দাবনে, প্রাণকৃষ্ণ মোর।

গমনোদ্যত

রাখাল। ও দিকে যাচ্চিস্ কোথা? বৃন্দাবন যে এ দিকে।

বিল্ব। এই কি সে মধু বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর-গুঞ্জন?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান-তরঙ্গিণী উন্মাদিনী কই ধায়?
কই পীতাম্বর মুরলী-অধর—
বামে রাধা বিনোদিনী?
কই, কই? কি হ'ল আমার?
বৃন্দাবনে কই সে মাধব?

রাখাল। আয়, দেখ্‌বি আয়।

গীত

পাহাড়ী—কার্‌ফা

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব,
খেলব কত ছুটোছুটি, বাঁশী বাজাব।
খেলতে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাই ত আসি;—
আমার মনের মতন খেলার জুটী কত জন পাব।

বিল্বমঙ্গলের হাত ধরিয়া প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত

চিন্তামণি আসীনা

চিন্তা। আগে তাঁর মন ভোলাবার জন্য কত রকম বেশ তুই প'র্‌তিস্; এখন বল্, কি বেশে গেলে তিনি কৃপা ক'র্‌বেন। দেহ, তোমায় স্বর্ণ-অলঙ্কারে যত সাজিয়েছি, তাতে কেবল তুমি কলঙ্কিনী প্রাণের পরিচয় দিয়েছ!

বিভূতিই তোমার ভূষণ ; নইলে, সাধুত্তম তোমায় কৃপা ক'র্‌বেন না ; তুমি এত সুন্দর ভূষণ কখন পর নাই।

অঙ্গে বিভূতি লেপন

প'রেছি ভূষণ ; এবে কেশের বিন্যাস।
কেশ, তুমি অতি প্রতারক,
কহিতে সতত—তুমি বন্ধু মম,
অন্যে মজাইতে চাহিতে সতত ;
তোর ছলে ভুলে,
বাঁধিতাম কবরী যতনে।
তুমি শঠ, প্রতারক, মজায়েছ মোরে ;
আজি তব নূতন বিন্যাস—
পূর্ব্বভাগে
সাধুত্তমে ভুলাতে নারিবি আর।
তাঁর কৃপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব ;
আরে, আমি বড়ই পতিত—
পাব আমি পতিতপাবন !

চুল কাটিতে উদ্যত

রাখাল বালকের প্রবেশ

রাখাল। (চিন্তামণির হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ছি ভাই, চুল কাট্‌ছ কেন ভাই ? চুল কি কাট্‌তে আছে ? ছি ছি, চুল কেট' না।

চিন্তা। আহা ! আহা ! ছেলেটি কে গা ? মরি, মরি, কথা শুনে প্রাণ জুড়াল !

রাখাল। তুমিও বুঝি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কর ? উঁ উঁ ? ছি ভাই, কথা কইলে না ! তবে আমি চ'ল্লুম।

চিন্তা। আহা ! তুই কে রে ?

রাখাল। ছি, ভাই, তুমি মিষ্টি কথা জান না ; তুমি ব'ল্‌বে—"তুমি কে ভাই ?" আমি ব'লব, "কেন ভাই, তোমায় ব'ল্‌ব কেন ভাই ?"

চিন্তা। কেন ভাই, ব'ল্‌বে না ভাই ? আহা, আমার যেন সকল জ্বালা জুড়াল ! এখন যে ভাই, তুমি কথা ক'চ্চ না ভাই ?

রাখাল। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব ভাই ?

চিন্তা। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব।

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তবে তুমি বল ভাই,—কৃষ্ণকে ভালবাস, কি আমায় ভালবাস ?

চিন্তা। আহা! আমি অভাগিনী প্রেম-হীনা! আমি কৃষ্ণকে কি ক'রে ভালবাসব ?

রাখাল। ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও, কি আমাকে চাও ভাই ? বুঝেছি ভাই, কৃষ্ণকে চাও ভাই ; আমি চল্লুম ভাই।

চিন্তা। যাও কেন ভাই ? শোন না।

রাখাল। এই বৃন্দাবনে এসেছ—ঠিক্ কথা বল,—কৃষ্ণকে চাও, কি আমাকে চাও ?

চিন্তা। কৃষ্ণকে চাই ; তোমায়ও ভালবাসি।

রাখাল। না ভাই, অমন ভাব আমি করি নি। যাকে হয়, একজনকে পছন্দ ক'রে নাও। আমি ত বল্‌চি নি যে, আমায় তোমায় নিতেই হবে।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। আহা, আহা! কি সুন্দর রাখালের ছেলেটি রে—যেন ব্রজের বালক।

রাখাল। ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

রাখাল। তবে রে চোর! ভাব বল্লে, তবে পোঁট্‌লাটা লুকুচ্চ যে ? আমায় দাও। (পুঁট্‌লি কাড়িয়া লওন)

ভিক্ষুক। ওতে ত কিছু নেই।

রাখাল। নেই, তবে গেরো কেন ?

ভিক্ষুক। সত্যি ; দেখ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি! (স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে! হাত, পা, মন ত আমার।

রাখাল। (পুঁট্‌লী ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না।

ভিক্ষুক। আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম ; আর গেরো দোব না। (দূরে পুঁট্‌লি নিক্ষেপ)

চিন্তা। কেন ভাই, তুমি যে আর একজনের সঙ্গে ভাব ক'চ্চ ?

রাখাল। কেন ভাব ক'র্‌ব না ভাই ?

চিন্তা। তবে যাও ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি।

রাখাল। যাব? তবে যাই; আর খুব না ডাক্‌লে আসব না।

প্রস্থানোদ্যত

চিন্তা। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

রাখাল। না, আর দাঁড়াব না।

প্রস্থান

ভিক্ষুক। ওহে, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

চিন্তা। আহা, যাক; ক্ষিদে টিদে পেয়েছে।

ভিক্ষুক। আমি কিছু খাবার এনে খাওয়াতুম।—দেখ, সেই পাগ্‌লীটে আস্‌চে।

চিন্তা। দেখ—বোধ হয়, কৃষ্ণ আমায় কৃপা ক'র্‌বেন; মা'র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হ'চ্চে। আহা, কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিল, মা'র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে! মা আমার কার সঙ্গে কথা ক'চ্চে;—ও তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী কে!

ভিক্ষুক। বেটী যখন বৃন্দাবনে এসেছে, আমার একটা হিল্লে লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে; বেটী কি রকমে ফির্‌চে।

পাগলিনী ও শিষ্যগণসহ সোমগিরির প্রবেশ

পাগ। বাবা, চল যাই; আর কেন বাবা? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি।

সোম। মা, আর ত কাজ বাকী নেই; চল, যে কাজে এসেছি, সেরে যাই।

পাগ। বাবা, আর থাক্‌তে পারি নি; বাবা, আমার মন কেমন করে বাবা; দেখ দেখি, কতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আমার এমন লাঞ্ছনা করে গা! আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে!

চিন্তা। মা, করুণাময়ি মা, সত্যি তুই আমার মা! দয়াময়ি! আমায় ত ভোল নি?

পাগ। ও মা, আমি নই মা; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, বাবা তোকে ব'লে দেবে।

চিন্তা। মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি; তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সোমগিরির প্রতি) বাবা, আমার উপায় কি হবে? আমি মহাপাতকী;—রাধাবল্লভ কি আমায় দয়া ক'র্‌বেন?

সোম। মা, তোমার যে প্রেম,—অবশ্যই দয়া ক'র্‌বেন।

চিন্তা। বাবা, আমার প্রেম !
প্রেমহীনা পাষাণী পাপিনী,
মরুভূমি পোড়া প্রাণ—
বারিবিন্দু নাহি তাহে,—
তাহে, অনুতাপ—প্রবল অনল—
দিবাশিশি দহে।
এ হৃদয়ে কোথা প্রেম পাব ?
প্রেমময় কৃষ্ণপদে কি তবে অর্পিব ?
পিতা,
কৃপা ক'রে বল না উপায়।

সোম। মা, আমি হীন ; আমি কি উপায় ক'র্‌ব ? বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন ; তাঁর শরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

চিন্তা। বাবা, তুমি আমার গুরু ; যখন তুমি ব'ল্লে, উপায় হবে,—আমার প্রাণে স্থির বিশ্বাস হ'ল ; কিন্তু বাবা, ভয় হয়, আমি মহাপাতকী ; আমি তাঁরই চরণে শত অপরাধী।

সোম। মা, তিনি পরম সাধু, সাধু কারও অপরাধ লন না।

চিন্তা। দেখ, বাবা, আমার অদৃষ্ট-দোষে গুরুবাক্য যেন বিফল না হয়। বাবা, ব'লে দিন্—তিনি কোথায় থাকেন ? আমি বৃন্দাবনে আসা অবধি তাঁর অনুসন্ধান ক'চ্চি, কোথাও তাঁর দর্শন পাইনি।

পাগ। তুই দেখা পাস্‌নি ? আমি দেখিয়ে দোব। তুই যেন মা, আমার মেয়ে ; তোর যেন স্বামীর কাছে রেখে আস্‌তে যাব। তোর গলা ধ'রে খানিক কাঁদি,—আর ত মা, তোর সঙ্গে দেখা হবে না, তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে চ'লে আস্‌ব। ও মা, সেখানে কাঁদ্‌তে পার্‌ব না ; লজ্জা করে মা—লজ্জা করে।

ভিক্ষুক। মা, তোর ব্যাটাকে যে ভুলে গেলি।

পাগ। ভুল্‌ব কেন ? বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে ?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দধাম,—আনন্দময়ের কৃপায় এখানে কেউ নিরানন্দ থাকে না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখনচোরকে চুরি ক'র্‌বে।

ভিক্ষুক। গুরুদেব, পারি যদি—চুরির মতন চুরি বটে।

সোম। মা, তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে থাক; আমি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ ক'র্‌ব।

পাগ। বাবা, এবার যখন দেখা হবে—বাপ-বেটীতে হাত-ধরাধরি ক'রে চ'লে যাব। আর থাক্‌ব না, আর কি ক'ত্তে থাক্‌ব? (চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের প্রতি) আয় গো আয়।

চিন্তামণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনীর প্রস্থান

শিষ্যগণের গীত

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—খাম্‌শা

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা,
জয় গোবর্দ্ধন—চেতনশীলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন-কুঞ্জবন-ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
খেলা খেলা—খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক-ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

বিল্বমঙ্গল আসীন

বিল্ব। ওঃ! রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে; আমি কোন মতেই তাকে ভুল্‌তে পাচ্চি নি। আরে মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণদর্শন ক'র্‌বি কি করে? দেখি—আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখি, যদি মনস্থির কত্তে না পারি, ত আত্মহত্যা ক'র্‌ব। এ কি! আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধিপত্য রাখাল কিরূপে কল্লে? কে ও রাখাল আমার কাল হ'য়ে

এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা ক'চ্চ? আমার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমি সাত দিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হ'চ্ছে—সে এল! আমি কি ক'র্‌ব? তার সঙ্গে কথা না কইলে আমি বাঁচি নি, মন আমার যে তার জন্যই লালায়িত! শুনেছি, একুশ দিন অনাহারে থাকলে প্রাণ বিয়োগ হয়; আর এক পক্ষ অনাহারে ধ্যান করি—প্রাণ যায়, যাবে। না,—সে রাখাল ছোঁড়া আমায় ম'র্‌তে দেবে না, সে বারণ ক'ল্লে আমি ম'র্‌তে পার্‌ব না। আমি এই ধ্যানে বসলুম। আর উঠ্‌ব না; সে এলে ম'র্‌ব। (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!— দেখ, এ কি হ'ল! "কৃষ্ণ" ব'লে ডাকৃতে "রাখাল" বেরিয়ে পড়ে! না, দেখি, আর একবার দেখ্‌ব। একবার চক্ষু, তুমি মজিয়েছিলে, এবার কর্ণ আমায় মজালে! বধির হতেও সাধ হয় না—তার কথা শুন্‌তে পাব না। চক্ষু, আজ তোমার জন্য ক্ষোভ হ'চ্চে; রাখাল বালকটি কেমন, একবার দেখতে পেলুম না। দেখ, মূঢ় মন রাখালের কথাই ভাবছে! (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। ভাই, তুমি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছ? আমি দুধ হাতে ক'রে সাত দিন বেড়াচ্চি, তুমি মার্‌তে আস ব'লে ভয়ে আস্‌তে পারিনি।

বিল্ব। রাখাল, তুমি আমায় খোঁজ কেন?

রাখাল। তুমি যে ভাই অনাথ! আমি যে ভাই অনাথকে বড় ভালবাসি।

বিল্ব। কি, তুমি অনাথকে ভালবাস?

রাখাল। এই দেখ না ভাই, তোকে কত ভালবাসি।

বিল্ব। (স্বগত) মূঢ় মন, এই যে অনাথনাথ শ্রীকৃষ্ণ!—(প্রকাশ্যে) রাখাল, রাখাল, আয় রে প্রাণের রাখাল—আয়!—

রাখাল। না ভাই, যাব না ভাই,—তুই যে ধ'র্‌বি ভাই।

বিল্ব। কই, আমায় দুধ দাও, আমি যে সাত দিন খাই নি।

রাখাল। আয়, রোদে ব'সে আছিস্‌, ছাওয়ায় আয়।

বিল্ব। আমার হাত ধর, আমি ত দেখ্‌তে পাই নি।

রাখাল। আয়।

বিল্বমঙ্গল-কর্ত্তৃক রাখাল-বালকের হস্তধারণ

বিল্ব। আর ত ছাড়ব না—আমার অনেক যত্নের নিধি!

রাখাল। আমার কচি হাত,—ছাড়, ছাড়, লাগে।

বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক হস্ত ছাড়িয়া দেওন

এই—এই ত ছেড়ে দিয়েছিস্।

বিল্ব। ছলে হাত ছিনাইলে,
পৌরুষ কি তাহে তব ?
আরে রে গোপাল,
দেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে ;
সেই প্রেমে—
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে ;
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে,
তবে ত তোমারে গণি।
অন্ধ আমি—পলাইবে কোন্ কথা ?
ধরিব তোমায় ;
দেখি, পারি কিবা হারি, হরি !

রাখাল। (বৃক্ষের অন্তরাল হইতে) টু ;—কই ধর্ দেখি ?

বিল্বমঙ্গলের ধরিতে গমন ও রাখাল-বালকের কৃষ্ণরূপে দেখা দেওন

রাখাল। দেখ্ দেখি, কেমন সেজেছি ! চা' ;—তোর চোখ হ'য়েছে।

বিল্ব। আহা, আহা, মরি মরি ! নয়ন, দেখ্—তোর কত দেখ্বার সাধ !

নবীন জলধর শ্যাম সুন্দর,
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন খঞ্জন, হৃদয় রঞ্জন,
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম ॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর-গুঞ্জন,
মুরলী-মোহন তান।
কুসুম-ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ গোপিনী-প্রাণ ॥
শ্রীপদপঙ্কজ, দেহি পদ-রজ,
শরণ মাগিছে দীন।
প্রাণ মাধব, সাধ, রব—রব,
প্রেমমাধুরী লীন ॥

রাখাল। (অদূরে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌ছে ; আমি লুকুই। তোর কাছে কেঁদে আস্‌চে, ভাই, তুই থাক্। আমি এইখানে আছি, ওরা গেলে তোর সঙ্গে খেলব।

বিল্ব। না দয়াময়, আমার আর কারুকে প্রয়োজন নেই।

রাখাল। না ভাই, ওরা যে কাঁদ্‌বে ভাই, আমি তা হ'লে কাঁদ্‌ব।

বিল্ব। আহা! কে রে ভাগ্যবান্, তুমি যার জন্যে কাঁদ্‌বে?

রাখাল। তুই কেন ভাই দেখ্‌না। তুই এখানে ব'স্; আমি এই আড়ালে রইলুম। ওই দেখ্—ওরা আস্‌চে।

প্রস্থান

নিমীলিত-নেত্রে বিল্বমঙ্গলের অবস্থান—বণিক ও অহল্যার প্রবেশ

বণিক। অহল্যা, সে রাখাল-বালক কে? সে ব'লেচে, এইখানে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব।

অহল্যা। রাখাল-বালক যদি আমায় "মা" বলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাই নি।

নেপথ্যে রাখাল। মা!

অহল্যা। বাবা, তুমি কোথায়?

নেপথ্যে রাখাল। চুপ্, আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। তোমরা ওইখানে ব'স।

অহল্যা। আহা রাখাল ব'ল্‌চে, এইখানে ব'স্‌তে।

নেপথ্যে রাখাল। হ্যাঁ, ব'স; কৃষ্ণ এলেই তোমায় ব'ল্‌ব।

বিল্ব। (আপন মনে) আহা! কি রূপ দেখলুম! রাখালরাজ, রাখালরাজ!

চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুকের প্রবেশ

পাগ। তুই যা মা, আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি? আমি এইখানে বসি। (ভিক্ষুকের প্রতি) বাবা, ব'স—চুপ ক'রে ব'স। এই নে। (কাঞ্চন প্রদান)

ভিক্ষুক। আর কেন, মা?

পাগ। নিবি নি? তা না নিস্, কিন্তু এবার যদি কিছু পা'স্ ত নিস্।

ভিক্ষুক। তা—আচ্ছা মা।

সোমগিরি ও শিষ্যগণের প্রবেশ

সোম। (শিষ্যগণের প্রতি) সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেবার জন্য বেশ্যা ও

লম্পট ভাণ মাত্র। (বিল্বমঙ্গলকে দেখাইয়া) বৈরাগ্যের চেতনমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ! বেশ্যা ও লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণদর্শন ক'র্ব।

১ম শিষ্য। প্রভু, আমি অজ্ঞান; যাঁকে লম্পট ব'লেছি, যাঁকে বেশ্যা ব'লেছি, তাঁদের চরণে আমার কোটি প্রণাম। আমায় কৃপা ক'রে বলুন, কৃষ্ণদর্শনের ফল কি?

সোম। বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন; আর অন্য ফল নাই।

চিন্তা। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি)

চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী,
দাসী তব মাগে পদাশ্রয়।
দয়াময়, চিরদিন সদয় হে তুমি,
আজি হ'য়ো না নিঠুর।
কৃপা যদি নাহি কর, গুণধাম,
হেয় প্রাণ এখনই ত্যজিব—
নারীবধ লাগিবে তোমায়।
এসেছি হে বড় আশে,
আকিঞ্চন—করিব হে কৃষ্ণ-দরশন
তব কৃপা-বলে প্রভু!

বিল্ব। আহা, আহা! কৃষ্ণনাম আমায় কে শোনালে? (চিন্তামণির প্রতি দৃষ্টিপতন) এ কি! গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা? বিশ্ব-মোহিনি, আমায় কৃপা করুন। (প্রণাম করণ)

চিন্তা। প্রভু, আকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা ক'রো না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার;—আমায় ব'লেছিলে, আমি যা চাই, তুমি দিতে পার; তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও; না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থাক্‌বে—আমায় একবার দেখাও। আমি বড় পতিত,—পতিতপাবনকে একবার দেখি।

বিল্ব। প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ—কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।

চিন্তা। না, না, হৃদয় আমার শূন্য; জান ত,—হৃদয় আমার পাষাণ! মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব?

বিল্ব। অবশ্যই পাবে।

চিন্তা। কোথা কৃষ্ণ, দেখা দাও; ভক্তবৎসল! না দেখা দিলে, তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে।

নেপথ্যে রাখাল। কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।

চিন্তা। হায়, আমি চিনেও চিনি নি। প্রেমিক রাখাল, আমি প্রেমশূন্য, তুমি জান ত;—নিজগুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে রাখাল। মা, দেখ।

পট পরিবর্ত্তন

দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি

সকলে। জয় রাধে! জয় রাধাবল্লভ!

বণিক। আ-হা-হা!

অহল্যা। বাবা, চাঁদমুখে আর একবার 'মা' বল।

চিন্তা। দেখ্ রে, প্রাণ ভ'রে দেখ!

শিষ্য। গুরুদেব, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন।

ভিক্ষুক। মাখন-চোর, তোমায় চুরি ক'ত্তে পারি, তা হ'লেই আমার চুরি-বিদ্যা সার্থক।

পাগ। বাবা, আমার কান্না পাচ্চে; বাবা, দেখ দেখি, কত ঘোরালে! চল বাবা, যাই।

সোম। মা, নরলীলা আর অল্প বাকি; দেখে যাই।

বিল্ব। গুরুর চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম—যাঁদের কৃপায় আমি গোপিনীবল্লভ দর্শন পেলুম।

সকলের গীত

সিন্ধুড়া—ধামার

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখ্ রে, নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে, রাধার পাশে মদনমোহন॥

নয়ত এ অনুভবে,
দেখ্‌বে যখন—নীরব রবে,
এমন সাধের রতন সাধ কর নি, না জানি রে তুই কেমন।।
(দেখ) তেম্‌নি করে মোহন বাঁশরী,
তেম্‌নি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী :
তেম্‌নি গোপী তেম্‌নি খেলা—শুনেছিলি রে যেমন ॥

যবনিকা

প্রফুল্ল

চরিত্র

পুরুষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ	...	ধনাঢ্যব্যক্তি
রমেশচন্দ্র	...	যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা, এটর্ণি
সুরেশচন্দ্র	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা
যাদব	...	ঐ পুত্র
পীতাম্বর	...	ঐ কর্ম্মচারী
কাঙ্গালীচরণ	...	ডাক্তার
শিবনাথ	...	সুরেশের বন্ধু
মদন ঘোষ	...	বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো
ভজহরি	...	কাঙ্গালীর ভাগিনেয়

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দেওয়ান, ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার, পাহারা-ওয়ালাগণ, ইণ্টারপ্রেটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, মেট, কয়েদিগণ, জেল-ডাক্তার, ব্যাপারিদ্বয়, শুঁড়ী, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, দরোয়ান, সার্জ্জন, জনৈক লোক, টারণ কি (জেলদ্বার-রক্ষক) ইত্যাদি।

স্ত্রী

উমাসুন্দরী	...	যোগেশের মাতা
জ্ঞানদা	...	ঐ স্ত্রী
প্রফুল্ল	...	রমেশের স্ত্রী
জগমণি	...	কাঙ্গালীর স্ত্রী

খেম্‌টাওয়ালীগণ, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা, একজন ইতর স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটাটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন ক'রে রেখো ; মা-লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে। দেওর ছুটিকে পেটের ছেলের মত দেখো ; জানবে, তোমার যাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজবৌমাকে যত্ন করো। মা, আপনার-পর সব যত্নের, তুমি মেজবৌমাকে যত্ন ক'ল্লে সে তোমাকে মার মতন দেখবে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো। এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চ'লো, বরং দু' কথা শুনো, তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও ; আর কি বলব মা, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর-ঘরকন্না কর।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আসবে না ?

উমা। কেমন ক'রে বলবো মা ; গোবিন্দজী কি পায়ে রাখবেন !

জ্ঞানদা। না মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে করতে পারবো ? তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নার কি জানি মা ?

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত ; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্চ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাকবে।

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা করবে, রোজই বেলা করবে ; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি,

তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো ; তা তুমি তো নাইবে না ; এস, নাইবে এস !

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিটল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেতে দাও বুঝি ? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অসুখ কর্‌বে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস্‌।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক্‌, তার পর যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে ? উনুন ধরাবে কে ? পাথর মেজে দেবে কে ? মনে কচ্চো ঝি রাখ্‌বে ? সে বাসনে সগ্‌ড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো ? সেই আমায় মাজ্‌তে দাও নি—একদিন দালের খোসা, একদিন শাকের কুচি ছিল ;—আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি ?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি ? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা ! ওঃ হরি ! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে ?

উমা। আঃ ! দাঁড়া, বাছা, আগে যাওয়াই হোক্‌।

প্রফুল্ল। ওমা, শীগ্‌গির এস, বট্‌ঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন ; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্চি।

প্রফুল্ল। না না, তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম ; তুমি মেয়ে-গাড়ীতে থাকবে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাকব, সে নানান্‌ লট্‌খট্‌, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাওনি ?

যোগেশ। না, একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া-দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি বেনা-

পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি, চাটুয্যে ঠাকুর-পোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্‌ছিলুম কি, বামুনগিন্নীর বড় সাধ, আমার সঙ্গে যায়; হাতে কিছু নেই; একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাক্‌তো—

যোগেশ। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু ক'ত্তে পারি নি, তুমিও কখনও কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হলে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ; আমি কখনও তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছে হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আসতে হয়, পাওনা নিতেও আসতে হয়। গোবিন্‌জী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফির্‌তে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগেশ। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তুমি উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না ব'লে কি কিছু পারি; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে ব'লে দিই গে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগেশ। মা, সে পাগ্‌লা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায়?

যোগেশ। আমি তাকে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা, সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়। ও-সব লোক কি ধরা দেয়!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বল্‌ছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে-থা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুন্‌ছি,

তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর,—বংশটা লোপ হয় যে।

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ ক'রো না, তোমার নাতবোয়েদের আশীর্ব্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাতবো'র আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলি দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকরুণের এক কথা—ওকে পাগল বল্লে বড় রাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওঁকে মাদুলী দিয়েছিল, তারপর আমরা হ'য়েছি!

জ্ঞানদা। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলে কি গা! নাইবে-টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্দুকে আছে।

জ্ঞানদা। হাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগেশ। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো; তার পর যা হয়—

জ্ঞানদা। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্টি ক'রে কাজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ!

যোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা। তা খেয়ে-দেয়ে তো বেড়াতে যাবে? স্নান কর গে; বাবা, ত্যাজা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!

যোগেশ। সক্ করবো কি, সক্ করবার কি দিন পেয়েছিলুম? তুমি তো জান না, ছুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি; বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে ছুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে একদিন গেছে, এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পুজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক্ করে খাওয়া কেন?—আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে; ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগেশ। আমি তো আর মাতলামো ক'র্‌তে খাইনি, হাড়ভাঙা মেহনৎ হয়, গা-গতর কাম্‌ড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জান, বিষ বল বিষ,—অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞানদা। অত হাড়ভাঙা মেহনতেই বা দরকার কি? একটু কম ক'রে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগেশ। পাগল!

জ্ঞানদা। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হ'য়েছে।

যোগেশ। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি;—রমেশ ব্যস্ত আছ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। আজ্ঞে না।

যোগেশ। বেরোবে না?

রমেশ। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করতে পাত্তেম না; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভিতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম, আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়্‌তো; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল।

আমার যা বিষয় আশয় তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থধর্ম্ম করুন, তারই ভাড়া থেকে চল্‌বে ; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে ; আর বাকি বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে ; তুমি এটর্ণি হয়েছ, উকীল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয়, আমায় বল, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ও তো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না পায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক করে দিচ্ছেন?

যোগেশ। না ভাই তা নয়, এতদিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনৃতি হোক্ না হোক্, তুমি পরে বুঝবে যে, সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল ; এক বখ্‌রা যা আমার থাক্‌বে, তা থেকে আমার চল্‌বে ; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম্ম করবো না। ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড় বাড়ন্ত হোক, যাদবকে দেখো, আমি দিন কতক বেড়িয়ে আসি। এক অন্নেই রইলুম—তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল—এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাকবে, তা তিন ভাগ কর্ত্তে ব্যাঙ্ককে এড্‌ভাইস (advise) করেছি।

রমেশ। দাদা মশায়! সুরেশকে দিচ্ছেন দিন ; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে, আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার করে এনে দেব, আমায় ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'না' বলতে পারিনি।

যোগেশ। রোজগার করে দিতে চাও দিও, তোমার ভাইপো রইলো, তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটি কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতার গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ, চাকুরী-বাকুরী করে আনৃছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে ; যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল ; কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি! ভাই রে, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটি অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটি ঘর নিয়ে থাকৃতে পাবে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা

জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্‌বে, তুমি তার ট্রাষ্টি (Trustee)। আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বচ্ছর খেটেছি, এক দিনও একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আসতে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি, শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমেশ। আজ্ঞে, যে রকম অনুমতি। আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা তোয়ের করে রাখি।

রমেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ও মা! আবার ঢাল্‌ছ কেন?

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন!

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার-মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খবর দে।

যোগেশ। কে, পীতাম্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানিনি, আমায় খবর দিতে বল্লেন।

যোগেশ। তাকে এইখানেই ডাক্‌।

ঝিয়ের প্রস্থান

বড় বৌ, একটু সরে যাও।

জ্ঞানদার প্রস্থান

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো নাকি—

পীতাম্বরের প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর?

পীতা। আজ্ঞে, বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে!

যোগেশ। কি! কি! কি!—কোন্‌ ব্যাঙ্ক?

পীতা। আজ্ঞে, রি-ইউনিয়ন (Reunion) ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগেশ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা! আজ বড় আমোদের দিন! আজ বড় আমোদের দিন!—আবার ফকির হলুম!

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তোয়ের করগে, ইনসল্‌ভেন্ট কোর্টে (Insolvent Court) দিতে হবে। এখন আমি জেলে বেড়াতে যাই।

পীতা। বাবু, আপনিই রোজ্‌গার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার করবেন।

যোগেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব আছে, কিন্তু সে দিন আর নেই, সে উৎসাহ নেই! ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি; গেল, একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল! (মদ্যপান)

পীতা। বাবু, বাবু, করেন কি! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না—

যোগেশ। না না, যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্ব্বনাশ হয়।

পীতাম্বরের প্রস্থান

জ্ঞানদার পুনঃপ্রবেশ

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমাদের সর্ব্বস্ব গিয়েছে।

জ্ঞানদা। গিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! ভাবনা অনেক! ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো; আবার হবে! ত্রিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ বাঃ! ক্যা ফুরতি! কুচ্‌পরওয়া নেই, মদ লেয়াও—এই যা ফুরিয়ে গেল (বোতল নিক্ষেপ)। মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

যোগেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদার প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এদিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি; সে চালাকী থাকলে এতদিন জুড়ী চড়তিস্!

সুরেশ। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাকতে থাকতে দুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। এক ছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না; নগদ পয়সা, দু'ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পুজো কচ্ছে। ব'সো, তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে! পুজোর মন্তর কি?—কস্যং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না; যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও!

সুরেশ। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোষাকে—না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপ্‌রাসী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার!

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কর্চ্ছো কেন?

সুরেশ। আচ্ছা, চাপরাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি? (সুর করিয়া)

"ঘুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। চোপ্ ষ্টুপিড্।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আবার বল; তোমার ইংরেজি বুকুনীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্, গাধা ছোকরা, তোকে বলি শোন্। রোজ রোজ দু'চার টাকা ধার করিস কি কর্তে? আমি কিন্তু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না?

সুরেশ। বাহবা বাঃ, বহুরূপিণী বিদ্যাধরি, সাবাস্! এ দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্‌কান পাগড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ)। জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্?

সুরেশ। খুড়ো, আমি—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর খর্‌সান্ খেয়ে কাস্‌ছি।

কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

কাঙ্গালী। কেও সুরেশ; কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম দু'চার টাকা ক'রে ধার কর্‌ছিস্ কেন? বিষয় বখ্‌রা করে নে, উকীলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্চি; তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রমে বুঝ্‌বে—ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে ক'রে?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটাকতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। একশো টাকার নোট কর্ত্তন তো?

সুরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে?

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি!

(নেপথ্যে রমেশ)। কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

কাঙ্গালী। কে!—বকেয়া নাম ধ'রে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল—"এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী নয়।"

সুরেশ। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্‌কি দোর দিয়ে বা'র ক'রে দাও,—মেজদা।

জগ। যাও, বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্নাঘরের জান্‌লা ভাঙা আছে, সেইখান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

সুরেশের প্রস্থান

(নেপথ্যে রমেশ)। বাড়ীতে কে আছ গো,—কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন ?

জগ। এ কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ)। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস্‌।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগমণির দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কা'কে খুঁজছেন ?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ডার।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার !

জগ। ও মা, তাও ত বটে !

রমেশ। 'তাও ত বটে' কি ?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই ; বল, তাঁর ভাল হবে।

(নেপথ্যে কাঙ্গালী)। কে রে ঝি—কে রে ?

কাঙ্গালীর পুনঃ প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমি এই প্র্যাক্‌টিস (practice) ক'রে খিড়্‌কি দোর দে ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাঙ্গালা বাবু বল্‌বো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো ? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গালী। আপনি তো রমেশ বাবু ?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেরারি—যে মাগীর সঙ্গে ফেরারি ক'রেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিণ বার করবার জন্যে।

কাঙ্গালী। কি, আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে ব'সে অপমান করেন? চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথা হাজিরই আছেন; ব্যস্ত হবেন না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন,—সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্কগিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস কর্‌বো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক। আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিনে, তাকে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে; এই দেখুন, সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এ তো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছিনি। আমি নূতন উকীল বটে তবে নেহাত কাঁচা নই; পাঁচবার এক্‌জামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি! আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেকবার আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা! তা বটে তো বাবা!—মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌,—তোর কপাল ফির্‌বে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়লে। কি বাবা, কি কর্‌তে হবে আমায় বল? তুমি যা বল্‌বে, ষ্টুপিডের কান ধ'রে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়। এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটি ছোকরা তোমার এখানে আসে?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কর্ত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কর্ত্তে হয় জানিস্‌ নি?—এসে বাবা, এসে।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে?

জগ। হাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আর এবার এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক

ক'রতে হবে, যাতে একখানা বণ্ডে (Bond) সই করে। ব'লো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে এণ্ডোরস্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, "তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব"।

কাঙ্গালী। বুঝেছি, বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো ?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিশ কত্তে ; সে বলে, আমি দাদার নামে নালিশ কর্‌বো না।

রমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার ?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার-পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তাকে ভয় দেখাও—নালিশ কর্‌ব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি কর্‌বে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েণ্ট (client) জোটাবেন, তারই কস্‌টের (cost) দশ-আনা ছ-আনা। সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েণ্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না। যা হোক, ডিস্পেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোষায়, আরো আরো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তার পর কস্‌টের দশ-আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার-আনা বার-আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্যে আটকাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নতুন আপিস ক'চ্ছ, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা,

এখানে তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে?

রমেশ। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্‌ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। রূপসী, চল্লুম।

কাঙ্গালী। এগারটার সময় বেরুলে চলবে?

রমেশ। হাঁ, তা চল্‌বে।

রমেশের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা, এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমিটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া; বাগান একখানা কর্‌তেই হবে, যা হ'ক তরীটে তরকারীটে আস্‌বে; জগা, কথা কচ্ছিস্‌নে যে?

জগ। বল্‌ বল্‌, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি, তুই মুখ্যু কি না; গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিস্‌। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত ক'রে রাখ্‌, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধলো ব'লে; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্‌, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখ্‌লুম আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস কি? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি? দু-বছরে বাধে তো ঢের! ও যে-উকীল দেখ্‌ছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস্‌, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো কি বলেছি! ওকে আমি দু'দিনে হাত ক'রে ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, মেজদা এসেছিল কেন হে ?

জগ। ওরে তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে! (পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই ক'ল্লেই—ব্যস্!

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।

কাঙ্গালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন ?

সুরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যাধরি শোনো—এ যে দু' দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে ; ভাব্‌ছো বোকারাম টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন ; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার যে সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তা রূপসী বিদ্যাধরি পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারব না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্ দে, নইলে আমি নালিস কর্‌বো।

সুরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাধছি বিদ্যাধরি, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্‌বে, আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে ; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্‌তে হয়, ততই ভাল। বুঝলে বিদ্যাধরি, টাকা দেবে কি না বল ?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। একগুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

সুরেশের প্রস্থান

জগ। বুঝ্‌লি পোড়ারমুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, একে উল্টো

প্যাঁচ কস্‌তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্‌তে পারে, তখনই সই কর্‌বে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম ?

জগ। রোস, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশ

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ ক'রেছে ?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ঠাকৃরুণ কাঁদছেন। বট্‌ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। তা এখন দাদা কোথা ?

প্রফুল্ল। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে, সে যদি চিকুরি দেখ্‌তে। ডাক্তার এল, মাথায় জল-টল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিসও খাইয়েছিল। দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন ?

প্রফুল্ল। ডাক্তার পাঁঠার কৎ খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন; এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো, অমনি ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হাসছে।

সুরেশ। এখন ভাল আছেন তো ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন; আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। আমিও তাই ভাবছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আন্‌তুম। বৌদিদি সেই মাদুলী পর্‌লে আর কেউ কিছু কর্‌তে পারতো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাদুলী ?

সুরেশ। সে মাদুলীর কথা বলবো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পরলে, আর কেউ কিছু ক'রতে পারলে না। কি খাওয়ায় জান, রাঙা জল পড়া। ভাগ্যিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জল পড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত-পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আনলে ওষুধ ফলবে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার ঠেঁয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর সেই যে মাকড়ীগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে কাণবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি; দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাকবো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

প্রফুল্লের প্রস্থান

সুরেশ। দেখি কতদূর হয়। (লিখন) "মেজ দাদা, মেজ বৌদিদির মাকড়ী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে। বলবেন, খুব করেছ। কি রে যেদো, কাঁদছিস কেন?

যাদবের প্রবেশ

যাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল, দেখ্ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না কিসের? তোর অসুখ করে না?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাকবেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে!

সুরেশ। না, আর অসুখ করবে না।

প্রফুল্লর পুনঃপ্রবেশ

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাকড়ী প্রদান)

সুরেশ। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকীমা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয় ?

প্রফুল্ল। না, বালাই ! আর অসুখ হবে কেন। চল্, তোকে আমি নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্‌নি। আমি কেমন সুন্দর ব্যাটবল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেলতে নিয়ে যাব।

যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

এই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদাদা উপস্থিত, সহিসের মাথায় যে ব্র্যাণ্ডির কেস দেখছি, এঁর জন্যেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বার করে একটু একটু খান, তখন আমি জানি; ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্ ! আমায় দেখে বমাল সামলাচ্ছেন !

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস্ ?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

সুরেশ। মেজ বৌদির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি ?

সুরেশ। সুপুরি ; ও মুটের ঠেঁয়ে কি গা ?

রমেশ। ও কোন্‌সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরেশ। কোন্‌সুলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি ?

সুরেশের প্রস্থান

রমেশ। ওরে, এদিকে আয়, ওই ওদিকে রাখগে যা।

সহিসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান

যাতে পরের অপকার তাতে আপনার উপকার ! ভাইয়ের চেয়ে পর কে ? প্রথমে মা বখ্‌রা, তারপর বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু ! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও

ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার কথা ভাবি নি, আজই হ'ক কালই হ'ক মর্টগেজ (Mortgage) সই করে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্ট্রীর—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

রমেশের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাকুবো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হ'চ্ছে; এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি।

জ্ঞানদা। ও আর মনে ক'রো না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব! এদিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদ্‌ছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ কর্‌বে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না; আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ ক'রো না,—মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদব। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বস্‌বো।

জ্ঞানদা। না না, গল্প শুন্‌গে। ও ঘুমুক। হ্যাঁগা খানকতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না, না, পোড়ারমুখে আজ আর কিছু উঠ্‌বে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই যাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে।

জ্ঞানদা। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞানদা। আর অসুখ কর্‌বে কেন?

যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল। মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই ঢলাঢলি কল্লুম তবু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন; শেষটা কি দেন্‌দার হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ! ইচ্ছে হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

রমেশের প্রবেশ

ভাই, সব শুনেছ?

রমেশ। আজ্ঞে শুন্‌লুম বই কি!

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমেশ। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর এলে, লোকে জলে ঝাঁপ দেয়; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাকাটি, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল!

রমেশ। না, না, আপনি বুঝছেন না, সাড্‌ন সকে (Sudden shock) একটা ব্যামো হ'তে পাত্তো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বল্‌ছিলেন—বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে। তিনি বল্‌ছিলেন, বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তারপর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছিঃ! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন? লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চল্‌বে।

আর, চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস করে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব ?

রমেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেব। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের, তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে ব'লতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক তারা কখনো ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল ; দেখ্‌ছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ ক'র্ত্তে পারে না ; লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি ; সে বিশ্বাস কখনো ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন, এই জন্যই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাওঠা হয়েছে, ব্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না ? আমার কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে ; আপনি ডাকলেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিস্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্যে একটা এনেছিলুম ; আমি দিয়ে আসিগে।

যোগেশ। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ কর্‌বো।

রমেশের প্রস্থান

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢাল্‌ব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাবপত্র মিল্‌ছে, সকলে তো আস্‌তে পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

কি রে যাদব, আবার এলি যে?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদছে।

যোগেশ। কেন রে?

যাদব। ছোট কাকাবাবু চোর হ'য়েছে, কাকীমা'র মাকৃড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগেশ। সে কি? এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলাম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল।

যাদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে!

যোগেশ। করুক, আমার কি? আর কোন কথার তত্ত্ব ক'র্‌বো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ ক'র্‌বো না, আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান)

যাদব। বাবা, কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'রো না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি, বিস্মৃতি—আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদব। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুরমা বলেছে, বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে; আর খেয়ো না বাবা!

যোগেশ। যা, তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা বলে বলুক। লোকনিন্দা, কিসের ভয় ?

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন ?

যোগেশ। কে ও সুরেশ ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বল্‌বো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'রো না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি,—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি ! আর কি ভাবি, যা হবার হবে. ক'দিক্ ভাববো ? সব দিক্ ফাঁক। খালি জমাট নেশা চলুক।

সুরেশ। ও মা। শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্‌ছিস্ ? ডাক্, কিছু ভয় করিনি, আর মাকে ভয় করিনি। আমি যে লক্ষীছাড়া ! লক্ষীছাড়ার ভয় কি ? কিছু ভয় নেই, ব্যস্ ! যা, এই আংটিটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো ?

যোগেশ। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি ? কেড়ে নেনা !

যোগেশ। খবরদার—মার্‌ডালেগা।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ্।

রমেশ। মা, তুমি স'রে যাও, স'রে যাও ! যত মানা কর্‌বে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই !

যোগেশ। বাড়াবই তো ! ভয় কিসের ? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি ; লোকনিন্দে ? বড় বয়েই গেল !

রমেশ। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা ; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি তত বাড়বে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরেশ। আয় যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে !

রমেশ। মা, চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরেশ। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

রমেশ। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগেশ। হাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

যোগেশ। খেয়ে ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হইনি।

রমেশ। হয়েছ বই কি!

যোগেশ। চোপ্‌রাও!

রমেশ। চোপ্‌রাও?—কৈ লেখ দেখি?

যোগেশ। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান

রমেশ। অমন লেখা না, ঠিক সই কত্তে পার, তবে—

যোগেশ। ঠিক্ কর্‌বো; দাও।

(যোগেশ সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেয়া জবর সই হুয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমেশ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

যোগেশের মোহরকরণ

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ তো হ'লো, রেজেষ্ট্রী করি কি ক'রে? দেখা যাক্।

যোগেশ। কি, কি, ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমেশ। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এসেছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কেন? কি কাজ ক'ল্লুম? তুমি বুড়ো

মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাটলে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হয়ে সংসার ক'ল্লে তার কি ক'ল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি ক'ল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা ক'রে তো এই ক'ল্লুম! মনে কচ্ছো, মাত্‌লামি ক'চ্ছি?—না, মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্বলে ওঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু ব'লো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

যোগেশের প্রস্থান

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস—ও বাবা, কোথায় যাস? ও সুরেশ তোর দাদাকে দেখ্।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক

ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও রমেশ

দেও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেও। ডাকুন, ডাকুন, শুনলে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে; আই ব্রিং গুড নিউজ (I bring good news)।

রমেশ। ডাকবার যো নেই; কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম এক্‌সাইটমেণ্ট (excitement) না হয়।

দেও। বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শক্‌টা (shock) লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্‌পেয়ার্ড (despaired) হবেন না, কাল্‌কে লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেণ্টের (Latest private

telegram to agent) কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (The Bank may recover)। বোধ করি, দিন পনেররই ভেতর ফের পেমেণ্ট (payment) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (Secretary), আমি আর আপনি এই শুন্‌লেন ; আপনার দাদা আমার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড (intimate friend), তাঁর মাইণ্ডটা (mind) কতকটা রিলিভ (relieve) কর্‌বার জন্যে এসেছিলেম।

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পার্‌বো না, বেশী এক্‌সাইট্‌মেণ্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (never mind)! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেণ্ট (arrangement) ক'র্‌বেন না। ইট ইজ অল্‌মোষ্ট সারটেন্ দ্যাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক্ ইউ, মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড ফর্ ইয়োর ইন্‌ফরমেশন (Thank you, much obliged for your information)।

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, গুড্ মর্ণিং (Good morning)।

রমেশ। গুড্ মর্ণিং (Good morning)।

দেওয়ানের প্রস্থান

ইস্! আজ না রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পারলে তো নয়। দাদার সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্ মাটি! আজ যদি রেজেষ্টারী না ক'ত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি পে (pay) করে, সুরেশের ওয়ান্-থার্ড শেয়ার (One-third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে! যদি দাদা টের পায়? টের পায় টের পাবে। আমার ওয়ান্-থার্ড (One-third) কে ঘুচাবে? জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি (Joint Hindu family)। আমি মাকড়ি চুরির নালিশটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখছি, এটা কাজে আসবে, ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ারটা (share) লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না-দিক্, নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙ্গালী!

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমায় ডেকেছেন কেন ?

রমেশ। দেখ, আমি মাকৃড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিশে জানিয়ে এসেছি। কে ক'রেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে ইন্‌ফরমেশন্ (Information) দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিশ সন্ধান ক'রে বার ক'র্‌বে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম ক'র্‌বে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙ্গালী। আর ও তো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার ? মর্টগেজ হ'লে আর ওর ওয়ান্‌-থার্ড শেয়ার (One-third share) থাক্‌ছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেবেন ?

রমেশ। না, তবু লিখিয়ে নেওয়া ভাল।

কাঙ্গালী। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয় ?

রমেশ। এ তো আমি আপনার নামে করিনি।

কাঙ্গালী। তবে কার নামে ?

রমেশ। তবে আর তোমার অ্যাসাইনমেণ্ট (assignment) কাপি ক'ত্তে ব'লেছি কি ? এ সব হ্যাঙ্গাম মিটে যাক্, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেণ্ট সই ক'রে রেজেষ্টারী ক'রে নেব।

কাঙ্গালী। কার নামে মর্টগেজ ক'রলেন, রেজেষ্টারী ক'রে দেবে কে ?

রমেশ। এটা আর বুঝতে পারলে না ? মর্টগেজ রাখছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ ; যে হয় এক বেটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন ; সে জন্যে ভাবিনি, যা হয় ক'র্‌বো। এখন আজকে রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পারলে হয়। একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মত লাল রঙ ক'রে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও ত। থাকুক্ একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চল্‌তে পার্‌বে।

কাঙ্গালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়াটে ভাগ্‌নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চলে যায়, তাকেই মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিশে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গালী। যে আজ্ঞে।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

রমেশ। এখন পীতাম্বর ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পারলে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাকবেন, না ব্যাপারীদের সামনে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন!

রমেশ। ও সব না ব'ল্লে কি রফায় রাজী ক'ত্তে পার্‌তুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, ব'ল্‌তো টাকা দাও, নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তাই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন? আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখ্‌চো এই,—যেদিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল; জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফির্‌বে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার ত মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেলে, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্‌ কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে না কি?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয় দিলেন কেন?

রমেশ। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে ম'রে গেছি! তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হ'য়ে গিয়েছে। তুমিও ব'লো, হ্যাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তার পর?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী ক'র্‌বো—কেন ভাব্‌ছ!

পীতা। যা ভাল হয়, করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমেশ। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পারলে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজবাবু, না বল্লেই হ'ত—মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমেশ। তুমি একটি উপকার কর, ঐ মদন পাগ্‌লার কথা মা শোনেন; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারীটে ক'ত্তে পারলে বুঝতে পারি, ব্যাপারী-ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নীমা ব'ল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো ক'ত্তে হয়।

পীতাম্বরের প্রস্থান

বড় বৌ, বড় বৌ!

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি গা?

রমেশ। এই দিকে এস না।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—

জ্ঞানদার প্রবেশ

বড় বৌ, বিষয় যাক্‌, সব যাক্‌, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'রবো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো শিবতুল্য মানুষ।—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন, বাড়ী বেচে দাও; কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচলে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'র্‌বো বল?—আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'র্‌লে আমরা ভাস্‌ব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চোখের পাতা এক করি নি। ছেলেটা

সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছট্‌ফটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারী ক'রে দিতে রাজী ক'ত্তে পার, তা হ'লে সব দিক বজায় থাকবে।

জ্ঞানদা। রেজেষ্টারী কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী ক'র্‌ছি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে নারাজ হ'চ্ছেন। এ না কল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি ক'রে?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত কর্‌বো। এই নতুন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ হবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখতে রাজী হবে না।

রমেশ। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তার পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর ব'লো না ঠাকুরপো, আর ব'লো না!

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি? বাড়ী বেচলে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমাকে ধমকে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাকবেন, তুমিও থাকবে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠলে মাকে নিয়ে যেও, আমিও থাকব এখন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে ইনেস্‌পেক্‌টার। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কেহে, হাবুল? এদিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনেস্‌পেক্‌টারের প্রবেশ

কি? মাকড়ির কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনেস্। ওহে সর্ব্বনাশ!

রমেশ। সর্ব্বনাশ কি?

ইনেস্। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেষ্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি ক'রেছে!

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে?

ইনেস্। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটী কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'র্‌বে।

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে? সে পোদ্দার ব্যাটার দম।

ইনেস্। না হে—দম না, মঙ্গল সিংয়ের সাম্‌নে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, সুরেশবাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশবাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধর্‌তো। ওর ইউনিফরম্ (uniform) ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাকড়ি বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জমা। হাঁ বাবু, সব সাচ্ হায়, হাম শুনা।

রমেশ। আঁ্যা! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনেস্। এখন কিছু খরচ কর; রামা স্যাকরা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকা শো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙে চুরি ক'রেছে। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আই হ্যাব টেকেন্ মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস (I have taken my oath to aid justice)।

ইনেস্। তবে উপায় কি?

রমেশ। লেট্ জষ্টিস্ টেক ইট্‌স কোর্স (Let justice take its course)। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে! মেয়াদ হ'য়ে যাবে!

রমেশ। লেট্ জষ্টিস বি ডান্, ওঃ হেল্প মি মাই গড (Let jnstice be done. Oh! help me my God)! ওহো! হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু মতলব হ্যায়।

ইনেস্। (জনান্তিকে) দেখ্‌তা। তবে রমেশবাবু চল্লুম।

রমেশ। আর কি বল্‌বো! ওহো! হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু, শালা বদ্‌মাস হ্যায়!

ইনেস্‌পেক্‌টার ইত্যাদির এক দিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞানদা। অসুখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠলে কেন?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব ক'রেছে না কি?

যোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্চে।

রমেশ। সে কি! আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হ'চ্ছে, শীতও কচ্ছে—এ কি!

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা! সে কি গো!

যোগেশ। চট্ করে—না, কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে? মাথা টল্‌ছে, বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম ক'রেছিলুম? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ বুজলে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

(নেপথ্যে রমেশ)। বড় বৌ, সরে যাও, ডাক্তারবাবু যাচ্চেন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

কাঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

যোগেশ। ও বাবা! এ কে?

রমেশ। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হ'চ্ছে শীতও ক'চ্ছে।

কাঙ্গালী। ইনি কি এ্যাল্‌কোহল (Alcohol) ব্যবহার ক'রে থাকেন ?

রমেশ। আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল।

কাঙ্গালী। তারই রি-অ্যাক্‌সান্ (reaction), আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়লেন, আমি মনে ক'র্‌লুম, অ্যাপোপ্লেক্‌সি (Apoplexy) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্‌ড ডোজে (mild dose) খেতে দিন।

যোগেশ। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ত্তে হবে বৈ কি। রমেশবাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-অ্যাক্‌সান্‌টা (reaction) বড্ড বেশী হ'য়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি ?

যোগেশ। আজ্ঞে, শরীরটে কেমন যেন ছম্‌ছমে হয়েছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, কোলাপ্স (collapse) আন্‌তে পারে। এক কাজ করুন, টুয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, আর থ্রি গ্রেণ কুইনাইন, (Twelve ounce port and three grain qunine) সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রি-অ্যাক্‌সান্‌টা (reaction) হয়েছে! ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর অ্যাল্‌কোহল না ছোঁন্।

রমেশ। তা ওষুধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমেশ। আসুন।

রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে প'ড়বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক ধ'রেছে।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল ?

যোগেশ। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। কোন ভয় নেই তো ?

যোগেশ। না।

রমেশের পুনঃপ্রবেশ

রমেশ। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান, দু' ডোজ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে। (জনান্তিকে) বড়বৌ, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি ব'লছো ?

রমেশ। ব'লছি, ভয় নেই।

জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। (পান করিয়া) হ্যাঁ হে, এ ব্রাণ্ডির গন্ধ যে ?

রমেশ। এখানকার ঐ বেষ্ট পোর্ট (best port)। দেখছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ ; এডভোকেট জেনারেলের (Advocate General) জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু'একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এইটুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিডিয়েট রিলিফ (immediate relief) বোধ হ'চ্ছে, টেষ্টও (taste) ব্র্যাণ্ডির মতন।

রমেশ। ব্র্যাণ্ডির ও রকম রঙ হয় কি ?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগেশ। কি রকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক এক রকম রঙ, এই এখন চলতি হ'য়েছে।

যোগেশ। ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগেশ। না, সে কথা না শুন্‌লে আমার আরও অসুখ বাড়বে।

রমেশ। ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগেশ। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

রমেশ। বৌ, দাদা ব'ল্‌ছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচলে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়া বেচেই সব দেনা শোধ যেতো ; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচতে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'ল্‌বো বল ?

জ্ঞানদা। হাঁ গা, কেন, দু'দিন তর নেই। সব তাড়াতাড়ি! সাত গুষ্ঠীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, র'য়ে ব'সে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌বো বল?

যোগেশ। মা, তুমিও ঐ কথা ব'ল্‌ছো?

উমা। বাবা, সাধে বল্‌ছি, দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমেশ। তা বৈ কি, আমি টুয়েল্‌ভ পারসেণ্টের (Twelve percent) হিসাবে দেব।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত?

রমেশ। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হব? যাদবের কি হবে? ঐ সুরেশটার কি হবে? এমন নয় যে কারুকে বঞ্চিত ক'চ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু!

যোগেশ। ব্যাপারীরা থাম্‌বে?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি? সোজায় বল,—থামে, আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'র্‌বো বল? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে ব'ল্‌ছেন, তারা ব'ল্‌বে—আজই বেচ। আর বেচতেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু একদিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা অ্যাটাচমেণ্ট (attachment) বার ক'ত্তে পারে, তার পর তাকে বোঝাও সোজাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিগ্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'ত্তে বল?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে ঠিক ঠাওরেছে। সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী? এ তো জুচ্চুরি!

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'রলে জুচ্চুরি! এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার? এও বলুন

জুচ্চুরি! আপনি বলবেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েণ্ট ফ্যামিলি (joint family)—দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য ক'রেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন!

যোগেশ। হুঁ! (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দিন; সর্ব্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,— মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আসবো, তা আমার প্রাণ থাকতে হবে না! আমি বল্‌ছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্ট্রার (Registrar) ডাকিয়ে আনি—আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাক্; দ্বীপান্তর যাই, এ সব দেখতেও আস্‌বো না, ব'ল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু'দিন তর নেই। ওঁর মা ব'ল্‌ছেন, স্ত্রী ব'ল্‌ছে, পুরনো চাকর পীতাম্বর—সে ব'ল্‌ছে, আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচবেন, আর দেনাদার হ'য়ে থাকবেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক'রেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো বল্‌ছি!

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ'য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটি রাখ, আমি তোকে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটি রাখ; রমেশ যা ব'ল্‌ছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ; যখন বাড়ী বেচে যাবে তখন কি আর তোমায় তুমি থাকবে? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই! আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ? তা হ'লেও তো বুঝতুম, মোট ব'য়ে সংসার চালাতুম?

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এসে পড়তো।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা

আছে, 'বিষম সমস্যা'—তার মানে আমি বুঝতুম না—আজ বুঝলুম, আমার বিষম সমস্যা! মার অনুরোধ; স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক! কুনাম র'টতে দেরী হয় না। মাতাল নাম র'টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজলো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স'ক! বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ—জুচ্চুরি ক'রে বিষয় রাখবে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারি করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে; চল, 'শুভস্য শীঘ্রং'। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ'য়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটি মাতাল, একটি জোচ্চোর, একটি চোর।

রমেশ। দাদা মশাই, কি ব'লছেন?

যোগেশ। আর 'দাদা মশাই' না; ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজেষ্টারি ক'রে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক'রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক'রছ কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি। সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরেশমণি সুনাম ছিল! সেই পরেশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই। চল রমেশ, তবে তয়ের হও!

যোগেশের প্রস্থান

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'রছে—

রমেশ। মা, ছেলেটির মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছো না, বেচেকিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছে! যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পারবো না। আমি পই পই ক'রে বারণ ক'রেছিলুম, দাদা—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুনলেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুনতে হবে? কত দুঃখে রোজগার

হয়, তা তো কেউ জান না, তা হ'লে বুঝতে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! এই ডাক্তার ব'লে গেল কি, "রমেশবাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে।" সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্‌নি, রাগ করিস্‌নি।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমেশ। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাস্‌বে, তা হ'লে কি বাঁচবে!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো—

জগমণির প্রবেশ

জগ। কে ও—সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! (জগমণির প্রতি) লক্ষ্মী, আপনি অপ্সরী কি কিন্নরী? আ মরি মরি! চাপকানের কি বাহার হ'য়েছে! আবার এই যে তকমা দেখ্‌ছি! বিবি পাগড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরেশ। চল্ চল্, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

সুরেশ। শিবে, বেটীরা পেছিয়ে পড়্‌লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার ক'রেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল্‌ছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ ক'রবে ব'লে গেলে—

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি ? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছ,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে ?

জগ। চোপ্ শূয়ার !

শিব। বাঃ—বাঃ, বুলিদার !

জগ। এই ইষ্টুপিড্ কে ?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ্ ! কাণ ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা ?—"দিনেতে অশ্বিনী হ'ত, রেতে কামিনী !"

খেম্‌টাওয়ালীগণের প্রবেশ

বাবা মেয়েমানুষ দেখ, মনে ক'রেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে !

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ ক'র্ গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজযোটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়েও মজা হবে আয়।

শিব। হ্যাঁরে তুই বলিস্ কি, এর চেয়ে মজা হয় ? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর ক'ত্তে পারলাম না। যেন কামিখ্যের হিজড়ে ডা'ন। রূপসি, গাছচালা জান ?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফরমেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরেশ। আয়, মজা দেখবি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে হবে ; (খেম্‌টাওয়ালীদের প্রতি) এস হে।

১ম খেম্‌টা। হ্যাঁ মিতে, ও কি দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে ?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা।

জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। মড়ারা সব ম'রেছে ! কারুর দেখাটি নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ

কোটরে যদি না ট্যাঁকে, তা হ'লে তো ফস্কালো ; কাজ করে, তার বাঁধন নেই।

জনৈক দারোয়ানের প্রবেশ

তোম কে হ্যায় ?

দরো। বাবু ঘরমে আছে ?

জগ। কেন ?

দরো। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককে বল।

দরো। আরে এ তো বড় ঝামিল ! তোম্ নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে ?

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হ্যায় ? কোন্ বাবুসে কথাবাত্রা হায় ?

দরো। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হ'চ্ছি জগ বাবু।

দরো। আরে ! এ আওরাৎ ক্যা চাপরাসী !

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না ?

দরো। আরে, এ তো ঠিক হুয়া, আওয়াৎ তো বাবু বন্ গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম বাবু সেলাম !

জগ। বাত্‌কা জবাব দিতে পার্‌তা নেই ?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী কর্‌কে পাহারাওয়ালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

দারোয়ানের প্রস্থান

মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবনাথ ও খেম্‌টাওয়ালীগণের পুনঃ প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি ! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আসছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি ! অনাথ হব—অনাথ হব !

জগ। আমি এলুম ব'লে !

জগমণির প্রস্থান

সুরেশ। মদন দাদা, এই তো সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই? তা ভাই, তোমরা ক'র্‌বে না তো ক'র্‌বে কে? যাকে হয় দাও; যাকে হয় দাও; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা—

সুরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে' করো, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল?

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরেশ। দেখ, দাদার আপত্তি নেই।

১ম খেম্‌টা। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদন। তবে, দাদা, আজকে বে' হ'লে হয় না?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরি আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌বো।

মদন। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা তো বেশ্যা নয়?

সুরেশ। মহাভারত! এদের চোদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি।

সুরেশ। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোনো।

মদন। ক'নে গাইবে?

সুরেশ। গাইবে না? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে? এরা সব রাত্রের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (Deputy Magistrate)। গাও হে ক'নেরা গাও।

খেম্‌টাওয়ালীগণের গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ড্যাগরা নাগর বরণ ছু-পোড়, বদনখানি বাদার বিল॥
মরি কি আঁকা বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, ছু' মেড়ে ফাঁকা,
গস্তে গেছে বাছার দাড়ী, উল্‌টো ঠোঁটে মজায় দিল।

সুরেশ। দাদা, বাহবা দিলে না? চুপ ক'রে কি ভাবছ?

মদন। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'ল্‌ছো ?

মদন। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয় ?

শিব। রামঃ !

মদন। তাই ব'ল্‌ছি , তাই ব'ল্‌ছি। কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে-দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

জগমণির পুনঃ প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে' কর।

মদন। এ কে ? এ যে সেই চাপরাসী !

শিব। সে কি ? চাপরাসী কিসের ?

মদন। তবে কি বৌরূপী ?

শিব। বহুরূপী কেন ? ক'নে দেখছো, আ মরি মরি !

২য় খেম্‌টা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো ?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয় ; দেখছি গোঁপ-টোপ তো কামায় নি ?

শিব। চল্‌ সুরে চল্‌, তোমার দাদার পছন্দ হবে না।

সুরেশ। তাই তো দেখ্‌ছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই হ'ল ; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা !

সুরেশ। এস বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে !

সুরেশ। কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে আছ যে ; বর পছন্দ হ'চ্ছে না নাকি ?

জগ। (স্বগত) আ মর্‌ !

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ ?

সুরেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসরঘর হবে না ?

সুরেশ। সে কি দাদা ? আগে বে' হ'ক।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হ'য়েছে তো ?

মদন। তা হ'য়েছে, তা হ'য়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরেশ। শিবে, মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম—"

সুরেশ। বল হরি, হরিবোল—

খেম্‌টাগণ। উলু উলু উলু—

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। জগা, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্? পাহারা-ওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগা। ও মা! সে কি গো?

কাঙ্গালী। এই দ্যাখ্, এই সার্জ্জন আস্‌ছে।

ইনেস্‌পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের পুনঃ প্রবেশ

ইনেস্। সুরেশবাবু, এ মাকড়ী কার?

সুরেশ। এ মাকড়ী মেজ বো'র।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙে?

জমা। (খেম্‌টাওয়ালীগণের প্রতি) আরে, তোম লোক খাড়া রহো।

ইনেস্। কি, বাক্স ভেঙে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যে'সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এসমে কুচ্ মিলেগা।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে?

জমা। নেই তো কা, পুলিসমে সব কইকো চালান দেগা।

সুরেশ। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙে চুরি ক'রেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনেস্। সুরেশবাবু, সত্যিকথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে! শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ। সে কি ইনেস্‌পেক্টারবাবু, আবার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির করবো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙে চুরি ক'রেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে ?

সুরেশ। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation) হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমি কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন ? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যে কথা জানে না।

ইনেস্। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝতে পার্‌ছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধ'রিয়ে দিচ্ছে; বলেন তো, রিপোর্ট লিখে নিই,—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরেশ। কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন ? মিথ্যা কথা। আর যদিও দাদা আমায় শাসিত ক'র্‌বেন মনে ক'রে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্‌পেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা বল্‌ছো। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙ্গালী। অ্যাঁ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নিয়েছে ? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি ? এই আমার নোট! এই আল্‌পিন গাঁথা! ইনেস্‌পেক্টার সাহেব, ধর—এ চোর।

সুরেশ। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে রইলে যে ? তুমি যে ধার দিলে ?

কাঙ্গালী। ধার দিলে বৈ কি ? আবার জবরদস্তি! এই দেখ জমাদার-সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালাটালা এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিস নি, আমি ম'জেছি না ম'জতে আছি! দেখছি ষড়্‌যন্ত্রই বটে! জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে গিয়া নেই ? রেজেষ্টারি নেই কর্‌কে ঘরমে রাখ্‌কে গিয়া কাহে ?

কাঙ্গালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলুম, রেজিষ্টারি ক'ত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ, লে চলে ?

সুরেশ। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয়, সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায়নি; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা অপমান করবেন না। চোরধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পারছেন, আমি সত্য বল্‌চি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধ'চ্ছি, মিনতি ক'চ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই তুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস্‌। কাঙ্গালী বাবু, মামলা সাজিয়েছেন ব'টে, টেঁক্‌বে না।

কাঙ্গালী। (জনান্তিকে) ইন্‌স্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন না। একবার ওর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন; আর নালিশ বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইনেস্‌। চল, এন্‌লোককে লে চল, আওরৎলোককে ছোড়্‌ দেও।

মদন। বাবা, আমি নই, আমার বে' দিতে এনেছিল।

সুরেশ। হায় হায়, আমি এত লোককে মজালুম! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগ্‌লাটাকে মজালুম! নরাধম বিটলে বামুন, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্‌? ছেড়ে দিতে বল্‌। কাঙ্গালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও; শিবু, ভয় ক'রো না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বল্‌বো।

মদন। হায় হায়, বে কত্তে এসে মজলুম!

ইনেস্‌। এ আবার কে? একে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্‌পেক্টার সাবকো কুচ্‌ কবলায়কে ছুট্টি লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মা'র ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোম্‌বি আও, রিপোর্ট লিখনে হোগা।

জগমণি ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। তুই ভারি গাধা। সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'র্‌লি কেন?

কাঙ্গালী। আরে জানিস্‌ নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা

আছে। সে দিন বল্লুম, হ্যাণ্ডনোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেল।

জগ। আ মুখ্য, আ মুখ্য! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে ব'লছিস্, ওকে অম্নি ক'রে চটাতে হয়? দেখ্ দেখি, আলাপ হ'য়েছিল, আমায় পছন্দও করেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পারলি নি,—কাজ করবি? দূর! যা, রমেশ বাবুকে খবর দিগে যা, আমি রাঁধি গে।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সুরেশবাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে! জামিন নিলে না, মেজবাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি না; কি হবে? কি করি—বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি, কাকে ডাক্‌ছো?

পীতা। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায়?—আমায় কি বল্‌তে এসেছ? যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে তাদের কাছে যাও—আমি রেজেষ্টারি আফিসে এককলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞে, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি? চুরি জুচ্চুরি বাটপাড়ী দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুন্‌বো না ব'লে মদ খাচ্চি, ভুলে থাক্‌ব ব'লে মদ খাচ্চি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্চি। আমার মহাজন শুড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞানবিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন ম'রবো, ইচ্ছে হয়, টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধরেছে?

যোগেশ। শুনেছি, আর দুবার শোনাতে চাও, শোনাও। বড়বৌ শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে! আমার উত্তর শুন্‌বে? আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো। মা, সে দিন ছিল যে দিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো; বোধ হয়, খুনী আসামীও আমি জামিন্‌ হ'লে ছেড়ে দিত; সে দিন ছিল যে দিন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা ক'ত্ত, সে দিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি আমায় লোকে জান্‌তো; আজ সে দিন নেই—আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব!

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর্‌, আমি বুড়ো মা—আর আমায় দগ্ধাস্‌ নি।

যোগেশ। তুমি মা? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি; রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে!

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই! যম কি আমায় ভুলে র'য়েছে। যোগেশ, তুই এ কথা বল্লি? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্‌ করি!

যোগেশ। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্‌ কর? জোচ্চোরের পিত্তেস্‌ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্‌ কর? এমন পিত্তেস্‌ রেখ না; যাও তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক্‌ রক্ষা করবে। মা, বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি—মনে করে দেখ, যখন আমি কাজ-কর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্‌তুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম করবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখবো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুম্বন করবো; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাকৃতুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চল্‌তে পারৃছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হ'ত। গাড়ী থেকে নেমে দোরে ছেলেকে দেখতেম্‌, উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম্‌, বাড়ীর ভেতর

তোমাদের দেখতেম্; বাড়ী আস্‌তেম—স্বর্গে আস্‌তেম! আজ সেই বাড়ী আমার নরক! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চান না, বিষয় চান; পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন; ভাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ! কি সুখের সংসার! তবে আমায় কা'কে দেখতে বল? আমার আর শক্তি কই? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর! মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি!

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম; তুমি টাকার শোকে মদ ধল্লে, সকলে বল্লে, তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগেশ। প্রাণের জন্য? তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা! মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ! সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাকৃতো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়; আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না।

যোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক্, আমায় দেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্ণাম রটেছে!

জ্ঞানদা। ওগো, আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।

যোগেশ। কেন, আমার গরজ কি? ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও; আগুন আছে, পুড়ে মর; বঁটি আছে, গলায় দাও; বিষ আছে, কিনে খাও; আমায় কেন ব'লছ? আমার উপায় আমি ক'চ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফিরবে, সব পাবেন।

যোগেশ। কি ফিরবে, কি পাব? স্বীকার করি, টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না; কারুর কখনও ঘোচেনি। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও

সুনাম শোভা পায়, দীন-দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য হয়! সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন। একটি কথা বলি শুনুন, থানায় শুন্‌লেম, মেজবাবু ছোটবাবুকে ধরিয়ে দিয়েচেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায়? তা'কে ডাক।

পীতা। আমি তো তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ; শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! এ কি আবার শুন্‌লেম্।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা,—মা, শীগ্‌গির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ নি।

প্রফুল্ল। ও মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বট্‌ঠাকুরকে ব'লে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচবো না মা, তোমার পায়ে পড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ্ কর।

প্রফুল্ল। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ—ঠাকুরপোকে শাসিত ক'রবে; আমি ভুল্‌বো না, আমি এইখানেই ব'সে রইলেম, আমি খাব না, কিচ্ছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি; তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি ক'র্‌বি?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, আমি সব গয়না খুলে বাক্সয় পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। ওরে তুই এখানে ব'সে র'য়েছিস্ ?

প্রফুল্ল। ওগো, ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন্, আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা কর্‌তে আসে—

প্রফুল্ল। ও মা! সাহেব আস্‌বে কি গো? আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন ক'রে?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফুল্ল। ও মা! আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। শোন্, ন্যাকামো করিস এখন। তোকে জিজ্ঞাসা ক'রবে যে, সুরেশকে মাকড়ী তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস্—না, বাক্স ভেঙে নিয়েছে।

প্রফুল্ল। না, তা'তো না, আমি মাদুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম।

রমেশ। তুই বল্‌বি, বাক্স ভেঙে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে ব'ল্‌বো?

রমেশ। কি ক'রে ব'ল্‌বি কি? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিস্, তেমনি ক'রে ব'লবি। এই কথা ব'লতে আর পার্‌বি নি?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পারবো না।

রমেশ। পার্‌বি নি? তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মা'কে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমেশ। শোন্ শোন্, তুই এ কথা না ব'ল্লে সুরেশের মেয়াদ হ'য়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে, সাহেব বড় রাগ ক'র্‌বে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফুল্ল। ওগো, তুমি আমার সব গয়না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন ক'র্‌ছে, আমি মিছে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না—ঠাক্‌রুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়!

রমেশ। তবে সুরেশ জেলে যাক্।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা শুনবি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমেশ। খবরদার! কেটে ফেল্‌বো! দূর ক'রে দেব! শোন্, যা শিখিয়ে দিলুম, ব'লিস্ তো বল্‌বি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও!

যাদবের প্রবেশ

যাদব। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধ'রিয়ে দিয়েছ? ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ্!

যাদব। না কাকাবাবু, আর ব'ল্‌বো না কাকাবাবু, ঘাট হ'য়েছে কাকাবাবু; ও কাকীমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আন্‌তে বল না?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি!

যাদব ও প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল ক'রেছিল!—কি অবিচার—কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান ক'র্‌তে পার্‌তে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেবো না—আমি মদ খেয়েই থাক্‌বো।

রমেশ। কি মাত্‌লামো ক'র্‌ছো?

যোগেশ। সাবাস, সাবাস! উকিল কি চিজ্! ও দেরি না, দেরি না, শুভকর্ম্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও; আর বুড়ো মাকে চালকুমড়ী কর; আর মা আমার রত্নগর্ভা,—একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর!

রমেশ। মাত্‌লামোর আর জায়গা পেলে না!

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। যেদো, ধর্ ধর্, তোর কাকাবাবুকে ধর্।

যোগেশের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদন। বরাত্ বরাত্! ক'নে জুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্ বরাত্! আর কি ক'রবো! দিন দিন যৌবনটা ব'য়ে গেল, কি ক'রবো! বরাত্ বরাত্! ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগমণি ও কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

জগ। কি বর, আমায় চিন্তে পার্ছো না? অমন ক'র্ছো কেন, আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদন। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে-মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন! ও আমার মাসতুতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না; কি জান, বংশরক্ষা—কি জান, বংশরক্ষা—

কাঙ্গালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'ল্‌ছে, শোন্ না।

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও, একটি কথা বলতে হবে, এই কথা—তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেছ যে চিঠি ছিঁড়ে নোট বা'র ক'রে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তুমি ব'ল্‌বে যে চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদন। ও বাবা! আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি না—

মদন ঘোষের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা, তোর যেমন বিদ্যে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী কর্ত্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোকে ক'নে বল্লে।

জগ। তোর মতন গাধা শূওর আর জন্মায় না; যদি পাগ্‌লাটাকে দে বলাতে পারতুম, তাহ'লে ম্যাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন্?

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, যেদোকে এনে দিচ্ছি, আছ্‌ড়ে মার।

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিশ কোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার,
পীতাম্বর, জমাদার, কন্‌ষ্টেবলগণ, পাহারাওয়ালাগণ
ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহারা। এই চোপ্‌রাও, চোপ্।

ইণ্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। সুকলাস গুঁই আসাম—শিউলক্ষী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ দি ফার্ষ্ট প্রিজ্‌নার [I appear for the first prisoner]।

২য় উকিল। আই ফর্ দি সেকেণ্ড প্রিজ্‌নার [I for the second prisoner]।

৩য় উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর শিবনাথ [I appear for Shivanath]।

জমা। খোদাবন্দ! ঘরসে বাক্‌স তোড়কে আসামী স্থরেশ মাকৃড়ী চোরি কর্‌কে অন্নদা পোদ্দারকে দোকানমে বেচা।

ইণ্টার। ব্রেকিং বক্‌স, ষ্টিলিং ইয়ারিং [Breaking box, stealing earring]—

ম্যাজিষ্ট্রেট। আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড [I understand]।

ইণ্টার। গাওয়া লে আও—

রমেশের প্রবেশ

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টার। কি নাম?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

স্থরেশ। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাকৃড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙে এ মাকৃড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলাম।

রমেশের প্রস্থান

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার! আমার একটি আরজি শুনতে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোম্ কোন্ হ্যায়?

ইণ্টারপ্রেটার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কানে কানে কথা

ও ইজ ইট [Oh is it]? ক্যা আর্‌জ বোলো?

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ, রমেশবাবুর স্ত্রী এই মাকৃড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। ইনি চুরি করেন নি, মাকৃড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, বাই-জরুকা গাওয়া ডেও।

স্থরেশ। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য,

মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরান লোক, আমার মায়ায় মিথ্যাকথা ব'লছে! ধর্ম্ম-অবতার, আর একটি আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইয়ংম্যান, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড ফর ইওর কন্‌ফেসন্। (Young man, you will be punished for your confession)

ইণ্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরেশ। সাজা হয় হ'ক, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—মিথ্যে হলপ ক'ত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝতে পারছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না,—মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা! মেজদা উকিল, আমি নির্গুণ, আমার দূর হওয়া উচিত।

১ম উকিল। হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিশ পারসুয়েসন্ (He is speaking under police persuasion)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নো হেল্‌প, আই হ্যাব ওয়ারণ্ড হিম (No help, I have warned him)। টুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে! আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে বসেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে ব'সেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নোট চুরির কঠা কি বলো?

জমা। ইস্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ্।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী! যে বন্ধু আমায় মুখ থেকে খাবার দেয়, তাকে আমি নীচাশয় নরাধমদের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপরাদ দিয়েছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। মিষ্টার পিয়ারসন্, আই ডিসচার্জ্জ ইয়োর ক্লায়েণ্ট (Mr. Pearson, I discharge your client)।

৩য় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারসিপ (Thak your worship)।

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার ও উকিলগণের প্রস্থান

জমা। তোম্ এসা বেকুব, যাও, জেলমে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জান্‌তেম, কিন্তু তুমি যে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানিনি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখলেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলব না, আর যদি পারি এ ঋণের এক কণা শোধবার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও। আমার কোন গুণ নেই, তোমার কিছুই ক'র্ত্তে পার্‌ব না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেনো যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে—আধখানি তোমার; যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব; যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাই রে, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার ভাই-ই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহারা। চল্! চল্! হাত বড়াও মৎ!

জমা। আরে, রহো রহো—

সুরেশ। শিবনাথ, আমার একটি অনুরোধ রেখো—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও, লেখাপড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও। আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত করে চ'ল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম! তুমি ভাই, তোমার মাকে সদ্‌গুণে সুখী ক'রো, যদি কখনো আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখনো আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বারবার আমায় শোধরাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি। আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে এক একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন; মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্ন-জল পরিত্যাগ ক'র্‌বে,

তোমার মা যেন তাঁকে ভোলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠবে, কেউ দেখবার লোক থাকবে না, পার যদি এক একবার যেদোকে আদর ক'রো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধ্‌তে পারবো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যের জন্যে কেঁদ না।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসাবাটীর সম্মুখ

কাঙ্গালী ও পীতাম্বর

কাঙ্গালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়োজন?

কাঙ্গালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত স্খলিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙ্গালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞে, তার পর?

কাঙ্গালী। আপনি তো বহুদিন—বহুদিন বিষয়কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত ক'রলেন, এখন যাতে আপনি খোস মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে ব'সতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'ত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' ক'রলেন?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে ব'লছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙ্গালী। উত্তম উত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'রছি; আপনাকে আমি পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙ্গালী। উর্ত্তম উর্ত্তম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অম্‌নি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য্য ক'র্‌তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙ্গালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙ্গালী। বুঝবেনই তো—বুঝ্‌বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙ্গালী। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা ক'র্‌বো না, আমার কথা সর্ব্বদাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা-জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশবাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই। তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিশ রুজু করাচ্ছি। রমেশবাবুকে ব'ল্‌বেন,—কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ করে দিচ্ছি।

কাঙ্গালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন ব'ল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

কাঙ্গালী। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'র্‌বো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙ্গালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতলব খাটবে না।

কাঙ্গালী। ম'শয়, মোচড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়্‌বে না, যে টাকা মকর্দ্দমায় পড়্‌তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'চ্ছেন, চ'লে যান না।

কাঙ্গালী। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড় ?

পীতা। আরে, কোত্থেকে এ বালাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও; দুর্গা দুর্গা! সকাল-বেলা!—

কাঙ্গালী। আচ্ছা চল্লেম, দেখে নেব; উকীলের সঙ্গে লেগেছ, শেষটা বুঝবে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil—Criminal) দুই রকম স্যুটে (Suit) মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক'র্‌তে চান।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্চ ? শুনছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিশ করাবে ? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখতে পাই! দাদা মদে-ভাঙে সব উড়িয়ে দিক্, তারপর ছেলেটা পথে বসুক।

পীতা। ম'শায় যার বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও; ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট (Receiver appoint) ক'রেছি, যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আমি আদালতে জানাব। আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান!

রমেশ। শোন, কাঙ্গালী শোন। আমি দুর্জ্জন বটে ?

পীতা। রমেশবাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন; বড়ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তাকে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

রমেশ। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতরে মাত্‌লামো ক'র্‌বেন, আর আমি কিছু ব'লবো না ? আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি ? উনি কন্‌ভে (Convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েণ্টের বিহাফে (Client's behalf) দখল ক'রেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে (Convey) হ'য়ে গেল ?

রনেশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল ? তোমার নামে ডিফামেশন স্যুট (Defamation suit) হ'তে পারে। রেজেষ্টারি আফিসে মর্টগেজের

কাপি দেখে এস, বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'র্‌বো।

রমেশ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝো।

পীতা। আর বুঝতে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্‌বো না, আমিই চল্লুম।

রমেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম!

পীতাম্বরের প্রস্থান

কাঙ্গালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'র্‌ছেন কেন? শুন্‌ছি তো আপনাদের বড়বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব; দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তার পর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদায় করুন, দখল তো থাক্। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিনরাত মদ খাচ্ছেন। এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞাতিকে দিয়ে ওর দেশে এক মামলা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর জাস্‌তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম ক'র্‌তে হবে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সি জেল

কয়েদিগণ, সুরেশ ও মেট

১ম কয়েদী। কাঁদ্‌ছো কেন? ছ'টা বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিনকতক একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে যাবে, আমার মত মোটা হবে।

২য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

৩য় কয়েদী। দে শালার মাথায় চাঁটি, দে শালার মাথায় চাঁটি।

মেট। তুই শালা, কি হাঁ ক'রে দেখ্‌ছিস্? পাথর ভাঙ্।

সুরেশকে প্রহার

সুরেশ। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মা-ও নেই, বাবাও নেই, ভাঙ্ শালা ভাঙ্ পাথর; জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবাড় ক'ত্তে হবে।

সুরেশ। ও ভাই, আর যে পারি নি, হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে!

৩য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম কয়েদী। তোর আদ্দেকগুলো যদি ভেঙে দিই, তুই কি দিস্?

সুরেশ। আমার ঠেঁযে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে; ঘর্ থেকে টাকা আন্ না, যোগাড় ক'রে হাঁস্‌পাতালে থাক্ না।

সুরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

মেট। তার যোগাড় ক'র্‌ছি! আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি মজায় থাক্‌বি, তা বুঝ্‌তে পারবি। শ্বশুরবাড়ী তো শ্বশুরবাড়ী! মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-আনার জারি কর, পাথার ভাঙো, আর মেটের বেত খাও।

টারণ্‌কি (Turnkey), রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রবেশ

টারণ্‌কি। এ আসামী, তোম্‌রা উকিল আয়া হ্যায়।

সুরেশ। মেজদা, আমায় কি এম্‌নি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমেশ। চুপ ক'রে কথা শোন্, তুই যদি কথা শুনিস্ তো আমি কালই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরেশ। আমায় যা ব'ল্‌বে শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বে'রব না।

রমেশ। দেখিস্, খবরদার।

সুরেশ। না মেজদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমি ক'রবো না।

রমেশ। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সলির টাকা যোগাড় ক'ত্তে হবে, সই কর্।

সুরেশের সহিকরণ

রমেশ। কাঙ্গালী, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমেশ। সাক্ষী হবে।

সুরেশ। কিসের সাক্ষী? র'সো, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতেই অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছো, বোধ করি, ট্রান্সপোর্ট (Transport) দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছো।

রমেশ। না, না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী ক'র্‌বো এখন।

সুরেশ। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া?

রমেশ। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল ক'র্‌বো।

সুরেশ। আমার বখ্‌রা কি?

রমেশ। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের দু'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় করেছে, এ বিষয়ে তোরও বখ্‌রা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর-এক চক্ষে দেখ্‌ছি, আমি এখন বুঝতে পার্‌ছি যে, তুমি আমায় শোধরাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখনো দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুতেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড়বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়্‌যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ; তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়্‌যন্ত্রে কোন বিপদে প'ড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখ্‌রা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্? দে দে, কাগজখানা দে।

সুরেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুলছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'ত্তে আস নি, আপনার কাজ ক'ত্তে এসেছ, আমার বখরা লিখে নিতে এসেছ ; কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখরা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু তা'কে আমি বখরা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়্‌যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি ক'রেছ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমেশ। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি যে, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই?

সুরেশ। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই—তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজগার করিনি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হ'য়ো না, অবুঝ হ'য়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্য এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিশে নালিস ক'রেছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখরা লিখে নিতে এসেছেন—আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চুরি ক'ত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান?—আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি।

রমেশ। আমার কথা হ'য়েছে, একে নিয়ে যাও।

রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

টারণ্‌কি। চল্ রে চল্।

মেট। খাট্ না শালা, ব'সে রয়েছিস্? (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না! (মূর্চ্ছা)

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠছে।

ডাক্তার। ইস্! তাই ত, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।

সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান

টারণ্কি। থানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্—লাইন হো!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্য বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্ফড়্ করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্ স্বপ্ন দেখি, কত কি, তোমায় কি বলবো; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পার্‌লেম না বাছা, আমি কটু দিব্যি গেলে ব'ল্লেম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না? পুলিশ থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে—'না'; সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ কত্তে বেরিয়ে গেল। ন'দে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তা'কে নিয়ে এস। তা'কে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচবো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে মেলা হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর সে পনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা। সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ। মেজটা হ'বার পর ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার বচ্ছর অবধি দস্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুরন্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি,—সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে! পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখি, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ 'তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট প'ড়েছে, আমার মাথা চুলকোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পূজো কর গে।

উমা। বাবা, পূজো ক'র্‌ব কি! পূজো কত্তে যাই, সুরেশকে দেখি; খেতে বসতে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজতে যাই, সুরেশকে দেখি। হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি বল্‌ছিস্? হাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নেই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়। চোখে বালি পড়েছে, চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়; যোগেশের কাছে ভয়ে যাইনি, সে আমায় দেখলে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাবতে পারিনি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলাম। কেন আমি যোগেশকে ব'ল্লুম যে রেজেষ্টারি ক'রে দে। আমার ধর্ম্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর ব'লবে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া। যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা'হলে কি মেজটা সুরেশকে ধরিয়ে

দিতে সাহস ক'ত্ত ? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল ; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, "মা আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব ?" গোবিন্দজী কেন আমার এ মতি দিলেন। মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোয়াতে ব'ল্লেম! আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হয়ে কেন কালসাপিনী হ'লেম ? ধর্ম্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে—তাই বাছা আমি স্থির হতে পাচ্ছিনি। ভাল মন্দ যা হয়, একটা সত্যি কথা বল, তার কি মেয়াদ-টেয়াদ হয়েছে ?

পীতা। দেখলে, সেদিন কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলুম ; মেয়াদ হয়েছে—মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয় ? তোমার যেমন কথা, এ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাতদিন ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'র্‌বে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয় ? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কাল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা ?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী ম'র্‌বে কবে গা ?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হ'লেই বাঁচি!

পীতা। ম'রো এখন, এখন পুজো কর গে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস্।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। পীতাম্বর, কাঁদ্‌ছো কেন ?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায়। মাগীকে ধ'ম্‌কে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায় তো ? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই ?

জ্ঞানদা। বাছা, আমি যে কি ক'র্‌বো, কিছু ভেবে পাই নি ; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটি চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়্‌ফড়্ করে, কখন নিঃশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিশ করি। একটু নিথর হ'য়ে থাক্‌লে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন ; আমার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদ্‌ছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে? দশটা দিন কি ক'রে কাটবে? আমি ত বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজপত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ বাবা, পাথরভাঙা মোকুব করাতে পারলে না।

পীতা। কই আর পারলেম? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা করলুম, কিছুই তো ক'ত্তে পারলেম না! দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুনলেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকিল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞানদা। সে কি! সে কি চণ্ডাল? তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙলে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম! আর তো টাকা হাতে নেই মা! মাগো, তুমি গয়না খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি ব'লেছে যে ঝুটো গয়না।

জ্ঞানদা। আমার আরও গয়না আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গয়না আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা দিতে হবে না; একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞানদা। কি খবর বাবা?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকাণ করবেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না, যাতে পাথর-ভাঙা মোকুব হয়, আগে কর, আমি গয়না পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বলবো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে ক'রছে, জেল-দারোগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হ'য়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্‌ ক'রে খেয়ে নিই।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

জ্ঞানদা। মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্‌ নি তো?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজে সই কর্‌লেই হয়; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় সই না করে, মা সই ক'ত্তে ব'ল্লেই সই ক'র্‌বে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে মন কেমন ক'র্‌ছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাকড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞানদা। কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কর্, মা শুন্‌বেন!

প্রফুল্ল। মাকে ব'ল্‌বো না?

জ্ঞানদা। না, না, খবরদার! বলিস নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আসবে?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে, শুন্‌লেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্‌গিস্ দিদি তোমায় ব'লেছিলেম; আমায় চুপি চুপি মাকে ব'ল্‌তে ব'লেছিল, তোমায় ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছিল; না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখতো —আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো; আমি কাল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলাম। আমায় ব'ল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেবে, তবে আমি বেরিয়েছি—এখনো কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মর্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখতে পাই নি, যেদোকে দেখতে পাই নি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচ্‌বো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলাম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাকৃতো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতো না, সেই এসে কি জন্মেছে? এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও-বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে, আমি তোমাদের আস্‌তে দিতুম না, দেখতুম দেখি, কেমন ক'রে আস্‌তে। আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাকতুম।

জ্ঞানদা। আর যা'ব কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'ল্লে, তোমরা চ'লে এলে,—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুন্‌বো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুনবো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুন্‌বো? দিদি, আমি আর খাব না, কিছু কর্‌বো না, আমি ম'র্‌বো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়, আমরা অবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো হয়, তামাসা ক'চ্ছিলেন।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। দিদি, আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—ও মা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দাও।

প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আস্‌বে বল না? বাবা, আমার মন কেমন ক'চ্ছে, বাবা!

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শায় মারেন; ছোট কাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন্ আস্‌বে?

যোগেশ। রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কাঁদছো কেন বাবা?

জ্ঞানদা। ও যেদো, তোর কাকীমা এসেছে রে।

যাদব। ছোট কাকাবাবু?

জ্ঞানদা। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখবো মা!

জ্ঞানদা। তা দেখিস্, তোর কাকীমার সঙ্গে খাবি, যা।

যাদব। কাকীমা কাকীমা— যাদবের প্রস্থান

যোগেশ। মেজবৌমা এসেছেন ?

জ্ঞানদা। হঁ্যা, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব ক'রেছেন, মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা বল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে ত'য়ের ক'রেছে নাকি ?

জ্ঞানদা। রাম রাম, এমন কথা মুখে আন ? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নেই। ঠাকুরপোর জন্য ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'ল্‌তে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি! অমন কথা মুখে আন ? আবার সকালে সুরু ক'রেছ নাকি ?

যোগেশ। উঃ! সব ভুল্‌তে পার্‌ছি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি!

জ্ঞানদা। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় ক'র্‌বো ? আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক।

জ্ঞানদা। ছি ছি! কি হ'লে ?

যোগেশ। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞানদা। ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল ?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'ল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে ? না, আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস ক'রে এইটে ক'রেছে ?

২য় ব্যাপারী। কি ব'ল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশবাবু কাল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে, আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাধু খাঁ পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুলবে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে; জুচ্চুরি মতলবটা দেখ! ও সাজস, সাজস।

১ম ব্যাপারী। শুন্‌ছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২য় ব্যাপারী। সেও সাজস।

ব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। আর ভয় নেই হে! আর ভয় নেই।

২য় ব্যাপারী। "আর ভয় নেই" ব'ল্লেই হ'ল না, বাতী জ্বালালেই হ'ল!

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ; শুন্‌ছি নাকি রমেশবাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ সাজস, না সত্য?

দেও। সাজস না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জান্‌লেন ম'শয়?

দেও। আমি তার পর দিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট ক'র্‌বে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'রো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারি হ'ল কি ক'রে? ঠকানও বটে, সাজসও বটে; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী ক'ত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর উনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন মতলব ক'রেছেন।

ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট ক'রে আসবেন চলুন। আমি ব'ল্‌ছি আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আসবেন!

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব?

পীতা। চেক্‌বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কিনা; একখানা চেক্‌বই নিয়ে আসবেন, আমাদের দেবেন না। আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল ক'রে আসবেন। আর হাজার দুচার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধে ক'ত্তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পার্‌বে? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাই নি, সুরেশকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটলো! কারে দুষ্‌ছি, আমারই বা কি? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা। এ গাড়ীরই বা কি হ'য়েছে, একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয় সব খড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস্‌ দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল। আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি, কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্‌ দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন্‌, আমি মার ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছা ক'রে দিয়েছেন।

শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশবাবু! লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'ত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে দোর দিয়ে,

ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হকের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি ক'রেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

মা, তোমার এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটি বার।
মদ খেয়ে বেড়াস্ ধেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লিনি চেয়ে,
আমিও মাত্‌বো মদে, মা ব'লে ডাক্‌বো না আর।

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড় নয়নে চাচ্ছ যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। স'রে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

স্ত্রীলোকের প্রস্থান

যোগেশ। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি ক'র্‌বো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক, আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা? টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ী, ঘড়ীর চেন র'য়েছে! (দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ী, ঘড়ীর চেন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডি দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ী। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগেশ। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ী। দাও হে একটা ব্রাণ্ডি দাও। ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে

যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা? নিন, ভদ্রলোক চাচ্ছেন, ফেরাব না; পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

যোগেশের প্রস্থান

ওরে মস্ত-খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত

রাণী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে, পয়সা নেবে না।
ঠোঙা ক'রে শালপাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে
তেলমাখা মটরভাজা, মোলাম বেদানা।

রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। কই ছাই গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ীর দোকানে ঢুকলেন নাকি? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চলে গেছেন।

শুঁড়ী। ম'শায়, যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা! দুর্গা!

পীতাম্বরের প্রস্থান

১ম মাতাল। আয়, আবার গাই আয়। আবার গাই আয়।

২য় মাতাল। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হবে।

গীত

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হর্ ঘড়ী তামাক দেয় সেজে ;—

[যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য]

বাপের বেটী মুদীর মেয়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা পড়ে থাক যেথা সেথা
জমাদার পাহারা'লার নাইক নিশানা॥

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্তে হ'ল! হাড়ী বাগ্দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন! বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন? আসুন।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আস্‌তে পারিস্‌?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পার্‌বে না, মাতোয়ালা হয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ী। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা।

যোগেশ। নাচ, নাচ, নাচ; ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ম লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগেশ। আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাক্‌চে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

যোগেশ, পীতাম্বর ও মাতালগণের প্রস্থান

দোকানের মধ্যে জনৈক মাতাল। ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডি নিয়ে এস।

শুঁড়ী। যাচ্ছি বাবু।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞানদা। মধুসূদনের ইচ্ছেয় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ-কর্ম্ম দেখবেন ব'ল্‌ছেন। যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বোন্‌, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হ'চ্ছে যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে, আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক্‌ না।

জ্ঞানদা। ও বোন্, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি, শুঁড়ী পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়্‌বে বোন্?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল! কত টাকা দেব বোন্?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বল তো গয়না বেচে দিই! একশো দু'শো টাকায় হবে না?

জগমণির প্রবেশ

জগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গো?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এসেছে দেখ গো, ও দিদি—কে গো!

জ্ঞানদা। কে গা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি যে তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা বাড়ী এইখানে। আহা, তোমাদের সোণার সংসার ছারখারে গেল, তাই দেখ্‌তে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন! তুমি স'রে এস।

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন ক'রে বিদেয় ক'ত্তে আছে কি? আহা, সুরেশ আমায় জান্‌তো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার ক'ত্তো। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাকুরুণ শুন্‌বে।

জগ। চুপ ক'র্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। অমন ডব্‌কা ছেলে, তা'র কপালে এই হ'ল!

জ্ঞানদা। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'র্‌লে? বাছাকে আন্‌তে পাঠালে না?

তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন ক'রে ? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত র'য়েছ ?

জ্ঞানদা। র'য়েছি, র'য়েছি—বাছা, তুমি বেরোও ; দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ ?

জগ। আহা, সুরেশ রে !

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে ; ঝি—ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড়বৌমা, কি বড়বৌমা ?

জগ। কে, দিদি ? আমায় চিন্‌তে পারবে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী ব'ল্‌তো।

জ্ঞানদা। তা ব'ল্‌তো ব'ল্‌তো, দূর হবি ত হ' ; ঝি মাগী কোথায় গেল, দূর ক'রে দিক্ না গা !

উমা। ছি মা ছি, দুর্ব্বাক্য কারুকে ব'ল্‌তে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস ; মেজবৌমা, একখানা পিঁড়ে এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন। ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কর্ আবাগী, পিঁড়ে নিয়ে আয়। এস দিদি, এস !

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ; তোমাদের সোণার সংসার কি হ'য়ে গেল !

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্‌জীর ইচ্ছা ! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম, নিরিবিলি বল্‌তুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি ! আমি আর একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই ব'লতে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হ'চ্ছো !

উমা। আর বোন্, আমাতে কি আমি আছি ; সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে রয়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে !

জ্ঞানদা। তুমি কি কর ?

জগ। ভয় নেই মা, ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি ব'ল্‌বো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা এস তো গা, কি ব'ল্‌ছে শুনি !

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডা'ন, মাকে খাবে !

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা ? তোমরা এস, একটা কি ব'ল্‌বে মানুষ, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানদা। ব'ল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী !

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

জগ। আমি তো দিদি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি ক'রত, ওর চুরি ক'রত ; আমি কি ক'রবো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতাম ; এই ক'রে প্রায় শ'পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি ! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো ? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয় ; ঐ যে শিবে ব'লে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে !

উমা। তার পর, তার পর ?

জগ। আমি দিদি, ও টাকার কথা ধরি নি ; কিন্তু কত্তা, সে পুরুষমানুষ, বড় টাকার মায়া ; আমায় ধমক ধামক ক'রে ব'ল্লে, "টাকা কি ক'রেছিস্ ?" আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, "সুরেশকে দিয়েছি"। এই—সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে ! আমি দিদি, এদ্দিন টেলে রেখেছিলুম, আর তো টাল্‌তে পারিনি। সে বলে, "নালিস ক'র্‌বো।" বলে, "কেন ? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন ?" কি ক'র্‌বো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জ্ঞানদা। এত কথা কি হ'চ্ছে ?

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মন্তর প'ড়্‌ছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

উমা। দেখ বোন্, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখবো না, যেমন ক'রে পারি শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি। গোবিন্‌জীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি, একটু হিল্লে লাগ্‌ছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভাযেরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখতে চায় না; সে বলে, "কেন, ওর মেজ-ভাই চুকিয়ে দিক্ না, ও একটা সই ক'র্‌লেই চুকে যায়।"

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের?

জগ। কে জানে বোন্, রমেশবাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন্, আর সই-ট'য়ে কাজ নেই, আমি সবই চুকিয়ে দেব; বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'ল্‌তে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন্, চিঠি লিখেছে, পরশু দিন আসবে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আন্‌তে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোন নি? না বোন, ব'লবো না, আমায় বৌমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নেই? সুরেশ কি আমার নেই?

জগ। নেই কেন, বালাই!—কর্ত্তা তো ঠিক ব'লেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি কি, আমায় বল—আমায় শীগ্‌গির বল?

জগ। ও বোন্, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজবেটার সঙ্গে

চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই ক'ত্তে বল্‌বে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুনো না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগ্‌গির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল,—তোমার পায়ে পড়ি, বল? দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল?

অন্তরালে প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কেমন ক'চ্ছে!

অন্তরালে জ্ঞানদা। ওরে তাই তো!

জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জ্ঞানদা। মা, মা, অমন ক'চ্ছো কেন মা? তুমি চ'লে এস, দূর হ মাগী, দূর হ।

উমা। বল—বল, শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রীহত্যা দেখ্‌ছো। তুমি সেকেলে মানুষ, স্ত্রীহত্যা ক'রো না! বল দিদি, বল, আমার প্রাণ রাখ, সুরেশের কি হয়েছে বল? আমার সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি ব'ল্‌বো বল, তার যে জেল হয়েছে; সে পাথর ভাঙ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে?

জ্ঞানদা। না মা, না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী!—দূর হ!

উমা। অ্যাঁ, জেল হ'য়েছে? পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। ও মা! কি হ'ল গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা মা, শোন মা—দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূচ্ছো গেল—কাল আবার আস্‌বো। মাগী যেন হ্যাকা, মূচ্ছো যাবার আর সময় পেলে না! কাজের কথা শোন্, তবে তো মূচ্ছো যাবি।

জ্ঞানদা। বেয়ারা, বেয়ারা, ম্যাগীকে গর্দ্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্ গে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধরবো।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো!

উমা। আ মর্! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙাচ্ছিস্ কেন? গোল ক'চ্ছিস্ কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'ল্‌ছো? মা, ওঠো মা!

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি বল্‌ছো মা, ওঠো মা!

উমা। আ মর্‌! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'ল্‌বো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে।

জ্ঞানদা। হায়, হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি ক্ষেপ্‌লো।

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফির্‌বি! আর কি মা ব'ল্‌বি! তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝিকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তার ডেকে আসুক।

প্রফুল্লর প্রস্থান

ও মা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তাকে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; মা, মা, শুন্‌ছো মা? মা, মা!

উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ি যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'ল্‌ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল! বাপ রে, সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পার্‌ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না। আহা, হা! হা! কি হ'ল, কি হ'ল। বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (সুরে)—"রাণী মুদিনীর গলি"—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচবো! এই যে বড়বৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুলছো

কেন, তুলছো কেন? ঘুমুক ; হয় মদ খাও, নয় ঘুমোও, ব্যস্‌। বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞানদা। আর কি বল্‌বো বাছা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। এক মাগী এসে মাকে খবর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সরগরম হ'ক ; খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, দেখছো না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মূর্চ্ছো যা না।

পীতা। যান্‌, মাতলামো ক'র্‌বেন না। বড় মা ধরুন, গিন্নীকে বিছেনায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছেনায় নিয়ে যাই ; গিন্নীমা, গিন্নীমা—

উমা। কে রে রূপো? ঠাকৃরুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্নাঘরে যাই, রান্নাঘরে যাই—

উমাসুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর—এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়বে।

পীতাম্বরের গমনোদ্যোগ

যোগেশ। (পীতাম্বরের হাত ধরিয়া) কোথা যাস্‌ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্‌?

পীতা। যান্‌ ম'শায়, মাত্‌লামীর সময় আছে।

যোগেশ। চোপরাও শুয়ার, আমি মাতাল? দেখ্‌, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি ; ভাল চাস্‌ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও। শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নীমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক, তোর বাবার কি?

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা যাই ; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা, তবু যাবি?

ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার

পীতা। ওরে বাপ্ রে! খুন ক'রলে রে, খুন ক'র্‌লে রে! প্রস্থান

যোগেশ। ধর্ শালাকে! চোর, চোর, চোর— পশ্চাদ্ধাবন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখতে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এত মিনতি ক'র্‌ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্‌বো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই? তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা ক'র্‌ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরেশ। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধতে পার্‌বো না—

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনও শুধতে পার্‌বো না, তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বৌর কোন খবর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি সে খবর তো কিছুতেই পেলাম না; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি অ্যাড্‌ভারটাইজ (advertise) ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্‌টিভ পুলিশকে (Detective Police) টাকা দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌ছিনি।

সুরেশ। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরেশ। আমাদের সোণার সংসার ছারখার হ'ল। কি কুক্ষণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখতে হ'লো!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ কর্‌ছ, তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকর্দ্দমা ক'র্‌বো। তোমার মেজদা'র জোচ্চুরি আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা ব'লেছেন, বাড়া বেচতে হয়, সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জব্দ হয়, তা ক'র্‌বেন।

সুরেশ। হ্যাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্‌গির আসবে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সারলেই আস্‌বে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপছে, আমি এত বারণ ক'রলেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল! আহা, বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল, আমি এক বিপদে পড়লেম; এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তাকে নিয়ে সাম্‌লাব!

সুরেশ। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছ, কি ক'রে জান্‌বে।

সুরেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও; তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্মজন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই; মা বলেন, তোরা দু'ভাই! আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই; আমার পুলিশের কথা মনে পড়লে এখনও গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েচ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধ্‌রেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিল, সুরেশ কেমন আছে ? আমি ব'ল্লেম, ম'রে গেছে ; খুসী যে ! পথে আবার কাঙালে বেটা ধরেছে, তাকেও ব'লেছি তুমি ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তার মাগ বেটী—বেটীই বল আর ব্যাটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগলো। অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা ! মন্‌ষ্টার অব আগলিনেস্‌ (Monster of ugliness) ! শিববাবু, তোমার ফ্রেণ্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারি ক'র্‌ছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম্ম নয় ; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

কাঙ্গালী। এখন নিশ্চিন্তি, রামরাজ্য ভোগ করুন্‌। কেমন বাবু, ব'লেছিলেম, ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বর, ও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন ; পাঁচ হাজার টাকাও লাগলো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন যাক্‌, তারপর মকর্দ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্‌তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা ! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম ?

কাঙ্গালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল ; বেটা এম্‌নি পাজী, বিছানায় প'ড়ে, জর—তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী ক'রে চল্লো।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর ?

কাঙ্গালী। সুরেশও মুদ্দোর, ও-ও মুদ্দোর, কে কাকে দেখে ! ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভিরমি গেল, সুরেশও ভিরমি যায়-যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিট্‌তো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোত্থেকে শিবে বেটা জুট্‌লো।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে, বাতাস ক'রে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলাম—যে, শিবেকে চটাস্ নি, হাতে রাখ্, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাসপাতালে প'চ্‌তো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল! ঐ যে তুই মদনকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য করেছিলি, কত বড় কাজটা পেলি বল্ দেখি? পাগল ব'ল্‌লে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি ক'ত্তে পারৃতিস, না আমি পারৃতুম? বড়বৌটা যে খাণ্ডারণী, তোকে জায়গা দিত, না আমায় জায়গা দিত?

কাঙ্গালী। পাগলটা খুব হুঁসিয়ার, কেমন সন্ধান ক'রে ক'রে, সিন্দুক ভেঙে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম, এও বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি উকীলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটাছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারি আপিসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কাটো! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধরানো, আমার বুদ্ধিতে আসতো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স্ পারসনিফিকেশনের (false personification) চার্জ্জ আন্‌তো, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি ক'ত্তে? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্চ কি ক'ত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পারৃলে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে?

রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙ্গালী। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত ফ্যাঁসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্তি, স্বচ্ছন্দে মকর্দ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পার্‌তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে ক'রেছে, চোরে চুরি করেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধ'ত্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমেশ। সে আমি এড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের (Administrator General) হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে! পীতাম্বর যখন ধরা পড়েছে, আমি আর কিছু ভাবিনি।

জগ। হাঁগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'র্‌লে কি ক'রে?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আস্‌তে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত কর্‌লেম, আমাদের যৌথ টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে; পীতাম্বর আপত্তি ক'রেছিল।

কাঙ্গালী। আর ধরাই পড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, 'চাচা আপন বাঁচা'; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের (Administrator) গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'র্‌বো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ ক'র্‌লুম না, শেষ যা হয় দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে পড়লে মকর্দ্দমা চ'ল্‌তো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙ্গালী। সে ভয় ক'র্‌বেন না, সে ভয় ক'র্‌বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধ'র্‌লে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'র্‌লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাস্‌তুতো ভাই, দেখ্‌লেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কন্‌ষ্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'ল্লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটি তো যে সে দেয় নি!

জগ। কি মকর্দ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লি নি, এর ভাল মন্দ বুঝবো কি ক'রে! মনে করিস্ আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদেরই! এই মাই দুটো কাট্‌তে পারতুম তো বুঝতুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান্ যে মেরেছে, কি কর্‌বো।

রমেশ। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশ্‌টা (case) ক'রেছিস্ শুনি ?

কাঙ্গালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না ? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আধমারা ক'রে, ওর জাস্‌তুতো ভাই ফৌজদারি বাধিয়েছে, যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্, যাকে মেরেছে, সেই ওর হয়ে সাক্ষী দেবে ; ওর জাস্‌তুতো ভাই প্যাঁচে পড়্‌বে।

কাঙ্গালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার্ খেয়েছে, ঠিক্‌ঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন! আহা-হা-হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলুম ; কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবেকে জব্দ ক'ত্তে চাস্, মাথায় লাঠি মেরে পুলিসে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস্, আমি মার্‌ছি, তা তুই রাজী হ'লি কৈ ?

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ ?

কাঙ্গালী। কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি ; যে ডাক্তারটা দেখ্‌ছিল তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বল্লে, আজ তিন দিন ম'রেছে ; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা ব'ল্লে, কিছু ভাব বুঝতে পার্‌ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি! কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ করবে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে। আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙ্গালী। কেন, তাদের এনে ফল কি ?

রমেশ। না না, ঠিক বল্‌ছে, এখনও সব দিক মেটে নি, কেউ যদি বড়বৌকে হাত ক'রে মকর্দ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাঁসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানা রয়েছে, এতে কোন্ ওষুধটা নেই ? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি !

জগ। ক্রমে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমেশ। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'র্‌বো।

রমেশ। যাক্ পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক্—তোমার ভাগ্‌নেকে শিখিয়ে রেখো, কাল এসাইনমেণ্ট রেজেষ্টারি (assignment registry) ক'রে নেব; রেজেষ্টারটা ভারী বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না; ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙ্গালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে।—ওরে ভজা।

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। মর্—ঘুমুতে দেবে না,—একটু যদি চোখ বুজেছি,—ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি, বাবা! কা'ল তোমায় রেজেষ্টারি আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যায়েঙ্গে।

রমেশ। যখন রেজেষ্টার জিজ্ঞাসা কর্‌বে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি ব'ল্‌বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী। নাম বল্‌বে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, রায় বাহাদুর।

রমেশ। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুচ পরোয়া নেই, আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে রূপেয়া লেয়াও।

কাঙ্গালী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই, তবে এ কাজ হবে।

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমীদারকা সাম্‌নে দো রোপেয়া নজর লে'আয়া? তা হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রেই চাই! এই ধর না, পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু টাকার একটা মদ, আর আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না; এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল। ষোলটা টাকা বার কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি! পোষাক, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন,

হীরের আংটি তো তোমায় দিতেই হবে, আমি খালি গোঁফে তা দিয়ে থাকৃবো, বোধ হয়, এ থেকে এক ফোয়া আতর নিতে পারি।

রমেশ। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে; রামেশ্বর বদ্দিনাথ সাজ্‌তে বল, দু'টাকায়ই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল রোপেয়া নজর লে-আও।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাথ হড়্‌বড়াতে হো?

রমেশ। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পারৃবো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটক খাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচ্‌মে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেঙ্গা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো—ওস্তাই বেকুবি হায়। গান্ধেকা মাফিক কলম পাকৃড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লে লেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন্‌ যাগা, কুচ পরোয়া নেই, রূপেয়া লে'আও।

রমেশ। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাকৃবে? কাল টাটৃকা টাটৃকা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—ব্যস্‌।

ভজহরির প্রস্থান

রমেশ। এ ছোকৃরা চালাক আছে।

কাঙ্গালী। তা খুব!

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'ল্লে? একখানা বাড়ী আর দশহাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

রমেশ। তার জন্য ভাবনা নেই, তার জন্য ভাবনা নেই, সে হবে—হবে।

রমেশের প্রস্থান

জগ। ষ্টুপিটকে এত দিন ধ'রে যে বলৃছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাকৃতে

থাক্‌তে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় ক'র্‌বে।

কাঙ্গালী। না, তার যো কি; আজ না হয় কাল, কদ্দিন ভাঁড়াবে?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি; যদি ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব। আমি বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব, খেটে মর্‌বো। বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়বো,—সে বান্দা আমি নই, তুই ষ্টুপিট তখন দেখ্‌বি। ভজার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙ্গালী। আরে, ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জ্বেলে দিই! এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্যি রমেশ।

কাঙ্গালী। চল্ চল্, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী; আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌ-টা মদনমোহন দেখতে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান ক'র্‌বো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজ্‌তে হবে।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস্ কেন? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝবি? আমি যা খুসি করি, তুই বকাস্ নি।

কাঙ্গালী। যা মর্‌গে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্নগৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি—কেমন ধরেছি? ভালমানুষের মতন চাবিটি বা'র ক'রে দাও, আজ দু'দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞানদা। তুমি আবার কি ক'ত্তে এসেছ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে ম'রছে তাই দেখ্‌তে এসেছ?

যোগেশ। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই ; টাকা বা'র ক'রে দাও, সুড়্‌সুড়্‌ করে চ'লে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখতে চাই নি, কারুকে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকুঢুকু মদ খেতে চাই, ব্যস্‌।

জ্ঞানদা। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে ; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্‌—তোমায় ধিক্‌!

যোগেশ। ধিক্‌, একবার—ধিক্‌ লাখবার! আমাকে ধিক্‌, তোমাকে ধিক্‌, মাকে ধিক্‌, যেদোকে ধিক্‌, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্‌ ; ধিক্‌ ব'লে ধিক্‌, ডবল ধিক্‌! কেমন বাবা, 'ধিকের' উপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম। নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞানদা। ওগো, একটু হুঁস কর ; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই। আগাম বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন্‌ তাড়িয়ে দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই? পাখীতেও যে ছেলের খাবার জোটায়। ঘরে চাল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্‌বে, তুমি চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্ছো যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষে করে? আজ তিনদিন ভিক্ষে ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটি নি, একটা পয়সার জন্যে রাস্তার লোকের কাছে হাত পাত ছি,

আবার লজ্জা দেখাচ্ছ ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা ? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস !

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লুম।

যোগেশ। যাবে কোথা ? টাকা বা'র কর ; না বা'র ক'ত্তে পার, চাবি দাও, আমি বা'র ক'রে নিচ্ছি ; ঐ যে বাক্স রয়েচে, আমি ভেঙে নিতে পারবো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর ? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটি ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি ? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে ? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি ; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে ! হা-হা-হা ! ছেড়ে দাও বল্‌ছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোঝো।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন ক'র্‌বো।

জ্ঞানদা। খুন ক'র্‌বে কর, আপদ চুকে যাক্।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী ! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে !

যোগেশ। এখনও ছাড়্‌লি নি ? ছাড়্ হারামজাদী—ছাড়্।

গলাধাকা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা ক'চ্ছো না যে ? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পার্‌বো না ! আমি পতিপুত্রহীনা, এই ঘর-দুটি ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি কেমন ভালমানুষের মেয়ে গা ? যেন কে কাকে বল্‌ছে, রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন ; ও মা ! এ যে সিট্‌কে মিট্‌কে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি ? ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে প'ড়বো নাকি !

জ্ঞানদা। ও মা !

বাড়ী। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে ?

জ্ঞানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী। না হয়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও ; কোন্ দিন দাঁত ছিরকুটে ম'রে থাক্‌বে, আমার হাতে দড়ি পড়্‌বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই ; আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা ? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে ; আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি ?

জ্ঞানদা। ও মা, আমি যা এনেছিলুম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী বাটী যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী। ও মা, ঘটী বাটী তো ঢের, ভালো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম ; তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

যাদবের প্রবেশ

যাদব। মা, তুমি কাঁদ্‌ছো, কেন ?

জ্ঞানদা। যাদব, চল্—এখানে আর আমরা থাক্‌ব না।

যাদব। কোথা যাব মা।

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি ?

যাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদব। আজ ভাত কি নেই ?

জ্ঞানদা। না, আজ রাঁধি নি।

যাদব। পথে চ'ল্‌তে পার্‌বো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে ; আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দাও।

জ্ঞানদা। হা ভগবান্, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে ! ভিক্ষে ক'ত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব ?

প্রফুল্লর প্রবেশ

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি ! যাদব, যা তো, এই সিকিটা নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্, আমরা খাব।

যাদব। ও মা দেখ, মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

যাদবের প্রস্থান

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে;—ব'ল্লে, ওদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি ব'লে এসেছি, কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না; কি তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বল্‌তে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্সে ডা'ন, "যেদো যেদো" ব'লে কি ফুস্‌ফুস্ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি নি; রাত্রে একটু ফ্যান খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন্, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে, এ যাতনা আর দেখ্‌তে পারি নি! আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখবে কেন? মনে করেছিলেম, ভিক্ষে ক'রে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উল্‌বো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এই বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তেম, মাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্‌বো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার গয়না নিয়ে আমি কি কর্‌বো? এ তো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সেদিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি ক'রে নিয়ে গেল; আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘরভাড়ার টাকা এনেছিলাম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাব্‌ছো? আমি তোমার পর নই,

আমি তোমার সেই ছোট বোন্ ; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি ?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হ'য়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না ; যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগ্‌লে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল ; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতেম, সে কাপড় যাদবের নেই ; কখনও চন্দ্র-স্বর্য্যের মুখ দেখি নি, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি।

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

যাদব। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত মুচ্‌ড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞানদা। দেখ বোন্—দেখ, আমার অদৃষ্ট দেখ! আমি কোথায় যাব ? স্বামী কার শত্রু হয় ? ভগবান্ কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই ?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ? অমন ক'চ্ছো কেন ?

জ্ঞানদা। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন ক'চ্ছে, আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ

বাড়ী। হ্যাঁগা, এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি ?

প্রফুল্ল। কে মা তুমি ? তোমার এই বাড়ী ? তুমি কি ভাড়ার জন্য বল্‌ছো ? কত ভাড়া হয়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী। এ তোমার কে গা ?

প্রফুল্ল। আমার জা।

বাড়ী। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা ?

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, সে ঢের কাহিনী! তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই।

বাড়ী। হুঁ হুঁ, বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কি কর্‌বো বাছা, কড়ি নেই, এই ঘর ছুটি ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই ?

প্রফুল্ল। তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও ; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গয়না দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী। হ্যাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না ; আমি কোথায় গয়না বাঁধা দেব, কে কি বল্‌বে, আমি কাঙাল মানুষ, আমি অত পার্‌ব না।

প্রফুল্ল। ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই ! আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী। বাছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, তুমি ভাড়া দাও বাছা ; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, বোন্, তুমি কেন অমন ক'চ্ছো ? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁচ্‌বো না, যেদোর যদি কিছু ক'ত্তে পার, দেখ।

যাদব। কেন মা, কেন তুই বাঁচ্‌বি নি ? ও মা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আটকাচ্ছে।

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী। না বাছা, আমি কবরেজ ডাকৃতে পারবো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদেয় কর। ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে যে গো, ওঠো গো ওঠো ; ম'ত্তে হয়—রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফুল্ল। হ্যাঁগা বাছা, তোমার দয়া নেই ? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

বাড়ী। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নেই। ঘরে ম'লে আমার ঘড় ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদেয় হও।

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা ! আমি তোমায় সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল !

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুই ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি ? কই দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপ্‌ছো !

জ্ঞানদা। না বোন, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয় ; ঠাকৃরুণ পাগল মানুষ,

একলা আছেন, তুই দেখ্ গে যা ; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে আমায় দিয়ে যা।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছ তো ? আমি তবে যাই, এই নাও। (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সদ্দারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞানদা। এস বোন্, এস।

জ্ঞানদাকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

বাড়ী। হ্যাঁগা, তুমি চোখ্ টিপ্‌লে যে ? ওকে তো বিদেয় ক'ল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখ্‌তে পারবো না।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে ?

বাড়ী। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদেয় হও।

জ্ঞানদা। এই নাও—একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি ; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী। নাও, শীগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ার ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক' গে।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কাঁদিস্ নি—চল্। মা ভগবতি ! তোমার মনে এই ছিল মা ? আশ্রয়হীন ক'ল্লে। শরীরে বল নাই, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে পথে প'ড়ে মরে থাক্‌বো, মুদ্দফরাশে টেনে ফেলে দেবে,—এ অনাথ বালক কোথায় যাবে ? লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলাম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য সাপ রেঁধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে !

যাদবকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি

রমেশ। প্রফুল্ল আন্‌তে পারলে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন সাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদ্‌নাকে তার বাড়ীর দোর-গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে চ'লে আস্‌বে। ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নেই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈ কি। পীতাম্বরের বেটা শুন্‌ছি আস্‌ছে; সে বেটা এসেই একটা হ্যাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আন্‌তে পারলে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার-দাবার দিয়েও ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাব্‌ছি, বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল; সে পরের কথা পরে, বাড়ী তো এনে প'রো। আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমেশ। আমায়ও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাক্‌তে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

উভয়ের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই; ছেলে এনে মেরে ফেল্‌বে! খুদকুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তাকে দুধ-ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক,—পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক!

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। মেজ, মা কোথা?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে?

সুরেশ। আমি রাত্রিবেলা যে দিক্‌ দে বাড়ী সেঁধুতেম, সেই দিক দে, সেই পাঁচীল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরেশ। তারা কোথায়?

প্রফুল্ল। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কী ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরেশ। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না।

প্রফুল্ল। তবে কাল সকালে খবর নিও।

সুরেশ। তাই নেব; মা কোথায়?

প্রফুল্ল। শুয়ে আছেন।

সুরেশ। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে?

প্রফুল্ল। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন।

সুরেশ। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে র'য়েছ যে? যদি আর এক দিক দে চ'লে যান?

প্রফুল্ল। না, তিনি এই ঘরেই আস্‌বেন। যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নতুন শ্বশুরঘর ক'ত্তে এসেছেন; আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান,—বলেন, "ঝি, ঠাকুরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি! ঐ দেখ, আস্‌ছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না। মনে ক'চ্ছ—জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। সই কর্, সই কর্, মদ খাস্ খাবি; আমার বিষয় থাকুক, সই কর্‌বি নি? রমেশ, রমেশ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো! আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে—আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে!

সুরেশ। ও মা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, ভাঙ্—ভাঙ্, পাথর ভাঙ্; আমার সব ফুরুলো! গড়্ গড়্—গড়্ গড়্—গড়্ গড়্, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা!

উমা। উঃ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখ্‌বার যো নেই! গড়্ গড়্—গড়্ গড়্—ভাঙ্, পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্চ্ছা)

প্রফুল্ল। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এই দেখ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁতো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরেশ। ও মা, মা! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন করূছ? ও মা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ; মা, এই দেখ্‌তে কি আমায় গর্ভে ধ'রেছিলে? এই দেখ্‌তে কি আমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে? হায় হায়! এই দেখ্‌তে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম! মা গো, আর যে সয় না মা!

উমা। ও ঝি—ঝি! এত বেলা হ'ল, আমায় কিছু খেতে দিবি নি? আমি অপাট করেছি, তাই বুঝি ঠাকৃরুণ খেতে দেবে না?

সুরেশ। ও মা, মা, আমায় চিন্‌তে পারছো না? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা!

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্? স'রে যেতে বল্। আমি কি সেই ছোট বৌটি আছি যে, কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে?

প্রফুল্ল। মা, ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পারূছো না? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরেশ। ও মা, মা গো! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। স'রে যেতে বল্, স'রে যেতে বল্, এখন আমি বুড়ো মাগী হ'য়েছি, এখন আমায় আদর করা কি? বল্লি নি—বল্লি নি? আমি চল্লেম, আমি চল্লেম; ওহো হো হো হো! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়!

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগেশ। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না?

মাতাল। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল, আর মদ কোথায় পাব? (প্রস্থানোদ্যত)

যোগেশ। (হস্ত ধরিয়া) যেও না, শোন, একটা কথা শোন—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়াতো; একটি ছেলে ছিল, তাকে কোলে

নিতো, চুমো খেতো। দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল! বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে; এ যোগেশ কে, তা জান? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চ'লে এলো; ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগ্‌ল না। কারুকে সে চায় না; বল্‌তে পার, কোন্‌ যোগেশ আমি? সে কি এ?

মাতাল। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

মাতালের প্রস্থান

যোগেশ। আচ্ছা, যাও। কোন্‌ যোগেশ আমি, সে কি এ!

জনৈক লোকের প্রবেশ

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপর পড়িস্‌ নি।

ভজ। ক্যা, তোম হাম্‌কো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীন্‌দার।

শিব। এ পাগল নাকি?

ভজ। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়; সুরেশবাবু কোন্‌ বাড়ীতে থাকেন, বল্‌তে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভজ। হাম উস্কা মহাজন হ্যায়, জমীন্‌দার; মোচ দেখ্‌কে সম্‌জাতা নেই? ম'শায়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী ব'ল্‌তে পারেন?

শিব। আমারই নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভজ। শুনুন না, বুঝ্‌তেই তো পারছেন, আমরা কোন পুরুষে জমীদার নয়; সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার ক'রেছেন। আমি যোগেশবাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশবাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারি ক'রে এলেম; হাম্‌ জমীন্‌দার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমীদার?

ভজ। জমীনদার নেই? রেজেষ্টার লিখ্‌ লিয়া জমীন্‌দার। ও ম'শায়, আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন না—শাদা লোক, সুরেশবাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশবাবু ফাঁকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্র কথা—এ কথা শোনেন নি? আমাকে জমীদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা, জমীন্‌দার অ্যায়সা যাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম ক্যায়সা দেওয়ান? তোম্‌কো বরতরফ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চ্‌রির ভেতর আছ? আমরা নালিশ ক'ল্লে তোমারও তো মেয়াদ হয়?

ভজ। অতদুর ক'র্‌বেন কেন? আমায় নিয়ে রমেশবাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবেন না। চলুন না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষে পেছোও?

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেবিট (Affidavit) করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাকবো।

উভয়ের প্রস্থান

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌ নি, কারুকে দেখাস্‌ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র করে কিনে খাস্‌। আর এখন এই দু'আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও তো খাও নি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোকে জল এনে দেব মা?

জ্ঞানদা। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে।

যাদবের প্রস্থান

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হবে, আর দেখ্‌তে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে!

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে?—জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলুম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'চ্ছো, রাস্তায় ম'র্ত্তে এসেছ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও ম'রেছে? বেশ হ'য়েছে! ম'চ্ছো, মর, আমি মদ খাই গে; ঘরে ম'র্ত্তে পার্‌লে না? তা মর, রাস্তায়ই মর; কি ক'র্‌বো, হাত নেই, মদ খাই গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার পাও তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় ম'রবে, কেমন?—তা বেশ! আমি বল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বল্‌বো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখ্‌বো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে তা হ'লে পার্‌বো; আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি ক'র্‌বো! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞানদা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন!

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি; আমিই মেরে ফেলেছি। কি কর্‌বো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! ম'চ্ছো, মর—মর!

জ্ঞানদার মৃত্যু

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাঙ্গালী

রমেশ। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, শুন্‌লেম, পীতাম্বরের বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধ'র্ত্তে পার্‌লেই যে আপদ্ চোকে। এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হ'য়েছে। পীতাম্বর বেটা যদি মাম্‌লার উদ্যোগ ক'রে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্‌বো; সেও কি, দু'এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙ্গালী। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখ্‌ছি, ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'র্‌লে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

জগমণি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ

এই যে, জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই ভাত রেঁধে ডাক্‌ছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'চ্ছে মদন দাদা!

রমেশ। ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদব। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে।

রমেশ। চুপ্, কাঁদিস্ নি।

যাদব। না, না কাকাবাবু, আমি কাঁদ্‌বো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু!

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকাবাবু; আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু!

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু, অসুখ করেনি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে! কেটে ফেল্‌বো!

যাদব। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাই নি কাকাবাবু, আমি মাকে খুঁজ্‌ছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা, ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চল্‌তে পারি নি কাকাবাবু।

রমেশ। এই চাবি নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গালী। এসো, তোমার মার কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি বল্‌ছো, মিছে কথা ব'ল্‌ছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ ক'রেছে, শুগে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন, যা।

যাদব। ও মদন দাদা, তুমি এসো!

যাদব, মদন ঘোষ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ ব'ল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ ব'ল্‌বে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি ক'র্‌বে?

মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ

মদন। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্‌! এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি; তুমি যা ব'ল্‌ছ, তাই শুন্‌ছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে ব'স। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) ওকে দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক্। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা-পাল্টা ক'র্ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা-পাল্টা ক'রেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখলুম, আর তুমি চ'ল্লে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি? হ্যাঁ দাদা, সত্যি?

রমেশ। সত্যি বৈ কি।

মদন। তাই ব'ল্‌ছি—তাই ব'ল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিব্যি কনে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক ক'রেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে' দেবে না?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন?

মদন। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে' দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে' দিয়েছিল, ছুটো কাণমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে' দিও না দাদা!

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

মদন ঘোষের প্রস্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। তুদিন খায় নি, আর জোর ছ'দিন টেঁকবে।

জগমণি ও রমেশের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। কিছু জানতে পার্‌লুম না, কি ফুস্ ফুস্ ক'ল্লে। ছেলেটাকে কি ধ'রেছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্চি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে! আমি আর কাঁদতে পারি নি, আমার

কান্না আসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাকুরুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলুম, ক'ল্‌কাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি। এসো, সকাল সকাল নাও, দুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমার যদি এমন হয় তা হ'লে আর আমি বাঁচ্‌ব না; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে, আমি কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে!

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে!

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে! আমার বড্ড মন কাঁদছে; তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল-মন্দ হয় আমার গয়নাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাকুরুণকে খাইও, আবাগীর আর কেউ নেই।

ঝি। বালাই! অমন সোণার চাঁদ বেটা র'য়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফুল্ল। না ঝি! অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না। তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখ্‌বে? আমি আর বাঁচ্‌বো না, আমার কোথা ভরাডুবি হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নৈলে বাঁচ্‌বে কেন?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচ্‌তে এক তিল ইচ্ছে নেই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোণার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি ক'র্‌বে মা, কারুর তো হাত নয়, এসো মা, এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী মিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে ক'ল্‌কাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি! তবে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সে আর নাই! মেজদা' মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরেশ। আর সে কি! তোমায় তো বলেছি, মেজবো'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেল্‌বার পরামর্শ ক'চ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভেতর জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে। যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না। আমি কি যাতনা ভোগ কর্‌বার জন্যই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্‌বো তারপর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশবাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভেতর দু'শোবার মর্‌তে হয়। মনে ক'রেছেন কি, আপনিই ঝড়-ঝাপ্টা খাচ্ছেন, আর কেউ কখনও খায় নি! তবে কাঁদ্‌ছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?

সুরেশ। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নেই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষে ক'চ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম—আমার প্রফুল্ল-কমল মেজবৌ দিন দিন মলিন হ'চ্ছেন, আর আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে প'ড়্‌ছে, আর আমি প্রাণ ধ'র্ত্তে পার্‌ছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'র্ত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র,

চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাঁটাগোটা সব ভাই ছিল, বোন্‌টা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তারপর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদ্‌ছে। কি সমাচার? —না, জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়্‌ছে, প্রাণ ধুক্‌-ধুক্‌ ক'র্‌ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন; তারপর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা-ঠাকরুণ বেরুলেন; দেশে অকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, একদিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন—

সুরেশ। আহা-হা!

ভজ। র'সো, আহা-হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো; বোন্‌টাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলেম; তার পর আর সন্ধান নেই! কেমন, মুখ মনে পড়্‌বার আছে?

সুরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তার পর মামাবাবুর কাছে গিয়ে পড়লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামাবাবুর বেত আর মামী-ঠাকুরুণের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

সু-পরি। কেউ তো কিছু ব'ল্‌তে পাল্লে না। একজন ময়রা ব'ল্লে, একটি ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগ্‌গির আয়, তোর মা ডাক্‌ছে"; কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান কত্তে পার্‌লুম না।

সুরেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা, কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতিই হ'চ্ছে।

ভজ। র'সো র'সো বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো ব'ল্‌লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশবাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে; সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশবাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্চি। ঐ যে তোমার মধ্যম, মার পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাবছেন, যাবার যো কি? চুম্বকে যেমন লোহা

টানে, তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দে'খে নড়্বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখ্‌লে স'রবে।

সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশবাবু, আপ্‌ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লে' আয়া, মেজাজ খোস্‌?

রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্‌ লোক জমীন্‌দার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ র'হে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই নাকি?

ভজ। মেহেরবাণী আপকা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি, আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর।

ভজ। যাবই তো; র'য়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা; দেখিয়ে—হাম্‌সে কাম চল্‌তা, তো দোস্‌রাকো কাহে দেনা?

রমেশ। সত্য বল্‌ছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একৃঠো জমীন্‌দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া থা; হাম্‌তো জমীন্‌দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমেশ। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো, ভাইপো, যাদব!

রমেশ। ও কি কথা!

ভজ। সুরেশবাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা!

ভজ। ম'শায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান্‌।

রমেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে?—আছে তো—বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন, শীগ্‌গির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুক্‌তে না দেয়?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙ্‌লেও কিছু ব'ল্‌বে না, ঢুক্‌তে দেবে না কি?

সকলের প্রস্থান

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি, ভাল ব্যাসাত ক'র্‌লি ভবে।
এক্‌লা এলে, এক্‌লা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুর্‌ছ তবে?
কে তুমি ব'ল্‌ছো আমি, দেখ্‌ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে?
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি কর্‌বো, গেল তো কি ক'র্‌বো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক্; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হ্যাঁ হে; তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ?

লোক। হ্যাঁ।

যোগেশ। মদ্‌-টদ্‌ খাচ্ছ না?

লোক। এ কে রে! (পলাইতে উদ্যত)

যোগেশ। বল না, বল না, আমায় যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাও, চট্‌ ক'রে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! গেল, তা কি ক'র্‌বো?

লোকের প্রস্থান

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্চে, গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যোগেশের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ীর দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল

মদন। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না! ছেলে মারবে, ছেলে মারবে। আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মারবে, ছেলে মারবে, বংশলোপ করবে, বংশলোপ ক'রবে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি ব'লছো? ছেলে মারবে কি ব'লছো?

মদন। ওগো, বংশলোপ ক'রবে, বংশলোপ ক'রবে, ছেলে মারবে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মারবে! হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে' করেছিলেম!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মারবে কি?

মদন। না না, আমি ব'লবো না, আমায় ধ'রবে, জমাদার ধ'রবে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'রবে, আমার ভয় ক'চ্ছে।

প্রফুল্ল। কে ধ'রবে? ছেলে মারবে কি?—আমায় শীগ্‌গির বল।

মদন। না না, ব'লবো না, আমি তার ভয়ে সিন্ধুক ভেঙে দলীল চুরি ক'রে আনলেম, তবু ছাড়্‌লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়্‌লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে মারবে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি! আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না—আমি না, আমি না, আমি দলীল চুরি ক'রেছি, ধরিয়ে দেবে; হায় হায়, বে' কত্তে গে' মজ্‌লেম, বে কত্তে গে' মজ্‌লেম! কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে' কল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলীল চুরি ক'ত্তে ব'ল্লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমায় ধরিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে, আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জানলেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধ'র্‌বে, আমি লুকুবো।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদন। ওরে বাপ্‌ রে—আমায় ধ'র্‌লে রে!

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্চো? ছেলে কোথায়, বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল—কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই,—আমি পালাই—আমায় মেরে ফেল্‌বে!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদন। না—না—মর্‌তে পার্‌বো না, মর্‌তে পার্‌বো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ধিক্‌ তোমায়! মা ব'ল্‌তেন, তুমি একজন সাধুপুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচিছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ—যম তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছে; যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ?' তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাক্‌বে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা ক'রেছ, তার আর উপায় নেই, আমায় ব'লে দাও, যেদো কোথায়। আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন্‌ রাক্ষসী আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও ব'ল্‌ছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌ছেন, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না?

মদন। অ্যাঁ—অ্যাঁ—যমরাজ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে। যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহসে বুক বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'চ্ছো?

যমদূতকে ভয় কর না?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় ক'চ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্!

মদন। চল—চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্মরাজ, রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ, রক্ষা কর!—যদি ধরে?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধ'র্‌বে, তার উপায় কি ক'রেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদন। চল চল, এই দিকে চল, মরি ম'র্‌বো, ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ, রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ, রক্ষা কর!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

শয্যাশায়িত যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

যাদব। ও কাকাবাবু, একটু জল দাও! আমার আগুন জ্বল্‌ছে গো—আগুন জ্বলছে!

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদব। না গো, জ্ব'লে যায়, জ্ব'লে যায়! আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হবে—দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার ব'ল্‌বে,—'খেতে দাও'; এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্ ক'র্‌বে দেখ্‌বে এখন।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকাবাবু, আমি সন্ধ্যেবেলা ম'র্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না! আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুট্‌ছে। কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

রমেশ। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গুড্ মর্ণিং (Good morning), কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে প'ড়ছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তার বাবু, বাঁচবে তো? বাবুর ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্ব্বস্ব।

যাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচ্‌বো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়!

যাদব। ওগো, আমায় জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in) ক'ল্লে।

ডাক্তার। এত দুধ সুরুয়া র'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ঝুট্।

জগ। ডাক্তারবাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি (Doctor, your fee)।

ডাক্তার। (ফি গ্রহণ করিয়া) একটা ব্লিষ্টার (Blister) দাও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা এখনও জ্বল্‌ছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্বলে গেলুম গো—জ্ব'লে গেলুম,—মা গো, একবার দেখে যাও!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি,—ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর—চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে; বাড়ী ঢোকবার যেন কি মতলব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারাখানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় গলা টিপে মেরে ফেল! জ্ব'লে গেল গো, জ্বলে গেল! ও কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু।

কাঙ্গালী। চল, যাওয়া যাক্, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ডোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন ; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদব। ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি! কাকাবাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকাবাবু!

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝ্‌বে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো—না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো ; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল, দেখা যাক্ গে ; ভজহরিটার সঙ্গে স্থরেশ জুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেকৃছে না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছেকথা ক'য়েছে, স্থরেশ মরে নি।

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রস্থান

যাদব। ও মা, মা গো, কতক্ষণে ম'র্‌বো মা!

বেগে প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। এই যে আমার যাদব। যাদব, যাদব, বাবা!

যাদব। কে ও—কাকীমা এসেছ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পার্‌ছি নি, আমার চোখে কাণে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি কল্লে! ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিল্‌তে পার্‌বো না, গলা আট্‌কে গিয়েছে ; দেখলে না, জল গিল্‌তে পার্‌লেম না। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাক্‌লে মা আমার খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদ্‌তো ; খেতে পাই নি শুন্‌লে মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে ম'রে যাবে। কাকীমা, ব'লো, আমি ব্যামোতে মরেছি।

প্রফুল্ল। বালাই, বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা ব'ল্‌তে নেই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! এই নাও, এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও; আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাক্‌বো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচ্‌বে। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! (পারাভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রবেশ

জগ। কই, কোথায় কি? তুমি যেমন, বাতাস নড়্‌লে ভয় পাও! তোমার ভয় হয়, গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসী! মা'র কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ। নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লেও পার্‌বে না;—দূর হ, দূর হ।

কাঙ্গালী। এ কি সর্ব্বনাশ!

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি ক'ত্তে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে!

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো? তোমায় অধিক কি ব'লবো, তুমি কার জন্য এ সর্ব্বনাশ ক'চ্ছো? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার ক'রছো? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী ক'রেছ? শুনেছি তুমি বিদ্বান, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ ক'র্‌বে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায়!—এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে সুখ আমি তো বুঝতে পার্‌ছি না।

রমেশ। দেখ্‌ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্ নি; ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোকে খুন ক'র্‌বো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে

পিশাচের অধম কার্য্য ক'ত্তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, ধর্ম্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না, সতর্ক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না! তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'ত্তে পারবে না।

মদন। না না, বধ ক'ত্তে পারবে না। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও; না না, বধ ক'ত্তে পারবে না। আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদনা, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি; চাপ্‌রাসি, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও!

রমেশ। প্রফুল্ল, দূর হ—ভাল চাস্ তো দূর হ।

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এতদিন মা'র জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।

জগ। রমেশবাবু, রমেশবাবু কি ক'চ্চো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদন। খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন ক'র্‌বো! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো; সরে যাবি তো যা।

যাদব। কাকীমা, পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে,—আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো! ছি ছি, ছি, তোমায় ধিক, তোমায় সহস্র ধিক! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না।

রমেশ। তবে মর্‌! (প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরণ, ইত্যবসরে কাঙ্গালীচরণ ও জগমণির যাদবকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ)

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জ্জন, জমাদার, ইনেস্‌পেক্টর, পাহারাওয়ালাগণের সহিত সুরেশ,
শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ক'চ্ছিস্‌!

রমেশকে ধৃতকরণ

ডাক্তার। ওরে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে! পাল্‌স্‌ ষ্টেডি (pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নেই।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নেই, ভয় নেই, পারাভস্ম দিয়েছি, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

সুরেশ। ডাক্তারবাবু, এদিকে দেখুন, মেজবৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইস্‌! তাই তো!

সুরেশ। মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি!

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলাম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জানতেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান্‌ আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নেই, সেইখানে নিয়ে যাচ্চেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা ক'র্‌বো না,—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন! ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখনো মনে ক'রো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু)

সুরেশ। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হ'ল! মেজদাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নেই!

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্‌!

ভজ। রমেশবাবু, হাম বোলাথা একঠো জমীন্দার গাওয়া রাখ্ দিজিয়ে! এই দেখুন না, তা হ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না ; এইবার এই বালা পরুন।

ইনেস্‌পেক্টার কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশবাবু, কিছু বে-আইনী নয়, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরে (Criminal procedure) মার্ডার (murder), অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডারে (attempt to murder) বালা মল তুই প'র্‌তে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমা। চোপরাও গন্তানি।

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি ক্যাস (Case) আন্‌বো ; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু ব'ল্‌বে না? এতদিন উকিলের বাড়ী চাকরী কর্ল্লে কি? একটা সেক্‌সন (Section) খোঁজো, তুটো মুখের কথাই খসাও! বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা-মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে।

জমা। কেঁও রমেশবাবু, আবি ধরম দেখলায়া নেই? যব, ভাইকো কয়েদ দিয়া, তবতো বহুত ধরম দেখলায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশবাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে নাকি? তুমি আমার মামী মামার ওপর। সত্যি কথা বলতে কি, মামার মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি।

ইনেস্। রমেশবাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখতে পার্‌লে না ; তা হ'লে একটা হিষ্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (Historical character) হ'তে।

ভজ। রমেশবাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাকবে।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা।

ডাক্তার। ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি? তুমি এই তুধ খাও।

যাদব। আমার মা কি আছে?

ডাক্তার। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নেই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এম্‌নি ছারখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বরবাবু, কি ব'ল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওকে নরকের মেট্‌ ক'রে দেবে। মামাবাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা ক'র্‌তে; এমন পাথর-কুচির প্রাণ, দোহাই ব'ল্‌ছি, আমার বাপের জন্মে দেখি নি। এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে! তোমাদের বাহাদুরি যে, আমার চোখেও জল বা'র ক'রেছ।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, এত পাহারাওয়ালা জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পার্‌লেম না, এই আমার দুঃখ রইল। আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না, তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ ক'রেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়! মামাবাবু, মামীমা, রমেশবাবু, দেখ—আমি যদি জজ্‌ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'র্‌তেম, তোমরা যথার্থ-ই অভাগা!

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। বাপ্‌ রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

সুরেশ। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ! মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ—আমি প্রাণ ধ'রতে পাচ্ছি নি!

ভজ। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—সুরেশবাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। যাদবকে পেলে এই ঢের; আর বেশী কাঁদাকাটা ক'রো না, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, ফের্‌বার তো নয়।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই যে—আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ! দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো দেখ, মর্‌বার সময়ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যবনিকা

জনা

চরিত্র

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ		
মহাদেব		
নীলধ্বজ	...	মাহিষ্মতীর অধিপতি
প্রবীর	...	ঐ পুত্র (যুবরাজ)
অগ্নি	...	ঐ জামাতা
বিদূষক		
ভীম	...	মধ্যম পাণ্ডব
অর্জ্জুন	...	তৃতীয় পাণ্ডব
বৃষকেতু	...	কর্ণপুত্র
অনুশাল্ব	...	দৈত্যাধিপতি, পাণ্ডব বন্ধু
উল্মুক	...	জনার ভ্রাতা
কাম		

ভূতগণ, প্রথমগণ, গঙ্গারক্ষকদ্বয়, ভৈরব, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক, সৈন্যগণ, রাখালবালকগণ।

স্ত্রীগণ

জনা	...	নীলধ্বজের স্ত্রী
স্বাহা	...	ঐ কন্যা (অগ্নির স্ত্রী)
মদনমঞ্জরী	...	প্রবীরের স্ত্রী
বসন্তকুমারী	...	ঐ সখী
নায়িকা	...	দুর্গার সখী
ব্রাহ্মণী	...	বিদূষকের স্ত্রী

সখাগণ, পরিচারিকা, ডাকিনী ও যোগিনীগণ, গোপিনীগণ।

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত—৯ই পৌষ, ১৩০০ সাল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক

নীলধ্বজ। কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর নব-ঘন-কায়
বাঁশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নর-রূপী নারায়ণে পাই দরশন।

অগ্নি। চিন্তা দূর কর, মহারাজ,
আশা তব পূরিবে অচিরে।

জনা। নাহি অন্য বাসনা আমার,
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যজি প্রাণবায়ু;
ভাগীরথী-পদে মতি রহে চিরদিন;
বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি—
মা'র কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।

অগ্নি। মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়।

প্রবীর। তব যোগ্য বীর-সনে সদা রণ-সাধ,
চিরদিন আছে এ বিষাদ,
সমকক্ষ বীর না মিলিল!
বর যদি দিবে, বৈশ্বানর,
ভুবন-বিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি;
মরি কিম্বা মারি,
মিটুক সমর-বাঞ্ছা মোর।

অগ্নি। শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা।

স্বাহা। তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্য সাধ,
পতি মাত্র গতি অবলার,
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।

অগ্নি। প্রেমে বাঁধা, প্রণয়িনি, আছি তব পাশে;
শুন প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি,
'স্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ,
আহুতি গ্রহণ তার কভু না করিব।
ভাব-চক্ষে হের, গুণবতি,
দানি পূর্ব্বস্মৃতি,—
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন করেছেন অর্পণ তোমায়,
বহু ভাগ্য মানি', হৃদি-বিলাসিনী,
করিয়াছি সে দান গ্রহণ।
তুমি বসুমতী,
লক্ষ্মী-শাপে কন্যারূপে পাইলা নরপতি;
বার বার অবতার হ'য়ে নারায়ণ,
তব বক্ষে করিবে ভ্রমণ।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে হেরি' সিংহাসনে,
হ'য়েছিল সাধ তব মনে—
মাধবের রাজীব-চরণ
ধরিতে হৃদয় মাঝে;
ঈর্ষায় মাধব-প্রিয়া দিলা অভিশাপ,—
'নীলধ্বজ ঝিয়ারী হইবে'।
কিন্তু,
বাঞ্ছা-পূর্ণকারী হরি কল্পতরু-শ্যাম,
কারো প্রতি কভু নহে বাম,—
পৃথ্বী-রূপে ধর বক্ষে মাধব-চরণ।
শুন রাজা,
প্রজাগণে জনে জনে কিবা দিব বর,—
নররূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে,
পুরাবেন বাসনা সবার;

আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ প্রস্থান,
ধ্যানে মগ্ন রব সঙ্গোপনে।

অগ্নি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

কি হে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। তোমার ভাব বুঝ্ছি।

অগ্নি। তুমি ত কিছু চাইলে না?

বিদূ। আজ দেখ্ছি, তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি; তাই হ'চ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়,—কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়।

অগ্নি। দূর মূর্খ!

বিদূ। আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সট্‌কাচ্ছ।

অগ্নি। আমি যা করি! তুই কেমন ক'রে বল্লি যে হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়?

বিদূ। আমিই কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধান্‌কাণা,—শুন্‌বে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা?—পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে—গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা! আর রাধা?—তাঁর কাঁদা সার, একশ' বচ্ছর দেখ্‌লেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা-পার, কাণ দেন না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার!

অগ্নি। আরে ছিঃ ছিঃ, তুই কৃষ্ণ-নিন্দা কচ্ছিস্!

বিদূ। নিন্দে কেন? তোমার শ্রীহরির গুণ! যেখানে যান—জ্বালান আগুন; যদি পদার্পণ হলো মথুরায়, অম্‌নি সেখানে উঠ্‌লো হায় হায়! পরে কৃপাময় হ'লেন পাণ্ডব সখা—বেজায় পিরীত, রথের সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা খেলেন। তাই ভাব্ছি, এমন সুখের মাহিষ্মতী পুরী, উদয় হ'য়ে শ্রীহরি, না জানি কি কারখানাটাই ক'র্‌বেন! আমায় যদি বর দাও ত শোন, যদি সট্‌কাতে চাও ত সট্‌কাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও; যদি হরিগুণ গাও, তোমার গায়ে জল ঢেলে দেব। ডাক্‌লেই দয়াময় এসে উদয় হবে, আর রাজ্যটা ছারেখারে দেবে।

অগ্নি। তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে একথা সাজে না। হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণ-তরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন। যে তাঁর পদাশ্রয় পায়, তার ভবের বন্ধন ঘুচে যায়।

বিদু। সে বহুকাল থেকে দেখে আস্‌ছি!—যে ফেরে তাঁর আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে!

অগ্নি। না না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা; তুমি অচিরে তাঁর রাঙা পায়ে স্থান পাবে।

বিদু। তোমার সাতগুষ্ঠি গে স্থান পাক্, তোমার দেবলোক উদ্ধার হ'য়ে যাক্। হুতাশন, নির্ব্বাণ হ'য়ে পরম শান্তি লাভ কর,—আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ; কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না। তা নইলে তোমায় সাফ ব'ল্‌ছি—আমি বামুনের ছেলে, হোম ক'র্‌তে তোমায় আবাহন ক'রে ঘি'র বদলে জল ঢেলে দেব।

অগ্নি। আচ্ছা, তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?

বিদু। আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় প'ড়ে বিশ বার হরি হরি ব'ল্লুম, একবার নাম ক'র্‌লে তরে যায়! আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাব্‌তে হবে না।

অগ্নি।
ধন্য, ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম!
হরি-ভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে!
এক নামে মুক্তি পায় নরে,
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার!
হে ব্রাহ্মণ, অসামান্য বিশ্বাস তোমার,
তুমি যার হিতকারী, তার কিবা ডর!
রণে বনে দুর্গমে সে তরে,
অন্তে পায় হরির চরণ।

বিদু। যেও না দেবতা! আমি খুব চটকদার বামুন, আগাগোড়া তা বুঝে

নিয়েছ, মোণ্ডা পেলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! আমায় আর কৃপায় কাজ নেই; তুমি বল যে রাজার কোন ভয় নেই, তারপর লকূলকে জিব বা'র ক'রে ঘি খাও, আমায় একটু দাও বা না দাও;—ভালমন্দ একটা ব'লে যাও।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তুমি যার প্রতি সদয়, তার কোন আশঙ্কা নাই।

বিদূ। আমার সদয়-নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার ব'লে যাও, রাজার কোন ভয় নেই; দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, দিনকতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়।

অগ্নি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাজার কোন ভয় নেই।

বিদূ। তবে দেবতা, তোমায় প্রণাম করি, আস্তে আস্তে সরি।

প্রস্থান

অগ্নি। দ্বিজোত্তম অতি বিচক্ষণ।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণ

সখিগণ।—

গীত

নটমল্লার (মিশ্র)—খেম্‌টা

প্রাণ কেমন কেমন করে সজনি!
কেন এল না গুণমণি।
ভুলে তো থাকে না সই,
শুকালো কমল-মালা বল এলো কই,
কোমল প্রাণে কত সই,
কেন এল না, বল না, আনি গে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে, ধনি, বিহনে হৃদয়মণি!

মদনমঞ্জরী। সখি, আজ আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না, আমার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে, তিনি কেন্ এখনও এলেন্ না?

বসন্ত। আমার নয়ন-মণি, গুণমণি, না হেরে প্রাণ কেমন করে;
কে লো হায় নিদয় হ'য়ে, হৃদয়-নিধি রাখ্‌লে ধ'রে।

যদি সে যত্ন করে, রাখুক ধ'রে, তায় ত আমার নাইকো মানা ;
বারেক হেরে ফিরে দেব, একবার এনে প্রাণ বাঁচা না।
দেখ্‌ব কেবল চোখের দেখা, তারি রতন থাকৃবে তারই ;
পলকে প্রলয় আমার, না দেখে কি রইতে পারি ?
শুকালে ফুলের মালা, প্রাণের জ্বালা বাড়্‌লো তত,
যদি সই না পাই তারে, দেখে জুড়ুই কতক মত।
সে তো সই নয় লো আমার, মজেছি সই আমার জেনে,
ব'লে দে জানিস্ যদি, কি দিয়ে সই তারে কেনে ?
বুঝি হায় অযতনে, অভিমানে গেছে চলে ;
যা লো যা, আন্ লো তারে, মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে ব'লে।

মদনমঞ্জরী। সত্যি আজ—

বসন্ত। সত্যি নয় ত কি মিছে ?
ও লো সই, সত্যি বলি, মনের কলি ফুটেছে হায় যারে দেখে ;
বল না, মন কি বোঝে, চোখের আড়ে তারে রেখে ?
পল ব'য়ে যায় যুগের মত, সে বিনা সব দেখি আঁধার ;
আমি তায় আমার জানি, বিকিয়ে পায় হ'য়েছি তার।
সে যদি সই পায়ে ঠেলে, প্রাণে বড় দাগা লাগে ;
মনে হয়, পর ত সে নয়, সে যে আমার প্রাণে জাগে।

মদনমঞ্জরী। সই,
পরিহাস কর পরিহার !
কে জানে লো কেন কাঁদে প্রাণ ;
যেন হৃদাগার শূন্যময় মম,
যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি।
কেন লো সজনি,
গুণমণি এখনো এলো না ?
নহে সখি, প্রেমের প্রলাপ,
ছার প্রেম, ক্ষার দিই তায় ;
প্রাণনাথ থাকুন কুশলে,
নাহি চাই ভালবাসা, মিষ্ট সম্ভাষণ,
নাহি চাই দরশন তাঁর।

'প্রাণপতি আছেন কুশলে'
যদি কেহ বলে,
যাই চ'লে নিবিড় অরণ্য-মাঝে ;
সই, নহি আর প্রয়াসী তাঁহার।
কেন হৃদিপদ্মে উঠে হাহাকার,
যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে,
সিন্দুর মলিন যেন শিরে।
যাও, সখি, যাও—
দেখ'—কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন গুন্ গুন্ ধ্বনি,
যেন কে রমণী কাঁদে শোকাতুরা ;
সেই স্বরে, এক তারে, কাঁদে মম প্রাণ !
সজনী লো এনে দাও প্রাণেশ্বরে।

বসন্ত। ও লো তোর নিত্যি নতুন ঢং,
বালাই বালাই, ছাই মুখে তোর, এ কি আবার রং !
অমন কথা বল্‌বি যদি আর,
চ'লে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার।
তোর মনের মুখে নুড়ো জ্বালি, মন নিয়ে তুই থাক্,
আর কি খুঁজে পাও নি সোহাগ ? এমন সোহাগ রাখ্।

মদনমঞ্জরী। সই !
শুন শুন, এখনো সে রোদনের ধ্বনি,
দূরে ক্ষীণস্বরে কাঁদে কে রমণী।
ওই শুন, ওই শুন,
প্রাণ আর বুঝাইতে নারি !
যাও ত্বরাত্বরি,
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন, ওই শুন,
পুনঃ পুনঃ উঠে মৃদু রোল ;
কেন কাঁদে অন্তর আমার !
কি হ'লো, কি হ'লো,

মন না বুঝাতে পারি ;
বল, সখি, এ কি বিড়ম্বনা,
প্রাণনাথ কেন লো এলো না ?
চল যাই, দেখি কোথা পাই,
কোন মতে ধৈর্য্য নাহি মানে মন।

নেপথ্যে প্রবীরকে দেখিয়া

বসন্ত। আয় লো আয়,
নিয়ে দু'জনার বালাই আমরা চলে যাই।
প্রাণনাথ এলো কি না ভাব্‌ছ তাই ?
একলা ব'সে নিরিবিলি চিরকাল ভোগ কর।

গীত

হাম্বির-মিশ্র—ত্রিতালি

এলো তোর প্রাণবঁধু এলো।
টেনেছ প্রেমের ডুরি, লুকিয়ে কোথায় থাকবে বল ?
ওলো এত কি মানা, হাতে ধ'রে কাছে বসা না,
নইলে সই, বল্‌বে বঁধু, সোহাগ জানে না,—
ওলো গরব কিসের তোর,
যার গরবে গরবিনী কর্ তারে আদর ;
থাক্ থাক্ মান তুলে রাখ্, মানে কি বা এল গেল।

প্রবীরের প্রবেশ

প্রবীর। কেন প্রাণেশ্বরি, বিমলিনী হেরি,
প্রভাত-সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে,
কেন আঁখি-জল ঝরে অবিরল,
কেন বিধুমুখে হাসি না নেহারি ?
কেন লো ক'রেছ অভিমান ?
বিলম্বে কি ব্যাকুলা হ'য়েছ ?
অন্তরে অন্তরে, চাঁদমুখ তোমার বিহরে,
তারই তরে দেরী এত।
মুছ আঁখিজল, মন-প্রাণ হতেছে বিকল,

তোল মুখ, হেসে কথা কও,
কেন অধোমুখে রও ?
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।

মদনমঞ্জরী। রাখ রাখ মিনতি আমার,
প্রাণনাথ, কত বল ! বুঝিতে না পারি,
কেন আঁখি-বারি সম্বরিতে নারি,
তুমি পাশে—
তবু কেন হুতাশে পরাণ কাঁদে ?
বল বল কি হ'লো আমার !

প্রবীর। বিলম্ব যে-হেতু মম, শুন লো প্রেয়সি,—
রাজপথে করিতে ভ্রমণ,
সর্ব্বসুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে,
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে।
মনোহর বাজী,
নেচে চলে ফুল-হারে সাজি,
সাধ হ'লো ধ'রে আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে।
হাওয়ায় হারায় বলবান্ হয়,
ছুটিলাম পাছে পাছে তার ;
শ্রম-জল ঝরে অনিবার,
তবু পাছে ধাই তার ;
পাছে করি বহু বনরাজী—
ধরিলাম বাজী,
আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।

মদনমঞ্জরী। আচম্বিতে কোথা হ'তে এলো হেন হয় ?
ভয় হয়—মায়া ত এ নয় !

প্রবীর। চিন্তা ত্যজ সুবদনি, মায়া ইহা নয়।
অশ্ব-ভালে রয়েছে লিখন—
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির,
যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,

অর্জ্জুন রক্ষক তার।
লিখিয়াছে অহঙ্কারে—
'ঘোড়া যে ধরিবে,
ফাল্গুনী বধিবে তারে'।

মদনমঞ্জরী। পায়ে ধরি, প্রাণনাথ, দেহ ঘোড়া ছাড়ি!
ননদিনী-মুখে বার্ত্তা শুনি,
মহাবীর পাণ্ডব ফাল্গুনী;—
খাণ্ডব-দাহনে
পরাজয় ক'রেছিল দেবগণে,
বাহু-যুদ্ধে মহেশে তুষিল,
দেব অরি নিবাত-কবচে নিপাতিল,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পায় পরাজয়,
সর্ব্বত্র বিজয়;
সেই হেতু বিজয় তাহার নাম।

প্রবীর। জানি, সতি, মহারথী বীর ধনঞ্জয়।
অনলের বরে,
হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে,
এতদিনে মিটিবে সমর-সাধ।

মদনমঞ্জরী। যুঝিতে কি চাও, প্রভু, অর্জ্জুনের সনে?

প্রবীর। চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে?
সত্য যেই ক্ষত্রিয়নন্দন,
রণ তার চির আকিঞ্চন,
উচ্চ অধিকার—
ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার?
সম মান জীবনে মরণে।
হ'লে রণজয়, মান্য লোকময়;
পড়িলে সমরে, দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে!
তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী,
সমরে কি ডর তব?
রণসাজে বীরাঙ্গনা সাজায় পতিরে,

হাসিমুখে সমরে যাইতে কহে।

মদনমঞ্জরী। রাখ, নাথ, দাসীর মিনতি,
ছেড়ে দাও হয়,
পাণ্ডব-সংহতি ক'রো না ক'রো না বাদ।
পাণ্ডবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে,
নারায়ণ রথের সারথি,
ভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়।

প্রবীর। হেন হেয় পতি সাধ কি রে তোর?
অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া,
প্রাণ-ভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ-সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।

মদনমঞ্জরী। ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি, পাছে রুষ্ট হন জনার্দ্দন।

প্রবীর। নিজ কর্ম্ম করিলে সাধন,
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার;
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর;
তবে কেন ভাব অকারণ?
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।
যাও, প্রিয়ে, মাতার সদন,
পিতৃসন্নিধানে
যাই আমি দিতে সমাচার।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। অকস্মাৎ কেন, সখা, ত্যজিয়া হস্তিনা,
দাসে আসি দিলে দরশন ?
ও রাজীব-চরণ-প্রসাদে,
করিতেছি অনায়াসে রাজগণে জয় ;
ভয়ে হয় নাহি ধরে কেহ।
কভু যদি কেহ অশ্ব ধরে,
অশ্ব ভালে লিখন নেহারে,
সভয় অন্তরে—
মিনতি করিয়ে কত, বাজী দেয় ফিরে।
বিশ্বজয়ী অধ্যক্ষ সকল,
কেহ নাহি হৃদে বাঁধে বল,
রাখিতে যজ্ঞের হয়।
শুন দয়াময়, পাণ্ডবের সর্ব্বত্র বিজয়,
বিপদ ভঞ্জন নাম স্মরি'।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন সখা,
যে হেতু এসেছি হেথা আজ ;
নীলধ্বজ রাজার তনয়
ধ'রেছে যজ্ঞের বাজী,
মহাবীর প্রবীর তাহার নাম ;
জাহ্নবীর বরে
শিব-অংশে জন্মেছে কুমার,
শূলী-সম বলী রথী,
সমরে তাহার নিস্তার নাহিক কার।
ভাবি পাছে যজ্ঞ-বিঘ্ন হয়।

অর্জ্জুন। যজ্ঞেশ্বর, বিঘ্ন-বিনাশন
বঞ্চনা ক'রো না দাসে।
তুমি সখা যার,
ত্রিভুবনে কি অসাধ্য তার!
কি ছার প্রবীর ওহে শ্রীমধুসূদন!
কৃপায় তোমার,
দুস্তর কৌরব-রণে পেয়েছি নিস্তার,
কালকেও করিয়াছি জয়,
বিজয়-চরণ স্মরি'।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
বিদিত হে বাহুবল তব,
কিন্তু জেনো দেবকৃপা বলবান্।
যার প্রতি দেব রুষ্ট নয়,
শুন ধনঞ্জয়,
ত্রিভুবনে নাহি সাধ্য বিনাশিতে তারে।
দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে
মাতৃভক্তি অপার তাহার।
সত্য কহি,
শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন—
বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মান ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়।
মাতৃভক্ত মহাতেজা!
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।

অর্জ্জুন। গর্ব্ব, মান, বীর-অহঙ্কার—
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,

নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।
তব যজ্ঞ-ভার, পাণ্ডব তোমার,
তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার,
কিবা চিন্তা তার ;
নিজ-কার্য্য উদ্ধার', কেশব !

শ্রীকৃষ্ণ। শিব-বলে বলী বীর প্রবীর কুমার,
শিব-পূজা বিনা কার্য্য না হবে উদ্ধার।
ধ্যানযোগে চল চাই কৈলাস-আলয়,
চল কুঞ্জবনে নিভৃতে বসি গে ধ্যানে।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনার কক্ষ

জনা ও প্রবীর

প্রবীর। দাও, মা গো, সন্তানে বিদায়,
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি।
ক্ষত্রিয়-সন্তান অপমান কেন সব ?
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার—
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে।
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন,—
করি' অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ,
চলে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি !
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে,
বিফল জীবন,
শত্রুভয়ে অস্ত্র ত্যজি' দাসত্ব করিব !

বীরদম্ভে অশ্ব-ভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,—
ত্যজি' রণ ক্ষত্রিয়-নন্দন
পরাজয় মানি লব—
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব ?
কেন মা গো ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে !

জনা। বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,—
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি !
বলবানে পূজা-দান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে।

প্রবীর। ডরে পূজা—ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে ;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে ;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী ?
রণে যদি না যাই জননি,
দেবতার হবে অপমান।
মা গো, তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তোর পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,—
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে ?

জনা। নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে, পাছে তোর হয় অকল্যাণ!

প্রবীর। রণ-মৃত্যু হ'তে কিবা আছে মা কল্যাণ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয়-রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননি?
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ?
পিতার নিষেধ যদি,
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—
রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান দিও না জননি!
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হোক্ যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

নীলধ্বজ ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। এই যে মায়ে পোয়ে একত্র হ'য়েছেন! নিশ্চয় দামোদর আসছেন, সন্দেহ নাই; অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয়? মনে ক'চ্ছ রাজা, রাণী ঠাক্‌রুণ বোঝাবেন; উনি না ঢাল খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাঁড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হ'য়েছে। আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লেছেন, কেঁদে দুলাল রাণীর কাছে এসেছে! সকাল থেকে পুরে হরি হরি রব, এ কি বিফল হয়?

নীলধ্বজ। রাণি, নিবার কুমারে তব,
চাহে রণ অর্জ্জুনের সনে!
অবোধ বালক,
নাহি জানে পাণ্ডব-বিক্রম!

শঙ্করে যে বাহুযুদ্ধে তোষে,
ত্রিভুবনে যার যশ ঘোষে,
অবোধ নন্দন দ্বন্দ্ব চাহে তার সনে ;
নহে, কহে—'ত্যজিব জীবন'।
সভয়ে কহিল হুতাশন—
অর্জ্জুনেরে পূজা দিতে ;
বাজী ফিরে দিতে, পুত্রে বুঝাও মহিষি !

জনা। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম মহারাজ !
কিন্তু প্রভু, ক্ষত্রিয়-জননী,
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ ?
কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে,
যুদ্ধকর্ম্ম ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ;
চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন,
মা হ'য়ে কি হেতু কহ করিব বারণ ?

বিদূ। বুঝ্‌লেম, ত্রিভঙ্গ মুরারি শীঘ্র এসে পুরী অধিকার ক'চ্ছেন, তার আর সন্দেহ নাই ! করুণাময়ের কৃপা-বলে হাহাকার উঠ্‌লো ব'লে ! থাকি চেপে, বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে।

নীল। শুন সখা, কি বলে মহিষী !

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ—ব'ল্‌ছেন—ব'ল্‌ছেন—

জনা। তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্তম।

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ,—সত্যি তো, সত্যি তো—তাই তো—তাই তো,—(স্বগত) মাগী এখন রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় বাবা !

নীল। বাতুল হ'য়েছ রাণি,
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
সমর পাণ্ডব সনে কভু কি সম্ভবে ?
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ জগতে বিদিত ;
দেবতা-মণ্ডলে—
পরাজয় পুরন্দর পাণ্ডব-সমরে !

জনা। পাণ্ডবে পূজিতে সাধ নাহি হে রাজন্,
পাণ্ডবের কীর্ত্তি-গান—

শ্রবণে নাহিক সাধ মম।
জানি প্রভু, তোমার চরণ;
পূজা করি জাহ্নবীরে;
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী, মম পাণ্ডবে কি ডর?
দেব-বরে দেব-সম জন্মেছে কুমার,
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ,
তাহে বাদ কি কারণে সাধ' নরনাথ?

নীল। পতনের অগ্রগামী হেন বুদ্ধি রাণি!
এই বুদ্ধি করি' দুর্য্যোধন
হইয়াছে সবংশে নিধন;
ধ্বংসপ্রায় ক্ষত্রকুল এ বুদ্ধি-প্রভাবে।
কৃষ্ণার্জ্জুন-সনে বাদ নরে না সম্ভবে;
বিধাতা বিমুখ যার রন্ধ্রগত শনি,
হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে।
পূজ্য জনে পূজাদানে অসম্মত যেই,
তার নাহি সম্মান জগতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন নর-নারায়ণ,
অবতার হরিতে ধরার ভার,
নরশ্রেষ্ঠ পূজ্য লোক-মাঝে।
দুষ্টবুদ্ধি নাহি হবে যার,
কৃষ্ণার্জ্জুনে অবশ্য পূজিবে,
নহে, দুর্য্যোধন-সম অবশ্য মজিবে।

জনা। হীনবুদ্ধি নারী, বুঝিতে না পারি—
কেমনে মজিল দুর্য্যোধন!
হ'য়ে সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর
কাটাইল অতুল প্রতাপে,
অতুল গৌরবে পড়িল সম্মুখ-রণে!
জীবনে মরণে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন!
পূজ্য জনে পূজা দান অবশ্য বিধান,
পূজা-আশে আসে নাই ধনঞ্জয়;—

দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয়-সমাজে
বীর-দম্ভে ফেরে ল'য়ে বাজী ;
যেন কহে,—
'আছ কেবা কোথা শক্তিমান্,
আগুয়ান হও রণে'।
হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে,
শত ধিক্ হেন অস্ত্রধরে,
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে।
পুত্রের কল্যাণ, প্রভু, কর কি কামনা ?
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি ?
ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায়
পুত্রবর চায় রণে যেতে
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে ;
মন্দ যদি তায় কভু হয় নরনাথ,
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত,
প্রফুল্লনয়নে—
নন্দনে হেরিব রণস্থলে।
বীর-মাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ,
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব,
তুমি না নিবার, রাজন্!

নীল। বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা,
নহে কেন হেন বুদ্ধি ঘটিবে তোমার!
বংশের দুলালে চাও অর্পিতে শমনে ?
ব্রহ্মশির পাশুপত অস্ত্র করগত,
নিবাতকবচ হত প্রভাবে যাহার,
রণসাধ তার সনে ?
বিড়ম্বনা বিনা জন্মে হেন বুদ্ধি কার!
যতক্ষণ নাহি রোষে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন,

সযতনে দুইজনে আনিয়ে আলয়ে,
বহুমানে ফিরে দিব হয়।
রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা,
যাও রণে নন্দনে লইয়ে ;—
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।

জনা। দেহ আজ্ঞা,—যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই,—
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব,—
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।
নারায়ণ অরি-রূপী যার,
করগত গোলোক তাহার।
সুসময় উদয় ভূপাল,
অরি-রূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।
রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।
ব'য়ে যায় জাহ্নবীর পূজার সময়,
বিদায়, চরণে এবে।
যথা ইচ্ছা কর নরপতি,
পতি তুমি—কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব। প্রস্থান

নীল। রাখ বাক্য, রণ-সাধ ত্যজহ প্রবীর!

প্রবীর। দাস পদে আজ্ঞাবাহী, দেব,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব।
কিন্তু তাত,
নিবেদন করি শ্রীচরণে,
কলঙ্ক-কালিমা-মাখা কুৎসিত বদন
লোকে কভু না দেখাব আর।
কহ কিবা আজ্ঞা, দেব, কিঙ্করের প্রতি?

নীল। যাও পুত্র,
ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণা-ভবনে,
মন্ত্রণার মত কার্য্য করিব পশ্চাতে।

প্রবীরের প্রস্থান

বিদূ। আর কি মন্ত্রণা? যদি ভালই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হলেই কিছু গোলযোগ; কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানাহানি না হ'য়ে যে যায়, এমন তো বুদ্ধি যোগায় না! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজকার্য্যে নারী, তার উপর বেজায় বাঁকোয়ারা স্থত, কিছু না কিছু জুত আস্‌ছে নিশ্চয়। মন্ত্রণা ক'রে কি হবে বল? যা হয় একটা ক'রে ফেল। হরি হে! তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেকো, অন্তিমকালে দেখো, আর রাজবাড়ীতে ছুটো মোণ্ডার পথ রেখো।

নীল। বল দেখি, সখা, এখন উপায়?

বিদূ। রাজারাজ্‌ড়া গেল তল, বামুন এখন উপায় বল।—উপায় বড় যোগাচ্ছে না।

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।

বিদূ। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।

নীল। কিন্তু জয়-আশা ত কোন মতেই নাই।

বিদূ। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশা ধ'রে যদি কাজ করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘটে, সেই একটা কথা।

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

বিদূ। অমন কাজ কদাচ ক'র্‌বেন না, মহারাজ! কাঙালের এই কথাটি রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারুর কখন হয় নি। আমি সাত দিন যদি মোণ্ডা খেতে না পাই, মনে এলেও নাম মুখে আনি নে; কি জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আন্‌ছে, চতুর্ভুজ হ'লে পাশ ফিরে শুতে পার্‌ব না। মহারাজ, ঐটি আমার মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ ক'র্‌বেন না। আর তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন, যাঁরে ইচ্ছে হয় ডাকুন। বাঁকাঠাকুর সোজা পথে চ'ল্‌তে শেখেন নি। মুনি-ঋষিরা বলে—শোনেন না,—'যদি বাঁকাটিকে চাও ত সৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে

দাও, কপ্নি নাও'। লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় কেবল ফির্‌ছেন—কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখ্‌বেন, কোন্ সতীর কঙ্কণ খুল্‌বেন, কোন্ কুল নির্ম্মূল ক'রে গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন! করুণাময়ের চরিত্র শুনে আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে'। মহারাজ, ভোরের বেলা রজকের মুখ দেখে উঠি, সেও ভাল, তবু শ্রীহরি স্মরণ ক'রে কখনও উঠ্‌ছি নি। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সে,—তার চোদ্দপুরুষ অকুলে ভেসেছে।

নীল। ছিঃ সখা, অকারণ কেন কৃষ্ণ-নিন্দা ক'চ্ছ?

বিদূ। নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা বল্লেই স্তব হ'তো। মুনিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। নাম কি না মুরারি, নাম কি না ধনুধারী, নাম কি না কংসারি, দানবারি, অরির-ই একেবারে কেয়ারি! নাম কি না ননীচোর, নাম কি না বসনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর। যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এক গাড় ক'রে, যোগাড় ক'রে আপনার ভাগ্নে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখ্‌লে না, তাকে ডেকে উপায় হবে, কদাচ ভেব না। যদি ঐহিক সুখ চাও ত হরিনাম যেথা হয় কাণে আঙুল দাও; আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে বনবাসে যাও। ভব-নদীর কাণ্ডারী কি না! নৌকা-ভরা লোক তো চাই, দেহ ধ'রে এসে দেশে দেশে ফিরে লোকের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন তাই। ও মা, এই মারে তো এই মারে, কাট্ শিশুপালের মাথা, ফাঁড়্ জড়াসন্ধকে। শুনেছি, ধরার ভার হরণ ক'র্‌তে এসেছেন, তা ধরার ভার বেশ হাল্‌কা ক'রে যাচ্চেন বটে।

নীল। কৃষ্ণ বিনা এ সঙ্কটে না হবে উপায়;
কৃষ্ণের রাজীব-পায় লইব আশ্রয়।

প্রস্থান

বিদূ। হরি হে, তোমার দোহাই—শীঘ্র না চরণ পাই। দুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি, দু-দিন খেয়ে যাই।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস পর্ব্বত—উপত্যকা

মহাদেব, প্রথমগণ ও যোগিনীগণ

প্রমথগণ। গীত

দেশকার—তাল লোফা

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।
হরিনাম প্রেমভরা হরি বলি আয়॥
নাচ ভাই হরি ব'লে, নামে রস উথ্‌লে চলে,
কর নাম বদন ভ'রে, নামে মন মাতায়॥
হরিনাম কর্‌বি যত, সাধের তুফান উঠ্‌বে তত,
সাধে সাধ সাগর হ'য়ে উজান ব'য়ে যায়।
হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা;
নামে কারু নাইকো মানা, যে চায় সে তো পায়।

মহাদেব। হরি বল, প্রমথমণ্ডল,
নাচ হরি ব'লে বাহু তুলে!
প্রেম-নিকেতন, প্রেমের গঠন,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমময।
হরিনাম কীর্ত্তন কর রে কুতুহলে—
প্রেমানন্দ যে নামে উথলে,
যে নামে উন্মাদ ভোলা।
হরি, হরি, বাঁশরীবদন,
ব্রজনাথ, রাধিকারঞ্জন,
রাস-রসে-বিভোর-রসিকবর!
রসের সাগর উথলে রসের নামে!
গোবিন্দ, গোবিন্দ, অপার আনন্দ,
বাঁকা শ্যাম, গুণধাম, আনন্দ-পুতলী,
বনমালা গোপিনীর প্রাণ।
উচ্চ রবে কর নাম-গান—

হরি বল, হরি বল, বল হরি হরি !
উচ্চ রবে হরি বল, শিঙ্গা ;
হরিনাম বাজাও, ডমরু ;
কুলু কুলু রবে
হরিধ্বনি জটা-মাঝে কর সুরধুনী ;
হরিনামে ত্যজ শ্বাস, ফণী ;
মাত, বৃষ, হরিনামোৎসবে ;
হরিনামে মত্ত হও, কৈলাসশিখর !

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ এবং মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলিঙ্গন

গীত

যোগিয়া—তাল লোফা

যোগিনীগণ। হরি, হরি, হরি,
প্রমথগণ। হর, হর, হর,
উভয়ে। কায়ে কায়ে মিল্‌লো ভালো।
প্রমথগণ। মদনদহন,
যোগিনীগণ। মদনমোহন,
প্রমথগণ। রজতবরণ,
যোগিনীগণ। আধ কালো।
(আধ) গোপিনী-মোহন চাঁচর কেশ,
প্রমথগণ। (আধ) ঘনঘটা জটাজাল,
আধ ভস্ম-লেপন,
যোগিনীগণ। চন্দন আধ, বনমালা,
প্রমথগণ। হাড়মাল।
যোগিনীগণ। আধ ভালে তিলক-ঝলক ;
প্রমথগণ। শিশু-শশী আধ ভাল।
যোগিনীগণ। মণিকুণ্ডল দল দল দল,
প্রমথগণ। ফণিকুণ্ডল করাল।
যোগিনীগণ। আধ পীতবসন, ভুবনমোহন,
প্রমথগণ। আধ বাঘছাল,
যোগিনীগণ। রক্তোৎপল যুগল চরণ,
উভয়ে। হরি-হরের রূপে ভুবন আলো।

মহাদেব। জানি, পীতাম্বর,
পবিত্র কৈলাসপুরী কিসের কারণ।
কৈল জনা জাহ্নবী-অর্চ্চনা,
পুত্রের কামনা করি';
জাহ্নবীর অনুরোধে কিঙ্করে আমার
পাইয়াছে জনা গুণবতী।
মহাশক্তি মাতৃভক্ত প্রবীর সুধীর,—
ত্রিভুবনে নাহি হেন বীর
নিবারিতে মহাশূরে;
কিন্তু পূর্ণ হয়েছে সময়,
আনিব দাসেরে পুন কৈলাস-আলয়ে—
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে।
মাতৃপদধূলি ল'য়ে পশিলে সমরে
শূল নাহি স্পর্শিবে তাহায়।
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে।
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে,
মাতৃনাম যেই দিন না লবে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।
যাও, ধনঞ্জয়,
সদয়া অভয়া তোর প্রতি।
সখা তোর হরি—
হরি-ভক্ত—প্রাণ মম, বিদিত ভুবনে।
প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ
পাঠাইব পার্ব্বতীর প্রধানা নায়িকা।

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর গৌরীপতি ভোলা,
অনাদি পুরুষ সনাতন,
জগদ্‌গুরু কল্পতরু আশুতোষ হর,
মহেশ শঙ্কর,
দিগম্বর বৃষভবাহন,
জটাধর রজতভূধর,

কিঙ্কর বিদায় মাগে ;
প্রণমে পাণ্ডব,—পদে রেখো, ভূতনাথ।

অর্জ্জুন। পশুপতি, হীনমতি স্তুতি নাহি জানি।
বীর-সাজ দিয়াছ আমায়,
ধনু ধরি' ফিরি হে ধরায়,—
তব কার্য্য নিমিত্ত, মহেশ!
কিঙ্করে, শঙ্কর, রেখ চরণ-অম্বুজে।

গীত

দেশমিশ্র—ঠুংরী

যোগিনীগণ। বনফুলভূষণ শ্যাম মুরলীধর, গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথগণ। বিভূতিছাদন বিষাণবাদন, ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী।
যোগিনীগণ। দুকুলচোরা রাস রসিকবর,
প্রমথগণ। উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটি হরহর,
যোগিনীগণ। রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু মঞ্জীর গুঞ্জন,
প্রমথগণ। ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব-নর্ত্তন,
যোগিনীগণ। মনোন্মাদিনী, রঙ্গিণী গোপিনী-মোহন মানভিখারী,
প্রমথগণ। মূঢ় চন্দ্রচূড় হাড়-মাল-গল জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবী-বারি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জনার পূজা গৃহ

জনা পূজায় আসীনা

জনা। মা জাহ্নবি, তোমার পাদপদ্ম পূজা ক'রে পুত্র কোলে পেয়েছি ; দেখো মা, দাসীরে বঞ্চনা ক'রো না! মা হ'য়ে, মা, মার প্রাণে ব্যথা দিও না! নিস্তারিণি, সঙ্কটে নিস্তার কর ; তোমার পাদপদ্ম এ কিঙ্করীর একমাত্র ভরসা। কলনাদিনি, হরশিরোবিহারিণি, দেখো মা, অকূলে ভাসিও না ; ভবরাণি, ভবভাবিনি, জননি, বড় দায়ে ঠেকেছি।

স্তব

তরঙ্গ-অঙ্গিনি, আতঙ্কভঙ্গিনি,
শিবশিরোরঙ্গিণি, শুভঙ্করি !
মাতঙ্গমর্দ্দিনি, মঙ্গলবর্দ্ধিনি,
মহেশবন্দিনি. মহেশ্বরি !
প্রবল প্রবাহিনি, সাগরবাহিনি,
অভয়প্রদায়িনি, অভয়করা !
কুলুকুলুনাদিনি কলুষবিবাদিনি,
ভক্তপ্রসাদিনি, দুরিতহরা !
পঙ্কজমালিনি, আশ্রিতপালিনি,
সন্তাপচালিনি, শ্বেতকায়া !
বর দে, বরদে, জয় দে, জয়দে,
দেহি, শুভদে, চরণ-ছায়া।

গীত

রামকেলি—যৎ

মা হ'য়ে, মা, মা য়র মনে ব্যথা দিও না, জননী,
সমর-সাগর ঘোরে সঁপি গো নয়নমণি।
স্মরি' পদ-কোকনদে, ঝাঁপ দিছি এ বিপদে,
পতিত দুস্তর হ্রদে. তার' পতিতপাবনি !
তুমি মা প্রসন্ন হ'য়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে,
অভয়ে, ডাকি মা ভয়ে, চাহ প্রসন্নয়নি !

কেন রে মন, তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছিস্? আমার প্রবীরের অকল্যাণ হবে ! যদি স্থির না হোস্, আমি জাহ্নবীতটে ব'সে তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বুক চিরে' তোকে বা'র ক'র্‌ব। হীন প্রাণ, প্রবীর আমার জাহ্নবীর বরপুত্র, তার অমঙ্গল আশঙ্কা করিস্? আমি কি ক্ষত্রিয়পুত্রী নই? আমি কোথায় মঙ্গল-গান ক'রে হাস্য মুখে কুমারকে যুদ্ধে বিদায় দেব, তা নয়, আশঙ্কায় অভিভূত হ'য়েছি ! আমি অতি হীনা, যদি মনস্থির না ক'র্‌তে পারি, কালি প্রাতে জাহ্নবীসলিলে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব। দেখছি, আমি ক্ষত্রিয়-জননী নই,

—চণ্ডালিনীর ন্যায় আমার আচার! বীরমাতা হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরব-পথে কি কণ্টক হ'ব? কদাচ নয়,—জনার জীবন থাকতে নয়। প্রাণ, তুই বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে বাহির হ, ক্ষতি নাই; আমি পণ ক'রেছি—রণ, রণ, রণ—স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে বারণ হবে না।

স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

মদনমঞ্জরী। মা, তোমার মিনতি চরণে,
রণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।
যমজয়ী রথিবৃন্দ-সনে
একা কেবা নিবারে অর্জ্জুনে?
কর মানা, রণে যেতে দিও না, দিও না।
দুখিনী নন্দিনী—পদে পতি-ভিক্ষা চায়,
বঞ্চনা ক'রো না তায় নিদয়া হইয়ে।
ও মা, দারুণ পাণ্ডব, সহায় কেশব,
ইন্দ্রে জিনি' অনলে করিল পূজা,
হুতাশন হীনতেজ অর্জ্জুনের শরে।
রণে দে, মা, ক্ষমা,
হাহাকার তুল না গো রাজপুরে।

জনা। পতির মঙ্গল যদি চাহ, গুণবতি,
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।
রাজ-কার্য্য পুরুষের ভার,
অংশী তুমি কেন হও তার?
জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,
রণ শুনি' বিষণ্ণ হ'য়ো না, বালা।
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ;
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম;
বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে।
যদি শুনে থাক পাণ্ডব-কাহিনী,—
দ্রুপদ-নন্দিনী এলাইল বেণী

স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে ;
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়
রন্ধনশালায় পশি',
ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে ;
শত ভাই কীচক নিধন তাহে।
উত্তর গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রাম-জয়ী ভীষ্মদেব-সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গনা ;—
বীর-পত্নি, নিরুৎসাহ ক'রো না পতিরে।
বীর-কার্য্যে ব্রতী তব পতি ;
নিজ-কার্য্যে রহ গুণবতি।
ত্যজি' ভয়, ক্ষত্রিয়তনয়া,
উচ্চ কার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান।

মদনমঞ্জরী। কৃষ্ণ-সখা অজেয় পাণ্ডব শুনি, রাণী,
তাই মা গো কেঁদে ওঠে প্রাণ !
শুনেছি, মা, অমঙ্গল-ধ্বনি আজি,—
যেন দূরে,
মৃদু স্বরে কাঁদে কে প্রভুর নাম স্মরি' ;
মনে হ'লে, এখনো শিহরে কায় !
মা হ'য়ে, মা, অকূলে ফেল না দুহিতায়,
আপন নন্দনে, মা গো, নাহি ঠেল পায়।

জনা। এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ কুল হ'তে ?
যুদ্ধ-কার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে তথা অমঙ্গল আশঙ্কা সর্ব্বদা ;
কিন্তু তোর সম,
শুনি' দূর সমীরণ-ধ্বনি,
রোদনের ধ্বনি অনুমানি—
অকল্যাণ-চিন্তা কেবা করে ?
আরে হীনমতি,
পতি-ভক্তি এই কি তোমার !

কেবা সে অর্জ্জুন?—কেবা নারায়ণ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে।
ভাব তুমি—শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়,
হীন মম প্রবীর তনয়?
কুলবালা, কুলব্রত কর আচরণ।
যুদ্ধ-পণ কভু মম হবে না লঙ্ঘন।

প্রস্থান

মদনমঞ্জরী ননদিনী,
ধরি পায়, জননীরে কর লো মিনতি।
পাণ্ডব-সমরে কারু নাহিক নিস্তার,
বারবার শুনিয়াছ বৈশ্বানর-মুখে।
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা কর, গুণবতি,
কাঙ্গালিনী পায়ে ধরি' যাচি প্রাণপতি।
বল গিয়ে জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে;
কার শক্তি কৃষ্ণ-সখা পাণ্ডবে জিনিতে?

স্বাহা। মাতার বদন-ভাব করি' দরশন,
বাক্য নাহি সরিল আমার।
শুনেছ ত, ঠেলেছেন পিতার বচন!
বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ,—
ভালমতে জানি জননীরে।

মদনমঞ্জরী। বল, তবে কি উপায় করি, সুলোচনে,
এ সঙ্কটে কিসে হব পার?

স্বাহা। চল, সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে;
কৃষ্ণ-গুণ-গানে তুষ্ট করি' ফাল্গুনীরে
মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল।
পার্থের বচন, শুনি, মিথ্যা কভু নয়;
যদি তিনি দানেন অভয়,
তবে ত উপায়,—
নহে সঙ্কট বিষম।

মদনমঞ্জরী। জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছি হারা ;
কর ত্বরা বিহিত, ননদী।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যে বটবৃক্ষ

দুই জন গঙ্গা-রক্ষকের প্রবেশ

১ম রক্ষক। সেদিন যে মজা হয়েছিল! সেদিন একজন ছাপ-কাটা, তুলসীর-মালা-আঁটা গঙ্গায় যাচ্ছিলেন ম'রতে,—চিরকাল পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ক'রেছেন,—এখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ ক'রবেন! খাটে চ'ড়ে, গলা টিপে বেটার দফা সারলুম; তে-শূন্যে ম'লো,—গো-ভাগাড়ে আমগাছে ভূত হ'য়ে আছে।

২য় রক্ষক। আমিও কাল খুব মজা করেছি! দিনের বেলা যোগী সেজে থাকতেন, রাত্তিরে সেবাদাসীর কোলে শুতেন; মাতব্বর শিষ্যেরা সব জড় হয়ে ঘাড়ে করে গঙ্গায় দিতে চলেছিলেন; ঝড় তুলে, পগারে ফেলে, ঘাড় বেঁকিয়ে ধরলেম;—এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে বেহ্মদত্তি হয়ে আছেন।

১ম রক্ষক। মজার মধ্যে মজার একশেষ হয়েছিল একটা পূজারী বামুন নিয়ে!—যোগাড় ক'রে একটা নিষ্ঠে বামুন তাকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত এনেছিল। চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে শ্বাস টান্‌ছে; যারা নিয়ে গেছে, তাদের একটু তন্দ্রা এসেছে; আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাটাকে ব্যাস-কাশীতে মারলুম, আর চিৎ হয়ে তার সাজ সেজে খাটের উপর শুলুম। ব্যাটার গাধা-জন্ম হয়েছে; কিন্তু শেষটা গঙ্গা পাবে, গঙ্গার হাওয়া লেগেছিল গায়,—উদ্ধার হবেই হবে। এক জন্ম তো ধোপার বোঝা ব'য়ে, ঘাস খেয়ে আসুক।

২য় রক্ষক। ওসব কথা থাক্ ভাই; এখন ঘোড়া কোথা পাই বল্! ছিষ্টি খুঁজ্‌লুম,—মা বলেছেন, ঘোড়া চুরি ক'রে এনে পাণ্ডবদের দিতে;—পাতি পাতি ক'রে ঘর খুঁজ্‌লুম, নগর খুঁজ্‌লুম, অশ্বশালা খুঁজ্‌লুম, ঘোড়া ত কোথাও পেলুম না!

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। কে বাবা, দুষ্মন চেহারা! রাত-দুপুরে অশথতলায় খাড়া আছ? যে রাজ্যময় হরি-হরি-রব, অমন তর-বেতর চেহারা দেখা দেবে বই কি! মতলবখানা কি? কারুর ঘরে আগুন দেবে?

১ম রক্ষক। কেন, ঠাকুর, অকারণ আমাদের গালাগালি ক'র্ছ?

বিদূ। গালাগালি আর কি ক'চ্ছি, ত্রিবক্রবদন? চেহারা দু-খানা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্ছি; চেহারা দেখে প্রাণ খুসী হয়েছে, তাই পরিচয় চাচ্ছি। এই তোমাদের মতন চটকদার চেহারাই খুঁজ্‌ছি! কোথা যাচ্ছিলুম জান? চোরপাড়ায়। তা আমার বরাত ভাল, পথে আপনাদের দর্শনলাভ।

২য় রক্ষক। চোরপাড়ায় কেন যাচ্ছিলে, ঠাকুর?

বিদূ। অন্তরা ভাংচি, একটু সবুর কর না;—ঘোড়া চুরি ক'র্‌তে পার্‌বে?

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি কি আমাদের চোর পেলে?

বিদূ। অধীনকে আর বঞ্চনা কেন? আগুন কি চাপা থাকে চাঁদ? আমি কি আর বুঝতে পারি না? তোমরা বোনেদি লোক, এক পুরুষে কি আর অমন ছাঁচ দাঁড়িয়েছে? রাজার ঘোড়াশালা থেকে যত ঘোড়া পার চুরি কর, আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি ক'রো, কেবল একটি ঘোড়া পাণ্ডবদের ছেড়ে দিও—এইটি আমার মিনতি। সেই ঘোড়ার পরিবর্ত্তে,—রাজা বামনীকে একটি হীরের কাঁঠী দিয়েছিল,—চাও যদি, এনে শ্রীকরে অর্পণ ক'র্‌ব।

২য় রক্ষক। কি ঠাকুর, মিছে বক্ বক্ ক'র্‌ছ? আমাদের কি বদমায়েস পেয়েছ?

বিদূ। কেন বাবা, এই রাত-দুপুরে খড়া বেয়ে উঠবে, এটা ওটা সেটা কি হাতাবে বল? পাঁওদলে রাজার অশ্বশালে চল, নানান রকম ঘোড়া আছে, নিয়ে সর। ভাব্‌ছ—অশ্বরক্ষকেরা? তাদের মাদক দিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়েছি; তবে ঘোড়ার চাটের ভয়ে আমি এগুতে পারি নি।

১ম রক্ষক। তোমায় ক'টা ঘোড়া দিতে হবে?

বিদূ। বালাম্‌চিটি না। ঐ একটি ঘোড়া পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই আমার অনুরোধ; তার বদলে হীরের কাঁঠীটি পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি।

২য় রক্ষক। আচ্ছা, আমরা ঘোড়া পেলে তোমার কি লাভ হবে?

বিদূ। কি জান, আমার শূল ব্যথা হয়েছিল, তাই পঞ্চানন্দের কাছে হত্যা দিছিলুম। আর-জন্মে তুমি ছিলে আমার মেসো, আর উনি ছিলেন আমার পিসে ; তাই পঞ্চানন্দ হুকুম দিয়েছেন, যদি তোর মেসো-পিসেকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারিস্, তা হ'লে তোর শূলব্যথা সারবে। প্রাণের দায়ে জখম হ'য়ে এসেছি বাবা! তবে বাপধন, শুভাগমন হোক্।

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি ঠিক ঠাউরেছ, আমরাও ঘোড়া চুরি ক'র্‌তে এসেছি!

বিদূ। তবে, সোনারচাঁদ, এতক্ষণ চালাকি ক'চ্ছিলে কেন? ঘোড়াচোর তোমাদের বদনের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা,—এ কি ঢাকৃতে পার? তা এস, ত্বরা কর।

১ম রক্ষক। কিন্তু ঠাকুর, তোমার কি দরকার না বল্লে, আমরা যাব না।

বিদূ। এই যে ভেঙে বল্লুম, যাদু!

১ম রক্ষক। সত্যি না বল্লে আমরা এগুচ্ছি না।

বিদূ। সুপাত্রে অশ্ব-দান,—আর কি? বাক্য-ব্যয়ে রাত ব'য়ে যায়।

২য় রক্ষক। ঠাকুর, আমরা তো অশ্বশালা খুঁজে হাল্লাক হ'য়েছি, খুঁজে তো পেলুম না!

বিদূ। সে ভাবনায় কাজ কি? আমার পেছনে এস না, একটা ভার আমার ওপরেই দাও না।

১ম রক্ষক। তবে চল, ঠাকুর।

বিদূ। ভ্যালা মোর্ বাপ রে, একেই বলি চোর-শিরোমণি!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গাভ্যন্তর

মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। মাহিষ্মতীপুরী হায় মজে এতদিনে!
কৃষ্ণদ্বেষী হ'লো নরবর,
উপদেষ্টা বালক-রমণী!
যে জন পাণ্ডব-অরি, কৃষ্ণ অরি তার ;
কৃষ্ণ শত্রু যার, তার কোথায় নিস্তার?

কারু কথা রাজা নাহি মানে,
যুদ্ধ পণ পাণ্ডবের সনে !
হয় বুঝি বংশ-নাশ মহিষীর দোষে ;
কহ, সেনাপতি, উপায় সঙ্কটে ?

সেনাপতি। প্রস্তর বাঁধিয়া পায় ডুবিলে পাথারে,
লম্ফ দিলে গিরি-শির হ'তে,
কে কোথায় পায় পরিত্রাণ ?
জীবনের রাখে যেই সাধ,
অর্জ্জুনের সনে কভু সে কি করে বাদ ?
যুদ্ধের নিয়ম হয় সমানে সমান,
বলীয়ানে পূজা-দান শাস্ত্রের বিধান।
মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে জেনে শুনে,
কে কোথায় কৃষ্ণে করে অরি ?

১ম সেনানায়ক। বাক্য-ব্যয় করি অকারণ,
শ্রেয়ঃ কার্য্য উচিত এখন।
কহ, মন্ত্রীবর, কিবা তব অভিপ্রায়,—
পাণ্ডব-বিরুদ্ধে কালি যাবে কি সমরে ?

মন্ত্রী। কহ অগ্রে কিবা মত তোমা সবাকার ?
মম মত কহিব পশ্চাৎ।
যুক্তি স্থির কর ত্বরা ;
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে,
প্রাণ দিতে পাণ্ডবের শরে ;
অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর।
মারীচের দশা মো সবার,—
রাম, নয় রাবণ মারিবে।

সেনাপতি। বিপক্ষ পাণ্ডব—রণ অসম্ভব।
প্রভাত নিকট, কর উপায় সত্বর।

১ম সেনানায়ক। মোর মত জিজ্ঞাস হে যদি,
কহি সত্য কথা, প্রাণ বড় ধন,

অকারণ বিসর্জ্জন দিতে নাহি সাধ।
পড়িতে অনল-মাঝে পতঙ্গের প্রায়,
যুক্তি না যুয়ায় মম।

সেনাপতি। চলে তবে, মন্ত্রীবর, নৃপতি-সদনে,
বুঝাই রাজায় ক্ষমা দিতে কাল-রণে।

মন্ত্রী। বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর,
কোন কথা রাজা নাহি শুনে ;
চামুণ্ডারূপিণী রাজ্ঞী রুধির-প্রয়াসী,
রাহুরূপী পুত্র গর্ব্বে ধ'রে
মজাইল নীলধ্বজরাজে।

১ম সেনানায়ক। তবে আর কার মুখ চাহ, মন্ত্রিবর ?
আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,—
প্রভাত না হ'তে চল যাই পলাইয়ে ;
পাণ্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন।

সেনাপতি। এ নহে উচিত কভু।
পুত্র-সম এতদিন পালিল ভূপাল,
অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয় ?
ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।

১ম সেনানায়ক। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম ?
আত্মরক্ষা মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন,
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন।
দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সুজন
রাবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ।
আসে ওই দেউটি জ্বালিয়ে
বিভীষণা চামুণ্ডারূপিণী।

জনা ও দেউটি হস্তে পারিচারিকার প্রবেশ

জনা। ধিক্ মন্ত্রীবর, শত ধিক্ সেনাপতি !
প্রায় নিশা অবসান.

আছ সবে জম্বুক-সমান দাঁড়াইয়ে ?
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলী সমান ?
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয় ?
রণ-মৃত্যু না হলে কি এড়াবে শমন ?
উচ্চ জন্ম লভি', নাই গৌরব-কামনা ?
ধিক্ ধিক্ ! কি ক'ব অধিক,
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী !
ঘোর রবে কর সিংহনাদ,
বজ্রাঘাত করি' শত্রু-বুকে।
হুহুঙ্কারে খর্ব্ব কর শত্রু-অহঙ্কার !
সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম।
অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব ?
পাণ্ডব কি প্রস্তর-গঠিত—
তীক্ষ্ণ তীর নাহি পশে কায় ?
বীর-পুত্র বীর-অবতার তোমা সবে,
রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি ?
বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর ;
বীরদম্ভে বিমুখ পাণ্ডবে।
কিবা ভয় ?
রণজয় হইবে নিশ্চয় !
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার
কুমার সমান শক্তিধর ;—
আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে ?
সাজ রণে কে আছ কোথায় ;
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে ;
চল চল, গৃহ-দ্বারে অরি।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ !

জনা। চল চল, বিলম্বে কি ফল ?
সাজাও স্যন্দন ;

সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ।
সাজ শীঘ্র, রণজয় হইবে নিশ্চয়।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ রায়!

জনা। কারে ভয়?—জাহ্নবী সহায়।
স্মরিয়ে জাহ্নবী-পদ প্রবেশ সমরে।
পাণ্ডব-সহায়ে যদি যুঝে পুরন্দর,
তবু জয় হইবে সমর।
গভীর গর্জ্জনে
মাতৃনাম উচ্চারি বদনে,
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা,
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝন্‌ঝনা;
অগ্নিময় বাণ বরিষণে
দহ শত্রুগণে:
পাণ্ডবে জিনিবে, মহাকীর্ত্তি রবে,
যমজয়ী মাহিষ্মতী সেনা।
বীরদম্ভে অশ্ব-ভালে দিয়েছে লিখন,
বীর-প্রাণে সহিবে কেমনে?
নির্বীর নহে ত বসুন্ধরা।
উৎসাহে মাতহ বীরভাগ;
মাখিয়ে কলঙ্ক-কালি অপমান স'যে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ?
যাও যাও, প্রবেশ আহবে,
গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর!
যাও শীঘ্র—আজ্ঞা জাহ্নবীর।

সকলে। জয় জয় মাহিষ্মতীপুরী!
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এখনি।

জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জনা। প্রভাত নিকট—
নাহি চিন্তার সময়।
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ সাজায়ে নন্দনে

দিতে হবে বিদায় সংগ্রামে।
বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার!
রাজারে না হেরি,—
নিরুৎসাহ নগরে সকলে!
নারী হ'য়ে উৎসাহ দানিব কত আর!
দেখি কোথা নরপতি।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরের পথ

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। ধরিয়াছি নর-দেহ ধরার রোদনে।
না করিলে মমতা বর্জ্জন—
ধর্ম্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন।
মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে—
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।
করিয়াছি ভাগিনা-ছেদন,
নিজ-কুল করিব নিধন,
যুধিষ্ঠির-সুশাসন ভারত মানিবে।
নীর হেরি নারী-চক্ষে দয়া না করিব—
প্রবীরে বধিব।
শুনি' মম নাম-গান,
সদয়-হৃদয় পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে;
বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ গঙ্গার কিঙ্কর
হরিতে নারিবে বাজী।
ছলে ভুলাইয়ে ফিরাইব বামাদলে,
কিন্তু হায় বাঁধা রব নিজ ছলে;
অনন্ত অনন্ত কাল মদনমঞ্জরী
বাঁধিয়া রাখিবে মোরে।

ভিখারিণী বেশে মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্তকুমারীর প্রবেশ

সকলে। গীত

কীর্ত্তন—লোফা

রাখাল মিলি, ঘন করতালি, কাননে চলিছে কানু,
হেলিছে খেলিছে ময়ূরপাখা, চুমিছে তরুণ ভানু।
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বা রবে, গোধন দলে দলে—
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায়, নেচে নেচে সাথে চলে।
মোহন মুরলী, তান-লহরী, ধীর সমীরে খেলে;
আমোদ-মদ উথলে গোকুলে, ফুল-কলি আঁখি মেলে।
কোকিলকুল কল কল কল মধুর নূপুর বোলে।
মঞ্জীর-রবে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে মৃদু রোলে।
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে নাচে বনমালী, ধীরে ধীরে কটি হেলে।
সারি সারি সারি গোপ গোপিনী, অনিমিখ আঁখি মেলে।

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি! কুলের কামিনী
সাজি' ভিখারিণী—
যামিনীতে ভ্রম কি কারণ?
কুলবালা, নিশাযোগে গৃহ পরিহরি
আসিয়াছ কোন্ কাজে?

মদনমঞ্জরী। ভিখারিণী—নহি কুলবালা,
যাব মোরা পাণ্ডব-শিবিরে;
কহ, যদি জান সমাচার,
কোথায় অর্জ্জুন গুণধর?

শ্রীকৃষ্ণ। বঞ্চনা ক'রো না, সুলোচনা!
তুমি রাজার ঝিয়ারী, তুমি পুত্রবধূ,
আসিয়াছ কুমারের কল্যাণ-আশায়;
কিন্তু মা গো, সুধাই তোমায়,
অরি কার হয়েছে সদয়?
নিদারুণ পণ তার,—
যুধিষ্ঠির-সনে বাদ যার,
নিশ্চয় তাহার নাশ।

কঠিন অর্জ্জুন ;
কৃশোদরি, শুন তার গুণ,—
কর্ণ-সহ দ্বৈরথ সমরে—
অনুমানি শুনেছ কাহিনী—
কর্ণ সহ দ্বৈরথ সমরে
রথচক্র মেদিনী গ্রাসিল যবে,
বিকল অন্তর বীরবর
অর্জ্জুনে করিল স্তুতি ;
কোন কথা পার্থ না মানিল !
কবচকুণ্ডলহীন বিরথী যখন,
মহাবাণ তাহে প্রহারিল ;
নির্দ্দয়-হৃদয়,
কর্ণে করিল সংহার।
আছে কথা বিদিত সংসারে,
শান্তনুকুমার
ভীষ্মদেব—পিতামহ তার,
ছলে শিখণ্ডীর আড়ে থাকি'
নিপাতিল শূরে।
বিকল পুত্রের শোকে গুরু দ্রোণ যবে
ধনু হূলে চিবুক রাখিয়ে
ভেসে যায় অশ্রুজলে,
পার্থ শর করিয়ে সন্ধান
ধনুগুর্ণ করিল ছেদন ;
ব্রহ্মরন্ধ্রে পশিল ধনুর হূল—
পড়িল ব্রাহ্মণ !

স্বাহা। সত্য এ সকল,
কিন্তু সকলি কৃষ্ণের ছল শুনি !
অর্জ্জুনের নাহি দোষ তায়।
কৃষ্ণ-ছলে কর্ণের বিনাশ,
দ্রোণের নিধন, ভীষ্মের পতন,

সকলি কৃষ্ণের ছলে।
অর্জ্জুনের দোষ কিবা তাহে ?
জান যদি, কহ, মহাশয়,
কোথা ধনঞ্জয় ?
যাব তথা, ভিক্ষা লব প্রবীরের প্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন, ধনি, হিতবাণী কহি তোমা সবে,
যাও যদি অর্জ্জুন-সদনে,
অপকীর্ত্তি হবে রাজকুলে ;
যুক্তি যাহা শুন মন দিয়া।
হের বর্ম্ম, হের ধনু, হের যুগ্ম তূণ,
হের যুগল কুণ্ডল,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড জিনি কিরীট উজ্জ্বল,
হের অসি, যম বসে অসি-ধারে,—
উপহার দিয়াছেন জাহ্নবী প্রবীরে।
অর্জ্জুন বা নারায়ণ, ত্রিপুরারি কিবা,
এই সাজে সুসজ্জিত হইলে কুমার,
সমরে প্রবীরে কেহ নারিবে আঁটিতে !
পাণ্ডবের পরাভব হবে,
অতুল গৌরব রবে ভবে।
পতির সম্মান চাহ কি, জননি, তুমি ?
যাও ত্বরা, প্রভাত নিকট,
রণ-সজ্জা ল'য়ে দাও রথীন্দ্র কুমারে।

মদনমঞ্জরী। কে তুমি, হে শুভকারী, দেহ পরিচয়।

শ্রীকৃষ্ণ। এক উপদেশ-কথা শুন মন দিয়া,
যতদিন পাণ্ডব না হয় পরাভব,
শয়নে ভোজনে—
রণ-সাজ কভু নাহি ত্যজে।
চক্রী হরি—পাণ্ডব-সহায়,
ছলে পাছে হ'রে ল'য়ে যায় !
সতর্ক করিও, সতি, পতিরে তোমার।

স্বাহা। কেবা তুমি, মহাশয়, দেহ পরিচয়।

শ্রীকৃষ্ণ। পরিচয় পাবে মম রাজার সভায়,
যাও ফিরে, প্রভাত নিকট।

প্রস্থান

স্বাহা। শুন শুন, মদনমঞ্জরী,
বুঝিতে না পারি, কোন্ জন করে ছল!
কিরীট, কুণ্ডল, বর্ম্ম, শরাসন, তূণ,—
দেবতা-দুর্লভ অস্ত্র যত—
কোথা হ'তে এলো!
এ পথিক কোথায় পাইল?
হয় ভয়, নাহি দিল পরিচয়;
গঙ্গার কিঙ্কর বলি নাহি লয় মন।
প্রফুল্লিত কায়, পদ্মগন্ধ তায়,
পঙ্কজ বদন, বঙ্কিম নয়ন,—
হরি বুঝি করে গেল ছল!
সন্দ নাহি হয় দূর,
চল যাই পার্থের সদন,
কুমারের প্রাণ-ভিক্ষা মাগি!

মদনমঞ্জরী। অদ্ভুত সন্দেহ তব ননদিনী আজ!
জন্মেছেন প্রাণনাথ জাহ্নবীর বরে,
রণ-সজ্জা প্রেরিলেন মাতা।
অস্ত্রের প্রভাবে
অনায়াসে পাণ্ডব বিমুখ হবে;
পতির গৌরবে পূর্ণ হইবে মেদিনী।

স্বাহা। শুন সতি,
কোন মতে মন নাহি বুঝে!
উপদেশ ভাবি' বাড়ে আতঙ্ক আমার—
'চক্রী হরি রণ-সজ্জা নাহি লয় হরি'।
বিষ্ণুমায়া কে বল বুঝিবে।
কেবা জানে কি ছলে হরিবে?

যার ছলে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
রণ-সজ্জা করিবে হরণ—
এ নহে বিচিত্র কথা।

মদনমঞ্জরী। যাও, যদি থাকে সাধ, পাণ্ডব-শিবিরে।
ছি ছি! কুল-লাজ ভুলি আইলাম চলি!
শত্রু কবে সদয় কাহার?
বহে ধীর সমীরণ, প্রভাত নিকট,
নিজ হস্তে সাজায়ে পতিরে
পাঠাব সমরে;
বীরবালা বীরাঙ্গনা আমি।

স্বাহা। চল তবে, বিধিলিপি কে করে খণ্ডন।

সকলের প্রস্থান

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। খুব জবর বাবা, সারারাত ঘুরে আচ্ছা ঘোড়া চুরি কল্লুম বটে! এ যে মাঠের ধারে এসে পড়লুম, ঐ যে পাণ্ডব-শিবিরের ধ্বজা। প্রভাতেই কৃষ্ণনাম শুনে রাতকাণা হ'লেম বাবা; পায়ের দফা খতম, আচ্ছা যখম; এই যে চিক্‌চিকিয়ে ঊষা দেখা দিয়েছেন। কই গো তোমরা, কোথায়? আমা হ'তে ত আর হ'ল না। (ইতস্তত: দেখিয়া) তারা সট্‌কেছে,—ভোরাই হাওয়া পেয়ে। ও বাবা, এ যে সাজ-সাজ রব উঠ্‌ল! এ মাঠের ধারে আর কেন, বাম্‌নীর আঁচল ধরি গে।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রবীরের শয়ন-কক্ষ

পালঙ্কোপরি প্রবীর নিদ্রিত

জনার প্রবেশ

জনা। উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাও, যাদুমণি!
প্রভাত রজনী,
আক্রমিতে পুরী

অগ্রসর পাণ্ডব-বাহিনী।
শুন ভৈরব-কল্লোল—
নড়িছে পাণ্ডবচমূ,
ঘন ধূলা গগনমণ্ডলে ;
বীরপদভরে
জল-স্থল কাঁপে থরথরি ;
রথের ঘর্ঘর নাদ জীমূত-গর্জ্জন,
অস্ত্র-আভা ক্ষণপ্রভা-সম খেলে ;
বাহুবলে অরিদলে বিমুখ' সত্বর।
সুসজ্জিত তব অনীকিনী,
শার্দ্দূল-বিক্রমে শত্রু কর আক্রমণ।

প্রবীর। বীরমাতা, শুন গো, জননি,
ল'য়ে পদধূলি এখনি পশিব রণে।
কিন্তু মাতা যাব একেশ্বর,
নিবারণ ক'রো না কিঙ্করে।
কালি সন্ধ্যাকালে ভ্রমিয়া নগরে
হেরিলাম নিরুৎসাহ সবে,
হুতাশ সবার প্রাণে।
আমা হেতু ঘটেছে বিবাদ ;
হারি, জিনি, একেশ্বর পশিব সমরে।

জনা। মহোল্লাসে গর্জ্জে, শুন, মাহিষ্মতী-সেনা,
বীরমদে মত্ত জনে জনে,
শমন-সমান সবে প্রবেশিবে রণে!

প্রবীর। ভেব না, জননি,
একেশ্বর পশি রণে নাশিব পাণ্ডবে।
তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ
মহাশক্তি জাগে হৃদি-মাঝে।
ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি,—
মার নাম কবচ আমার।

রহুক বাহিনী মা গো রাজার রক্ষণে,
সাবধানে রাখুক নগর-দ্বার।
আশিস, জননি, আসি বিনাশি পাণ্ডবে।

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

মদনমঞ্জরী। মা গো, সদয়া অভয়া
রণ-সাজ দেছেন দাসীরে।
হের, বর্ম্ম কিরীট কুণ্ডল
ধনু শর তরবারি,—
অরি মুগ্ধ প্রভাবে যাহার।
কি ছার পাণ্ডব,
পরাভব এখনি হইবে ;
সদয়া অভয়া, মা গো,
কারে আর ডর ?

জনা। মা গো নিস্তারকারিণি, সুরতরঙ্গিণি,
কিঙ্করীরে রাখিলি কি পায় ?
অস্ত্র দিয়ে ভুলে যেন থেকো না জননি !

মদনমঞ্জরী। একমাত্র নিষেধ মা তাঁর,—
যতদিন পাণ্ডব না ফিরে হস্তিনায়,
শয়নে ভোজনে রণ-সাজ ত্যজিতে নিষেধ।

জনা। বৎস, ভক্তিভাবে করহ প্রণাম
জাহ্নবীর রাজীব-চরণে।

প্রবীর। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা, মাতা,
তব পাদপদ্মে আমি প্রণমি জাহ্নবী !
দেব-কৃপা তোমার প্রসাদে,—
তুমি মম ইষ্টদেবী।

মদনমঞ্জরী। সাধ মম সাজাইতে, দেহ অনুমতি।

মাঙ্গলিক সামগ্রী লইয়া সখিগণের প্রবেশ

সকলে।

গীত

বাহার—ঠুংরি

দেখ, ওই দেখ, ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস-সনে,
বৃষভ, গজবাজী, কুমার আজ যাবে রণে।
(জিনবে সমর)
সুন্দরী, রজত, সোনা, দ্বিজ, নৃপ, বারাঙ্গনা,
ঘৃত, মধু, ফুলের মালা, পতাকা ঐ গগনে।
(জিন্‌বে সমর)
দেখ, ঐ অনল জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে,
পূর্ণ ঘড়া, দধির ছড়া, ধানের গোছা শ্বেতবরণে।
(জিন্‌বে সমর)

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। উপস্থিত শত্রুসৈন্য তোরণ-সমীপে।
প্রাণপণে বীরগণে
নিবারিতে নারে মহাচমু।
গদা-হাতে বীর একজন,—
দীর্ঘকায়,
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট ;
রথ মারে রথোপরে তুলি ;
মহাবলী দুর্ম্মদ সমরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটে শর অন্ধকার দিশা !
কোন্ বীরশ্রেষ্ঠ নাহি জানি,
কিরীট-কুণ্ডল-সুশোভিত,
ধনুক-টঙ্কারে তার পর্ব্বত বিদরে,
মহানাদে গর্জ্জে তার ধ্বজ,
অনায়াসে পরাজিল দেব হুতাশনে।
দৈত্য-সৈন্য যুঝে অগণন—
শিলাবৃক্ষ করে বরিষণ ;
যুঝিছে রাক্ষসসেনা।

কেবা যুবা নাহি জানি, বীরের তনয়,
অঙ্গে তার রুধির-তরঙ্গ বহে,—
এতক্ষণ কি হয়, না জানি !

প্রবীর। বিদায় জননি !

জনা। যাও পুত্র।

প্রবীরের প্রস্থান

দেখো মা জাহ্নবি !
চল যাই প্রাসাদ-উপরে, হেরি রণ।

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। ভরসার মধ্যে এই, পাণ্ডবেরাও হরি হরি ক'চ্ছে। দয়াময় হরি, এত করে প্রাণপণে ডাকছে, কেন তাদের মুক্তিদানই কর না ? দয়াময়, পাণ্ডবকুলেই চেপে থেকো, যেমন চেপে থেকে দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলে খেয়েছ ? এ ছোট মাহিষ্মতীপুরী, এর দিকে আর নজর-টজর দিও না ঠাকুর ! এখন রাজার কি হয় ! বামুনের ছেলে বাবা, বাণের ঠন্‌ঠনিতে ঘেঁস্‌তে পারবো না, তা হলে মধুর কৃষ্ণনাম ফলে যাবে। তা ফলে ফলুক, আমার ওপর দে ফ'লে যাক্, না হয় মোণ্ডা আর নাই খাব, রাজাটার না কিছু হয়। হরির নীচে যদি কেউ ঠাকুর থাকে ত, ঐ অগ্নি দেবতা বাবা ! কাল সকালে কল্পতরু হ'য়ে কি বর দিলেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে পুরী এক গাড় হওয়ার যোগাড় ! আহা, আমাদের রাজার কি বুদ্ধি ! যার খাণ্ডব বন খেয়ে মন্দাগ্নি সারে, তাকে ঘরজামাই রাখে ? আমার মত মোণ্ডাখোর লাখ বামুন একদিকে, আর হুতাশন একদিকে ! বাবা !—কে আকাঁড়া জোয়ান সেঁধুচ্ছে ? কে তুমি গো, কে তুমি ? বলি, হন্ হন্ ক'রেই যে চলেছ ! আরে দাঁড়িয়েই যাও না—তোমার সঙ্গে না রাত্তিরে আলাপ হয়েছিল ?

প্রথম গঙ্গা-রক্ষকের প্রবেশ

১ম গঙ্গা-রক্ষক। কি ঠাকুর, তুমি এখানে? চল, দিনের বেলা খুঁজে দেখি, যদি ঘোড়া পাওয়া যায়।

বিদূ। ও কাজে আর আমি নেই, সোনার চাঁদ! রেতে ঘুরে রাতকাণা হয়েছি, আবার দিনে ঘুরে দিনকাণা হতে নারাজ। তোমার হাঁটুর বল থাকে, ঘুরে দেখ বাবা! চোর হয় বটে বাবা, কিন্তু তোমার মত নচ্ছার চোর ত আর দেখি নি; সমস্ত রাত মাঠে-ঘাটে হেঁটে-হুঁটে তোমার আক্কেল হ'লো না; সে ঘোড়া আর পাওয়া যায়! সে—দয়াময় হরির কৃপায় অন্তর্ধান হ'য়েছে! ঐ দিকটে পানে অশ্বশালা আমার জানা ছিল, এখন কোথায় গেছে জানি না; তোমার সখ হয়—ঘুরে দেখ। আমি ত আর যাচ্চি নে।

১ম গঙ্গা-রক্ষক। রাজমহিষী কোথায়?

বিদূ। কেন, অন্তঃপুরে।

১ম গঙ্গা-রক্ষক। আমাকে তাঁর কাছে নে যেতে পার?

বিদূ। কেন বল দেখি? পতি-পুত্র যুদ্ধে গিয়েছে, মাগী হা-হুতাশ ক'চ্ছে, এ দুষমন চেহারা নিয়ে গিয়ে কেন খাড়া ক'র্‌ব, বল ত? কি, তোমার কথাটা কি ভাঙো না? কাল রাত থেকে ত ফিরছি—মতলবখানা কি?

১ম গঙ্গা-রক্ষক। আমি রাজার মঙ্গলের জন্য এসেছি।

বিদূ। কারুর মঙ্গল যে তোমার চৌদ্দপুরুষে কখন ক'রেছে, এ ত আমার বিশ্বাস হয় না। এ রাজ্যে ত চারিদিকে মঙ্গলের ধ্বনি উঠেছে, যা হবার তা পুরুষ-মহলে একদম হ'য়ে যাবে! এখন মাগীদের কি ঘর-চাপা দেবে, না গয়না কেড়ে নেবে?

১ম গঙ্গা-রক্ষক। সত্যি ব্রাহ্মণ, আমি মঙ্গল-কামনায় এসেছি।

বিদূ। ভেঙে না বল্লে, দাদা, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নি!

১ম গঙ্গা-রক্ষক। শোন ব্রাহ্মণ, আমি গঙ্গাদেবীর কিঙ্কর।

বিদূ। হ'তে পারে, গঙ্গাযাত্রীর ঘাড়-মোচ্‌ড়ান-গোছ চেহারা বটে। তা কার সন্ধানে গঙ্গালাভের জন্য আসা হ'য়েছে? রাণীরও কি দিন সংক্ষেপ না কি? এ দিকে হরিনাম, এ দিকে আপনাদের পদার্পণ, কারণটা কি বল্‌তে পারেন? কি, বাস্তবৃক্ষটি রাখবেন না, না কি?

১ম গঙ্গা-রক্ষক। ঠাকুর পরিহাস রাখ।

বিদূ। পরিহাস আমার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

১ম গঙ্গা-রক্ষক। সর্ব্বনাশ হবে।

বিদূ। প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি! আর যেটুকু সন্দেহ ছিল, মহাশয়ের শুভাগমনে তা বিনাশ হয়েছে।

১ম গঙ্গা-রক্ষক। ঠাকুর, তুমি রাজ্ঞীকে গিয়ে বল, শঙ্কর বিরূপ, যুদ্ধে জয় হবে না। কি আশ্চর্য্য! আমরা অলক্ষিতে যথা ইচ্ছা যাই আসি,—দেবদেবের কি কোপ, কাল অশ্বশালা খুঁজে পেলাম না, আজ অন্তঃপুর খুঁজে পাচ্ছিনে! ঠাকুর, তুমি রাণীকে বল গে, ঘোড়া ফিরিয়ে দিন,—যুদ্ধে জয় হবে না।

বিদূ। সে আমার কর্ম্ম নয়। ঐ ওদিকে অন্তঃপুর, যেতে ইচ্ছা হয় যাও; তোমারও কর্ম্ম নয়, স্বয়ং গঙ্গা মা এসে বল্লে কি হয়, জানি না! হরি ঘাড়ে চেপেছে, মাগী কি হিতকথা শোনে? চল নিয়ে যাই। পালাও কেন, পালাও কেন?

১ম গঙ্গা-রক্ষক। আর পালাও কেন! দেখ্‌ছ না, শূল হাতে কে তেড়ে আস্‌ছে? (পলায়ন)

বিদূ। কে বাবা, কাকেও ত দেখছি নে; দেখা না দেন, সে এক রকম ভাল! ওদের মতন আলো-করা চেহারা কোন্ চণ্ডালের দেখ্‌বার সখ্ আছে! যাই—একবার রাণীর কাছে, যদি সুবিধা বুঝি কথাটা পাড়্‌ব, নইলে গুম্ খেয়ে চ'লে আসব আর কি! আহা, মাগী মুক্তিলাভ করে না গা? ভবের কাণ্ডারী হরি, বেছে বেছে লোক নাও না কেন?

প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু ও অনুশাল্ব

ভীম। বৃথা বীর্য্যবল, বিফল গৌরব,—
পরাভব বালকের রণে!
হায় কৃষ্ণ! এ হেয় প্রাণ না রাখিব আর,
বাহুদ্বয় করিব ছেদন,
প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে।

বধিলাম হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বকে,
শত ভাই কীচক নিপাত ভুজবলে,
শত ভাই দুর্য্যোধন চূর্ণ গদা-ঘায়,—
কেন, হরি, নিবারিছ আর ?
বধুক বালক মোরে পুনঃ যাই রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও, বীরবর,
হরে নাহি চাল'।
যতক্ষণ মহাদেব বল না হরিবে,
প্রবীরে ফিরাতে কেহ কদাচ নারিবে।

ভীম। ধিক্, ধিক্,
হা কৃষ্ণ, এ অপমানে ফেটে যায় প্রাণ !

বৃষকেতু। শুভক্ষণে রাজপুত্র ধরেছিল ধনু,—
কোটি বাণ পলকে ঝলকে ধনুগুর্ণে !
প্রাণপণে আক্রমণ করি
নারিলাম আঘাতিতে বীরে,
অস্থিমাত্র সার মম প্রবীর-সমরে।

অনুশাল্ব। দানবীয় মায়া যত করিনু প্রকাশ,
হ'লো নাশ বালকের শরে ;
তিন পুরে নাহি বীর প্রবীর-সমান।
স্বচক্ষে দেখেছি,
গুণহীন করিল গাণ্ডীব ;
দীপ্তিমান লক্ষ লক্ষ বাণ
ছাড়ে বীর আঁখি পালটিতে।
কিরূপে সংগ্রাম জয় হবে হৃষিকেশ ?

ভীম। রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদী দ্রোণ-সনে করিয়াছি রণ ;
কিন্তু এ হেন বিক্রম—
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান !
বল মোরে শ্রীমধুসূদন,
কেমনে দুর্জ্জয় রিপু হইবে নিপাত ?

শ্রীকৃষ্ণ। যা কহিলে সত্য বীরবর,
প্রবীরে নিবারে রণে নাহি হেন জন ;
শূল করে শঙ্কর সহায় তার।
আগত যামিনী, লভ শিবিরে বিরাম,
আজি নিশার মতন
সন্ধি ক'রেছি স্থাপন।
কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে,
প্রবীর পড়িবে রণে অর্জ্জুনের করে। সকলের প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

প্রবীর

প্রবীর। আজিকার মত রণ হ'ল অবসান।
এ কি,
কোথা হতে যন্ত্রধ্বনি ওঠে সুমধুর ?
মরি মরি,
বিদ্যুৎ-ঝলক-সম কে রমণী হেরি ?
আহা,
রূপের ছটায় মাতায় ধরণীতল !
কে রমণী ? কোথায় লুকাল ?

বালক বালিকা বেশে কাম ও রতির প্রবেশ

উভয়ে। গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—দাদ্‌রা

ভালবাসি তাই বসি সেথায় ;—
কাঁপিয়ে পাতা ধীরে যেথা মলয় মারুত ব'য়ে যায়,
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হ'য়ে কোকিল যেথা গায় কুহুস্বরে ;
ফোটে ফুল গৌরবের ভরে,
সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢ'লে পড়ে কলির গায়।

প্রবীর। মরি মরি, কে এ দুটি বালক-বালিকা!

কাম। ঘরে ঘরে খেলে বেড়াই আমরা দু'জনে,
নইলে এমন বাঁধাবাঁধি থাক্‌তো কেমনে?
আমি ফুল ছড়াই সবার গায়;—

রতি। মিনি স্থতোর ডুরি আমি বাঁধি সবার পায়।

কাম। আমার পূজো সবাই করে।

রতি। আদর আমার ঘরে ঘরে।

প্রবীর। তোমরা কি ঐ দিক থেকে আসছ?

কাম। হাঁ!

প্রবীর। ওদিকে একটি যুবতীকে যেতে দেখেছ?

কাম। হাঁ।

প্রবীর। সে কোথা গেল?

কাম। বাড়ী গেছে; তুমি যাবে? নিয়ে যাই চল।

উভয়ে। গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—ঠুংরি

নাগরী গেঁথে মালা যত্নে পরায় নাগরে!
নইলে কিসের কদর ফুলের,
আদর তারে কে করে?
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে নাগরী-নাগর,
না হ'লে কুঞ্জবনের এত কি গুমর,
শিখ্‌তে সোহাগ গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌তো কি ভ্রমর?
নইলে কি বয় মলয়-বাতাস, কোকিল গায় কুহুস্বরে?

উভয়ের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবীরের গমন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মায়াকানন

নায়িকা ও সখিগণ

প্রবীরের প্রবেশ

সখিগণ। গীত

বেহাগ-মিশ্র—খেম্‌টা

একে সই ছোটে মলয়-বায়—
ফোটে ফুল, কোকিল কুহু গায়!
দেখিস্ দেখিস্, সাম্‌লে থাকিস্, প্রাণ নিয়ে না যায়!
চলে যা ফিরিয়ে বদন, নয়নে না মিলে নয়ন,
হ'য়েছে কেমন কেমন, তাই বলি আয় চ'লে আয়।
কেন লো কাঁদ্‌বি শেষে? ফেল্‌বে ফাঁদে মুচ্‌কে হেসে,
কে এলো কি ভাবে, সই, ছল্‌তে অবলায়।

প্রবীর। কে সুন্দরী, ল'য়ে সহচরী
কেলি কর বন-মাঝে?
প্রফুল্ল যৌবন,
বনে হেন না ফুটে কুসুম
তুলনায় সম যে বা তব;
কি বা রাগ-রঞ্জিত বদনে
কৌমুদী আদরে খেলে!
মন্দ বায় অলকা উড়ায়,
জিনি' মণি অধর রক্তিম,
পদ্মমুখে—
নয়ন-খঞ্জন করিছে নর্ত্তন,
মাধুরী-লহরী দুলে যায়,
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ।

ফিরে চাও, সুহাসিনি,
দেহ পরিচয়।
রাজার তনয় আজি কিঙ্কর তোমার।

সখিগণ

গীত

শ্যামসিন্ধু—দাদ্‌রা

ভুলো না, কথায় ভুলো না—
হেথা তো থাকা হ'ল না।
থাক্‌লে হেথা ঠেক্‌বে দায়ে, ফিরে চল না।
এসেছে—ছল্‌বে ব'লে ; শেষে কি ভাস্‌ব জলে ?
চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন ট'লে ;
ওলো সরল ললনা।
দেখিস্ লো থাকিস্ সাবধানে
আঁখি-বাণ প্রাণে না হানে,
মন্‌চোরারে ধরা কেন দেব বল না ?
চতুরের কাছে নারীর থাকা চলে না।

প্রবীর। বিমোহিনী ছবি ! দেবী কি মানবী !
ছাড় ছলা—দেহ পরিচয়,
হে রূপসি, তৃষিত পরাণ,
সুধাংশুহাসিনি, রাখ পায়।
নিতম্বিনি,
বিভোর হৃদয়, চিত্তহারা তোমা হেরি।
কামিনী কোমল-প্রাণা শুনেছি, ললনা,
কঠিনা হ'য়ো না মম প্রতি।

নায়িকা। অমনি ক'রে যারে তারে, ভুলাও বুঝি কথার ছলে !
বল হে, চ'লে এলে, কোথায় কারে ভাসিয়ে জলে ?
মজেছি, নাই কো বাকী ; হয় নি কি হে মনের মত ?
বল হে, শেখালে কে, এলো সোহাগ জান কত ?
সরলা বনবালা,—কেন জ্বালা বাড়াও এসে ?
সখী মিলি করি কেলি, কে জানে হায় মজ্‌বে শেষে !

যাও, যাও, সেই ত যাবে ; কেন হেসে পরাও ফাঁসি।?
আজকে বল ফুলের মত, কাল সকালে ব'ল্‌বে বাসি।

প্রবীর। সুন্দরি, তোমায় মিনতি ক'চ্ছি, আর আমার সঙ্গে ছল ক'রো না, আমায় যাতনা দিও না। আমি আর আমার নই—আমি তোমার ; মুখ তুলে চাও, কথা কও ; পায়ে প্রাণ রেখেছি, তুলে নাও।

নায়িকা। গীত

কানাড়া—দাদ্‌রা

ও লো সই, দেখ লো কত কাণ্!
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ!
কথায় কথায় যে জন ধরে পায়,
কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, মজিয়ে চ'লে যায়!
মন-মজানের মজ্‌লে কথায় থাকে না লো মান ;
যেমন আদর তেম্‌নি অপমান।

প্রবীর। সুলোচনা, হ'য়ো না কঠিনা,
দিও না বেদনা,
সহে না—বল না কত সয়?
মজায়ে মজিতে কর ভয়,
এই কি কোমলপ্রাণা নারীর বিচার?
হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,
প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন।
চন্দ্রাননি,
বদন তুলিয়ে হেসে কথা ক'য়ে,
আশা দিয়ে জুড়াও তাপিত প্রাণ।
দেখ পরীক্ষিয়া,
দহে হিয়া তব অযতনে!

নায়িকা। তুমি রাজার কুমার, যাও মেনে আর—
কাজ কি অত কথার ভাণে?
তুমি কি আমার হবে?
কাজ কি, থাকি মানে মানে।

প্রবীর। কি কথায় জন্মিবে প্রত্যয় ?
সাধ হয়,
বিদারি হৃদয় দেখাই তোমায়।
বুঝে—কেন বুঝ না রূপসি ?
কর লো প্রত্যয়,
তোমা বিনা আর কারু নয় ;
চোখে চোখে রব, তোমারে দেখিব,
কারু পানে ফিরে নাহি চাব ;
হৃদি-সিংহাসনে যতনে তোমারে দিব স্থান।
যা আছে আমার, সকলি তোমার,
আমি লো তোমার—ধনি !
সুন্দরী, কেন লো বঞ্চনা কর ?

নায়িকা। তুমি যে আমার হবে, স্বপনে ওঠে না মনে ;
জেনে শুনে মন ম'জেছে, মন ফিরাব আর কেমনে !
বিষ-মাখান-নয়ন-বাণে জরজর হ'ল তনু ;
মরে নারী নয়ন শরে—তবে কেন করে ধনু ?

ধনুক ধরিতে গিয়া

এ কি হে কেমন রীতি, দিতে নার ধনুকখানি ?
তুমি হে আমার যত, মনে মনে তা ত জানি !

প্রবীর। রিপুজয় যত দিন না হয়, সুন্দরি,
নিষেধ ত্যজিতে শরাসন,
বীর-সাজ ত্যজিতে লো মানা।
কালি অরি প্রেরি' হস্তিনায়
ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করিব তোর পায়।
বল, ধনি, তুমি তো আমার হবে ?

নায়িকা। হ'য়েছি ; আর কি হব ? দেখ, ব'য়ে যায় যামিনী ;
বুঝে ছল কর এত, বল, কত সয় কামিনী।
এস হে সাজাই তোমায়, বীর-সাজে আর কি কাজ এখন ?
বড় সাধ উঠ্ছে মনে, যতনের ধন করুব যতন।

মাতো আজ প্রেম-সমরে, সকালে কাল যেও রণে ;
এস হে হৃদয়নিধি, সাধের সাগর ভাসাই মনে !
আদরে সাজিয়ে বাসর, সোহাগ তোমায় করব সাধে।
পেয়েছি, আর কি ছাড়ি ? রাখব বেঁধে রসিকচাঁদে।

সখিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দৃশ্য-পরিবর্ত্তন—সখিগণের ডাকিনী-বেশে পরিবর্ত্তন

সখিগণ। গীত

সামন্ত-সারঙ্গ—খেম্‌টা

মড়ার হাড়ের ফুলের মালা পরেছি গলায়,
নিয়ে মড়ার মাথা খেলি আয়।
শ্মশানে নাচ লো তাথেই থেই,
হাড়ে হাড়ে তাল দে না লো—কাজ ত বাকী নেই,
আয় লো বসি মড়ার বুকে,
চিতের ছাই আয় মাখি গায়।
হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয় লো, যোগিনি, রণরঙ্গিণি,
নাড়ীর মালে, মড়ার ছালে, আয় সজনি, সাজাই কায়।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ চন্দ্রাতপ

জনা ও নীলধ্বজের প্রবেশ

নীল। বল প্রিয়ে, কুমার কোথায় ?
দমিয়ে দুর্ম্মদ অরি রথীন্দ্র নন্দন
নামি' রথ হ'তে
পদব্রজে গেছে কোথা চলে !
এখনো কি আসে নাই তোমার নিকটে ?

চারিদিকে দূতগণ করে অন্বেষণ,
সন্ধান না পায় কেহ!
কেহ বলে, দেখিয়াছি বটবৃক্ষ-তলে,
কেহ বলে, বনপথে গেছে চ'লে;
তত্ত্ব কিছু না হয় নির্ণয়।
তোমা ছেড়ে সে ত নাহি রয়;
যথা রয়, সন্ধ্যার সময়
তোমায় আমায় প্রণাম করিয়ে যায়।
কিছু ত বুঝিতে নারি,
বন্দী কি হইল পুত্র অরির কৌশলে?
দেখ, দ্বিপ্রহর উদয় হইল,
তবু কেন গৃহে না আইল?

জনা। প্রাণেশ্বর, প্রাণ মন কাঁপে থর থর!
কোন্ মায়াবিনী
ভুলালে বাছারে আজি!
মম দূত আসিয়াছে ফিরে,
তত্ত্ব নেছে শত্রুর শিবিরে,—
নিরানন্দ অরিবৃন্দ করে হায় হায়,
নিরুৎসাহ পাণ্ডববাহিনী।
রণ অবসান,
তথাপি কটক নহে স্থির;
ম্রিয়মাণ রথিগণে যুক্তি করে সবে
কি উপায় হবে,
প্রাতে যবে কুমার পশিবে রণে!
বন্দী যদি করিতে পারিত,
এতক্ষণ পুনঃ হানা দিত।
মম ঘটে বুদ্ধি না যুয়ায়,
হুতাশে নেহারি অন্ধকার;
গেছে কি সে জাহ্নবী পূজিতে?
না—না—সম্ভব ত নয়,

আমা বিনা সে কারে না জানে।
কার্য্যান্তরে রহি যদি, ভোজন-সময়
অন্ন নাহি খায়,
'মা' ব'লে সঘনে ডাকে!
বধূরে রাখিয়া একা আসে রজনীতে,
কত ভুলাইয়ে
বাছারে পাঠাই পুনঃ শয়ন-আগারে।
তবে কেন দুলাল আমার
'মা' ব'লে এলো না ঘরে?

নীল। পুনঃ যাই সভায়, মহিষি,
দেখি যদি তত্ত্ব ল'য়ে ফিরে থাকে কেহ।

জনা। দিনমানে দুরন্ত সমরে
ক্লান্ত বুঝি দূতগণে,—
জ্ঞান হয়, যত্ন করি তত্ত্ব নাহি লয়;
আপনি চলহ, রাজা, পুত্র-অন্বেষণে!
বুঝি, মনোমত হয় নাই কোন কথা,
তাই বাছা ব্যথা পেয়ে মনে
লুকায়ে রয়েছে অভিমানে!
ঘোরে ফেরে 'মা' ব'লে সে আসে,
কটু তায় কহিয়াছি কত;
তাই কি করেছে রোষ অঞ্চলের নিধি?
কি হ'লো, কুমার কোথা গেল!
চল, রাজা, যাই দুই জনে—
ভ্রমি বনে বনে 'প্রবীর' বলিয়ে ডাকি।
শোনে যদি আমার বচন,
কদাচন রহিতে নারিবে;
'মা' ব'লে আসিবে ধেয়ে।

নীল। রাণি, বৃথা কোথা যাবে?
দেউটি লইয়ে করে ফিরে লক্ষ চর,
সতর্ক ঘুরিছে আসোয়ার,

চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজন করিয়াছে অন্বেষণ।

জনা। চল, রাজা, চল চল—যাই দুইজনে,
নিশ্চয় সে করিয়াছে অভিমান,—
অভিমান কথায় কথায় তার!

নীল। স্থির হও, রাজ্ঞি,—আসি সভাতল হ'তে।

প্রস্থান

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

মদনমঞ্জরী। মাগো, কি হ'ল, কি হ'ল,
রণজয়ী প্রাণনাথ কেন না ফিরিল?
নিরবধি কেঁদে প্রাণ উঠিছে, জননি,
চারিদিকে অমঙ্গল ধ্বনি,
মরি ডরে—গুণমণি নাহি ঘরে।
ঐ শোন,
মৃদু রোলে কাঁদে কে কোথায়!

জনা। সত্য শুনি রোদনের ধ্বনি,
কুহকিনী কে এসেছে পুরে?
সত্য! মৃদু রোল প্রবীরের নাম স্মরি!
মিশাইল রোল,
ওই ক্ষীণ কণ্ঠ পুনঃ উঠে,
এ কি! ক্ষীণস্বর উচ্চতর ক্রমে,
কার মায়া বুঝিতে না পারি!
যাও গৃহে, স্মর দেবতায়;
দেখি, কে রাক্ষসী করে মায়া!

মদনমঞ্জরী। ওই মাগো, ওই সেই রোল!
যেন জ্ঞান হয়, কত জন আসে যায়!
এস গো, জননি,
মৃদু কণ্ঠধ্বনি ওই দিকে।

অগ্নির প্রবেশ

অগ্নি। বীরমাতা, শুন গো, জননি,
অমঙ্গল হেরি বড় পুরে!

কি জানি! কি মায়ার প্রভাবে
জ্ঞানচক্ষু আবদ্ধ আমার,
ধ্যানদৃষ্টি বদ্ধ অন্ধকারে!
কে জানে, কে দেবত্ব হরিল?
ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব-সমান এবে আমি!
যাইতেছিলাম, মাতা, নগর-বাহিরে
কুমারের অন্বেষণে,
অকস্মাৎ ভৈরব-মূরতি নিবারিল গতি,—
হুম্ হুম্ শব্দ আচম্বিতে!
ঘোর রজনীতে
শুনিলাম—নৃত্য থিয়া থিয়া,
হি-হি হি-হি হাস্যের ঝঙ্কার,
বিকট চীৎকার,
বিকট ভৈরব করতাল,—
সভয় অন্তরে আসিয়াছি বার্ত্তা দিতে।
জ্ঞান হয় বিরূপ শঙ্কর,
তাই কৈলাসীয় বিকট কটক
নিশায় নগর-মাঝে।
দুর্গার অর্চ্চনা শীঘ্র কর, রাজরাণি!

জনা। দুর্গা কেবা? তারে নাহি জানি;
শুনি—মায়ের সতিনী,
কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীর?
শঙ্করে নাহিক মম ডর।
শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর,—
দুস্তরহারিণী দুরিতবারিণী
সুরতরঙ্গিণী—সদয়া দাসীর প্রতি।
নারায়ণ, ত্রিলোচন, ভবানী না গণি;
জানি মাত্র জাহ্নবী জননী।
অমঙ্গল রহে কোথা মঙ্গলার বরে?

অগ্নি। অভেদ ক'রো না ভেদ, সতি!

জেনো, মাতা,
ভাগীরথা-পার্ব্বতী অভেদ।
বামদেব বাম
ভাবিলে মা, অন্তর শিহরে!
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী-মায়ায়!
বাক্য ধর, অনুরোধ রক্ষা কর, মাতা।
শিবরাণী সদয়া না হ'লে
রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে;
ভীষণ ভৈরব-কোপে নিস্তার না পাবে।

জনা। ভাগীরথী পার্ব্বতী অভেদ যদি জান,
তবে কেন অন্য নাম আন?
নিশ্চয় দেবত্ব তব হয়েছে ভৈরবে,
নহে কহ, পতিতপাবনী
এক-আত্মা ডাকিনীর সনে!
বিকল অন্তর মম কুমারে না হেরি;
উপদেশ-বাক্য এবে ধরিতে না পারি।
হিতকারী যদি তুমি, যাও ত্বরাত্বরি,
দেখ কোথা প্রবীর আমার।
নীরব নিশায়
ধীরে যদি বায়ু ব'য়ে যায়,
আশঙ্কায় লোকে শোনে ভৈরব-নিনাদ।
যাও ত্বরা, কুমারে আনিয়া রাখ প্রাণ!
কিন্তু যদি ভয় চিতে ভৈরব-হুঙ্কারে,
যাও দ্রুত স্বাহার মন্দিরে।
অগ্রে করি গঙ্গা-পূজা,
পরে দেখিব, কে ভৈরব মুরতি
শূল হস্তে রোধে মোর গতি?
শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে;
দেখি, কোথা হাম্ হুম্ রব—
তাথেই তাথেই নৃত্য ভৈরব উৎসব।

ভূত প্রেত প্রেতিনীর নাহি ভয়,
যাব পুত্র-অন্বেষণে, কে বিরোধী·হবে ?
আয় মাতা !

মদনমঞ্জরী ও জনার প্রস্থান

অগ্নি। এ কি! হরগৌরী-নিন্দা! এ পুরে ত আর থাকা হয় না! কিন্তু নারায়ণের নিষেধ, তিনি এ পুরে প্রবেশ না ক'র্‌লে আমি স্থানান্তরে যেতে পার্‌ব না।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। দেব্‌তা, দেব্‌তা, কি ভাব্‌ছ? ছেলেটা কোথা, ব'লে দাও না? এতদিন জামাই-আদরে খেলে, হ'লেই বা দেব্‌তা, একটা উপকার কর না! শুনেছি, তুমি অন্তর্য্যামী,—ভূত, ভবিষ্যৎ ব'ল্‌তে পার ; বলো না, ছেলেটা কোথায় আটকা প'ড়্‌ল ?

অগ্নি। আজ আমার আর সে দেবশক্তি নাই।

বিদূ। তা থাকবে কেন? একখানি খড়ের ঘর এনে সাম্‌নে ধরি, এক্ষণি দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবে, ঘিয়ের মটুকিটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওজড় ক'র্‌বে, কারুর কচি ছেলের কাঁথায় গিয়ে লাগ্‌বে, কারুর নতুন ঘর ক'রে দেবে। কেন অগ্নিদেব, যেখানে যে হোম করে, তা' এখান থেকে ব'সে ঠাওর পাও, অম্‌নি দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে ওঠ !

অগ্নি। সত্য ব্রাহ্মণ, আমি ভৈরবী-মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়েছি।

বিদূ। গা ছম্ ছম্ একা আমার নয়, তোমারও করে দেখ্‌তে পাই। আচ্ছা ঠাকুর, এটা ব'ল্‌তে পার, থেকে থেকে কি হাঁক ডাক শুন্‌ছি? মুরলীবয়ান মুরলীনাদই ক'র্‌তেন জান্‌তুম, এমন যে বিকট আওয়াজ ছাড়তে পটু, তা আমার বাপের জন্মেও জান্‌তুম না! বাবা, আঁধার রেতে পিলে চম্‌কে ওঠে! কোথায় কে ক'চ্ছেন হুম্, কোথায় কে ক'চ্ছেন হাম্।

অগ্নি। আমার জ্ঞান হয়—কৈলাসীয় মায়া।

বিদূ। আমি ভেবেছিলাম মোক্ষ দিতে বুঝি একলা হরি ; তা নয়, আবার হরহরি! তা দেবদেবের বিনা আবাহনে এত কৃপা কেন? হরি না হয় অন্তর্য্যামী, ভোরে ডাক শুনে এসে পড়েছেন! এ র দয়াটা কিসে ফুট্‌লো?

অগ্নি। আমি ত তোমায় বল্‌ছি, আমি দেবদৃষ্টিহীন।

বিদূ। না, পুরী একগাড় ক'র্‌লে ;—ছাড়্‌লে না! দেব্‌তা, তুমি ত ব'ল্‌ছ,

হরিহর কৃপা ক'চ্ছেন! তুমি একটু অকৃপা ক'রে আমায় ব'লে দাও না,— ফুটে না বল, আঁচে ইসারায় জানিয়ে দাও না,—ভয়ই করুক আর যাই করুক, আমি একবার ঘুরে ফিরে দেখি।

অগ্নি। আমি তো তোমায় ব'ল্‌ছি, আমার সাধ্যাতীত।

বিদূ। আর কেন ছক্কাবাজী ঝাড়্‌ছ? রসিকতা ত অনেক হ'লো। এই অ্যাদ্দিন যে জামাই-আদরে খেলে, দেব্‌তা হ'লেই কি সব ভুল্‌তে হয়? একা হরির দোষ দিলে কি হবে? দেবতার বাচ্ছা কেউ কম নয়, পুজো কল্লেই সর্ব্বনাশ! বাম্‌নীর ইতুভাঁড়টি আগে টেনে ফেল্‌ছি, তবে আর কাজ।

অগ্নির প্রস্থান

পরিষ্কার চ'লে গেল! বেটাদের চোখে চামড়া নেই,—তা পলক পড়্‌বে কি? হরকে শুনেছি—ছ'টো বেলপাতা দিলে ঠাণ্ডা হয়, মরি বাঁচি কাল সকালে ছ'টো দেব। এখন হরির কি করি? ও তুল্‌সীপাতাও নেবে, জোড়া মড়াও বার ক'র্‌বে। মোক্ষদাতা হরি—হরের বাবা! গা-টা বড় ছম্‌ ছম্‌ ক'র্‌ছে, গায়ত্রী ত থান্‌কে থান্‌ বজায় রেখেছি, নষ্ট করি নি; দেখি যদি মনে পড়ে, একবার মনে মনে আওড়াই। এক বারেই কি হয়? মোণ্ডার চোটে মা গায়ত্রী মাথায় উঠে ব'সে আছেন! আর ছুষ্‌লেই ত হয় না, নেয়েই ক্ষিদে পায়;—এইবার মনে প'ড়েছে। যেন ছম্‌-ছমানীটে কতক গেল, জপ্‌তে জপ্‌তে দেখি ঘুরে, যদি কুমারের দেখা পাই!

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির অভ্যন্তরে

ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ

ভীম। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
এ দুর্ম্মদ অরি
কিরূপে বা বধিবে অর্জ্জুন!
দুষ্কর সমর দেখেছি বিস্তর,
বিশ্বজয়ী রথিবৃন্দ প্রবোধিছে রণে;

দেখেছ, শ্রীহরি,
ব্রহ্ম-অস্ত্র হেরি পলক পড়ে নি মম।
কিন্তু,
বিস্ময় জন্মেছে, কৃষ্ণ, প্রবীরের রণে!
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শর চূর্ণ যে গদায়
অনায়াসে কাটিয়া পাড়িল!
সব্যসাচী অর্জ্জুনের করে
অস্ত্র ঝরে বরিষার বারি-সম;
কিন্তু বাসুকি হুঙ্কার—
কুমারের অস্ত্রের ঝঙ্কার;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম
শর-শ্রেণী ভুবন ব্যাপিয়ে চলে!
এ রিপু, হে হৃষীকেশ, কেমনে নাশিবে?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন বৃকোদর,
সামান্য মানব এবে প্রবীর কুমার।
মাতৃবলে বলী, আজি মায়ে অবহেলি,
অঙ্গনার করিয়াছে উপাসনা।
কুপিত শঙ্কর হরেছেন বল তার,
ব্যথা দেছে মা'র মনে আজি।
হের, শিব-দূত আসিয়াছে শিবিরে।

রণ-সজ্জা লইয়া শিব-দূতের প্রবেশ

শিব-দূত। নমি পদে, জনার্দ্দন ভুবন-পাবন!
ভুলেছে প্রবীর বীর নায়িকার ছলে।
ল'য়ে যোগিনী সঙ্গিনী—
মনোহর উপবন সৃজিল মোহিনী
ভীষণ শ্মশান-ভূমে।
কামদেব ছলিয়া তথায়
কুমারে লইয়া গেল।
কুহকিনী বিলোল নয়নে
হানিল কটাক্ষ-শর,

জরজর মদন-পীড়ায়
নায়িকায় সম্ভাষিল প্রেম-ভাষে।
রণ-সাজ মায়াবিনী মায়ায় হরিল,
মায়ানিদ্রা তখনি ঘেরিল,
নিদ্রাঘোরে অচেতন ভীষণ শ্মশানে।
শিবের আদেশে, ত্রিশূল পরশে
হরিয়াছি বল তার।
ঝরে যার মা'র চক্ষে জল,
শিব-বল থাকে কি তাহার ?
ধর হে শারঙ্গ ধনু, লহ রণ-সাজ,
অর্পিলে কুমারে যাহা।
আদেশ' দাসেরে, যাই পূজিতে মহেশে।

শ্রীকৃষ্ণ। জানায়ো প্রণাম মম মহেশের পায়,
নগেন্দ্রনন্দিনী-পদে শত নমস্কার।
কহিও, ভৈরবদূত, অকৃতি এ সুত,—
মনে যেন রাখেন জননী।

শিব-দূত। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য ; প্রণাম চরণে।

প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। বাহিনী সাজায়ে শীঘ্র চল, বৃকোদর,
বেড় মাহিষ্মতী পুরী ;
সাবধানে রক্ষা কর দ্বার,
আসে পাছে উন্মাদিনী পুত্র-অন্বেষণে।
মাতা পুত্রে দেখা হ'লে পড়িবে প্রমাদ,
মায়া-বল নায়িকার তখনি টুটিবে।
মাতৃ-দরশনে, মাতৃ-ভক্তি উদয় হইবে পুনঃ।
ভক্তিভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে প্রবীর,
শমনের অধিকার না রহিবে আর,—
অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

প্রবীর

প্রবীর। এস এস, কোথা আদরিণি!
এ কি, কোথা আমি!
কোথা সে বাসর!—এ যে প্রান্তর নেহারি;
সুন্দরী লুকাল কোথা?
এ কি ছল!

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ

অর্জ্জুন। বীর্য্যবান রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে।
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম,
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে;
কীর্ত্তিগান চিরদিন রহিবে ধরায়,—
কৃষ্ণ-সনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।
সমরে নাহিক কাজ, দেহ বাজী ফিরে।

প্রবীর। রণ-সাধ অবসাদ যদি, ধনঞ্জয়,
চাহ যদি ফিরে দিব হয়।
কিন্তু, হে বিজয়, বুঝিতে না পারি
উপহাস কর কি আমার সনে?
ফাল্গুনী সমরক্লান্ত সম্ভব না হয়।

অর্জ্জুন। সত্য, নহি রণক্লান্ত; শুন, বীরবর,
দেব-বরে জিনেছ সমরে কালি মোরে।
আজি যুদ্ধে হবে পরাভব,
দেব-কৃপা অদ্য মম প্রতি।

প্রবীর। অশ্ব দিব ফিরাইয়ে পরাজয় মানি,
ভেব না সম্ভব কভু।

দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।

অর্জ্জুন। অবিলম্বে দেহ রণ, সাজ রথিবর!

প্রবীর। রণ-সাজ কোথায় আমার?
কুহকে আচ্ছন্ন আমি,
স্বপ্ন-সম সকলি হতেছে জ্ঞান!

শ্রীকৃষ্ণ। দেব-মায়া বুঝ, রথিবর!
বিরূপ শঙ্কর,
যুদ্ধে তব জয় নাহি হবে।
ভাব মনে,
এ ঘোর শ্মশানে কিরূপে এসেছ তুমি;
ভেবে দেখ, রণ-সজ্জা কে হরিল তব?
নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে,
দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয়।

প্রবীর। বুঝিয়াছি, চক্রি, চক্র সকলি তোমার।
ধিক্ ধিক্! মৃত্যু শ্রেয়ঃ, এ জীবনে ধিক্!
স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায়—
আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে?
অস্ত্র ধনু হরিয়াছ, হরি,
ভাব কি হে তাহে মম হবে পরাজয়?
দেখিব, কেমনে তুমি রাখিবে অর্জ্জুনে,—
শীঘ্র সাজি রণ-সাজে হইব উদয়।

অর্জ্জুন। ধনু, অস্ত্র, বর্ম্ম আদি দিতেছি তোমায়,
ইচ্ছা যদি ধর করে গাণ্ডীব আমার,
লহ কপিধ্বজ রথ, সারথি নিপুণ,
অবিলম্বে সাজ হে সংগ্রামে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বীর, যুদ্ধে কার্য্য কিবা?

প্রবীর। ইচ্ছা তব করিব কি পাণ্ডবের সেবা?

কহ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব কি হেতু তোমা পূজে ?
কপটের শিরোমণি তুমি,
ছল মাত্র বল তব ;
মধুর বচনে কহ,—'মাগ পরাভব'।
শুন, ওহে যাদব-প্রধান,
কহে—শুনি,
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু তব অবতার ;
এ কথার অর্থ নাহি হয় প্রণিধান।
শুন, যদুবীর, রাজা যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম-অবতার—
তারে তুমি মিথ্যা কহাইলে।
তব উপদেশে,
গুরুজনে কৌশলে বধিল পাণ্ডুসুত।
জগদ্বন্ধু নারায়ণ যদি, হে কেশব,
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের ?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার ?
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়।
ক্ষত্রধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন—
বিনা যুদ্ধে পরাজয় মাগি !

শ্রীকৃষ্ণ। রাখ রাখ, রাজপুত্র, বচন আমার !
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান মম উপদেশে,
রাখ অনুরোধ,
পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী ;
মম কার্য্যে বিঘ্ন নাহি কর।
তোমা দোঁহে কেহ নহে উন ;
সমরে সোসর তুমি, বীরবর।
কীর্ত্তি তব রবে লোকময়,
করি' রণজয়
হয় দেছ ফিরাইয়ে আমার বচনে।
অপযশ কভু তব না হবে কুমার।

প্রবীর। অনুরোধে ফিরাইব বাজী ?
না, অনুরোধ না মানিব ;—
সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব,
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার !
ব্যভিচারী ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে
কামোন্মত্ত হইয়ে নিশায় !
গঙ্গায় করেছি অপমান ;
জাহ্নবীর উপদেশ ঠেলি
ধনু-অস্ত্র অর্পিলাম বারাঙ্গনা-করে !
রণ-ক্ষেত্রে হৃদয়ের রুধির ঢালিব।
কিন্তু যদি হয় রণজয়, সম্ভব এ নয়,
গৃহে আর ফিরে নাহি যাব,
বেশ্যা-দাস করে সবে !—
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি তাহে করিব প্রবেশ !
হা বিধাতঃ, এ কলঙ্ক লিখেছিলে ভালে !
এস, ধনঞ্জয়,
দেহ যেবা অস্ত্র তব অভিলাষ,
দেহ রণ, অধিক বিলম্ব কেন আর ?

অর্জ্জুন। বাছি লও ধনু অস্ত্র ইচ্ছামত তব,
কিম্বা বীর, আইস শিবিরে,
যত অস্ত্র আছে তথা দেখাই তোমায়,
যাহা রুচি তাহা তুমি করিও ধারণ।

প্রবীর। দেহ অস্ত্র, সাজ বীর, হও হে সত্বর !

অর্জ্জুন। দুইখান রথ দূরে কর দরশন,
যাহে ইচ্ছা তব, বীর, কর আরোহণ।

অর্জ্জুন ও প্রবীরের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। এই উচ্চ শাখিচূড়ে কর আরোহণ,
দৃষ্ট হবে নগর তোমার।
সিংহনাদ শুনি ঘন ঘন,

আক্রমিছে বৃকোদর,
বল মোরে কোন্ যোধ বাদী ?

বৃষকেতু। (বৃক্ষে আরোহণ করিয়া)
উত্তরে বিক্রম করে বৃকোদর-ঠাট,
সাত্যকি পশ্চিমভাগে চালিছে বাহিনী,
দৈত্য-সৈন্য ছোটে পূর্ব্বদ্বারে,
রাক্ষসীয় চমূ ধায় দক্ষিণ দুয়ারে।
ধ্বজা হেরি জ্ঞান হয় মনে,
আক্রমিতে বৃকোদরে অগ্নি আগুয়ান।
ওই শুন অস্ত্র-ঠন্‌ঠনি,
বেধেছে সমর ঘোর।
তমাচ্ছন্ন হেরি অস্ত্র-জালে,
উল্কা সম মহা-অস্ত্র চলে,
হানে কেবা কারে, নির্ণয় করিতে নারি।
হেরি একাকার, শুনি মাত্র অস্ত্রের ঝঙ্কার,
সৈন্যের হুঙ্কার ঘোর।
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে
মহাসৈন্য টলে,
যেন ঘোর রোলে সাগর-তরঙ্গ দোলে।
বাণ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে হরে অন্ধকার,
আঁধার বাড়ায় তায়।

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধানে দেখ, বীরবর,
ভৈরবীরূপিণী রমণী কি লক্ষ্য হয়
অক্ষৌহিণী মাঝে ?
বিহ্বলা পুত্রের তরে আসে যদি রাণী,
শক্তি কার না হইবে বারিতে ভীষণা।
নিশ্চয় আসিছে ভীমা পুত্র-অন্বেষণে ;
সে আসিলে অর্জ্জুনের নাহিক নিস্তার,
মহা তেজস্বিনী বামা জাহ্নবীর বরে।

বৃষকেতু। কই, লক্ষ্য নাহি হয় কিছু!

হের, হৃষীকেশ,
পাণ্ডব-গৌরব-রবি বুঝি অবসান!
দীপ্তিমান মহা-অস্ত্র ধরেছে কুমার।
অস্ত্র-তেজে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড নেহারি!
ওই শুন বাসুকি-হুঙ্কার,
অস্ত্র ধায় বধিতে অর্জ্জুনে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ, বীর, ধনঞ্জয় নিবারিল শর,
কুমার বিকল হের সব্যসাচী বাণে।

বৃষকেতু। যমরূপী অস্ত্র দেখ জুড়িল কুমার!
শুন, প্রভু, ভীষণ উঠিছে হাহাকার,
কালানল অস্ত্র-মুখে ঝরে,
গর্জ্জে বাণ ভৈরব-বিষাণ জিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। শূন্যে হের, নন্দী অস্ত্র নিবারে ত্রিশূলে,
অস্ত্র-তেজ মহাতেজে মিশাইল।
পুনঃ হের নগর-মাঝারে,
হের কোনো রমণী-মূরতি?
উন্মাদিনী আসিবে নিশ্চয়।

বৃষকেতু। যদুবীর,
দারুণ ভীমের শরে অগ্নি ভঙ্গীয়ান,
সিংহনাদে যোঝে বীরবর।
হেরি দূরে উন্মত্তের প্রায়
দুই জন ধাইছে তোরণ-মুখে,
নির্ণয় করিতে নারি পুরুষ কি নারী।
উল্কা-প্রায় আসে দ্রুতবেগে,
নারী হেন হয় অনুমান,—
স্তব্ধ সৈন্য অস্ত্র নাহি চালে।
কে ভীষণা, কহ দামোদর,
অন্য নারী কে বা তার সাথী?

শ্রীকৃষ্ণ। সঙ্কট পড়িল আজি অর্জ্জুনে লইয়ে;
মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর,

শিব-বল ফিরিবে আবার।
কত দূরে নেহার—ভীষণা ?

যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও প্রবীরের পুনঃ প্রবেশ

অর্জ্জুন। বীরবর, ক্ষমা দেহ রণে ;
করিয়াছ দুষ্কর সমর,
দেব-নরে অসম্ভব !
ক্লান্ত তুমি বিশ্রাম লভহ।
বিকলাঙ্গ দারুণ প্রহারে,
তবু কেন যাচিছ সমর ?

প্রবীর। যুদ্ধ—যুদ্ধ, কর আক্রমণ !

যুদ্ধ ও পতন

অর্জ্জুন। হায় ! মহা বীরবর হইল নিপাত !
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়-কার্য্য, বধিলাম শিশু ;
বীরকুলক্ষয়-হেতু জনম আমার !

বৃষকেতু। ওই আসিতেছে বিভীষণা এই দিকে,
সঙ্গে নারী উন্মাদিনী এলোকেশী !
পলায় পাণ্ডবসৈন্য ডরে।

শ্রীকৃষ্ণ। শীঘ্র নাম তরু হ'তে,—চল পলাইয়ে।

বৃষকেতুর বৃক্ষ হইতে অবতরণ

অর্জ্জুন। হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে হে হবে কি উপায় ?
আহা, বীরশ্রেষ্ঠ রথীন্দ্র প্রবীর !

শ্রীকৃষ্ণ। খেদ কর শিবিরে যাইয়া।
আসে জনা উন্মাদিনী ;
পুত্র-বধ ক'রেছ কৌশলে,
তার কোপানলে ভস্ম হবে এইক্ষণে ;
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল।

প্রবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

প্রবীর। হে শঙ্কর, এতদিনে—
দাসেরে কি পড়িয়াছে মনে ?
ভোলানাথ, ভুলে ছিলে কত দিন ! (মৃত্যু)

জনার প্রবেশ

জনা। ওই—ওই—ওই যে কুমার,
বাপধন, পড়েছ সংগ্রামে !
তাই যাদুমণি, এস নাই মার কাছে ?
হা পুত্র, হা প্রবীর আমার !

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ

আরে অভাগিনী,
দেখ্‌রে কুমার কি দশায় !
মদনমঞ্জরী। হা প্রাণেশ্বর ! (মূর্চ্ছা)
জনা। মমতা, এস না বক্ষে মম !
জ্বল্, জ্বল্ রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল্ হৃদে !
পুত্র-হন্তা জীবিত রয়েছে,—
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে !
বীর-অবতার,
অসহায় পড়েছে কুমার ;
প্রেত-আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভৎর্সনা,—
'পুত্র-হন্তা অরি তোর জীবিত এখনো'।
শোণিতের সনে বহ, গরল-প্রবাহ,
বৈশ্বানর, খেল শ্বাস-সনে,
পুত্র-হন্তা বৈরীরে নাশিতে।

চক্ষু হ'তে, প্রলয় অনল, ছোট,—
হিংসা-তৃষা, শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও, দিনকর,
উঠ রে প্রলয়ধূম—বিশ্ব আবরিতে
পুত্র-ঘাতী অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈর-নির্য্যাতন,
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে।
জ্বল্ রে সন্তাপ, হৃদে জ্বল্ রে দ্বিগুণ,
জ্বালা জুড়াইবে জনা শত্রুর শোণিতে।
হা পুত্র, হা স্বর্ণ-গিরিচূড়া!
যাই, যাই বৈরী-নির্য্যাতনে।
দেখে যাই শেষ দেখা ;—
আহা বাপধন!
পলক পোড়ো না চোখে—নেহারি বাছারে।

মদনমঞ্জরী। (মূর্চ্ছান্তে) আহা!
প্রাণনাথ, ভুলে আছ দাসীরে কেমনে?
ওঠ ওঠ, প্রাণনাথ, ঘুমা'ও না আর,
ফিরে চাও, মুছাও নয়ন-বারি!
পতিসোহাগিনী, পতি-কাঙ্গালিনী,
হের, অভাগিনী তব পদতলে।
গর্জ্জে অরি, শুন, বীরবর, সাজহ সত্বর,
কাতরে স্বপক্ষ সেনা ডাকিছে তোমায়!
ওঠ, বীরমণি—
ফাল্গুনীর বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব কর ত্বরা।
কিবা অভিমানে ধরাসনে করেছ শয়ন?
কথা কও, প্রাণ রাখ অভাগীর।
আরে প্রাণ পাষাণগঠিত,
প্রাণনাথ গেছে চ'লে, আছ কার তরে?
কি হ'লো, মা, কি হ'লো আমার!

জনা। কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে, শোক কর, বালা,

শোক নাহি জনার হৃদয়ে !
অস্ত্রানলে দগ্ধ তনু তনয়ের মম,
আঁখিজলে কর, মা, শীতল ;
নাহি বারি জনার নয়নে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়,
বুঝি মর্ম্মস্থল জ্বলে,
কর তায় ধারা বরিষণ !
কাঁদ কাঁদ, বালা, পতি তোর ধরাতলে ;
রুধির-তৃষ্ণায় জ্বলে জনার অন্তর।

মদনমঞ্জরী। আজি এ শ্মশান পুনঃ বাসর আমার !
বিবাহের দিনে
পতি-প্রদক্ষিণ করেছিনু সাত বার,
আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে
পদে করি নমস্কার !
কর রে মঙ্গলধ্বনি, শকুনি গৃধিনী ;
চিতাভস্ম ছড়াও, পবন,
মাঙ্গলিক ফুল-সম।
শিবাগণে কর রে আনন্দধ্বনি।
হৃদয়রঞ্জন, নারীর জীবন,
রমণীর শিরোমণি, কর হে সোহাগ।
প্রাণপতি ! কাঁদে সতী
সোহাগে কর হে সাথী ;
যাই যাই, প্রাণেশ্বর ডাকে মম।

প্রবীরের পদতলে পতন ও মৃত্যু

জনা। গুণবতি, ঘুমাও পতির কোলে।
জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে।
শুন শুন, ভীষণ শ্মশানভূমি,
শুন, সমীরণ,
শুন, প্রেত দানা ডাকিনী হাঁকিনী—
ফের যারা এ নির্ম্মমস্থলে !

শুন, রবি গগনমণ্ডলে !
জলে স্থলে অনিলে অনলে
অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী,
শুন, শুন, প্রতিজ্ঞা আমার,—
মহেশ্বর, চক্রধর, দণ্ডধর কিবা,
বজ্র-হাতে ঐরাবতে দেব পুরন্দর,
সবে মিলি হয় যদি অর্জ্জুন-সহায়—
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে রোষানল মম
প্রবেশিবে দহিতে অর্জ্জুনে।
পুত্রশোকাতুরা মাতৃকোপানলে,
দেখি পরিত্রাণ পাও কোন্ দেব-বলে।
যাই, যাই,
পুত্রহা অরাতি আছে জীবিত এখনো ! প্রস্থান

বেতাল, ভৈরব, যোগিনী, ডাকিনী, হাঁকিনী প্রভৃতির প্রবেশ

গীত

আনন্দভৈরব—ত্রিতালী

ভৈরব।— ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর, গঙ্গাধর হর শ্মশানবিহারী।
ভৈরবী।— ঘোরা দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী, উন্মাদিনী ভীমা ভবনারী॥
ভৈরব।— বিষাণগর্জ্জন বিশ্ববিনাশী,
ভৈরবী।— অট্ট অট্ট হাসি প্রলয়প্রকাশি,
ভৈরব।— জয় চামুণ্ডে
ভৈরবী।— সংহারকারী॥
ভৈরব।— মাতে ভৈরব, ভৈরবরঙ্গে,
ভৈরবী।— প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
ভৈরব।— রুধিরদশনা,
ভৈরবী।— জয় পিনাকধারী॥
ভৈরব।— বব-বম্ বব-বম্ গভীর ঘোর রোল,
ভৈরবী।— করাল কুন্তল আকুল দল দল,
ভৈরব।— জয় ফণিকুণ্ডলা
ভৈরবী।— জয় ফণিহারী॥

ভৈরব। গঙ্গাজলে দুই দেহ করিয়ে অর্পণ,
কার্য্য সাঙ্গ—চল যাই কৈলাস-সদন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখ

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষকেতু

বৃষকেতু। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
পদানত অরি,
তবে কেন বিষণ্ণ তোমারে হেরি?
অগ্নিদেব-অনুরোধে ক্ষান্ত আছে রণ,
নহে এতক্ষণ
রাজধানী হ'ত অধিকার।
মনে হয়, নিশ্চয় ফিরায়ে দিবে হয়।
আর এক হ'তেছ বিস্ময়!
কৃপাময়, কে বুঝে তোমার মায়া!
পুত্রশোকাতুরা জনারে হেরিয়ে
ডরে কেন পলাইয়ে এলে হরি?
অগণন রণে
কত মাতা অপুত্র হ'য়েছে,
ক্ষত্রসুতা নহে কেবা পুত্রশোকাতুরা?
জগন্নাথ, অকস্মাৎ জনারে হেরিয়ে
সভয় হইলে কি কারণ?

পুত্রশোকে গালি পাড়ে নারী,
কত-শত দেয় অভিশাপ,
অমঙ্গল ফলিলে তাহায়,
এতদিনে পাণ্ডুকুল হইত নির্ম্মূল।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন, বীর, নহে জনা সামান্যা রমণী ;
জাহ্নবীর সহচরী মহা তেজস্বিনী !
ভোগ-লালসায় এসেছে ধরায়,
কাল পূর্ণ—মিশাবে জাহ্নবী-জলে।
মিলি মোরা তিন জন
পুত্রে তার করিয়াছি কৌশলে নিধন,
বেজেছে বেদনা তায় গঙ্গার হৃদয়ে।
ভাতিছে জনার চক্ষে জাহ্নবীর রোষ,
হর-কোপানলে যদি থাকে হে নিস্তার,
জাহ্নবীর ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার।

বৃষকেতু। এ ঘোর বিপদে কহ, বিপদভঞ্জন,
ধনঞ্জয়ে কি উপায়ে রাখিবে, মাধব ?

শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র উপায় ইহার,
তিন অংশ হয় যদি এই ক্রোধানল,
কষ্টে সাধ্য হয় তায় পার্থের উদ্ধার।
এক অংশ লইবারে পারি,
অধিক শকতি নাহি মম।
অন্য অংশ করিতে গ্রহণ
যদি কেহ থাকে মহাজন,
তবে রক্ষা হয় কিরীটীর।
কিন্তু কোথা কেবা শক্তিমান্,
সে অনল পরের কারণ
কেবা করিবে ধারণ ?

বৃষকেতু। নারায়ণ, তব পদে আছে যার মন,
অসাধ্য সাধন
অনায়াসে করিবারে পারে।

হে শ্রীপতি, তব পদে থাকে যদি মতি,
জাহ্নবীর রোষানল করিব গ্রহণ।
যে হয় সে হয়, করহ উপায়,
যাহে এক অংশ আসে মম 'পরে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি কথা কহ, বীরমণি?
তুমি পাণ্ডবের নয়নের মণি,
অমঙ্গল যদি তায় হয়,
কি কবেন ধর্ম্মরাজ শুনি?
কি জানি, যগুপি শক্তি নাহি হয় তব
ধরিতে সে দুরন্ত অনল!
আমি, ধনঞ্জয়, আর দেব দিগম্বর,
পারি মাত্র এক অংশ করিতে গ্রহণ;
জাহ্নবীর কোপানল বিশ্ববিনাশিনী।

বৃষকেতু। হে শ্রীপতি, শ্রীচরণে ধরি'
'ভক্তি' ভিক্ষা করিল কিঙ্কর,
ভক্ত বলি আশ্বাসিলে দাসে পীতাম্বর।
তব বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
হরিভক্ত হ'য়েছি নিশ্চয়।
কিবা শক্তি নাহি ধরে কৃষ্ণ-ভক্তজন?
চক্রধারি, নাহি ডরি রোষানল।
ওহে সারাৎসার,
উচ্চ কার্য্যে দেহ অধিকার,
রোষাগ্নির অংশী মোরে কর, নারায়ণ।
যদি ভস্ম হই সে রোষ-অনলে,
হাসিবেন পিতৃদেব মিহিরমণ্ডলে
তুষ্ট হয়ে মম প্রতি।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি—ধন্য আত্মত্যাগ!
এই মহাপুণ্য-ফলে,
পাইবে নিস্তার রোষানলে;
তুমি, আমি, ধনঞ্জয়—অংশী এ রোষের।

শুন, রথি, যেই হেতু রোষাগ্নি দুর্ম্মদ,
মাতৃপূজা-প্রতিবাদী মোরা তিনজন ;
মাতৃপূজা করে যেই জন—
যেবা তায় হয় বিঘ্নকারী,
রুষ্টা জগন্মাতা দিগম্বরী তার প্রতি।
কুপিতা ভৈরবী এবে অর্জ্জুনের 'পরে,
অবশ্য হইবে তার শমন দর্শন ।
কিন্তু পুত্রস্নেহ মম প্রতি,
কৃষ্ণ মাতা নাম, মম ভক্ত জানি
নিস্তারিণী রাখিবেন পায় ।
ভেব না হুতাশ,
ভূমণ্ডলে পাণ্ডবের নাহিক বিনাশ,
ব্যাস-বাক্য হবে না লঙ্ঘন ।
দেবীর প্রসাদে,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী দাসে,
অবাধে এ রোষানল এড়াবে অর্জ্জুন ।
সঙ্গোপনে রেখো কথা,
স্মরিয়ে শঙ্করী আশীর্ব্বাদ করি,
অকল্যাণ হবে না তোমার ।

বৃষকেতু । বন্ধু যার শ্রীমধুসূদন—
নাহি ডর তার তরে ।
ও পদপঙ্কজ স্মরি
প্রাণের আশঙ্কা নাহি করি ;
কিন্তু
আকুল অন্তর মম, হে ব্রজবিহারি,
তুমি অংশ করিবে গ্রহণ !
কল্পতরু তুমি ভগবান্,
কিঙ্করের পূরাও বাসনা,
বনমালি, মাগি বর—
ওহে বংশীধর,

তব অংশ দেহ এ দাসেরে।
নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে,
এ পতঙ্গ রোষাগ্নিতে যদি যায় জ্ব'লে,
কমলাক্ষ, তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে।
তুমি ব্যথা পাবে,
এ যাতনা সহিতে নারিব!
রাঙা পায় জানায় কিঙ্কর,
ব্রজেশ্বর, ক'রো না বঞ্চনা।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনিলে বীরেন্দ্র তুমি,
বিপদবারিণী কৃপাময়ী মম প্রতি;
সে রোষ না স্পর্শিবে আমায়।
দেখ না প্রমাণ,
যদুকুল হ'ল কি নির্ম্মূল
গান্ধারীর অভিশাপে?
যদুবংশ-বৃদ্ধি দিন দিন।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। নমি দানবারি,
ভয়ঙ্করী কোথা হ'তে আসিয়াছে নারী,
এলোকেশী আরক্তনয়না,—
অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নারে;
ফেরে শিবিরে শিবিরে,
কেবা জানে, কি ভাবে ভীষণা
কারে করে অন্বেষণ?
করালিনী কালভুজঙ্গিনী
শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে, কাঁপে ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ভীষণ,
অনীকিনী আতঙ্কে কম্পিত।
অদ্ভুত কাহিনী শুন, যদুমণি,
যেন শিবিরে খুঁজিয়ে,
ক্লান্ত হ'য়ে চামুণ্ডারূপিণী

বসিল অশ্বত্থ-তরুমূলে—
আচম্বিতে উঠিল গর্জ্জিয়ে,
'অর্জ্জুন' বলিয়ে ছাড়িল প্রবল শ্বাস,
শুকালো প্রবীণ বৃক্ষ সে শ্বাস-অনলে !
উন্মাদিনী উঠিল আবার,
থেকে থেকে করে বামা ভীষণ চীৎকার !
বড় ভাগ্য ধনঞ্জয় নাহিক শিবিরে,
অনলদেবের সনে গেছেন নগরে,
নীলধ্বজ রাজার আলয় ।
নহে,—
নিশ্চয় মঙ্গলময়, অনর্থ ঘটিত ।

শ্রীকৃষ্ণ । যাও, দূত, সাবধানে !
কেহ কিছু না বলে বামারে,
নাহি ভয়, চলে যাবে নিজ স্থানে । *দূতের প্রস্থান*
বুঝেছ কি, কেবা সে ভীষণা ?
পুত্রশোকাতুরা জনা ।
যে নিশ্বাসে অশ্বত্থ শুকালো,
ভস্ম তায় হইত অর্জ্জুন ।
বৃক্ষ-রূপে আমি তাহা ক'রেছি গ্রহণ,
বিষহীন ভুজঙ্গিনী জনা এবে ।

বৃষকেতু । হে প্রভু, হে নিরঞ্জন ব্রহ্মসনাতন,
কত সহ ভক্তের কারণ !
পাপ-তাপ-ভার বহি নরদেহ ধরি
ধরায় ভ্রমিছ, নারায়ণ !
করুণার তুলনা কি হয়,
সাগরের সাগর উপমা ।
অজ্ঞ দাসে কহ, বিশ্বরূপ,
বৃক্ষ-দেহে সহিতেছ যেই রোষানল,
কিসে সে শীতল হবে ?
সাধ হয়, হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে

লেপি, প্রভু, অশ্বত্থের গায়,
যদি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জ্বালা।
কহ, নাথ, জীবিত কি হবে বৃক্ষ পুনঃ ?
নহে হরি,
রহিল দারুণ শেল কিঙ্করের বুকে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমা সম ভক্ত মম বিরল ভুবনে,
ক্ষুব্ধচিত্ত না হও, ধীমান্।
বাড়াতে ভক্তের মান তাপ সহি আমি,
ভক্তের প্রসাদে সেই তাপ যায় দূরে।
এই রাজ্যে বৈসে এক মহাভক্ত দ্বিজ,
স্পর্শে তার তাপ দূরে যাবে,
নবীন পল্লব পুনঃ অশ্বত্থ ধরিবে।

বৃষকেতু। হেন ভক্ত কেবা, দয়াময় !
পদে তাঁর কোটি নমস্কার !

শ্রীকৃষ্ণ। অতীব সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ-কুমার ;
বিশ্বাস তাহার,
জীবনে বারেক যেই স্মরে মম নাম,
পুলকে গোলোকধামে অন্তে পায় স্থান।
হস্তিনায় ল'য়ে যাব দ্বিজোত্তমে,
চল যাই, ব্যাকুল বাহিনী। উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদূষকের বাটীর সম্মুখ

ইতুভাঁড় লইয়া বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। এই যে, দিব্বি ঘাসগুলি গজিয়েছে, বেশ ঘরে ব'সে পূজা খাচ্ছ, না ? তা চল, আমা হ'তে যদি ঠাকুর-কুল নির্ম্মূল হয়, তা আমি ছাড়ছি না ? একগণ্ডা ইতু ব'সেছেন ঘরে। আমি বুঝে নিয়েছি, ঠাকুরের ছোট বড় নেই, সর্ব্বনাশ ক'রতে কেউ কসুর করে না।

ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

ব্রাহ্মণী। তবে রে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, তুমি আমার ইতুভাঁড় চুরি ক'রে পালাচ্ছ ?

বিদূ। আরে ক্ষেপী, বুঝিস্ নে ? পুকুর-ধারে ভাল ক'রে পূজা ক'র্‌তে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। পুকুর-ধারে পূজো কি ?

বিদূ। তবে আর সমস্ত রাত কি কচ্ছিলুম ? নোড়ানুড়ি বটতলায় অশ্বত্থতলায় যা যেখানে ছিল, সব একত্তরে জড় ক'রেছি, তোর এই ইতুভাঁড়গুলি বাকী ; দু'কাঁড়ী নোড়ানুড়ি সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর পূজো খেয়ে এলেন, আর কাজের বেলা কেউ নয় ; আচ্ছা, থাকুন দীঘির জলে ঠাণ্ডা হ'য়ে।

ব্রাহ্মণী। এ মিন্‌সে ক্ষেপেছে !

বিদূ। মিন্‌সে ক্ষেপে নি, রাজ্যিশুদ্ধ ক্ষেপেছে। কেউ ব'ল্‌ছেন, 'মা, কি কর্‌লেন' ; কেউ ব'ল্‌ছেন, 'বাবা, রক্ষা কর' ; কেউ ব'ল্‌ছেন, 'বিপদ্‌ভঞ্জন' ; —দূর হোক, সকালবেলা আর ও নামটা ক'র্‌ব না। ওরে আবাগের বেটা-বেটীরে, বাবা-মা কাণের মাথা খেয়ে শুয়ে আছে ; জেগে আছেন কেবল দামোদর, তা যা করবার তা ক'রে যাবেন।

ব্রাহ্মণী। দাও—দাও, আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। আরে আয় না, পুকুর-ধারে এক এক ক'রে ঝারায় বসাই গে।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি ব'ল্‌ছ ?

বিদূ। তুমি কি ব'ল্‌ছ ?

বাহ্মণী। ইতুভাঁড় নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

বিদূ। এই যে ছত্রিশবার বল্লুম।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি জলে ফেল্‌তে যাচ্ছ না কি ?

বিদূ। এম্‌নি ত বাসনা ; তবে ইতু ঠাকুরের মনে কি আছে জানি নে।

ব্রাহ্মণী। ও মা কি সর্ব্বনাশ ! তোমার এমন বুদ্ধি ঘট্‌লো কেন ?

বিদূ। দু'দিন বাঁচব ব'লে—আর কি ? তোমার মাথায় সিঁদুর থাক্‌বে, খাড়ু খস্‌বে না ; নইলে এই যে দেখ্‌ছ দূর্ব্বা ঘাস, ইতু ঠাকুরের বরে হাড়ে হাড়ে গজাবে ! ওঁরা কেউ শুধু পূজা খান্ না।

ব্রাহ্মণী। না, দাও,—আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। কেন পেড়াপীড়ি কচ্ছিস্ ? দেখ্‌বি আয় না, ইতু ঠাকুর বুড়্ বুড়্ ক'রে তোকে বর দিয়ে যাবে এখন।

ব্রাহ্মণী। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ঠাকুর দেব্‌তা মান না?

বিদূ। মানি নে ত নিয়ে যাচ্ছি কেন? পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি, খুব মানি। তবে যে কখনও কারুর ভালো করেন, এই কথাটি মানি নে। ছাড, নে তোর ইতুভাঁড়। ঐ রাজবাড়ী থেকে না বদ্দি যাচ্ছে? ও বৈদ্যরাজ, ও বৈদ্যরাজ, বলি হন্ হন্ ক'রেই চলেছ যে?

ব্রাহ্মণীর প্রস্থান

বৈদ্যের প্রবেশ

বৈদ্য। কি ঠাকুর, রাজবাটী থেকে চলে এলে কখন্?

বিদূ। মশায় যখন নাড়ী টিপে মাথা চাল্‌ছেন। আপনি চলে এলেন যে?

বৈদ্য। একটা ঔষধ প্রস্তুত ক'র্‌ব ভাব্‌ছি।

বিদূ। কেমন দেখ্‌লেন?

বৈদ্য। দেখ্‌লাম বড় সঙ্কট, আরোগ্য হ'লেও হ'তে পারেন, আর না হ'লেও হ'তে পারেন।

বিদূ। আমিও বেশ বুঝ্‌লেম।

বৈদ্য। কিরূপ—কিরূপ?

বিদূ। মশায়ও এখন বজ্রাঘাতে ম'র্‌লেও ম'র্‌তে পারেন, আর বেঁচে গেলেও যেতে পারেন।

বৈদ্য। দেখুন, হ'য়েছে কি—একে বৃদ্ধ শরীর, তায় অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ, তায় পুত্রশোকে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন!

বিদূ। এগুলি আমি জানি, এগুলি শুন্‌তে মশায়কে ক্লেশ দিতেম না! জিজ্ঞাসা করি, কিছু উপায় আছে কি?

বৈদ্য। উপায় কষ্টসাধ্য। আপনি যান, আপনি দেখেছি, উত্তম শুশ্রূষা করেন।

বিদূ। আমি থাক্‌তেম,—মশাই ঠোঁট তুবড়ে মাথা চাল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লেন, সত্যি ব'ল্‌তে কি, দেখে যেন যমদূত জ্ঞান হ'ল; ভাবলেম উনি ততক্ষণ নাড়ী টিপুন, আমি একটা মাঙ্গলিক কাজ ক'রে আসি।

বৈদ্য। হাঁ উচিত।—নারায়ণকে তুলসী দেবেন?

বিদূ। তোমার সাত বেটার কল্যাণে দেব।

বৈদ্য। কেন ঠাকুর, তুলসীই তো ব্যবস্থা।

বিদূ। ব্যবস্থা তো বটে, ভাল শালগ্রাম এখন কোথা পাই? আপনার বাড়ী আছে কি?

বৈশ্য। হাঁ, উত্তম শালগ্রাম—গিরিধারী।

বিদূ। তা দেবেন চলুন, আমি ঝারায় বসিয়ে তুলসী দেব। (স্বগত) যেমন নর-বংশ নাশ ক'চ্ছ, তোমার মুড়ির বংশ নাশ ক'রতে আমি ছাড়্‌ব না। যেখানে যা পাব—হাতাব, আর দীঘি-সই ক'র্‌ব। তোমার মুড়ির ঝাড়কে গেড়ে তার পর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি!—ওঁরা ডাঙায় থাক্‌তে রাজার বড় ভাল বুঝি না।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, মন্ত্রী, অগ্নি ও পারিষদগণ

নীল। হা প্রবীর, হা রথীন্দ্র, হা বংশধর, আমায় অসহায় ফেলে কোথায় গেলে? শত্রু নগর-দ্বারে, এখনও কেন বীর-সাজে সেজে আস্‌ছ না? বাপ্‌রে, তোমার অভাগা পিতা মরে, দেখে যাও।

মন্ত্রী। হায় হায়, কি উপায় হবে! মহারাজের এই দশা, রাজ্ঞী উন্মত্তা! দেব, ব'ল্‌তে পারেন, রাজ্ঞীর এখন কি দশা?

অগ্নি। তিনি আপন মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছেন! স্বাহা তাঁর নিকট আছে। মহারাজ, শোকের সময় নয়, শত্রু গৃহদ্বারে, রথীন্দ্র কুমার হত, প্রজারা রোদন ক'র্‌ছে,—তাদের দশা কি হবে ভাবুন।

নীল। চল, আমি একবার কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন ক'র্‌ব; আমি মুরলীধারীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, এ বৃদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাত ক'র্‌লেন? অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব যে, কুসুম-সুকুমার কুমারের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে তাঁর মনে ব্যথা লাগ্‌ল না! কি হ'লো, আমার দুলাল কোথা গেল?

মন্ত্রী। হায় হায়, এ কি শোকের সময়!

নীল। ওহো ধনঞ্জয়, পুত্রশোক কি, তা ত তুমি জান! জেনে শুনে এ ব্যথা আমায় দিলে? তুমি কি জান না যে, তোমার তূণে এমন অস্ত্র নাই, যার পুত্র-শোকের তুল্য ব্যথা লাগে? কি দারুণ শেলাঘাত! জীবন থাকতে কি ভুলতে পারব? হা প্রবীর, হা প্রবীর!

অগ্নি। মহারাজ, স্থির হোন, শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট সন্ধির নিমিত্ত দূত পাঠিয়েছেন; তাঁর একান্ত অনুরোধ, পাণ্ডবের সহিত আপনি সদ্ভাব করেন। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, আর যুদ্ধে প্রাণিক্ষয় প্রয়োজন নাই।

নীল। কি হ'য়েছে? কই আমার ত মৃত্যু হয় নি। আমি ত এখনো জীবিত আছি! প্রবীর ম'রেছে, আমি মরি নি! কোথায় যাব, কোথায় এ প্রাণের জ্বালা জুড়াব? শুনেছি, মধুসূদন-নামে বিপদ থাকে না, তবে কেন তাঁর আগমনে আমি এই বিপদ-সাগরে প'ড়লেম? ওহো, এ দারুণ জ্বালা আমি কি ক'রে ভুলব?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ-আদেশের নিমিত্ত দূত অপেক্ষা ক'চ্ছে।

নীল। চল, যুদ্ধে চল, একত্রে সকলে প্রাণ দিই, মাহিষ্মতীপুরী আজ ধ্বংস হোক। আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিবেছে, অন্ধকার ঘরে আর কেন বাস ক'চ্ছ? আমার প্রবীর নাই, কুমার আমার নাই, দাও, ধনু-অস্ত্র দাও, আমি যুদ্ধে যাই।

অগ্নি। মহারাজ, জেনে শুনে প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপ দেবেন না। প্রজারক্ষা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সমরানলে তাদের ডালি দেবেন না। পাণ্ডব অজেয়, আপনাকে বার বার ব'লেছি।

নীল। যাব, আমি একা পাণ্ডব-শিবিরে যাব। প্রজারা কুশলে থাকুক। যেখানে আমার প্রবীর, সেইখানে যাব, রণক্ষেত্রে প্রাণ দেব। আহা, কুমার কোথায় গেল? মন্ত্রি, আমার পুত্রহন্তা কোথায় দেখ্‌ব।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। মন্ত্রিবর, স্বয়ং অর্জ্জুন রাজপুরে উপস্থিত, রাজদর্শন ইচ্ছা ক'চ্ছেন।

নীল। অর্জ্জুন!—সমাদরে নিয়ে এস।

দূতের প্রস্থান

প্রবীরকে বধ ক'রেছেন, আমায় বধ করুন। একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, কেমন ক'রে পাষাণ প্রাণে বাছার গায়ে অস্ত্রাঘাত ক'ল্লেন!

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। মহারাজ, অতিথি এ পুরে।
তুমি ধার্ম্মিক সুধীর,
অতিথির অসম্মান ক'রো না, ধীমান্‌!

মাগি হে যজ্ঞের হয়,
ভিক্ষা মোরে দেহ, মহাশয়,—
নহে অতিথি ফিরিয়ে যাবে।
হ'লো যুদ্ধ সমানে সমান,
রহিল সম্মান,
সখ্যভাবে আলিঙ্গন কর, মহারাজ!
পাণ্ডব সখ্যতা যাচে, হ'ও না বিরূপ।
অকারণ হইয়াছে বহু প্রাণনাশ,
মহেষ্বাস, ক্ষান্ত দেহ রণে।

নীল। হে রথীন্দ্র, কাঁদে প্রাণ,
তাই কথা জিজ্ঞাসি তোমায়!
শুনি করাল কঠিন করে তব
পরাভব নিবাতকবচ,
কেমনে হে পাষাণ পরাণে,
সেই করে প্রহারিলে পুত্রে মম,
ব্যথা কি হ'লো না ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। লজ্জা নাহি দেহ, রাজা,
না কহ অধিক।
আত্মগ্লানি জ্বলে হৃদি-মাঝে,
তাই গাণ্ডীব রাখিয়ে,
ভিক্ষুকের সাজে এসেছি তোমার পাশে।
কর মার্জ্জনা, রাজন্,
অনুতাপ কর নিবারণ,
শোক ত্যজ, মহীপাল।
দিক্‌পাল-সম তব আছিল নন্দন,
পাণ্ডব বিমুখ যার বাণে;
এতদিনে ঘুচেছে বিজয় নাম!
আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন, নরনাথ,
যম-সম শত্রু হ'লে পৃষ্ঠ নাহি দিব,
সে গর্ব্ব হ'য়েছে খর্ব্ব কুমারের বাণে।

রণে হত পুত্র হেতু শোক নাহি সাজে ;
উজ্জ্বল তোমার বংশ পুত্রের গৌরবে,
শত মুখে শক্র যার প্রশংসা গাহিছে।
দেব-দৈত্য-নাগ-সনে হ'য়েছে বিরোধ,
কিন্তু
হেন যোধ-সনে কভু দ্বন্দ্ব না হইল।
ক্ষত্রিয়প্রধান তুমি, ধার্ম্মিকপ্রবর,
স্বর্গগত পুত্র হেতু কেন কর শোক ?
ত্যজ তাপ,
হে সখা, সখার প্রতি হও হে সদয়।

নীল। বীরত্ব-সমান রথী মাহাত্ম্য তোমার,
সখা ভাবে সম্ভাষণ পতিত শক্ররে !
সখা যদি আমি তব, হে বীর-কেশরী,
দেখাও পাণ্ডব-সখা সারথি তোমার,
করহ বন্ধুর কার্য্য দীনবন্ধু আনি।
মহিমা-অর্ণব, তব মহিমা কি কব !
কৃষ্ণ—সখা, অর্জ্জুনের সম্ভব কেবল।
বীর্য্য কিবা ক্ষমা তব অধিক প্রবল,
মূঢ় আমি—কি করিব তুল !
হে বিজয়, অভয় দানিলে,
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন ভিতরে।
চরিতার্থ কর, সখা, কৃষ্ণে দেখাইয়ে।

অর্জ্জুন। হে রাজেন্দ্র, তব ভাগ্য কি কব অধিক,
ব্যাকুল মাধব তব আতিথ্য-গ্রহণে।
তোমা প্রতি রমাপতি-কৃপা অতিশয়,
আসিব কেশবে লয়ে, শুন, মহাশয়,
পরম অতিথি-সেবা কর আয়োজন ;
শোক তাপ যাবে,—যাবে এ ভববন্ধন।

প্রস্থান

নীল। যাও, মন্ত্রিবর,
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর।
রাজ্যময় পড়ুক ঘোষণা,—
আনন্দের দিন আজি।
প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে,
ঘরে ঘরে হয় যেন হরি-গুণ-গান।
ভগবান্ আসিবেন পুরে,
কদলীর তরুমালা করহ রোপণ।
রবি-অস্তে মেঘশ্রেণী-সম
উড়াও বিবিধ বর্ণে পতাকা সুন্দর,
পুষ্পহারে বেড় রাজধানী।

মন্ত্রীর প্রস্থান

দেব বৈশ্বানর,
তব বরে পীতাম্বরে পাব দরশন।
তোমার রক্ষার ভার মাহিষ্মতীপুরী।
আমি হীনমতি করি হে মিনতি,
আসিবেন পরম-অতিথি পুরে,
সেবার না হয় ত্রুটি।

অগ্নি। বড় ভাগ্য, ভূপাল, তোমার।
ঈশ্বর-পূজায় কোন বিঘ্ন নাহি হবে।

বিদূষকের প্রবেশ

নীল। সখা, সফল জীবন মম,
পাব আজ কৃষ্ণ-দরশন।

বিদূ। যা হোক্, খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ, দেব্‌তা! বাস্তবৃক্ষটি পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না! এখন যান্, আর কোন ভাগ্যবান্ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। জামাই-আদরে দিনকতক খান, শেষটা একদিন ভোরে উঠে কল্পতরু হ'য়ে বর দেবেন। মুরলীধর এ পুরে না পদার্পণ ক'রে যদি দেবলোকে গিয়ে মুক্তিদান করেন, তা হ'লে লোকের বার আনা আপদ-বিপদ কেটে যায়। বিপদভঞ্জন কি তা ক'র্‌বেন, তা হ'লে যে লোকের বংশ থাক্‌বে! ননীচোর

ননী খাবেন কোথা ? তা রাজা, অমনি অমনি বিদায় হচ্ছিলেম ; ভাব্‌লেম, অনেক দিনের আলাপ, একবার ব'লে যাই।

নীল। সে কি, কোথায় যাবে ?

বিদূ। যেখানে লোকালয় আছে, যেখানে সৌখীন জামাতা কল্পতরু হন নাই, যে রাজ্যে মহারাজ মধুর হরিনাম ব'ল্‌তে শেখেন নাই, আর ব্রজের গোপালও উঁকি ঝুঁকি মারে নাই।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তোমার নিন্দা নয়, স্তুতি। তুমি যথার্থ হরিভক্ত। হরি যে মুক্তিদাতা, তুমিই বুঝেছ।

বিদূ। ও-টুকু বুঝেছি বটে, কিন্তু ভক্ত হ'ন আপনার শ্বশুর মশায়, আপনারা তেত্রিশ কোটি দেব্‌তা মিলে ভক্ত হ'য়ে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করুন। যার বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হ'ন ; আমার অত সখ নেই। বিপদভঞ্জন তো নন, বিপদের ভার ঢেলে দেন!

নীল। ছিঃ সখা, তুমি এমন কথা বল ?

বিদূ। আরে বলি সাধে ? এ যে চাক্ষুষ! বিপদভঞ্জন আঠার দিন ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঘুর্‌লেন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কাত্‌! মাহিষ্মতীপুরী প্রবেশ ক'ল্লেন—যুবরাজের মোক্ষলাভ, রাণী পাগল, আর মহারাজকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি, হাজার হাজার বিধবা অগ্নি ছুঁয়ে শুদ্ধ হ'লো! তফাতে তফাতে থেকেই এই, এবার রাজগৃহে পদার্পণ! বৈকুণ্ঠে লক্ষ লক্ষ ঘোড়াকে লাগাম পরাচ্ছে, আর কি—ঝাঁকে ঝাঁকে রথ নেমে এলো ব'লে!

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে ?

বিদূ। তাতে কাণ খাড়া রেখেছি। শ্রীমধুসূদন নগর-দ্বারে এলেই অন্ততঃ দু'শো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মর্‌ত ; কম ত কম দু'পাঁচ হাজার রথের চাকায় বৈকুণ্ঠ লাভ ক'র্‌ত। আর চারিদিকে উঠ্‌তো "বল হরি—হরি বোল"—যেন দু'লাখ মড়া বেরিয়েছে। দেব্‌তা বড় মিছে বল নি, যেন রথের গুম্‌-গুম্‌নি আজয়াজ আস্‌ছে! আমি ত সট্‌কাই। রাজা, আমার বাঁচবার আশা রইল, হরি-দর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা।

প্রস্থান

নীল। এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস। হরিনামে মুক্তি—হৃদয়ে ধ্রুব ধারণা।

অগ্নি। এ দ্বিজরাজের চরণ-ধূলি আমি প্রার্থী।

জনার প্রবেশ

জনা। আনন্দ-উৎসব।
দেখিলাম নগরে, রাজন্!
মহোৎসব—মহা আয়োজন
কার অভ্যর্থনা হেতু?
বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার?
কিম্বা রাজা, সাজিছে বাহিনী
পুত্রনাশ প্রতিবিধিৎসিতে?
পুত্রঘাতী অরাতি অর্জ্জুনে
বাঁধিয়া কি আনিতেছে সেনাপতি তব?
পরাজিত পাণ্ডব কি
ফিরিল হস্তিনা-মুখে?
কহ, কেন নানা বর্ণ উড়িছে পতাকা,
নগর কুসুম-মালী?
নব রাজ্য ক'রেছ কি অধিকার?
কিম্বা উন্মত্তের প্রায়
শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উল্লাস!
ধন্য, ধন্য মহারাজ,
দাসত্বে আনন্দ তব বহু!
রাখিলে ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি অতুল জগতে,
পুত্র-ঘাতী বিপক্ষের দাস!
ধন্য ধন্য প্রাণের মমতা,
ধন্য ধন্য জীবন-প্রয়াস!
অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে রণ?
চল রণে ক্ষত্রিয় বিক্রমে,
বীর দন্তে ধর ধনু,
আনি রথ স্বহস্তে সাজায়ে,
ঘোর রবে বাজায়ে দুন্দুভি,
আজ্ঞা দেহ সাজাতে বাহিনী।
চল, চল, বিলম্ব কি হেতু?

শত্রু যদি প্রবল, রাজন্,
জয়-আশা না থাকে বিগ্রহে,
মাহিষ্মতীপুরী নাশ হোক শত্রু-শরে,—
বীরত্ব দেখুক দেব-নরে।
মিলি বামাদলে,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পশি,
শোকানল করিব নির্ব্বাণ;
শূন্য পুরী অধিকার করুক অরাতি।
উঠ, উঠ নরপতি,
পুত্রঘাতী র'য়েছে জীবিত!
সাজ, সাজ, বীরবীর্য্য করহ প্রকাশ।

নীল। স্থির হও, রাজ্ঞি, শুন বচন আমার,
প্রাণদানে পুত্র না ফিরিবে।
আসিয়া অর্জ্জুন,
সখ্যভাবে সমাদর করিলেন মোরে;
আসিছেন পতিতপাবন,
তাপিত প্রাণের জ্বালা জানাব চরণে।

জনা। ভাল সখা মিলেছে তোমার!
জান না কি, হীনজ্ঞানে ফাল্গুনী আসিয়ে
আতিথ্য করিল অঙ্গীকার!
যাও তবে হস্তিনানগরে—
অশ্বমেধে হইও সহায়;
তথা বহু কার্য্য আছে তব,—
ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি,
নহে দ্বারী হ'য়ে বসিয়ে দুয়ারে,
সখ্যতার দিবে পরিচয়;
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদপ্রান্তে বস গিয়ে তার!
হ'তো ভাল, পারিতে যদ্যপি
আমারে লইয়ে যেতে দ্রৌপদী-সেবায়!

নীল। রাণি, শোক কর দূর,
কৃষ্ণ-দরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায় ;
নরদেহ পবিত্র হইবে।

জনা। ধন্য! ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব!
কৃষ্ণ-ভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন ?
জানিত—সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত—নিশ্চয় পরাজয় ;
তবু বীর-পণে ধরি ধনুর্ব্বাণ
হরি-বক্ষে করিল সন্ধান,
মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল,—
রথ-চক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র-রণে।
বীরবর সূর্য্যের নন্দন
হরিপূজা করেছিল পুত্রে দিয়া বলি ;
হরিভক্ত কেবা তার সম ?
কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাসন করে
নিবারিল শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে,—
রাখিল অক্ষয়-কীর্ত্তি ভারত-সংগ্রামে!
জানিত নিশ্চয়, দিলে পরিচয়,
যুধিষ্ঠির বসাইত সিংহাসনে ;
কিন্তু অরাতি-তপন
মাতৃবাক্য করিল হেলন,
কৃষ্ণে উপেক্ষিল,
প্রাণপণে কৌরবে রাখিল।
হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে।

নীল। জয়-আশা নাহিক সমরে,
অকারণ প্রজা-নাশ।

জনা। একা রণে চল, নরনাথ,
বজ্র-সম শরে বিন্ধ নন্দনঘাতীরে।
চল, চল, না লও দোসর,

আমি চালাইব হয়।
অরি যদি দুর্ম্মদ এমন,
চল যাই দুই জনে পড়ি রণস্থলে।
রহিবে সম্মান,
পুত্রশোকে পাবে পরিত্রাণ,
কীর্ত্তিগান বিপক্ষ করিবে।

নীল। নারী হ'য়ে এ কি তব আচার, মহিষি!
করিলেন নারায়ণ সন্ধি-সংস্থাপন।

জনা। শুনেছি সকলি,
অধিক বর্ণনা নাহি আর প্রয়োজন।
সন্ধি কর, থাক সুখে পূজে জনার্দ্দনে,
পুত্র, পুত্রবধূ তব ঘুমায় শ্মশানে,
পাণ্ডবের সেবা কর নিশ্চিন্ত হইয়ে।

নীল। শান্ত হও, রাণি!

জনা। শান্ত!
অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি?
পুত্রশোকাতুরা
উন্মাদিনী করালিনী আমি।
শান্ত?—শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?
ধরা যদি পশে রসাতলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ তারা,
নিভে দিনকর,—
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি,
জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে,
অষ্ট বজ্র চলে,
বিশ্ব চূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা।
যথা পুত্রঘাতী অরাতির পূজা,
হেন পাপস্থানে কদাচ না রব।
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইব অরির শোণিতে!

দেখিবে জগৎ
পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন !
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব,
ফণিনীর গরল হরিব,
শোক-বলে বজ্র অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে।
আরে-রে অর্জ্জুন,
আরে পুত্রঘাতী কপট ফাল্গুনী,
আরে বীর-গর্ব্বে গর্ব্বী ধনঞ্জয়,
দেখি, কে রাখে তোমায়—
কৃষ্ণ সখা কেমনে নিস্তারে !
দুস্তর এ প্রতিহিংসানল—
দেখি, তোরে কে তারে, পামর !
যাই রাজা, কাল ব'য়ে যায়,
প্রতিবিধিৎসার কাল বহে,
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।

প্রস্থান

অগ্নি। উন্মাদিনী বিভীষণা পুত্রশোকে !
নীল। বৈশ্বানর, ফিরাও রাজ্ঞীরে।
অগ্নি। কার সাধ্য ফিরায় বামারে !
ধায় নারী পুত্রশোকে,
ঘোর শোকানল না হবে শীতল
প্রাণবায়ু থাকিতে শরীরে।
হরি-হরি-ধ্বনি শুনি পুরে,
বুঝি,
পবিত্র এ পুরী মুরারির আগমনে !
চল নৃপ, কৃষ্ণ দরশনে।
নীল। হরি, হরি, দীনবন্ধু ! তাপিত-আশ্রয় !

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ

বালকগণ

বালকগণ।— গীত

কীর্ত্তন—লোফা

হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতুহলে, ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে॥
প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধুলা লাগে গায়, আবার উঠে আবার পলায়।
মুছায়ে আঁচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়॥
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে, মাকে ধ'রে গোপাল দাঁড়ায়।
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, চ'লে চ'লে কোলে ঝাঁপায়॥
ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু।
বনের মালায়, রাখাল সাজায়, মজায় গোপী বাজায় বেণু॥
কার বা মাখন, কার হরে মন, মদনমোহন বসনচোরা।
প্রেমের ডোরে, কিশোর চোরে, বাঁধ্‌বি যদি আয় গো তোরা॥

একদিক দিয়া কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি এবং অপরদিকে নীলধ্বজ ইত্যাদির প্রবেশ

নীল। তাপহারী ভবের কাণ্ডারী,
গোলোকবিহারী,
রাঙাপায় রাখ হে তাপিতে।
দীনগতি পাণ্ডব-সারথি,
বিশ্বপতি নিত্য-নিরঞ্জন,
হের অভাজনে করুণা-নয়নে।
গোপিনীরঞ্জন, মুরলীবদন,
বনমালী, হৃদয়ের কালী কর দূর,—
দীননাথ, দীনে কর ত্রাণ!

শ্রীকৃষ্ণ। মতিমান্! কি হেতু মিনতি?
অর্জ্জুনের সখা তুমি সখা হে আমার,
দেহ, সখা, আলিঙ্গন।

নীল। বংশীধর, কৃতার্থ কিঙ্কর !

শ্রীকৃষ্ণ। চল রাজা, চল তব গৃহে,
হইয়াছে ক্ষুধার সময়।
কি কহ, হে বৃকোদর?
জ্বলিছে জঠরানল,
চল যাই রাজপুরে হইব শীতল।
জানি, তব ক্ষুধা নাহি সহে।

ভীম। দামোদর, ধরি ব্রহ্মাণ্ড উদরে
তবু ক্ষুধানল জ্বলে তব ;—
গোপিনীর ননী কর চুরি,
কহ, বৃকোদর ক্ষুধায় কাতর !
রাজা, দামোদরে তুষ্ট কর আগে,
নহে—
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে মিষ্টান্ন করিবে চুরি।

নীল। মধ্যম পাণ্ডব,
বহু ভাগ্যে পাইযাছি তব দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ। চল রাজা, মিষ্ট ভাষে তুষ্ট নহে ভীম,
দিবে চল মিষ্টান্নের কাঁড়।

বালকগণ। গীত

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা

ঘরে কি নাইক নবনী
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি ?
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেক রে আমায়,
সইবে কেন পরে ? কত কথা ব'লে যায় !
ওরে, পথে জুজু আছে ব'সে, যেও না যাদুমণি ॥
খেতে ব'সে ছড়িয়ে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে, কই রে যাদু খাও,
মন্দ বলে, তবু কেন পরের বাড়ী যাও,
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী ॥

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

জনার প্রবেশ

জনা। দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে—
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান।
দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,
পর্ব্বত-শিখরে চল।
চল পাপ-রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল, পুত্রশোকাতুরা—
চল বালুময় বেলায় বসিয়ে
দেখিবি বাড়বানল।
চল, যথা আগ্নেয় ভূধর
নিরন্তর গভীর হুঙ্কারে
উগারে অনলরাশি।
চল, যথা বাসুকীর শ্বাসে
দগ্ধ দিগ্‌দিগন্তর।
চল, যথা ঘোর তমোমাঝে,
খেলে নীল প্রলয়-অনল
লক্‌লকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা।
দূরে—দূরে—
হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা!

স্বাহার প্রবেশ

স্বাহা। মা, কোথায় যাও—কোথায় যাও!
দোষে মাতৃহীনা কর?

জনা। মা বলিস্ মোরে?

মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার,
পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে,—
ফুরায়েছে মা বলা আমার।
দূরে—দূরে—
দিক্‌-অন্তে নিশার আলয় যথা,
যথা একাকার প্রলয়-হুঙ্কার
উঠিতেছে রহি রহি,
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর—
দৃষ্টিহীন দিবাকর!
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান,
যথা জড়-জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত—
ঘোর ধূমমাঝে,
চলে প্রলয়-জীমূতশ্রেণী,
বজ্র-অগ্নি-ধারা ঝরে!
যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটঙ্কার
করি' স্থান পান,
শূল-করে মহারুদ্র ধায়,
যথা
আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে—
প্রলয়বিষাণ নাদে!
দূরে—দূরে—চল ত্বরা পুত্রশোকাতুরা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ শুষ্ক অশ্বত্থতল

দুইজন পাইকের প্রবেশ

১ম পাইক। আজ যে আর ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুট্‌তে পারি, কিছুতেই না; চুড়োতোলা মোগুা করেছিল—যেন ভীমের গদা।

২য় পাইক। আমি ত ভাই, একটু ঘুমুই।

১ম পাইক। ঘুমুবি কি, শাঁকের আওয়াজে কাণ ফাট্‌বে! এই আওয়াজ উঠ্‌লো ব'লে, এখনি ঘোড়া ছাড়বে; পাইকের বাঁচন কোন কালেই নেই। যুদ্ধ হ'ল ত আগে খাড়া হ, সন্ধি হ'ল ত চিঠি নিয়ে চল, আর তা নইলে মর-বাঁচ—ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছোট।

২য় পাইক। যা বল্‌লে! ভাগ্যি রাজপুত্র ম'লো তাই দু'দিন জিরিয়ে নিলেম দাদা। শুন্‌ছি নাকি নীলধ্বজ রাজা ঘোড়ার সঙ্গে যাবে?

১ম পাইক। সখ হয়েছে চলুক, ঘোড়ার পেছনে যাওয়া কেমন মজা, একবার দেখে নিক্‌। হ্যাঁরে, তুই কি বেকুব, এখানে এলি শুতে,—এ ডাইনিখেগো গাছতলাটায়? মাগীর কি নিশ্বাসের ঝাঁজ, এত বড় অশ্বত্থ গাছটা একেবারে পুড়িয়ে দিলে!

২য় পাইক। সে নাকি রাণী?

১ম পাইক। রাণী হ'লে কি হয়, তারে ডাইনে পেয়েছে। না ভাই, গা ছম্‌ ছম্‌ ক'র্‌ছে, আমি চল্লেম।

২য় পাইক। আর আমি কি না রইলেম!

উভয়ের প্রস্থান

বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

বিদূ। বাম্‌নি বাম্‌নি, এইখানটায় আয়! ডাইনীর ভয়ে এখানটায় মধুর নাম কিছু কম হয়।

ব্রাহ্মণী। ও মা, এ ডাইনিখেগো গাছ-তলাটায় ব'স্‌ব কি গো?

বিদূ। আরে, ডাইনিখেগো নয় রে মাগী, ডাইনিখেগো নয়; এইখানে

পাণ্ডবের শিবির ছিল। বোধ হয়, শ্রীমধুসূদন মাঝে মাঝে এর তলায় এসে ব'স্‌তেন। তুই দেখ্‌ছিস্ কি—বাস্তুবৃক্ষও থাকবে না।

ব্রাহ্মণী। দেখ দেখি—মিন্‌সে এইখানে নিয়ে এলো, ঘর-দোর কিছু গোছান হ'ল না।

বিদূ। সেও—উঁকি মেরে দেখ—এতক্ষণ ধু ধু ক'রে জ্বল্‌ছে।

ব্রাহ্মণী। ও মা, মিন্‌সে বলে কি গো!

বিদূ। আর বলে কি, কি! রণরঘু রাজপুরে উঠেছেন।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, তুমি দিনরাত কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বল ত?

বিদূ। বুঝতে পারি নে,—তোর মত সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই ব'লে। আরে মাগী এই যে রাজবাড়ীতে হাহাকার উঠে গেল, দেখ্‌লি নি? নামের গুণে ঐটুকু, এবার স্বয়ং উদয়!

ব্রাহ্মণী। চোখে কাপড় বাঁধো কেন?

বিদূ। খুসী—তোর কি? ওরে বাপ্ রে—ঐ ঐরাবত ধ্বনি উঠেছে! (কর্ণ চাপিয়া) এ কি কাণে আঙুলে শানে—

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, চোখে কাপড় বেঁধে ব'স্‌লে কেন?

বিদূ। তোমার বঙ্কিম-নয়নের জ্বালায়!

ব্রাহ্মণী। আমার আবার বঙ্কিম-নয়ন কি!

বিদূ। তোমার নয়—তোমার নয়; তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর দেখি নি? ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিম-নয়ন, মুরলী-বয়ান।

ব্রাহ্মণী। ওঃ—হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্‌নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! মিন্‌সের বাহাত্তুরে ধ'রেছে।

বিদূ। আরে থাম্ থাম্, ও নাম করিস্ নে,—ও নাম করিস্ নে! ওরে জানিস্ নে, জানিস্ নে—ডাক্‌লেই এসে উঁকি মারে। তোরে কৃপা ক'ল্লেই বা আমার রেঁধে দেয় কে, আমায় কৃপা ক'ল্লেই বা তুই দাঁড়াস্ কোথা?

ব্রাহ্মণী। হতচ্ছাড়া মিন্‌সের আক্কেল শোন,—যেন হরিকৃপা অমনি ছড়াছড়ি যাচ্চে!

বিদূ। তুই কি বুঝ্‌বি বল্! মুরারি অবতার হ'য়ে এসেছেন, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে কৃপা ছড়াচ্ছেন, আর নগর ভেঙে মরুভূমি ক'চ্ছেন। ওরে কেউ এড়াবে না রে, কেউ এড়াবে না; তবে আগু আর পাছু। চতুর্ভুর্জ না ক'রে ছাড়ছেন না, তা বুঝেছি, তবে র'য়ে ব'সে একটু হাত গজায়, তারই চেষ্টা ক'র্‌ছি।

ব্রাহ্মণী। চতুর্ভুজ হবেন, উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম আনেন না, উনি চতুর্ভুজ হবেন! যোগী-ঋষিরা গাছের পাতা খেয়ে ধ্যান ক'রে কিছু ক'র্‌তে পারে না, আর উনি বৈকুণ্ঠে যাবেন!

বিদূ। আরে রেখে দে তোর জপ,—ও নামের ঠেলা জানিস্ নে।

ব্রাহ্মণী। তা তোমার কি? তুমি ত ভুলেও নাম কর না।

বিদূ। আরে ঝকমারি ক'রে ফেলেছি বই কি! তোর মনে নেই? সেই যেদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে মোণ্ডা তুলে রাখ্‌লি, আমায় খেতে দিলি নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম, "দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বাম্‌নির হাতের খাড়ু খোলো"—সেই অবধি আমার গা-ছম্‌ছমানি একদিনের তরে যায় নি।

ব্রাহ্মণী। উনি একদিন হরি ডেকেছেন, ডেকে বৈকুণ্ঠে চ'ল্লেন! চল্ মিন্‌সে, ঘরে চল্, ন্যাকাম করিস্ নে।

বিদূ। তবে দেখ্‌বি? যা, তফাতে গিয়ে একবার ডাক্ গে যা—যা থাকে কুলকপালে, না হয় রেঁধে খাব।

ব্রাহ্মণী। ওগো, দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠ্‌ছে!

বিদূ। তোর কথা আমি শুনে চোখ খুলি! পাণ্ডব-শিবির না হয় উঠেছে; আর ঐ যে মধুর রব এখান অবধি আস্‌ছে, গাছ ত গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না?

ব্রাহ্মণী। ও গো, চোখের কাপড়ই খোল না ছাই! সত্যি সত্যি নূতন পাতা গজাচ্ছে। এ গাছে উপদেবতা আছে, পালিয়ে এস!

বিদূ। সত্যি না কি?

ব্রাহ্মণী। আরে চোখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই।

বিদূ। আচ্ছা দেখ্‌ছি, তুই এদিকে ওদিকে উঁকি মার,—কেউকোথাও নেই ত?

ব্রাহ্মণী। কে আবার তোমার এ ভুতুড়ে গাছতলায় আস্‌বে?

বিদূ। কে আর বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

ব্রাহ্মণী। বুঝতে পেরেছি,—যে তোমার ঘাড় ভাঙ্‌বে।

বিদূ। এতক্ষণে তোর আক্কেল জন্মাল। গাছের পাতা অমন গজায়; তুই এখানে চেপে বোস্ না। শুনছিস্ নে চারিদিকে বেজায় গোলমাল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

ও বাম্‌নী, দেখ্ দেখ্, কার যেন পা'র শব্দ পাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদূ। ভয় দেখা—ভয় দেখা; স'রে পড়ুক। নিদেন দু'বার গাছতলায় ব'সে হাই তুলে নাম ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি কে ম'শায়?

বিদূ। আপনি কে, আগে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বিদূ। আর আমি অন্ধ কন্ধকাটা।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, আমি ক্ষুধার্ত্ত,—আপনার বাস কি এই নগরে?

বিদূ। পূর্ব্বে ছিল; এখন অশ্বথতলায় এসে বাসা ক'রেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, যদি কৃপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন।

বিদূ। শুনছি তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বুড়ো হ'লে, তবু একটু আক্কেল হ'ল না! শুনছ না, কার নাম ক'রে ঐ বেজায় গর্জ্জন উঠ্‌ছে? ঠাকুর স্বয়ং পুরে, যদি ভালাই চাও, নদী থেকে দু-আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হও, নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ—বল! তুমি কি বৈকুণ্ঠে যেতে চাও না?

বিদূ। একদম না!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

বিদূ। তোমার মত অত সৌখীন নই। তা সখ থাকে, নগরে গিয়ে সেঁধোন,—এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। চোখে কাপড় বেঁধেছেন কেন?

বিদূ। চোখের ব্যামো হ'য়েছে। আর কি কি জিজ্ঞাসা ক'রবে খপ্ খপ্ ক'রে জিজ্ঞাসা কর, জবাব দিই, শুনে ঠাণ্ডা হ'য়ে স'রে পড়।

ব্রাহ্মণী। ও গো ঠাকুর, মিন্‌সের কথা শোন কেন?—পাছে শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধে আছে। ক্ষেপেছে গো ক্ষেপেছে! ওকে আমি কোন মতে ঘরে নিয়ে যেতে পারছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যি ঠাকুর? তুমি কৃষ্ণ-দর্শনের ভয়ে পালিয়ে এসেছ? তুমি এমন কি পুণ্য ক'রেছ যে কৃষ্ণ-দর্শন পাবে?

বিদূ। ঝকমারি ক'রেছি গো ঝকমারি ক'রেছি; নইলে এ ভুতুড়ে গাছতলায় এসে ব'সেছি!

ব্রাহ্মণী। উনি কবে একদিন হরিনাম করেছিলেন, তাই হরি এসে ওঁকে চতুর্ভুজ ক'র্‌বেন!—হ্যাকা মিন্‌সে!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ ঠাকুর, একবার হরিনাম ক'র্‌লে কি চতুর্ভুজ হয়?

বিদু। তবে খোল খাড়ু, যা থাকে কপালে, দিক্ হরি দেখা!

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্‌নে দাঁড়ায়, তা হ'লে তুমি কি কর?

বিদু। গুটি গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি!

শ্রীকৃষ্ণ। আর হরি যদি এসে থাকে?

বিদু। কই—কোন্ দিকে? বাম্‌নী, চোখে কাপড় দে—চোখে কাপড় দে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্‌লে থাক্‌তে পারি নে।

বিদু। তবে এসেছ?

ব্রাহ্মণী। না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন!

বিদু। হ্যাঁ, আমি বুঝে নিয়েছি। বাম্‌নী বুঝিস্ নে,—ও কখন্ বুড়ো, কখন্ ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন?

বিদু। যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ্ বল্‌ছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধ'রে এসে সাম্‌নে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুল্‌ছি নি। যদি দেখা দেবে,—বাঁশী ধ'রে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সাম্‌নে দাঁড়াও,—আমি চোখের কাপড় খুল্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেকদিন, সে রূপ কি ক'রে ধ'র্‌ব?

বিদু। চেপে যাও না! যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটি ক'রো। পাণ্ডবেরও ঘোড়া হাঁকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা হবে। ভাব্‌ছ বুঝি—বোকা বামুন খবর রাখে না? খবর না রাখ্‌লে তোমায় অত ভয় ক'র্‌তেম না।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি। দেখ, তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বথ-দেহ পল্লবিত হয়েছে? তুমি ধন্য—তোমার বিশ্বাস ধন্য!

বিদু। ধন্য ধন্যই তো ক'চ্ছ, যা বল্লুম, তা কর না! তা নইলে আমি চোখ খুল্‌ছি নে, কালাচাঁদ। ঐ যে বুড়ো থুথুড়ে বৃষকেতুখেগো রূপে এসে দেখা দেবে, তাতে আমি রাজী নই। মুরলীধর হও তো হও, নইলে সোজা পথ

আছে—চ'লে যাও। আর চতুর্ভুর্জ কর, তার আর চারা কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌ছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, দেখ।

কুঞ্জকাননে রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব

বিদূ। ওরে বাম্‌নি দেখ্—দেখ্—দেখ্। এখন গোলোকেই যাই, আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।

উভয়ে। জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন!

গোপিনীগণ।— গীত

দেশঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

সই লো ওই গোপীর মন্‌চোরা।
বামে রাই কঁ'চা সোণা প্রেমে বিভোরা॥
ছোটে বাণ কুটিল নয়নে,
জয় জয় দেখ লো দু'জনে,
মন-হরা ওই ঈষৎ হাসি চন্দ্র বদনে;—
ব্রজের এই রসের খেলা প্রেমিক-প্রাণভরা॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

অগ্নি ও নীলধ্বজ

অগ্নি। বহুদিন তবাশ্রয়ে ছিলাম, রাজন্,
পুত্র-সম করিয়াছ স্নেহ!
মনের আনন্দে, নৃপ, বঞ্চিলাম পুরে।
এবে পূর্ণ নির্ণীত সময়,
যেতে হবে নিজ ধামে,—
তাই চাই বিদায়, রাজন্!
পূর্ণ মনস্কাম তব, নরনাথ,
রমানাথ রেখেছেন পায়,—
সফল কৃপায় তাঁর দাসের বচন।

এবে যদি থাকে কোন অন্য প্রয়োজন,
আজ্ঞা কর, নৃপবর, করিব সাধন।

নীল। কৃপায় তোমার, বৈশ্বানর,
তব বরে পেয়েছি পরম নিধি ঘরে।
ধন্য মাহিষ্মতীপুরী,
ধন্য মম পিতৃদেবগণ.
ধন্য প্রজা,
ধন্য
পাখী শাখী জীবজন্তু পতঙ্গনিচয়!—
পরম পুরুষে হেরি পূরেছে বাসনা;
নাহি আর অপর কামনা।
এক খেদ আছে মম হৃদে,—
রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে
কি কারণে নিরানন্দ হ'ল পুরী,
সন্দেহ ভঞ্জন মোর কর কৃপা করি।

অগ্নি। অপার কৃপার খেলা বুঝ, নরপতি,—
যার যেই পথে রতি,
সে পথে শ্রীপতি তারে দেন পদাশ্রয়।
দেখ, প্রবীর কুমার
যাইতে গৌরব-পথে করিল বাসনা,
পূর্ণ মনস্কাম,
বীর নাম ব্যাপিল ভুবনে।
বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের শক্তি না হইল
ন্যায়-যুদ্ধে বধিতে কুমারে।
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে
অসি করে পড়িল সম্মুখ-রণে।
মৃত্যুকালে উদয় শ্রীহরি,
সেই ক্ষণে শিবত্ব লভিল।
শরীর ধারণে
মৃত্যু আছে নাহিক সংশয়;

কিন্তু কীর্ত্তি হেন বিরল ধরায়।
সতীত্ব সমান নিধি নাহি রমণীর,
পুত্রবধূ তব পতিগতপ্রাণ—
পতির হৃদয়ে শুয়ে পরাণ ত্যজিল ;
স্বামী সনে
সাদরে চলিয়া গেল কৈলাস-ভবনে !
ছলে কৃষ্ণ ভুলাইলা তায়
অস্ত্রধনু করি দান,—
সে হেতু ব্রজেন্দ্র বাঁধা তার।
অবারিত গোলোকের দ্বার,
ইচ্ছামত রাসলীলা হেরিবে গোলোকে—
শঙ্কর বিভোর যেই রসে।

নীল। কহ, অগ্নি, অভাগিনী জনা
গোবিন্দ-পদারবিন্দ কেন না পাইল ?
শোকাকুলা ত্যজি গেল গৃহবাস,—
হতাশ বহিছে শ্বাস আঁধার ধরণী !
পুত্রহীনা উন্মাদিনী ধনী
স্মরি পুত্রে একাকিনী ভ্রমে বনপথে ;
রাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী !!

অগ্নি। জনা গুণবতী,
গঙ্গা-উপাসনা বিনা অন্য না জানিত,
গঙ্গায় ঢালিতে কায় ছিল সাধ মনে,
ধাইতেছে উন্মাদিনী গঙ্গা-দরশনে ;
গঙ্গার কিঙ্কর
নিরন্তর ভ্রমে তার সনে,
সাবধানে বিঘ্ন করে দূর।
ধরা শূন্য পুত্রশোকে,
সকাতরে গঙ্গা ব'লে ডাকে,—
সদয়া অভয়া
ব্যাকুলা তাপিতে নিতে কোলে ;

তরঙ্গিনী বাঁশরীবয়ান
ভক্তে মোক্ষ প্রদানিতে।
যার যেই ভাব, লাভ তার সেইমত ;
বিশ্বরূপ সেই রূপে সদয় তাহায়।
অচলা শ্রীকৃষ্ণে মতি যাচিলে, রাজন্,
বাঞ্ছা তব রাজীবচরণ ;
বুঝ, ভূপ, বিচারিয়া মনে,
অচলা কি কৃষ্ণে মতি কভু রহে তার,
দারা-পুত্র যার নিয়ত সম্মুখে ফেরে ?
এবে শোকে, তাপে, আনন্দে, উৎসবে,
শ্রীপতির শ্রীপাদকমলে
নিয়ত ধাইবে মতি।
দেহ বিদায়, রাজন্!

নীল। বুঝেও না বুঝে মন, শুন বৈশ্বানর,
পুত্রশোক নাহি হয় নিবারণ।
কঠিন বেদনা কভু কি ভুলিবে মন ?
আছে স্বাহা আঁধার ঘরের দীপ-সম ;
তারে ল'য়ে যাবে, পুরী হবে অন্ধকার!

অগ্নি। আর কেন বাড়াও মমতা ?
পেয়েছ পরম নিধি—
আদরে হৃদয়ে তারে ধর,
অন্যে কেন মনে দেহ স্থান ?
করি আশীর্ব্বাদ,
জ্ঞানদৃষ্টি-দানে নারায়ণ
তাপ তব করুন মোচন ;
বিশ্বময় গোপনীমোহন হের।

স্বাহার প্রবেশ

স্বাহা। পাদপদ্ম স্পর্শে, পিতা, দুহিতা তোমার!
পতি চান ল'য়ে যেতে নিজ-নিকেতনে,

সঁপিয়াছ যাঁর করে, যাব তাঁর সনে—
তাই চাই চরণে বিদায়।
কন্যা জ্ঞানহীনা, করিয়াছি কত দোষ,
মার্জ্জনা ক'রেছ নিজ-গুণে।
বুদ্ধি-দোষে রোষ-ভাষ কহিয়াছি নানা,
সেবার হ'য়েছে ত্রুটি,
কৃপায় সকলি ক্ষমিয়াছ তনয়ায়।
কর আশীর্ব্বাদ, তাত,
হই যেন পতি-সোহাগিনী,
পতির সেবায় অলস না হই কভু।
ভুল না গো কন্যা তব জননীবিহীনা।

নীল। পতি-গৃহে যাও, গুণবতি,
ছেদি হৃদয়-বন্ধন
বিদায় দিতেছি তোরে!
বাছা, কে আছে আমার আর তোমা বিনা?
তোমা বিনা সংসার আঁধার হবে মম!
সুখে থাক, মনে রেখ অভাগা জনকে,
পতির সেবায় রত রহ, মা, নিয়ত।
শুন, বৈশ্বানর,
সঁপি কন্যারে তোমার করে,—
থাকিলে মহিষী পুরে,
ভাসি' আঁখি-নীরে,
করে করে অর্পিত নন্দিনী;
কেঁদে কত কহিত তোমায়
আদরে রাখিতে সুতা।
কথা না জুয়ায় মম,
দেখ—রেখ পায় দাসীরে তোমার।

স্বাহা। পিতা,
কত দিনে আর
পাদপদ্ম হেরিব তোমার?

কাঁদে প্রাণ ছেড়ে যেতে পুরী।
কত কথা উঠে মনে আজি,—
পড়ে মনে বালিকা-বয়সে খেলা,
পড়ে মনে জননীর কোল,
পড়ে মনে অঙ্গুলী ধরিয়ে তব
ধীরে ধীরে উদ্যান-ভ্রমণ,
পড়ে মনে কুসুমচয়ন,
প্রবীরে পড়ে গো মনে,
পড়ে মনে জননীর বিষণ্ণ বয়ান!
না জানি কেমনে ত্যজিয়ে তোমায়
পর-গৃহে রব,—
কতদিনে বন্দিব চরণ পুনঃ!

নীল। বুঝি এই শেষ দেখা।
বজ্রাহত তরু-সম জনক রে তোর!
দগ্ধ যত আশার পল্লব,
ফুরায়েছে সকলি সংসারে,
দগ্ধ কায়ে আছে মাত্র প্রাণ!
যাও বৎসে, যাও,
দিছি তোরে যার করে,
আদরে সে ভুলায়ে রাখিবে।
তুমি তার জীবন-সঙ্গিনী,
যত্ন অতি তোমা প্রতি,
যাও সতি,
পতি সনে বঞ্চহ কুশলে।

অগ্নি। বিদায়, রাজন্।

স্বাহা। তনয়া মেলানি মাগে।

স্বাহা ও

নীল। শান্তি দেহ, সনাতন,
শান্ত কর এ অশান্ত প্রাণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম রক্ষক। বরাতের ফের দেখ, আর আর মায়ের চরেরা কেমন মজা ক'রে লোকের ঘাড় ভাঙ্‌ছে।

২য় রক্ষক। কেউ ঘাড় ভাঙ্‌ছে, কেউ পগারে তুলে নে আছাড় মাচ্ছে; আর এই তোম্‌রা—চল মাগীকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে।

১ম রক্ষক। কি সমাচার—ঘোড়া চুরি কর! তবু দুটো ঘোড়ার ঘাড় মট্‌কাতে পেলে বাঁচতুম,—তা না; সেই বামুনের সঙ্গে সমস্ত রাত ঘোরো,—নন্দী ভায়া এলেন তেড়ে।

২য় রক্ষক। এবারে মাকে স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌ব, ঘাড় মট্‌কাতে দাও আর না দাও, অমন একটা বেখাপ্পা মাগীকে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়াতে পার্‌ব না!

১ম রক্ষক। মাগী খালি পথই চল্‌বে—পথই চল্‌বে; মর্‌বার নাম নাই গা!

২য় রক্ষক। আর দেখছিস্? ধানকানা মাগী কাঁটাবন পেলে ত আর এদিক্ ওদিক্ হেল্‌বে না! ওঁর বাঘ তাড়াও, ওঁর ভালুক তাড়াও; আর, এদিকে গণ্ডা গণ্ডা গঙ্গাযাত্রী চ'লেছে। হায়, অজ্ঞান হ'য়ে সব শ্বাস টান্‌ছে; আছাড় না দিতে পাই, একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে পেলেম না গা!

১ম রক্ষক। তা কি ক'র্‌বে ভাই,—বরাত—বরাত! আমি পথে যাই—আর গাছের ডালটা মানুষের গলা মনে ক'রে এক একবার টিপে ধরি!

২য় রক্ষক। আরে দূর ছাই, তাতে কি সুখ হয়? সে গলা-ঘড়ঘড়ানি নেই, সে খিঁচুনি নেই, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে শ্বাস টানা নেই।

১ম রক্ষক। কি ক'র্‌বে দাদা! মনের দুঃখ মনেই মার।

২য় রক্ষক। এ ক'দিন শুন্‌ছি—ভারি জরবিকার হ'চ্ছে, একদিনেই গঙ্গাযাত্রা ক'র্‌ছে!

১ম রক্ষক। আর বলিস্ নে, দাদা,—আর বলিস্ নে! প্রাণ আমার ফেটে গেল।

২য় রক্ষক। আর আবাগের বেটী ত সোজা পথে চ'ল্‌বে না! দুটো একটা এড়াটে ফেড়াটে যদি পাওয়া যেত, অম্‌নি রাস্তায় সেরে যেতুম। বাঘিনীর

মত মাগীর বেত-বনেই আমোদ ! পা ফেটে রক্ত প'ড়্‌ছে, কাঁটায় গা দিয়ে রক্ত ঝ'র্‌ছে, তবু কি সোজা পথে যাচ্ছে !

১ম রক্ষক। মাগী ম'র্‌বেও না, কাউকে আমোদ ক'র্‌তেও দেবে না।

২য় রক্ষক। লক্ষীছাড়া-পথে একটা শ্মশানও নেই যে, মড়ার মুখ দেখে ঠাণ্ডা হই।

১ম রক্ষক। এমন কি বরাত ক'রেছ দাদা ?

২য় রক্ষক। ওই নাও, ওই মাঠে গিয়ে প'ড়লো। দুটো গাছের ডাল মট্‌কে মোচড়াবে, তারও যো রাখ্‌লে না।

১ম রক্ষক। ওরে ঐ পিছনে লোকের সাড়া শুন্‌ছি,—কারুকে বাঘে খাবে না ?

২য় রক্ষক। বাঘে খায়, তোমার আমার কি বল ! ঐ দেখ, মাগী হন্ হন্ ক'রে চ'লেছে। ওরে ওদিকে নজর রাখ্, পেছনে একটু নজর রাখ্—যদি দৈবি কেউ এ পথে আসে, আমি দুটো তিনটে বেত-আচড়া সাপ ঝুল্‌ছে দেখেছিলুম।

১ম রক্ষক। সাপ ঝোলাস্ এখন, ঐ মাগী ওদিকে উধাও হ'লো !

২য় রক্ষক। ওরে ! তাই ত রে, চল্—চল্।

১ম রক্ষক। আরে দূর, ও কি কাঁটাবনের মায়া ছাড়তে পারে ? ঐ দেখ, ওদিকে আবার ঘুরে আসচে !

২য় রক্ষক। ওরে চল্—চল্, ভল্লুক তাড়াই গে চল্। ও দিক্‌টে ভারি ভল্লুকের উৎপাত। ভাল এক কাজ পেয়েছি ! কোথায় ভল্লুকে বুক চিরে মেরে ফেল্‌বে, দেখ্‌ব ; তা নয়, ভল্লুক তাড়া !

১ম রক্ষক। বরাত, দাদা, বরাত, কি ক'র্‌বে বল !

উভয়ের প্রস্থান

জনার প্রবেশ

জনা। হুহুঙ্কারে দীর্ঘশ্বাস, ছাড় সমীরণ,
ঘোর ঘন,
গভীর গর্জ্জনে কর ধারা বরিষণ।
মরেছে প্রবীর,
শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ !
অনল কেবল,
শোক নাই জনার হৃদয়ে।

তিমির-বসনে বজ্র-অগ্নি-আভরণে
সাজ, নিশা ভয়ঙ্করী,
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম।
ঘন-বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভা,
অস্ত্রাঘাত কুমারের অঙ্গে যত
আছে থরে থরে হৃদয়-মাঝারে,
হেরে জনা,—আর কেহ নাহি দেখে।
ভীষণ শ্মশানভূমি নিবিড় আঁধারে,—
পুত্র-পুত্রবধূ মম লোটায় যথায় ;
ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান
জনার অন্তরে,—
দেখে জনা, কেহ নাহি দেখে আর।
জ্বলে তায় প্রতিহিংসানল,
মুষল ধারায়
শত্রুর শোণিত বিনা নির্ব্বাণ না হবে !
সে আগুন কভু না নিভিবে,
যতদিন রবে জনা ধরাতলে।
ভস্মীভূত হ'য়েছে সকলি,
জ্বলে স্মৃতি—ভস্ম নাহি হয়।
নিশীথিনী
চামণ্ডারূপিণী যথা আঁধার বসনে,
তাপধূমে চামুণ্ডারূপিণী জনা—
শত্রু-বক্ষ-রুধির-লোলুপা !
হুহুঙ্কারে হাঁক, সমীরণ,
কঠোর কুলিশ, পড় উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে,
জ্বালো আলো দেখাতে আঁধার,
নিবিড় আঁধারে প্রকৃতি বেড়িয়া রহ !
ঘোর তম—
জনার হৃদয় মগ্ন যে তম মাঝারে।

উলুকের প্রবেশ

উলুক। জনা, জনা, দিদি !

জনা। দাবানল জ্বাল, বনস্থলী,
দেখি, দেখি—কত তাপ তাহে !
জ্বলে ঘোর প্রতিহিংসানল,
দেখি, দেখি—কত তাপ দাবানলে !

উলুক। জনা, দিদি, একাকিনী এ ঘোর বনে
কেন উন্মাদিনী হ'য়ে বেড়াচ্চ ? গৃহে চল।

জনা। কে তুমি ?

উলুক। তোমার সহোদর,—চিন্‌তে পাচ্ছ না ?

জনা। সহোদর ?
ব'ধেছ কি পাণ্ডব-অৰ্জ্জুনে ?
পাণ্ডব-শোণিতে
বাছার কি করেছ তর্পণ ?
শকুনি গৃধিনী বজ্র ওষ্ঠে
করিছে কি পাণ্ডবের চক্ষু উৎপাটন ?
অরি-মুণ্ড ল'য়ে
রণস্থলে গেণ্ডুয়া কি খেলায় পিশাচ ?
শত্রু-মেদে কায়া-পুষ্টি ক'রেছে মেদিনী ?
শত্রু-অস্থি-মালা প'রেছে কি রণভূমি ?
সহোদর !
সহোদর যদি, ত্বরা দেহ সমাচার,
নিষ্পাণ্ডবা ধরা তব শরে ?

উলুক। শুন, ভগ্নি ! অজেয় পাণ্ডব,
পাণ্ডব-সহায়—চক্রধারী,
পাণ্ডব-বিজয় নরে না সম্ভবে কভু !
তাই রাজা শান্ত করি মন,
ক্ষান্ত দিয়া রণ,
পাণ্ডব-সখার পদে নেছেন শরণ।
হ'য়ে গেছে, যা ছিল কপালে ;

অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি।
চল ঘরে,—
বনে কেন ভ্রম একাকিনী?
ধৈর্য্য ধর—শোক পরিহর,
এস ঘরে, শোকে নাহি ফিরিবে কুমার।

জনা। কোথা ঘর?
যথা পাণ্ডব-কিঙ্কর উচ্চ জয়-রবে
পাণ্ডবের প্রভুত্ব প্রচারে?
যথা পুত্রঘাতী সিংহাসন 'পরে?
বার বার শুনিয়াছি অজেয় পাণ্ডব,
সে কথা শুনাতে কেন অরণ্যে এসেছ?
ঘরে যাব?—কোথা ঘর?
ম'রেছে প্রবীর—কে আছে আমার?
শূন্যাকার, চারিদিকে ঘোর হাহাকার!
শুন, হাহা রবে হাঁকে সমীরণ!
শুন, হাহা রবে কুলিশ-নিশ্বাস!
হাহা রবে বারির গর্জ্জন শুন!
উঠে হাহাকার,
অন্য রব নাহি কিছু আর!
হাহাকার-পূর্ণ দিশা!
হাহাকার জনার হৃদয়ে।

উলূক। জান না কি সংসার অসার,—
গোবিন্দের পাদপদ্ম সার?
শমনের কঠিন দুয়ার
শোকে কি খুলিবে?
কুমার কি ফিরিবে তোমার?

জনা। জানি আমি সমুদায়,
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ?
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে,
সেই দিন হ'তে

দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি-মাঝে।
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু
কোলে শুয়ে কর স্তন-পান;
জাগে মার মনে—
খুলে দু'টি প্রফুল্ল নয়ন
মার মুখ চেয়ে বিধু-মুখে মৃদু হাসি;
জাগে মার মনে—
আধ-ভাষে মাতৃ-সম্ভাষণ।
চুম্বন-গ্রহণ-আশে লহর তুলিয়ে
ঘন ঘন চাহে শিশু,—
মার মনে জাগে নিরন্তর।
করিলে তাড়না,
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ডরে হেরে মায়ের বদন,—
জাগে সে নয়ন মনে।
ধুলায় ধূসর
ক্ষুধা পেলে মা ব'লে বালক ধেয়ে আসে।
জান কি মায়ের মন ?
অসহায়—শত্রু-অস্ত্র-ঘায়
কুমার লুটায় বিকট শ্মশানভূমে,
হত পুত্র শত্রুর কৌশলে
পতিপ্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়,
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি !
জান না, ধর নি গর্ভে তারে,
জান না—জান না,—
কি বেদনা বেজে আছে বুকে !

উলুক। উন্মাদিনী-বেশে
ভ্রমি একাকিনী অরণ্য-মাঝারে
বেদনা কি হবে দূর ?

পুত্র-হন্তা শত্রু তাহে যন্ত্রণা কি পাবে ?
পুত্র-বধ-প্রতিশোধ হবে কি, ভগিনি,
হইলে অরণ্যবাসী ?
তবে,
কি কারণে, অভাগিনী, ভ্রম এ দশায় ?

জনা। প্রতিশোধ নাহি হবে ?
তবে পাপ-প্রাণ কি কারণে রাখি—
প্রতিহিংসা তৃষা মিটাইতে।
নাহি শোক, নাহিক মমতা,
প্রতিহিংসানল শুধু জ্বলে—
ধুধু ধুধু চিতানল-সম জ্বলে,
গ্রাসিবারে পুত্রহন্তা অরাতি অর্জ্জুনে,
মেলি শত করাল রসনা !
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা,
মার প্রাণে প্রতিহিংসা জ্বলে !
পুত্রঘাতী পাবে না নিস্তার;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে !

উলুক। শোন, শোন, কোথা যাও ?

জনা। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে।

জনা ও তৎপশ্চাৎ উলুকের প্রস্থান

গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম রক্ষক। আবার চল্, কোন্ দিকে গেল দেখি। বাঘ, ভল্লুক, সাপ, বিছে—সব তাড়াতে তাড়াতে যাই।

২য় রক্ষক। ওরে ওই দেখ্, মা শতমুখী হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে।

জনার পুনঃ প্রবেশ

জনা। এলে কি, মা কল-নিনাদিনি,
অভাগিনী নিতে কোলে ?
দেখ, দেখ, পুত্রশোকাতুরা
দুহিতা তোমার, তারা !
দেখ, মা গো, আঁধার সংসার,

কেহ নাহি আর ;
তাই রণস্থলে পুত্রে ফেলে
তোর কোলে জুড়াতে এসেছি।
দেখ, মা গো, পশি অন্তস্তলে,
নিদারুণ হুতাশন জ্বলে ;
কত তাপ বাড়ব-অনলে !
দাবানলে তাপ কিবা !
কত তাপ সহস্র তপনে !
ঈশানের ভালে বহ্নি—তাহে তাপ কিবা !
তাপহরা, হর এ দারুণ জ্বালা।
ওই শুন, শুন গো জননি !
তরু, গুল্ম, অশরীরী প্রাণী,
সবে কহে, 'ওই—ওই—অভাগিনী
শত্রু-শরে পুত্রহারা।'
শূন্যে শুন উঠিতেছে ধ্বনি,
'ওই—ওই—অভাগিনী পুত্রহারা।'
'পুত্রহারা' 'পুত্রহারা' রব
শুন চারিদিকে,—
এ রব শুনিতে নারি আর !
শুয়ে তোর কোলে—
শীতল সলিলে নিশ্চিন্ত ঘুমা'ব, মা গো,
ভবে ভ্রমি ক্লান্ত তোর সুতা।
ওই—ওই—হৈ হৈ রবে
চিতানল-সম স্মৃতি জ্বলে—
দুলাল অঙ্কিত তায় !
ভাগীরথি,
তোর জলে নিবাইতে স্মৃতি,
এড়াইতে দারুণ জীবন-তাপ,
এসেছি, মা ! বঞ্চনা ক'রো না,
নন্দিনীরে নে গো কোলে ! গঙ্গাজলে ঝম্পপ্রদান

গঙ্গার উত্থান

গঙ্গা। আরে রে অর্জ্জুন,
কত স'ব তোর অত্যাচার!
কপট সমরে
বধেছিলি নন্দনে আমার—
পিতৃগুরু পিতামহে,
তাহে তোরে করিয়াছি ক্ষমা।
ব্যথা দেছ ভক্তের হৃদয়ে,
আর তোর নাহিক নিস্তার,
শঙ্কর রক্ষিতে তোরে নারিবে, পামর।
জাহ্নবীর কোপানলে
অচিরে পাইবি প্রতিফল!
শোকানলে দগ্ধ জনা নন্দিনী আমার—
সে অনল দেছে মোর বুকে।
ভক্ত-পুত্রে ক'রেছ নিধন,
নিজ-পুত্র-শরে মুণ্ড লুটাবে ধরায়,
দেখি তোরে কেমনে রাখেন চক্রপাণি!
আরে রে ফাল্গুনি,
বার বার আমারে চালনা!
যাও, শূল, মহেশের কর ত্যজি
বভ্রুবাহনের তূণে বসো বাণ-রূপে!
চমুণ্ডার খড়্গ, যাও, যাও মণিপুরে,—
ক'রে এস অর্জ্জুনের রক্ত পান!
যাও, চক্র, ত্যজি চক্রধরে
মণিপুরে অস্ত্রাগারে রহ,
কর গিয়ে অর্জ্জুনে নিধন।
শক্তি, পাশ, দণ্ড-আদি দেব-প্রহরণ,
বভ্রুবাহনের তূণে করহ প্রবেশ,
বধ—বধ দুরন্ত অর্জ্জুনে।
দেছে জনা তাপানল বুকে,
অর্জ্জুন-শোণিতে কর শীতল আমায়। অন্তর্দ্ধান

শ্রীকৃষ্ণ ও নীলধ্বজের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। জেনো, বীর, প্রপঞ্চ সকলি ;
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত ল'য়ে,
ভাঙে গড়ে ইচ্ছামত তার।
করি দেব-দৃষ্টি দান!

ক্রোড় অঙ্ক

কৈলাস—নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা

হের, মতিমান,
ওই পুত্র—পুত্রবধূ তব
ভীষণ তুষারাবৃত কৈলাস-শিখরে
বিল্বদলে জবাফুলে
পূজিছে পার্ব্বতী-হরে ;
নাহি মনে মর্ত্ত্যের বারতা।
হের, দুগ্ধময়ী সলিল মাঝারে
মকরবাহিনী ভাগীরথী।
হের, জনা প্রসন্নবদনা
চামর ঢুলায় পাশে,—
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী।
প্রপঞ্চ বুঝিয়ে, ভূপ, মন কর স্থির।

জনৈক ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। গীত

গান্ধারী টোড়ী—ধামার

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর,
কনকবরণী সনে নেহার হে দিগম্বর।
ফণিমালা, মণিমালা, ঝলকে উজ্জ্বল জ্বালা,
রাজীবচরণ দোলে, ক্ষরে তাহে রবিকর।
দুগ্ধময়ী বারি-মাঝে, মকর-বাহিনী রাজে,
নলিনী-ভূষিতা বামা হের বরাভয় কর।

নীল। অজ্ঞান-তিমির বিনাশন,
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন!

যবনিকা

বলিদান

চরিত্র

পুরুষগণ

করুণাময় বসু	গৃহস্থ ভদ্রলোক
রূপচাঁদ মিত্র	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি
দুলালচাঁদ	ঐ চরিত্রহীন আহ্লাদে পুত্র
মোহিতমোহন মিত্র	করুণাময়ের বড় জামাতা
ঘনশ্যাম ঘোষ	করুণাময়ের ধনাঢ্য প্রতিবেশী
কিশোর	ঘনশ্যামের পুত্র
কালীঘটক	ঘটক
রমানাথ	মোহিতের দূরসম্পর্কীয় মাতুল
নলিন	করুণাময়ের পুত্র
মুকুন্দলাল সরকার	করুণাময়ের মধ্যম জামাতা
মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্ক	মুকুন্দলালের প্রথম পক্ষের পুত্রদ্বয়
রামলাল	ঘনশ্যামের জামাতা (ভাবিনীর স্বামী)

বান্ধবসমিতির সভ্যগণ, উকীল, ইন্‌স্পেক্‌টার, জমাদার, পুরোহিত
মুদী, গোয়ালা, সন্দেশওয়ালা, শালওয়ালা, বেলিফ, পানওয়ালা
হীরে, ছদ্মবেশী অন্ধ ও খঞ্জ, পরামাণিক, পাহারাওয়ালাগণ
বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ, উড়ে বেহারাগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

সরস্বতী	করুণাময়ের স্ত্রী
যশোমতী	রূপচাঁদ মিত্রের স্ত্রী
রাজলক্ষ্মী	ঘনশ্যামের স্ত্রী
জোবি পাগ্‌লী	রমানাথের অপরিচিতা স্ত্রী
মাতঙ্গিনী	মোহিতমোহনের মাতা
কিরণ্ময়ী	করুণাময়ের প্রথমা কন্যা
হিরণ্ময়ী	ঐ দ্বিতীয়া কন্যা
জ্যোতির্ম্ময়ী	ঐ তৃতীয়া কন্যা
ভাবিনী	ঘনশ্যামের কন্যা

প্রতিবেশিনীগণ, রামী ঘটকী, ঝিগণ, কলুবউ, গোয়ালিনী
নীচজাতীয়া স্ত্রীগণ, ছদ্মবেশিনী বিধবা ইত্যাদি

সংযোগস্থল—কলিকাতা

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত—শনিবার, ২৮শে চৈত্র ১৩১১ সাল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুর-সংলগ্ন বহির্ব্বাটীর ঘর

করুণাময় ও সরস্বতী

সর। এখন কেমন আছ?

করুণা। ভাল, কিরণ কোথা?

সর। কাল সমস্ত রাত তোমায় বাতাস করেছিল, এই ভোরের বেলায় আমি তারে একটু শুতে বলেছি; যাবে না, আমি তারে জোর করে পাঠিয়েছি।

করুণা। কিরণ আমায় বাতাস কচ্ছিল, আমি কি করেছি জান?

সর। কাল তোমার বড্ড অসুখ গিয়েছে, সমস্ত রাত ছট্‌ফট্ করেছ।

করুণা। আমি বাপ হয়ে তার মৃত্যু-কামনা করেছি।

সর। ছিঃ ছিঃ—ও কথা মুখে এনো না। কিরণকে তুমি যা ভালবাস আমি তা বাসি না।

করুণা। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, সত্যই মৃত্যু কামনা করেছি। কিরণ আমাদের শত্রু, কিরণ হতে সর্ব্বনাশ হবে। ওঃ কন্যাদায়—কন্যাদায়! গৃহস্থ-ঘরে কি সর্ব্বনাশ!

সর। তুমি কেন আর অত ভাব্‌ছ, বর কি আর জুটবে না?

করুণা। ওঃ কি চমৎকার! যে কিরণকে আপিসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে মনে হ'তো ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি, যে কাছে না বস্‌লে আমার খাওয়া হ'তো না, যার প্রফুল্ল মুখ দেখে আমার সাধ মিট্‌তো না, সেই কিরণ সাম্‌নে এলে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।

সর। হ্যাঁগা তোমার সব বাঁয়োচাল্লি! তুমি অত ভাব কেন? মেয়ে কি কারো হয় না? বর কি আর জুটবে না?

করুণা। মেয়ে হয়, কিন্তু এমন স্নেহ-পুত্তলি মেয়ে আর কার আছে? আহা! কিরণ আমা ভিন্ন জানে না। এই বালিকা আমার একটু অসুখ দেখে সমস্ত রাত বাতাস করেছে, আমার মুখভার দেখ্‌লে কিরণের চোখে জল আসে, সেই কিরণকে আমি কার ঘরে বিলিয়ে দেব? ওঃ দুনিয়ায় টাকাই

সর্ব্বস্ব! হায় হায়, যদি বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা চলন হয়, তা হ'লে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু সমাজ তা কি দেবেন। ধর্ম্মভীতু সমাজ বলে জাত যাবে, কথা উত্থাপন হ'লে নাক সেট্‌কান, এদিকে যে ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ, তা দেখেন না! ওঃ কিরণ আমার কণ্টক হ'লো!

সর। অত ভাব্‌ছ কেন? আমাদের যেমন অবস্থা, তেম্‌নি ঘর-বর দেখে সম্বন্ধ কর। গেরস্থ ঘর হয়, আনে নেয় খায়, ছেলেটী পড়াশুনা করে, কানা খোঁড়া না হয়, তা হ'লেই হ'ল।

করুণা। গেরস্থ ঘর, আনে নেয় খায়, ছেলেটী পড়াশুনা করে, কানা খোঁড়া নয়, তার দর জান? পাঁচ হাজার টাকা! আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

সর। হ্যাঁ পাঁচ হাজার টাকা, মেয়ের বিয়ে কেউ আর দিচ্ছে না—নয়?

করুণা। তুমিও বিয়ে দিতে চাও—দাও। ঘটক তিন চারিটী সম্বন্ধ এনেছে।

সর। তা বেশ, ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটী দাও না।

করুণা। আগে সম্বন্ধটাই শোন। প্রথমটীর বাপের আড়াই কাঠা জমীর উপর একখানি বাড়ী। শুন্‌তে পাই, সেই বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু'খানি ঘর তুলেছে। আঠার বছরের ছেলে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, বাপের অন্ন ধ্বংসান আর সখের থিয়েটার করেন। তার দর হাজার টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, খাট-বিছানা, ঘড়ি-ঘড়ির চেন,—তিন হাজার টাকার ধাক্কা।

আর একটী ছেলের বাড়ীঘরদোর নেই, কল্‌কাতায় বোনের বাড়ী এসে পড়াশুনা কর্‌ছে, এখনও একটা পাশ করে নাই, তারও খাঁই দু'হাজার টাকার কম নয়।

আর একজনের বাপ চিনেবাজারের মুহুরী, শুন্‌তে পাই দেশে বাড়ী-ঘরদোর আছে, কল্‌কাতায় দু'খানি ঘর ভাড়া করে বাপ-বেটায় থাকেন। ছেলেও নাকি দিন কতক বাদে বাপের সঙ্গে চীনেবাজারে বেরোবেন। ছেলেবেলায় ব্যামো হয়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, ইংরিজি পড়াশুনো হয় নাই। এও ওজন দরে সোণা চাই, ঘড়ি-ঘড়ির চেন চাই।

আর এক জনের বাপ কোন্ হৌসে চাকুরী কত্তেন, চোর বদ্‌নাম নিয়ে বাড়ীতে বসে আছেন। ছেলে দু'বার পুলিসে জরিমানা দিয়েছেন,—হ্যাণ্ডনোটের দালালি করেন, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বাড়ী থাকেন না। তাঁর বে কর্‌তে বড় ইচ্ছা নাই, তবে এক রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব

হ'লে, ঘটক ঠাকুরের প্রতি কৃপা ক'রে, আর ক'নের বাপের মাথা কিনে, বে কর্‌তে রাজী হতে পারেন। এখন দেখ—কোন্ পাত্র পছন্দ কর্‌বে ?

সর। হ্যাঁ গা, তা ঘরে ঘরে তো এই বিপদ, কেউ কোন উপায় করে না ? এই যে কত সভা করে, কত কি করে,—যা'তে লোকের জাতকুল রক্ষা হয়, এমন কিছু কেউ করে না ?

করুণা। যার ছেলে আছে, সে দাঁও ক'সে বসে আছে ; আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মত ফ্যা ফ্যা করে, আর তার ঘরের গিন্নি, তোমার মত বলে, —"হ্যাঁ গা, এর উপায় কেউ করে না গা ?" যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা যাঁরা মেয়ের বে-তে খরচ কমাবার সভা করেন, তাদের ছেলেটীর সঙ্গে মেয়ের বে দিতে চাইলে বলেন,—"আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়।" ঘটক পাঠিয়ে খুঁজ্‌ছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়্‌বে। যিনি সভায় হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলুম, তাতে তিনি আমার সঙ্গে তিন দিন দেখা করেন নাই।

সর। দেখ, দোজ পক্ষের বর দেখ, এখন তো সব দিচ্ছে।

করুণা। সেও বরের একটু কম বয়স হ'লে ছোট খাঁই নয়। তবে দু'টী তিনটী ছেলে থাকে, বয়স ঢল্‌কে থাকে, মাইনে হাতে মাখ্‌তে না কুলোয়, এমন বরকে দিতে চাও তো শ পাঁচেক টাকাতে হয়।

সর। না, ঘটকগুলো কোন কর্ম্মের নয়, আমি বিন্দী ঘট্‌কীকে ডাকাচ্ছি। এই যে সরকারদের মেয়ের বে দিলে, কি ন'শো পঞ্চাশ লাগ্‌লো ?

করুণা। বের ছ'মাস পেরোয় নাই, বর ক্যাস ভেঙে জেলে গিয়েছেন, তা তো জান ? মেয়েটী এখন গলায় পড়েছে।

সর। ও অদৃষ্টের কথা।

করুণা। অদৃষ্টের কথাই বটে, যখন মেয়ে বিইয়েছ, তখন আমাদের সকলেরই পোড়া অদৃষ্ট। উমানাথের সম্বন্ধ শুনে রাগ করেছিলাম, কিন্তু আমাদের অবস্থার উপযুক্ত সম্বন্ধই সে এনেছিল।

সর। কি সম্বন্ধ শুনি ?

করুণা। শুন্‌বে আর কি, তোমাদের পাড়ার হরবিলাস মিত্রের সঙ্গে সে কিরণের বে দিতে বলে।

সর। ও মা সেই তেজপক্ষের ঘাটের মড়া! বলে কি গো! আজ মেয়ের বে দিয়ে আনবো, কাল মেয়ের হবিষ্যির মালসা চড়াব!

করুণা। গিন্নি অমন নাক সিট্‌কো না। সে যা ব'লে গেছে, খুব ন্যায্যই ব'লে গেছে। এই বাড়ীখানা আর তোমার গায়ের দু'খানা গয়না, এই না বর মনে ধচ্ছে না, পাঁচটা খোঁজাখুঁজি কচ্ছ!

সর। হ্যাঁ গা, তুমি ও কথা মুখে আন্‌ছ কি ক'রে?

করুণা। গিন্নি বড় দুঃখেই মুখে আন্‌ছি। কিরণ যখন পেটে, আমি বন্ধু-বান্ধবদের বল্‌তুম, যদি মেয়ে হয় তো খাওয়াব, ছেলে হ'লে খাওয়াব না। গলাবাজি ক'রে তর্ক করেছি, ছেলেমেয়ের প্রভেদ কি? কি প্রভেদ—তা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি!

নেপথ্যে। বোসজা মশায় বাড়ী আছেন?

করুণা। এসো—উপরেই এসো।

সর। কালী ঘটক বুঝি?

করুণা। হ্যাঁ—দোরের পাশ থেকে শোনো না, বরের বাজার কেমন।

সরস্বতীর প্রস্থান

কালী ঘটকের প্রবেশ

কালী। বোসজা মশায়! তোমার আজ সুপ্রভাত; আপনি যেমন চান, তেমনটী ঠিক ক'রে এসেছি। এখন আমায় বিদেয় কি কর্‌বেন বলুন?

করুণা। কি সম্বন্ধটাই শুনি?

কালী। ছেলে কালেজে পড়ছে, এনটেন্সে জলপানি পেয়েছে। দোষের মধ্যে বাপ নেই। দেখ্‌তে কার্ত্তিক; দুটী ভাই। মিন্সে চাপা ছিল; বিষয়-আসয় যা ক'রে গেছে, তাতে তিন পুরুষ চাক্‌রী না কর্‌লে চল্‌বে। বাড়ী, ঘর, ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী, কোম্পানীর কাগজ। আর মাগীর তিন সুট জড়োয়া গয়না, একখানি বেচে নি, বলে দু' বউ সাজিয়ে ঘরে তুল্‌বো।

করুণা। এখন কামড় কি রকম বল?

কালী। না—সে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। আমার মুখে মেয়েটীর কথা শুনেই মাগী ঢলে পড়েছে। বলে, তাঁর ঝি-জামাই, তিনি যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন। আমি তিন হাজার টাকার ভেতর সেরে দেব।

করুণা। কালী ঠাকুর, তিন হাজার টাকা যে আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

কালী। বোসজা মশায় বলেন কি? বর, বাঁধা রোসনাই ক'রে আসবে, সে মজলিসে এক রকম সাজিয়ে-গুজিয়ে তো আপনাকে মেয়ে বার করতে হবে। আমি বল্‌ছি, এ সম্বন্ধে ছাড়্‌বেন না। যেমন করে হয়, ধার-ধোর

ক'রে মেয়েটীকে দেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় আপনার ঝি-জামাই বেঁচে থাকলে আর দুটীর জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। (নেপথ্য হইতে সরস্বতী দোর নাড়িল) ঐ দেখুন, বাসুকীর মাথা নড়েছে। মা, সব শুন্‌লেন তো? বোসজা মশায়ের মত করুন। আমি ঘনশ্যামবাবুর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, তিনি আবার পূজোয় বোসবেন্‌, দেখা হবে না। যদি মত হয়, কাল গায়ে হলুদ, পরশু বে। মাগী বলে, কালাশৌচ গিয়েছে আর কুলকর্ম্ম বাকী রাখ্‌বো না। এ লগ্ন ছাড়্‌লে অকাল পড়্‌বে, তিন মাস আর কোন শুভকার্য্য হবে না।

করুণা। মত হ'লেও এত শীগ্‌গির কি ক'রে জোগাড় করি? আর অত কি ক'রে পার্‌বো? তবে আমার যেমন আওহাল, তার উপরেও মরে বেঁচে দেখ্‌তে পারি; সবই তো জানো?

দোরের পার্শ্ব হইতে সঙ্কেত হওয়ায় করুণাময় দোরের নিকট গিয়া অন্তরাল হইতে সরস্বতীর সহিত পরামর্শ করণ

কালী। ক'ল্‌কাতা সহর—জোগাড়ের ভাব্‌না কি মশায়? গয়না না তোয়ের হয়, টাকা ধ'রে দেবেন। গিন্নীর গয়না দিয়ে মেয়ে সাজিয়ে বার কর্‌বেন।

করুণা। ওহে—সকল জোগাড়ের মূল জোগাড় হচ্ছে—টাকা! আর, তারা মেয়ে দেখ্‌লে না, আমি ছেলে দেখ্‌লুম না, মত কি ক'রে করি বল?

কালী। তাদের ক'নে দেখ্‌বার আবশ্যক নেই, তারা সব খবর নিয়েছে, তারা কেবল একবার এসে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে, আর সেই সঙ্গে পত্র। তার আগে আপনি ছেলে দেখে আসুন। আর খবর নেন, পাড়ার সকলেই জানে। পাত্র, ঘনশ্যামবাবুর ছেলের সঙ্গে এক কালেজেই পড়ে, তাঁর ঠেঙে খবর নিতে পার্‌বেন।

করুণা। আচ্ছা তুমি এখন এসো। আমি তোমায় খবর দেব।

কালী। যে আজ্ঞে। (নেপথ্যে সরস্বতীর প্রতি) মা, আমি ব্রাহ্মণ, খবরদার এ সম্বন্ধ হাতছাড়া কর্‌বেন না—কর্‌বেন না, যেমন ক'রে হোক্‌, বোসজা মশায়ের মত করুন। নইলে ধুনী ঘট্‌কীর হাতে পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে, সেই মেয়ে ঘরে আন্‌বে। আমি দম্‌সম্‌ দিয়ে এই মেয়েতে মত করিয়েছি।

কালী ঘটকের প্রস্থান

সর। (বাহির হইয়া) হ্যাঁ গা, তুমি এখনো দু'মত কচ্ছ ? এ সম্বন্ধ ছাড়ে ? বাঁধ-সাঁধা দিয়ে যেমন ক'রে হোক, বিয়ে দাও। আর কি ভাব্‌ছো ?

করুণা। গিন্নি, ভাব্‌ছি অনেক। হাতে তিনশো খানি টাকা আছে, বাকী সব ধার। ভরসার মধ্যে তালপাতার ছাউনী চাকরীটুকু। কথার ভাব বুঝেছ, দু' হাজার টাকার কম হবে না। আমি কোথেকে কি করি ? দেখ ঐ রামীর পাত্রকেই ঠিক করা যাক।

সর। কি বল্‌ছ ?—স্বচক্ষে যে, কুঁজো, খোঁড়া, হাড়বয়াটে বর দেখে এলে ?

করুণা। আচ্ছা, দোজপক্ষের পাত্রটীর কি বল ?

সর। হ্যাঁ চাল নেই, চুলো নেই, দু'দুটো সতীন পো ! এ সম্বন্ধ ছেড়ে, তুমি জন্মদাতা হয়ে, এ কথা মুখে আন্‌লে কেমন ক'রে ? মেয়েটা আজন্ম দুঃখ পাবে, এই কি তোমার ইচ্ছে ?

করুণা। আমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি ? কাঙালের আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি ? বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু'হাজার টাকা কর্জ্জ করলে, মনে কচ্চ কি, এ টাকা জন্মে শোধ যাবে ? এক মেয়ে নিয়ে কি সগুষ্টি মজ্‌তে বলো ? তারপর ছেলেটী হয়েছে, তারে মানুষ করা চাই, লেখা-পড়া শেখান চাই ; আজকালকার লেখা-পড়া শেখান বড় সোজা নয়।

সর। তুমি বিদ্বান—বুদ্ধিমান, তোমায় কি বোঝাব। মেয়ে হ'লে দায়ে পড়্‌তে হয়, এ তো সকলেই বরাবর জানে। তা হ'লে আমাদের সংসার-ধর্ম্ম করা ভাল হয় নাই। পেটের মেয়ে, তাকে তুমি দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাও ? এখনো বাড়ী আছে, আমার গায়ে গহনা আছে। ছেলেমেয়ের জন্য সংসার ধর্ম্ম—ছেলেমেয়ের জন্যই সব।

করুণা। তুমি কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে পথে বস্‌তে চাও ?

সর। বরাতে থাকে, পথে বস্‌বো। কাল পথে বস্‌বো ব'লে, আজ মেয়েকে জলে ফেলে দেব কেন ? তোমার যতদূর সাধ্য করো।

করুণা। তারপর আর দুটীর ? মেজোটীর তো এই সঙ্গে বে দিলেই হয়। দু' বছরের ছোট-বড়, তবে তেমন বাড়ন্ত গড়ন নয় ব'লেই যা বল।

সর। আর দুটী মেয়ের বরাতে যা আছে—হবে। হিরণকে এখন দু'বছর রাখ্‌লে চল্‌বে। কাল্‌কের ঘরে অন্ন নেই ব'লে, আজকের বাড়া ভাতে ছাই দেব কেন ? বাবা বল্‌তেন, ভাল পাত্রে কন্যা দান করতে পারলে এক মেয়ে হ'তে সাত বেটার কাজ হয়। আর এমন দিন যে চিরকাল

যাবে, তা নয় ; এর চেয়ে ভালও হ'তে পারে মন্দও হ'তে পারে। তুমি ব্যাটাছেলে, বুক ভাঙা হও কেন ?

করুণা। গিন্নি, আমিও ও-সব কথা মনে করতুম, আমিও ও-সব লোককে উপদেশ দিয়েছি। ভাল আর ছাই হবে, এই দশ বছরে দেড় শো টাকাও মাইনে হয় নাই। গিন্নি, সংসার বড় কঠিন! এ বন্ধু-বান্ধবহীন অরণ্য! আগে বুঝে না চল্লে, পরে নিশ্চয় পস্‌তাতে হবে।

সর। দেখ—পরে কি হবে, কেউ জানে না। সংসারে সুখ-দুঃখের হাত কেউ ছাড়ায় না। ভালই হোক—মন্দই হোক, ধর্ম্মের মুখ চেয়ে চল্‌তে হয় ; আপনার সন্তানের শত্রু হ'য়ো না। যদি বাড়ীখানাই যায়, বদখেয়ালি করে যাবে না, মেয়ের বে দিয়ে। তুমি ভেবো না, অদৃষ্টে যা আছে—হবে।

করুণা। অদৃষ্টে যা আছে, তা দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি,—গাছতলা, গাছতলা! টাকা ধার ক'রে বে দিয়েই পার পাবে না, এক বছর তত্ত্বতাবাস করতে হবে, সেও জেনো, কম ক'রে পাঁচশো টাকার ধাক্কা।

সর। দেখ টেনেটুনে সংসার-খরচ করা যাবে। এখন মেয়ে তো পার করো, তারপর তখন দেখা যাবে। তত্ত্বতাবাস না করতে পারো, নেই কর্‌বে।

করুণা। ভাল যা বোঝো, আমি বাড়ী বাঁধার জোগাড় করিগে।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মোহিতমোহনের বহির্ব্বাটীর উঠান

মোহিতমোহন ও কালীঘটক

কালী। আপনি নিজের চক্ষে দেখে আসুন। একটী গৌন কিনে এনে পাঠিয়ে দেন, সেইটী পরিয়ে মেয়েটীকে বার কর্‌বো, যদি আপনি ইহুদীর মেয়ে না ঠাওরান, তখন আমায় বল্‌বেন।

মোহিত। লেখাপড়া জানে ?

কালী। আদরের মেয়ে, বিবি রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আর যে অ্যাক্টো করে, তা যদি শোনেন, তা হ'লে আপনি থ্যায়েটারে যাওয়া ছেড়ে দেবেন। বোডি গায়ে দিয়ে, বিহুনি ঝুলিয়ে, হারমোনাম বাজিয়ে যে গান করে, শুন্‌লে মনে কর্‌বেন, যেন গহরজান বায়নায় এসেছে।

মোহিত। রসিকা তো ?

কালী। নাটক পড়চে, নভেল পড়চে, মুচকি মুচকি একটু হাস্‌চে, মুখে পোউডার দিচ্চে, বুরুস দিয়ে—সিঁথে বাগাচ্ছে, আর সিল্‌কের রুমালে—এসেন্সো ঢেলে খালি নাকের গোড়ায় লাড়চে। যদি হাঁড়ি-হেঁসেলের নাম করেছ, অমনি মুচ্ছো যাবে। আপনি দেখেই আস্থন না। বলে—

"কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥"

তবে গিন্নী ঠাঁকুরুণ বড় একটু কামড় করেন, সেইটে আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে।

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ

মাতঙ্গিনী। কি ঘটক ঠাকুর, আমার মোহিতের সম্বন্ধ তোমার কর্ম্ম নয়।

মোহিত। কার কর্ম্ম নয় ? দিগ্‌ম্বি ঘটকীর ক'নের সঙ্গে আমার বে দেবে মনে করেছ ? তা হচ্ছে না। এই মেয়ের সঙ্গে হয়, বে কর্‌বো, নইলে আমি বে কর্‌বো না, এই তোমায় এক কথায় ব'লে দিচ্ছি।

কালী। গিন্নী ঠাকুরুণ, কি সম্বন্ধটা এনেছি, একবার কাণ পেতে শুন্থন। করুণাময় বোসের বড় মেয়ে, তোমায় কুল কর্‌তে হবে, নৈকুস্তি কুলীন, যারে তোমরা মুখ্যি বলো, এই এক দফা গেল ; দু'স্থট গহনা—এক স্থট জড়োয়া, এক স্থট সোণা, এক এক খানা গহনা যেন শীল ; ঘড়ি-ঘড়ির চেন, হীরের আংটী, খাট-বিছানা, দানসামগ্রী তো আছেই।

মাতঙ্গিনী। নগদ ?

কালী। ওইটী আট্‌কাচ্ছে, ওই একটী তার গোঁ। বলে আমার বাড়ী কুল কর্‌বেন, আমি টাকা দেব ? তবে যৌতুক একখানা হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দেবে বটে!

মাতঙ্গিনী। পোড়া কপাল হাজার টাকার! মোহিতের মত হয়েছে, তাই কম জমে রাজী হচ্ছি, দু'হাজার টাকা দিতে বল গে। আর সোণার গহনা আমি দুশো ভরি ওজন করে নেব! আর এখন সোণার দান-সামগ্রী হয়েছে, রূপের চল্‌বে না। আমার পাশ-করা ছেলে, একখানা বাড়ী দিলে তবে ঠিক হয়।

মোহিত। মা, তুমি পেড়াপীড়ি কর্‌তে চাও, করো, আমি মানা কচ্ছি নে ; কিন্তু যদি এ সম্বন্ধ ভেঙে দাও, মোহিতলাল bachelor থাকৃচেন, আর কলেজ

ছেড়ে বিলেত চলে যাচ্ছেন। মনে করেছিলুম F. A. Examine আর একবার দেব, তা হচ্ছে না।

মাতঙ্গিনী। নে নে চুপ্ কর। তোর আমি বড় মন্দকারী কি না? এই যে দু'বার ফেল হয়ে প্রথম পাশ দিতে চাস নি, পাশ দিয়ে কত দর বেড়েছে বল দেখি? তা ঘটক ঠাকুর, শোনো বলি,—দু'হাজার টাকা দিতে বল গে যাও। মোহিত যে ফেল্ হ'লো, নইলে আমি বাড়ী না নিয়ে ছাড়তুম না। মোহিতের পছন্দ হয়েছে, তাই আমি কম জমে রাজী হচ্চি।

কালী। তা কি কর্‌বো গিন্নী ঠাকরুণ, আমার বরাত! সে ইংরিজি ধরণের মানুষ, এক কথা যা মুখ থেকে বার করেছে, তা নড়্‌বে না। এ বউটী ঘরে আনলে সুখী হ'তে। বলি দিন দিন বয়স বাড়্‌চে না কম্‌চে? আর কদ্দিন হাঁড়ি ঠেল্‌বে?

মোহিত। তুমি যে বল্লে—রান্নার নাম শুনে ফিট্ হয়?

কালী। (জনান্তিকে) হয়ই তো, গিন্নীকে বোঝাচ্চি, আপনি চুপ করুন না।

মাতঙ্গিনী। যা বলেছ বাছা, আর হাঁড়ি ঠেল্‌তে পারি না। একলা মানুষ, ঝি মাগী আজ দু'দিন আসে নি, গতর ভেঙে গেল।

কালী। আর দেখুন, মেয়েটী যে গা টেপে, পা টেপে, পাকা চুল তোলে—চমৎকার! বউটীকে ঘরে আনো, বাড়া ভাত খাও আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোও। ও হাজার টাকার জন্যে পেড়াপীড়ি ক'রো না। (জনান্তিকে) বাবু, মনটা ভিজে আস্‌ছে, আপনি একটু চাপ দেন।

মাতঙ্গিনী। দেখ তোমার কথাতে আমি রাজী; ঐ দেড় হাজার টাকা করগে যাও।

মোহিত। আর দেড় পয়সাও নয়। আমি চল্লুম। কার বে দাও আমি দেখ্‌বো।

প্রস্থান

কালী। তা গিন্নী ঠাকরুণ, আর হয় না। কেন অত টানাটানি ক'চ্চ গো? দেখ তোমার ছেলে দু'বার এন্‌ট্রেন্সে ফেল হয়েছে, একবার এল. এ. ফেল হয়েছে। তিনটে পাশ দেওয়া ছেলের বাপ, মিন্সেকে সাধাসাধি কচ্চে। তবে আমি নাকি দম দিয়ে এসেছি—তোমার কাছে বাক্যিদত্ত আছি, তোমার মোহিতের বে দেবোই দেবো—তাই দুটো উল্‌টো-পাল্‌টা ক'রে বুঝিয়েছি, এতেই মিন্সে রাজী হয়েছে।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, তোমার কথাতেই রাজী, আর কিছু বাড়িয়ে-সাড়িয়ে দাও গে যাও।

কালী। না গো না—আর বাড়বে না।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, আমি কিন্তু সোণা ওজন করে নেব।

কালী। আমি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে যাবো, ভাব্‌চো কেন?

মাতঙ্গিনী। তা যাও, আর কি কর্‌বো—মোহিত ঝুঁকে পড়েছে, বড্ড সস্তায় ছাড়লুম।

কালী। তবে দেখ গা, কাল লগ্ন আছে, কালই বে দাও।

মাতঙ্গিনী। ওমা, এত শীগ্‌গির বে দেবো কি ক'রে?

কালী। তা না দিলে নয়। সাম্‌নে অকাল পড়বে, আর তিন মাস দিন নাই। তিন মাস বে ফেলে রাখ্‌লে হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবে। আমি বলেছি, ছেলে পাশ দিয়ে জলপানি নিয়েছে, তোমার হাতে কোম্পানির কাগজ বাক্স-ভরা আছে, ক'ল্‌কাতায় চার পাঁচখানা ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী আছে। দেরি কর্‌লে কোন ব্যাটা ভাংচি দেবে, আর এই সোণার স্বপ্নটা ভেঙে যাবে। আমি তো জানি, কি ক'রে দুঃখে-সুখে সংসার চালাচ্ছো, দেনা করে ছেলে দুটীকে স্কুলে পড়াচ্ছ। গহনা-গাঁটি যা ছিল, তা আমিই তো খদ্দের ক'রে বেচেছি! ও আর দু'মত ক'রো না। বিকেলে তারা আজ এসে আশীর্ব্বাদ করে যাক্, সন্ধ্যার পর তোমরা গিয়ে পত্র ক'রে এসো। কালই গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও। তোমার চারদিকে শত্রু, কে কোথা থেকে ভাংচি দেবে।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা তুমি বল্‌ছো। বড় তাড়াতাড়ি হ'লো—বড় তাড়াতাড়ি হ'লো।

কালী। বেশ তো তোমার খরচপাতি হবে না। লোককে বল্‌বে, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলুম, ক'নের গয়না দিতে পার্‌লুম না, জমকাল করে ছেলের আইবুড়ো ভাত দিতে পারলুম না; আমি চল্লুম।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা এসো।

প্রস্থান

মোহিতমোহনের পুনঃ প্রবেশ

মোহিত। ঘটক ঠাকুর, তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে।

কালী। আর বুঝ্‌বেন কি, তা বলুন? দু'কথা না বল্লে গিন্নী মা রাজী হন

কই? আপনাকে যা বলেছি, আপনি দেখ্‌তে যাবেন? যান তো দুটী এয়ারিং, দুগাছি ব্রোসলেট, একটী গৌন কিনে নিয়ে চলুন। যদি আলমারির বিবি না হয়, আমার দু'গালে চার চড় দেবেন। আর দেখুন, ও গয়নাগাঁটি এখনকার ফেসিয়ান নয়। আমি নগদ টাকার ব্যবস্থা করেছি। সে টাকা গিন্নীর হাতে দেবেন না, সে টাকা আপনি হাতে নিয়ে চেয়ার কোচ দিয়ে ঘর সাজান, একটা হারমোনাম কিনুন, আর বিবিয়ানা পোষাক আনুন। নিত্যি নূতন রকম ক'রে সাজান, আপনার ইয়ারেরা দেখে চম্‌কে যাক্‌। একটা কথা বল্‌ছিলাম, গোটা দশ টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন? বাড়ীতে মেয়েটীর অসুখ, টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না। আমি ঘটক-বিদেয় পেলেই টাকায় আনা আনা সুদ দিয়ে শোধ দেবো।

মোহিত। আমার হাতে তো কিছুই নাই!

কালী। তা বিকালে হ'লেই চল্‌বে। আশীর্ব্বাদী মোহরটা পাবেন কি না! যে বে দিচ্চি, আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকেই হাতখরচটা চলে যাবে। তাঁর ইংরিজি ধরণের মেজাজ, বলেন কতকগুলো নেবু-সন্দেশ পাঠিয়ে কি কর্‌বো, জামাইকে মাসোহারা দেবো।

মোহিত। দেখ, আমি মোহরটা তোমাকে দেবো, তুমি পাঁচটা টাকা আমায় ফিরিয়ে দিয়ো।

কালী। তা দেবো বই কি। আপনি ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে থাকুন, বৈকালেই দেখতে আস্‌বে। (স্বগতঃ) মাগী ঘটক-বিদেয় যা কর্‌বে—তা গঙ্গাই জানেন, মুড়ি রেখে কোপ করি, মোহরটা বাগিয়ে নি। বলে লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না। তা লাখ মিছে কথা তো আমি একাই সকাল থেকে ঝাড়লুম, এখন দেখি বরাৎ! বোসজা যদি সন্ধান পায়, তা হ'লে তো সে পাড়ায় চল্লে আমায় তাড়া কর্‌বে।

প্রস্থান

মোহিত। যেমন চাই, তেম্‌নি জুটেছে! এমন নইলে wife! টাকাটা যা পাবো, তাতে একটা টম্‌টম্‌ কিন্‌তেই হবে; তাতে রোজ ইডেন পার্কে হাওয়া খেতে যাবো। এমন wife পাঁচ জনকে দেখাব না! বে তো হোক, beautiful wifeএর সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয় তা friendদের শেখাব।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান

দুলালচাঁদ ও যশোমতী

দুলালচাঁদ। মা, আমার বুকে ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে!

যশোমতী। ওমা কি হবে গো—কি হবে গো! ওগো দেখো গো, আমার দুলালচাঁদ কি কচ্ছে গো!

রূপচাঁদ মিত্রের প্রবেশ

রূপ। কিরে—কি?

দুলাল। বাবা ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে!

রূপ। আরে কি হয়েছে, ছাই বল্ না।

দুলাল। মুণ্ডপাত হয়েছে, গিছি—মরেছি! করুণাময় বোস!

যশো। ওগো কি হ'লো গো—কি হ'লো গো! দুলো আমার এমন হ'লো কেন গো!

দুলাল। বাবা দেখছো—দেখছো, এই রক্তমাখা চিঠি দেখছো? এ চিঠি নয়—এ চিঠি নয়, এ ছোরা; এ রং নয়—রং নয়, আমার বুকের রক্ত! এ চিঠি করুণাময় বোসের আফিসের ছাপাখানায় তোয়ের হয়েছে, আমার বুকের ভেতর প্রবেশ করেছে। তাদেরই পাড়ার রেমো মামা আমার হাতে দিয়েছে।

রূপ। আরে কি মাথা মুণ্ড বক্‌ছিস্?

দুলাল। বাবা বাবা, তুমি এখনো বুঝ্‌তে পার্‌লে না? তবে শোনো, আজ করুণাময় বোসের মেয়ের বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণের চিঠি!

রূপ। তা তোর কি?

দুলাল। বাবা বাবা, বিরহ যন্ত্রণা! বিরহ যন্ত্রণা! আমি অনেক জোগাড় করেছিলুম, ঠিক্‌ঠাক সব করেছিলুম, ফস্‌কে গেল,—ফস্‌কে গেল, হাতছাড়া হ'লো!

রূপ। কি জোগাড় করেছিলি?

দুলাল। বাবা, আমার কুঁজ দেখে আর চলন দেখে, তোমার এত টাকার জোরেও কোন সম্বন্ধ টেঁক্‌ছে না, সব ভাগ্‌ছে। তাই মনের দুঃখে আমি বিয়ে কর্‌তে রাজী হই নি, এ সব তো তুমি জানো? বাবা, মা! এ সব মনের ব্যথা তো তোমরা জানো?

যশো। তুই আগে কি বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছিলি? তা হ'লে তোর বিয়ে কি এতদিন পড়ে থাকে।

দুলাল। হাঁ হাঁ, সব জানি। এই রাজী হয়েছি, কি কচ্চ? চাল চুলো নাই, কুরুটে কালপ্যাঁচা বে করতে পারি, তা হ'লে বাবা বে দিতে পারে। ওঃ বুক যায়,—বুক যায়!

রূপ। কি হয়েছে শুনি না?

দুলাল। আমি ঠিক্‌ঠাক জোগাড় করেছিলুম। দু' একদিনের ভেতরেই জোর ক'রে জুড়িতে তুলে চন্দননগরের বাগানে হাজির কর্‌তুম। ফস্‌কে গেল—ফস্‌কে গেল! বুকে ছুরি লাগলো—বুকে ছুরি লাগলো! এই গোধুলিতেই তার বিয়ে হয়ে যাবে।

রূপ। অ্যাঁ, তুই কি বল্‌ছিস্‌! তুই করুণাময়ের মেয়েকে জোর করে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি?

দুলাল। কেন বাবা, দোষ কি বাবা, "বাপকো বেটা সিপাই কো ঘোড়া"! বিন্দি বাম্‌নীর কথা তো শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতিই নোপাট করেছিলে বাবা! আমি তো ততদূর যাই নি বাবা। আমি বাগানে মালা বদল ক'রে বিয়ে কর্‌তুম বাবা; তবে পাঁচ ব্যাটাকে দেখাতুম বাবা, দেখাতুম যে তোমরা বলো খোঁড়া-কুঁজো, ওর সঙ্গে কে বিয়ে দেবে, তেম্‌নি মুখের মত হ'তো। যদি করুণাময়ের মেয়েকে মালা বদল করে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তুম, যদি তার মেয়েকে বাঁয়ে নিয়ে তার বাড়ীতে আস্‌তে পার্‌তুম, তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তো। আমি ঝানু আছি বাবা, পুলিস কেসে পড়তুম না বাবা! তবে কি জানো, বড় দাগা পেয়েছি। তাই বাগান ছেড়ে তাদের পাড়ায়, আমাদের ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা গেড়েছিলুম। বড় দাগা পেয়েছি!—বড় দাগা পেয়েছি!

যশো। নে নে, তুই চুপ কর, কি দাগা পেয়েছিস্‌? আমি তোরে পরীর মত মেয়ে এনে বে দেবো। দশ হাজারের জায়গায় বিশ হাজার খরচ কর্‌বো।

দুলাল। মা, তুমি পরী কি দেখাচ্ছ! দুশো পরীর বাচ্ছা মেয়েমানুষ আমি রোজ বাগানে নিয়ে যাই। কিন্তু প্রাণের দাগা তো উঠ্‌বে না—দাগা তো উঠ্‌বে না।

যশো। নে কিসের দাগা, তুই চুপ কর।

দুলাল। কিসের দাগা! তুমি মা হ'য়ে এমন কথা বল্লে, আমি প্রাণত্যাগ

কর্‌বো। হয় না হয়, এই বাবা সাক্ষী আছে, জিজ্ঞাসা করো। বাবা, সায় দাও। বৈঠকখানার কাটা দেওয়ালে কুঁজটী সাঁধ ক'রে, শালখানি গায়ে দিয়ে চুপ ক'রে ভাল-মানুষটির মত বসে আছি, কেমন বাবা বল? করুণাময় বোস এলো, এসেই বল্লে, "বাবা, উঠে দাঁড়াও তো!" মা, তখন কি করি বল দেখি! এই বাবার আক্কেলকে আমি বলিহারি যাই! আমার কুঁজের কথা সহরে গেজেট হয়ে গেছে, উনি কি না বুদ্ধি কল্লেন,— কুঁজটী-জোড়া স্থাল্ কেটে, স্থাল্ ঠেসিয়ে বসিয়ে, লোককে ধাপ্পা মার্‌বেন! কই পাল্লেন না? বাবা, ধিক্ তোমায়! কি অপমানটা সেদিন করুণাময় ক'রে গেল? এখনো যদি তোমার হায়া থাকে, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, একটার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। মা, আমি যদি বাবার বাবা হতুম, আর বাবা যদি আমার কুঁজো দুলো হ'ত, আমি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে করুণাময়ের মেয়ে ঘরে আন্‌তুম। মা, বাবা, দু'জনেই আছ, স্পষ্ট কথা বল্‌ছি, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, এক্‌টার সঙ্গে আমার বে দাও, না পারো আজ থেকে আমি নোপাট। ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি কি চেহারাবাজ নই? কত বেটী আমার জন্যে মরা, আমি এক গলা জলে কার্ত্তিক পুরুষ! বাবা, এই বলে গেলুম, করুণাময়ের একটা মেয়ের জোগাড় করো, নইলে আজ থেকে তুমি নিঃসন্তান।

প্রস্থান

রূপ। দেখ গিন্নি, ছোঁড়া বল্লে মিথ্যা নয়, করুণা ব্যাটার ভারি দেমাক! আমি এত ক'রে বুঝিয়ে ঘটক পাঠালুম, তা কথাটা গ্রাহ্য হ'লো না—তর্ সইলো না, তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা দেখি, আমারও নাম রূপচাঁদ মিত্তির!

যশো। তা দেখো এখন, এখন দুলাল কোথায় গেল দেখ। ও দুলাল— ও দুলাল!

নেপথ্যে দুলাল। প্রাণ যাবার নয় মা—প্রাণ যাবার নয়! মরমে মরে বাগানে চল্লুম।

যশো। শোন—শোন!

রূপ। আচ্ছা দেখা যাক্।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ উঠানের রক

করুণাময় ও সরস্বতী

করুণা। যতদূর কেলেঙ্কার হতে হয়, তা হ'লো ; এমন অপমান আমার জন্মে হয় নাই। যা দেবার কথা, তা দিলেম, এ সওয়ায় তুমি লুকিয়ে হার দিয়েছ, ক'নে গয়নার মত দি নাই, দু'বছর পর্‌তে পার্‌বে এমন ক'রে দিলুম ; দান-সামগ্রী সব ব্যাভারে ; এত ক'রেও অপমান—অপমানের একশেষ ! রমা দালাল সভার মাঝে হাত নেড়ে জোচ্চর বল্লে। আমি মুনিবের একদিন একটা কথা সই নাই, পাঁচদোরের কুকুর, সে আমায় জোচ্চর বল্লে ! মেয়ের জন্যে আরো অদৃষ্টে কি আছে—কে জানে !

সর। হ্যাঁ গা, তা ও মিন্সে কে ? ও এমন হাত মুখ নাড়্‌লে কেন ?

করুণা। কে ওকে জানে বল ? শুন্‌ছি হ্যাণ্ডনোটের দালালি করে, বেয়ানের নাকি সম্বন্ধে কি রকম ভাই হয়। লগ্নভ্রষ্ট হ'লো, বরযাত্র, কন্যাযাত্র খেতে পেলে না। ভাগ্যিস্ দশজন ভদ্রলোক ছিল, তা না হ'লে বর নিয়ে বাড়ী থেকে উঠে যেতে চায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা !

সর। তা সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন বেনের পাওনা মনে ধর্‌লে হয়।

করুণা। কি জানি, যেখানে মেয়ে কর্ত্তা, সেখানে বে দেওয়া ভাল হয় নাই। কেলো ঘটকের দমে পড়ে আর এই তোমার তাড়ায় এই ঘট্‌লো।

সর। হ্যাঁগা, তা আমি মেয়েমানুষ, আমি কি জানি বল ? তুমি আপনি দেখে শুনে এলে।

করুণা। বরাতের দোষ, আর কিছু নয়। যাই আবার দেখি কোথায় ধার-ধোর পাই। ফুলসজ্জের যে টাকা রেখেছিলুম, তাতো ঘুস গেল, নইলে বর উঠে যায়। আমার সে টাকা দেবার ইচ্ছা ছিল না, পাঁচজন ভদ্রলোক ধ'রে মিটিয়ে দিলে কি কর্‌বো। আর ভাবলুম, এত দিয়েছি, আর যাক্ মেয়েটার খোঁটার ঘর হবে। নইলে কে বর ওঠাতো দেখতুম, আমি জোর ক'রে বে দিতুম।

সর। দেখ তোমায় আর বল্‌তে পারি না, তুমি যতদূর কর্‌বার তা করেছ। এই ফুলশয্যাটা একটু ভাল ক'রে দাও, কি জানি পাঁচজনে লাগাবে। বেয়ান মাগী যদি পাঁচজনের কথায় মেয়ে আট্‌কায়, তা হ'লে কিরণ আমার

বাঁচবে না। একেলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদে না, কিন্তু কিরণের আমার দু'চক্ষে দশধারা, আমার আঁচল ছাড়ে না, আমি ধম্‌কে পাঠিয়ে দিলুম। পাষাণে বুক বেঁধে বল্লুম, যদি কাঁদো তা হ'লে আর আমি আন্‌বো না।

করুণা। তোমার জামাইও ভাল হবে না। আমি হাতে হাতে সঁপে দেবার সময় বল্লুম,—"বাবা, তোমার উপর এখন সব ভার!" তা ছোঁড়া গজ্‌গজ্‌ করে কি বল্লে কে জানে, আমার বোধ হল যেন ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ কর্‌লে। বাসর ঘরেও নাকি খুব ট্যাঁটাপনা করেছে শুন্‌লুম।

সর। ও ছেলেমানুষ!

জোবির প্রবেশ

জোবি। আমায় দুটী ভাত দেবে?

সর। কে রে—জোবি?

করুণা। জোবি কে?

সর। ও আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার সরকারদের মেয়ে। ছেলেবেলায় জবুথবু ছিল ব'লে 'জোবি' বলে। তোর এমন দশা হয়েছে কেন? এখানে কোথেকে এলি?

জোবি। পালিয়ে এয়েছি।

সর। কোথেকে পালিয়ে এলি?

জোবি। তাদের বাড়ী থেকে। তারা বড্ড মারে, ছ্যাঁকা দেয়, চুল কেটে দেয়! (অঙ্গের আঘাত-চিহ্ন দেখাইয়া) এই দেখ না—এই দেখ না—সেই মাগী বড্ড বজ্জাত, খেতে দেয় না।

সর। কে, তোর শ্বাশুড়ী নাকি?

জোবি। হ্যাঁ।

সর। তা তুই বাপের বাড়ী যাস্‌ নি?

জোবি। না, মা মরে গেছে, বাবা ধ'রে পাঠিয়ে দেয়।

করুণা। তোমায় মারে কেন?

জোবি। মারে। আমায় পাল্কী ক'রে নিয়ে গেল, মুখ খুলে দেখে ঠোনালে; বাবা গয়না দিয়েছিল, মনে ধর্‌লো না, বরণডালাখানা কপালে ঠুকে দিলে, রক্ত বেরুলো, দাগ রয়েছে—দেখ না।

করুণা। তোমার কতদিন বে হয়েছে?

জোবি। যে বছর মা মরে। আমায় নিয়ে গিয়ে আসতে দেয় নি। আমি পালিয়ে এসেছিনু। মা মরে গেল, বাবা পাঠিয়ে দিলে। খুব মারলে, আবার পালিয়ে এলুম, আবার পাঠিয়ে দিলে।

সর। আহা, তোর বাপ তোকে চাড্ডি খেতে দেয় না?

জোবি। না—আমায় গালাগালি দেয়, মা বিইয়েছিল ব'লে মাকে গালাগালি দেয়। বলে আমার চাকরি নাই, তোদের বে দিয়ে সর্ব্বনাশ হয়েছে। বাড়ী খেয়েছ, সব খেয়েছ, আবার কুঁড়েপাথর গিলতে এয়েছ, দূর হ—দূর হ! আবার ধ'রে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, আমি দৌড়ে পালালুম।

করুণা। তোমার চুল কেটে দিয়েছিল কেন?

জোবি। কর্ম্ম করতে পারতুম না। অনেক কর্ম্ম,—হাত ব্যাথা করতো, মাথা ঘুরতো। বেড়ির ছ্যাঁকা দিত।

করুণা। তোমার স্বামী কিছু বলতো না?

জোবি। সে মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

করুণা। গিন্নি, শুনছো? আহা, কিরণের আমার কি দশা হচ্ছে কে জানে! হ্যাঁ মা, তুমি কোথায় থাক?

জোবি। ঘুরে বেড়াই, গান করি, কেউ ভাত দিলে খাই।

করুণা। তুমি গান কোথায় শিখলে?

জোবি। যাত্রাওয়ালাদের বাসন মাজতুম, তারা গাইতো শুনতুম। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম—তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম, তারা বড় নষ্ট।

সর। তুমি কদ্দিন পালিয়ে এসেছ?

জোবি। অনেক দিন—পূজোর সময়। ভাসান দেখতে সব ছাদে উঠলো, খিড়কি দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম।

সর। মাগো, কথা শুনে বুকটা ধড়ফড় করে! এদের কি মানুষের চামড়া গায়ে নাই! এই কচি মেয়েকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে; আহা, কথা শুনে বুক ফেটে যায়!

করুণা। এ তো শুনলে,—এখন কিরণকে নিয়ে তোমার বেয়ান কি করেন দেখ!

জোবি। কিরণ কে? তোর মেয়ে নাকি! বে দিয়েছিস্? কই কাঁদছিস্ নি

—কাঁদ্‌ছিস্‌ নি ? কাঁদ্‌বি—কাঁদ্‌বি—তোদের বাড়ী খাবো না, আমি চল্লুম। তুই তো মা, তোর বুক ধড়্‌ফড়্‌ করবে। আমার মা আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তাইতে তো ম'রে গেল! তোদের বাড়ী খাব না, তোরা কাঁদ্‌বি—কাঁদ্‌বি!

জোবির গীত

বিলিয়ে দিছিস পেটের মেয়ে বাজ বুকে নিয়ে সাধে।
মরে যদি ঘোচে জ্বালা, পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে॥
রেতে দিনে খেটে খেটে, অন্নজল পাবে না পেটে,
নুনের ছিটে কেটে কেটে, হাত নাড়া দে কত ছাঁদে॥
নিত্যি কথা উঠ্‌বে কাণে, বাজ জেঁতে তোর বস্‌বে প্রাণে,
মায়ের ব্যথা মাই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে॥

সর। ঠিক কথা। জোবি যাস্‌ কেন—যাস্‌ কেন? আমি খেতে দেব।

জোবি। না—না, আমার মাকে মনে পড়্‌চে, আমার কান্না আস্‌ছে।

মায়ের ব্যথা মাই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে॥

গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

করুণা। গিন্নি, বালিকার প্রতি এমন অত্যাচার হয়, যদি অন্য কোন জাত শোনে, বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘরে ঘরে বালিকারা এরূপ যন্ত্রণা পায়। মেয়ে আইবুড়ো রাখ্‌তে দোষ কি ? জাত যাবে, কুচরিত্রা হবে ?—হ'লেই বা! আহা অনাহারে যম-যন্ত্রণা কত নির্দ্দোষী বালিকা সহ্য করে। যাই, আর ভাব্‌লে কি হবে,—এখনি ফুলশয্যার জোগাড় তো কত্তে হবে ? —দেখি কোথা টাকা পাই।

সর। দেখ, এমন ক'রে ফুলশয্যাটী পাঠিও, যেন তাদের মনে ধরে।

করুণা। আমার যথাসাধ্য করবো, তারপর মনে ধরবে কি না কে জানে।

প্রস্থান

সর। ঐ দেখ ঝি মাগী আস্‌চে।

ঝির প্রবেশ

হ্যাঁরে তোরে এত ক'রে মানা কল্লুম, মেয়ে ফেলে আসিস্‌ নি, মেয়ে আমার একা রইল, আর তুই চলে এলি ?

ঝি। হুঁ! (পা ছড়াইয়া উপবেশন)

সর। হুঁ কি বল্? কিরণ ভাল আছে তো? বেয়ানের বড পছন্দ হয়েছে তো? কি বল্লে? কিরে কি বল্ না? দেখ—মাগীর মুখে কথা নাই?

ঝি। র'সো, সবুর দাও—একটুকু জিরুই,—এক ঢোক্ জল খাই, মুখে রা সরুক্।

সর। কি হয়েছে? তুই চ'লে এলি কেন? সেখানে কোঁদল করেছিস্ নাকি?

ঝি। চলে এনু ক্যানে? তোমার মেয়ের নেগে গরদানা খেতে বল নাকি? কোঁদল কর্‌বো? কোঁদলে তোমার বিয়ানকে আঁট্‌বো? সে ধেই ধেই লাচ্‌তেছে!

সর। কি হয়েছে আমার মাথামুণ্ডু বল্ না!

ঝি। হবে কি গো? লাচ্‌তেছে—লাচ্‌তেছে! গালে মুয়ে চড়াচ্ছে, মড়াকান্না কাঁদ্‌তেছে!

সর। ও বাছা,—ব্যাগ্রতা করি, সব বল্, ক'নে কি পছন্দ হয় নি?

ঝি। বল্‌বো—তবে শুন্‌বে? পাল্কী খুলে, বউ-এর মুখ দেখে, মাগী ওম্‌নি ডুকুরে কেঁদে উঠ্‌লো। বলে 'ও মা কোথাকার কাট-কুড়ুনী এলো গো—কোথাকার হা'ঘরের মেয়ে আন্‌লুম গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—কত্তা কোথা গেলে গো—একবার এসে দেখ গো—তোমার সাধের মোহিত বাগ্দিনী এনেছে গো—তোমার মোহিতকে ডোম-ডোক্‌লা বিদেয় করেছে গো!'

সর। বর-ক'নে বরণ কর্‌লে না?

ঝি। শোন এগিয়ে—ব্যাটা ম'লে যেমন চিক্কুরী ঝাড়ে—তেম্‌নি ঝাড়তে লাগলো। পড়সীতে বোঝায়, আর অম্‌নি ঝাঁকারী মেরে ওঠে। তারপর পাড়ার মেজো গিন্নী না কে, ধুমো করে মাগী, সেই ক'নে হিচুটে বার কর্‌লে। বর-ক'নে ঘর্‌কে উঠ্‌লে মাগীরা সব দেখ্‌তে এলো। এক একবার বউ-এর মুখ খোলে, আর চিকুটি মেরে ওঠে। গয়নাগুলো খিঁচ দিয়ে টেনে বার করে, আর পড়সীদের দেখিয়ে বলে,—'দেখ গো—দেখ, চোখ্‌খেকো মিন্সে গয়না দিয়েছে দেখ!' গয়না মুয়ের কাছে নিয়ে ফুঁ পাড়্‌তে থাকে! বলে, ফুঁয়ে গয়না উড়্‌বে।

সর। ফুঁয়ে গয়না উড়্‌বে! অমন ভারি ভারি ক'নে-গয়না কেউ দিয়েছে! আর এতগুলি যে টাকা ঢাল্‌লুম, সে কথা বুঝি মুখে আন্‌লে না!

ঝি। টাকা ঢেলেছ! আর অতটী ঢাল্‌লেও মন উঠ্‌তো নি! টাকার লেগে

মায়েপোয়ে বচসা হচ্চে। জামাই পা ঠুকে বলে,—'ডাম্—টাকা দে।' সে টাকা মাগী দেই! এ ঝাঁকারে তো ও ঝাঁকারে! মাগীও যত হাত-পা চালে, মুখ ঘুরোয়, তোমার জামাইও তত হাত-পা ঝাঁকে!

সর। তারপর—তারপর?

ঝি। তারপর তোমার ঝি-জামাই ছেড়ে মাগী আমার বিগে ঝুঁকলো; বলে, এই যে রাজকন্যাকে পাহারা দিতে ঝি এসেছে। আমি পুড়িয়ে খেতে রা কাড়নু নি মা।—কলে গিয়ে পা ধুয়ে, দুটী ঠোট চেপে ভাঙা রকে ব'সে রইনু। ভোর রাত ঝাঁঝালে! কেঁউ বল্লে নি যে দুটী ভাত খেয়ে যা গো!

সর। কাল থেকে তোরে খেতে দেয় নি নাকি?

ঝি। আজ দুটো দিয়েছিল। দু'মুটো ব্যাঁতে দিয়ে, আঁচল পেতে মেজেয় গড়ুচ্চি, তোমার ঝি পাশে ব'সে ঘোম্টা দিয়ে কাঁদ্‌তেছে, অমনি হৈ হৈ ক'রে জমাদারনি মাগী এলো, চোখ দুটো করম্‌চা ক'রে বল্লে, "হ্যাঁ রে ঝি! তোদের দেশে কি কারো হায়া নেই? এখনও রাজরাণীর মত আমার বাড়ী গড়ুচ্ছিস্?—ওঠ্, চ'লে যা, আমার বাড়ী থেকে বেরো; কাট-কুড়ুনীর মেয়ের আর অত রসে কাজ নেই!" থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে বসনু মা! মাগী খট্টাই বুলি ধরলে, বলে, "নিকালো হারামজাদী, আমার বাড়ী থেকে নিকালো!" আমি তাড়াতাড়ি উঠ্‌নু। তোমার মেয়ে আমার আঁচলটা ধর্‌লে। মাগী অম্‌নি তোমার মেয়ের হাত ঝিন্‌কুটী দিয়ে ছাড়িয়ে নিলে, হাতে বাজ্‌লো কি না আর দেখনু নি, পড়্‌পড়িয়ে চ'লে এনু।

সর। ভগবতী! কি করলে মা! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁরে, কিরণকে জামা'য়ের পছন্দ হয়েছে?

ঝি। পছন্দ হবে নি? তোমার তেম্‌নি জামা'য়ের জামাই কিনা? ওমা যেন মানোয়ারী গোরা! খুদে খুদে চুরুট টানে আর "ডাম্" করে! খিস্‌টান হবে, ম্যাম বিয়ে কর্‌বে, তবে তার প্রাণ জুড়োবে! বাপাস্তি দিব্যি গেলেছে, মাগের মুখ দেখ্‌বে নি!

সর। ওঃ, এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

করুণাময়ের প্রবেশ ও ঝিয়ের অন্য দিক দিয়া প্রস্থান

করুণা। গিন্নি, বেশী লোক পাঠাবো না, দু'জনের বোঝা একজনের ঘাড়ে দিয়ে ফুলশয্যা পাঠাচ্ছি। আর স'শো টাকা তো নগদ পাঠাতে হবে,

হাতে তো একটী পয়সাও নাই, কারো কাছে ধারও পেলুম না, একখানা গয়না রেখে কোথা থেকে নিয়ে এসো। যথাসাধ্য তো করি, এতেও যদি তোমার বে'নের মন না ওঠে, কি কর্‌বো। টাকাটার জোগাড় দেখ।

সর। সে আন্‌ছি, এদিকে সর্ব্বনাশ! এই ঝির কাছে শোনো!

করুণা। শুনেছি,—শুভ সংবাদ দরদ জানিয়ে রামী ঘটকী দিয়ে গেল। যা হবার হয়েছে—আর শোনাশুনি কি বল? গিন্নি, কেঁদো না—এ সর্ব্বনাশ ঘরে ঘরে! ওঃ, অবলা বালিকার নিঃশ্বাসে বাঙ্গলা দেশ জ্বলে যায় না—দিগ্‌দাহ হয় না—মেয়ের বাপ বিষ খেয়ে মরে না—মেয়েকে নুন দিয়ে মারে না? ধিক্! ধিক্! সংসার ধর্ম্মে ধিক্! দেখি শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। যাও টাকাটা কোত্থেকে নিয়ে এসো।

নেপথ্যে। বোসজা মশায়—বোসজা মশায়!

করুণা। কেও কিশোর, এসো বাবা।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। মশায়, আমি ষ্টুডেণ্টসিপ পাশ হয়েছি, তা শুনেছেন?

করুণা। হ্যাঁ বাবা শুনেছি, বড় সুখের বিষয়!

কিশোর। দেখুন, আমি তাস খেলে বেড়াতেম, আপনি আমায় ধম্‌কে বলেছিলেন, বড় মানুষের ছেলে হ'লে কি পড়াশুনো কর্‌তে নাই? আমি সেই ইস্তক পড়াশুনো ক'রে বরাবর ফার্ষ্ট হয়েছি; এখন আমি বিষয়কর্ম্ম শিখ্‌বো, আপনি শেখান, এই তিন শো টাকা আমার সুদে খাটিয়ে দেন।

করুণা। বাবা—বাবা কিশোর, আমি বুঝেছি, তোমাদের বাড়ী আমি টাকা ধার কর্‌তে গিয়েছিলেম, তুমি শুনেছ, তাই এই টাকা এনেছ। তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, গিন্নী গয়না বাঁধা দিয়ে ধার কর্‌বে এখন।

কিশোর। সেই যদি ধার কর্‌বেন, আমার কাছে করুন। আপনি আমার পিতার তুল্য, (পদদ্বয় ধরিয়া) উনি যদি গহনা বাঁধা দিয়ে টাকা আনেন, আমার বড় কষ্ট হবে। আপনি এ টাকা নেন।

করুণা। (অর্থ গ্রহণ করিয়া) বাবা, আমার অত টাকার তো দরকার নাই।

কিশোর। বাকী আপনার কাছে জমা রইল।

কিশোরের প্রস্থান

করুণা। গিন্নি, পৃথিবীতে দেবতাও আছে। আমি ওরে একদিন পড়তে

বলেছিলুম, সেদিন হতে আমায় গুরুর মত দেখে। যদি এই পাত্রে আমার কিরণ পড়তো, তা হ'লে যথার্থই মেয়ের বে-তে আনন্দ বটে। এ টাকা তুলে রাখ, ফিরিয়ে দিতে হবে। যাও, তুমি কোথা থেকে টাকাটা নিয়ে এসো।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মোহিতমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

মাতঙ্গিনী, মোহিতমোহন, রমানাথ, কিরণময়ী ও প্রতিবেশিনীদ্বয়

মাত। রমা, তুই এমন মেনিমুখো—তুই এমন মেনিমুখো! ছাঁদ্‌নাতলা থেকে বর তুলে আন্‌তে পার্‌লি নি? আমি যদি ব্যাটা ছেলে হতুম—দেখ্‌তিস্! আমি ক'নের বাপের নাক কেটে আন্‌তুম।

১মা-প্র। আন্‌তেই তো বাছা—আন্‌তেই তো!

মাত। বল তো মা—বল তো! এই বউ আমি পাঁচজনের সাম্‌নে বার কর্‌বো কেমন ক'রে? আর গয়নার ছিরি দেখ মা—গয়নার ছিরি দেখ।

১মা-প্র। তাই তো মা—তাই তো!

২য়া-প্র। তা ক'নে গয়না কিছু মন্দ হয় নাই।

মাত। অন্যায় আমার সয় না। বে' না দিয়ে থাকো, বে' কি কখন দেখ নি?

১মা-প্র। তুমি ফিরিয়ে দাও—তুমি ফিরিয়ে দাও।

মাত। না মা, আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। মিন্সে ছোটলোকপনা করেছে ব'লে কি আমি ছোটলোক হবো! রমা, এই মেয়ে দেখে এলি? ক'নে দেখ্‌তে যাবার সময় রাস্তার বালি তোর চোখে উড়ে এসে পড়েছিল নাকি?

রমা। কি কর্‌বো দিদি—কি কর্‌বো? আমি তো বলেছিলুম, ওখানে বিয়েয় কাজ নাই, তোমার মোহিত জেদ ক'রে বস্‌লো।

মোহিত। Damn it! আমি কি এই Black bitch জানি!

২য়-প্র। তা দেখ গা মোহিতের মা, বয়স কালে তোমার বউ মন্দ হবে না।

মাত। অবাক করেছে মা—অবাক করেছে! আর মন্দ কারে বলে, তা তো জানি নে বাছা! (প্রথমা প্রতিবেশিনীর প্রতি) দেখ তো বামুন ঠাকরুণ—দেখ তো বামুন ঠাকরুণ! চোখ দুটো যেন কোটরে গিয়েছে, নাকটা যেন

কিসিয়ে ভেঙেছে, দাড়িটা যেন খুর দিয়ে পুঁছিয়ে নিয়েছে, আর পোড়া চুল-গুলো দেখ, যেন ঝাঁটা গাছটা !

১মা-প্র। তা মোহিতের মা, তুমি যেমন ক'নে এসেছিলে, তেমনটি কি আর হবে ? আমরা দেখি নি, শুনেছি, তুমি বাড়ীতে পা দিলে, আর বাড়ী যেন জলতে লাগ্‌লো !

মাত। না—না, আমরা কি সুন্দরী ? সুন্দরী না ; তা ব'লে কি এমন কাল প্যাঁচা এসেছিলুম ! (কিরণের প্রতি) কেঁদো না বাছা কেঁদো না, আমার জ্বালাতনের শরীর, কান্না সয় না ! নাইতে কান্না, খেতে কান্না, উঠ্‌তে কান্না, বস্‌তে কান্না, অমন কেঁদো না—মোহিতের অকল্যাণ ক'রো না !

১ম-প্র। তা মা তোমার মতন হাস্যবদন কি সবার হয় গা ?

মাত। বলি হাস্যবদন হোগ না হোগ, অম্‌নি করে কি পোড়ার মুখ পুড়িয়ে দিন-রাত্তির কাঁদ্‌তে হয় ! মাগী, এই মেয়ে যখন বিয়ুলি, মুন দিতে পার্‌লি নি ! এই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে মেয়ে মানুষ করেছিস্‌ !

মোহিত। Damn it—Damn it—বিলেত যাবো !

মাত। (সবেগে কিরণের হাত ধরিয়া) তা বামুন ঠাকরুণ, গয়নাগুলো দেখ, গয়নাগুলো দেখ !

২য়া-প্র। তা কনের বাপ তো টাকা দিয়েছে, ভেঙে গড়িয়ে দিও।

মাত। হ্যাঁগা, কে তোমাদের খবর দিয়েছে গা ! পোড়া কপাল টাকার, বাজন্দরে বিদেয় দিয়েছে ! দেড়টী হাজার টাকা !

১মা-প্র। ওমা এমন জামাই পেলি, এমন ঘরে মেয়ে দিলি, হাজার পাঁচেক দে ! তা নয় মোটে দুটী হাজার !

মাত। ওমা দুটী হাজার কোথা গো, দুটী হাজার কোথা ? দেড় হাজার !

মোহিত। Damn it ! মা টাকা বা'র করো, আমি বিলেত যাবো !

মাত। এই রমা—এই রমা যত নষ্টের কু !

রমা। দিদি ভাব্‌ছ কেন—মেয়ে আট্‌কাও। দেনা-পাওনা যখন ঠিক কর্‌লে, তখন তো আমায় বল্লে না। মেয়ে আট্‌কাও, আধপেটা খেতে দাও।

২য়া-প্র। রমানাথ, ব্যাটাছেলে হয়ে কি বল্‌ছো ? মেয়ের অপরাধ কি ? মেয়েকে কেন যন্ত্রণা দেবে ? দেখ দিকি—কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্ছে ? কাল থেকে এক গরাস ভাত মুখে দিতে পারে নি।

মাত। বাছা, অত রস কর্‌তে তোমাদের ডাকি নি, আমার সর্ব্বশরীর জ্বল্‌ছে।

১মা-প্র। আহা জলুবে না, মাগীকে বিছের কামড় ধরেছে!

রমা। দিদি, এই বার হ'তে তুমি আমার পরামর্শে চলো, তোমার সব জ্বালা মিটিয়ে দিচ্চি। মেয়ে আট্‌কাও, তা হ'লেই মিন্সে সোজা হয়ে আস্‌বে। আর দেড়হাজার আদায় করবো, তবে আমার নাম রমানাথ!

মোহিত। Damn it! ঐ dirty wife আমি বাড়ীতে থাক্‌তে দেব!

মাত। (রমানাথের প্রতি) তোর মুরোদ বড়—তোর মুরোদ বড়!

রমা। দিদি, আমার কি দোষ বল? দশচক্রে ভগবান ভূত করলে! আমি কি কসুর করেছি? আমি বর নিয়ে তো চ'লে আস্‌ছিলুম। যখন বার শো টাকা বার করলে, আমি তো উঠে আসি। গোধুলি লগ্নের বে, আমি রাত তিনটে বাজিয়ে তবে ক'নে উৎসর্গ করতে দিলুম। কি করবো বলো, তুমি সখের বরযাত্র পাঠিয়েছিলে, তারাই তো ধ'রে রাখ্‌লে, আমায় বর নিয়ে আস্‌তে দিলে না। তবু দেখ, আর তিন শো টাকা বার করেছি।

১মা-প্র। ওমা—তিনশো খানি!

মাত। ওটা যে মেয়েমুখো গো—মেয়েমুখো!

রমা। মেয়েমুখো কি পুরুষমুখো, ফুলশয্যা আসুক, তখন আমার হুঙ্কার শুন্‌বে।

২য়া-প্র। হ্যাঁগা ফুলশয্যা আস্‌বে, তা তাদের খাওয়াবার উদ্যোগ ক'চ্চ না?

১মা-প্র। হ্যাঁগা, বল কি গা? মাগীকে ভিটে বেচ্‌তে বলো না কি? গাঁটের কড়ি খরচ করে ঘি-ময়দা কিনে লুচি ভেজে রাখুগ, তাঁরা ফুলশয্যা মাথায় ক'রে এসে বাবুর মতন খাবেন। এই তো দেনা পাওনার ছিরি, তাতে আবার ফুলশয্যায় খাওয়ান!

মাত। দেখ বামুন ঠাকুরুণ, ন্যায়-অন্যায়ের দু'একটা কথা তোমার মুখেই শুন্‌তে পাই।

২য়া-প্র। না গো—দশজনের বাড়ী থেকে লোক ফুলশয্যা নিয়ে তোমার বাড়ীতে আস্‌বে, না খাওয়ালে তোমার নিন্দে হবে।

১মা-প্র। কেন কিসের নিন্দে? ক'নের বাপ মিন্সে এমন ঘর-বর পেয়ে বাড়ীর পাটাটা লিখে দিতে পারলে না? তাতে নিন্দা হয় না! আর গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ফুলশয্যাওলাদের না খাওয়ালে মাগীর নিন্দে হবে!

রমা। (নেপথ্যে কলরব শুনিয়া) ঐ বুঝি, ফুলশয্যা নিয়ে আস্‌ছে! গলাবাজী এইবার শুন্‌বে।

রমানাথের প্রস্থান

মোহিত। Damn it—Damn it!

প্রস্থান

মাত। বামুন ঠাকৃরুণ, দেখ্‌বে চল—দেখ্‌বে চল, কি ছাই-পিণ্ডি পাঠিয়েছে দেখ্‌বে চলো। এতে খাওয়াতে বলো, আমি মাথা হেঁট ক'রে, নিজে ময়দা ড'লে তোমাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়ে দেব।

মাতঙ্গিনীর প্রস্থান

১মা-প্র। বলি হ্যাঁলা, তুই এই মাগীকে বোঝাচ্ছিলি? ঐ যে আমার ভাসুরের নামে উকীলের মেয়ের বে-তে, মাগী শুনেছে, উকীল পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছে, ওর এই দিগ্‌শূল ছেলের বিয়েতে সেই টাকা চান!

২য়া-প্র। আহা শুন্‌ছি এই দুদের বাছাকে সমস্ত দিন খেতে দেয় নি! আর যাকে তাকে মুখ দেখাচ্চে, আর এমনি ক'রে ঠোনা মাচ্চে। এমন সুন্দর মুখখানি, কাৰ্ত্তিক পুরুষেরও পছন্দ হ'চ্ছে না; আর হাড়ি ঝি চণ্ডী মায়েরও পছন্দ হ'চ্ছে না।

১মা-প্র। চ'না—চ'না, দেখিগে মাগী কি করে।

২য়া-প্র। বোধ হয় জিনিসপত্তর ফিরিয়ে দেবে।

১মা-প্র। হুঁ! একখানিও না। জিনিসপত্তর সব তুল্‌বে আর লোক-জনকে তাড়াবে; আর শেষটা এই মেয়েটার উপর ঝাঁজ ঝাড়বে।

উভয়ের প্রস্থান

জোবির প্রবেশ

জোবি। তুই একলা ব'সে কাঁদ্‌ছিস কেন? কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি! শাশুড়ীর পাথর বাঁধা বুক! কাঁদ্‌লে মারবে, হাঁস্‌লে মারবে!

কিরণ। তুমি কে? আমায় মেরে ফেল্‌বে! সমস্ত দিন ঠোনা মার্‌চে, খেতে বসেছিলুম টেনে তুলেছে। বিষম লেগেছিল মাথায় চড় মেরেছে, মাথা টাটিয়ে রয়েছে; ঘুরে পড়েছিলুম। আমার মাকে বল গে—আমার বাবাকে বল গে।

জোবি। বলে কি হবে, তুই পালিয়ে যা, তোর এখনো মা আছে, তুই পালিয়ে বাড়ী যা, পালিয়ে বাড়ী যা! পথ না চিন্‌তে পারিস্, আমি পথ

চিনিয়ে বাড়ী নিয়ে যাবো। তোর মার মুখ দেখে আমার দুঃখ হয়েছে, তাই তোকে দেখ্‌তে এসেছি। আমি যেন ভিকিরী, গান গাইতে এসেছি। ওই তোর শাশুড়ী আস্‌ছে, আমি গান গাই। তুই বলিস্‌ নি, আমি দেখ্‌তে এসেছি ; কাঁদিস্‌ নি—কাঁদিস্‌ নি !

নেপথ্যে মাতঙ্গিনী। (ফুলশয্যাওয়ালাদের উদ্দেশে) নিকালো—নিকালো ! মোহিত, চাবুক মেরে সব তাড়িয়ে দে।

জোবি। গীত

থা'লো ক'নে আফিং কিনে, বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি।
কলিতে অমর ক'নের শাশুড়ী॥
ইটে ভিটে বেচে ক'নের বাপের নাইকো পার,
হাতনাড়া দে কর্‌বে কত, মায়ের তোর খোয়ার।
শাশুড়ীর মুখের তোড়ে, দৌড় মারে ডোম-হাড়ি॥
ম'রে জুড়ো, চোখের জলে হবি লো নাকাল,
উঠ্‌তে খোঁটা বস্‌তে খোঁটা শুনবি সাঁজ সকাল,
তোর শাশুড়ীর সোণার ছেলে, তুই যে রাঙ্গের থুবড়ি॥

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ

মাত। কেরে ছুঁড়ি—কেরে ছুঁড়ি ?

জোবি। কেন গো, ভিকিরী, ভিক্ষে দেবে তো দাও, নইলে গান গাব। এই গান ধরলুম—

গীত

মাথা খুঁটে পা টিপে তার মন পাবি নাকি,
ঝি, রাঁধুনি রাখবে বুঝি শোন্‌ গতরখাগী,
জন্মেছিস্‌ তুই সবার বালাই, সরে পড় হতচ্ছাড়ী॥

মাত। দেখ্‌সে গো—দেখ্‌সে, বাড়ী ব'য়ে গালাগাল দিতে পাঠিয়েছে।

জোবি। হিঃ হিঃ হিঃ !

বেগে প্রস্থান

প্রতিবেশিনীদ্বয়ের প্রবেশ

১মা-প্র। তাই তো গা মোহিতের মা, এমন কুটুম করেছ গা !

মাত। আমার অন্যায় হয়, আমার মুখে চুণকালি দাও। জিনিসপত্র তো দেখ্‌লে, এখন ক'নের মুখ দেখ। (মুখ খুলিয়া) ওমা কি গো—এ ছেঁয়ে

পেত্নীর ছানা গো! ওমা এমন মুখভঙ্গি কখন দেখি নি গো—এমন কান্না কখন শুনি নি গো।

২য়া-প্র। তা আর কি কর্‌বে মা! এখন ক্ষীর-মুড়কি খাওয়াও, ফুলশয্যা করো, ছেলের কল্যাণ করো।

মাত। ইচ্ছা হচ্ছে মুখখানা থেঁতো করে দি।

চিবুকে আঘাত করণ

কিরণ। ও মা গো! আমায় মেরো না গো!

মাত। দেখ বাছা, নরুকে মিন্সের নরুকে মেয়ে দেখ! আমি মারলুম! বুড়ো বয়সে কলঙ্ক নিতে বউ ঘরে আন্‌লুম! ও মুয়ে আগুন—মুয়ে আগুন; (ঠোনা মারিয়া) আমি তোমায় মারলুম—আমি তোমায় মারলুম!

কিরণ। (সভয়ে কান্না চাপিতে চাপিতে) না গো না—না গো না!

মোহিত ও রমানাথের প্রবেশ

মোহিত। Damn it—Damn it! আমি মরিয়া হয়েছি! হয় Christian হয়ে মেম বিয়ে কর্‌বো, নয় Japan war এ যাবো। রেমো মামা, এই মেলেই যাবো।

রমা। তা যাবে বই কি বাবা—তা যাবে বই কি! (মাতঙ্গিনীর প্রতি) দিদি, বউ আট্‌কাও—বউ আট্‌কাও! দেখ, দু'হাজার টাকা আমি গুণে আদায় করি কি না! বউ আট্‌কাও—বউ আট্‌কাও—কারো কথায় বউ পাঠিয়ো না।

মোহিত। কি রেমো মামা, তুমি এমন কথা বলো? এই dirty nigger আমার বাড়ী থাকবে, আমি wife বলবো? Damn it—Damn it! মা, ভাল চাও তো, এরে বিদেয় করো। আমায় ডেকেছ কেন? শীগ্‌গির বলো, আমি চলে যাবো, বাড়ীতে এসে যেন দেখ্‌তে না পাই, আমাদের party আছে।

মাত। রমা, ফুলশয্যা না কর্‌লে যে অকল্যাণ হবে। মোহিতকে বোঝাও ভাই—মোহিতকে বোঝাও। ও মা, আলক্ষ্মী ঘরে এনে যে ছেলে পর হয় গো!

রমা। বাবাজি, সবুর—সবুর—আমি সবুরে মেওয়া ফলাচ্ছি, আর দু'হাজার তোমায় আদায় ক'রে দিচ্চি।

মোহিত। কি ক'রে?

রমা। দেখ না—দেখ না। দিদি, আমি সামগ্রীগুলো ফিরিয়ে দিই গে।

মাত। আর ভাই ফিরিয়ে কি হবে—ফিরিয়ে কি হবে!

রমা। তবে থাক্। বাবাজি, ফুলশয্যাটা করো। এই এতক্ষণ তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক তাড়াতে আমার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। দিদি, ফুলশয্যা করাও, রাত হ'লো। তুমি ক'নে আটকাও, দু'হাজার টাকা আমি আদায় কচ্ছি। আগে বল্‌তে হয়—আগে বল্‌তে হয়, আপ্‌সোসে আমার হাত কাম্‌ড়াতে ইচ্ছে যাচ্ছে। সদুদিদি, ফুলশয্যার সব উদ্যোগ কচ্ছ?—করো! ক্ষীর মুড়কি এনেছ?—রাখো। নাও—বাবাজি, ব'সো; নাও—ঠাণ্ডা হও, আমি বিলাত যাবার টাকা আদায় কচ্ছি। ব'সো—আসনে ব'সো, নাও—ক'নেকে বসাও।

মাতঙ্গিনী সবলে কিরণ্ময়ীর হস্ত ধরিয়া উত্তোলন

কিরণ। (সভয়ে) না গো না—আর মেরো না।

মাত। শুন্‌লি রমা, শুন্‌লি—হতচ্ছাড়ীর কথা শুন্‌লি! আমি মারলুম? দূর হ'! এ বালাই কোত্থেকে এল গো। (ধাক্কা দেওন)

কিরণ। ও মা গো—মলুম গো! (পতন)

মোহিত। রেমো মামা, কি Cadaverous! (ক্ষীর-মুড়কির বাটী কিরণ্ময়ীর উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া) Damn it—Damn it!

প্রস্থান

মাত। ও রমা—ও রমা, ছাখ, এ যে নড়ে চড়ে না! ও মা, কি হ'লো গো, ভিট্‌কিলেমি ক'রে ম'লো নাকি গো!

রমা। তাই তো—তাই তো, মুখে জলের ঝাপটা দাও—জলের ঝাপ্‌টা দাও! (প্রস্থানোদ্যোগ)

মাত। ওরে যাস্ কোথায়—যাস্ কোথায়? ছাখ্ দেখি, ম'লো না কি? ছাখ্—ছাখ্!

রমা। এই আলো এনে দেখ্‌ছি। (স্বগতঃ) যঃ পলায়তি স জীবতি! আমার হাতে দড়ি না পড়ে, ফুলশয্যা মাথায় থাক্।

প্রস্থান

কিরণ। (সভয়ে উত্থিত হইয়া) না গো মেরো না—না গো মেরো না, ও মা গো! (পুনরায় পতন)

মাত। ও রমা—ও রমা! উঠে আবার মরে যে রে!

২য়া-প্র। বামুন দিদি—বামুন দিদি, মুখে একটু জল দাও! ভয় কি মা—ভয় কি মা, জল খাও—জল খাও। তোমার বাপ এখনি নিয়ে যাবে। (কিরণ্ময়ীকে কোলে লইয়া উপবেশন)

১মা-প্র। (মুখে জল দিয়া) ভয় নাই—ভয় নাই!

২য়া-প্র। মোহিতের মা, তুমি কি মেয়েমানুষ? এই দুধের বাছাকে আজ দু'দিন ধ'রে যন্ত্রণা দিচ্ছ? তোমার ভিটেয় কখনো এমন মেয়ে এসেছে? কখনো এমন সোণার গয়না দেখেছ? বাপের জন্মে দেড়হাজার টাকা একত্রে গুণেছ? তোমার ওই দাগা ষাঁড় ছেলে—তার বিয়ে দিয়ে রাজ-রাণী হবে ভেবেছ? তোমার ঘটে একটু আক্কেল নাই? এই দুধের মেয়ে যদি তোমার তাড়নায় মারা যায়, তখন যে হাতে দড়ি পড়্‌বে, তা ভাবো না? রূপের ধুচুনি!—অন্ধকারে কথা কইলে ছেলে-পুলে ডরিয়ে ওঠে—এই সোণার চাঁদ বউ পছন্দ হচ্ছে না?

১মা-প্র। (কম্পিতা কিরণ্ময়ীর প্রতি) ভয় নাই মা—ভয় নাই!

২য়া-প্র। দেখ দেখি, গলায় জল গল্‌ছে না। হাত ধরেছ, পাঁচ আঙুলের দাগ পড়েছে। ভাব্‌চো—বউকে যাতনা দিয়ে আবার টাকা গুণবে? মায়ে-পোয়ে থানায় গিয়ে কড়ি গুণতে হবে, তা জানো?

কিরণ। ও মা, কোথায় তুমি—কোথায় তুমি! মলুম গো।

মাত। (উচ্চৈস্বরে) কর্ত্তা গো, তুমি কোথায় গেলে গো—একবার দেখে যাও গো—বউ এনে কি খোয়ার দেখ গো! রমা, রমা, পোড়ারমুখো কোথায় গেল? হা'ঘরের ঘরের জলার পেত্নীকে এখনি বিদেয় করুক্! রমা—রমা!

প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান

রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ ও যশোমতী

দুলাল। বাবা—বাবা, তোমার হাতেই আমার প্রাণটা। তুমিই আমার মরণ কাটি, জীয়ন কাটি!

রূপ। কিরে—কি বল্‌ছিস?

দুলাল। এইবারে বাবা, করুণাময়ের মেয়ে বাগিয়ে দাও বাবা! মরণ কাটি, জীয়ন কাটি তোমার হাতে বাবা! নারাজ হ'য়ো না, বড় ব্যথা পাবো বাবা!

রূপ। আরে আবাগের ব্যাটা, কি বল্‌ছিস, ভাল ক'রে বল্ না?

দুলাল। করুণাময়ের মেজো মেয়ে মজুত বাবা! দেখ্‌তেও খুব জমকালো রকম! তার সঙ্গে আমার বে লাগিয়ে দাও।

যশো। হ্যাঁগা, দুলাল যদি বায়না নিয়েছে, তবে ওইখানেই বে দাও না, আর পাঁচটা সম্বন্ধ কেন?

রূপ। আরে তুমিও খেপ্‌লে না কি? ঘটক পাঠালুম, টাকা কব্‌লালুম, করুণাময় রাজী হয় কই?

দুলাল। এইবারে বাবা ছিপে গেঁথেছ, কেবল খেলিয়ে তুল্‌লেই হয়। রেমো মামা চার-টার ফেলে সব ঠিক করেছে।

রূপ। রমানাথ কি রাজী করেছে?

দুলাল। মুচ্‌ড়ে রাজী কর্‌তে হবে বাবা! রেমো মামা দালালি ক'রে তোমার শীকার ঠিক যোগাড় ক'রে দিয়েছে! মোহিত ঘোষ, যে তোমার কাছে বাড়ী বাঁধা রেখেছে, তারা দু'ভাই। সে একলা মার এক ছেলে ব'লে তোমায় বাড়ী রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছে। এখন তুমি মোচড় দাও বাবা।

রূপ। তারে মোচড় দিয়ে কি হবে?

দুলাল। তুমি থাক থাক ন্যাকা হও বাবা, এতেই আমার গা জ্বালা করে! মোহিত ঘোষ—করুণাময়ের বড় মেয়েকে বে করেছে জান না বাবা! এখন

তুমি পুলিশ থেকে ওয়ারিন বা'র করো। করুণাময় বোস বাপ্ বাপ্ করে মেয়ে দিতে পথ পাবে না বাবা!

রূপ। অ্যাঁ, সত্যি না কি, সেই বয়াটে ছোঁড়াটা তার জামাই?

দুলাল। তা নয় তো কি বাবা! আমার সে চৌদ্দ পুরুষের কে, যে রেমো মামার খোসামোদ ক'রে তারে বাগান নিয়ে যাই, স্যাম্পেন খাওয়াই, মতিয়ার সঙ্গে জুটিয়ে দি,—মতিয়ার প্রেমে মজ্‌গুল ক'রে দি! নইলে কি জাল ক'রে তোমার কাছে টাকা ধার করে? পিরীতের দায়ে ধার করেছে বাবা! কেঁদে বেড়াতো, মতিয়া বেটী ঘরে ঢুকতে দিতো না, তাই ধার করেছে বাবা!

রূপ। বটে—বটে, তবে তো করুণাময় ব্যাটাকে বাগে ফেলেছি।

দুলাল। তবে আর তোমাকে বল্‌চি কি! মা, দেখ, 'কানা খোঁড়ার একগুণ বেশী' কি না দেখ! বাবা ফন্দী ক'রে লোকের বিষয় গেঁড়া কর্‌তে পারে। বাবা, বলো, ধর্ম্মকথা বলো, এ বুদ্ধি তোমার মাথায় আস্‌তো না, মার কাছে স্বীকার পাও, তোমার দুলাল কেমন দাঁওবাজ। তুমি ম'লে তোমার বিষয় রাখ্‌তে পার্‌বে কি না বোঝ বাবা!

রূপ। আচ্ছা—আচ্ছা, তুই যা, আমি ওয়ারিন বার কচ্ছি।

দুলাল। মা, এইবার বাবার মতন বাবা। আর কথা ঝেড়ে ফেলো না বাবা!

রূপ। যাক্ ছেলেটা ধরেছে; বুঝ্‌লে গিন্নি! মনে করেছিলুম, ভয় দেখিয়ে বাড়ীখানা বাগিয়ে নেব, তা যাক,—

দুলাল। ও যেতে দাও বাবা! তুমি বেঁচে থাকো, অমন দু'শো বাড়ী বাগিয়ে নেবে? বিশ্বামিত্র গোত্র, মিত্তির গুষ্টির জেদ বজায় রাখো বাবা।

যশো। দুলো আমার খুব—দুলো আমার খুব! খুব বুদ্ধি বা'র করেছে, খুব বুদ্ধি বা'র করেছে।

দুলাল। মা, কেমন তোমার দুলালচাঁদ বলো?

যশো। আমার দুলালচাঁদ—আমার দুলালচাঁদ!

দুলাল। চাঁদের উপর চাঁদ তোমার বউ ঘরে আন্‌ছি মা! বাবা, তাড়াতাড়ি যোগাড় করো, নইলে শুন্‌চি সম্বন্ধ হচ্ছে, বেহাত হয়ে যাবে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

করুণাময় ও সরস্বতী

করুণা। দেখ গিন্নি, চারা নাই। অনেক খুঁজে পেতে তো প্রথম পক্ষের বরে দিয়েছিলুম, লাভ এই হ'লো যে বিধবার মত মেয়ে গলায় পড়্‌লো।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

হিরণ। মা, বাবার ঠাঁই কর্‌বো ?

সর। ও মা অবাক কল্লে! তুই খেতে খেতে উঠে এলি নাকি ?

হিরণ। না মা, আমি খেয়েছি।

সর। সে কিরে, তুই ডেকে একটু মিষ্টি নিতে পার্‌লি নি ? একটু ক্ষীর নিতে পার্‌লি নি ? কর্ত্তা ডাক্‌লে—চ'লে এলুম। তুই, যা দিলুম, তাই খেয়ে চ'লে এলি ? আজ যা'হোক বাড়ীতে পাঁচ রকম হয়েছে, তাও তোর বরাতে নেই!

হিরণ। আমার পেট ভরেছে। আমি ঠাঁই করিগে।

সর। কে জানে বাছা!

হিরণ্ময়ীর প্রস্থান

দেখেছ—অল্‌বড্ডে মেয়ে, কচিবেলা থেকে, ও খাবো বল্‌তে জানে না।

করুণা। সে ভাল, পরের বাড়ী যাবে, কে জানে বরাতে কি আছে।

সর। হ্যাঁগা, এবার সব ঠিক্‌ঠাক খবর নিয়েছ তো ?

করুণা। এবার তো আর ঘটকের মুখে নয়। তোমায় তো সব বলেছি, পাত্রটী আমার জানা, সরকারি আফিসে কাজ করে। দেড়শো টাকা মাইনে পায়, বছর বছর মাইনে বাড়্‌বে। তবে দোষের মধ্যে প্রথম পক্ষের গুটি দুই ছেলে আছে। তা আর কি কর্‌বো! কিছু দিতে থুতে হবে না, তাতেই পাঁচশো টাকা পড়বে! সেও ভাবচি, সেকেণ্ডে মর্টগেজ না কর্‌লে নয়। প্রথম মর্টগেজের সুদ এক পয়সাও দিতে পারি নি। এক বছর ধ'রে কিরণের ব্যামো ; ওঁরা খবর নেন আর না নেন, আমরা তো সম্বৎসর ধ'রে তত্ত্ব ক'রে এলুম ; তোমার অসুখ গেল। ক'টী টাকা ঘরে আনি বল ? যাই হোক, না ধার ক'র্‌লে তো নয়।

সর। বরটীর বয়েস কত ? আমার বোধ হচ্ছে, বয়েস একটু ভারি হয়েছে।

করুণা। দোজপক্ষের যেমন হয়—চল্লিসের ভেতর। শুনতে পাই খুব ভদ্র। যা বল্‌ছি, তাতেই রাজী।

সর। তা এত তাড়াতাড়ি কেন ?

করুণা। বে' ক'রে বড়লাটের সঙ্গে সিম্‌লে যাবে।

সর। তুমি কি জামাইবাড়ী নিমন্ত্রণ করো নি ?

করুণা। কেন নিমন্ত্রণ কর্‌বো না ? হরার সঙ্গে নলিনকে দিয়ে নিমন্ত্রণ কর্‌তে পাঠিয়েছিলুম। মোহিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, শুন্‌লুম মাগা ছেলেটাকে জল খেতেও বলে নি।

সর। কে পত্র কর্‌তে এসেছিল ?

করুণা। জ্ঞাত্ সম্পর্কে জ্যাটা হয় ; সেটীও খুব ভদ্রলোক। আমরা বা কি খাওয়ান-দাওয়ানের উদ্যোগ কর্‌তে পেরেছি—মিন্সের একমুখে শত সুখ্যাতি, বলে রাজা-রাজড়ার বাড়ীতেও এমন উদ্যোগ হয় না। আর তোমার মেয়ে দেখেও খুব খুসী—বলে রাজরাণী রাজরাণী ! আমি একটী মোহর দিয়ে দেখে এসেছিলুম, মেয়ের দু' হাতে দুটী মোহর দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে।

সর। বড্ড তাড়াতাড়ি হ'লো, কালই গায়ে হলুদ দেবে !

করুণা। আমাদের তো কিছু উদ্যোগ কর্‌তে হবে না। গয়নার হিসাবে পাঁচশো টাকা ধ'রে দেব !

সর। বড্ড যে তাড়া পড়্‌লো।

করুণা। ফুলশয্যার পরদিনই বরকে সিম্‌লে যেতে হবে।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। ওগো বাইরে জামাইবাবু এসেছে।

সর। সত্যি নাকি ?

ঝি। হ্যাঁগো ! আমি কি মিছে বল্‌ছি, তোমার জামাইকে কি আমি চিনি নাই ? সেই খুদে চুরোট মুয়ে লাগিয়ে ফুঁকৃচে !

করুণা। এত রাত্রে কি মনে ক'রে ?

সর। হাজার হোক্ জ্ঞান হয়েছে কিনা ? মাগীই বজ্জাত, আর এদানি আমরা তো জামাই আন্‌তে পাঠাই নি, তাই বোধ হয় পত্রের অছিলেতে এসেছে।

করুণা। ঠিক সময় এলে পাঁচজনে দেখ্‌তো। যাক এসেছেন—আমার মাথা

কিনেছেন। আমি বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিই গে। ঝি, একটা আলো নিয়ে আয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বি।

সর। তুমিও শিগ্‌গির ক'রে এসো, রাত হয়েছে, খাবে দাবে না।

করুণাময় ও তৎপশ্চাৎ ঝিয়ের প্রস্থান

মেয়েটা তো মনের দুঃখে একরকম হ'য়ে থাকে, একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দি।

প্রস্থান

আলোহস্তে অগ্রে ঝি, পশ্চাৎ মোহিতমোহনের প্রবেশ

ঝি। এইখানে বোস্‌ করুন। তা হ্যাঁগা, এতদিনে কি দিদিমণিকে মনে পড়্‌লো গো?

মোহিত। Damn it—তাকে পাঠিয়ে দাও।

ঝি। আর যে ঘর চলে নি গো! বোস্‌ করো—খাবার আস্‌ছেন, খাও। রাত তো আর পোয়াই নি গো। এস্‌বে বই কি, এস্‌বে নি?

মোহিত। না, খাবার আন্‌তে হবে না, পাঠিয়ে দাও।

ঝি। ও দিদিমণি, এসো গো—তর করে এসো, জামাইবাবুর আর তর সচ্চি নি।

প্রস্থান

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! সবুর করো, গয়না খুলে নিয়েই গোলাম হাজির হ'চ্ছে। মতিয়া মতিয়া—জানের জান মতিয়া, তোমার health পান করি মতিয়া! (পকেটস্থ শিশি লইয়া মদ্যপান)

খাবার হস্তে কিরণ্ময়ী ও সরস্বতীর প্রবেশ

ঝি। এই নাও দিদিমণিকে এনেছি—ভোর রাত সোহাগ করো।

সর। যা, জলখাবার দিগে, লজ্জা করিস্‌ নে, কাছে ব'সে খাওয়া। আমি চল্লুম, কর্ত্তাকে খাবার দিই গে।

সরস্বতীর প্রস্থান

অবগুণ্ঠনবতী কিরণ্ময়ীর জলখাবার মোহিতের সম্মুখে স্থাপন

মোহিত। Damn it—তোমার গয়না কি হ'লো? খাবার নিয়ে যাও, গয়না প'রে এসো। ঝি, সরে যাও।

ঝি। ওমা, বড় সোহাগ!—কানাচ পেতে শুনি।

ঝিয়ের প্রস্থান

মোহিত। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, গয়না প'রে সেজে এসো, আমি অমন ভালবাসি নি!

কিরণ। আমার তো গয়না কিছুই নাই। ঠাকুরুণ পাঠিয়ে দেবার সময় সব খুলে নিয়েছেন। মা, তাঁর হাতের দু'গাছি বালা পরিয়ে দিয়েছেন।

মোহিত। শুধু দু'গাছি বালা, আর তাঁর কিছু গয়না নেই? যাও, প'রে এসো।

কিরণ। মারও তো গয়না নাই, সব বাঁধা পড়েছে।

মোহিত। Damn it—তবে কি হ'লো। মতিয়া—মতিয়া, তুমি এত নির্দ্দয়! ওঃ আমার প্রাণ যে যায়!

কিরণ। তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

মোহিত। হুঁ—কি কচ্ছি? সব জুচ্চুরি—জুচ্চুরি! গয়না নাই—গয়না নাই? তবে আমি চল্লুম—তবে আমি চল্লুম! উঃ মতিয়া, মতিয়া! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না! মতিয়া—মতিয়া, আমায় বনবাস দিয়েছ মতিয়া! তোমার পালঙ্ ছেড়ে আমি কোথায় এলেম! আমি চল্লুম—চল্লুম। দাও—দাও, বালা দু'গাছা দাও। দেখি—দেখি, আমি অম্‌নি বালা গড়িয়ে দেবো। দাও—দাও! (উত্থান ও পতন)

কিরণ। ওমা—মা, শীগ্‌গির এসো।

বেগে সরস্বতী ও পশ্চাতে ঝিয়ের প্রবেশ

সর। কি রে—কি রে?

কিরণ। ওমা, কি কচ্চে দেখ।

মোহিত। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) দাও—দাও, নইলে হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে নেবো। মতিয়া, কোথায় তুমি!

সর। ওমা, কি হ'লো! কে কি খাইয়ে দিয়েছে না কি গো! ওমা, এমন কচ্চে কেন গো! ও ঝি—ও ঝি, কর্ত্তাকে ডাক—কর্ত্তাকে ডাক।

ঝি। ওগো সর্দ্দি-গর্ম্মি লেগেছে, তুমি মুয়ে জল দাও, বাসাত করো। ঝিয়ের প্রস্থান

সর। বাবা মোহিত—মোহিত—

মোহিত। Damn it—গয়না পরিয়ে দাও—এখনি পরিয়ে দাও! মা, টাকা বা'র কর্‌বে তো কর, নইলে এই সিন্দুক ভাঙ্‌লুম—ভাঙ্‌লুম। টাকা নিকালো। গয়না পরিয়ে দাও—গয়না পরিয়ে দাও, কই বালা দেখি—বালা দেখি, আমি গড়িয়ে দেবো—গড়িয়ে দেবো! দাও, আমায় দাও, মতিয়া—মতিয়া!

করুণাময়ের প্রবেশ

সর। ওগো—দেখ গো, জামাই কেমন কচ্ছে দেখ!

করুণা। (মদের দুর্গন্ধে) উঁঃ—গিন্নি, আর দেখ্‌ছ কি? কিরণের বিকার হয়েছিল, বড্ডই ভেবেছিলে, বড্ডই দেব্‌তার কাছে মাথা খুঁড়েছিলে, কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিয়েছিলে;—আবার দেব্‌তার কাছে মাথা খোঁড়ো, আবার কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দাও, প্রার্থনা করো—কিরণ মরুগ—তিনটে মেয়ে একত্রে মরুগ! আমার উচিত কি জানো, যখন মেয়ে জন্ম দিয়েছি, তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা, আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি কর্‌লুম, কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম! বাড়ী বাঁধা দিয়ে, অপমান সহ্য ক'রে, মাতালের হাতে কিরণকে দিলুম! কিরণের শ্বাশুড়ী বউকাঁট্‌কি, বউকালেই না হয় যন্ত্রণা দিত। এ কি—হাত পা বেঁধে বাছাকে যন্ত্রণা-সাগরে ফেলে দিলুম—মাতালের হাঁটু ছুঁয়ে কন্যা সম্প্রদান করেছি! বিধাতা, আরো অদৃষ্টে কি লিখেছ—জানি না!

সর। ওগো, না—না, দেখ—দেখ, বাছাকে কে কি খাইয়েছে, ওই দেখ—কেমন কচ্ছে! তুমি শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকৃতে পাঠাও! ও মা, পরের বাছা এত দিন পরে কেন এলো গো! তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ! দেখ্‌ছো না—দেখ্‌ছো না, দম আট্‌কে যাচ্ছে।

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! (হস্ত প্রসারণ)

করুণা। গিন্নি, দেখ্‌ছ কি—দুর্দ্দান্ত মাতাল! কোন বেশ্যার বাড়ী মদ খেয়ে এসেছে, নেশার ঝোঁকে তাকে খুঁজছে! দেখ্‌ছ না, মুদ্দর হয়ে পড়্‌লো! মাথায় জল দাও, বাতাস করো, কাল ভোর হ'লেই গাড়ী ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দিও। গিন্নি, মনে করো, কিরণ তোমার বিধবা, বিধবারও অধম—নচ্ছার মাতালের স্ত্রী। গিন্নি, আমাদের উচিত কি জানো? কিরণকে নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডোবা,—নইলে দিন দিন যন্ত্রণা, দিন দিন যন্ত্রণা! ওঃ, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে—আমার মাথা ঘুর্‌চে—আমি চল্লুম। ভয় নেই, মর্‌বে না, তোমার কিরণের তেমন কপাল নয়।

প্রস্থান

সর। ও ঝি—ঝি, মাথায় একটু জল দে বাছা। কর্ত্তা রাগ ক'রে গেল, তুই যা বাছা—মধু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। বাছার কিছু অসুখ হয়েছে।

ঝি। ওগো না গো—মদ খেয়েছে, বো ছাড়্‌ছে দেখ্‌চো নি। আমাদের বাড়ীওয়ালার মানুষটো ওম্‌নি খেয়ে এসে তোলাতে থাকে।

সর। তবে সত্যি কি আমার কিরণের এই সর্ব্বনাশ! সত্যি কি আমার কিরণকে মাতালের হাতে দিলুম! সত্যি কি আমার কিরণ স্বামী থাক্‌তে বিধবা হ'লো! মা কালী কি কর্‌লে? আমি যে বড় সাধ ক'রে কিরণের ভাত তোমার বাড়ীতে দিয়ে এসেছি—আমি যে বড় সাধ করে কিরণের বে দিয়েছি! আমি যে তোমায় বুকের রক্ত দিয়ে কিরণকে ফিরে পেয়েছি। মাগো ভেবেছিলুম, জামাই হবে, মেয়ের বদলে ছেলে পাবো। কি সর্ব্বনাশ হ'লো! আমার গর্ভপাত হয় নি কেন? আমার মরণ হয় নি কেন? এই যন্ত্রণা দেখ্‌তে হ'লো!

মোহিত। কুচপরোয়া নেই! গয়না লে আও—গয়না লে—আও!

দ্রুত বেগে উত্থান এবং "মতিয়া মতিয়া" বলিয়া প্রস্থান

সরস্বতী ও ঝিয়ের দ্রুত প্রস্থান

নেপথ্যে পতন শব্দ

নেপথ্যে সর। ও ঝি, ডাক ডাক, কর্ত্তাকে ডাক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী

ঝাঁটা হস্তে ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। ও মা গো, সমস্ত রাত কি তোলালে গো! গন্ধে গাটা আড়পাড়িয়ে উঠ্‌ছে। থাক্ এখন বাসনমাজা। বাবুর ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নেয়ে আসি। মা গো, বড় দিদিমণি কি নিঘিন্নে, দু'হাতে তোলানিগুলো ধর্‌লে! কি চিকুরী গো, কানে তালা ধরে যায়! চলে গেল—বালাই গেল। আমাদের ঘরকে ওমন জামাই হ'লে মুখে নুড়ো জেলে দি!

প্রস্থান

করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। ছিঃ ছিঃ, দেখে শুনে কি পাত্রেই মেয়ে দিয়েছি, মেয়ের বৈধব্য-কামনা হচ্ছে!

সরস্বতীর প্রবেশ

সর। বেয়ান ঠাকুরুণ এসেছেন।

করুণা। কি—কেন? জামাই বাড়ী যাই নি না কি?

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ

মাত। আর বেয়াই, আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—মোহিত আমায় পথে বসিয়েছে! রূপচাঁদ মিত্তিরকে দু'হাজার টাকায় বাড়ী বেচেছে!

করুণা। সে কি?

মাত। আর সে কি! রমা আমায় খবর দিলে। সত্যি বেয়াই, সত্যি সর্ব্বনাশ হয়েছে! তুমি বাঁচাও তো বাঁচি, নইলে আমি পথে দাঁড়ালুম।

করুণা। আমি কি কর্‌বো?

মাত। তুমি সব পারো, তোমার হাতেই মরণ বাঁচন। কায়েতের ঘরের গরু, রূপচাঁদ মিত্তিরকে বাড়ী বেচেছে, আবার কোর্টে বলেছে, আমি এক ছেলে, আমি বিষয়ের ওয়ারিসান। এখন রূপচাঁদ মিত্তিরকে টাকা দিলেও ফির্‌বে না।

করুণা। টাকার জোগাড় আছে?

মাত। সবই ভাই তোমায় কর্‌তে হবে। তুমি যা দিয়েছিলে, প্রায় তা দেনা শুধ্‌তেই গেছে। যে ক'রে সংসার ক'চ্ছি, তা ওপরে ধর্ম্মই জানে আর আমি জানি। দেনা ক'রে দু'টী ছেলে মানুষ ক'চ্ছি।

করুণা। (স্বগতঃ) মানুষ আর কই করেছ, ভূত করেছ! (প্রকাশ্যে) আমায় আর কাট্‌লেও রক্ত নাই, কুট্‌লেও মাংস নাই।

মাত। রমা বলেছে, তুমি রক্ষে কর্‌তে পারো। তোমার টাকা লাগ্‌বে না, কড়ি লাগ্‌বে না, কিচ্ছু না।

করুণা। সে কি, রমানাথ কি বলেছে?

সরস্বতীর প্রস্থান

রমানাথের প্রবেশ

রমা। ম'শায়, যা বলে তা মুখে আন্‌বার যো নাই। সে কথা আপনাকে আর কি শোনাবো!

করুণা। তবু কি শুনি?

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। শুন্‌বে বাবা, শুন্‌বে? আমায় তুমি তোমার মেজো মেয়েটী ঝাড়ো। বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি, দু'স্থুট জড়োয়া গয়না ছাড়্‌ছি। তোমার মেয়েটীর গায়ে হাতও দিতে চাচ্ছি নি, শুধু মালাটী গলায় দিয়ে, আমি বাগানের ছেলে বাগানে চ'লে যাচ্ছি।

করুণা। ইনিই রূপচাঁদ বাবুর পুণ্যি—না?

দুলাল। হাঁ বাবা, আমি একুলা মার এক ছেলে। করুণাময়, করুণা ক'রে চেয়ে দেখ! কুঁজ ঢাকা দিয়ে ব'স্‌লে, আমার চেয়ে তোমার বড় জামাই কিছু বেশী চেহারাবাজ হবে না।

মাত। ও বেয়াই—কি হবে বেয়াই! তুমি রাজী হও বেয়াই, নইলে মজি বেয়াই!

করুণা। বে'ন, নুন খাইয়ে ছেলে মার্‌তে পারো নি, আমার বরাতে ছেলে জিইয়ে রেখেছ! আমার জামাই চাই নি, মেয়ের ঘর চাই নি, দোর চাই নি। আমি কাল পত্র করেছি, সে পত্র ভেঙে এই অকালকুষ্মাণ্ডকে মেয়ে দেব! ভদ্রসমাজে আর মুখ দেখাবো না! আবার একটীর গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দেব!

দুলাল। বাবা, হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলো না বাবা! নগদও কিছু ছাড়্‌চি, বাবাকে ব'লে তোমারও মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

করুণা। চলে যাও আমার বাড়ী থেকে!

দুলাল। যাব কেন বাবা? তোমার জামাই হ'তে এসেছি, যাবো কেন বাবা? তোমার বড় মেয়ে—কোন্ সুপাত্রে দিয়েছ বাবা? আমার কুঁজ একদিকে আর তোমার বড় জামায়ের বুদ্ধি একদিকে ওজন কর বাবা! তার চাল-চুলো যা ছিলো, তা তো আমার হাতে এসেছে বাবা, তাকে তো পথে বসিয়েছি বাবা। তোমার সব দিক্ বজায় হচ্ছে, এ সম্বন্ধ তোমার কি মন্দ হচ্ছে বাবা!

মাত। বেয়াই, রক্ষে করো—বেয়াই, রক্ষে করো।

দুলাল। চুপ করো না বাবা! আমি টাকার সুরে গাওনা ধরেছি, তোমার ও বেয়াড়া সুর লাগ্‌বে কেন!

করুণা। রমানাথ বাবু এই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ—না?

রমা। আজ্ঞে না, তা নয়, তবে কি জানেন, সব দিক বজায় থাকৃতো—সব দিক বজায় থাকৃতো।

করুণা। বটে ! বেরোও, আমার বাড়ী থেকে বেরোও !

দুলাল। বাড়াবাড়ি ক'চ্ছ কেন বাবা, শেষে ঘাড় নুইয়ে আস্‌তেই হবে বাবা ! আমি নাছোড়বান্দা !

করুণা। যাও, বাড়ীতে ব'সে বেল্লিকপনা ক'রো না।

দুলাল। বেল্লিকপনা কি কচ্ছি বাবা ? আমি তোমার মেয়েটী চাচ্ছি বই তো নয়। রাজী হলে সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে চ'লে গিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দি, পত্র করে যায় !

করুণা। (নিকটবর্ত্তী পতিত বংশ উত্তোলন করিয়া) যাও—নিকালো !

দুলাল। যাচ্ছি বাবা, নাদ্‌না ঝেড়ো না বাবা !

করুণা। বেরোও—বেরোও সব !

রমা। আচ্ছা বাবা, তোমার হাত-পা নাড়া বুঝে নিচ্ছি !

দুলাল। না বাবা, এখন বোঝাবুঝি কাজ নেই বাবা, যখন বুঝাবো, তখন বুঝ্‌বো বাবা, এখন নেংচে চলে যাচ্ছি বাবা ! রেমো মামা, নিয়ে যাও বাবা —এখনি নাদ্‌না ঝাড়্‌বে, নিয়ে যাও বাবা !

রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রস্থান

মাত। ও বেয়াই, সর্ব্বনাশ হবে বেয়াই ! শুন্‌ছি পুলিসে দেবে, তোমার বড় মেয়ে গাছতলায় বস্‌বে !

করুণা। সে তো যে দিন বিয়ে দিয়েছি, সেই দিনই গাছতলায় বসেছে ! কাল তোমার পুত্র এসেছিলেন—মেয়ের গায়ের গয়না চুরি কর্‌তে, বড় নৈরাশ হয়ে চ'লে গিয়েছেন। আজ তুমি এসেছ পত্র ভাঙ্‌তে। আমার বড় মেয়ে বিধবা হয়েছে, তুমি বাড়ী যাও।

মাত। ও বেয়াই, বেয়াই, আমার বড় সাধের মোহিত বেয়াই ! শুন্‌ছি থানায় দেবে বেয়াই ! তা হ'লে আর আমার মোহিতকে পাব না। উপায় থাকৃতে মেয়েকে বিধবা ক'রো না।

করুণা। বে'ন ঠাকুরুণ, আমি পত্র করেছি ; এই গায়ে হলুদের সামগ্রী এলো ব'লে, সন্ধ্যের সময় বর আস্‌বে। অর্দ্ধেক বাড়ী ছেড়ে দাওগে। রূপচাঁদ মিত্তিরের পায়ে হাতে ধ'রে যতদূর পারি, চেষ্টা পাবো। না শোনে—আর কি কর্‌বো—পত্র ভেঙে দিতে পার্‌বো না, আমায় মাপ করো।

মাত। ওমা কোথাকার নরুকে মিন্সে গো ! ঝি-জামাইয়ের মুখ চায় না !

ওমা কি চামার মিন্সে গো—ওমা কি হবে গো! কেন এই ছোটলোকের ঘরে, ছেলের বিয়ে দিয়েছিলুম গো!

করুণা। বে'ন, ভালয় ভালয় বাড়ী যাও। তুমি মেয়েমানুষ, তোমায় আর কি বল্‌বো। আমার জামাই কই? জামাই কি আমার আছে? যে দিন তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি, সেই দিনই মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে!

করুণাময়ের প্রস্থান

মাত। এত অহঙ্কার—এত অহঙ্কার! ধর্ম্মে সইবে না—ধর্ম্মে সইবে না—ধর্ম্মে সইবে না!

মাতঙ্গিনীর প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

কিরণময়ী ও জোবি

জোবি। কাঁদ্‌ছিস্ কাঁদ্, আমিও কেঁদেছি—খুব কেঁদেছি! এখন বুঝেছি, কেঁদে কি কর্‌বো? আমিই কাঁদ্‌বো, আর তো কেউ কাঁদ্‌বে না! তাই আর কাঁদি না, গান গেয়ে বেড়াই।

কিরণ। ভাই, আমার মতন দুঃখিনী আর কেউ আছে? এমন স্বামী থাক্‌তে বিধবা আর কেউ আছে? আমার সব থেকে কিছুই নাই। কাল স্বামী এলেন শুনে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেলেম। বড় আশায় কাছে গেলেম, মনে হ'লো বুঝি এতদিনের পর দাসীকে মনে পড়েছে, বুঝি পায়ে স্থান পাব। স্বামীর ব্যবহারে বুকে শেল বাজ্‌লো! তবু মনকে প্রবোধ দিলেম, চক্ষে তো দেখ্‌লুম, কথা তো শুন্‌লুম; তিনি আমায় পায়ে ঠেল্‌লেন কিন্তু আমি তো তাঁর দাসী, কখনো না কখনো আবার দেখা পাব, আবার কথা কবো; একদিনও সেবা কর্‌তে পাবো। না পাই, একদিনও তো দেখা পেয়েছি, তাই মনে মনে ভাব্‌বো, সেই ধ্যানে থাক্‌বো। কিন্তু সকালে উঠে কি শুন্‌লুম;—থানায় আমার স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তাঁকে চোর ডাকাতের সঙ্গে রাখ্‌বে। চিরদিন তিনি মায়ের আদরে কাটিয়েছেন, থানায় নিয়ে গেলে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না। আমার সকল আশা ফুরুলো, আর তাঁর দেখা পাবো না।

জোবি। তোর মাকে বলেছিস্ ?

কিরণ। মা জানেন, বাবা জানেন, কিন্তু কি উপায় হবে। বাবা বলেন, আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে। তিনি আমার বোনের বে' নিয়ে ব্যস্ত, আমার দুঃখের কথা একবারও মনে জায়গা দেন না। আমার দুঃখে দুঃখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ নাই। আমি কাঁদ্‌বো না তো কাঁদ্‌বে কে ?

জোবি। কাঁদ্—কাঁদ্, তোর স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে ? আহা, তুই আমার চেয়েও দুঃখী। আমি তবু আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পাই, তবু তার সঙ্গে কথা কইতে পাই, ভিক্ষে ক'রে পয়সা পেলে পয়সা দি! আহা, তোর স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে! তুই কাঁদ্—তুই কাঁদ্!

কিরণ। তোমার স্বামী আছে ? তোমার স্বামীর দেখা পাও ? তবে তো তুমি রাজরাণী! তোমায় কাঙালিনী মনে কর্‌তুম, তুমি কাঙালিনী নও, আমিই কাঙালিনী!

জোবি। তুই সত্যিই কাঙালিনী। তুই আমার মত যেখানে সেখানে যেতে পাস্ নে, তোর স্বামীর দেখা পাস্ নে, মনের দুঃখ চেঁচিয়ে বল্‌তে পাস্ নে, মনে মনে গুম্‌রে থাকৃতে হয়। তোর স্বামী কোথায় আছে জানিস্, তবু তুই এক জায়গায় সে এক জায়গায়। তুই কাঁদ্—কাঁদ্! তোকে কাঁদ্‌তে বারণ কর্‌বো না, আমিও তোর সঙ্গে কেঁদে যাবো। আমি তোর স্বামীকে রোজ দেখে আস্‌বো, দেখে এসে তোরে বল্‌বো। তুই কাঁদ্—কাঁদ্! তুই সত্যিই বলেছিস্ তোর কাঁদ্‌তে জন্ম!

কিরণ। আহা তোমার স্বামী আছে, তোমার সঙ্গে কথা কয়! তবে তুমি অমন করে বেড়াও কেন ? তুমি কেন তোমার স্বামীর কাছে থাকো না ?

জোবি। আমার স্বামী কি আমায় চেনে ? আমায় ছাঁদ্‌লাতলায় দেখেছিল, একদিন মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

কিরণ। তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ী থাকো না কেন ?

জোবি। কোথায় শ্বশুরবাড়ী ? বাড়ী মদ খেয়ে বেচেছে। আমার শাশুড়ী মরে গিয়েছে—সে পরের বাড়ী থাকে,—আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কিরণ। তুমি কেমন ক'রে তাকে চিন্‌লে ?

জোবি। কেমন ক'রে চিন্‌লুম! তুমি এমন কথা বল্‌ছো ? তুমি কেমন ক'রে চিন্‌লে ? তোমার বে'র দিন মনে করো,—রাঙা বর হবে—কত আমোদ

মনে করো। স্বামীর পাশে বস্‌লে, স্বামীর মুখ দেখ্‌লে, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, কেমন ক'রে চিন্‌লুম ? সে কথা মনে ক'রে সুখ—ভেবে সুখ—স্বামীর বাড়ী দুঃখ পেয়েছিলুম, তাতে সুখ, স্বামী লাথি মেরেছিল, তাতে সুখ, স্বামী নিয়ে সবই সুখ ! সে সুখ কে ভুল্‌বে বল ?

কিরণ। সত্য বলেছ। এখন মনে হয়, বাবা কেন আমায় নিয়ে এলেন ! যদি শ্বশুরবাড়ী মর্‌তুম, সেও আমার ভাল ছিল, তবু আমি আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পেতুম ! তবু তাঁর সেবা কর্‌তে পেতুম ! শাশুড়ী যন্ত্রণা দিত, দিতই বা—এ যন্ত্রণা হ'তে কি বেশী যন্ত্রণা হ'তো। হয় তো আমি সেথা থাক্‌লে, একদিন না একদিন আমার পানে ফিরে চাইতেন, একদিন না একদিন দয়া হ'তো, হয় তো দাসী ব'লে পায়ে রাখ্‌তেন। আমি ঘরে থাক্‌লে হয় তো এতটা ব'য়ে যেতেন না। ভাব্‌ছি, বাবা আমায় কেন নিয়ে এলেন ! কি সুখে রেখেছেন, কি সুখে রাখ্‌বেন ! আমার স্বামী যদি কয়েদ হয়, কি সুখে আমি অন্ন মুখে দেব, কি হ'লো—কি হবে !

জোবি। দ্যাখ, ভাই, আমার মা একটী কথা বলেছিল, সেই কথাটী তোকে আমি বলি শোন। মা বলেছিল, বড্ড দুঃখ পেলে মধুসূদনকে ডাকিস্। আমি ডাক্‌তুম, এখনো ডাকি। মধুসূদন আমায় গান শেখায়, গান গেয়ে মনের আনন্দে থাকি। আমার স্বামীকে খুঁজে বেড়াতুম, মধুসূদন একদিন দেখিয়ে দিলে। তুইও মধুসূদনকে ডাক, আর তো তোর কেউ নাই ? যার স্বামী দেখ্‌তে পারে না, তার কেউ নাই, কেবল মধুসূদন আছে ! তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে কাঁদ ! দ্যাখ্ আমার মনে মনে আশা হয়, একদিন আমার স্বামী আমাকে চিন্‌বে, আমাদের ঘর-ঘরকন্না হবে। তুইও ডাক, তোর মনেও আশা হবে ! মধুসূদন দেখা দেয় না, কিন্তু মনে মনে কথা কয়, মনে মনে আশা দেয় ; আমায় তো ভাই দেয়। তাঁর নামে আমি গান তৈয়েরি করি ;—মনে বড় দুঃখ হ'লে, একলা ব'সে সেই গান তাঁরে শোনাই।

কিরণ। জোবি, এততেও তুমি সুখী। তোমার মনে আশা আছে, কিন্তু আমি নৈরাশ-সাগরে ভাস্‌ছি। যে দিকে দেখি, সেই দিক অন্ধকার ! আমায় দেখে আমার বাপের মুখ বিষণ্ণ, মার মুখ বিষণ্ণ ! চারিদিকে কলঙ্ক —চারিদিকে স্বামীর নিন্দে ! লোকে হাসে, 'আহা'র সঙ্গে ঘৃণা করে। ঘর আমার অরণ্য মনে হয়। (নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি) ওই শাঁক বাজ্‌ছে,

আমার বে-র শাঁখ বাজা মনে পড়্‌চে। আজও সেই শাঁক বাজ্‌ছে কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? স্বামী আমার বিপদ-সাগরে ভাস্‌ছে। জোবি, আর আমি আমার দুঃখে কাতর নই। এই বিপদ-সাগর হ'তে যদি কেউ আমার স্বামীকে উদ্ধার করে, আমি চিরদিন তার বাঁদী হ'য়ে থাকি। কিন্তু কোন দিকে আমার কূল দেখি না। মিছে জন্ম জন্মেছিলেম, যে দিন মর্‌বো, সে দিন জুড়োবো কি না জানি নি।

জোবি। আমি যাই, আমি তোর স্বামীকে দেখ্‌তে যাই। আমি তোরে এসে খবর দেব, রোজ খবর দেব, আমি তোর কথা মধুসূদনকে বল্‌বো; বল্‌বো,—'মধুসূদন, আমার মতনই দুঃখী, তার উপায় করো, তার মনে আশা দাও।' রোজ তোর কাছে আস্‌বো। আর কি কর্‌বো ভাই? তোর দুঃখের কথা শুন্‌বো, দু'জনে বসে কাঁদ্‌বো। তুই যা, তোর বোনের বে, তোরই তো বোন, আহা তার কপালে কি আছে কে জানে! তুই দেখ্‌গে যা, তার আমোদে আমোদ কর্। তোর আমোদ ফুরিয়েছে, আর কি কর্‌বি বল! তুই যা, নইলে তোকে নিন্দে কর্‌বে, তোর বাপ রাগ কর্‌বে, তোর মা রাগ কর্‌বে, বে'টা চুকে যাগ্, কেঁদে কেটে তোর মাকে ধরিস্, যদি উপায় থাকে, তোর বাপ কর্‌বে। বাপ মার উপর মনদুঃখ করিস্ নে। তারা তো গরীব, তোর বাপ তো দিন আনে দিন খায়। কি কর্‌বি বল? চ'খের জল মুছে বে দেখ্‌গে যা। আমি আবার ফিরে আস্‌বো।

কিরণের প্রস্থান

জোবি। গীত

উলু নয় রোদনধ্বনি, প্রাণ কাঁপে শাঁকের ডাকে।
বাপ-মা যেচে, পেটের মেয়ে বলি দিতে দেয় কাকে॥
বাপে-মায়ে বালাই ভাবে, বালিকার আর মুখ কে চাবে?
তারই ঘরে দিন কাটাবে, টাকা দিয়ে বেচ্‌বে যাকে॥
অবলার দীর্ঘশ্বাসে, কমলা পলান ত্রাসে,
নয়ন-জলে নারী ভাসে, সে দেশে কি অন্ন থাকে॥

জোবির প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

ইন্‌স্পেক্‌টার ও জোবির প্রবেশ

ইন্‌। আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই কি ক'রে জান্‌লি ?

জোবি। আমি যে মোহিতের খবর রাখি, সে যে কিরণের ভাতার।

ইন্‌। কিরণ তোর কে ?

জোবি। সে বড় দুঃখী। আমার মতন পাগ্‌লি তো ভাল ; তার ভাতারকে ধ'রে নে যাবে, সে দেখ্‌বে, আর অম্‌নি ম'রে যাবে।

ইন্‌। তার স্বামী তো তার কাছে যায় না, বেশ্যা নিয়েই থাকে।

জোবি। থাক্‌লেই বা ? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, ভাতার নেই ভালবাস্‌লো, তা' ব'লে কি ভাতারকে ভালবাসবে না ! তুমি এও জানো না, তবে তুমি কি পুলিসে কাজ করো ? তুমি তবে কেমন বাঙালী ? তুমি কি জান না, বাঙালীর মেয়ের স্বামী ছাড়া আর কি আছে ? স্বামীকে দেখে সুখ, ভেবে সুখ, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ, সে গালাগাল দিলে সুখ, সে মার্‌লে সুখ ! স্বামীই কেবল সুখ, বাঙালীর মেয়ের আর কি আছে ? যার স্বামী নাই, তার মরা ভাল। হ'লেই বা মন্দ স্বামী, তবু তো স্বামী।

ইন্‌। পাগ্‌লি, তুই এত জান্‌লি কি করে ?

জোবি। কেন, আমি কি মেয়েমানুষ নই ? আমার কি বে হয় নাই ? আমি কি স্বামী দেখি নাই ? আমি কি তার সঙ্গে কথা কই নাই। স্বামী খারাপ হ'লে কি স্বামী পর হয় ? না না বাবু, তুমি কিরণকে বাঁচাও, সে বড় দুঃখী, সে ম'রে যাবে।

ইন্‌। আচ্ছা, তুই যা। তুই আজ খেয়েছিস্‌ ?

জোবি। না।

ইন্‌। যা, আমাদের বাড়ী খেগে যা, সমস্ত দিন খাস্‌ নি কেন ?

জোবি। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি মোহিতকে ছাড়িয়ে দেবে, কিরণকে গিয়ে খবর দেব, তার মুখে একটু হাসি দেখ্‌বো, তবে খাবো ; নইলে আমি খেতে পার্‌বো না।

ইন্‌। তুই ভাবিস্‌ নে, আমি সব বজ্জাত ব্যাটাদের ধ'রে থানায় নিয়ে যাবো। মোহিতকে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না।

জোবি। না—না, তুমি রমানাথকে ধ'রো না।

ইন্। কেন্ রে, সে আবার তোর কে? তারও মাগ কাঁদবে না কি?

জোবি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেও ম'রে যাবে।

ইন্। আচ্ছা, না—ধর্বো না—যা।

জোবি। এই বল্লে—বল্লে?

ইন্। (স্বগতঃ) এ পাগ্লির এত গুণ তা আমি জান্তুম না। তাইতে সরোজ এরে এতো ভালবাসে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা পাগ্লি, তুই সরোজকে ভালবাসিস্?

জোবি। তোমার মাগ্কে? খুব ভালবাসি। তার চেয়ে তোমার ছেলেকে ভালবাসি। আমি তোমার ছেলে কোলে ক'রে মনে করি, যেন আমার ছেলে।

ইন্। আচ্ছা যা, তোর ভয় নাই, আমি যাচ্ছি।

একদিকে ইন্স্পেক্টারের ও অন্যদিকে জোবির প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর উঠান

করুণাময়, মুকুন্দলাল (বর), বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ
পরামাণিক, পুরোহিত ইত্যাদি

করুণা। অনুমতি হয়, কন্যা সম্প্রদান করি।

সভাস্থ সকলে। উত্তম, উত্তম।

পরামাণিক। গা তুলুন বাবু, গা তুলুন।

বরের উত্থান, নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি

রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। চেপে যাও বাবা, চেপে যাও, আগে বর সাব্যস্ত হোক। এ আসরে তুমি বর নও বাবা, আমি বর!

সকলে। কি সর্ব্বনাশ, এ কি!

দুলাল। বোসজা—বোসজা, বড় নাদ্না বার করেছিলে? এখন শুড়্ শুড়্ ক'রে, বুষকাঠ বরখাস্ত ক'রে, মেয়েটী আমায় দাও। নইলে দেখ, তোমার

বড় জামাইয়ের হাতে বালা খস্‌বে না। জমাদার সাহেব, এগিয়ে নিয়ে এসো।

মোহিতমোহনকে হাতকড়ি দিয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ

জমা। বাবু, আমি থানায় লিয়ে যাবে, রাত্রে জামিন হোবে না। আপনি এখানে আন্‌তে কেন বল্লেন?

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান, আমায় গ্রেপ্তার করেছে, আমায় থানায় নে যাবে। জমাদারের পায়ে হাতে ধ'রে আমি এদিকে এনেছি।

করুণা। কি সর্ব্বনাশ! জমাদার সাহেব, যদি গ্রেপ্তার ক'রে থাকেন, তবে এখানে কেন আন্‌লেন?

জমা। বাবু বড় কাঁদাকাটি কর্‌লে; আমি ভদ্রলোকের উপর বড় পেড়াপীড়ি করি না; বলে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, তাই আনিয়াছি।

করুণা। আচ্ছা বেশ করেছ, এখন নিয়ে যাও।

মোহিত। ম'শায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

করুণা। বুঝেছি, জমাদার সাহেব, নিয়ে যাও; আমি মেয়ের বে দিচ্ছি—কেন ব্যাঘাত করো?

দুলাল। কি বাবা, জামাইকে ফাঁসাবে? সোজায় কাজ হাঁসিল করো না কেন? এ ঘুণ-ধরা বৃষকাঠ বিদেয় দাও না বাবা! আমি গিয়ে পিঁড়েয় বস্‌ছি, তা হ'লেই সব মিটে যায়।

করুণা। ম'শায়, আপনারা আমার ইজ্জত রক্ষা করুন, এদের বিদায় করুন। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, আমার মাথা ঘুর্‌চে, ভগবান্! (পতনোন্মুখ ও কিশোরের ধৃত করণ)

কিশোর। ম'শায়, স্থির হোন।

করুণা। বাবা কিশোর, এদের বিদায় করো, যন্ত্রণা হ'তে আমায় ত্রাণ করো।

দুলাল। বোসজা, তুমি কি বেল্লিক বাবা! এই শুক্‌নো বৃষকাঠে ফুলের মালা ঝোলাচ্ছ? আমায় কেন গরপছন্দ কর্‌চ বাবা? কুঁজ তো কাপড় ঢাকা আছে! ওইটে বাদ দিয়ে সব দিক বজায় করো না বাবা!

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, রক্ষা করুন ম'শায়, আপনার মেয়েকে বিধবা কর্‌বেন না ম'শায়, পুলিসে গেলে মারা যাবো ম'শায়! দুলাল বাবুর সঙ্গে বিয়ে দিলেই আমায় ছেড়ে দেবে, আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ম'শায়।

দুলাল। দেখ বাবা, নগদ পাঁচ কেতা নোট। তোমার মেয়েকে জড়োয়ায় মুড়ে রাখ্‌বো।

করুণা। কিশোর, জল!

কিশোর। ওরে জল আন্—জল আন্।

মাথায় হাত দিয়া করুণাময়ের উপবেশন। জল আনয়ন ও মুখে দেওন

রমা। বোসজা ম'শায়, ঠাণ্ডা হয়ে বুঝুন, কেন সব দিক মাটী করেন? (বরের প্রতি) বাবাজি বোঝো—একটা ভদ্রলোক ছন্নছাড়া হ'তে বসেছে, তোমার তো ছেলেপুলে আছে, এ বিয়েটা ছাড়ান দাও—আর এ বয়সে নাই বে কল্লে। না বুঝ্‌তে পেরে বোসজা ম'জ্‌তে বসেছে, দেখ্‌ছি তুমি সুবোধ, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও!

বর। আমি চ'লে গেলে যদি রক্ষা হয়, আমি চ'লে যেতে প্রস্তুত।

দুলাল। বাবা বৃষকাঠ, তোমার ঘটে বুদ্ধি আছে দেখ্‌ছি, তুমি সুবোধ্ বাবা! মাথায় শুকুনী উড়্‌ছে, আমায় বঞ্চিত ক'রে কেন বিয়ে কর্‌তে এসেছ বাবা! আমার জুড়ি ক'রে চট্ বাড়ী গিয়ে ঘুমোও গে!

রমা। বাবাজি, তোমার উচিত—তোমার উচিত। বোসজা চক্ষুলজ্জায় কিছু বল্‌তে পাচ্ছেন না, দেখ্‌ছো তো ওঁর ঘোর বিপদ!

বর। আমার আপত্তি নাই, বোসজা ম'শায় যদি কন্যা অপরকে সম্প্রদান করেন, আমার কোন বাধা নাই।

করুণা। (উত্থিত হইয়া) বাবাজি, তুমি কি বল্‌ছ? তুমি বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিত্যাগ ক'রে যেতে চাচ্ছ? আমি সম্প্রদান করি আর না করি, আমার কন্যা তোমার পত্নী!

দুলালচাঁদের গালে হাত দিয়া উপবেশন

আরে চণ্ডাল, আরে নরাধম, জামাইকে জেলে দিবি, এই ভয় দেখাচ্ছিস্? আমায় টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছিস্? আমি বাগ্‌দত্তা কন্যা অপরকে দেব, আমায় সেই নরাধম মনে করেছিস্? জামাই কি দেখাচ্ছিস্? যদি আমার মৃত্যু হয়, সপরিবার চক্ষুর উপর দগ্ধ হয়, আমার সর্ব্বনাশ হয়, নরাধম, তবু কি ভেবেছিস্, তোর মত পাপাত্মাকে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বো? দূর হ—দূর হ!

দুলাল। রেমো মামা, বলেছি তো বেজায় বেয়াড়া লোক!

করুণা। জমাদার, তোমার আসামী নিয়ে যাও।

জমা। চলো বাবু, আমি আর থাকৃতে পারবে না, বাবু তো জামিন হোবে না।

মোহিত। রক্ষা করো বাবা—রক্ষা করো!

জমা। চলো। (মোহিতকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

কিরণময়ীর বেগে প্রবেশ

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। দুলাল বাবু—দুলাল বাবু, অবলাকে রক্ষা করো, দুঃখিনীকে দয়া করো, আমি আজীবন তোমার বাড়ী বাঁদী হয়ে থাকৃবো; আমি দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে, আমার স্বামীর দেনা শুধ্‌বো; দুলালবাবু কৃপা করো!

দুলাল। আমার কাছে বুলি ঝাড়্‌ছো কেন সোণার চাঁদ, এ বুলি তোমার বাবাকে ঝাড়ো না? চেয়ে দেখ—ধর্ম্ম কথা ব'লো—এই বুষকাঠের কাছে আমি কার্ত্তিক পুরুষ নয়? তোমার বাবাকে দু'কথা ব'লে গোল মিটিয়ে ফেল চাঁদ! আমি এক পয়সা চাই নে; তোমায়ও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, তোমার মাকেও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, আর তোমার বাবাকে এই কর্‌করে নোট ঝাড়্‌চি।

করুণা। হা পরমেশ্বর, এ কি হ'লো!

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব—আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও! আমি জন্মদুঃখিনী, আমার প্রতি দয়া করো! জমাদার সাহেব, নিষ্ঠুর হ'য়ো না—দাও, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও; তুমি আমার জীবনদাতা!

জমা! না মায়ি, আমি কেমন ক'রে ছাড়্‌বে? আমি সরকারের চাকুরী করি, আসামী ছাড়্‌তে পারবে না। মায়ি, যানে দেও, চলো বাবু চলো।

মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান

কিরণ। দুলালবাবু—দুলালবাবু, দয়া করো, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে বলো। ঐ যে—ঐ যে, নিয়ে চল্লো যে! (মুর্চ্ছা)

সকলে। কি বিভ্রাট!

কিশোর। ঝি, ঝি, এঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যেতে বলো। (বরের প্রতি) ম'শায়, এ বিভ্রাট তো দেখ্‌ছেন! পরামাণিক, এঁকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও। বোসজা ম'শায়—বোসজা ম'শায়, স্থির হোন।

পুরোহিত। (করুণাময়ের প্রতি) চলুন—চলুন, কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন চলুন, লগ্নভ্রষ্ট হবে।

করুণাময়কে লইয়া কয়েকজন বরযাত্রীর প্রস্থান

সরস্বতী, জোবি ও ঝিয়ের প্রবেশ

সর। ওঠ্ মা ওঠ্, আর কি কর্‌বে!

জোবি। ওঠ্ না, প'ড়ে থেকে কি কর্‌বি?

কিরণ। ওমা—ওমা, নিয়ে গেল যে—নিয়ে গেল যে!

সর। এসো মা এসো, এমন বরাত করেছিলুম!

সরস্বতী প্রভৃতির কিরণময়ীকে লইয়া প্রস্থান

দুলাল। রেমো মামা, সব মাটী!

ইন্‌স্পেক্‌টারের সহিত মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ এবং দুলালচাঁদ ও রমানাথের গমনোদ্যোগ

ইন্। দুলালবাবু, যাবেন না। আপ্‌নার সঙ্গে যদি বোসজা বে' দেন, তা হ'লে কি ছেড়ে দেন?

দুলাল। হ্যাঁ, বাবা, ছেড়ে দি বাবা!

ইন্। কিন্তু ম'শায় আমরা ছাড়্‌বো কেন? ওয়ারেণ্ট ধরেছি, কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে না নিয়ে গিয়ে তো ছাড়্‌বো না, তার উপায় কি কর্‌লেন?

দুলাল। কেন বাবা, তোমরা সব পারো; তেলা হাত ক'রে দিচ্ছি বাবা!

ইন্। কি রকম?

দুলাল। এই হাজার টাকার নোট ঝাড়্‌ছি বাবা।

ইন্। হাজার টাকার নোট দেবেন?

দুলাল। এই নগদ নাও বাবা, বে' দিইয়ে দাও!

ইন্। দেখুন ম'শায়, আপ্‌নারা সকলে সাক্ষী, ইনি আমায় ঘুস দিচ্ছেন; জমাদার এস্‌কো পাকুড়ো।

জোবি। (রমানাথকে টানিয়া) তুমি পালাও, তুমি পালাও।

ইন্। ও কে যায়? (রমানাথের পলায়ন) যাক্—ধ'রো না।

১ম বরযাত্র। রমানাথবাবু—রমানাথবাবু, যান কোথায়? আপনি বরকর্ত্তা, আপনি গেলে চল্‌বে কেন?

দুলাল। দোহাই বাবা, আমায় ধ'রো না বাবা, আমি চোর নই বাবা!

১ম বরযাত্র। আহা চোর কেন, তুমি বর!

দুলাল। বর কোন্ শালা বাবা! ঝকুমারি করেছি বাবা, নাকে খৎ দিচ্ছি, বর হয়েছি, ঝকুমারি করেছি! চোর ক'রো না বাবা!

ইন্। আপনি চোরের বাড়া, আপনি পুলিসকে ঘুস দিয়ে আসামী খালাস কর্‌তে এসেছেন। জমাদার, নিয়ে চলো।

দুলাল। ও বাবা, বড় ফ্যাসাদ হ'লো! ও রেমো মামা—রোমো মামা! বড় ফ্যাসাদ হ'লো—বড় ফ্যাসাদ হ'লো! দোহাই বাবা, বে' কর্‌তে চাই নে বাবা! আমার বাবার কাছে নিয়ে চলো বাবা! আমি আফিংখোর, প্রাণে মারা যাবো বাবা!

ইন্। আচ্ছা, ওর বাপের কাছে লে যাও, আমি যাচ্ছি।

দুলালচাঁদ ও মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান

কিশোর। ওহে উপায় কিছু হবে নাকি?

ইন্। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হ'তে হবে। জোগাড় ক'রে, ওর বাপকে ভয় দেখিয়ে Criminal ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কিশোর। সব শুনেছ নাকি?

ইন্। হ্যাঁ, ঐ জোবি পাগ্‌লি আমায় খবর দিয়েছে। ওরি জন্যে আমি রমা ব্যাটাকে ছেড়ে দিলুম। তা না হ'লে ও ব্যাটাকেও আমি ফাঁসাতুম, ও বেটা ভারি পাজী! ও পাগ্‌লি বেটীর রমার উপর ভারি টান। আমায় Promise করিয়ে নিয়েছিল, রমাকে কিছু না বলি।

বর-ক'নে, করুণাময় ও পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। পরামাণিক, বর-ক'নে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও।

কিশোর। (করুণাময়ের প্রতি) ম'শায়, একটু মুখে জল দেন গে। আমরা বরযাত্র-কন্যাযাত্র খাওয়াবার উদ্যোগ কচ্ছি।

করুণা। আর বাবা মুখে জল!

নেপথ্যে রোদনধ্বনি ও বেগে ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু—শীগ্‌গির এসো, দিদিমণি কেমন হয়েছে!

করুণা। ওঃ ভগবান! আর যে সয় না— মূর্চ্ছা

বরযাত্রীগণ। কি সর্ব্বনাশ!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

মোহিত ও রমানাথের প্রবেশ

রমা। বাবা, তুমি যদি আমার পরামর্শ নাও, সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

মোহিত। আবার বুঝি আমাকে পুলিসে দেবার চেষ্টায় আছ? তোমার মতলবে বাড়ী বাঁধা দিয়ে, জেলে যেতে যেতে রয়ে গিছি। তোমাতে আর কেলে ঘটকে তো মতলব দিয়ে Affidavit করিয়েছিলে,—আমার ভাই নাই, কেউ নাই, আমিই বাড়ীর মালিক। মনে হ'লে এখনো আমার বুক কাঁপে।

রমা। বাবাজি, কালের ধর্ম্ম, তোমার দোষ কি বল? তোমার মতিয়ার জন্য প্রাণ যায়, টাকা চাই। তুমি বল্লে, যেমন ক'রে হোক্ টাকা জোগাড় করো, তা আমি কি কম জোগাড় করেছিলুম বাবা! তা তোমার শ্বশুর বেটা যে অমন চামার তা কি আমি জানি। সে দিন যদি হুলোর সঙ্গে তোর শালীর বে' দেয় তা হ'লে তো সব দিক মিটে যায়। বাড়ীকে বাড়ী থাকে, আরও কিছু টাকা পাও, তা ও বেটা এমন চামার-বৃত্তি কর্‌বে কে জানে। জামাইকে জেলে নিয়ে যাবে দেখ্‌বে, এ স্বপ্নের অগোচর! তা দেখ বাবাজি, উপরে ধর্ম্ম আছেন, যেমন সেই ভাগাড়ে মড়ার সঙ্গে বে' দিয়েছেন, তেম্‌নি মেয়েটা বিধবা হয় ব'লে! জামাই বেটা মর মর! বেটার ডাইবিটিজ হয়েছিল, এক বছর তো আধা মাইনেয় ছুটী নিয়ে বাড়ীতে ব'সেছিল, তার উপর উরুস্তম্ভ হয়েছে, কবে পটল তোলে।

মোহিত। বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে! শ্বশুর বেটা কি পাজী! বাবা বল্লুম, পায়ে ধর্‌লুম, তবু বেটা শুন্‌লে না; সাফ্ জমাদারকে বল্‌লে, 'লে যাও'!

রমা। তা যেমন বেটা পাজী, তুমি যদি আমার মত্‌লব শোনো, তেম্‌নি বেটাকে জব্দ ক'রে দি। সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। হুলো বেটাকে জব্দ কচ্ছি, তোমার ভাইয়ের বে' ভণ্ডুল ক'রে তোমার মাকে জব্দ কচ্ছি, আর করুণাময়কে তো ছুঁচোর অধম কচ্ছি!

মোহিত। আচ্ছা, মত্‌লবটা শুনি? আমি না বুঝে আর ফাঁদে পা দিচ্ছি নি।

রমা। আগে শোনো, বোঝো; ভাল হয়, আমার বুদ্ধি নিও। তুমি তো আর বোকা নও, লেখা-পড়া জানো, সব বোঝো, দেখ দেখি, কি ফন্দীটে করেছি।

মোহিত। কি কর্‌তে হবে?

রমা। তোমার মাগ বা'র করো।

মোহিত। মাগ বা'র কর্‌বো কি!

রমা। ওই তো বাবা, বুঝ্‌লে না! বুঝিয়ে বলি শোনো, তোমার মাগকে, এক নূতন মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসেছে ব'লে দুলো ব্যাটার বাগানে নিয়ে চলো, কিছু আদায় হোক।

মোহিত। কেন, গৃহস্থের মেয়ে বল্‌লে তো বেশী আদায় হবে?

রমা। না, ওতে কেঁচ্‌ড়ে যাবে। ব্যাটা ফাঁদে পা দেবে না, ওতে ব্যাটার বড় ভয়! ধনা মল্লিক ব্যাটা গৃহস্থের মেয়ে বা'র ক'রে ফ্যাসাদে পড়েছিল, তাই ব্যাটা শুনেছে, ওতে এগোবে না। নূতন বেরিয়ে এয়েছে ব'লে নিয়ে যেতে হবে।

মোহিত। জব্দ হবে কি ক'রে।

রমা। তুমি বা'র ক'রে নিয়ে এসো, আমি বাগানে নিয়ে যাবো। তুমি পুলিসে জানাবে যে, জোর ক'রে তোমার মাগ নিয়ে গেছে; এই ব্যাটা টাকা ছাড়্‌তে পথ পাবে না। তোমার শ্বশুর ব্যাটার গালে চুণকালী প'ড়্‌বে, বউ বেরিয়েছে শুনে তোমাদের একঘরে ক'র্‌বে, তোমার ছোট ভায়েরও সম্বন্ধ ভেঙে যাবে।

মোহিত। রেমো মামা—রেমো মামা, বেশ মত্‌লব বার করেছে। দশ হাজার টাকার ঘাড় ভাঙ্‌তে হবে। তারপর মতিয়া বেটীর বাড়ীর সাম্‌নে ভুঁদীর মেয়ে জহরকে রাখ্‌বো, মতিয়া বেটী রিষে মর্‌বে। রেমো মামা, ঠিক হয়েছে।

রমা। দশ হাজার?—পঞ্চাশ হাজার নিয়ে তবে ছাড়্‌বো, কিন্তু বাবা, তুমি শেষ না পেছোও।

মোহিত। আমি মরদ বাচ্ছা, আমার যে কথা—সেই কাজ! আচ্ছা রেমো মামা, মাগ বেটী আমার সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌বে কেন? সবাই তো জানে, আমার চালচুলো নাই, দুলো ব্যাটার বাগানে থাকি, আর মোসাহেবী করি!

রমা। তুমি সে জন্যে ভেবো না, তুমি যমের বাড়ী নিয়ে যেতে চাও, যমের বাড়ী যাবে।

মোহিত। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

রমা। আহা, তোমার মেজো শালীর বে'র দিন বেটী মুচ্ছো হ'য়ে পড়ে না। বেটী এক বচ্ছর ভোগে। জোবি পাগ্‌লী ব'লে এক বেটী আছে, ব্যামোর সময় তার কাছে যেতো। আমি তার ঠেঙে শুনেছি, সে তোমায় একবার দেখ্‌বার জন্যে মরে।

মোহিত। সত্যি নাকি, সত্যি?

রমা। বাবা, তুমি কি কম সোণারচাঁদ ছেলে! পাঁচজনে তোমায় চিন্‌লে না, এই যা বলো! তুমি তুড়ি দিয়ে ডাকলেই বেরিয়ে আস্‌বে। কেমন —রাজী তো?

মোহিত। খুব রাজী। বা'র করে কোথায় আন্‌বো?

রমা। রাত্রে দু'জনে বেরিয়ে পড়্‌বে। আমি দুলো ব্যাটাকে ঠিক ক'রে, পাল্কী নিয়ে একটু তফাতে থাক্‌বো। আমি পাল্কীতে তাকে নিয়ে বাগানে উঠ্‌বো, আর তুমি এদিকে থানায় খবর দেবে; বস্‌—দাঁও মেরে দেব! কিন্তু বাবা, শেষ রমা মামাকে ভুলো না?

মোহিত। আমি এমন পাজী নই। দু'হাজার টাকা ধার ক'রে দিয়েছিলে, আমি পাঁচশো টাকা দালালি দিয়েছি।

রমা। বাবা, সে কেলোর পেটেই অর্দ্ধেক গেল।

মোহিত। কেন, তুমি মতিয়ার কাছেও দু'শো টাকা মেরেছ, আমি খবর রাখি না।

রমা। হুঁ—মতিয়া বেটী সে বান্দা কি না! যাক বাবা, ঠিক থেকো, আমি চল্লুম।

প্রস্থান

মোহিত। রেমো ব্যাটাকে জব্দ করব্‌বো, পুলিসে ও ব্যাটাকেও ধরিয়ে দেব। শ্বশুর ব্যাটার মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্‌বো, 'কেমন বাবা, মেয়ে ঘরে আটকে রাখো!' টাকাটা একবার হাতে লাগ্‌লে হয়, মতিয়া বেটীকে দেখাতে হবে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ

রুগ্নশয্যায় মুকুন্দলাল, পার্শ্বে হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনী

হিরণ। খেতে যে চাচ্ছে না মা!

প্রতি। না জোর করে খাওয়াও। একে প্রস্রাবের ব্যামো, তাতে উরুস্তম্ভ কাটিয়েছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে দিতে হয়।

হিরণ। এই দুধটুকু খাও।

মুকুন্দ। (জড়িতকণ্ঠে) না, দুধ খাব না। গা গুলিয়ে উঠ্‌ছে, ক'দিন বল্‌ছি, একটু বেদানা আনো।

প্রতি। আহা একটু বেদানা আন্‌তে পারো নি?

হিরণ। মা, আমার কে এনে দেবে? সমস্ত রাত ছট্‌ফট্ করেছে; সতীন-পোদের একবার ডাক্তারকে খবর দিতে বল্‌লুম, তা হুম্‌কে এলো। সকাল বেলায় সেই যে দু'জনে বেরিয়েছে, এখনো দেখা নাই। আমি কলুবউয়ের হাতে-পায়ে ধ'রে, ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। ডাক্তার কাল বৈকালে এসেছিল, তার টাকা দিতে পারি নি, ব'লে গেছে, টাকা না পেলে আর আস্‌বো না। যে কম্পাউণ্ডার ঘা ধুইয়ে দেবে, তারও এখনো দেখা নাই। বলে, উরুস্তম্ভ ধোয়াতে রোজ এক টাকা নেব। আমি তো কাকুতি-মিনতি ক'রে আট আনা করেছিলুম। তা আবার ভাব্‌ছি, কাল গাড়ী ক'রে এসেছিল, গাড়ীভাড়া দিতে পারি নি, তাই কি আস্‌ছে না?

প্রতি। ও মা কম্পাউণ্ডারের আবার গাড়ীভাড়া কি?

হিরণ। বল্লে মাথা ধরেছিল, আস্‌তুম না—শক্ত রোগ বলেই এলুম।

প্রতি। অনাছিষ্টি মা!

মুকুন্দ। খুলে দাও—খুলে দাও, কট্ কট্ ক'চ্ছে! ওরা সব গোল ক'চ্ছে কেন? স'রে যেতে বলো!

হিরণ। মা, সমস্ত রাত খেয়াল দেখ্‌ছে। বলে, 'ঐ কে এলো!' 'অস্ত্র কর্‌বো না—অস্ত্র কর্‌বো না' বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

কলুবউয়ের প্রবেশ

কলু। ওগো ডাক্তার তো এলো না। বলে, টাকা না পেলে যাবো না।

হিরণ। কি হবে মা, কি কর্‌বো? হাতে তো একটীও পয়সা নাই। অস্ত্র কর্‌তে বালা বাঁধা দিয়ে দেড়শো টাকা দিয়েছি। বাবার কাছেও যেতে পাচ্ছি নে, এ নিদেন রোগী কার কাছে ফেলে যাবো?

প্রতি। আচ্ছা, আমি পাল্কী ডেকে দিয়ে এখানে বস্‌ছি, তুমি তোমার বাপের কাছ থেকে ঘুরে এসো।

হিরণ। না মা, আমি এই আড়াতে পাল্কী ক'রে যাচ্ছি, আমার আর মান-অপমান কি মা! ও যদি ওঠে তবেই, নইলে তো আমায় পথে দাঁড়াতে হবে!

প্রতি। বালাই উঠ্‌বে বই কি! তুমি ঘুরে এসো।

মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ

ডাক্তার আসছে?

মৃগাঙ্ক। ডাক্তার কি হবে? ও কি বাঁচ্‌বে? রাক্ষুসী বেটী এসে বাড়ী খেয়েছে, ওকেও খাবে। নাও, ভাত বাড়ো।

হিরণ। কখন ভাত রাঁধ্‌তে যাবো? এই রোগী নিয়ে পড়ে রয়েছি।

শশাঙ্ক। বটে, আচ্ছা আজ হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে দে হোটেলে খাচ্ছি; দেখি তোমার কুঁড়ে পাথরের জোগাড় কি করে করো! (মৃগাঙ্কের প্রতি) চল, চাল ডাল সব রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাবো।

প্রস্থান

প্রতি। হ্যাঁ গা, তোম্‌রা কেমন কায়েতের ছেলে? এই বাপ সসেমিরে হয়ে রয়েছে, আর এই তম্বি ক'চ্ছ?

মৃগাঙ্ক। নাও—নাও, তোমার রসে কাজ নাই। ও বেটী বাবাকে খাবে আমি জানি।

মুকুন্দ। ওরে চেঁচায় কে রে—চেঁচায় কে রে? কানে তালা ধর্‌চে, ও মা গেলুম!

শশাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ

শশাঙ্ক। দাদা, চালগুলো সব ভিজিয়ে খেয়েছে। চলো হোটেলে যাই, বেটীকে দেখ্‌ছি।

উভয়ের প্রস্থান

মুকুন্দ। মলুম, খুলে দাও—খুলে দাও! (হিক্কা তোলন) জল।

প্রতি। মা, তুমি শীগ্‌গির তোমার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। টাকা নিয়ে এসো, ডাক্তারকে এখনই আন্‌তে হবে।

হিরণ। মা, তবে ব'সো, আমি আসি।

প্রস্থান

প্রতি। (হিক্কা তুলিতে দেখিয়া) ইস্‌; অস্ত্রের রোগী যখন হিক্কে তুল্‌ছে, তখন তো আর টেঁকে না!

মুকুন্দ। দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো! ঐ সব আস্‌ছে—ঐ সব আস্‌ছে। দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো!

প্রতি। কই কেউ তো নয়! এই আমি দোর বন্ধ কচ্ছি।

মুকুন্দ। জানালা গলে আস্‌ছে—জানালা গলে আস্‌ছে।

প্রতি। এই দোর বন্ধ ক'রে আমি তাড়িয়ে দিলুম। (স্বগতঃ) বেশী দেরী নাই দেখ্‌ছি!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী

করুণাময়, মুদী, গোয়ালা ও সন্দেশওয়ালা

মুদী। বাবু, যারা যারা নালিস ক'র্‌লে, তারা মাস মাস কিস্তী পাচ্ছে, আর আমরা নাকি ভালমান্‌ষি ক'রে কিছু বল্‌ছি নি, আমাদের টাকা দেবার আর নামটী করেন না।

করুণা। বাবা, বড্ড জড়িয়ে পড়েছি; আমি বরাবর তোমার দোকানে চাল ডাল নগদ নিয়ে এয়েছি, ঢুটী মেয়ে পার করেই বিপদে পড়েছি। তোমরা একটু রয়ে বসে নাও।

গোয়ালা। আর কতদিন রইবো? এই প্রথম বে'র ক্ষীর দ'য়ের দাম পড়ে রয়েছে। ম'শায় ত্যান—দেন, আর তাগাদা কর্‌তে পারি নি, হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। না দেন, আমায় ঢুষ্‌বেন না, বল্‌বেন না—'ছোটলোক বেটা নালিস করেছে।'

করুণা। বাবা, আমি শীগ্‌গির সকলকেই দেব। ভেবো না, একটু সবুর করো, আমি বাড়ী বেচে সব শুধ্‌বো।

সন্দেশওয়ালা। ম'শায়, ভালমানুষের কাল নেই, আমাদেরও কিস্তি হ'তো,

তা আমরা যে বোকা, বলি ভালমানুষের নামে আদালত কর্‌বো, তাই আমাদের বেলায়—'সবুর করো।'

মুদি। ম'শায়, টাকা আর ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বো না। কাজকর্ম্ম ফেলে রোজ রোজ আনাগোনা আর পোষায় না। বাড়ী বেচেন, তালুক বেচেন—আমাদের তো আর বখ্‌রা দেবেন্ না।

করুণা। বাবা, আর দিনকতক সবুর করো। কি কর্‌বো, বড় নাতোয়ান হয়ে পড়েছি।

গোয়ালা। বুঝেছি ম'শায় বুঝেছি, চল হে আমরা পথ দেখি। আর তাগাদায় আস্‌বো না, এই বলে চল্লুম।

সকলের প্রস্থান

করুণা। ইচ্ছে হচ্ছে, কাপড় ফেলে পালাই, সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে যাই! ছোট-লোকের চোখরাঙানি তো আর সয় না! মাইনে তো হাতে মাখ্‌তে কুলোয় না, আপিসের দরোয়ানের পর্য্যন্ত দেনা ক'রেছি, সুদ দিতেই সব ফুরিয়ে যায়, এক পয়সা বাড়ী আসে না। এদিকে পেট চালানো চাই। আজ ছোট আদালতের শমন, কাল ছোট আদালতের শমন,—সাহেব বেটা জান্‌তে পার্‌লে, চাকরীটুকু তো যাবে। ছাই বাড়ীখানা তো বেচ্‌তে পার্‌লুম না। আর দু'মাস না বেচ্‌তে পার্‌লে মর্টগেজিরা তো নিলেম ক'রে নেবে। বাড়ীখানা বিক্রী কর্‌তে পার্‌লে তো এ জ্বালায় কতক নিশ্চিন্ত হতুম,—যেখানে হোক্, মাথা গুঁজে থাকতুম। ছেলেটার স্কুলের মাইনে না দিলে আজ নাম কেটে দেবে। কিস্তি খেলাপ হ'লে তো শালওয়ালা কালই বাড়ি-ওয়ারিন বা'র কর্‌বে।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

হিরণ। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আমি এসেছি।

করুণা। বেশ করেছ, কি হুকুম বলো?

হিরণ। বাবা, তুমি এমন কর্‌লে, কোথায় দাঁড়াবো? আমি যে চারদিক অন্ধকার দেখ্‌ছি বাবা! কাল ওঁর উরুস্তম্ভ অস্ত্র হয়েছে, অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রয়েছে। আজ ডাক্তার আনবার টাকা নাই, গয়লায় দুধ বন্ধ করেছে, নগদ দুধ কিনে খাওয়াচ্ছি। এক বচ্ছর ছুটী নিয়ে আছে, প্রথম আধা মাইনেই ছিল, তারপর তাও বন্ধ করেছে। বাড়ী বেচে তো চিকিৎসা হ'লো, হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এলেম। সতীনের নামে বাড়ী, সতীনপোরা

আপত্তি কর্‌লে, বাড়ী আধাদরে বিকুলো। গয়না বাঁধা দিয়ে চালিয়েছি, কাল হাতের বালা খুলে ডাক্তার বিদেয় করেছি।

করুণা। কেন ডাক্তার ডাকা কেন? হাসপাতালে দিতে পার নি! আমায় কি কর্‌তে বলো? আমার ইটে গিয়েছে, ভিটে গিয়েছে, দেনায় চুল বিকিয়ে রয়েছে। রোজ দু'খানা ক'রে শমন,-কবে চাকুরী যায়! সাহেব বলেছে, এবার শমন হ'লে চাকুরীতে জবাব দেবে। বড় মেয়ে তো এক বছর ধ'রে বাল্‌সালেন। আজ গিন্নী বাল্‌সাচ্ছেন, কাল ছেলে বাল্‌সাচ্ছেন, আজ জামাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন! কেন তোমার ধাড়ি ধাড়ি সতীনপোরা রয়েছে, তাদের বল গে না?

হিরণ। বাবা, তারা কি আমাদের মুখ দেখে? একবার জিজ্ঞেস করে যে কেমন আছে? কথায় কথায় হুম্‌কে আসে। বাবা, সে পথ থাক্‌লে, তোমার কাছে আস্‌তেম না।

করুণা। বাছা, আমা হ'তে কিছু হবে না। কাল কিস্তীর পঁচিশ টাকা দিতে হবে, না দিলে আমায় জেলে নিয়ে যাবে। এখন তোমার কোত্থেকে কি করি বল? নাও এই ছ'টা টাকা নাও, ছেলেটার তিন মাসের স্কুলের মাইনে পড়ে গেছে, দিক নাম কেটে; নিয়ে যাও—নিয়ে যাও।

হিরণ। বাবা, তুমি বিকেলে একবার যেও। তুমি গেলে একটু ভর্‌সা পাবে। আমি চল্লুম, বামুন ঠাক্‌রুণকে বসিয়ে চ'লে এসেছি।

প্রণাম করিয়া প্রস্থান

করুণা। বস্‌, চারদিকে জল্‌জলাট্‌! এখনো মেয়ে বজায়; তার বে' না দিলে জাত যাবে। কি জাত্‌রে! লোকে তো মচ্ছে আমার মৃত্যু হ'লো না!

নলিনের প্রবেশ

নলিন। বাবা, স্কুলের মাইনে দাও?

করুণা। নে—নে, আর স্কুলে যেতে হবে না।

নলিন। তুমি যে বলেছ আজ স্কুলের মাইনে দেবে। দাও বাবা, নইলে ছুটী হ'লে আপিস ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে, মার্‌তে আসে। আগে বল্‌তো ফাইন কর্‌বো, আজ না দিলে নাম কেটে দেবে।

করুণা। বাঃ বাঃ, কি দেশ রে! কি বিদ্যাদান! দেশহিতৈষীরা স্কুল ক'রে দেশের মুখোজ্জ্বল কচ্ছেন;—ছেলে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করেন। রাস্তায় গলিতে গলিতে দোকান ফেঁদেছেন। এ দেশ স্বাধীন হবে!

চারদিকে হাহাকার—চারদিকে হাহাকার! গৃহস্থলোক কেন বেঁচে থাকে! আমি ভদ্রলোক ব'লে কেন ভদ্রয়ানা জাহির করে! আমাদের চেয়ে যে মুটে-মজুরে ভাল। তা'রা স্ত্রীপুরুষে রোজগার করে, ব্যামো হ'লে হাস্পাতালে যায়, ভিক্ষে করে। আমরা ভদ্রলোক তা পারবো না, জাত যাবে—নিন্দে হবে! উপোস ক'রে বাড়ীতে প'ড়ে থাক্‌বো, পরিবার উপোসী যাবে, চৌকাঠ পেরুলেই নিন্দে হবে। ঘরে ঘরে বংশ রক্ষা হচ্ছে! ছেলে না চোদ্দয় পেরুতেই বে'র ধুম পড়্‌ছে, কুড়িতে পা দিয়েই পালে পালে বংশ-বৃদ্ধি! হাঁ আছে—আহার নাই, দেহ আছে—বস্ত্র নাই, ঘরে ঘরে কাঙালীর পল্‌টন! কি সুখের সমাজ!

নলিন। ও বাবা, মাইনে দাও না বাবা?

করুণা। বাবা, স্কুল বন্ধ করো। এই বয়েস থেকে বোঝো, কাঙালের ছেলের আবার পড়াশুনো কি! আমি কাঙাল, তুমি কাঙাল, তোমার গর্ভধারিণী কাঙাল, তোমার বোন কাঙাল। যতদিন অন্ন জোটাতে পারি, দু'টী দু'টী খাও, আর চ্যাকৃড়ায় শুয়ে ঘুমোও। খুব বাপ হয়েছিলুম, বাপের মতন বাপ হয়েছি। বাড়ীখানা পর্য্যন্ত থাক্‌বে না, যে, মাথা গুঁজে থাক্‌বে। বাবা, বোঝো আমার উপায় নাই! আর তোমায় স্কুল যেতে হবে না।

নলিন। ও মা, বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দিলে।

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

করুণা। ওঃ বিবাহ না কর্‌লে ব'য়ে যায়, ঘর সংসার হয় না, বাপ পিতামহের নাম থাকে না। কন্যার বিবাহ না দিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে হয়। সুন্দর প্রথা—সুন্দর ব্যবস্থা! কন্যার বিবাহ না দিলে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে, বিবাহ দিতেই হবে! বাড়ী বেচে দিতে হবে, কর্জ্জ করে দিতে হবে, ভিক্ষে করে দিতে হবে, চুরি করে দিতে হবে;—তারপর সপরিবার অন্নাভাবে মারা যেতে হবে। না দিলে নয়! পুণ্যাত্মা সমাজ জাতে ঠেল্‌বেন, ঘৃণা কর্‌বেন, ধর্ম্মানুরাগ দেখাবেন! বাঃ বাঃ, সমাজের উপযুক্ত কার্য্যই বটে!

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। বাবা, নলিন কাঁদ্‌ছে। মা বল্লেন, তারে স্কুলে যেতে দিলে না কেন?

করুণা। ভুল হয়েছে, ভ্রম হয়েছে, তাঁর মত বুদ্ধি নাই, বিবেচনা নাই। কেন স্কুল বন্ধ করেছি জানো? তোমরা জন্মেছ বলে, কালসর্পিনী জন্মেছ বলে, হ'য়ে মরো নি বলে, কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন জোটাতে হবে বলে, শ্বশুরঘর থেকে

এসে দু'বেলা হাঁ ক'র্বে বলে ! আর কেন ? তাঁর কি এখনো বুঝ্তে বাকী আছে—কেন ? এখনো কি সাধ করেছেন, ছেলে মানুষ কর্বেন, বউ ঘরে আন্বেন, ব্যাটাকে সংসার পেতে দেবেন, নাতি নাতকুড় চার পাশে ঘুর্বে ? সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো—সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো ! বুঝতে বলো, এখন যে দিন আঁচাই সেই দিন ভাল। মেয়ে বিইয়েছেন—মেয়ে বিইয়েছেন, জানেন না, কেন স্কুল ছাড়ালুম। বটে !

প্রস্থান

কিরণ। ছিঃ ছিঃ, কোথাও কি আশ্রয় নাই ! দু'টী ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা ! আমার স্বামী দেখা কর্তে চেয়েছেন। যদি সত্যি দেখা করেন, আমি তাঁর পায়ে ধ'রে কেঁদে বল্বো, 'আমায় নিয়ে চলো ; তোমার বাড়ী-ঘর-দোর গিয়ে থাকে, আমি বিদেশে গিয়ে তোমায় ভিক্ষে ক'রে খাওয়াব ; গাছ-তলায় থাক্বো।' ছিঃ ছিঃ, বাপের ভাত খাওয়া বড় গঞ্জনা ! বাবা কেন বে দিলেন ! কারো বাড়ী কেন দাসী রেখে এলেন না ! ফুলশয্যার দিন শাশুড়ীর মার খেয়ে যদি মৃত্যু হ'তো, তা হ'লে সব ফুরুতো ; তা হ'লে আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'তো না। দুটী ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা !

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর খিড়কী

সরস্বতী ও নলিন

সর। নলিন, কোথায় যাচ্ছিস্ ?

নলিন। কেন খেল্তে যাচ্ছি। নিধিরাম ঠিক বলে, আমি খেলা করে বেড়াবো, যা মন যায় কর্বো।

সর। না, না, বেরুস্ নি ?

নলিন। কেন, বেরুবো না কেন ? পড়্বো না, লিখ্বো না, স্কুলে যাবো না, বাড়ী থেকে বেরোবো না, কেন ? আমার যা খুসী, তাই কর্বো !

সর। ওরে যাস্ নি, আমি কাল তোর স্কুলের মাইনে দেব।

নলিন। আমি স্কুল যাবো না। বাবাও যেমন সত্যবাদী, তুমিও তেম্নি

সত্যবাদী। রোজই বলে, এই কাল মাইনে দেবো। আমায় স্কুলে আট্‌কে রাখ্‌লে, ধম্‌কালে, মার্‌তে এলো।

সর। বই নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্? খেল্‌তে যাচ্ছিস্, বই কি কর্‌বি?

নলিন। এ কি বাবা কিনে দিয়েছে? আমি প্রাইজ পেয়েছি। আমি বেচ্‌বো —ব্যাটবল কিন্‌বো।

প্রস্থান

সর। কি পোড়া অদৃষ্ট—কি পোড়া অদৃষ্ট! আহা বাছার আমার লেখাপড়ায় কত মন;—লেখাপড়া কর্‌তে পেলে না। খেলা কাকে বলে কখনো জানে না, বইয়ে মুখ দিয়েই থাকে। বছর বছর প্রাইজ আনে, ব্যামো হ'লে স্কুল কামাই করাতে পারি নি; সেই ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দিতে হ'লো। এমন পোড়া কপাল কি কারো পোড়ে!

প্রস্থান

কিরণময়ী ও জোবির প্রবেশ

কিরণ। কি জোবি, আবার ফিরে এলি কেন?

জোবি। আজ রাত্রে নয়, কাল দিনের বেলায় দেখা করিস্।

কিরণ। কেন—কেন?

জোবি। আমি যখন তোমার স্বামীর কাছ থেকে পত্র এনে দিয়েছিলুম, আমার মনে খুব আহ্লাদ হয়েছিল। পত্রে কি লেখা জান্‌তুম না, তুমি যখন বল্লে, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়, তখন আমার আরও আহ্লাদ হয়েছিল। এখন আমার মন কেমন ক'চ্ছে, তোমার স্বামী কেন বাড়ীতে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করুন না?

কিরণ। জোবি, তাঁর মনে বড় দুঃখ হয়েছে। তিনি এ বাড়ীতে আমার বোনের বের দিন অপমান হয়েছেন, জান তো?

জোবি। তা দিনের বেলায় কেন দেখা করুন না? রাত্রের বেলায় আমার ভয় করে।

কিরণ। না, না, তিনি এ পাড়ার কাকেও দেখা দিতে চান না। আর স্বামীর সঙ্গে দেখা কর্‌বো, তাতে রাতই বা কি দিনই বা কি। তিনি যে কাতর হ'য়ে পত্র লিখেছেন, তাতে কি আমি স্থির হ'তে পারি? তোমায় প'ড়ে শোনাতে চাইলুম, তুমি যে শুন্‌লে না। পত্র শুন্‌লে তুমিও ব্যাকুল হ'তে। আমায় মানা কর্‌তে না।

জোবি। আচ্ছা, পড়ো—আমি শুনি।

কিরণ। (পত্রপাঠ)

"প্রাণেশ্বরী!

তুমি যে অমূল্য রত্ন, তাহা আমি বর্ব্বর, পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। তোমার ভগ্নীর বিবাহের দিন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার ন্যায় পতিপরায়ণা নারীকুলে বিরল। আমি মনের দুঃখে এতদিন তোমার সংবাদ লই নাই। ভাবিয়াছিলাম, যদি দিন পাই, তবে দেখা করিব। আমার সে সুদিন উদয় হইয়াছে, তাই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যাকুল হইয়াছি। তোমার পিতার বাটীতে আমি পদার্পণ করিব না, বড়ই অপমানিত হইয়াছিলাম। দিনমানে দেখা করিতে আসিলে, তোমার পাড়ার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কি জানি যদি কেহ পরিহাস করে। এই নিমিত্ত, আমার মিনতি, তোমার বাড়ীর বাহিরে একবার আমার সহিত দেখা করো। সাক্ষাৎ হইলে মনের কথা বলিব, পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিব, গলা ধরিয়া কাঁদিব। ভরসা করি, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তোমাদের খিড়্‌কীর বাহিরে আসিয়া দর্শন দিবে।

তোমারই—

মোহিত

পুনশ্চ—কেহ যেন তোমার সঙ্গে না থাকে।"

এখন বলো দেখি ভাই, আমি কি না দেখা ক'রে থাক্‌তে পারি?

জোবি। না না, এ কি হ'লো! তোমার বাবাকে পত্র লিখে নিয়ে গেলেই তো হয়?

কিরণ। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, তিনি অভিমান করেছেন। তিনি আমার বাবাকে পত্র লিখ্‌বেন না।

জোবি। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

কিরণ। সে কি হয়? তিনি মানা করেছেন। তাঁর মানা না শুন্‌লে তিনি রাগ কর্‌বেন, অভিমান ক'রে চলে যাবেন। আমার প্রাণ যে কি ক'চ্ছে, তা তুমি জানো না! মনে হচ্ছে, সূর্য্য কেন অস্ত যাচ্ছে না, কেন রাত্রি হচ্ছে না? কতক্ষণে তাঁর দেখা পাবো! জোবি, তুমি আমায় দেখা করতে মানা কচ্ছ। তুমি ভিখারিণী হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে ঘুরে বেড়াও, ভিক্ষে ক'রে এনে স্বামীকে দাও, স্বামীর সঙ্গে কথা ক'য়ে স্বর্গ

হাতে পাও; তুমি তোমার মন দিয়ে আমার মন বুঝ্‌ছো না? মানা ক'রো না, আমি তো মানা শুন্‌বো না। তোমার মত যদি পথে পথে বেড়াতে হয়, যদি ভিক্ষে ক'রে স্বামীর সেবা করতে হয়, যদি স্বামী ফিরে চান, তা হ'লে আমি রাজরাণী। তুমি আমার জন্য ভাব্‌ছো? কি ভাব্‌ছ? তুমি ভেবো না, যাও। আমার স্বামীকে বল গে আমি আশাপথ চেয়ে খিড়কী দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। এই মাত্র মিনতি তাঁরে জানিও, যেন আমি নিরাশ না হই, যেন তিনি আসেন, দেখা দেন। ব'লো, আমি তাঁর দাসী—জীবনে মরণে দাসী। তিনি আমার সর্ব্বস্ব, ইষ্টদেবতা, তিনি পায়ে না ঠেলেন।

জোবি। ছাখ্‌ ভাই, যদি তুই আমার মত হ'তে পারিস্‌, যদি সকল ত্যাগ করতে পারিস্‌, যদি ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ভাসিয়ে দিতে পারিস্‌, যদি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারিস্‌, তা হ'লে রাত্রে লুকিয়ে দেখা করিস্‌। কিন্তু যদি ঘরে থাক্‌তে চাস্‌, লোকের ঘৃণায় যদি ভয় থাকে, যদি কলঙ্ক মাথায় নিতে কাতর হোস্‌, তা হ'লে রাত্রে দেখা করিস্‌ নে। লুকোনো কাজ ভাল নয়। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই, অনেক রকম দেখ্‌তে পাই, আমি দেখেছি, লুকোনো কাজ একটাও ভাল নয়। দেখিস্‌, যদি আমার মত হ'তে তোর ভয় না থাকে, তবে দেখা করিস্‌।

গীত

কলঙ্ক যার মাথার মণি, কোমল প্রাণে সকল সয়।
লুকোনো প্রেম তারই সাজে, ভয় থাকে যার তার তো নয়॥
অযতনে যতন ক'রে, রাখ্‌তে পারে হৃদে ধ'রে,
ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে, আপন ভাবে মগন রয়॥
প্রেমে যে হয় দেওয়ানা, তার তো কিছু নাই কো মানা,
ভেসে গেছে যার বাসনা, সমান ভাবে বয় সময়॥

নেপথ্যে রোদন-শব্দ

কিরণ। এ কি, মা কেঁদে উঠ্‌লেন কেন? আমার ভগ্নিপতিটী কি মারা গেল? যাই ভাই যাই, আমি দেখি গে।

প্রস্থান

জোবি। বুঝেছি—বুঝেছি। যে দিন ছুঁড়ীর বে'র শাঁক-বাজা শুনেছিলুম, আমার বুক কেঁপে উঠেছিল; আমার মনে হয়েছিল, বুঝি আর এক

অবলার কপাল ভাঙ্‌লো। সত্যিই তাই! দেখেছি তো—দেখেছি তো, স্বামী বিছানায় পড়ে, সতীনপোর গঞ্জনা, ঘরে অন্ন নাই, সবই তো দেখেছি। আজ বুঝি তার সিঁদুর ঘুচ্‌লো! আহা অবলার কপালে কি কোথাও সুখ নাই! ঘরে ঘরে দুঃখ, ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে পেটের ছেলেকে অন্ন দিতে পারে না। পোড়া বে' কি বাঙলা দেশ থেকে উঠ্‌বে না। আমার প্রাণে বাজে কেন?—কে জানে কেন! মধুসূদন! দুঃখের ভার ব'বার তোমার কি আর কেউ নাই? তাই বাঙালীর মেয়ের মাথায় সব দুঃখ চাপিয়েছ? আহা এত দুঃখেও স্বামী থাক্‌লে সুখ, কিন্তু পোড়া যম তা শোনে না।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ

হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনী

প্রতি। মা, কি কর্‌বে? তোমার বরাত! কেঁদে তো আর ফির্‌বে না।

হিরণ। মা, এ তো আমার বরাতে যা ছিল, তা হয়েছে। এখন কোথায় যাবো, কোথায় দাঁড়াবো? মাথা গুঁজে থাক্‌বার বাড়ী নাই, ঘর নাই, অঙ্গে একখানা গয়না নাই, বাক্‌সোয় রূপোর সম্পর্ক নাই, সবই তো জানো। চিকিৎসাতেই সব গিয়েছে। আমি দশ দিক শূন্য দেখ্‌ছি। কি কর্‌বো?

প্রতি। কেন গো অত ভাব্‌ছো? তোমার সতীনপোরা রয়েছে, তারা কি তোমায় ফেল্‌তে পার্‌বে? বাপ ছিল, চাকুরি-বাকুরি করে নাই, এ দিক ও দিক করে বেড়াতো; এখন চার চালের ভার মাথায় পড়্‌লো—সব ঠিক হবে।

হিরণ। মা, তুমি তো চক্ষের উপর কাল দেখ্‌লে, কথায় কথায় আমায় হুম্‌কে এসে বলে, "আমাদের সব খেলি, সব নিলি।" মনে করে বুঝি আমার সিন্ধুক ভরা টাকা রয়েছে। দু' বেলা বাড়ী থেকে বিদেয় কর্‌তে আসে।

প্রতি। তা তুমি ভেবো না। তোমার ইন্দিরের মত বাপ রয়েছে; মা রয়েছে,—পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়িতে জায়গা দেবে।

হিরণ। আমার বাপের অবস্থা জান না। তাঁর চারদিকে দেনায় চুল বিকিয়ে রয়েছে। বড় মেয়ে গলায় পড়েছে, ছোটটীর বে' দিতে পাচ্ছেন না। সেখানে আমি গিয়ে কোন্ মুখে দাঁড়াবো, তাই ভাব্ ছি।

প্রতি। (স্বগতঃ) এমন পোড়া কপালও পোড়ে। (প্রকাশ্যে) তা কেঁদে কি কর্বে বাছা? তোমার বাপ্ কে খবর দিয়েছ?

হিরণ। কলুবউ খপর দিতে গিয়েছে।

প্রতি। তা আমি এখন আসি বাছা, দিন কি আর যাবে না? নাও—ওমন ক'রে থেকো না, কাল থেকে পড়ে রয়েছ, একটু মুখে জল দাও নি। চান ক'রে, সতীন-পো দুটী আস্ছে, হবিষ্যি চড়িয়ে দাও, যত্ন করে আপনার করে নাও; কি কর্বে। (স্বগতঃ) আহা, বাছার না জানি আরও কি কপালে আছে! (প্রকাশ্যে) তবে আসি মা!

প্রতিবেশিনীর প্রস্থান

হিরণ। আহা এই গরীব অনাথা, এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উঁকি মার্লে না। পাড়ায় যাদের বয়াটে বলে, তারা কাঁধে ক'রে সৎকার করতে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোক কেউ উঁকি মার্লে না! কি কর্বো, কি হবে! ছ'মাসের আগাম বাড়ীভাড়া দেওয়া আছে, তিন মাস হ'য়ে গিয়েছে, আর তিন মাস তো থাকতে পাব। এম্নি পোড়ার দশা, আগাম ভাড়া না নিয়ে কেউ বাড়ী ভাড়া দিলে না। এখনো কি সতীনপোরা বুঝ্বে না? দেখি, কোন রকমে যদি বনিয়ে থাক্তে পারি। আমি এদের রাঁধুনীবৃত্তি কর্বো, দাসীবৃত্তি কর্বো, এতেও কি দু'টী খেতে দেবে না? যাই করুগ্, দুটো গালাগাল দেয় দেবে, আমি বনিয়ে থাক্বো। ওই আস্ছে, মিনতি-সিনতি করে দেখি।

মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। নে বেটী আমার বাবার কি আছে বা'র কর।

হিরণ। কিছুই তো নাই বাবা।

মৃগাঙ্ক। নে শশাঙ্ক, সিন্দুক ভাঙ্।

শশাঙ্ক। তুমিও যেমন দাদা, বেটী সব বাপের বাড়ী চালান দিয়েছে। আমি পরচাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে দেখেছি। খানকতক ছেঁড়া কাপড় আছে, আর সেই পুরোনো শালখানা।

হিরণ। বাবা কেন অমন কচ্ছ? কোথায় কি পাব?

মৃগাঙ্ক। বেটী ন্যাকামো, বল বেটী বাসন-কোসন কোথায় গেল বল ?

হিরণ। সেগুলি বাঁধা দিয়ে সৎকারের টাকা জোগাড় করেছি।

মৃগাঙ্ক। বাক্স খোল দেখি।

হিরণ। বাবার ঠেঙে ছ'টাকা এনেছিলুম, সব খরচ হয়ে গেছে, তিন আনা পয়সা আছে, এই দেখ !

হিরণ্ময়ীর বাক্স খুলিয়া দেখান ও মৃগাঙ্কের পয়সা তুলিয়া লওন

শশাঙ্ক। দাদা, শোনো, এর মধ্যে বাপের বাড়ী থেকে টাকা আন্‌তে গিয়েছিলেন। তোমায় বল্‌ছি কি, বাবাকে তো আগাগোড়াই ভেড়ো করেছিলো। সব চালান দিয়েছে—সব চালান দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক। চোর বেটী, পাজী বেটী, নচ্ছার বেটী, ডাকাত বেটী ! আমাদের পথে বসিয়েছে বেটী ! বেটীকে পুলিসে দেব।

শশাঙ্ক। দেখ বেটী, ভাল চাস্ তো আমার বাপের যা গ্যাঁড়া করেছিস্ বা'র কর, নইলে ভাল হবে না বল্‌ছি।

হিরণ। সে কি বাছা, তোমরা কি বল্‌ছ ? এ মড়ার উপর কেন খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ ? আমি যে গয়নাপাতি বেচে চিকিৎসা চালিয়েছি, আমি যে পথে বসেছি !

মৃগাঙ্ক। তবে রে বেটী, রাক্ষুসী, পথে বসেছ ? বাবাকে খেয়েছ, বাড়ীখানি খেয়েছ, টাকাকড়ি সব বাপের উদরে পুরেছে, আর নাকিসুরে বল্‌ছো—পথে বসেছি ? তা যাও—বেরোও !

হিরণ। কোথায় যাবো ?

শশাঙ্ক। আমরা কি জানি।

মৃগাঙ্ক। যার পেট ভরিয়েছ, তার কাছে যাও। বেরোও—বেরোও—এখনি বেরোও।

হিরণ। ও মা মাগো, কেন এ অভাগিনীকে পেটে স্থান দিয়েছিলে ? দেখে যাও মা—রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি ! হা পরমেশ্বর, কি হবে !

উভয়ে। বেরো—বেটী বেরো !

হিরণ। একটু সবুর করো, আমি বাবাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি আসুন, আমি যাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক। শশাঙ্ক তবে খোঁজ, কোথায় কি লুকিয়েছে, বাপ এলে বা'র কর্‌বে। খোঁজ—খোঁজ !

শশাঙ্ক। আরে দাঁড়াও না, আগে বিদেয় করো না। বেরো বেটী বেরো, নইলে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় কর্‌বো।

মৃগাঙ্ক। হুঁ হুঁ—বাপকে খবর দিয়েছো বটে! বেরোও—বেটী বেরোও, নইলে খেলি মার।

হিরণ। আচ্ছা বাছা যাচ্ছি।

আল্‌না হইতে পরিধেয় বস্ত্র লইতে উদ্যত

মৃগাঙ্ক। কাপড় নিচ্ছিস্‌ যে? কাপড় রাখ্‌।

হিরণ। মাগো, এক বস্ত্রে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লো!

উভয়ে। বেরোও—বেরোও— (প্রহারোদ্যোগ)

হিরণ। আর কেন বাবা—আর কেন—বেরোচ্ছি তো?

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বেলঘোরের পথ

তাড়ি খাইয়া নীচজাতীয়া স্ত্রীগণের প্রবেশ

গীত

তাড়ি পিয়ে হুয়া বদন ভারি।
আঁচোয়া কেইসে সাম্‌হারি॥
দোলে হিলে, পায়ের টলে,
চল্‌নে চাহিয়ে হুঁসিয়ারি॥
ধীরে চল্‌না, কুছ না বোল্‌ না—
না হেল্‌ না, না খেল্‌ না,
একা সেঁইয়া রহে, কহো কেৎনি সহে,
ঘরমে ও রোয়ে ফুকারি॥

প্রস্থান

দুলালচাঁদ, রমানাথ ও কালীঘটকের প্রবেশ

দুলাল। রেমোমামা, বল কি বাবা?

রমা। বাবাজি, তোমার বিরাজী এর দাসীর যুগ্যি নয়। যেমন চেহারা, তেমনি ইয়ার, তবে সম্প্রতি বেরিয়ে এসেছে কি না, তাই একটু লাজুক।

কালী। তাতে বাবু খুব মজবুত আছেন, সে লজ্জা ভেঙে নিতে পার্‌বেন।

দুলাল। বাবা, নেহাৎ প্যানপেনে, ঘ্যানঘেনে তো নয়? নেহাৎ কলাবউয়ের মতন যে ব'সে থাকবে, তাতে আমি নারাজ।

রমা। আরে বাবাজি, আড়ঘোম্‌টা টেনে মুচ্‌কি হাস্‌বে। রূপোগাছির পারির বাড়ীতে আছে, তার ঢং-ঢাংয়েই মাত ক'রে দেবে। আপনাকে যে বল্‌ছি, সেথা চলুন।

কালী। তোমার কি রকম কথা রমানাথবাবু, বাবু পারির বাড়ী উঠ্‌বেন? যে ব্যাটা বা'র করেছে, সে একটা বিষম গোঁয়ার, একটা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাগ্‌।

দুলাল। না না রেমোমামা, ও ফ্যাসাদে কাজ নাই। বৈঠকখানা বাড়ীতেও কাজ নাই, কিশোর ব্যাটা বড় হ্যাঙ্গামা করে। তুমি আমায় বেলঘোরের বাগানে নিয়ে এসো। যদি পছন্দসই হয়, আমি বিরাজী বেটীকে আজই জবাব দেব। বেটীর ভারি নাকনাড়া!

রমা। বাবা, যদি খুসী কর্‌তে পারি, দু'শো টাকা বখ্‌সিস নেব।

দুলাল। কেন বাবা, আমি কি বখ্‌সিস দিতে নারাজ? যত বেটী কালিন্দী এনে হাজির কর্‌বে, এতে বখ্‌সিস দিতে ইচ্ছে করে?

কালী। ম'শায়, এবারে কালীঘটক হাত দিয়েছে, মাল দেখে নেবেন!

দুলাল। আচ্ছা বাবা কেলে ঘটক, তোমার এই ঘটকালীই দেখি। করুণাময়ের দু'টো মেয়ে তোমার উপর ভার দিয়ে তো বেহাত হ'লো।

কালী। আরে ম'শায়, হাসির কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিনু—বল্‌তে ভুলে গিয়েছিনু,—আজ সে জামাই ব্যাটা অক্কা!

দুলাল। কে, সেই বুষকাঠ? মরেছে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আর বল্‌ছি কি।

দুলাল। রেমোমামা, দেখ দেখি ব্যাটার হারামজাদ্‌কি! সেই ব্যাটা মর্‌বি, তবে কেন ব্যাটা আমার মুখের গরাস কেড়ে নিলি?

রমা। বাবাজি, পাজীলোক—পাজীলোক!

কালী। পাজীর পা ঝাড়া!

দুলাল। বলো রেমোমামা, বে'র দিন ব্যাটাকে বোঝাই নি? ব্যাটাকে বল্‌লুম যে, বাবা তোমার শুকুনী মাথায় উড়্‌ছে, ভোগে হবে না, কেন বাবা মাল আট্‌কে রাখ্‌ছো; আমায় আসর ছেড়ে দিয়ে সাফ সরে পড়ো।

কালী। অ্যাঁ, আপ্‌নি এমন ক'রে বোঝালেন, ব্যাটা শুন্‌সে না ?

দুলাল। করুণাময়কেও বোঝালুম, যে, বাবা বৃষকাঠে কেন মল্লিকে ফুলের মালা ঝোলাচ্ছ ? আমার কুঁজটা আর ঠ্যাংটা বাদ দিয়ে বরণ ক'রে নাও, কন্যা সুপাত্রে পড়্‌বে। তা ব্যাটা আমার কথা কাণে কর্‌লে না।

কালী। তেম্‌নি জব্দ—তেম্‌নি জব্দ ! আর একটা মেয়ে গলায় পড়্‌লো।

দুলাল। কিসে ? তার তো সতীন-পোরা রয়েছে ?

কালী। সে তো আরো মজা হয়েছে। তারা তো দিনের মধ্যে দু'শো বার গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিতে আসে।

দুলাল। ওঃ—পাজী দেখেছ—পাজী দেখেছ ! ব্যাটা মর্‌রি যদি মনে ছিলো, তবে কেন এমন সুপাত্রে কন্যা দান কর্‌তে দিলি নি ? তুই ব্যাটা বজ্জাতি ক'রে যদি টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে কর্‌তে সেদিন হাজির না হোস্‌, তা হ'লে কি সেদিন মাল হাতছাড়া হয় ? ব্যাটাকে টাকা কব্‌লেছিলেম, বুঝ্‌লে কেলে ঘটক ?

কালী। বেইমানি—বেইমানি,—আজকের কালই বেইমানি !

দুলাল। ইচ্ছে হচ্ছে, ব্যাটাকে দু'কথা শুনিয়ে দে আসি ;—বলি, কেমন ব্যাটা —বলেছিলুম ? সেই তো ব্যাটা মলি, আমাকেও ফাঁকে ফেল্‌লি, তো ব্যাটারও ভোগে হ'লো না।

কালী। ম'শায়, কয়লা ধুলে কি তার ময়লা যায় ?

দুলাল। যা পাজী বেটা মর্‌গে যা। এখন কেলে ঘটক, তোমার বে'র ঘটকালি বুঝে নিয়েছি, এখন তোমার মেয়েমানুষের দালালিটা দেখি।

কালী। ম'শায়, মাল যাচিয়ে নেবেন।

দুলাল। আচ্ছা দেখা যাক। পাল্কী, বেহারা, সঙ্গে নিয়ে হীরে এখনি আস্‌বে। আজ যদি ফস্‌কায়, দেখ্‌বে মজা, আশায় আশায় ক'দিন ঘোরাচ্ছ।

কালী। ম'শায়, যে ব্যাটা বা'র করেছে, সে ব্যাটা অষ্টপ্রহর আগ্‌লে আছে। আজ পারি বেটী, ব্যাটাকে ঘরে বসিয়ে ঠিক বা'র ক'রে দেবে ;—ঠিক সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে।

দুলাল। আচ্ছা বাবা, তোমাদের কার্‌দানি দেখা যাবে। প্রস্থান

কালী। ওহে, আমরা তো ফ্যাসাদে পড়্‌বো না ?

রমা। আমাদের কিসের ফ্যাসাদ ? বাগানে তুলে দিয়ে স'রে পড়্‌বো। তারপর মোহিত পুলিশ নিয়ে হাজির হবে।

কালী। দেখো ভাই, বখ্‌রায় না ফাঁকি পড়ি।

রমা। মহাভারত! আমি সে মানুষ নই। উপরে ধর্ম্ম আছে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমায় বঞ্চিত কর্‌তে পারি! আচ্ছা মোহিত এত দেরী কচ্ছে কেন? আমি এগিয়ে দেখি।

প্রস্থান

কালী। (স্বগতঃ) ব্যাটা, মোহিতের বাড়ী বাঁধার দালালি আমায় ফাঁকি দিয়েছে, এ টাকাও ফাঁকি দেবে। যদি পুলিশ-কেস হয়, রফা হ'লে মোহিতের হাতে টাকা পড়বে, টাকাটা রমা ব্যাটা গ্যাঁড়া মার্‌বে। আমি ব্যাটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। ব্যাটা পাল্কী সঙ্গে ক'রে বাগানে নিয়ে যাবে, আর আমি রূপচাঁদ মিত্তিরকে গিয়ে খবর দেব। বল্‌বো;—'এই বিপদ, তোমার ছেলেকে ফৌজদারীতে ফেল্‌বার ফিকির করেছে।' হাজার কৃপণ হোক, এ খবর দিলে কিছু আদায় হবে, না হয় রমা ব্যাটা তো জব্দ হবে।

পাল্কীর সহিত হীরের প্রবেশ

রমা। (হীরের প্রতি) তোরা সব, এ পাশ ও পাশ থাক্। বেহারা বেটাদের সঙ্গে নিয়ে যা। ব্যাটারা না ক্যাচ্-ম্যাচ্ ক'রে গোল করে।

১ম বেহারা। বাবু, সোয়াড়ি কৌঁটি?

হীরে। দাঁড়া না ব্যাটা, সেজেগুজে আস্‌বে না? আয়, তোদের তোফা চুরুট দেব, ব'সে খাবি আয়, ততক্ষণ সোয়ারি তোয়ের হোক।

১ম বেহারা। বেলাতি চুরুটো? জাতি যাবে!

২য় বেহারা। আরে ধুঁয়াপত্তর মুড়িকিড়ি খাইবো।

হীরে। হ্যাঁ—এ ব্যাটা ওস্তাদ আছে। আজ তোদের খুব বরাত,—খুব বখ্‌সিস পাবি।

হীরে ও বেহারাগণের প্রস্থান

কালী। কি হে, এখনো দেরী কচ্ছে যে?

রমা। এলো ব'লে,—ওই আস্‌ছে। চলো, আমরা একটু স'রে দাঁড়াই।

উভয়ের প্রস্থান

কিরণ ও মোহিতের প্রবেশ

কিরণ। আমার এই মিনতি, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাবো। আমার ভগ্নীপতি মরা শুনে মা আছাড় খেয়ে পড়েছেন, সমস্ত দিন মুখে জল দেন নাই। আমায় আজ বাড়ী রেখে এসো, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাবো।

মোহিত। তুমি বিশবার এই ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'চ্ছ, আমি বিশবার বল্‌ছি না—না—না। আজ যাবে তো চলো—নইলে তুমি সাফ বাড়ী চলে যাও, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাই।

কিরণ। তুমি রাগ ক'রো না—রাগ ক'রো না। তুমি যেথায় নিয়ে যাবে, আমি সেইখানে যাবো।

মোহিত। যেথায় নিয়ে যাবো কি? তোফা বাগান-বাড়ী। তোমার বাবার চোদ্দপুরুষে এমন বাগান দেখে নাই। আর জড়োয়া গয়নায় তোমায় মুড়ে রাখ্‌বো।

কিরণ। তুমি গাছতলায় নিয়ে গেলে, আমি গাছতলায় থাক্‌বো। আমি পিতলের গয়না খুলে জড়োয়া গয়না পর্‌তে চাই না;—আমি তোমায় চাই, তোমার সেবা কর্‌বো—এই আমার জীবনে ধ্যান জ্ঞান! তুমি পায়ে জায়গা দিলে আমি রাজরাণী হ'তে চাই না।

মোহিত। বেশ কথা, তবে চট্ চলে এসো।

কিরণ। আচ্ছা, তবে তুমি আমার বাবাকে খবর পাঠিয়ে দাও।

মোহিত। আচ্ছা তা দেব—চলো।

কিরণ। আর কতদূর যাবো?

মোহিত। ঐ যে পাল্কী রয়েছে—(অগ্রসর হইয়া) এই ওঠো।

কিরণ। পাল্কীতে দু'জনকে নেবে?

মোহিত। আমি হেঁটে যাচ্ছি, তোমার তা'তে ভাবনা কি?

কিরণ। আমি তবে কার সঙ্গে যাবো? গাড়ী করো, দু'জনে একত্রে যাই।

মোহিত। কেন, পাল্কীতে তোমার ভয় কি? বেহারারা আমার বাড়ী চেনে।

কিরণ। আমি একলা কোথায় গিয়ে উঠ্‌বো?

মোহিত। আরে আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

কিরণ। না না, তুমি গাড়ী করো—দু'জনে যাবো।

মোহিত। পাল্কীতে ব'সো না, চেনা বেহারা, তোমার ভয় কি?

কিরণ। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

মোহিত। কোথায় যাবো—এইখানেই আছি। নাও—নাও, পাল্কীতে ব'সো।

কিরণের পাল্কী মধ্যে উপবেশন

রেমোমামা—

রমানাথের প্রবেশ

রমা। (জনান্তিকে) কি বাবা ?—এইখানেই আছি।

মোহিত। (জনান্তিকে) পাল্কী এনে বড় বুদ্ধির কাজ করেছ। গাড়ী ক'র্‌লে ফ্যাসাদ হ'তো, আমি সঙ্গে না গেলে যেতো না। নাও—নাও, বেহারাদের ডাকো,—পাল্কী বাগানে তোলো। আমি থানায় যাই।

মোহিতের প্রস্থান

কিরণ। (পাল্কী হইতে বাহির হইয়া) ও কি! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

কালীঘটক, হীরে ও বেহারাগণের প্রবেশ

রমা। ভয় কি মা! আমি যে তোমার শ্বশুর। লক্ষ্মী মা, পাল্কীতে ওঠ।

কিরণ। কে তুমি ? আমার স্বামী কোথা যাচ্ছে ?

কালী। ওই যে রয়েছে। আমায় তুমি চেন না মা ? আমি কালী ঘটক, তোমার বে'র সম্বন্ধ করেছিলুম।

কিরণ। এ কি, তোমরা হেথায় কেন ?

রমা। আজ তুমি ঘরের বউ যাবে, আমরা সব খাওয়া-দাওয়া কর্‌বো, তোমার শাশুড়ী পথ চেয়ে রয়েছেন।

কিরণ। আমার স্বামীকে ডাকো, নইলে আমি যাবো না।

রমা। ছিঃ মা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোল করে ? উঠে ব'সো, ও ছেলেমানুষ, পাল্কীর সঙ্গে দৌড়তে পার্‌বে কেন ?

কিরণ। না, আমি কখনো উঠ্‌বো না, আমার স্বামীর সঙ্গে নইলে আমি কখনো যাবো না,—আমি বাড়ী চল্লুম।

মোহিতের পুনঃ প্রবেশ

মোহিত। তবে রে বেটী! আমি তোমার পাল্কীর সঙ্গে দৌড়ুই, আর আমাদের মতলব মাটী হোক। উঠ্‌বি তো ওঠ্, রেমোমামার সঙ্গে চলে যা।

কিরণ। তুমি না সঙ্গে গেলে আমি যাবো না।

মোহিত। বটে, ন্যাকামো! ভাল চাস্ তো চুপি চুপি পাল্কীতে ওঠ্—নইলে তোর মুখ দেখ্‌বো না।

করণ। না—না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সঙ্গে এসো।

মোহিত। ওঃ, রস দেখো না! তোমার সঙ্গে গিয়ে কপোত-কপোতীর মত মুখে মুখ দিয়ে থাক্‌বো,—তাই তোমায় বা'র ক'রে এনেছি—নয় ? নাও—পাল্কীতে ওঠো।

কিরণ। না—না, তুমি না গেলে যাব না।

মোহিত। ওঃ, অত ইয়ারুকিতে আর কাজ নেই প্রাণ! মনে করেছ বুঝি ঘর-ঘরকন্না কর্‌বে, আমার গিন্নী হবে? তা মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না।

রমা। (জনান্তিকে) আঃ, চুপ করো—চুপ করো।

মোহিত। চুপ কি?—আমার স্পষ্ট কথা। বেটী ফাঁদে পড়েছে, আর যাবে কোথায়? পাল্কীতে উঠ্‌বি তো ওঠ্।

কিরণ। কি—কি, তুমি কি বল্‌ছো; বল—বল, আমায় কেন এনেছ? আমায় কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছ?

রমা। মা, চেঁচামেচি ক'রো না, লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে? মোহিতটে পাগল,—তুমি কথা না রাখ্‌লে, ও লোক ডেকে স্বচ্ছন্দে বল্‌বে যে, তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ। তোমার দেশে-দশে কলঙ্ক হবে। চুপি চুপি পাল্কীতে ওঠো, আমি সঙ্গে আছি, ভয় কি?

কিরণ। বলো—বলো, কি বল্‌ছিলে বলো? আমায় নিয়ে ঘর কর্‌বে না তো, তবে আমায় কেন নিয়ে এলে?

মোহিত। কেন নিয়ে এলুম—শুন্‌বে?

রমা। (জনান্তিকে) আরে চুপ করো—চুপ করো।

মোহিত। চুপ করো কি, কিসের ভয়? একটা মেয়েমানুষকে ভয় কর্‌তে হবে? Damn it! তবে শোনো, টাকার দরকার। দুলো ব্যাটার কাছ থেকে টাকা আদায় কর্‌তে হবে। তুমি বেশ্যা—নূতন বেরিয়ে এসেছ, এই ব'লে দুলালবাবুকে রেমোমামা আর কালী ঘটক বুঝিয়েছে। এদিকে এরা তোমায় বাগানে তুল্‌বে, আমি থানায় খবর দেব যে, আমার মাগ জোর ক'রে বাগানে নিয়ে তুলেছে। তা হ'লেই টাকা ছাড়্‌তে পথ পাবে না। বুঝ্‌লে! সাত চাল চেলে তবে বড়ে টিপেছি।

কিরণ। কি, কি বল্লে? বল—মিথ্যা কথা বলেছ! যদি সত্য হয়, তবু বলো—মিথ্যা কথা বলেছ! আমার হৃদয়েশ্বর—ইষ্টদেবতা—পদাঘাতে ভেঙে দিয়ো না। বলো—মিথ্যা কথা বলেছ—তোমার প্রতি আমার ঘৃণা না হয়; যেমন তোমার ধ্যানে ছিলুম, সেই ধ্যানে যেন থাক্‌তে পারি; বলো—বলো—মিথ্যা কথা বলেছ!

মোহিত। বাহবা—বাহবা! বেড়ে লেক্‌চার ঝাড়চো বিধুমুখী!

কিরণ। বলো—বলো, তোমার পায়ে পড়ি বলো—তোমার প্রতি

আমার ঘৃণা হচ্ছে। তুমি মিছে ক'রে বলো—তুমি মিথ্যা বলেছ।

হীরে। রমাবাবু, তোমরা মেয়ে "বা'র" কর্‌তে জান নি। আমাদের গাঁয়ের জমীদার হ'তো তো এতক্ষণ মুখে কাপড় বেঁধে তুলে নিয়ে যেতো। নাও, মুখে কাপড় বেঁধে পাল্কীতে তোলো। বেহারাদের যে জোনাজুতি দশ দশ টাকা দিয়েছ, কি কত্তে? জোরজরাবতি না কর্‌লে এ কাজ হয়?

মোহিত। সাবাস্ বেটা হীরে! নাও বেয়োমামা, তোলো, কালীঘটক ধরো।

সভয়ে বেহারাগণের একে একে প্রস্থান

কালী। এসো রমানাথ! (জনান্তিকে) ভয় কি, ওর স্বামী জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের ভয় কি! (প্রকাশ্যে) নাও, ধরো; হীরে, মুখে কাপড় বাঁধ।

কিরণ। খবরদার, আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না।

হীরে। দাঁড়াও, আমি কাপড় বাঁধ ছি।

কিরণের মুখে কাপড় বাঁধিতে অগ্রসর হওন

কিরণ। (ইতস্ততঃ দৌড়াইয়া) কে আছ, রক্ষা করো—রক্ষা করো?

হীরে কর্ত্তৃক কিরণের মুখে কাপড় বন্ধন ও সকলের আকর্ষণ

রমা। কই, বেহারারা কোথায় গেল? বেহারা—বেহারা—

কিরণ। (বলপূর্ব্বক মুখ হইতে বন্ধন-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া) রক্ষা করো—রক্ষা করো।

কিশোর ও বন্ধুগণের সহিত বেহারাগণের বেগে প্রবেশ

সকলে। ভয় নাই—ভয় নাই।

কিশোর। ধরো—ধরো, সব বেটাকে বেঁধে ফেলো।

বন্ধুগণের সকলকে বন্ধন করণ

মোহিত। কি কিশোর বাবু, আমার স্ত্রী আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমার তাতে কি?

কিশোর। এ কি, মোহিতবাবু?

মোহিত। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, তবে কে? যাও, চ'লে যাও, পথ দেখ!

কিশোর। এ কি ব্যাপার?

কিরণ। কিশোরবাবু—কিশোরবাবু, আমায় রক্ষা করুন। আমার স্বামী, ঘর কর্‌বো ব'লে আমায় বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন। এঁরা জোর ক'রে আমায় দুলাল বাবুর বাগানে নিয়ে যাচ্ছেন।

মোহিত। কি, মিথ্যাকথা!

কিশোর। কি মিথ্যাকথা—মোহিতবাবু?

মোহিত। আমি আমার স্ত্রী বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

কিশোর। বুঝেছি, বেলঘোরের দিকে! মোহিতবাবু, আপনাকে যে'জানোয়ার বল্লে, জানোয়ারকে গালাগাল দেওয়া হয়। আপনার স্ত্রীকে অপরকে দেবার জন্যে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন? অপরকে দেবার জন্যে জোর করে পাল্কীতে তুল্‌ছেন? এ কথা লোককে বল্‌তে গেলে, লোকের কাছে মিথ্যা-বাদী হ'তে হয়! কায়স্থ-ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে আপনার এই আচার! অভিধানে আপনার বিশেষণ নাই!

মোহিত। কি—কি হয়েছে? আমার পরিবার নিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাদের নামে নালিস কর্‌বো।

কিশোর। নালিস দেখাতুম, যদি তুমি এই সাধ্বীর স্বামী না হ'তে! এই নরাধম ব্যাটাদেরও আমি বুঝে নিতুম। কি বল্‌বো, তোমায় দণ্ড দিলে, তোমার সাধ্বী স্ত্রী ব্যথা পাবে।

কালী। বাবা, আমি এর ভেতর নেই বাবা!

১ম বন্ধু। তবে রে পাজীব্যাটা ঘটকা! (প্রহার)

কালী। দোহাই বাবা—দোহাই! কিলের চোটে কাপড় খারাপ হবে বাবা! আমি কিছু জানি নে, এই রমানাথ এ সব ক'রেছে।

রমা। না বাবা, তোমায় সব কথা ভেঙে বল্‌ছিঁ বাবা! আমায় মেরো না বাবা! কিশোরবাবু, তোমায় সব কথা ভেঙে বল্‌ছি বাবা! তার পর যা করতে হয় করো।

কিশোর। কি বল্‌ছো?

রমা। বাবা, তোমাদের কিলের বহর দেখে, আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে বাবা, ছেড়ে দিতে বলো বাবা, আমি সব কথা ভেঙে বল্‌ছি।

কিশোর। আচ্ছা বলো, ছাড় তো হে!

রমা। এই মোহিত—এই মোহিত— (বেগে পলায়ন)

দ্বিতীয় বন্ধুর পশ্চাৎ ধাবন

কিশোর। যত্ন ফেরো ফেরো,—ও পালাগ্। আমার বৈঠক্‌খানা থেকে কাল ঘড়ি নিয়ে বাঁধা দিয়েছে। ঘড়ির জন্যে একটা লোককে মেয়াদ খাটাবো, এই জন্যে আমি কিছু বলি নাই। আমি সেই চার্জ্জ দিয়ে ব্যাটাকে পুলিসে

দেব। মোহিত, তোমার স্ত্রীর পুণ্যে বেঁচে গেলে। যাও, আর তিল মাত্র যদি দাঁড়িয়ে থাকো, চাবুকে তোমায় লাল ক'রে দেব।

মোহিত। Damn it! বেটী সব মাটী কর্‌লে। 		মোহিতের প্রস্থান

কালী। আমায় ছেড়ে দাও বাবা—আমায় ছেড়ে দাও!

কিশোর। তুমি ঘটক, কুলাচার্য্য! তুমি হিতাহিত জ্ঞানরহিত! সামান্য বেহারারা যে'টা গর্হিত কাজ বুঝেছে, তুমি সেই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছ। তুমি ক'লকাতায় আর স্থান পাবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো। আজ এই সাধ্বীর কল্যাণে বেঁচে গেলে।

৪র্থ বন্ধু। দূর হ' বেটা পাজী। (চপেটাঘাত)

কালী। বাপ! 		কালীঘটকের বেগে প্রস্থান

হীরে। আমি মুনিবের চাকর, মুনিবের হুকুমে পাল্কী এনেছি।

কিশোর। দাও হে ব্যাটাকে ছেড়ে দাও। তোমার মুনিবকে ব'লো যে, এ সব কাজ ভাল নয়।

হীরে। তাঁর অপরাধ নাই ম'শায়। তিনি ভদ্রলোকের মেয়ের উপর নজর করেন না ম'শায়। ওই রমানাথ বাবু আর ঘটক ম'শায় তাঁকে বলেছেন, সোনাগাছির মেয়েমানুষ নূতন বেরিয়ে এসেছে, তার বাঁধা মানুষের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নে যাবে।

কিশোর। যা দূর হ। 		হীরের প্রস্থান

(কিরণের প্রতি) কিরণ দিদি, তুমি পাল্কীতে ওঠ! ভয় নাই, আমরা সঙ্গে যাচ্ছি। যদু, আমাদের সমিতির আজ Picnic না থাক্‌লে তো সর্ব্বনাশ করেছিল। (বেহারাগণের প্রতি) বেহারা, নে তোরা পাল্কী তোল। তোরা যে কাজ আজ করেছিস্, তা'তে ভগবান তোদের উপর প্রসন্ন। পৌঁছে দে, আমি তোদের সকলকে খুসী কর্‌বো। (বন্ধুগণের প্রতি) চলো, আমরা পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাবো। ভগবান, আজ আমাদের দ্বারায় একটা কার্য্য সাধন কল্লেন। বোধ করি, আমরা যে সব কার্য্যে ব্রতী, তাতে তিনি সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন।

২য় বন্ধু। অবশ্য কর্‌বেন। আমার খুব ভরসা, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতিকে তিনি উচ্চ কার্য্যের ভার দেবেন। আমাদের প্রার্থনা বিফল হবে না।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দুলালচাঁদের বৈঠকখানা বাটীর সম্মুখস্থ পথ

রূপচাঁদ মিত্র, গোয়ালা, শালওয়ালা, মুদি ও সন্দেশওয়ালা

রূপ। বাপু, তোমরা সব করুণাময়ের বাড়ীখানি দেখ্‌ছো, তাই সব চুপ ক'রে আছ—না? তা থাকো, আর মাসখানেক চুপ ক'রে। আমার কাছে দু'বার বাঁধা আছে;—সেকেণ্ড মর্টগেজ হ'য়ে গেছে। আমি বয়বাদ জারি করেছি। ছ'মাস সময় আদালত দিয়েছিল, তার পাঁচমাস হ'য়ে গেছে, একমাস বাকী। একমাস বাদে বাড়ী দখল কর্‌বো। তার পর ও insolvent নিগ্, আর তোমরা সব হাতচিঠি ধুয়ে খাও।

গোয়ালা। তাই তো বাবু ম'শায়, সেই প্রথম বে'র ক্ষীর দইয়ের টাকা আজও চুকিয়ে পাই নি।

রূপ। সব হিসাবই তো দেখ্‌লুম, কে চুকিয়ে পেয়েছে? তোমার সন্দেশের টাকা বাকী, তোমার ঘি-ময়দার টাকা বাকী, তোমার তক্তের কাপড়ের টাকা বাকী,—সবারই তো বাকী দেখ্‌ছি। ডাক্তারখানার বিল তো শুন্‌তে পাই, পোকায় কাট্‌ছে। (শালওয়ালার প্রতি) তবে তুমি তোমার শালের টাকাটা, খুব বাগিয়ে কিস্তিবন্দী ক'রে নিয়েছ।

শাল। আর বাবু, তিন কিস্তি কিছু পাই না।

সকলে। বাবু ম'শায়, তবে উপায় কি করি?

রূপ। খরচা জমা দাও, দিয়ে ডিগ্রি ক'রে রাখো, যদি কিছু আদায় কর্‌তে পারো।

মুদী। আর বাবু, দোকান ক'রে অবধি কখনো কারো নামে নালিস করি নি, আদালত কোন্ মুখো জানি নি। আদালত-ঘর কর্‌বো, না—কারবার দেখ্‌বো?

সকলে। আজ্ঞে কর্ত্তাম'শায়, আমরা কি আদালত-ঘর কর্‌তে পারি?

রূপ। আহা তোরা গরীব লোক, বড় ফ্যাসাদেই পড়োছস্। তা যা, কাল সব

খেয়েদেয়ে আদালতে যাস্ ;—আমার মোক্তারকে ব'লে দেব, সে তোদের সব ক'রেকম্মে দেবে।

সকলে। আজ্ঞে হুজুর, কাল সব আপনার বাড়ী গিয়ে হাজির হবো।

রূপ। না না, গরীব লোক, কেন কাজ ক্ষতি ক'রে অত দূর যাবি? আমি দুলালবাবুর বৈঠক্‌খানা মেরামত কর্‌তে তো এ পাড়ায় হামেসা আস্‌ছি। এখন যা, কাল সব ছোট আদালতে যাস্। আমি মোক্তারকে ব'লে সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বো। সব হাতচিঠি নিয়ে যাস্।

মুদী। আমরা তো মোক্তার বাবুকে চিনি নি?

রূপ। তোরা আদালতে গেলেই হবে। ওর হ্যাণ্ডনোটের চার পাঁচ খানা ডিক্রী সে ক'রে দিয়েছে। আমার নিধিরাম সরকার আদালতেই থাক্‌বে, তোরা গেলেই সে সব ঠিক ক'রে দেবে। নিধিরামকে চিনিস্ তো?

গোয়ালা। আজ্ঞা হাঁ, তা চিনি। তিনি রাজমজুর খাটাতে রোজই এ পাড়ায় আসেন।

রূপ। তবে আর কি, কাল সব যাস্।

সকলে। যে আজ্ঞে হুজুর, আপনি গরীবের মা-বাপ!

শালওয়ালা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রূপ। কি হে তুমি ওয়ারিন বা'র করেছ?

শাল। আজ্ঞে হাঁ হুজুর! বেলিফ ওই মুদীর দোকানে বৈঠে আছে।

রূপ। আচ্ছা তুমি হুঁসিয়ার থাকো। আমায় যেন তুমি চেনো না—খবরদার!

শাল। হুজুর, ক্'বার হুকুম কর্‌বেন? আমি এক কথায় বুঝিয়ে নিয়েছে।

রূপচাঁদের প্রস্থান

বেলিফের প্রবেশ

বেলিফ। আমি কেতক্ষণ বসিয়া থাক্‌বে? আদালত যাইবে না?

শাল। সাব, থোড়া সবুর, আবি আতা।

বেলিফ। কাহে তোম্ ওস্‌কো আফিস্‌মে পাক্‌ড়া দেতা নেই?

শাল। সাব, কুছ মতলব হ্যায়। আর দুঠো রোপেয়া দেতা হ্যায়, লিজিয়ে। (মুদ্রা প্রদান) ঐ আতা হায়—ঐ আতা হায়। আপ থোড়া উধার যাইয়ে—আপ থোড়া উধার যাইয়ে।

বেলিফের অন্তরালে গমন

অফিসের বেশে করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। উঃ বেলা হয়ে গেল। সাহেব ব্যাটা ফের আজ আবার মাইনে কাট্‌তে চাবে না কি কর্‌বে কে জানে। পাওনাদার শুন্‌বে কেন? হাতে-পায়ে ধ'রে ক'দিন চলে? যাক্, হাতে-পায়ে ধ'রে তো এ মাসটা থামিয়েছি, দেখি বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে, যদি কিছু টাকা পাই, যতদূর হয়, কিস্তীগুলো সাম্‌লাবো। নাতোয়ানের দুনো মালগুজুরি! আমায় নাতোয়ান দেখে সবাই আধা দরে বাড়ী কিন্‌তে চায়। দর না হ'লে তো মর্টগেজের টাকাই শোধ যাবে না। ফিরে মাসে না দিতে পারি, জেলে যাবো, আর কি কর্‌বো?

শাল। বাবু, আমার কিস্তি তো পেলেম না। হামরা গরীব লোক, কেমন ক'রে চলে?

করুণা। জণ্ডি সিং, দিনকতক সবুর করো। আমি বাড়ী বেচ্ছি, সব ঠিক হয়েছে, আমি সকলের দেনা শোধ দেবো।

শাল। হুঁ্যা হুঁ্যা, বাড়ী বেচে বাবু ইনসল্‌ভেণ্ট যাবে। সাব—সাব! এই করুণাময়বাবু। (হস্ত ধারণ)

বেলিফের প্রবেশ

করুণা। ধ'রো না—আমি পালাবো কোথায়?

বেলিফ। না—না, ভদ্র আদ্‌মি। বাবু আপনার নামে এই Attachment দেখো। আমি গভর্ণমেণ্টের নকর, কি কর্‌বে—আপনাকে আদালতে যাইতে হইবে।

করুণা। চাকরীটুকু ছিল, এবার বুঝি তাও গেল। ওঃ ভগবান! কত দুঃখ দেবে—কত সয়! পরমেশ্বর—পরমেশ্বর! অনাহারে সপরিবারে মার্‌বে? নুতন সাহেবের যে বিষদৃষ্টিতে পড়েছি, এ কথা শুন্‌লে আজই জবাব। কি হ'লো—কি হ'লো!

শাল। সাহেব নিয়ে চলো।

বেলিফ। একঠো গাড়ী আনো। বাবু কি হাঁটিয়া যাইবে?

রূপচাঁদ মিত্রের প্রবেশ

করুণা। ভগবান—ভগবান! কি কর্‌লে—কি হ'লো।

রূপ। কি—কি, ব্যাপার কি?

শাল। বাবু, হামি গরীব লোক! হামার টাকা তিন কিস্তি পড়েছে। গরম কাপড়, শাল সব নিয়েছেন; হামি গরীব মানুষ, টাকা পেলুম না। দশ টাকা কিস্তি, তাও দেন না, হামি কি করবো!

রূপ। তোমার কত টাকা পাওনা?

শাল। খরচা সমেত দেড়শো রোপেয়া।

রূপ। আচ্ছা এই নাও, বাবুকে ছেড়ে দাও। (নোট প্রদান)

শাল! বাবু হামি গরীব লোক, হামার টাকা পেলেই হ'লো—হামার টাকা পেলেই হ'লো!

রূপ। এখন টাকা পেয়েছ তো, স'রে যাও।

শাল। সেলাম বাবু—সেলাম!

বেলিফ। বাবু কিছু মনে করবেন না, Duty bound.

বেলিফ ও শালওয়ালার প্রস্থান

নলিনের পশ্চাতে পানওয়ালার বেগে প্রবেশ

পানওয়ালা। (নলিনকে ধরিয়া) তবে রে শালা, রোজ সিগ্রেট চুরি ক'রে পালাও? পাহারাওলা—পাহারাওলা! (প্রহার)

নলিন। ও বাবা—গেলুম গো—গেলুম গো!

করুণাময়কে জড়াইয়া ধরণ

রূপ। থাম—থাম, কি হয়েছে—কি হয়েছে!

পান। বাবু, রোজ রোজ কোকেন লিয়ে, সিগ্রেটের বাক্স লিয়ে এই ছোঁড়া পালায়।

করুণা। নলিন, এতদূর শিখেছ? তা তোমার অপরাধ নাই। তুমি স্কুল যেতে, স্কুল না যেতে পেলে কাঁদতে; স্কুলের মাইনের জন্য পায়ে ধ'রে কেঁদেছ। আমি বাপ মাইনে না দিতে পেরে স্কুল ছাড়িয়ে তোমায় বাড়ী বসিয়ে রেখেছি। তোমার কোন অপরাধ নাই।

রূপ। এই নে; একটা টাকা নে, যা—চলে যা! (টাকা প্রদান)

পান। বাবু গরীব মানুষ—গরীব মানুষ।

রূপ। নে নে,—যা!

পানওয়ালার প্রস্থান

(নলিনের প্রতি) ছিঃ! তুমি সিগারেট চুরি ক'রে খাও।

করুণা। ম'শায়, ওকে কিছু বল্‌বেন না, ওর কোন অপরাধ নাই। ভাত না তোয়ের হ'লে ও না খেয়ে স্কুলে যেতো, রাত্রে ব'সে পড়্‌তো, জোর ক'রে শুতে পাঠাতুম। ফি বার ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে। আমি ওকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়ী বসিয়ে রেখেছি। বংশরক্ষা কর্‌তে বিবাহ করেছিলেম, বংশরক্ষা হয়েছে, সব রক্ষা হয়েছে, এখন মৃত্যু ভিন্ন আমার আর কোন উপায় নাই। ম'শায়, বোধ হয় আপনার নামই রূপচাঁদবাবু। লোকে আপনার কুৎসা করে, আপনাকে কৃপণ বলে, লোকের সর্ব্বনাশ করেন বলে—শুনেছিলুম—আমার বড় জামা'য়ের বাড়ী ফাঁকি দিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আপনার ব্যবহার তো সম্পূর্ণ বিপরীত দেখ্‌ছি।

রূপ। যাক—যাক, লোকের কথা ছেড়ে দেন। এখন আপনি আফিস যান।

করুণা। ম'শায়, আজ আর আফিস কোথায় যাবো! যেতে আমার পা উঠ্‌ছে না, মাথা ঘুর্‌চে। আমার আর কোনো দিকে নিস্তার নাই।

রূপ। (রুদ্যমান নলিনকে) যাও, ছোক্‌রা বাড়ী যাও।

নলিনের প্রস্থান

করুণাময়বাবু, আপনার বিষয় আমি কতক শুনেছি। আপনি বাড়ী বেচ্‌বেন—দালালের মুখে শুন্‌লুম। সে-ই কতক কতক আপনার কথা আমায় বল্লে। তাই ভেবেছিলুম, আপনি আফিস হ'তে এলে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে একটা সৎযুক্তি কর্‌বো। শুন্‌ছি নাকি, আপনার বাড়ীর দর হচ্ছে না?

করুণা। আজ্ঞে ম'শায়, নাতোয়ান দেখে সকলেই মনে কচ্ছে, দু'দিন পরে নিলেমে চড়্‌বে,—আধা দরে বাড়ীখানা ডেকে নেবে।

রূপ। হুঁ! আমি থাক্‌তে তাঁদের সে বাসনা পূর্ণ হবে না। যার কাছে বাড়ী মর্টগেজ আছে, আমার ঠেঙে টাকা নিয়ে, তার টাকা ফেলে দেন; আমি সামান্য সুদেই রাখ্‌বো। আর আপনার পাওনাদারদের লিষ্টি করুন, আমি সকলকে ডাকিয়ে কিস্তিবন্দী ক'রে দিচ্ছি। কিছু কিছু ক'রে মাইনে থেকে শোধ দেবেন;—অনাটন হয় আমি দিয়ে দেব। তারপর আপনার ইচ্ছে হয়, বাড়ী ছেড়ে দেবেন। যা ন্যায্য দর হবে, তার উপর পাঁচশো টাকা আমি আপনাকে দেবো, স্বীকার পেলেম। আপনি ছাপোষা লোক, বড় জড়িয়ে পড়েছেন দেখ্‌ছি!

করুণা। ম'শায়, আপনি কি দেবতা? এ অকূলে কি ভগবান কূল দেবার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছেন? আমি কি বল্‌বো?—কি ব'লে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বো? আপনি কাঙালের বন্ধু, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

রূপ। যান—যান, আফিস যান। আফিসের ফেরতা আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

করুণা। নমস্কার ম'শায়!

রূপ। নমস্কার।

করুণাময়ের প্রস্থান

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। বাবা, কি হ'লো বাবা? বাগিয়েছ তো বাবা?

রূপ। নে—নে, চুপ কর, রাস্তাতে চ্যাঁচাতে লাগ্‌লো।

দুলাল। বাবা, আশা দাও বাবা! নইলে জ্বলে মরি! এই ছোট মেয়েটা যদি বাগাতে পারো, তুমি বাপের মত বাপ বটে বাবা! বড় মেয়েটা বেহাত হয়েছে—বেশ হয়েছে! মেজো মেয়েটা বেহাত হয়েছে—বেশ হয়েছে! আমি খুব খুসী আছি বাবা! ছোট্‌টা পরীজান বাবা! মেয়েদের স্কুলের গাড়ী থেকে নাব্‌তে দেখেছি বাবা,—ওমনি তর্‌ হয়ে গিছি! বল্‌বো কি বাবা, রঙের জেল্লায় মেমের রংকে ঝক্‌ দিয়েছে। বাবা, চেহারা যেন ছবি, ছবি কি বাবা, ছবির বাবার বাবা! চাউনিতে ম'রে আছি বাবা—চাউনিতে ম'রে আছি! বাবা আশা দাও বাবা—দম ফেটে যাই!

রূপ। আরে তবু রাস্তায় চেঁচামেচি কর্‌তে লাগ্‌লো?

দুলাল। দম ফেটে যাই বাবা, প্রাণের দায়ে চেঁচাচ্ছি বাবা! এদিকে করুণা ব্যাটা খেতে পায় না, কিন্তু মেয়েগুলো এমন ফিট্‌ কি ক'রে হয়? বাগাতে পেরেছ তো বাবা?

রূপ। আরে হ্যাঁ, আজ রাত্রে বাড়ী-ঘর-দোর সব লিখে নেব।

দুলা। বাবা, ও বেখাপ্পা লোক, ওকে মোচড় দিয়ে বাগাতে পার্‌বে না বাবা। আমি ওকে চিনে নিয়েছি, যত মোচড় দেবে, তত বেঁক্‌বে। জামা'য়ের হাতে হাতকড়ি দিয়ে পুলিসে নিয়ে হাজির কর্‌লুম, নগদ টাকা ঝাড়্‌তে চাইলুম, তাতে আরও বেঁক্‌লো বাবা! তোমায় যা বলেছি, গায়ে হাত

বুলিয়ে কাজ নিতে পার তো হবে, নইলে বাবা মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে, তবু বাবা আমায় দেবে না।

রূপ। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোর চেয়ে আমি মানুষ চিনি, বুঝ্লি ?

দুলাল। চেন আর না চেন, বাগানো চাই বাবা। নইলে তোমার কুঁজো ছেলে —বংশের দুলাল—হারালে! এদিকে তুমি এত মজপুত, তবে, বেপ্যাটেন ছেলে হ'লো কেন বাবা ? কোস্‌বীতে যে নাক সেট্‌কায় বাবা!

রূপ। নে চল—চল, বাড়ী চল।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বান্ধবসমিতির গৃহ

সভ্যগণ

১ম সভ্য। ওহে আজ কিশোর এখনো এলো না কেন ?

২য় সভ্য। হয় তো কোথায় কোন গরীবের শক্ত ব্যায়রাম হয়েছে, তারে nurse কচ্ছে, নয় কোন বেকার-ফ্যামিলির খোরাকির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে, নয় তো কে বিপদে পড়েছে, তার উদ্ধারের চেষ্টা পাচ্ছে,—এম্‌নি কোন একটা কাজে আছে নিশ্চয়।

১ম সভ্য। বোধ হয়, হঠাৎ কোন কাজে পড়ে গিয়েছে, নইলে সে খবর পাঠাতো।

৩য় সভ্য। ভাই বড়মানুষের ছেলে যে এমন হয়, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না। সৃষ্টির লোকের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছে, রাত্রে অনাথ-স্কুলে পড়াচ্ছে, যেখানে হাহাকার—সেইখানে কিশোর, অন্ন নাই—সেইখানে কিশোর, ওষুদ নাই—সেইখানে কিশোর!

২য় সভ্য। এবারে যে Educationএর উপর বইখানা লিখ্‌ছে, দেখেছ ? চমৎকার!—এমন practical suggestion আমি কারো দেখি নাই। রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলারসিপ পাওয়া ওরই সার্থক।

১ম সভ্য। বোধ হয়, ও বিষয় পেলে, সব সদ্ব্যয় কর্‌বে! Sacrifice আর কিশোর—এক কথা।

৩য় সভ্য। কখনো রাগ্‌তে দেখ্‌লুম না।

২য় সভ্য। কিন্তু রমা ব্যাটার উপর ভারি চটেছে।

১ম সভ্য। বল কি, ব্যাটার নাম কর্‌লে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে। সেদিন অনাথ ছেলেদের Picnic কর্‌তে নে গিয়ে, তাদের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে, আমরা যদি না হেঁটে আস্‌তেম, রমা বেটা কি সর্ব্বনাশ কর্‌তো বল দেখি?

২য় সভ্য। শুন্‌চি নাকি ব্যাটার নামে দু'খানা Criminal warrant বার করেছে?

১ম সভ্য। আমি মণি মুদিনীকে দিয়ে একখানা বা'র করেছি। করেছে কি জানো?—পেতলের গয়না রেখে টাকা নিয়ে গেছে।

কিশোরের প্রবেশ

২য় সভ্য। বাঃ বেশ! তীর্থের কাকের মত তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি।

কিশোর। ভাই বড় বিপদে পড়েছিলুম, ভগবান রক্ষা করেছেন।

২য় সভ্য। কিহে কি, ব্যাপারটা কি?

কিশোর। আমার বোনটী আফিং খেয়েছিল।

১ম সভ্য। কি—কি—কেন?

কিশোর। সে কথা কি বল্‌বো বল? বাবা তো যতদূর দিতে হয়, দিয়ে বিবাহ দিলেন। তার শ্বশুর-শাশুড়ীর কিছুতেই মন উঠ্‌লো না। আট্‌কে রেখেছিল, পাঠায় নাই, তারপর আবার তাদের মনোমত ক'রে গহনাপাতি দিয়ে, পায়ে-হাতে ধ'রে, ভগ্নীকে বাড়ী নিয়ে এলুম জানো? তত্ত্ব-তাবাস যেমন ক'রে করো, কিছুতেই মন ওঠে না। বাবা সেদিন একটা হাজার টাকার দামের পিয়ানো, পাঁচশো টাকার একখানা বাইসাইকেল্ তত্ত্বর সঙ্গে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের মন পাওয়া গেল না। কাল শীতরীর তত্ত্ব গিয়েছিল। বাবা শাল কাশ্মীর থেকে আনিয়েছিলেন; র‍্যাঙ্কিণের ওখান থেকে ভাল ভাল চারস্যুট পোষাক, ক' ডজন সার্ট, আর সামগ্রী-পত্র উনকুটি-চৌষট্টি দিয়ে পাঠান গেল, সব ফিরিয়ে দিলে—মনে ধর্‌লো না।

১ম সভ্য। কি ত্রুটি হ'লো শুনি?

কিশোর। একখানা মটরকার পাঠান হয় নাই। ভগ্নীকে তো উঠ্‌তে বস্‌তে খোঁটা, চক্ষের জল ফেলে তো তার দিন যায়। কাল তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়ে

কিছু বাড়াবাড়ি ; পাড়ার লোক ডেকে বাবাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার। সে নির্ব্বোধ,—এই অভিমানে সে আফিং খেয়েছে।

২য় বন্ধু। তা বেঁচেছে তো ?

কিশোর। হ্যাঁ ভাই,—ঈশ্বরের কৃপা ! বাড়ী এনে মাকে যে দেখাতে পেরেছি, এইতে আমি ঈশ্বরকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিই।

৩য় বন্ধু। আহা বড় যন্ত্রণাতেই আফিং খেয়েছে !

১ম বন্ধু। কি দেশের অবস্থা হ'ল ! এ এমন একটা নয়, গঞ্জনায় অনেক বালিকা আফিং খেয়ে মরে !

কিশোর। এর উপায় কি ? আমি ভাই সংকল্প করেছিলুম, বিবাহ কর্‌বো না ;—বিবাহ ক'রে সংসারী হ'লে, পাঁচজনের উপকার করা যায় না। এখন আমি দেখ্‌ছি, আমাদের সমিতির সকলেরই duty—বিবাহ করা। যার কন্যাদায়,—হয় উপযুক্ত পাত্র কোন রকমে জোটানো, নয় আমাদের ভিতর যার বিবাহ হয় নাই, তার সেই কন্যা বিবাহ করা উচিত ;—কুরূপা হোক, সুরূপা হোক—যা হোক। আমি বাবাকে বল্‌বো, বিবাহ কর্‌বো।

২য় বন্ধু। আচ্ছা ভাই, ঘরে ঘরে তো এই বিপদ। এ বিপদ শুধু কায়স্থের ঘরে নয়, বামুনদেরও এ ঢেউ লেগেছে। বামুনদেরও এখন শুধু পণ নয়, কুল-মর্য্যাদা নয়, সোণা ওজন করা সুরু হয়েছে। ধরো তো এ একরকম সংক্রামক রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সকল জেতেই সেঁধিয়েছে।

১ম বন্ধু। কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, তাঁদের জেতের মধ্যে বেশ একটা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেন হয় না, কে জানে ?

২য় বন্ধু। তাই তো বল্‌ছি—ঘরে ঘরে মেয়ে নিয়ে এই বিপদ, কিন্তু ছেলের বে'র বেলায় তো কেউ বোঝে না ?

কিশোর। ভাই, যদি সমাজের উপকারে আমার উপকার—এ কথা আমরা বুঝ্‌তেম—তা হ'লে আমাদের জেতের এত অধঃপতন হ'তো না। আমরা অল্প-দৃষ্টি—স্বার্থপর—এইতে আমরা জগতে এত ঘৃণিত !

১ম বন্ধু। আর মস্ত এক কুসংস্কার যে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থকে, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থের বাড়ীতেই বিবাহ দিতে হবে। এতেও পাত্রের অনেকটা অভাব হয়েছে। আমাদের ভিতরে উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র,—যে চারিটী কায়স্থসমাজ আছে, তাদের ভিতর যদি আদান-প্রদান হয়, তা হ'লে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হ'তে পারে।

২য় বন্ধু। হ্যাঁ—physicallyও সন্তান ভাল হয়, fresh blood infused হয়। কিন্তু আমাদের দেশের wise acreরা কি তা কর্‌বেন? কেবল মুড়ুলি কর্‌বেন,—ধর্ম্ম নষ্ট হবে, মর্য্যাদা নষ্ট হবে, জাত যাবে;—যে এ কাজ কর্‌বে তারে একঘরে কর্‌বেন। কিন্তু যে শত শত অবলা বালিকা হত্যা হচ্ছে, তা একবার লক্ষ্য করেন না। কি ধর্ম্ম অনুরাগ!

৩য় বন্ধু। বিবাহ দিয়ে আত্মীয়তা হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহের পর মুখ-দেখাদেখি রহিত, এমন কি আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়! ছিঃ ছিঃ, আমরা বাঙালী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়!

কিশোর। আমি ভাই বুঝ্‌তে পারি নি যে, কন্যার বাপ মেয়ের বে' দিতে এত ব্যাকুল হয় কেন? পাত্র না জোটে অবিবাহিতা থাক্‌লেই বা, তাতে কি এলো গেলো? এই যে কুলীন বামুনদের মেয়ের বিবাহ হয় না, তাতে কি তাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়?

২য় বন্ধু। একটা evil হ'তে পারে,—গরম দেশ, age of puberty শীগ্‌গির আসে। এতে কুমারীর ব্যভিচার জন্মাতে পারে।

কিশোর। কেন জন্মাবে? যদি পিতামাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দেন, সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, যদি আপনাদের দৃষ্টান্তে দেখান যে, দৈহিক স্পৃহা অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়, যদি ছেলেবেলা থেকে রাঙা বর হবে, হেন হবে, তেন হবে, এ সব না শোনান, যদি কন্যা বুঝ্‌তে পারে যে, তার পিতা-মাতা তার জন্য দৈহিক ভাব পরিত্যাগ ক'রে বন্ধুভাবে কালযাপন কর্‌চেন; যদি আগে পুত্রের বিবাহ দিয়ে বংশরক্ষার তাড়া না করেন, তা হ'লে কি মনে করো দুর্ঘটনা ঘটে! আর যদিও দু'একটা হয়, এমন তো বিধবা কন্যা নিয়ে ঘট্‌ছে, সে দুর্ঘটনা কন্যা বধ হওয়া অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়।

১ম বন্ধু। ভাই দেখ, আমাদের সমিতির সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ উকীল। আমরা যেরূপ দরিদ্রকে আশ্রয় দিচ্ছি, সেরূপ তো কর্‌বোই, কিন্তু আজ হ'তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য—কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা।

সকলে। নিশ্চয়।

কিশোর। ভাই, আজ আমি চল্লেম, কেমন আছে দেখিগে।

১ম বন্ধু। চল না—আমিও সেই বুড়ী patientটাকে দেখে তোমাদের বাড়ী

যাচ্ছি। যদি দরকার হয়, watch কর্‌বো এখন। আজ ঘুমুতে দেওয়া হবে না, opium poison case গুলো বড় খারাপ।

২য় বন্ধু। হঁ্যা হে—রূপচাঁদ মিত্তির যে গোয়ালার againstএ false charge দিয়েছিল—শুন্‌লুম তুমি defend কর্‌তে গিয়েছিলে—কি হ'লো?

৩য় বন্ধু। Not guilty হয়েছে। চল ভাই, আজ আমাদের সমিতির কাজ postpone থাক্।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-মধ্যস্থ কুটীর

খাবার ও দুগ্ধ লইয়া জোবির প্রবেশ

জোবি। গীত

তুই ভিখারী কি রাজার নারী—জানিস্ কি না বল দেখি মন।
মিলেছে আপন রতন, পারিস্ যদি করিস্ যতন॥
কি এলো গেলো অযতনে, তোরই তো ধন, জানিস্ মনে,
তবে কেন ধারা নয়নে;
তুই তো তারে বাসিস্ ভালো, ভালবাসিস্ সেই তো ভালো,
অভিমানে কাজ কি মেনে, পেয়েছ মন মনের মতন॥

রমা। মর বেটী, চ্যাঁচাস্ কেন?

জোবি। এই খাবার এনেছি, খাও।

রমা। মর বেটী, আমি আফিং খাই, এইটুকু দুধ? টাকা পেয়েছিস্?—টাকা এনেছিস্?

জোবি। যা পেয়েছিলুম, তোমার খাবার এনেছি, এই ক'টা পয়সা আছে।

রমা। মর বেটী, কোন কর্ম্মের নয়। বেটীকে রোজ বল্‌ছি, আজও টাকার জোগাড় কর্‌তে পার্‌লি নে? গোটা কুড়ি পাঁচিশ টাকা আর জোগাড় হ'লো না! এই বনের ভিতর ভাঙা কুঁড়েতে কদ্দিন থাক্‌বো? আমার দিনরাত বুক কাঁপ্‌চে, কখন কে সন্ধান পাবে।

জোবি। এখানে বুড়ী মরেছিল, সবাই বলে পেত্নী হয়েছে, এদিকে কেউ আসে না, তোমার ভয় নাই।

রমা। না ভয় নাই—বেটী হুকুম ক'চ্ছে! চারদিকে সন্ধান ক'চ্ছে। ঘড়ির দাবি দিয়ে নালিশ করেছে, গিল্‌টির গয়না বেচার নালিশ করেছে, ঐ খানসামা বেটাকে ঠকিয়েছিলেম, তার নালিশ হয়েছে,—কিশোর বেটা খুঁজে খুঁজে সব বা'র করেছে। তুই বেটী আমায় বনের ভিতর কয়েদ ক'রে রাখ্‌লি। টাকা হাতে পড়্‌লে সরে পড়ি। কাল যদি না টাকার জোগাড় কর্‌তে পারিস্‌, আমি জুতো মার্‌বো।

জোবি। টাকা কোথা পাব?

রমা। কেন, এত লোকের বাড়ীর ভেতর যাস্‌, চুরি কর্‌তে পারিস্‌ নে?

জোবি। আমি চুরি কর্‌বো না।

রমা। তবে দূর হ', আমার কাছে আসিস্‌ নে? তোর মুখ দেখ্‌তে চাই নে। উঃ, বেটী গোটা পঁচিশ টাকা কোথা থেকে বাগাতে পারেন না!

জোবি। আমি চুরি করতে পার্‌বো না। আমি রোজ রোজ দোরে খাবার রেখে যাবো।

নেপথ্যে পদধ্বনি

রমা। ও জোবি—ও জোবি, কি শব্দ হচ্ছে ছাখ,—কে আস্‌ছে বোধ হচ্ছে, যেন পাহারাওয়ালার জুতোর শব্দ। আমি সেদিন যে ব্যাটা পাহারাওয়ালার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলুম, সে বেটা আমায় চেনে। ছাখ্‌ ছাখ্‌—সে ব্যাটা নয় তো?

জোবি। তুমি ভিতরে যাও।

রমা। কেউ আস্‌ছে নাকি? অ্যাঁ—তুই কি আমায় ধরিয়ে দিবি? তোর পায়ে পড়ি—দোহাই জোবি—দোহাই!—মারা যাবো, পুলিসের গুঁতো খেলে আর বাঁচ্‌বো না! আফিং খেতে দেয় না, পেট ফুলে মারা যাবো!

জোবি। যাও—যাও, সেঁধোও।

রমা। দোহাই জোবি—দোহাই, ধরিয়ে দিস্‌ নে জোবি!

রমানাথের কুটীরমধ্যে প্রবেশ—জোবির কুলুপ দেওন

(ভিতর হইতে) কুলুপ দিচ্ছিস্‌ কেন—কুলুপ দিচ্ছিস্‌ কেন? তোর পায়ে পড়ি জোবি, খুলে দে—খুলে দে, আমি পালাই। আমি আর কখনো তোরে কিছু বল্‌বো না।

জোবি। চুপ করো।

জোবির অন্তরালে গমন

বান্ধবসমিতির সভ্যগণ সহিত কিশোর ও কালীঘটকের প্রবেশ

কালী। বাবু, ঐ কুঁড়েতে লুকিয়ে আছে। আমি ঠিক সন্ধান করেছি। জোবি বেটী এই দিকে রোজ আসে। বেটী দেখ্‌তে পাগল, কিন্তু রমা ওর আস্‌নায়ের মানুষ।

কিশোর। তুমি যে বড় ধরিয়ে দিচ্ছ?

কালী। বাবু, বেটা বড় পাজী, আমার দালালি ঠকিয়েছে বাবু! দু'জনে মোহিতের টাকার দালালি কর্‌লুম, বেটা ফাঁকি দিলে বাবু!

কিশোর। আচ্ছা, তুমি কুলাচার্য্য, তোমরা লোকের কুল রক্ষা কর্‌বে, তা নয়—তোমার এই সব গর্হিত কাজ?

কালী। আর কি এখন কেউ কুল খোঁজে বাবু? মেয়ে ঘট্‌কী অন্দরে আনা-গোনা ক'রে বে' দেওয়াচ্ছে;—এখন গিন্নীরাই কর্ত্তা। কুলের কে খোঁজ রাখে বাবু, যে কুলাচার্য্যগিরি কর্‌বো? পেটের দায়ে দুটো এদিক ওদিক ক'রে ফেলেছি বাবু। আমি রমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি, আমায় মাপ কর্‌তে হবে বাবু! এই কুঁড়েতে রমা আছে!

কিশোর। এ দেখ্‌ছি তো কোন্ গরীবের কুটীর! ঘরে চাবি দিয়ে কোথায় দুঃখ-ধান্ধা কর্‌তে বেরিয়েছে।

কালী। না বাবু, দেখ্‌ছেন না, নূতন তালা, জোবি বেটী বন্ধ ক'রে গেছে। এরই ভেতর আছে বাবু! আমিই কুলুপ ভাঙ্‌ছি!

কুলুপ ধরিয়া টানাটানি

জোবির পুনঃ প্রবেশ

জোবি। ভেঙো না—ভেঙো না—আমার ঘর, আমার সর্ব্বস্ব ওখানে আছে।

কালী। দেখুন বাবু, বলেছিলুম কি না?

কিশোর। জোবি, তুমি যে বল্‌তে তোমার ঘর নাই, তোমার কিছু নাই, ভিক্ষে ক'রে খাও, তুমি এমন মিথ্যাবাদী? তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর যাতায়াত করো, তোমায় পাগল মনে ক'রে কেউ কিছু বলে না, এখন দেখ্‌ছি, তুমি কুচরিত্রা, তুমি চোর লুকিয়ে রাখো, চোরের সঙ্গে আলাপ করো?

জোবি। আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি কুচরিত্রা নই, কেলোর মিথ্যা কথা!

কিশোর। কালীর মিথ্যা কথা? এই তুমি বল্লে—"এই তোমার ঘর, ঘরে তোমার সর্ব্বস্ব আছে।"

জোবি। না, আমার মিথ্যা কথা নয়! আমি দোর খুলে আমার সর্ব্বস্ব দেখাচ্ছি। (দোর খোলন)

কালী। ঐ দেখুন, বেটা কোণে ব'সে আছে।

জোবি। এই আমার সর্ব্বস্ব, এই আমার হৃদয়-রত্ন! ওকে মেরো না, ওকে পীড়ন ক'রো না, আমায় ধ'রে নিয়ে যাও, আমায় সাজা দাও।

কালী। বাইরে এসো, আর ঘাপ্‌টি মেরে থাক্‌তে হবে না।

সমিতির সভ্যগণ ও কালীঘটকের রমানাথকে ধরিয়া বাহিরে আনয়ন

জোবি। বাবু—বাবু, ওকে মেরো না—ওকে মেরো না! আগে আমায় বধ করো, তার পর ওকে মেরো!

কিশোর। জোবি, এ কি? তুমি চোর লুকিয়ে রাখ? চোরের সঙ্গে কুৎসিত আলাপ কর?

জোবি। চোর কে? কুৎসিত আলাপ কি? চোর নয়—আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! চোর হোক, ডাকাত হোক, পিশাচ হোক, রাক্ষস হোক,—নারীর জীবন-সর্ব্বস্ব, নারীর শ্বাসবায়ু, নারীর প্রাণেশ্বর, নারীর ইষ্টদেবতা! বাবু, আমি কুচরিত্রা নই!

কিশোর। এ তোমার কে?

জোবি। আমার স্বামী! যার জন্য আমি উন্মাদিনী, যার জন্য আমি পাগলিনী, যার জন্য আমি ভিখারিণী, যার চরণ সেবা করতে আমি ব্যাকুলা, যার মূর্ত্তি আমার হৃদয়-আসনে, যার মূর্ত্তি দিবানিশি ধ্যান করি, যার দর্শন-আশায় পথে পথে ঘুরি, যার দেখা পেলে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,—আমার সেই পরম নিধি! মেরো না—পীড়ন ক'রো না, সতীর প্রাণবধ ক'রো না!

কিশোর। তুমি কে?

জোবি। আমার বাপ এখনো জীবিত। আমাদের দু'জনকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি এঁর পায়ে অর্পণ করেছেন কি না? আমায় শাশুড়ী ত্যাগ করেছেন, বাপ ত্যাগ করেছেন। আমি অন্নের জন্যে দোরে দোরে কাক বক কুক্কুরের ন্যায় ফিরি, তাতে আমি তিল মাত্র দুঃখিত নই। আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পাই, এই আনন্দেই আমি দিবানিশি

উন্মত্ত! এই আনন্দে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করি! আমি ভিক্ষা ক'রে যেথায় যা কিছু পাই, এই পাদপদ্মে অর্পণ করি। উনি আমায় চেনেন না, উনি আমায় স্পর্শ করেন না, উনি আমায় ঘৃণা করেন, কিন্তু তা'তে সতার কি এলো গেলো? সতী তার হৃদয়েশ্বরকে পূজা কর্‌তে পায়, এই তার যথেষ্ট! সতীর এ হ'তে আর কামনা কি? তুমি দয়াময়, কীট পতঙ্গকেও দয়া করো, আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ো না; আমায় পতিভিক্ষা দাও, প্রাণ ভিক্ষা দাও।

কিশোর। রমানাথ—রমানাথ! তোমায় কি বল্‌বো, তুমি অভাগা, তুমি এ রত্ন পায়ে ঠেলে রেখেছ? তুমি এসো, তোমার ভয় নাই। মা, ভয় ক'রো না। আমি তোমার মুখ চেয়ে তোমার স্বামীকে মার্জ্জনা কর্‌লুম। আমি ওরে স্থিতু কর্‌বার চেষ্টা পাবো। হায় হায়, অভাগা দেশের এই পবিত্র পতিপত্নী মিলন! ঘরে ঘরে এই দুর্ল্লভ নারীরত্নের পীড়ন! এসো রমানাথ! মা, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি তুমি দেবী!

সকলে। সত্যই দেবী!

কালী। বেটী, সব কাঁচালে?

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর কক্ষ

করুণাময় ও সরস্বতী

করুণা। গিন্নি, নিশ্চিন্ত হয়ে এলুম,—চাকরী জবাব দিয়ে এলুম।

সর। অ্যাঁ—অ্যাঁ, এমন কাজ কেন কর্‌লে! চল্‌বে কি ক'রে?

করুণা। চলা না চলা কি সাহেব বোঝেন। আমি না জবাব দিলে তিনি জবাব দিতেন। এ তবু কোথাও চাকরী হবার সম্ভব রইলো, সাহেব জবাব দিলে আর গভর্ণমেণ্ট-সার্‌ভিস্ হ'তো না।

সর। তবে কি হবে?

করুণা। এক উপায় আছে। তোমার তো রোজ রোজ ব্যামো; আজ না হয় কাল ঔষধ-পথ্যের অভাবে, নয় তো কেঁদে কেঁদে অন্নাভাবে মর্‌বে;

আর আমার সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা—আর অন্য উপায় নাই। কতদিন আমরা বলাবলি করেছি, ছিঃ ছিঃ, লোক আত্মহত্যা কেন করে? তুমি না বোঝো, আজ আমি বুঝেছি, কেন আত্মহত্যা করে। জনপূর্ণ সংসার অরণ্য দেখে! স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি বাঘ ভাল্লুক দেখে! চারিদিকে অন্ধকার দেখে, সে অন্ধকারে নিরাশ—মুখব্যাদান ক'রে আছে দেখে। মান যায়, মর্য্যাদা যায়, মনুষ্যত্ব যায়, কুকুর অপেক্ষা হীন হয়, আপাদ-মস্তক আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়,—তাই মৃত্যুকে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করে। আমার সেই এক বন্ধু আছে, আর কেউ নাই!

সর। কেন কেন, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? অনেকের তো চাকরী যায়, আবার হয়। দেখ তুমি অমন ক'রো না, স্থির হও, আমাদের মুখ চেয়ে স্থির হও! তোমার মেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে? তারা নিরাশ্রয়! একটী সধবা হয়েও বিধবা, একটী নিরাশ্রয় হ'য়ে চলে এয়েছে, একটী বালিকা—সংসারের ভাল মন্দ কিছুই জানে না। তোমার ছেলের উপায় কি হবে?

করুণা। আমি উপায় ভেবেছি। ছেলে চুরি শিখেছে, গভর্ণমেণ্টের অতিথশালায় খাবে। মেয়েরা রাঁধুনী-বৃত্তি কর্‌তে পারেন, দু'টী পেটে দেবেন, না পারেন, আমি কি কর্‌বো! আমার হয় শ্মশান, নয় জেল, আর তৃতীয় স্থান নাই! আর ছোট মেয়েটী—একটু আফিং কিনে দিও না, সব চুকে যাবে! গিন্নি, কি শুভক্ষণে সংসার করেছিলুম, কি শুভক্ষণে কন্যা প্রসব করেছিলে, কি শুভক্ষণে জাতরক্ষা ক'রে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলুম! এখন পরম শুভদিনের কত বাকী, তাই ভাব্‌ছি।

সর। তুমি অমন ক'রো না, সকলের দিন যায়, আমাদেরও যাবে।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

করুণা। এই যে স্বামী খেয়ে, সর্ব্বস্ব খেয়ে, বাপের বাড়া এসেছ! পেট পুরে খাবে! উনুন থেকে পাঁশ বেড়ে আনো, একত্রে বসে খাই! যাও—যাও, দাঁড়িয়ে কেন? পাঁশ বেড়ে আনো, খুব একথালা বেড়ে আনো—ক'জনে বসে খাব কি না! শুভক্ষণে সব জন্মেছিলে,—সকল দিক শুভ ক'রে এসেছ!

হিরণ্ময়ীর কাঁদিয়া প্রস্থান

সর। হ্যাঁ গা, তুমি তো এমন ছিলে না—কি হয়েছে? পেটের সন্তানকে কি বল্লে? এই শোকাতাপা হ'য়ে এসেছে, দু'দিন মুখে জল দেয় নি, আজ নাইয়ে একটু চিনির পানা খাইয়েছি, এখনো পেটে অন্ন পড়ে নি। আহা বাছার অপরাধ কি? আমরাই তো বে' দিয়েছিলুম। সতীনপোরা তাড়িয়ে দিয়েছে, আমরা না জায়গা দিলে কোথায় দাঁড়াবে? সন্তানকে অমন কথা বল্লে কি ক'রে?

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ ও একপার্শ্বে অবস্থান

করুণা। বুঝ্‌তে পারি নি! তোমারই সন্তান, আমার তো সন্তান নয়! তোমার দরদ আছে—আমার তো দরদ নাই! বল্লে না, সকলের দিন যায়, আমাদেরও যাবে? সত্যি—সত্যি দিন যায়, থাকে না! কিন্তু এমন দিন কি কারো হয় গিন্নি? আজ আমায় ওয়ারিন ধরেছিল শুনেছ? ছেলে সিগারেট চুরি করেছিল শুনেছ? তোমার বড় মেয়ে নিয়ে পাড়ায় ঘোঁট হয়েছে শুনেছ? তোমার জামায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তা কেউ বলে না তা জানো? হাঃ হাঃ, আমায় একঘরে কর্‌বেন, আমার বাড়ী কেউ খাবেন না! অন্নব্যঞ্জনের গাদা নষ্ট হবে!

সর। কি ভাব্‌ছ?

করুণা। ভাব্‌ছি—মানুষ কতদূর হীন হতে পারে। আমি চল্লুম!

সর। কোথা যাও—কোথা যাও?

করুণা। ভয় নাই, মর্‌তে যাচ্ছি নে। কোথায় যাচ্ছি জানো? বাড়ীখানি বেচ্‌তে। কাকে জানো? ক্রমে জান্‌বে—ক্রমে জান্‌বে! দুটী কন্যা দান করেছিলেম, এবার বেচ্‌বো।

প্রস্থান

কিরণ্ময়ীর প্রবেশ

কিরণ। মা, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। তোমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে জন্মেছিলুম, সর্ব্বনাশ করেছি; আর কেন?

সর। কি বল্‌ছিস্? অমন কচ্ছিস্ কেন?

কিরণ। মা, কোথায় গিয়েছিলুম জানো? খিড়্‌কী দিয়ে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম। তাদের যে নিরামিষ হেঁসেলের রাঁধুনী বামনী আছে, তাকে বল্‌তে গিয়েছিলুম,—যদি কেউ কায়েতের মেয়ে রাঁধুনী রাখ্‌তে চায়, খবর

পেলে আমি রাঁধুনী-বৃত্তি করি। মা সে বল্লে কি জানো?—'বাছা, তোমার হাতে কেউ খাবে কেন? তোমায় নিয়ে পাড়াশুদ্ধ একটা গোল উঠেছে, কেঁউ তো তোমার হাতে খাবে না! অমন বদ্‌নাম হ'লে ভদ্রলোকের বাড়ী দাসী রাখে না।' তবে মা, আমার আর স্থান কোথায়? আমায় দেখ্‌লে বাবা মুখ ফেরান, তুমি তিরস্কার করো! মা, আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী! তাই তোমার কাছে মার্জ্জনা চেয়ে বিদায় নিতে এসেছি।

সর। বাছা, আমাকে কি আর ঘরে থাকৃতে দিবি নি? আমার এই জ্বালার উপর তুই আবার জ্বালা দিতে এলি? ভালমানুষের মেয়ে—কোথায় যাবি?

কিরণ। মা, আমি ঘরে থাকৃলে, বোধ হয় তোমার ছোট মেয়ের বে হবে না। আমার জন্য তোমার বাড়ী বাঁধা পড়েছে, আমার জন্য দেনা, আমার জন্য উঁচু মাথা হেঁট হ'লো! আমার মৃত্যু ভিন্ন উপায় কি আছে মা!

সর। কিরণ কাঁদিস্ নে—স্থির হ। আমি রোগে প'ড়ে, মিন্সে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছে—এ সময়ে তুই এমন করিস্ নে। হায় হায়, যদি ভদ্রলোকের মেয়ে না হ'য়ে ছোটলোকের ঘরে জন্মাতেম, তা হ'লে বোধ হয় এত দুর্দ্দশা হ'তো না; তা হ'লে বোধ হয় খেটে খেতে পারৃতেম;—মাথায় ক'রে মাছ বেচ্‌তেম, আনাজ বেচ্‌তেম, স্বামীর সহায় হতেম, আপনি ছেলে মানুষ করৃতে পারৃতেম। কিন্তু কায়েতের ঘরে জন্মে কি দুর্দ্দশা! চৌকাঠ পার হবার যো নাই, গতর খাটাবার যো নাই, ভিক্ষা করৃবার যো নাই। একজনের উপর—স্বামীর উপর—ভরসা! স্বামীর সহায় না হ'য়ে স্বামীর ভার! কি বিড়ম্বনা—কি বিড়ম্বনা! বাঙালীর ঘরে গৃহস্থের মেয়ের এত দুঃখ! সংসারে কি আমাদের মত দুঃখী আর কেউ আছে? কিরণ, তুই সতী, তুই সতীর অমর্য্যাদা করিস্ নি। ভাব্‌ছিস্—কোথাও চলে যাবি, না হয় প্রাণত্যাগ করৃবি? তা হ'লে কি হবে জানিস্? যে কলঙ্কের জন্য কাতর হয়েছিস্, সে কলঙ্ক শতগুণে বাড়্‌বে। তুই সতী, সতীর অমর্য্যাদা করিস্ নে!

কিরণ। মা, কি করৃবো? এ তোমার দুঃখের সংসার কি ক'রে চল্‌বে?

সর। সেই তো মরৃতে চাচ্ছিস্, সপরিবার উপোস ক'রে মরৃবো! (জোতির্ম্ময়ীর প্রতি) কি রে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুন্‌ছিস্?—যা!

জ্যোতি। কেন মা, যাবো কেন মা! আমি যে তোমার মেয়ে, আমি যে

তোমার দুঃখের দুঃখী! বাবা যা ব'লে গেলেন, দিদি যা বল্লে, আমি সব শুনেছি।—কেন দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছো? আমি সংসার চালাবো। আমি মোজা বুন্‌তে শিখেছি। মেম সাহেব জাপান হ'তে কল কিনে দিয়েছেন, তিন আনা ক'রে মোজার জোড়া, আমি দিনে-রেতে আট জোড়া ক'রে মোজা বুন্‌তে পারি। দিদি, তোমার ভয় কি? মেম তোমায় কাজ শেখাবেন। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? আমরা ক' বোনে মেহন্নত ক'রে সংসার চালাতে পার্‌বো না? কেন পার্‌বো না? মা, মেম মোজা বেচে দিয়েছেন, এই টাকা নাও। দিদিকে ব'লে দাও, কি আন্‌তে হবে।

কিরণ। জ্যোতি—জ্যোতি, তোর সার্থক জন্ম! আমি শুধু বাপ-মার কণ্টক হ'য়ে জন্মেছিলুম!

সর। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁরে—হিরণ কোথায় গেল?

জ্যোতি। আমি স্কুলে গিয়েছিলুম, আমি তো জানি নি।

সর। অ্যাঁ অ্যাঁ—সে কি! ও ঘরে নাই? ছাখ্—ছাখ্, হিরণ কোথায় গেল?

কিরণ। মা, তুমি মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিলে, একটু শোও, উঠো না। ডাক্তারবাবু উঠ্‌তে মানা করেছেন—উঠো না।

সর। মর্‌বো না, ভয় নাই! আমার মরণ নাই, অলক্ষণার মৃত্যু নাই। আমি ম'লে স্বামীর কণ্টক কে হবে—কে মেয়ে বিয়োবে—কে বাড়ী বেচাবে—কে মেয়েকে রাঁধুনী কর্‌বে—চাকরাণী কর্‌বে? কে ছেলে চোর দেখ্‌বে—কে স্বামীর জেল দেখ্‌বে? আমি মর্‌বো না—মর্‌বো না! কর্ত্তা মুখ-ঝাম্‌টা দিয়েছিল—তার শোকা শরীর, সে কি করছে ছাখ্।

জ্যোতি। দেখ্‌ছি মা—তুমি ব'সো।

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান

কিরণ। ব'সো মা, ব'সো।

সর। (উচ্চৈঃস্বরে) হিরণ—হিরণ! কই রে—উত্তর দেয় না যে? কোথায় গেল?

কিরণ। তুমি ব'সো মা—ব'সো, তোমার গা কাঁপ্‌ছে।

সর। হিরণ—হিরণ!

বেগে প্রস্থান, পশ্চাতে কিরণের গমন, নেপথ্যে সরস্বতীর পতন শব্দ

নেপথ্যে কিরণ। ও মা কি হ'লো! জ্যোতি—জ্যোতি, শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়, মা ভির্‌মি গেছে!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

খিড়্‌কীর পুকুর

হিরণ্ময়ী

হিরণ। মা বসুমতী, শুনেছি তুমি সকলের মা! তুমি বিদীর্ণ হ'য়ে, তোমার কোলে আমায় স্থান দাও, আর তো আমার স্থান নাই,—আমি অবলা, কোথায় যাবো! নিশানাথ, তুমি সাক্ষী; তারামালা, তোমরা রজনীর প্রহরী—তোমরা সাক্ষী! নিশানাথ, লোকে তোমায় হিমধাম বলে, তোমার শীতল করে তো অন্তরের জ্বালা শীতল হয় না;—এ দারুণ তাপ—দিনদেবের মধ্যাহ্ন-কিরণেও এত তাপ নাই! নিশাকর, এ লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। স্বামীহীনা, পিতার ভার, মাতার কণ্টক, নিরাশ্রয় অবলা! তারানাথ, মার্জ্জনা করো!—কত সয়—কত সব—মার্জ্জনা করো! সকলে বলে জল নারায়ণ। আমি অভাগিনী নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করি। অতি শীতল জল—অনেক বার শীতল হয়েছি, আজ জন্মের মত শীতল হই। পোড়া প্রাণ, এখনো তোর দেহের মমতা? কতদিন তুষানলে জল্‌বি? ছিদ্র কলস তুমি আমার সাহায্য করো—তুমি পরিত্যক্তা, আমিও পরিত্যক্তা, এ বিপদে তুমি আমার সখী। কি জানি, পোড়া প্রাণ যদি শেষে দেহের মমতা করে, তুমি সলিল-গর্ভে ধ'রে রেখো। জল-গর্ভে নীরবে দু'জনে থাক্‌বো, চক্ষের জল জলে মেশাবে, আর কেউ দেখবে না।

কলসী গলায় বাঁধিয়া জলে অবতরণ

ছিদ্রঘট, পূর্ণ হ'য়ে অভাগীর মঙ্গল করো! নিশানাথ, অপরাধ নিও না!

জলে নিমজ্জন হওন

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ঘনশ্যাম বাবুর বাটীর কক্ষ

ঘনশ্যাম ও রাজলক্ষ্মী

ঘনশ্যাম। বড় বউ, এতদিনে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো। মেয়ের বে'তে যা খরচ করেছি, তার দুনো আদায় করবো। তোমার কিশোর বে' করতে রাজী হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ, ভাবিনা বলছিলো বটে। তা আমি মনে করেছি, বুঝি তামাসা ক'রে বলেছে। তা যখন মনে করেছে, এই বেলা তুমি তাড়াতাড়ি একটা সম্বন্ধ ক'রে ফেলো।

ঘনশ্যাম। তুমি বলবে, তবে আমি সম্বন্ধ করবো? আমি তখনই ঘটক ডাকিয়ে দুই সম্বন্ধ করেছি, আজ দেখতে গেলেই হয়। কোন্‌টী তোমার মত বল? দু'টীই সম্বন্ধের মত সম্বন্ধ, তবে পাওনা-থোওনার একটু উনিশ বিশ আছে। দু'জনেই মস্ত জমীদার—ইংরেজটোলায় আট দশ খানা বাড়ী।

রাজলক্ষ্মী। মেয়েটী কার ভাল?

ঘনশ্যাম। রাজেন্দ্র মিত্রের মেয়েটী একটু নিরেশ, কিন্তু দিতে চাচ্ছে বেশ। আর হীরালাল বোসের মেয়েটী যেন পরী। রাজেন্দ্র মিত্তির পঞ্চাশ হাজার নগদ দিতে রাজী। আমি একখানি ইংরেজটোলায় বাড়ী কামড় করেছি; তা ঘটক নিমরাজী হয়ে গিয়েছে। আর হীরালালের কিছু পাওনা কম; কম ব'লে কি তোমার বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার,—নগদ দুই সমান। তবে এ,—মেয়ের দু'সুট গহনা দিতে চাচ্ছে, এক সুট ফরাসী মুল্লুকের গয়না, সে পঁচিশ হাজারের কম নয়, শোন নি সেই উকীলের নাত্‌নির বে'তে দিয়েছিল? আর এ,—এক সুটের উপর দিয়েই সারতে চায়, এখন তোমার কি মত বল?

রাজলক্ষ্মী। কিশোরের বউটী ভাল দেখে আনতে হবে।

ঘনশ্যাম। তা যাই হোক, একটা ঠিক করো, আজকালের মধ্যে পাকা দেখে আসবো। কিশোরের একজন বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে নে যেতে হবে। সে মেয়ে পছন্দ করুক্।

রাজলক্ষ্মী। আমিও খবর নেব। হারালাল বোসের সঙ্গে আমাদের একটু কুটুম্বিতে আছে, আমি মেজোগিন্নীর ঠেঙে খবর নিচ্ছি।

ঘনশ্যাম। মেজোগিন্নী কে?

রাজলক্ষ্মী। আমাদের ও বাড়ীর মেজোগিন্নী গো!

ঘনশ্যাম। খবর নাও বেশীর ভাগ। মেয়েটী পরমাসুন্দরী, ছেলেবেলায় বাপের সঙ্গে গাড়ী ক'রে বেড়াতে যেতো, আমি দেখেছি।

ভাবিনী ও কিশোরের প্রবেশ

ভাবিনী। মা, বলছিলে,—"মিছে কথা"? এই দাদার ঠেঙে শোনো। কেমন দাদা, তুমি বে' করবে বলো নি?

রাজলক্ষ্মী। কেমন রে—আজ কর্ত্তা মেয়ে দেখে আসুক?

কিশোর। বাবাকে দেখ্‌তে যেতে হবে না, আমি ঠিক করেছি।

রাজলক্ষ্মী। তুই তোর মামার বাড়ী হীরালালের মেয়েটীকে দেখেছিস্ বুঝি?

কিশোর। আমি হীরালালবাবুকে জানি নি, আমি করুণাবাবুর মেয়ে বে করবো।

রাজলক্ষ্মী। করুণাবাবু কে?

কিশোর। কেন, আমাদের পাড়ার করুণাময় বোস।

রাজলক্ষ্মী। ওই শোনো—তোমার ছেলের মত হয়েছে নয়? তুই কি সত্যিই বে করবি নে মনে করেছিস্?

কিশোর। কেন মা, আমি তো বে করতে রাজী?—আমি বাবার কাছে কি মিথ্যাকথা বলেছি?

ঘনশ্যাম। তুই করুণার মেয়ে বে করবি কি রে? নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, পরীর মতন মেয়ে আমি সম্বন্ধ করেছি, সব ঠিকঠাক—আমি পাকা দেখে আস্‌বো, তুই কি বল্‌ছিস্?

কিশোর। বাবা, আমাদের যে বংশ—আমাদের যে বংশের গৌরব—আমি যে বংশের সন্তান—আমি সেই বংশমর্য্যাদা মত কথা কয়েছি,—আপনি অমত করবেন না।

ঘনশ্যাম। অ্যাঁ!

কিশোর। বাবা, আপনি জগৎপূজ্য মকরন্দ ঘোষের সন্তান। আপনার এক পুত্র—সেই পুত্র আপনি বিক্রয় করবেন? আমাদের বংশে কবে এ কাজ হয়েছে দেখান, কবে আমাদের বংশে হীন কাজ হয়েছে বলুন, যে—

আমাকে হীনপ্রবৃত্তি হয়ে টাকা নিয়ে বে' কর্‌তে বল্‌ছেন? এই জন্যই কি যত্ন ক'রে আমাকে মানুষ করেছেন? এই জন্যই কি আমাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন? এই জন্যই কি আমাকে আদর্শ পুত্র বলে পরিচয় দেন? আমাকে কি এই হীনকার্য্য কর্‌তে বলেন? আমার বিবাহ দিয়ে কুলকর্ম্ম কর্‌বেন। কুলকর্ম্ম ক'রে কুললক্ষ্মী আনে, আপনি পুত্রকে বেচ্‌বেন? না বাবা না, আপনি দেশের কুসংস্কারবশতঃ এ কথা বলেছেন।

রাজলক্ষ্মী। তা ব'লে কি ঐ লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে বে কর্‌বি? কাল তার বড় মেয়ে কোথায় রাঁধুনী হবে ব'লে আমাদের বামুন ঠাক্‌রুণকে বল্‌তে এসেছিল, তুই তার মেয়ে বে কর্‌বি? তুই লেখাপড়া শিখে কি হয়েছিস্?

কিশোর। মা, লেখাপড়া শিখে যা হওয়া উচিত, তাই হ'বার চেষ্টা কচ্ছি, তোমার গর্ভের সন্তানের যা হওয়া উচিত, তাই হ'বার চেষ্টা কচ্ছি। মা, তুমি অমত কচ্ছ? তুমি ভাবিনীর দশা মনে কচ্ছ না? ভাবিনীর দশা দেখে তোমার মনে হচ্ছে না যে, তোমার বউ তুমি হাতে দু'গাছি চুড়ি দে নিয়ে এসে, রাজরাণী ক'রে রাখ্‌বে? তোমার ভাবিনীর কষ্ট মনে ক'রে অন্য মেয়ের মার মনোকষ্ট মনে করো। এক জনেরও যা'তে সেই দারুণ কষ্ট নিবারণ কর্‌তে পারো সেই জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো;— তোমার পুণ্যে একজনও মেয়ের বে, দায় না মনে করে; ছেলের বে'তে যেমন আনন্দ, যেমন উৎসব—মেয়ের বে'তে—তেম্‌নি আনন্দ, তেম্‌নি উৎসব করুগ। মা, তুমি পুণ্যবতী, তুমি চণ্ডীপূজা না ক'রে জল গ্রহণ করো না, পুণ্যকার্য্যে তোমার পেটের সন্তানকে বাধা দিয়ো না। বাবা যদি অমত করেন, তুমি বাবাকে বোঝাও।

ঘনশ্যাম। ভাবিনীর শ্বশুররা চামার—তাদের কথা তুলিস্ নি।

কিশোর। ভাবিনীর শ্বশুরের দোষ তো এই, যা তুমি দিয়েছ, তা মনে ধর্‌ছে না,—পাওনার কামড় কচ্ছে—এই তো দোষ? এই দোষ থেকেই তো বউকে যন্ত্রণা দিয়েছে? সে দোষ যেখানে আছে, সেখানেই সেই ফল হবে,—এক বীজে দু'ফল ফলে না! আপনি ছেলের বেতে টাকার কামড় কর্‌বেন না।

ঘনশ্যাম। ভাবিনীর বিয়েতে কতগুলি গিয়েছে জানো? সেগুলি তুল্‌বো না?

কিশোর। বাবা, কি কথা বল্‌ছেন? ভাবিনীর শ্বশুররা পীড়ন করেছে ব'লে, আপনি আর একজনকে পীড়ন কর্‌বেন? এই দোষে সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে,

বড় ঘর দেনদার হচ্ছে, গৃহস্থ ফকীর হচ্ছে, বালিকা হত্যা হচ্ছে, কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল ব'লে গণ্য হচ্ছে,—এই কন্যাদায়ে দেশের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। বাবা, আপনি আদর্শ দেখিয়ে লোককে শিক্ষা দেন যে, পুত্রের বিবাহ, আসুরিক সন্তান বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র, বংশের স্তম্ভ—পিণ্ড-অধিকারী। সেই পুত্রের মাতা, তার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হবে?—এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! এই কুপ্রথাতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার,—সকলই নষ্ট হচ্ছে। আপনি স্বার্থ ত্যাগ ক'রে সমাজকে শিক্ষা দেন; জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করুন, বংশের গৌরব উজ্জ্বল করুন, পবিত্র বিবাহ-রীতি পুনঃ সংস্থাপন করুন—সমাজ আপনাকে ধন্য ধন্য করুগ;—আপনার কৃপায় আমিও ধন্য হই!

ঘনশ্যাম। করুণাময়ের বড় মেয়ের কথা শুনেছিস্?

কিশোর। শুন্‌বো কি? আমি সেই অবলার উপর যখন অত্যাচার হয়, সেই সময় উপস্থিত ছিলুম। সেই অত্যাচারের মূলও এই আসুরিক বিবাহ—এই পৈশাচিক অর্থলোভ—এই প্রেমহীন ব্যবসায়ী মিলন! অর্থলোভে, প্রেম-শূন্য স্বামী, পত্নীকে বিক্রয় কর্‌তে গিয়েছিল, এ অন্যের মুখে নয়, আমি তার স্বামীর মুখে শুনেছি। বাবা—বাবা, এই পৈশাচিক বিবাহ হ'তে আমায় পরিত্রাণ করুন; হিন্দুর যোগ্য কাজ করুন, আমার শাস্ত্রমত বিবাহ দেন।

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁরে বেই আস্‌বে—যেন সরকারটা! কি বল্‌ছিস্?

কিশোর। মা, আমাদের বংশে কুলীনের কন্যা এনেই কুলকর্ম্ম হয়েছে—সদ্‌বংশের কন্যা এনেই কুলকর্ম্ম হয়েছে—কুলীন-স্থাপনই বংশের প্রথা। যদি করুণাবাবু কন্যাদায়ে দরিদ্র হ'য়ে থাকেন, আপনি তারে পুনঃস্থাপন করুন। আপনি জানেন, আপনার পুত্র তাঁর কাছে কত ঋণী? তাঁর উপদেশেই আমি পড়াশোনায় মন দিই, নইলে এতদিন একটা ভূত হতেম।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। (রাজলক্ষ্মীর প্রতি) ওগো, তোমার বে'ন ব'লে পাঠালেন, আদর ক'রে মেয়ে নিয়ে এসেছেন—বেশ করেছেন। কাঙালের ঘর না পছন্দ হয়, মেয়েকে যদি ঘর না করান, তারা ছেলের বে' দেবেন বলেছেন। ঢং ক'রে আফিং মুখে দে মেয়ে চিৎ হয়ে পড়্‌লেন, সাতগুষ্টি গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে, দেশশুদ্ধ কলঙ্ক দিয়ে, মেয়ে নিয়ে চলে এলেন। কেন, সত্যিই যদি আফিং খেতো, তারা কি চিকিচ্ছে কর্‌তে পার্‌তো না? টাকা দেখাতে এলেন!

কিন্তু জামাইকে দেবার বেলায় বুক কর্‌-কর্‌ করে!—তা যা করেছেন, তা বেশ করেছেন, মেয়ে নিয়ে রাখুন।

রাজলক্ষ্মী। সে কি—সে কি, সেই ঘর করবে বই কি—সেই ঘর করবে বই কি! এসেছে, দু'দিন বাদে পাঠিয়ে দেব।

ঝি। পাঠিয়ে দেন—পাল্কী ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা নিতে আস্‌বো না, আমরা বলে খালাস। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রাজলক্ষ্মী। ও ঝি, দাঁড়াও, দাঁড়াও—একটু জল খেয়ে যাও।

ঝি। আমি এ বাড়িতে জল খেতে আসি নি, যা বল্‌তে এসেছিনু, বলে গেনু, এখন যা ভাল হয়—ক'রো।

প্রস্থান

ভাবিনী। মা, আমি যাবো না, তোমাদের গাল আমার আর সহ্য হয় না। দাদার অকল্যাণ ক'রে আমি স্বামীর ভাত খেতে চাইনে।

কিশোর। বাবা, মা—এই পৈশাচিক বিবাহের ফল!

ভাবিনী। মা, আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি, দাদার মন হয়েছে, তুমি এই বিয়েই দাও। ভিটেয় বউয়ের চোখের জল পড়্‌বে না, দাদার কল্যাণ হবে।

ঘনশ্যাম। বাবা কিশোর, আমি তোমার বাপ নই, তুমি আমার শিক্ষাদাতা বাপ। তুমি যা ভাল বোঝো—করো, যা ব্যয় কর্‌তে বলো কর্‌বো—তোমার কথায় আমি কুলপ্রথা রক্ষা কর্‌বো। গিন্নি, অমত ক'রো না।

রাজলক্ষ্মী। বউটী চমৎকার হবে!

ঘনশ্যাম। আমি আজই ঠিক কচ্ছি। ভাবিনীর যখন অমত, ওকে পাঠিও না; দিক্‌ ছেলের বে'।

কিশোর। (পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া) ভাবি—আয়, আমি নূতন ছবি এনেছি, দেখ্‌বি আয়।

সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

খিড়কির পুকুর

গোয়ালিনী ও সমিতির সভ্যগণ

১ম সভ্য। তুই কিসে মনে কচ্ছিস্—জলে ডুবেছে?

গোয়ালিনী। যখন দুধের জোগান দিয়ে, রাত হয়েছে, সুঁড়ি-পথ দিয়ে ফিরৃচি, তফাৎ থেকে নজর হ'লো, কে একজন কলসী নিয়ে রাণায় নামচে। একবার মনে করৃনু—এখন ঘাট্‌কে ক্যানে?—তা কলসী ঠাওর হতে ভাব্‌নু, জলকে এসেছে; ঘরে চলে গেনু। ঘরে গিয়ে শুনু। সকালে উঠে চারৃদিকে শুন্‌নু—বোসেদের মেজোমেয়ে হারিয়েছে, খোঁজ ক'রে পাচ্ছে নি, রাস্তায়ও কেউ যেতে দেখে নি। তখন ওই যে রাতকে দেখেছিনু—মনে হ'লো।

২য় সভ্য। যাই হোক—জল খুঁজি এসো।

সকলের জলে ঝম্প প্রদান

দ্রুতবেগে কিশোর ও অন্যান্য লোকের প্রবেশ

কিশোর। কি হে, পেলে?

১ম সভ্য। কই—না।

গোয়ালিনী। ও বাবু—ও বাবু, দেখ, ও দিকে কি ভাস্‌ছে?

কিশোর। তাই তো! (জলে ঝম্প প্রদান)

হিরণ্ময়ীকে সকলের জল হইতে উত্তোলন

১ম সভ্য। এ কি, কলসী গলায় কেন?

গোয়ালিনী। আহা!—ফুটো কলসী পুকুর ধারে পড়েছিল, সেইটেকে গলায় বেঁধে ডুবেছে! প্রাণের দায়ে হুটোপাটি ক'রে কলসীটে ভেঙে গেছে।

সকলে। সর্ব্বনাশ!

২য় সভ্য। ডাক্তার, দেখ—দেখ, উপায় আছে?

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) না—অনেকক্ষণ মরেছে।

কিশোর। দেখ ভাই, দেখ, চেষ্টা করে দেখ!

ডাক্তার। আর মিছে চেষ্টা, mortification ধ'রেছে দেখ্‌ছ না?—নইলে কি ভাস্‌তো?

বেগে সরস্বতীর প্রবেশ

সর। হিরণ—হিরণ! (মূর্চ্ছা)

কিশোর। ডাক্তার, দেখ—দেখ!

গোয়ালিনী। আহা, মাগী আর বাঁচ্‌বে নি।

ডাক্তারের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হওন

সর। (উত্থিত হইয়া) হিরণ রে—মা আমার! ও মা তিন দিন যে তুমি মুখে অন্ন দাও নি! ও মা, পাপ-অন্ন মুখে দেবে না ব'লে তাই কি ছেড়ে চ'লে গেলে! ওঠো মা ওঠো, আর অভিমান ক'রো না মা! কার উপর অভিমান করেছ? আমি যে তোমার রাক্ষসী মা! দুটী অন্নের জন্য জলে ঝাঁপ দেছ মা! হিরণ রে—(মূর্চ্ছা)

করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। এই যে—খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই তো বলি, আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না—লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা—মা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ! আহা, জল খেয়ে কি শীতল হয়েছ? ও মা, বড় জ্বালা পেয়েছ—বড় জ্বালা পেয়েছ! এখন কি জুড়িয়েছ? ও মা! (বসিয়া পড়া)

কিশোর। ম'শায় স্থির হোন।

করুণা। বাবা, কিছু ভয় ক'রো না, স্থির হব বই কি। বাছা জলে ডুবেছে কেন জান? ঘৃণায় ডুবেছে পতি-হীনা দু'টী অন্নের জন্য আমার কাছে এসেছিল, আমি ছাই খেতে বলেছি; আমি বাপ—অন্ন দিতে পারি নি—ছাই খেতে বলেছি! আমিই দেখে-শুনে বে' দিয়েছিলুম, আমিই জরাজীর্ণ রোগার হাতে দিয়েছিলুম, বিধবা হবে জেনে দিয়েছিলুম,—বিধবা হ'য়ে বাড়ী এলো, ছাই দিতে গেলুম,—সন্তানকে ছাই দিতে গেলুম! সন্তান হত্যা কর্‌লুম!—শুভক্ষণে আমার জন্ম!

সর। (উঠিয়া) হিরণ—হিরণ, কথা কও, আর অভিমান ক'রো না মা! জান তো আমি বড় দুঃখী, বড় অভাগিনী, জামায়ের শোকে কেঁদেছিলুম, তুমি আপ্‌নার চোখের জল মুছে, আমায় সান্ত্বনা করেছ;—এখন একবার সান্ত্বনা ক'রে যাও মা! আর অভিমান ক'রো না, একটা কথা কও, একটা কথা কও! মা—মা, কি হ'লো!

১ম সভ্য। ম'শায়, ওই পুলিস আস্‌ছে, আপনার কন্যাদের বলুন, ওঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যান। এখানে রেখে আর ফল কি ?

কিরণ। মা—মা, ঘরে চলো।

সর। না—আমি যাবো না, আমি হিরণের সঙ্গে যাবো ; আমার হিরণকে কার কাছে রেখে যাবো ?—আমার আনাথিনী অভাগিনী মেয়েকে কার কাছে রেখে যাবো ?

করুণা। গিন্নি, কেন ভাব্‌ছ ? এবার আমরা হিরণের দায়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। চলো—চলো, আর হিরণের ভাবনা নাই—আর হিরণের ভাবনা নাই!

সরস্বতীকে লইয়া করুণাময়ের প্রস্থানোদ্যোগ

ইনস্পেক্‌টার ও পাহারাওলার প্রবেশ

কিশোর। ভাই, Private Postmortem যা'তে হয়, তাই করো,—Dead Houseএ আর নিয়ে যেও না।

ইন্। টাকা ছাড়্‌লে আর হবে না কেন ?

কিশোর। তবে চল হে—আমাদের সমিতি-বাড়ীতে নিয়ে যাই।

সমিতির সভ্যগণ হিরণ্ময়ীর মুখাচ্ছাদন করিয়া তুলিবার চেষ্টা

সর। (ছুটিয়া আসিয়া) মুখে চাপা দিও না—মুখে চাপা দিও না! ওই যে নড়্‌চে—ওই যে নড়্‌চে!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

খিড়্কীর পুকুর

সরস্বতী, কিরণময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ী

কিরণ। মা, তুমি অমন ক'রো না, আমাদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধো! সে গেছে, তাকে আর ফিরে পাবে না। আমরাও তোমার অনাথা কন্যা, আমাদের দেখ। বাবা কেমন কেমন হয়েছেন, তুমি না দেখ্‌লে, আমরা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াবো? দেখ মা, জ্যোতি বড় কাতর হয়, তুমি অমন করো, আর ও কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। মা তুমি স্থির হও!

সর। কিরণ, প্রাণ তো খুব কঠিন! কই এততেও তো প্রাণ বেরোয় না! তবে হিরণ আমার চলে গেল কি ক'রে? আহা বড় জ্বালায় গিয়েছে—বড় জ্বালায় গিয়েছে! বাছা আমার জ্ব'লে জ্ব'লে তুঁষ হয়েছিল, তাই চ'লে গিয়েছে! এইখানে এলে একটু ঠাণ্ডা হই। এই জল দেখে আমার মনে হয় যে, জ্ব'লে জ্ব'লে হিরণ আমার এই জলে শীতল হয়েছে, তাই জলের পানে চেয়ে দেখি!

কিরণ। মা, তুমি কি বোঝো না? বাবা কেমন হয়েছেন, তা কি দেখ্‌ছ না? তোমার এই দশা দেখে তিনি আরও কেমন হন। তুমি বোঝো মা, নইলে বাবাকে স্থির রাখ্‌তে পার্‌বো না!

সর। ত্থাখ্‌, হিরণ বড় আব্‌দেরে ছিলো। বায়না নিলে ভোলাতেম—রাঙা বর হবে; পুতুল দিয়ে ভোলাতেম—তোর ছেলে হবে, বে' দিবি, বউ আন্‌বি। হিরণ পুতুল সাজাতো-গোছাতো, পুতুলের বউ-বেটাকে শোয়াতো। ঘর-ঘরকন্না হবে—বড় সাধ! সম্বন্ধ হ'লো, হেসে সরকারদের ছোটগিন্নী বল্লে, 'এইবার হিরণ খাওয়া—তোর রাঙা বর হচ্ছে।' হিরণ একগাল হেসে মুখ ফেরালে! আহা, বাছা জানে না যে, মা হ'য়ে তারে জলে ফেলে দিচ্ছি। ঘাটের মড়া এনে গাঁটছড়া বেঁধে দিচ্ছি! হিরণ দুঃখ জানালে ধম্‌কাতুম, মুখঝাঁম্‌টা দিতুম, বাছা মাথা হেট ক'রে থাক্‌তো, যেন কত অপরাধা! আমি কি ক'রে স্থির হব মা, দিন দিন যে আমার সব মনে পড়ছে! ওরে পেটের জ্বালায় যে জল খেয়ে মরেছে! আহা, বাছা রে!

নলিনের প্রবেশ

নলিন। দিদি, একটা সিকি দে।

জ্যোতি। ভাই, রোজ রোজ সিকি কোথা পাব? আমাদের দুঃখের সংসার তুমি কি বোঝো না?

নলিন। ভালমানুষীতে না দাও, আবার বাক্সোর কল গড়াতে হবে, তখন কিছু বল্‌তে পাবে না। আমার বাড্‌সাই ফুরিয়েছে।

কিরণ। হ্যাঁরে নলিন, এত বড় হলি, কিছু বুঝিস্‌ নি? যদি দু'দণ্ড মার কাছে বসিস্‌, তবু মা একটু ঠাণ্ডা থাকে।

নলিন। হ্যাঁ, ও রোজ রোজ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করুক, আর ওর কাছে চুপটী মেরে বসে থাকো; মজা দেখ না!

কিরণ। তুই তো দিন দিন ভারি বেয়াড়া হচ্ছিস, মা-বাপ্‌কে দরদ নাই?

নলিন। দাও—দাও, সিকি দাও। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, ফুটবল দেখ্‌তে যেতে হবে। মা, দিতে বল বল্‌ছি!

কিরণ। ও কোথায় পাবে?

নলিন। আমি কি জানি? মা, বল্‌বে তো বল? বল্লে না—বল্লে না?—আচ্ছা মজা দেখ্‌বে! আমি উল পুড়িয়ে দেবো, মোজা-বোনা কল পুকুরে ফেলে দেবো।

কিরণ। হ্যাঁ—তা হ'লেই বড় বড় ভাতের গরাস তুল্‌বি।

নলিন। আমি সে ভয় করি নে—সে ভয় করি নে, আমি দুলালবাবুর বাগানে থাক্‌বো।

জ্যোতি। আচ্ছা, আমি তোকে সিকি দিচ্ছি, তুই কিশোরবাবুর স্কুলে পড়্‌তে যাবি বল?

নলিন। ওঃ মজার কথা দেখো, তুমি আমার হ'য়ে ক্রিকেট খেল্‌বে, নয়? আমরা ম্যাচের খেলা খেলি—তা জানিস্‌!

সর। আহা, হিরণ আমার কখন খাবো বল্‌তে জান্‌তো না, পুতুল না পেলে বায়না কর্‌তো, কিন্তু খাবার বায়না এক দিনও করে-নাই। সেই হিরণকে উপোসী যমকে ধ'রে দিলুম! ওঃ, আমি আবাগী, এখনো তো পেটে অন্ন দিচ্ছি! আজও মরণ হ'লো না!

নলিন। মরো না, মেজ্‌দিদির মত জলে ডোবো না!

জোতি। ত্থাখ্ নলে, বাবা এলে আমি ব'লে দেব। যা আমি তোরে সিকি দেব না।

নলিন। কি, বাবা মার্‌বে? তা পার্‌বে না, হাত কাম্‌ড়ে দিয়ে পালিয়েছিলুম—জান তো?

নেপথ্যে নলিনের ইয়ার। Nolin, come here. Tram-hire have.

নলিন। কে শেমো, Pice got?

নেপথ্যে। Oh yes.

নলিন। সিকি দিলে না? আচ্ছা থাক—আস্‌ছি।

প্রস্থান

কিরণ। মা, বাবার গলা পাচ্ছি। তাঁর এখনো খাওয়া হয় নাই, তুমি ব'সে খাওয়াবে চলো। চলো—চলো, তুমি না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে?

সর। মা, তুই আমায় কারে দেখ্‌তে বল্‌ছিস্? আমি যে দিকে চাই, হিরণকে দেখি। দিবানিশি হিরণ নিশ্বাস ফেল্‌ছে—শুনি। ওহো বাছারে—কি হ'লো!

করুণাময়ের প্রবেশ

করুণা। গিন্নি, হেতায়? এখানে ব'সে আছ কেন? হিরণের জন্যে? তাকে পাবে না,—তাকে পাবে না! এখন দেখো, তোমার আর কেউ না যায়! এই যে—এই যে জ্যোতি, তুমি কাঁদ্‌তে শিখেছ? শেখো—শেখো, খুব কাঁদ্‌তে হবে, দিনরাত কাঁদ্‌তে হবে, আমার মেয়ে হয়েছ, না কেঁদে কি কর্‌বে? হিরণ কেঁদে গিয়েছে, কিরণ কাঁদ্‌ছে, তোমায়ও কাঁদ্‌তে হবে।

কিরণ। তুমি অমন ক'রো না বাবা! মাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও। সকাল থেকে চুপ ক'রে এইখানে ব'সে আছে।

করুণা। বেশ তো—থাকুগ না! বল্‌ছো খায় দায় নাই, ব'সে আছে? পেটে অন্ন দিতেই হবে! আমি দেখেছি, পেটে অন্ন দিতেই হয়। কেমন গিন্নি, নয়? তুমি না খাও না খাবে, আমি না খেলে থাক্‌তে পারি নি—আমি না খেলে থাক্‌তে পারি নি! গিন্নি খেয়ো, হিরণকে মনে কর্‌ছো তো? খাবার সময় আরও মনে পড়্‌বে—আরও মনে পড়্‌বে! খুব মনে পড়্‌বে; —আমার তো মনে পড়ে, তোমার মনে পড়ে কি না জানি না!

সর। এই শোন্ কিরণ, কর্ত্তা ঠিক বলেছে, কেন ভাব্‌ছিস্? খাবো এখন—খাবো এখন! খাবো না—রাক্ষসী জন্মেছি খাবো না! কর্ত্তাকে নিয়ে যা,

আমি আপনি যাবো এখন! দেখ্—দেখ্, হিরণ এইখানটীতে শুয়েছিল —এইখানটীতে বাছা আমার মুখ তুলে সূর্য্যের পানে চেয়েছিলো; চেয়ে কি বলেছিলো জানো?—"সূর্য্যদেব, তুমি দেখ আমার রাক্ষসী মা!" আর আমার কথা শোনে নি, আর কথা কয় নি—আর আমার মুখ দেখে নি; —আমার মুখ দেখতে হবে ব'লে সূর্য্যের পানে চেয়েছিলো। দেখেছিলে —দেখেছিলে?

করুণা। দেখেছি, ঐ দেখেই কি শেষ হবে? আর কিছু দেখ্তে হবে না? কে জানে! আমি আসছি। তোমরা আমার জন্য ব'সে থেকো না, আমার জন্য ভেবো না। গিন্নি, খেয়ো—খেয়ো, খেতে হবে। তুমি না খাও, আমি এসে খাবো। যাই—যাই, জ্যোতির হিল্লে করি গে। কিরণের হিল্লে করেছি, হিরণ তো আপনার হিল্লে আপনি করেছে, এখন জ্যোতির হিল্লে করা চাই নি? চাই বই কি! আমি বাপ, হিল্লে কর্‌বো না!

প্রস্থান

কিশোর ও ভাবিনীর প্রবেশ

কিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থানোদ্যম

ভাবিনী। কিরণ দিদি, যেও না। মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিরণ। মা, ভাবিনী এসেছে।

সর। এসো মা!

ভাবিনী। আপনার কাছে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন; বল্লেন, তিনি দাদার কুল কর্‌বেন, তা জ্যোতিকে দাদার সঙ্গে বে' দেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান

তিনি পূজা কর্‌তে গেলেন, নইলে তিনি আপ্‌নিই আসতেন। তিনি বল্লেন, 'যা তুই ব'লে আয়, আমি যাচ্ছি,—বোস-গিন্নী মেয়েটী না দিলে আমি ছাড়্‌বো না;—তার মেয়ে থাকৃতে আমার কিশোরের কি কুল হবে না?'

কিশোর। বাবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, বোস্‌জা ম'শায়কে জিজ্ঞাসা কর্‌তে, তিনি যদি বাড়ীতে থাকেন, বাবা এসে বিকালে দেখা কর্‌বেন।

ভাবিনী। মাকে গিয়ে কি বল্‌বো?

সর। মা তুমি সুবচনী। গিন্নীকে ব'লো যে, আমি তো সংসারে বৃথা জন্মেছিলুম! জ্যোতি তো তাঁরই, তাঁর জিনিস তিনি নেবেন, তা আর

আমায় জিজ্ঞাসা করা কেন ? আমি এত দিন জানাই নি, আমার ছেলে-মেয়ে সকলেরই ভার তাঁকে নিতে হবে।

কিশোর। কিরণ দিদি, বাবা কি বোস্‌জা ম'শায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসবেন ?

কিরণ। হ্যাঁ মা, বাবা তো বিকালে বাড়ীতে থাকবেন ? কিশোরবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন।

সর। থাক্‌বেন বই কি, আমিই তাঁকে যেতে বল্‌বো।

কিশোর। না না, বাবা বলেছেন, তিনিই আস্‌বেন ; আমি তবে বাবাকে বলি গে।

ভাবিনী। তবে আসি দিদি, মাকে বলি গে।

উভয়ের প্রস্থান

সর। হ্যাঁরে সত্যি কি জ্যোতির সঙ্গে বে' দেবে ? এ যে আমার স্বপ্ন মনে হচ্ছে ! বিশ্বাস হচ্ছে না।

কিরণ। মা, তুমি কি বল্‌ছ ? ওরা ভাই-বোনে এসেছিল কি শুধু শুধু ! তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না ব'লে কিশোরবাবু সঙ্গে এসেছিল। মা তুমি ওঠো, এ দিনে চোখের জল মোছো। এখন তুমি কাঁদ্‌লে কিন্তু আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌বো। ওঠো, ঘরে চলো।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের বৈঠকখানার বারান্দা

রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ ও উকীল

দুলাল। বাবা, পাকাপাকি করে নিও। মিঠেনের উপর—মিঠেনের উপর ! বাবা শাসিও না,—তোমার শাসানো রোগ—তা হ'লেই সব কেঁচ্‌ড়ে যাবে।

রূপ। আরে চুপ কর্‌ না। উকীলের সঙ্গে কথা কইতে দেবে না।

দুলাল। বাবা মুখ ঘুরিও না,—আমার প্রাণ আনচান্ কচ্ছে। এবার আমি ভালবেসেছি বাবা—সত্যি বাবা,—সে চ'লে গেলে বুক পেতে দিতে ইচ্ছে হয় বাবা ! সে বউ ঘরে আনো, আমি সোণার চাঁদ ছেলে হবো। আমি

দিন-রাত সেই ছবি দেখ্‌ছি, সেই রুক্ষ রুক্ষ চুলগুলি মুখে এসে পড়্‌ছে। চাঁপার কলি আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, কালো দুটী চোখ—এদিক ওদিক চায় না বাবা,—মাথাটী নিচু ক'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ছে ;—চাদরখানি সাম্‌লাতে পার্‌ছে না, কাঁধ থেকে গড়িয়ে প'ড়ে সুগোল হাতটী বেরিয়ে পড়্‌ছে। গলা দেখ্‌লে মনে হয়, যেন জল খেলে জল দেখা যায় ; গাল দুটীতে বসরাই গোলাপ ফুটেছে ! বাবা, দিনরাত্তির মনে মনে তাই দেখ্‌ছি !

রূপ। তবে তুই বক্‌—আমি চল্লুম।

দুলাল। চ'টো না বাবা, এই আপ্‌—আমি চুপ কর্‌লুম।

মুখে হস্ত প্রদান

রূপ। উকীল বাবু, এম্‌নি ক'রে লেখাপড়াটা ক'রে দেবেন, যেন contract ভাঙ্‌লে criminal হয়।

উকীল। Criminal হবে বৈকি ! তা হ'লে cheating chargeএ পড়্‌বে।

রূপ। সেইটী পাকা ক'রে লিখে দিও।

দুলাল। বাবা, বাড়ী-ঘর-দোর ফিরিয়ে দেবেই, নগদ ছাড়্‌তে কৃপণ-কস্থি ক'রো না। ওর বাপ্‌কে খুসী রাখ্‌লে ও আমায় একটু একটু ভালবাস্‌বে। খুসী না হ'লে, এই বাঁদর ছানার পানে ফিরেও চা'বে না।

রূপ। আরে নে নে,—বলেছি তো পাঁচ হাজার টাকা দেব।

দুলাল। তাই বল্‌ছি বাবা, এই দুষমণ চেহারা দেখে যেন ঘাব্‌ড়ে না যায়, খুসী হয়ে যেন হেঁসে কথা কয়। লাল ঠোঁট দু'খানির মাঝখানে, আধা আধা মুক্তোর মতন দাঁতগুলি দেখ্‌লে, মুণ্ড ঘুরে যায় বাবা ! আমি হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে থাক্‌বো বাবা !

রূপ। চুপ কর্‌, ঐ আস্‌ছে। বেলাল্লাগিরি করিস্‌ নি। উকীলবাবু, আপনি ওকে সঙ্গে ক'রে দপ্তরখানায় নিয়ে আসুন।

একদিকে উকীল ও অন্যদিকে রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদের দপ্তরখানা

একদিক দিয়া রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদ এবং অন্যদিক দিয়া উকীলের ও করুণাময়ের প্রবেশ

দুলাল। নমস্কার করি শ্বশুর ম'শায়! (স্বগতঃ) আমার ল্যাং আর কুঁজকে সেলাম দি। বাবা কি বেয়াড়া ছেলেই কেটেছে!

রূপ। আসতে আজ্ঞা হয় বে'ই ম'শাই—আসতে আজ্ঞা হয়।

করুণা। হুঁ—এই এলুম,—ওদিকে কে?—না—কেউ নয়!

রূপ। বসুন,—ওদিকে কি দেখ্ছেন,—কেউ সঙ্গে আছে না কি?

করুণা। না,—তবে,—হুঁ—বস্ছি। (উপবেশন)

রূপ। (দলিল ও হাতচিঠি দেখাইয়া) বে'ই ম'শায়, এই দেখুন, এই বাড়ীর দলিল, এই পাওনাদারের হাত চিঠি। কেমন আর তো আপনার দেনার ভয় নাই? দেখুন—দেখুন, হাতচিঠিগুলো দেখুন।

করুণা। হুঁ,—আর ওয়ারিন বেরোবে না তো?

রূপ। কি বল্ছেন,—আর এই সব হ্যাণ্ডনোটগুলো দেখুন। আর তো আপনার দেনা নাই?

করুণা। হুঁ,—কে জানে সব লিষ্টি করি নি।

রূপ। এক আধ খানা থাকে তো ভাব্না কি? আমি সব চুকিয়ে দেব, লিখে দিচ্ছি'তো।

করুণা। হুঁ,—অনেক দেনা—অনেক দেনা!

উকীল। (স্বগতঃ) মানুষটার মাথা খারাপ হয়েছে দেখ্ছি।

করুণা। হুঁ—কেউ নয় তো? উঃ! ছাই খেয়ে ম'রেছে—ছাই খেয়ে ম'রেছে! কে ও?

দুলাল। শ্বশুর ম'শায়, কিছু ভেবো না, বেপরোয়া বুকের ছাতি ফুলিয়ে বেড়াও। (জনান্তিকে) বাবা, টাকা ঝাড়ো।

রূপ। (জনান্তিকে) আরে থাম না।

উকীল। এই পাঁচ হাজার টাকার পাঁচ কেতা নোট; দেখে নেন।

করুণা। হুঁ,—দেখেছি!

উকীল। এই কাগজখানায় সই ক'রে দেন।

করুণা। কি হ্যাণ্ডনোট ? আচ্ছা, দাও।

উকীল। না—না, হ্যাণ্ডনোট নয় ;—এতে আপনি অঙ্গীকার কর্‌ছেন যে, এই সমস্ত পেয়ে আপনি, আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত দুলালবাবুর বিবাহ দেবেন।

দুলাল। শ্বশুর ম'শায়, কিছু ভেবো না। তোমার মেয়েটী পেলে আমি ঢিট্ ব'নে যাবো, অন্দর থেকে বেরুবো না ; কোনও ব্যাটাবেটীর মুখ দেখ্‌বো না, মাষ্টার রেখে পড়্‌বো। সই করো শ্বশুর ম'শায়—সই করো, আমি খুব ঢিট্ জামাই হবো।

করুণা। হুঁ,—সই কর্‌বো ?—কত সুদ ?

রূপ। সুদ কিসের বে'ই ম'শায় ? আপনি বড় কুলীন, আপনার মেয়ে ঘরে আন্‌বো, কুল-মর্য্যাদা দিচ্ছি। ও টাকা কি ধার দিচ্ছি যে, সুদ দেবেন !

উকীল। এ তো দেনা-পাওনা হ'চ্ছে না—তবে contract, মেয়েটী আপনি দেবেন—তারই contract। কেমন, আপনি তো স্বীকার পাচ্ছেন ?

করুণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। যদি মরে যায় ?—তা হ'লে কি হবে ? একটা ম'রেছে,—ছাই খেয়ে ম'রেছে,—এটা যদি ছাই খেয়ে মরে, তা হ'লে কি হবে ? ও গুলো মরে—ম'রতে চায়,—শুধু আমি মরি নি—গিন্নী মরে না ! যদি মরে —কি হবে ?

দুলাল। দোহাই শ্বশুর ম'শায়, ও কথা ব'লো না শ্বশুর ম'শায় ! তা হ'লে আমি মারা যাবো শ্বশুর ম'শায় !

করুণা। না, মরে ! ম'রে ভেসে উঠেছিল ! পেটের জ্বালায় ম'রেছে—পেটের জ্বালায় ম'রেছে।

রূপ। বালাই, ও কথা মুখে আন্‌তে আছে ?

উকীল। আহা, মানুষটা বড় শোক পেয়েছে !

করুণা। না, শোক কিসের ?

রূপ। বে'ই মশায়, আর সে সব ভেবো না। এবার নূতন জামাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করো।

উকীল। নেন ম'শায়, সই করুন—সই করুন। এতে লেখা বুঝেছেন তো ? এতে লেখা, আপনি আপনার কন্যার শুভবিবাহ দেবেন।

করুণা। হ্যাঁ—বুঝেছি। দাও, সই করি। মরে—জল থেকে তুল্‌বো ! দাও, —সই করি।

উকীল। ওহে দিনু, তোমরা সব এসো।

করুণা। হুঁ,—কাকে ডাক্‌ছেন ?

উকীল। ও আমার Serving clerk আর একজন কেরাণী ; ও ঘরে ব'সে আছে, সাক্ষী হবে। সই করুন।

দিনু ও কেরাণীর প্রবেশ

বাবু সই কর্‌ছেন—দুলালবাবুর সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন, সাক্ষী হও।

করুণা। হ্যাঁ বে' দেবো, চড়া দর পেয়েছি। ম'লেও সুদ লাগ্‌বে না ?

উকীল। না, সই করুন। (স্বগতঃ) ভাল পাগলের পাল্লায় পড়েছি, বেলা হ'লো।

করুণা। (সই করিয়া) এই তো সই কর্‌লুম। আর কি, বাড়ী যাই ?

রূপ। বসুন—ব্যস্ত কি ?

দুলাল। (জনান্তিকে) বাবা বে'র দিন ঠিক ক'রে নাও। যত শীগ্‌গির হয়, দেরী ক'রো না, না কেঁচড়ায় !

রূপ। তবে আমি পুরোহিত ডাকিয়ে, দিন স্থির ক'রে আপনাকে খবর পাঠাবো। সেই দিন আগে আমরা আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো, তার পর আপনারা পত্র ক'র্‌তে এসে, অম্‌নি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন। আত্মকুটুম্ব সকলকে বল্‌বেন। কিছু ভাব্‌বেন না,—ঘটা ক'রে মেয়ের বে' দেন, আমি সব খরচ দেব। যত লোক পত্রে আন্‌তে পারেন, আন্‌বেন, আমি সকলের সম্মান রক্ষা কর্‌বো। আত্মকুটুম্ব কেউ না ফাঁক থাকে, সকলকে বল্‌বেন। য'খানা গাড়ী পাঠাতে বলেন, পাঠাবো।

করুণা। আত্মকুটুম্ব—আত্মকুটুম্ব—হুঁ !—বল্‌বো—বল্‌বো, কে কোথায় আছে —খুঁজে দেখ্‌বো ! কই—কেউ তো নেই—কেউ তো নেই ! হয়েছে ? চল্লুম।

রূপ। তবে কথা ঠিক রইলো ?

করুণা। হ্যাঁ,—দর দাম চুকে গিয়েছে,—আর কি, চল্লুম ?

উকীল। টাকাগুলো পকেটে নেন, দলিলগুলো বেঁধে নেন, আমিই বেঁধে দিচ্ছি। আসুন, আপনার গাড়ীতে দিয়ে আসি।

করুণা। হুঁ—নিই।

দুলাল। আমি মাথায় ক'রে দিয়ে আস্‌ছি বাবা !

রূপ। বেই ম'শাই ফুর্ত্তি করুন, আর মনের ব্যথা রাখ্‌বেন না, আপনার দুর্দ্দিন কেটে গেছে।

করুণা। ব্যথা—ব্যথা কিসের ? মেয়েটা মরেছে ? গিন্নী জবুথবু হয়েছে—হ'লোই বা—হ'লোই বা—ব্যথা কিসের ?

প্রস্থান

উকীল। (দিনু ও কেরাণীর প্রতি) তোমরা যাও।

উভয়ের প্রস্থান

মানুষটা এক রকম হয়ে গিয়েছে।

রূপ। কিছু কাঁচা হ'লো না কি ? বেটা মর্‌বে—মর্‌বে, বল্লে কি ? ধরুন, যদি মেয়েটী মারাই যায়, তা হ'লে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না, কেমন ? ওই clauseটা রাখ্‌লেই হ'তো।

উকীল। (স্বগতঃ) বেটা কে গো !

দুলাল। অলক্ষণে কথা মুখে এনো না বাবা, আমার বুক কাঁপে বাবা !

রূপ। লোক্‌টা বিগ্‌ড়ে গেছে। দলিল তো কাঁচা হ'লো না ?

উকীল। বলেন কি ম'শায়, টাকা কি কখন কাঁচা হয় ?

রূপ। ভাব্‌ছি, মাথা খারাপ হয়ে গেছে !

দুলাল। কিছু ভেবো না বাবা, ও ঠিক আছে, সুপাত্র দেখে একটু গুলিয়েছিল। ও, কথা ঝেড়ে ফেল্‌বে না। দেখেছ তো—নগদ টাকা ঝাড়্‌তে গেলুম, তবু নুইলো না ;—ঘাটের মড়াকে বে' দিলে, তবু আমার সঙ্গে বে' দিলে না।

উকীল। না—কথার মানুষ বটে। শালওয়ালার মকদ্দমায়, একটা মিথ্যা কথা কইলে, বেটার টাকা উড়ে যেতো, তা কইতে চাইলে না, consent decree দিয়ে কিস্তিবন্দী কর্‌লে। আর ম'শায়ের কতকগুলি পড়্‌লো হিসেব কর্‌লেন কি ?

রূপ। কি কর্‌বো ভাই—কি কর্‌বো ! ছেলেটা বোঝে না, গিন্নী একেবারে ধ'রে ব'সলো ! আমি ধম্‌কে সার্‌তুম, ছেলেটা বেয়াড়া !—বুক কর্‌কর্‌ কচ্ছে, এক একটা টাকা দিয়েছি—যেন বুকের মাস কেটে দিয়েছি !

দুলাল। বাবা, আর বুক-কর্‌করানিতে কাজ নাই বাবা। বউ দেখে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে ! যে বউ দিচ্ছ, তোমার চৌদ্দপুরুষ এমন বে' করে নি ;—বুকের ধন—বুকের ধন !

উকীল। তবে আসি। (স্বগতঃ) লাখ্ টাকা এক দিকে আর এই সোনার চাঁদ ছেলে এক দিকে!

দুলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দুলাল। গীত

বাহবা বা রে আমি বাপের বেটা বাহাদুর।
বাজীমাৎ কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ, রূপচাঁদের কি রূপোর সুর॥
ঘুচ্‌লো বুকের ওলট্-পালট, চোটপাট লেগেছে চোট,
জিতের পালা, মতির মালা বাগিয়েছে মর্ক্কট;
হয়েছে কেল্লা ফতে, লুটোপুটী প্রেমের পথে,
কেয়া ফূর্ত্তি, দেল মজ্‌গুল ভোরপুর॥

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

করুণাময় ও জ্যোতির্ম্ময়ী

করুণা। জ্যোতি, তোমারও বে' দেবো। বে' না দিলে জাত যাবে যে? দুটী মেয়েকে সুপাত্রে দিয়েছিলুম, তোমায়ও সুপাত্রে দেবো।

সরস্বতী ও কিরণ্ময়ীর প্রবেশ

গিন্নি, তোমার এ মেয়েটীকেও সুপাত্রে দেবো। আমি বাপ, দেখে শুনে দেব না? দেব বই কি। বেশ সুপাত্র।

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান

কিরণ। বাবা, তোমার কি ঘনশ্যাম বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

করুণা। কেন? না, মেয়ের বে' নিয়ে ব্যস্ত আছি, কখন দেখা কর্‌বো?

সর। তুমি জ্যোতির জন্য ভেবো না। ঘনশ্যামবাবু তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে, কিশোরের সঙ্গে জ্যোতির বে' স্থির ক'রে যাবেন। চুপ ক'রে রইলে কেন? সত্যি। কিশোর আর ভাবিনী এসে বলে গেল। তারপর ঘটকী এসেছিল।

করুণা। তা বেশ—তা বেশ!

সর। কালই গায়ে হলুদ দিতে চায়। যা হয় তুমি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে ঠিক করো।

করুণা। আর ঠিক কি? বেশ তো—বেশ তো! তাড়াতাড়ি বে'—তাড়াতাড়ি বে'! ও দুটীরও তাড়াতাড়ি বে' হয়েছে, নাইয়েই উৎসর্গ ক'রে বলিদান দিয়েছি। একটা বলি চাই—একটা বলি চাই!

সর। না না, আর তুমি অমঙ্গলে কথা ক'য়ো না!

করুণা। অমঙ্গলে কথা কি? যে বাড়ীতে যে প্রথা,—যে হোক বলি হবেই। জ্যোতি দিব্যি মেয়ে—দিব্যি মেয়ে। দেখ, আগে মেয়েগুলিকে দেখ্‌তুম, আর মনে কর্‌তুম কি জানো, এরা রাজার ঘরে জন্মালে তবে শোভা পেতো! এখন মনে হয়, কেন ডোমের বাড়ী জন্মায় নি; তা হ'লে খেটে খেতো,—বাছা অন্নাভাবে মর্‌তো না।

কিরণ। বাবা, যা হবার হয়ে গেছে, এখন স্থির হও। জ্যোতির বে' দাও, জ্যোতি খুব সুখে থাক্‌বে!

করুণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বটে—বটে! তোমরা যাও—তোমরা যাও!

কিরণ। তা তুমি খাও দাও!

করুণা। হ্যাঁ—যাও, উদ্যোগ করো গে, খাবো বই কি, খাবো না! যাও—যাও!

কিরণ্ময়ীর প্রস্থান

করুণা। গিন্নি, খুব সুখের কথা না?

সর। দেখ, এখন ভবিতব্যি!—দু' হাত এক হ'লে বুঝ্‌বো!

করুণা। কিশোর ভাল ছেলে—চমৎকার ছেলে! জ্যোতি সুখে থাক্‌বে। সেই তো বেশ—সেই তো বেশ। তুমি কথা দিয়েছ, কেমন? একটা বলি চাই—একটা বলি চাই! গিন্নি, জ্যোতির বে' দিলেই নিশ্চিন্ত, আর কি? আর তো মেয়ে নেই, আর পাত্র খুঁজ্‌তে হবে না? আমি নিশ্চিন্ত, তুমিও নিশ্চিন্ত হবে।

সর। তুমি ঠাণ্ডা হও, খাও দাও,—ঘনশ্যামবাবু বৈকালেই আস্‌বেন। ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে ফেল। আমাদের শুধু রুলি হাতে দিয়ে মেয়েটীকে দেওয়া। যা কর্‌বার কম্মাবার—তারাই সব কর্‌বে।

করুণা। গিন্নি, অদৃষ্ট মানো? মান্‌তেই হবে! কেউ ফেরাতে পারে না,—রাজায় ফেরাতে পারে না,—অদৃষ্টের দাগ কে মুছ্‌বে! কর্ম্ম-স্রোত চলে

আস্‌ছে! কোন্‌ দিকে চল্‌বে কেউ জানে না! কিন্তু শেষাশেষি কতক বোঝা যায়। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আছ ভাল। দাও, জ্যোতির বে' দাও। কি হবে, তুমি জান না—আমি জানি না। জ্যোতির বে' দিতেই হবে, চারা নেই; কি বল—বে' দিতেই হবে!

সর। তুমি ভেবো না, অদৃষ্টে যা ছিল, হ'য়ে গিয়েছে। শুনেছি দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসে। হয় তো সুদিন এসেছে। কিশোর বেঁচে থাক্‌, জ্যোতি বেঁচে থাক্‌, আমরা দেখেও সুখী হবো।

সর। হুঁ! কিশোর বেঁচে থাক, জ্যোতি বেঁচে থাক্‌, দেখেও সুখী হবো। আমার দশা যা হয় হবে, কি বল? তা হোক। ভাব্‌নার শেষ হয়েছে! দেখেছ, মজা দেখেছ? আমার মতন দরিদ্রেরও বাড়ী চাই, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ চাই, কন্যাপুত্রের ভরণপোষণ চাই,—সব চাই, কিছু ছাড়্‌বার যো নাই;—যেমন ক'রে পারো, চাই-ই চাই—সব চাই। চুরি করে পারো, জুচ্চুরি করে পারো, ভিক্ষা করে পারো, নীচ হয়ে পারো, ছেলে বেচে পারো, মেয়ে বেচে পারো, মিথ্যা বলে পারো, নরকে গিয়ে পারো, যেমন ক'রে পারো চাই-ই চাই, সব চাই! জ্যোতি ভাল থাকুবে, কেমন? কিশোর বড় ভাল ছেলে, তোমায় ফেল্‌তে পার্‌বে না, কিরণকে ফেল্‌তে পার্‌বে না, নলিনকে ফেল্‌তে পার্‌বে না। চল্‌ছে তো, এক রকমে চলে যাবে, আমি আর ভাব্‌বো না, আমার ভাব্‌না ফুরিয়েছে।

সর। তুমি অমন কচ্ছ কেন বল দেখি? তোমার মনে হচ্ছে কি, ঘনশ্যামবাবু বে' দেবেন না?

করুণা। অনেক মনে হচ্ছে। তোমার কেন মনে হচ্ছে না, জানি নে। কিরণের বে'র সম্বন্ধ ক'রে আমোদ করেছিলে মনে আছে? বাড়ী বাঁধা পড়্‌বে ভেবেছিলুম,—ভাব্‌তে মানা করেছিলে;—বে'র রাত্রে বুঝেছিলে ভাবনার সাগর! হিরণের সম্বন্ধেও আমোদ করেছিলুম, বে'র রাত্রেই বিভ্রাট দেখেছিলে? তারপর দিন দিন বিভ্রাট! জামায়ের ব্যামো নিয়ে বিভ্রাট, জামায়ের আর-পক্ষের ছেলে নিয়ে বিভ্রাট, জামাই মরা নিয়ে বিভ্রাট!—তবে নাকি হিরণ সব বিভ্রাট মিটিয়ে গিয়েছে, সে ভাবনায় নাকি নিশ্চিন্ত হয়েছ, তাই আর মনে কচ্ছ না, জ্যোতির সম্বন্ধে আমোদ করুতে বল্‌ছ! বে'র রাত্রি আসুক, কি হয় দেখ, তারপর আমোদ ক'রো।

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। মা এসো, বাবাকে নিয়ে এসো।

করুণা। যাচ্ছি, তুমি যাও।

সর। যা বল্‌ছো সব ঠিক! তা এসো, যা অদৃষ্টে আছে—হবে, ভেবে আর কি কর্‌বে!

কিরণময়ী ও সরস্বতীর প্রস্থান

করুণা। সত্যই তো, আর কেন ভাব্‌ছি। সহজ উপায়—অতি সহজ উপায়, ভাব্‌নার তো আর কিছু নাই! বাড়ী পেয়েছি, টাকা পেয়েছি, দেনা শোধ হয়েছে, তবে আর ভাবনা কি! বলিদান দিতেই হবে—বলিদান দিতেই হবে;—একটা বলি, যে বাড়ীর যে প্রথা!

নেপথ্যে সর। এসো না গো!

করুণা। হ্যাঁ যাচ্ছি।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সমিতি-গৃহ

সমিতির সভ্যগণ আসীন

কালীঘটকের প্রবেশ

কালী। বাবু, সারা সহর ঘুরে ঘুরে দিন রাত বেড়াচ্ছি, গাঁটের পয়সা কব্‌লাচ্ছি। কোথায় কে খোঁড়া, কোথায় কে কাণা বেকার হ'য়ে পড়ে আছে; কোথায় কে অবীরে, হাঁড়ি চড়ে না, এই খুঁজ্‌ছি। আজ এই দেখুন, এই ক'জন এনেছি।

১ম সভ্য। সব এইখানে আনো।

কালী। যে আজ্ঞে।

কালীঘটকের প্রস্থান

ইন্‌স্পেক্‌টারের প্রবেশ

ইন্। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ব্যাটা কা'দের সব এনেছে দেখ না? বেটার

তারিফ্ আছে। দশ বছর পুলিসে কাজ ক'রে তো আমি এমন পাজী দেখি নি।

ইন্‌স্পেক্‌টারের লুক্কাইত হওন

ছদ্মবেশী অন্ধ, খঞ্জ ও বিধবা প্রভৃতিকে লইয়া কালীঘটকের প্রবেশ

কালী। (অন্ধের প্রতি) আস্তে আস্তে এসো—আস্তে আস্তে এসো, ভয় কি? উঁচু নীচু নাই, পড়্‌বে না। (বিধবার প্রতি) এস গো, এসো। কি করবে বাছা, এ বাবুরা খুব ভাল, তোমার ইজ্জত যাবে না। (দ্বিতীয়া রমণীর প্রতি) এসো না গো, এসো না, বাবুরা কি সমস্ত দিন তোমাদের জন্যে থাক্‌বে গা? (খঞ্জের প্রতি) এসো ভাই এসো, লাঠির উপর ভর দাও। (সমিতির সভ্যগণের প্রতি) বাবু, এই ভদ্রলোক কালেজে গিয়ে চোখ কাটালে। কাটানই সার, চক্ষু দুটী হ'লো না। আর এ বামুনের ঘরের মেয়ে। তিনটী ছেলে রেখে ব্রাহ্মণ মরেছে, আজ কি খায়, তার উপায় নাই। আর এ বেচারা বাতে পঙ্গু, একবছর বেকার,—মেয়েছেলে কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে,—ভিক্ষে কর্‌বে, তাও পায়ে বল নাই।

ইন্‌স্পেক্‌টারের প্রবেশ

(স্বগতঃ) ও বাবা, ইন্‌স্পেক্‌টার বেটা কেন?

ইন্। কি কালী, কি দেখ্‌ছো, আমি হেতায় এসেছি কেন? আমি মন্ত্র শিখেছি, অন্ধ ভাল ক'রে দেব, তাই বাবুরা এনেছেন। কিহে আদ্দিরাম, চোখ ভাল হয়েছে, না দুটো গুঁতো দেব?

অন্ধ (আদ্দিরাম)। দোহাই হুজুর! এই কালী আমায় বল্লে—এই কালী আমায় বল্লে!

ইন্। (পঙ্গুকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া) ওহে তোমার যে অম্‌নি বাত সেরে গেল দেখ্‌ছি। দৌড়ে কোথা যাবে? ঐ যে সব পাহারাওয়ালা রয়েছে। কালী, মন্ত্র দেখ্‌লে!

কালী। অ্যাঁ, বেটারা এমন ছল! মিছিমিছি ঢং করেছে! দোহাই ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু, আমি কিছুই জানি নে!

ইন্। বটে, এই অবীরে বামুন ঠাকরুণকেও চেন না? কথা কচ্ছ না যে? বামুন ঠাকরুণ, মুখের কাপড় খোলো, চল সব থানায় যাই। কেন সিঁদুর মুচেছ বাছা, তোমার কালী এমন জলজ্যান্তো রয়েছে।

বিধবা। দোহাই বাবা, আমায় থানায় নিয়ে যেও না বাবা! আমি ধোপার মেয়ে, গুখোরব্যাটা কুলের বা'র করেছে। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এলো; বল্লে, শুধু ঘোম্‌টা দিয়ে ব'সে থাক্‌বি।

ইন্। তা ঘোম্‌টা দিয়ে থানায় ব'স্‌বে চলো। (সভ্যগণের প্রতি) ওহে তোমরা এই অক্ষকে সমিতির কাজ দিয়ে শোধরাবে? তা যদি পার্‌তে, তোমরা মানুষ নও। (ছদ্মবেশী অন্ধাদির প্রতি) নাও, সব চলো।

বিধবা। ও গুখোরব্যাটা, আমায় এমন ক'রে মজালি গুখোরব্যাটা!

কালীর কেশাকর্ষণ

কালী। যাই—যাই, টিকী ছাড় বেটী—টিকী ছাড়! ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু, থানায় নিয়ে চলো, টিকী ছাড়্‌তে বলো।

বিধবা। ও মা কি হ'লো গো! জাতকুল খেয়ে শেষে মেয়াদ খাটাবে। ও পোড়ারমুখো!

প্রহার

কালী। ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু—ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু! বেটীকে ধরো—বেটীকে ধরো!

ইন্‌স্পেক্‌টারের পশ্চাতে গমন

ছদ্ম ইন্‌স্পেক্‌টারবেশী রমানাথকে লইয়া জমাদারের প্রবেশ

জমা। খোদাবন্দ্‌, এ Cruelty Inspector হোকে গাড়োয়ানসে পয়সা লিয়া। হাম্ পাক্‌ড়া।

১ম সভ্য। এ কে?

ইন্। দেখ্‌ছো না, তোমার সমিতির কাজ পেয়ে reformed হয়েছে। রমানাথবাবু, রকমখানা কি?

জোবির প্রবেশ

১ম সভ্য। (স্বগতঃ) আহা! ছুঁড়ী এখনি কাঁদাকাটি কর্‌বে! বারবার ছাড়্‌লে চলবে না। (প্রকাশ্যে) জোবি, এবার তো ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু ছাড়বে না!

জোবি। বাবু, আমি ছাড়াতে আসি নি। দেখ্‌ছো না, আবার আমি পাগল হয়েছি। তোমরা যে কাপড় দিয়েছ, তা ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া কাপড় পরেছি। এবার ছেড়ে দিতে বল্‌বো না, মধুসূদন রাগ কর্‌বে!

১ম সভ্য। কি বল্‌ছো ?

জোবি। সে দিন তোমাদের পায়ে হাতে ধ'রে ছেড়ে দিতে বলেছিলুম ! ও শোধ্‌রালো না। আমি মধুস্থদনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, এবার ধরলে কি কর্‌বো। মধুস্থদন বল্‌লে 'এবার ছাড়াস্‌ নি, আর পাপ করতে দিস্‌ নি, তা হ'লে মরে গেলে আরও যন্ত্রণা পাবে। সাজা হ'লে কতক পাপ কাট্‌বে, কয়েদ হ'লে আর পাপ কর্‌তে পার্‌বে না। তোর স্বামীকে আর পাপ কর্‌তে দিলে, তোর পাপ হবে, আমি রাগ্‌বো।'

রমা। ও জোবি, তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিতে বল—তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিতে বল ! এবার ছেড়ে দিলে আমি শোধ্‌রাবো। তোর পায়ে পড়ি—ছেড়ে দিতে বল।

জোবি। না, আমি কাঁদ্‌বো—খুব কাঁদ্‌বো, তোমায় ছেড়ে দিতে বল্‌বো না, আর তোমায় পাপ কর্‌তে দেব না ! মধুস্থদন বড্ড সাজা দেবেন ! আমি মধুস্থদনকে বল্লুম, 'আমায় সাজা দাও, ওকে সাজা দিও না।' মধুস্থদন বল্‌লে, 'না—তা হবে না।' তোমার পাপ তোমায় ভুগ্‌তে হবে। তোমার সাজা হ'লে তোমার পাপ কাট্‌বে। সেইখানে মধুস্থদনকে ডেকো, তোমার সব পাপ কাট্‌বে। সাজা হ'লে তুমি মধুস্থদনকে ডাক্‌বে। মধুস্থদনের নাম ক'র্‌লে হাসো, মধুস্থদন মানো না, কিন্তু সাজা হ'লে মানবে। আমায় তোমার সঙ্গে থাক্‌তে দেবে না, নইলে আমি থাক্‌তুম।

রমা। ও জোবি—ও জোবি, আর আমি পাপ কর্‌বো না, আমি মধুস্থদনকে খুব মান্‌বো।

জোবি। তুমি এখনো মিথ্যাকথা বল্‌ছো,—মধুস্থদনের নাম ক'রে মিথ্যাকথা বল্‌ছো। আমি তো তোমায় বলেছি, আমি কাঁদ্‌বো, ছেড়ে দিতে বল্‌বো না,—মধুস্থদন মানা করেছে। বাবু—বাবু, ওকে মেরো না। আমি চল্লুম, আমি কাঁদিগে। আমি তোমায় এই শেষ দেখে গেলুম, এই শেষ দেখা ! জোবি আর বাঁচ্‌বে না—জোবি আর বাঁচ্‌বে না !

প্রস্থান

রমা। বাবু—বাবু, আর একবার ছেড়ে দেন।

ইন্‌। লে চলো।

১ম সভ্য। ইন্‌স্পেক্‌টার, এর পাথর-ভাঙা মোকুব হবে না ?

ইন্‌। শুন্‌লে তো, তোমারও উপর মধুস্থদন রাগ্‌বে জানো !

২য় সভ্য। আমি এমন আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক কখনো দেখি নি।

সকলে। অদ্ভুত!

১ম সভ্য। জগদীশ্বর! তোমার কার্য্য—তুমিই জানো।

সকলের প্রস্থান

রামলালের সহিত কিশোরের প্রবেশ

রামলাল। কিশোর, ভাই, আমি এতদিন মনে কর্‌তুম যে, তোমরা বুঝি ঢং ক'রে বেড়াও। ইদানিং যেমন এক সভা করা ফ্যাসান হয়েছে, তাই করো। কিন্তু ভাই, আমার চক্ষু ফুটেছে। আমায় তুমি মাপ করো। আমি কর্ত্তার কাছে মাপ চেয়ে এসেছি, শাশুড়ী ঠাকুরুণের কাছে মাপ চেয়ে এসেছি, ভাবিনীর কাছে মাপ চাইবো। আমায়ও তুমি সমিতির মেম্বার করে নাও। আমি মনে কর্‌তুম, মার কথা শুনে, তোমাদের সঙ্গে অসদ্ভাব ক'রে, বুঝি মাতৃভক্তি দেখাচ্ছি। আমি বুঝ্‌তে পারি নি যে, অধর্ম্ম কচ্ছি।—তুমি মাপ কর্‌লে?

কিশোর। এক শো বার—কি বল্‌ছো?

রামলাল। আচ্ছা ভাই, আমায় মেম্বার করো। আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি, নিমন্ত্রণে লোকজন সব আসবে, আমি অভ্যর্থনা কর্‌বো। তুমি রিপোর্ট লিখেই এসো। আজকের দিনও কাজ নিয়েছ!

কিশোর। না হে, আইবুড়ো ভাতের হাঙ্গামে আর তো বাড়ী থেকে বেরুতে পার্‌বো না, রিপোর্টটা দরকার।

রামলাল। আচ্ছা, আমি তবে চল্লুম, তুমি রিপোর্ট লিখে এসো।

রামলালের প্রস্থান

কাগজ-কলম লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে'চাচ্ছে। নাম জিজ্ঞেস কর্‌লুম, বল্লে না। যেন এক রকম!

কিশোর। ডাক।

ভৃত্যের প্রস্থান

কোন দরিদ্র লোক হবে—দরিদ্রের তো বাঙ্গ্‌লায় অভাব নাই।

মোহিতমোহনের প্রবেশ

কে তুমি?

মোহিত। আমায় চেনেন, আমার নাম মোহিত,—আমি করুণাময়বাবুর বড় জামাই,—যার পরিচয় রাস্তায় আপনারা পেয়েছিলেন।

কিশোর। কে—মোহিতবাবু! আপনার এ দশা কেন?

মোহিত। আমার মতন লোকের আর কি দশা হয়? বোধ হয়, সে দিন রাস্তার কথা ভুলে গেছেন, তাইতে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, এ দশা কেন? সমস্ত পরিচয় শুনুন, অকর্ম্মণ্য জীবনের ঘটনা আপনাকে বল্‌তেই এসেছি। এন্‌ট্রেন্স পাশ হ'য়ে ধরা সরা দেখ্‌লেম,—

কিশোর। থাক্—সে সব কথা থাক্। বোধ হয় আপনার আহার হয় নাই, স্নানটান করুন, আহার করুন, তারপর সব কথা শুন্‌বো।

মোহিত। না কিশোরবাবু, ব্যাঘাত দেবেন না,—মনের আগুন বা'র কর্‌তে দেন,—আপনাকে ব'লে যদি কিছু শীতল হয়। শুনুন,—এন্‌ট্রেন্স পাশ হয়ে ভাব্‌লুম, আমি একজন ক্ষণজন্মা,—মা-ও তাই বল্‌তেন; বিবাহের সম্বন্ধ আস্‌তে লাগ্‌লো। মনে মনে ধারণা—সুন্দরী, রসিকা, বিদ্যাবতী, অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী কোন ভাগ্যবতী যদি আমার গলায় মালা দেয়, তা হ'লে আপনাকে ধন্যা জ্ঞান কর্‌বে। করুণাময়বাবুর কন্যার সঙ্গে বিবাহ হ'লো। বড় গর্‌পছন্দ। ঘৃণা হ'লো, ভাব্‌লেম, পরিত্যাগ কর্‌বো। মা-ই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন।

কিশোর। মা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন কি?

মোহিত। তাড়নায় আমার স্ত্রী মুচ্ছির্তা হ'য়ে পড়ে, আমার শ্বশুর এসে নিয়ে যান। মা ভাব্‌লেন, উপযুক্ত পুত্রের আবার বে' দেবেন। তা আমার তো হেঁজিবেজি পছন্দ হবে না? সেই জন্য সে কার্য্য রহিত হ'লো।

কিশোর। পড়াশুনা ছাড়্‌লেন কেন?

মোহিত। আমি genious, আপনাদের মত কি গাধা? বিলেত যাবো, কত কি কর্‌বো,—যাক্, কলেজ ভাল হয়ে গেল।

কিশোর। কলেজ ভাল হয়ে গেল কি?

মোহিত। নির্দ্দোষ শরীরে কলেজ একটা রোগ ছিল কি না! রমানাথ মামা, আমার একজন মার সম্পর্কে ভাই হয়, তিনিও সর্ব্বস্ব খুইয়ে, আমাদের একজন ভেতুরে হয়েছিলেন। মাতুল মহাশয়, দুলালবাবুর বাগানে নিয়ে যেতে আরম্ভ কল্লেন। সেখানে সর্ব্ব-গুণসম্পন্না আমার উপযুক্তা মতিয়া বিবির সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো।

কিশোর। সে তো বেশ্যা, আপনার খরচ চল্‌তো কি করে?

মোহিত। শ্বশুর যৎকিঞ্চিৎ দিয়েছিলেন; মার দেনাতেই অধিকাংশ গিয়েছিল। বলি নি বুঝি, মা কর্জ্জ ক'রে চালিয়ে আস্‌ছিলেন। ক্ষণজন্মা ছেলের ভাল কামিজ, এসেন্স, সাবান প্রভৃতি জোগাতে জোগাতেই দেনায় পড়েছিলেন। যা বাকী ছিল, তা তো হাতালেম। তারপর মতিয়ার খরচ জোটে না। মাতুলের পরামর্শে, রূপচাঁদ মিত্রের কাছে জুচ্চুরী ক'রে বাড়ী বাঁধা দি।

কিশোর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে কতক শুনেছি।

মোহিত। তবে শুনে থাক্‌বেন। ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু, আমার স্ত্রীর প্রতি দয়া ক'রে, কোন রকমে রেহাই দেন। আমার তো পরিশোধ দেওয়া উচিত, স্ত্রীর ঋণ রাখ্‌বো কেন? রাস্তায় পরিশোধ দেবার চেষ্টা করেছিলেম।

কিশোর। যাক, ওসব কথা ছেড়ে দেন।

মোহিত। না—না, সংক্ষেপে বল্‌ছি শুহুন। মতিয়ার গয়না চুরি করি; জেল হয়। খাটা অভ্যাস ছিল না, জেলে সাংঘাতিক ব্যারামে পড়ি। জেলের ডাক্তারবাবু—তাঁরই মুখে পরিচয় পাই, তিনি আপনার একজন বন্ধু—আমায় অনেক বোঝাতেন। আমার স্ত্রীর খাতিরে, আমার প্রতি বিশেষ দয়াও কর্‌তেন। আমার স্ত্রীর গুণের কথাও অনেক শুন্‌তেম। ভাব্‌ছেন, তাতে আমার মন নরম হয়েছে?—না। জেল থেকে বেরিয়েই প্রথম ভাব্‌লেম যে, কোন রকমে স্ত্রীর সঙ্গে আবার আলাপ ক'রে, যদি বাগিয়ে কিছু আদায় কর্‌তে পারি।

কিশোর। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী গেলেন না?

মোহিত। বাড়ী কোথায়? আমার অংশ রূপচাঁদবাবুর গর্ভে, আর অর্দ্ধেক অংশ মায়ের দেনায় বিক্রী হয়ে গেছে। এর আগেই মা আমায় বাড়ী যেতে দিতেন না। মার চুরি করেই, চোর-বিদ্যা শিক্ষা হ'লো কি না।

কিশোর। তার পর—তার পর?

মোহিত। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত কর্‌লেম, পাগ্‌লি জোবি দেখা করিয়ে দিলে। দেখ্‌লেম চুরীর সামগ্রী কিছু নাই। তবে—স্ত্রী নিজে উপবাস গিয়ে আমায় অন্ন দিতো, তাই আহার কর্‌তেম, আর পাঁচ রকম ধান্দায় ফির্‌তেম। আজ মাস দুই হ'লো, আমার স্ত্রী আমার জন্যে ভাত এনে দিলে, কিন্তু আপনি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে গেল। জোবির ঠেঙে শুন্‌লুম, সে অনাহারে থেকে আমায় খাওয়ায়। এত দিনে স্ত্রীকে ভাল করে দেখি নি; যে দিন

মূর্চ্ছা যায়, সেদিন দেখ্‌লুম। সে আমায় রোজ আপনার কাছে আস্‌তে বল্‌তো, আমি তো স্ত্রৈণ নই যে, স্ত্রীর উপদেশ নেব! কিন্তু কে জানে, সেই দিন থেকে মনটা যেন আর এক রকম হয়েছে; আর স্ত্রীর মুখের ভাত খেতে যেতেম না। দক্ষিণেশ্বরে সদাব্রতে খেতেম। রোজ দিত না, হাত পেতে ভিক্ষে ক'র্‌তে পার্‌তেম না, দু'একদিন উপবাসও যেতো। পঞ্চবটীতে পড়ে থাক্‌তেম; প'ড়ে প'ড়ে কত কি মনে হ'তো। মনে হ'লো, আপনার কাছে যাই, তাই এসেছি।

কিশোর। ভাল করেছেন, শোধ্‌রান, আপনার কাজকর্ম্ম ক'রে দেব। আপনি স্নান-টান ক'রে খাবেন আসুন।

মোহিত। কিশোরবাবু, কাজ-কর্ম্ম এখনই দেন,—আমার উপযুক্ত কাজ দেন। আমি সমিতি ঝাঁট দেব, আপানাদের পায়ের ধুলো গায়ে লেগে যদি আমার মতি ফেরে! এখনো আমার নিজেকে নিজের বিশ্বাস নাই। আমি দেখ্‌বো, আমার অভিমান গিয়েছে কি না, পরিশ্রমের অন্ন খেতে পারি কি না, সত্য শোধ্‌রাতে পার্‌বো কি না!

কিশোর। আসুন—আসুন, আপনি অনুতাপ করবেন না। আমি আপনার ছোট ভাই। আপনার ছোটশালীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, গায়ে হলুদ হ'য়ে গিয়েছে, কাল বিবাহ। আসুন, আমার মিনতি রক্ষা করুন, আর কুণ্ঠিত হবেন না। আমি আপনার ছোট ভাই, আমার উপর আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

মোহিত। চলুন, কে জানে, আপনার সংবাদে যেন আনন্দ হচ্ছে। উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুর

রূপচাঁদ, যশোমতী ও রামী ঘটকী

যশো। বলিস্‌ কি রামী? ভাগ্যিস্‌ সে দিন পত্র ক'রে ছেলের গায়ে হলুদ দি নি! মিন্সে এমন জোচ্চর?

রামী। আমি ওর বাড়ীর ছাঁচতলা মাড়াই নি। বোস গিন্নী মাগী, দুটো মেয়ের বে'তে আমায় কত ডাকাডাকি করেছে। আমি বলি,—'না বাছা, তোমাদের কথার ঠিক নাই, ওর ভেতর আমি থাকি নি।

রূপ। রামী, তুই ঠিক খবর বল্‌ছিস্‌?

রামী। কর্ত্তাবাবু কি বলে গো? এতক্ষণে বর, সেজে বেরুলো! তুমি তোমার সরকার পাঠিয়ে খবর নাও না? খুব ধুম প'ড়ে গিয়েছে; বাড়ীতে জায়গা হবে না, পাশের মাঠ ঘিরে মস্ত আটচালা বেঁধেছে; বাঁধা রোসনাই হয়েছে। আমার কথা প্রত্যয় না করো, সরকার ম'শায়কে পাঠিয়ে দাও।

রূপ। বটে, তাই বেটা সে দিন পাগ্‌লামোর ভাণ করে এসেছিল; পাগ্‌লামো বা'র কচ্ছি, আমার নাম রূপচাঁদ মিত্তির! ওরে গদা—

নেপথ্যে গদা। আজ্ঞে যাই।

রূপ। শীগ্‌গির আমার গাড়ী যুত্‌তে বল্‌ তো। আগে উকীলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখি, ব্যাটার দৌড়টা কত দূর। পাথর ভাঙাবো—পাথর ভাঙাবো! রূপচাঁদের রূপচাঁদ হজম করা, যার তার কাজ নয়। আমি জানতুম, ও কথার মানুষ।

রামী। হ্যাঁ—কথার মানুষ! আমি সাতটা সম্বন্ধ কর্‌লুম, ভেঙে দিলে! কর্ত্তাবাবু যখন সম্বন্ধ করো, আমি জান্‌তে পারলে কি এতে হাত দিতে দিই!

যশো। ও মা, কি নরুকে মিন্সে গো! আহা দুলো আমার আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে, এ কথা শুন্‌লে বাছা আমার বুক চাপ্‌ড়াতে থাক্‌বে। মিন্সের সব কাঁচা কাজ—বুঝ্‌লি রামী—সব কাঁচা কাজ। ওর সব ওমনি! আমি বল্লুম,—মিন্সে পাকা করে নে, তা কানে কথা তুল্লে!

রূপ। গিন্নি, ভাব্‌ছো কেন? সব বুঝে নিচ্ছি—সব বুঝে নিচ্ছি। দেখি বেটা কেমন ক'রে মেয়ের বে' দেয়।—রাত্রেই বাঁধিয়ে দেব। এতে দশ-হাজার টাকা খরচ হয়, সেও স্বীকার।

যশো। দুলোকে নিয়ে যাও, জোর করে বে' দেওয়াও। এ বে' না হ'লে দুলো আমার ঘরবাসী হবে না। ও মিন্সেকেও জেলে দাও, আর মেয়েটাকে টেনে নিয়ে এসে, দুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দাও—

রূপ। র'সো না—র'সো না।

গদার প্রবেশ

গদা। বাবু, গাড়ী তোয়ের হয়েছে।

রূপ। ছাখ্‌, দুলালবাবু কোথায়। আমি যাচ্ছি, তাকে করুণা ব্যাটার বাড়ীতে নিয়ে যাস্‌।

উভয়ের প্রস্থান

যশো। দ্যাখ্ দেখি রামী—দ্যাখ্ দেখি রামী, দুলোকে আমার বর সাজিয়ে পাঠাতে পার্‌লুম না! ঐ কর্ত্তা মিন্সে যত নষ্টের গোড়া!

রামা। মা, কি কর্‌বে মা, কালের ধর্ম্ম মা—কালের ধর্ম্ম!

যশো। তুই যা তো—যা তো, মিউ-মিয়ে মিন্সে কি করে, আমায় এসে বল্‌বি। ব্যাটাছেলের একটা হাঁকডাক নেই। যদি বউ না আন্‌তে পারে, আমি আজ বুঝে নেব! আমি তেমন বাপের বেটী নই। যশোমতী কায়েত তেমন নয়। আছি তো আছি, বেশ ভাল মানুষ, রাগ্‌লে কারো নই। তুই যা—তুই যা।

প্রস্থান

রামী। এ বে' তো ভণ্ডুল করিয়েছি! আমায় ভাঁড়িয়ে দুটো মেয়ের বে দিলে, গায়ের রাগ গায়ে মেখে এত দিন কাটিয়েছি। মেয়েটা দোপোড়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দেখি, মা সিদ্ধেশ্বরী কি নাই!

প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পথ

জোবি

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। বাবা, বেপ্যাটেন ল্যাং! দেড় ঠ্যাঙে এ কুঁজোর বোঝা কি ব'যা যায়? এসো ল্যাং, একটু টেনে এসো, বড় তাড়া—বড় তাড়া! গাড়ী জুত্‌তে তর্ সয় নি।

জোবি। আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

দুলাল। ভ্যালা—তোমার বাহাদুরী, এ চেহারা দেখ্‌তে যে খাড়া আছ, এই তে তোমায় ছেলাম!

জোবি। তুমি ভালবেসেছ, তুমি দরদী হয়েছ, আমি তোমার চোখ দেখে চিনেছি, আর যেন বেদরদী হ'য়ো না! যদি প্রেমের জ্বালা বুঝে থাকো, তা হ'লে যেন অবলাকে জ্বালা দিও না; বড় জ্বালা, বুঝেছ? জ্বালার ওষুধ কি জানো? আপনাকে ভাসিয়ে দেওয়া, পরের সুখে সুখী হওয়া। জ্বালা

আর কিছুতে নেভে না—আর কিছুতে নেভে না! যারে ভালবাসো, তারে দরদ ক'রো।

দুলাল। পাগ্‌লি চাঁদ, এক হাত নিলে। জ্বলে বটে বাবা, খুবই জ্বালা! দেখ্‌ছি চাঁদ, আপনার দরদ করলে দরদী হওয়া যায় না। কিন্তু চাঁদ, স্বভাব যায় ম'লে! তুমি কথার মত দু'কথা বল্লে বটে, পারা যায় কি? ক'রে দেখেছ কি? না উড়োবুলি শিখে পথে ঝাড়্‌চ?

জোবি। তুমি তো বুঝেছ, এ না ঠেক্‌লে কেউ কি শেখে? না ঠেকে শিখে কি পাগল হয়েছি? না ঠেক্‌লে কি আপনাকে বিলিয়ে দিছি? না ঠেকে কি তোমায় চিনেছি? না ঠেকে কি দরদী হয়েছি? তোমার দরদ বুঝেছি? ঠেকে শিখেছি, তাই তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি! নইলে তো আমার কাজ ফুরিয়েছে! শোনো শোনো, প্রাণ দিয়ে প্রাণ কিনো, দেহ কিনো না! প্রাণ পেলে প্রাণ জুড়োয়, দেহ পেলে নয়! তুমি দরদী,—দরদ নিয়ো, প্রাণের বদলে প্রাণ চেও! সুখ চাও তো সুখী ক'রো! নইলে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ে। দরদী, দরদ চায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায়, তার কাছে মাটীর দেহের কদর নাই!

দুলাল। আচ্ছা চাঁদ, বড় তাড়া! তোমার পড়া মুখস্থ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চল্‌লুম। কিন্তু বাবা, তেমন মেধা নয়, ভুলে যাই কি মনে থাকে!

জোবি। যখন শুনেছ, যখন দরদী প্রাণে বুঝেছ, তখন আর ভুল্‌বে না। এ কেউ ভোলে নি, কেউ ভোলে না! জেনো, এ ভোল্‌বার যো নেই, ম'লে ভোলে কি না জানি নি!

জোবির প্রস্থান

দুলাল। নিলে বাবা পাগ্‌লী বেটী এক হাত! বেটীকে মাষ্টার রেখে বাবা যদি পড়াতো, দু আঁখর শিখ্‌তুম। এ দরদী পাগ্‌লী, দরদ জানে! নইলে কি বাবা বেদরদী প্রাণে দরদ এসেছে, বুঝ্‌তো।

দুলালের প্রস্থান

জোবির পুনঃ প্রবেশ

জোবি। আর কি কাজ আছে? না! ঘোরা ফুরিয়েছে, ভিক্ষা ফুরিয়েছে, চোখের জলও শুকিয়েছে! আর জোবি কাঁদ্‌বে না, আর জোবি ঘুর্‌বে না, আর জোবি কারও জন্য ফির্‌বে না!

গীত

কোথা হে মধুসূদন, ফুরালো আর কাজ কি আছে।
একলা নারী, রইতে নারি, থাক্‌বো গিয়ে তোমার কাছে॥
থাকে না দিন, দিন গিয়েছে,
মনে গাঁথা সব রয়েছে,
চরম দিন আজ উদয় হয়েছে—
আলো ক'রে আগে চল, পাগলিনী যাবে পাছে॥

প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বৈঠকখানা

বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ, বরবেশে কিশোর, ঘনশ্যাম, করুণাময় ইত্যাদি
রামলালের প্রবেশ

রামলাল। ম'শায়, বরযাত্র-কন্যাযাত্র খাইয়ে দি; লগ্নের এখন দেরী আছে, আমরা খাইয়ে নিশ্চিন্ত হই।

ঘনশ্যাম। হ্যাঁ বাবা।

রাম। ব্রাহ্মণদের ছোট আটচালায় বসিয়ে দিগে, তার পর বড় আটচালায় পাত করি।

ঘনশ্যাম। একেবারে সব বসাবে?

রাম। আমরা ঢের লোক সব হাম্‌রাই রইছি, ভাবছেন কেন? মোহিতবাবু যে খাট্‌ছে—বুঝ্‌লে কিশোর! দেখ্‌লুম, বড় চমৎকার লোক!

ঘনশ্যাম। বে'ই মশায়, বিমর্ষ হচ্ছেন কেন? আজকের দিন অন্য কথা মনে কর্‌বেন না।

করুণা। না—না, বিমর্ষ কেন?

উকীলের সহিত রূপচাঁদের প্রবেশ

রূপ। বিমর্ষ একটু হ'তে হবে বৈ কি! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন তো? আমি রূপচাঁদ মিত্তির, বাড়ী ফিরিয়ে দিয়েছি, দেনা শোধ ক'রে দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়েছি। সেগুলিও হজম কর্‌বেন, আর আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বে' দেবেন না, তা কি হয়।

উকীল। ম'শায় বড় অন্যায় কাজ করছেন, cheatingএ পড়্‌বেন। বিবেচনা করুন, এখনও কন্যা পাত্রস্থ হয় নাই। রূপচাঁদ বাবুর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন, নইলে জেল খাটতে হবে।

রূপ। তুমি না সজ্জন লোক, তোমার না বড় কথার ঠিক? মেজো মেয়ের বে'র সময় শুনেছি—বড় হাত নেড়ে বলেছিলে যে, 'দুলালের সঙ্গে বে' দেবে না! টাকা চাও না।' বলেছিলে—'কথা দিয়েছি, এতে সর্ব্বনাশ হয়—সপরিবার মরে—তাও স্বীকার!' এখন তো দিব্যি কথার ঠিক দেখ্‌ছি! তুমি বাগ্‌দত্ত হয়েছ—মনে আছে কি? বাগ্‌দত্তা মেয়ের আর এক জনের সঙ্গে বে' দিচ্ছ? তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই? তোমার মেয়ে অন্য পাত্রে পড়্‌লে দ্বিচারিণী হবে—জানো? তা তোমার মেয়ে যা হয় হোক্। এখন তোমার মত কি—তা শুনি। মুখ থেকে কথা খসাও? আর ঘনশ্যামবাবু, আপনি এই বাগ্‌দত্তা মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দেবেন? ছিঃ, অমন কাজ করবেন না!

কিশোর। এ পরামর্শ ম'শায় কেন দিচ্ছেন?

ঘনশ্যাম। বেই ম'শায়, ভাব্‌বেন না! (রূপচাঁদের প্রতি) ম'শাই বাগ্‌দত্তা কি বল্‌ছেন?—পরস্পর আশীর্ব্বাদ করা হয় নাই, পত্র করা হয় নাই।

উকীল। Contract হয়েছে।

ঘনশ্যাম। বিজাতীয় আইন অনুসারে contract করায়, বাগ্‌দত্তা হয় না। রূপচাঁদবাবু, কত টাকার contract করেছেন বলুন, আমি এখনি সুদ-সমেত সেই টাকা দিতে প্রস্তুত।

উকীল। উনি specific performance of contractএ বিবাহ দিতে bound। আমরা যদি টাকা না নিই।

ঘনশ্যাম। ভাল—আদালত করবেন। এখন আপনি টাকা নিতে প্রস্তুত কি না বলুন? আমি সুদসমেত এখনি দিচ্ছি। কত টাকার দাবী বলুন? (করুণাময়ের প্রতি) বে'ই ম'শাই, আপনি বাড়ীর ভেতর যান, আমি কথা মেটাচ্ছি, কিছু চিন্তা করবেন না। যান—যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। (রূপচাঁদের প্রতি) ম'শায়, কত টাকা বলুন? আমার বাড়ী থেকে লোক ফিরে আসার অপেক্ষা,—কড়ায় গণ্ডায় আপনাকে দিচ্ছি।

করুণাময়ের প্রস্থান

রূপ। যেও না—যেও না, অত লজ্জা কিসের? জুচ্চুরী করতে লজ্জা হয় নি? বাগ্‌দত্তা মেয়ে আর এক জনকে দিতে লজ্জা হচ্ছে না? বাঃ, খুব কারবার শিখেছ! এক মাল দু' খদ্দেরকে বেচ্‌তে শিখেছ!

ঘনশ্যাম। ম'শায়, মিছে বকাবকি করছেন কেন? যা করতে হয়, করবেন।

রূপ। যা করবার করবো বই কি! সে পরামর্শ তো ম'শায়ের সঙ্গে নয়? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওহে করুণাময় শোনো—শোনো, দুটো পয়সা নিয়ে যাও—কলসী কেন, খিড়্‌কীর পুকুর আছে,—মেজো মেয়ে পথ দেখিয়েছে! যাও—যাও, কলসী নিয়ে যাও, মেয়ে বেচে খাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখিও না!

ঘনশ্যাম। ম'শায়ের খুব বড় মুখ বটে! টাকা দিয়েছেন, টাকা নেবেন, অত লম্বা কথা কেনো? আপনি যান, আপনি এখানে নিমন্ত্রিত নন।

রূপ। দেখ্‌ছি আপনার ঢের টাকা! টাকা যায় যাক্, জেল খাটাবো।—তবে ছাড়্‌বো।

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। বাবা—বাবা, পেড়াপীড়ি ক'রো না—পেড়াপীড়ি ক'রো না। আমি বে' করতে চাই নি।

রূপ। দুলো এসেছিস্—আয়।

দুলাল। এসেছি, বে করতে আসি নি, আমার আক্কেল হয়েছে বাবা! কিশোর বাবু, আমি খুব খুসি, তুমি বে' করো। বাবা, আমি ভালবেসেছি। তোমায় তো বলেছি, করুণাময় বাবুর মেয়ে দেখে অবধি আমি একরকম হয়ে গিছি। দেখ্‌ছো তো বাড়ী থেকে বেরুই নি, ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করি নি, বাগানে যাই নি। বাবা, কিশোর বাবুর সঙ্গে আমোদ ক'রে বে' দিয়ে ঘরে ফিরে চলো।

রূপ। নে—চুপ কর, বেল্লকোপনা করিস্ নে। করুণাবাবু—করুণাবাবু, শুনে যাও, নিজমুখে বলে যাও, বে' দেবে কি না. বলে যাও—তারপর আইন আছে কি না আমি বুঝে নিচ্ছি।

দুলাল। আর আইন কি করবে বাবা? আমি তো বে' করতে নারাজ, তোমার আইন তো চলবে না। বাবা, কিশোর বাবুকে দেখো, আর তোমার দুষমণ চেহারা ছেলে দেখো। করুণাময় বাবুর মেয়ে যে দেখো নি,

তা হ'লে বাবা পেড়াপীড়ি কর্‌তে না, তা হ'লে সে পদ্মিনী মেয়েকে তোমার এই গুবরে পোকা ছেলের সঙ্গে বে' দিতে চাইতে না!

১ম লোক। আর তো ম'শায়, আপনার দাবি দাওয়া নাই, আপনার ছেলে বে' কর্‌তে নারাজ।

দুলাল। হ্যাঁ মশাই, সবাই শুনুন, আমি নারাজ। বাবা বোঝো, এই দুষমণ চেহারার যদি দুটী তিনটী মেয়ে কাটে, তা হ'লে বাবা, সে সব মেয়ে পার কর্‌তে, তোমার বিষয় থাই পাবে না। এর সিকি কুঁজ নিয়ে এক এক লক্ষ্মী বেরুলেই তোমার মুণ্ডুপাত হবে বাবা! বাবা, করুণাময়ের ঝাড়— মেয়ে বিয়োনোর ঝাড়, কুঁজো খোঁড়ার গাঁদি লাগিয়ে দেবে। বাবা, আমোদ করে বে' দেখে যাও। না দেখ্‌তে পারো, বাড়ী যাও, আমি কিশোর বাবুর সঙ্গে জোটপাট দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাই।

রূপ। এমন ছেলেও জন্মে ছল! উকীলবাবু, টাকাগুলোও মাটী হবে না কি? ঘনশ্যামবাবু, বাড়ী খালাস ক'রে দিয়েছি, সাত হাজার টাকার দেনা দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকার নগদ নোট সই ক'রে দিয়েছি!

ঘনশ্যাম। ভয় নেই; সব শুদ্ধ কত টাকা বলুন? সুদ হিসেব করুন, আমি দিচ্ছি।

দুলাল। বাবা, একবার চামার-বৃত্তি ছাড়ো! অনেকের গলায় পা দিয়েছ, তোমার কুঁজো ব্যাটার ভোগ হবে না বাবা! এসব দাবি-দাওয়া ছেড়ে দাও; তোমার নাম জল্‌-জলাট হ'য়ে যাবে। বুঝছো না, তোমার এ রূপে-গুণে সোণার চাঁদ ছেলেকে যে বে' দেবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌বে বাবা! সম্বন্ধ ক'রে এসেই দড়ি বাগিয়ে রাখ্‌বে! কিশোর বাবু, আমার একটী মিনতি, এটী তোমায় রাখ্‌তেই হবে। এই চেন ছড়াটী, এই দু'টী এয়ারিং আর এই দু'টী ব্রেস্‌লেট তুমি স্বহস্তে তোমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিয়ে একবার দাঁড়াবে, আমি একবার তোমাদের দু'জনকে দেখ্‌বো। কিশোর বাবু, তোমার স্ত্রীকে ভালবেসে আমি দুনিয়া আর-এক চক্ষে দেখ্‌ছি। আমার মনে ময়লা নাই,—জ্যোতি আমার মার পেটের বোন! বাবা, এই ক'টা টাকা ছেড়ে দিয়ে নাম কিনে নাও। কিশোর বাবু, আমার কথা রাখ্‌বে তো?

কিশোর। হ্যাঁ ভাই! তুমি এমন মহৎ আত্মা!—আমি জান্‌তেম না।

দুলাল। পাগ্‌লি—পাগ্‌লি, দেখে যা, তোর পড়া ভুলি নি। আর জ্বালা নেই, আমার প্রাণ জল হ'য়ে গিয়েছে।

রূপ। এমন ছেলেও জন্মায়, মাগী নুন গিলিয়ে মারে নাই!

উকীল। ইস্! মস্ত caseটা হাতছাড়া হ'লো, nice point of law discuss হ'তো!

রূপচাঁদ ও উকীলের প্রস্থান

দুলাল। বোসজা ম'শায়—বোসজা ম'শায়, ভয় নাই, বেরিয়ে এসো!

ঘনশ্যাম। (সরকারের প্রতি) সরকার ম'শায়, কাল উকীলের বাড়ী গিয়ে কত টাকা হয়, হিসেব ক'রে দিয়ে এসো।

রামলালের পুনঃ প্রবেশ

রামলাল। ম'শায়, বর সম্প্রদানের জায়গায় বসালে হয় না? এখানেও না পাত কর্‌লে হচ্ছে না।

ঘনশ্যাম। বেশ তো বাবা—বেশ তো। (পরামাণিকের প্রতি) স্বরূপ, কিশোরকে নিয়ে আয়। ওরে ম'ধো, বিছানা-টিছানাগুলো তোল্।

সকলের প্রস্থান

নবম গর্ভাঙ্ক

গোয়াল ঘর

করুণাময়

করুণা। এই যে এখনো গোষ্পদ-চিহ্ন রয়েছে। জাহ্নবী-তীরের ন্যায় পবিত্র-স্থান! বড় উৎসাহে গোশালা প্রস্তুত করেছিলেম, গো-দুগ্ধে কন্যা প্রতি-পালন কর্‌বো। গোরত্ন, লক্ষ্মীছাড়ার গৃহে থাকবে কেন? কে তুমি? হ্যাঁ—যা বলেছ.—নির্জ্জন স্থান বটে! এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি যথার্থ বিপদের বন্ধু! কিন্তু এতদিন দেখি নি কেন? বিপদের স্রোতে তো ভাস্‌ছি, এতদিন দেখা দাও নি কেন? হ্যাঁ—বুঝেছি! এত দুঃখেও তবু মান ছিল, এত দুঃখেও সত্যভঙ্গ হয় নি, বুঝেছি, এখন চরম হয়েছে—তাই চরম সখা উদয় হয়েছ! মা এসেছ? আমি যাচ্ছি! খিড়্‌কীতে বড় ভিড়, তাই এখানে এসেছি। অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি। তোমার বিপদ-সখা, দুঃখ-সাগরের কাণ্ডারীর দেখা পেয়েছি। দেখ্‌ছ না, ঐ দাঁড়িয়ে হাঁস্‌ছে! তুমি খেতে পাওনি, তাই জল খেয়ে পেট ভরিয়েছিলে।

আমি তো খাচ্ছি, আমার জল খাবার প্রয়োজন নাই! এইখানে—এইখানে—অনেক উপায় আছে। এই অস্ত্র রয়েছে। কিহে, কি বল্‌ছ? অস্ত্রে ঠিক হবে না? না ঠিক বলেছ! কি জানি যদি না মর্ম্মে প্রবেশ করে! এই যে আমার হীনতার সাক্ষী সঙ্গেই আছে! এখন আমায় পরিত্যাগ করো, আমি বন্ধুর আশ্রয় নিই, তোমাদের আর প্রয়োজন নাই! (পাঁচ হাজার টাকার পাঁচখানি নোট নিক্ষেপ) রজ্জু—রজ্জু! ঠিক! মা, ব্যস্ত হ'য়ো না, অধিক বিলম্ব নাই। কিহে, আমার মতন অভাগা অনেক আছে, তাদের কাছে যেতে হবে, তাই ব্যস্ত হ'চ্ছ? বটে—বটে, একটু অপেক্ষা করো, এই আমি প্রস্তুত হচ্ছি। কোথা হ'তে ঝুল্‌বো?—ঐ জানালা থেকে! ঠিক। অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, কি জানি—কে আস্‌বে, আমি আগোড়টা দিই। আর কি মা—আর বিলম্ব তো নাই!

গোয়ালঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে আগোড় বন্ধ করণ

কিরণ, মোহিত ও ঝিয়ের প্রবেশ

মোহিত। কই—কোথা? এখানে তো নাই।

কিরণ। হ্যাঁ—এই দিকেই এসেছেন; আমায় বল্লেন—আস্‌ছি।

রামলালের প্রবেশ

রাম। কই, দেখা পেয়েছ? আমি খিড়্‌কীর ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত খুজে এলেম, কৈ—কোথাও তো পেলুম না।

ঝি। ওগো—এই গোয়ালের মধ্যে কি রা পাচ্ছি।

মোহিত। এঁ্যা—তাই তো!

রামলাল। আগোড় ভেঙে ফেলো—আগোড় ভেঙে ফেলো। (স্বগতঃ) বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সকলের আগড় ভঙ্গ করণ ও উদ্বন্ধনাবস্থায় করুণাময়কে দর্শন

ওহে সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে! এই যে ছুরি প'ড়ে, দড়ি কেটে দাও—দড়ি কেটে দাও। সর্ব্বনাশ হয়েছে—আসুন—আসুন।

মোহিতের জানালায় উঠিয়া দড়ি কাটিয়া দেওন ও রামলাল প্রভৃতির করুণাময়কে ধরিয়া লওন

রামলাল। শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো—জল নিয়ে এসো। ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু!

মিত্তির সভ্যগণের প্রবেশ

কিরণ। বাবা—বাবা! কি কর্‌লে—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে! আমি কালসাপিনী কন্যা জন্মেছিলুম, আমা হ'তেই তোমার দুর্গতি! হায়—হায়! অলক্ষণা কেন জন্মেছিলুম! কি হ'লো, বাবা ওঠো! এমন সর্ব্বনাশ ক'রে যেও না!

মোহিত। ডাক্তার, দেখুন—দেখুন, (কিরণের প্রতি) ওঠো—সরে যাও—দেখ্‌তে দাও!

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) Dead!—medulla ভেঙে গিয়েছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে, আর উপায় নাই!

বেগে সরস্বতীর প্রবেশ

সর। কই—কই, আমায় ছেড়ে কোথায় যাও? (মূর্চ্ছা)

কিরণ। মা, মা,—ওঠো মা—ওঠো!

সর। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া)—মরি—মরি! বড় দুঃখ পেয়েছ! কারো কথা সইতে পারো না, বড় অভিমানে চলে গিয়েছ! এই ভাব্‌নাই ভেবেছ, আমার ভাব্‌নাই ভেবেছ! আমি মাথা গুঁজে থাক্‌বো, তাই বাড়ী ঠিক করেছ! আমার পোড়া পেটের জন্য, আমার ছেলে-মেয়ের জন্য, লোকের কাছে মাথা হেঁট করে এসেছ, তাই আপনাকে বলিদান দিয়েছ। তা আমায় কেন বলো নি? আমার কাছে তো কখনো কিছু লুকোও না? জ্যোতির বে'তে তুমি আপনাকে বলিদান দেবে, তা কেন আমায় বলো নি? আমায় ছেড়ে তো এক দিনও থাক্‌তে পারো না?—আজ কেন ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ? আমায় ফেলে যেও না—আমায় সঙ্গে নাও!

মোহিত। (ডাক্তার ও রামলালের সহিত পরামর্শ করিয়া) কিরণ—কিরণ, তোমার মাকে নিয়ে যাও!

সর। কে, বাবা—মোহিত? আমায় কোথায় নিয়ে যেতে বল্‌ছ? আমি যে কর্ত্তার সঙ্গে যাবো! এতদিন আমি আমার হিরণের কাছে যেতুম, কর্ত্তার জন্যে পারি নি। ওঁর কষ্টের উপর কষ্ট হবে, তাই আমার হিরণের কাছে যাই নি। এখন আমার পথ খোলসা,—আর আমি থাক্‌বো কেন! তুমি কিরণকে নিয়ে ঘর ক'রো। কিশোর আমার জ্যোতির ভার নিয়েছে; বাবা, আর আমার তো কাজ নাই।

দ্রুতবেগে ঘনশ্যাম, কিশোর, জ্যোতির্ম্ময়ী ও অন্যান্য আত্মীয়ের প্রবেশ

জ্যোতি। মা—মা!

সর। কে রে জ্যোতি! আর কেন ডাক্‌ছিস্ মা—আর কেন ডাক্‌ছিস্? আমি তোকে কিশোরকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তারে আমার নলিনকে দেখ্‌তে বলিস্,—সে বড় অভাগা।

জ্যোতি। মা!—

সর। আর আমি তোদের মা নই,—আর কেন মা বল্‌ছিস? ঐ ছাখ, হিরণের হাত ধ'রে কর্ত্তা আমায় ডাক্‌ছে! (মৃত্যু)

কিশোর। ডাক্তার—ডাক্তার—

ডাক্তার। ইস্—heartএর action stopped. Icy-cold.

কিশোর। কোন উপায় নাই?

ডাক্তার। মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে, বোধ হয় Artery ছিঁড়ে গেছে।

নলিনের প্রবেশ

কিরণ। নলিন, বাবা—মা ছেড়ে গেল!

নলিন। অ্যাঁ—মা! এই যে বাবা! বাবা—বাবা—ও মা—মা! দিদি কি হবে!

ঘন। ভয় কি বাবা, আমি তোমার বাপ—আমি তোমার মা!

কোলে তুলিয়া লওন

মোহিত, মায়েদের নিয়ে যাও। কিশোর, ভাবিনীকে আর বড় বউকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও। আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতি গৃহে দরিদ্রতা! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান! তথাপি আমরা পুত্রের শুভ-বিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন কর্‌তে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ, আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি—জগতে এক নূতন রহস্য! বাঙ্গ্‌লায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান!!

যবনিকা পতন

পাণ্ডব গৌরব

চরিত্র

পুরুষগণ

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, দুর্ব্বাসা, নারদ, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি, প্রতিকামী, দণ্ডী, কঞ্চুকী, ঘেসেড়া, দূত, সহিস ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

কুন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, উত্তরা, অপ্সরাগণ, গঙ্গাসহচরীগণ, জয়া, ঘেসেড়ানী, সখী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ প্রান্তর

দণ্ডী

দণ্ডী। পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী,
আসে ছায়া বিকাশিয়া কায়া ;
নিবিড় গহন,
পাখী ফিরে নিজ নীড়ে ;
স্তব্ধ—স্তব্ধ ক্রমে দূর গ্রাম্য কোলাহল ;
শ্বাসহীন সমীরণ যেন নিবিড় গহন ছবি হেরে !
পথ-শ্রান্ত পথ-ভ্রান্ত শ্বাপদ কান্তারে,
তুরঙ্গিণী অন্বেষণে বিজনে ঠেকিনু দায় ;
ওই দূরে তুরঙ্গিণী—
মায়া অসংশয়,—
জ্ঞান হয়, জীবন সংশয় মোর !
ঘোর ঘটা, সন্ধ্যার ভীষণ ছটা বনে।

উর্ব্বশীর-প্রবেশ

মরি মরি কে সুন্দরী হেরি,
এ বিজনে বিষাদিনী !

উর্ব্বশী। হা বিধাতঃ !

গীত

কঠিন বিধাতা ভাল কাঁদালে কামিনী।
ত্রিদিববাসিনী ভ্র'মি বনমাঝে তুরঙ্গিণী॥
জালিতে স্মৃতির জ্বালা, নিশীথে অবলা বালা,
গগনে তারকামালা, ছিল গো মম সঙ্গিনী॥
ভ্রমিতাম, ছায়া-পথে, ছিন্ন পদ মৃত্তিকাতে,
তীক্ষ্ণ তৃণ বিঁধে অঙ্গে, মন্দার-ফুল-অঙ্গিনী॥

দণ্ডী। কহ, কে তুমি বিজনে,—
ধরাসনে—বিপিন করেছ আলো ?
হেমাঙ্গিনি, কেন বিষাদিনী,
কি ভাবে ভামিনি, ত্যজিয়াছ গৃহ-বাস ?
বিহনে তোমার—
শূন্য কার হৃদয়-আগার,
সংসার আঁধার হেরে !
দেহ পরিচয়, অবন্তি-ঈশ্বর আমি।

উর্ব্বশী। শুনি ব্যথা, ব্যথা কেন পাবে অকারণ ?
অদৃষ্ট ঘটনা, বিধাতার বিড়ম্বনা !

দণ্ডী। ত্যজ খেদ বালা, এস মোর সাথে।

উর্ব্বশী। যাব তব সাথে ! জান কি, কে আমি,
পরিচয় শুনেছ কি মম ?

দণ্ডী। দেবী তুমি জেনেছি নিশ্চয় !
নহে, যে হও সে হও,
আদরে রাখিব সিংহাসনে।
অপ্সরী, কিন্নরী, দানবী, মানবী,
নিশাচরী হও যদি,—ক'রো না বঞ্চনা,
ললনা, চল না হে কৃপা করি।

উর্ব্বশী। এ গহনে কি হেতু রাজন্ ?

দণ্ডী। আজি সুপ্রসন্ন বিধি—
নারী-নিধি পাব দরশন,
কিম্বা, বিধি-বিড়ম্বনে,
বিরহ-আগুনে চির'দন পুড়ে হ'ব খার—
যদি কৃপা-কণা না পাই তোমার বালা !

উর্ব্বশী। এসেছ কি তুরঙ্গিণী-অন্বেষণে ?
জান কি হে কোথা গেল তুরঙ্গিণী ?
আমি জানি।

দণ্ডী। এ কি রঙ্গ কহ লো রঙ্গিণি !
তুরঙ্গ-প্রসঙ্গ কিবা হেতু ?

সত্য বটে, আসিয়াছি তুরঙ্গিণী ধরিবারে,
কিন্তু হৃদয়-রঞ্জিনি, বাঁধিয়াছ প্রেম-ফাঁসে !

উর্ব্বশী। শুন, ব্রহ্মার নয়ন, আজি রাত্রে,—
না হেরিবে তুরঙ্গিণী আর।
কালি প্রাতে, রবি সহস্র কিরণে,
না হেরিবে বন-নিবাসিনী,—
যারে হেরি চঞ্চল হৃদয় তব ভূপ !
মায়া নারী—মায়া তুরঙ্গিণী !

দণ্ডী। কহ প্রকাশি সুন্দরি,
তব ভাষ বুঝিতে না পারি !

উর্ব্বশী। ইন্দ্রালয়ে আইল দুর্ব্বাসা,
নৃত্য-গীত উপভোগ হেতু।
হেরি জটাজূট, বৃদ্ধ শ্মশ্রু, পশুর আকার,
মনে মম জন্মিল বিকার,
নাচিব কি বন্যজন্তু তৃপ্তি হেতু !
মনোভাব বুঝিলেন অন্তর্য্যামী ঋষি,
কহিলেন রুষি,—
"আরে পাপীয়সী,
রূপ-গর্ব্বে অবহেলা কর মোরে ?
হও গিয়ে তুরঙ্গিণী বনে ;
আইলে শর্ব্বরী
নারী-রূপ ধরি, দগ্ধ হও অনুতাপানলে।"
কত কাঁদিলাম ধরিয়ে চরণ,
নাহি হ'ল শাপ-বিমোচন,
আমি নয়—দেবরাজ কহিলেন কত !
অবশেষে সদয় হইয়ে, দিলা ঋষি ক'য়ে,—
"অষ্ট-বজ্র মিলনে ঘুচিবে অভিশাপ।"
তাই দিবসে তুরঙ্গী, রাত্রে নারী-বেশ মম !

দণ্ডী। ভাল, সত্য যদি তোমার বচন,
তথাপি হে করি আকিঞ্চন,

আইস তুমি মমালয়ে।
অতি যত্নে গোপনে রাখিব,
দুইজনে বঞ্চিব যামিনী সুখে।

উর্ব্বশী। জান না দারুণ অভিশাপ,—
মম আশ্রয় দাতার—অচিরে ঘটিবে সর্ব্বনাশ;
মম সম মনস্তাপে দহিবে সে জন!
করি হে বারণ,
কেন তুমি মজিবে আমার তরে?

দণ্ডী। লো সুন্দরি,
রত্ন তরে গভীর সাগরে পশে নরে,
মৃত্তিকা-জঠরে, নিবিড় আঁধারে,
প্রবেশে বা কত জন,—
জীবন সংশয় হয় তায়!
সামান্য রতন করি আকিঞ্চন,
দিতে চায় প্রাণ বিসর্জ্জন!
তুমি যদি হও লো সদয়,—
ঋষি-শাপে নাহি করি ভয়,
চল চল,—ভেবো না বিষাদ।

উর্ব্বশী। মোহ-জালে ম'জনা ভূপাল!

দণ্ডী। কেন আর কর হে বঞ্চনা,
করে নর কঠোর সাধনা
স্বরগ কামনা করি।
নিত্য নব রঙ্গ, অপ্সরীর সঙ্গ,
উচ্চ-ভোগ স্বর্গে শুনি;
যদি অনুকূল বিধি,—
মিলাইল সে নিধি ধরায়,
স্বর্গ-সুখে কোন্ ডরে হইব বঞ্চিত?

উর্ব্বশী। হে রাজন!
জান কি হে অপ্সরীর হৃদয়-গঠন?
শুনেছ কি উর্ব্বশীর নাম?

সে উর্ব্বশী সম্মুখে তোমার, বিষাদিনী বনমাঝে!
কিন্তু কেবা সে উর্ব্বশী
পরিচয় জান কি হে তার?
শুনেছ অপ্সরী, নারী,
কিন্তু নাহি নারীর হৃদয়!
অপরূপ বিধির সৃজন,
রূপে ভুবন-মোহিনী, বিলাসিনী,—
স্বর্গবাসে যায় লোক ভোগ-আকাঙ্ক্ষায়,
পায় মাত্র প্রেমহীন দেহের সঙ্গম।
হ'য়েছি অশ্বিনী, বন-নিবাসিনী,
স্বর্গ হ'তে ধরায় পতন—
তথাপিও মনের গঠন—অপরিবর্ত্তনশীল!
প্রেম আশে,
ল'য়ে যাবে বাসে প্রাণহীনা কামিনীরে?
ভোগতৃষা বাড়িবে কেবল—
নাহি হবে অন্তর শীতল।
মানা করি,—ফিরে যাও ঘরে;
নিজ মন বুঝিতে না পারি,
কেন আজি সতর্ক তোমারে করি!

দণ্ডী
প্রাণহীনা তুমি!
ভাল, তব বাক্য সত্য যদি হয়,
দেব বা দানবে, গন্ধর্ব্ব-মানবে,
তপস্বী বা ঋষি—
কে তোমারে হেলা করে সর্ব্বভূতে?
তব বিলোল-কটাক্ষ-লালসায়,
কেবা নাহি ফিরে তব পায়?
স্বর্গচ্যুত হবে, তপ জপ যাবে,
ভেবে কে বিলাস ত্যজে?
এবে আর নাহিক উপায়,

রূপের প্রভায় জর জর মন-প্রাণ ;
যে হয় সে হয়,—এস তুমি মম সাথে !

উর্ব্বশী। চল তবে,
ভুজঙ্গিনী স্পর্শিতে যদ্যপি সাধ !

দণ্ডী। কেন আত্ম-গ্লানি কর সুবদনি ?
বচনে নয়নে অমৃতের প্রস্রবণ তব,
অমৃতে নির্ম্মিত কলেবর,
অলকায় আনন্দ খেলায়,—
তুমি প্রাণহীনা, ধারণা না হয় সুবচনি !

উর্ব্বশী। স্বেচ্ছাধীনা, পরাধীনা স্বর্গপুরে যেই,
প্রাণময়ী ভাব তারে ?
মম সম বিধাতা বিমুখ তব প্রতি !
লালসায় যেইদিন, যে চেয়েছে মোরে—
করিয়াছি তখনি ভজনা তার,
শাপগ্রস্ত হব এই ডরে।
ইচ্ছাধীন নহে প্রতিদান,
তপে শীর্ণ কাষ্ঠ সম দেহ,
হীন-চিত কুরূপ কুৎসিৎ—
ভোগ্য দেহ সবার সেবার ডালি।
স্বর্গে ভ্রমি কালিমা হৃদয়ে ধরি !

দণ্ডী। যত কর মানা, তত তৃষা কর উত্তেজনা,
এস তুমি, যা হয় অদৃষ্টে মোর।

উর্ব্বশী। ভাল, চল রাজা,—
বারি-আশে কালানল ল'য়ে।

দণ্ডী। এস, চল আমোদিনি !

দুর্ব্বাসা ও নারদের প্রবেশ

দুর্ব্বাসা। শুন হে দেবর্ষি, কব অধিক কি আর,
ক্রোধ মাত্র লভিয়াছি তপস্যার ফলে।

কেন মোরে নিজ অংশে স্থজিল শঙ্কর,
চিরদিন বহিতে এ অনুতাপানল!
ক্রোধে যারে তারে দিই অভিশাপ,
অনুতাপে দহে শেষে প্রাণ।
হের মহাভাগ, ত্যজি যোগযাগ,
এসেছি কণ্টকময় কানন মাঝারে—
উর্ব্বশীর যোগাতে আহার।

নারদ। মুনিবর, কহ একি অদ্ভুত কথন!
করি উর্ব্বশীর আহার বহন, ভ্রম তুমি বনমাঝে?
জন্মিল সংশয়, কহ মহাশয়,
কিবা এ অদ্ভুত লীলা!

দুর্ব্বাসা। শুন ঋষিবর, করি তপ সহস্র বৎসর,
ভাবিলাম তপ পূর্ণ মম।
তপে ক্লিষ্ট ইন্দ্রিয় সকল,
কৈল স্তুতি অশেষ বিশেষ—
সুখভোগ ইচ্ছা করি।
কুক্ষণে হে সদয় হইয়ে, আসি ইন্দ্রালয়ে
ঠেকিলাম মহা দায়ে?
ইন্দ্রিয়ের হ'য়ে অনুগামী, এ দশা আমার হেরি!

নারদ। বিশেষিয়া কহ দেব, কিবা বিবরণ?

দুর্ব্বাসা। ইন্দ্রিয়ের অনুরোধে কহি পুরন্দরে,—
"আজ্ঞা দেহ অপ্সর-অপ্সরীগণে—
আরম্ভিতে নৃত্য-গীত।"
আইল উর্ব্বশী, হেরিয়া রূপসী—
নয়ন-ইন্দ্রিয় তৃপ্ত মম।
পারিজাত-পরিমলে তৃপ্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়,
তুষিতে শ্রবণ চাহিলাম গীত শুনিবারে!
পরে শুন বিড়ম্বনা,
হেরি মোরে, উর্ব্বশীর মনে হৈল ঘৃণা,
ভাবিল সে পশু সম আকার আমার!

অমনি হৃদয়ে মহা উপজিল ক্রোধ,
অভিশাপ করিলাম তারে,
"বনে রহ অশ্বিনী হইয়ে, যামিনীতে হও নারী ;
অষ্ট-বজ্র দর্শনে হইবে পূর্ব্ববৎ।"
আহা, বনে ভ্রমে ত্রিদিব-বাসিনী,
বিষাদিনী কাঁদে কত।
শুন মম অধীর হৃদয়,—
অষ্ট-বজ্র সংঘটন সামান্যে না হয়,
কেবা জানে কত কাল ভুঞ্জিবে হেথায়!
আহা, হীন-বুদ্ধি নারী,
কেন হায় অহেতু করিনু ক্রোধ!
এই ফল লভিলাম তপোবলে?
হায়, তমোগুণে জন্ম, তমঃপূর্ণ আমি!
কহ ঋষিরাজ, কোন্ হেতু, তুমি এ বিপিনে?

নারদ। হরগৌরী-কন্দল দেখিতে হৈল সাধ,
গেলাম কৈলাসপুরে,
হেরিলাম বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বরী সনে—
আনন্দে করেন গান।
করিয়ে প্রণাম, তুলিলাম কত কথা,
গাহিলাম কুচনি-আখ্যান,
তাহে মহামায়া ঈষৎ হাসিল,
বাধিল না কন্দল দু'জনে,
অবশেষ মহেশ কহিলা,—
"যাও তুমি দুর্ব্বাসা সদনে,
বহুদিন তত্ত্ব নাহি তার,
দেখা হ'লে পাঠা'য়ো কৈলাসে।"
বহুদিন করি অন্বেষণ,
অবশেষে এসেছি এ বনে।

দুর্ব্বাসা। রুদ্রেশ্বর, এতদিনে—
পড়েছে কি মনে দীন হীন দাসে তব!

যাই তবে, ঋষিরাজ, ভেটিতে ভোলায়।

নারদ। কহ মোরে তপোধন, কোথায় উর্ব্বশী ?

দুর্ব্বাসা। এসেছিল রাজা এক মৃগয়া কারণে,
তার সনে গিয়াছে উর্ব্বশী।
কিন্তু রাজা কোন্ দেশবাসী, কহিতে না পারি,
যোগ-দৃষ্টিহীন আমি তমোগুণে।
পাব তত্ত্ব মহেশ-সদন,
আচরিব পরে যেবা আজ্ঞা হবে তাঁর।
বিদায়, দেবর্ষি, তব পায়।

দুর্ব্বাসার প্রস্থান

নারদ। নারায়ণ—নারায়ণ!
অষ্ট-বজ্র একত্রে মিলন—
না হইল সংঘটন সমুদ্র-মন্থনে, তারক-নিধনে,
মৈ'ষাসুর বধে, শুম্ভ-নিশুম্ভের রণে,
অদ্ভুত ব্যাপার—অদ্ভুত ব্যাপার—
শিব-অংশে জন্ম দুর্ব্বাসার,
বিফল নহিবে বাক্য তার!
অষ্ট-বজ্র সম্মিলন,
দ্বাপরে কি হবে সংঘটন!
বাড়ে সাধ দেখিতে এ বিষম বিবাদ,
কালাচাঁদ পূরান যদ্যপি।
অকারণ হাসিল কি মহামায়া ?

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর পথ

কঞ্চুকী

কঞ্চুকী। তাইতো বলি!—ঘুড়ী নিয়ে কি কখন কেউ দিন-রাত্তির থাকে? যা ঠাউরেছি তাই! ও একটা ছুঁড়ী এনে ঘুড়ীর ল্যাজ পরিয়ে রেখেছে! কত রকম বেরকম ঘোড়া-ঘুড়ী দেখলুম,—কামিনীধানের চেলের ভাত খায়, আধ সের গাওয়া ঘি খায়, রাজায় গা ডলাই-মলাই করে, এ ছুঁড়ী না হ'য়ে যায়! ছুঁড়ীই বা বলি কি ক'রে? ভোরের বেলা তো বেটী চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক্‌লে, চাট্ ছুড়্‌লে, গা ভাঙ্‌লে! এ কালের ছুঁড়ীগুলো সব পাজী হ'য়েছে, এদের ঘুড়ীর অংশে জন্ম। ছুঁড়ীগুলোর তো ঘুড়ীর মতন আচার ব্যবহার চিরদিনই! ঘুড়ীতে ল্যাজ দোলায়, এরা চুল ঝাড়ে, চাট্ তো ছুঁড়াতেও মারে, ঘুড়ীতেও মারে! ছুঁড়ীতেও হাড়ে কাম্‌ড়ে ধরে, ঘুড়ীতেও হাড়ে কাম্‌ড়ে ধরে! তবে এটার কিছু বাড়াবাড়ি,—চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকে। কি জানি বাপু, কালে কালে কতই হয়! তা ছুঁড়ীরা সব পারে!

রাজ্ঞীর জনৈক সখীর প্রবেশ

ওলো ছুড়ী—ওলো ছুঁড়ী? শোন্ তো, তোরে পরখ ক'রে দেখি।

সখী। আ-মর মুখপোড়া, আমাকে আবার কি পরখ ক'র্‌বি?

কঞ্চুকী। একবার ডাক্, চিঁ-হিঁ-হিঁ ক'রে ডাক্।

সখী। নে নে বুড়ো, ন্যাকরা রাখ্।

কঞ্চুকী। আচ্ছা, সত্যি বল্ না,—এখনকার ছোড়াগুলো কি চি-হি-হি ডাক্‌লে ভোলে?

সখী। ভোলে বই কি। আচ্ছা তুই বল্,—কেন জিজ্ঞেস ক'চ্চিস্?

কঞ্চুকী। তা সব বল্‌চি, তুই আগে বল্, খুর কোথা পাস্?

সখী। কেন, কিনে আনি।

কঞ্চুকী। আর চুলগুলো ছেড়ে দিয়ে বুঝি ল্যাজ করিস্,—তা বালামচির মত রং করিস্ কি ক'রে বল্ দেখি?

সখী। সে তোরে শিখিয়ে দেবো। তুই কেন জিজ্ঞেস ক'চ্চিস্ বল্ দেখি?

কঞ্চুকী। ছাখ্, আমি নূতন আস্তাবলে গিয়ে সেঁধিয়েছিলুম। রাজাকে দেখ্‌তে

পেলুম না, তে-তালায় পড়ে এক কোণে মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্চি। দেখি, সন্ধ্যের আগে রাজা এক ঘুড়ীর মুখ ধ'রে ঠক্ ঠক্ ক'রে উঠ্‌লো! ভয়ে কিছু বল্লুম না, কোণে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি। একবার চোখ খুলে দেখি,—ঘুড়ী খুর-ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ছুঁড়ী হ'য়ে ব'স্‌লো। আবার ভোরের বেলা দেখি, খুর-ল্যাজ প'রে—খট্ খট্ ক'রে নীচেয় নাম্‌লো। রাজা ঘুড়ীকে নাইয়ে দিয়ে, গা আঁচড়ে দিয়ে, নাইতে গেল; আর আমি 'দুর্গা—দুর্গা' ব'লে বেরিয়ে পড়্‌লুম! হ্যাঁরে, খাম্‌কা তোরা ঘুড়ী হাওয়া বিদ্যে শিখ্‌লি কেন বল্ দেখি? শুধু পায়ের চাট্ ছেড়ে বুঝি আর মন ওঠে না?

সখী। সরে যা—সরে যা, আমি তোরে চাট্ মার্‌বো।

কঞ্চুকী। আমায় চাট্ মেরে আর কি ক'র্‌বি বল্? আমি কামিনীধানের চালও খাওয়াতে পার্‌ব না, আর আধ সের গাওয়া ঘিও দিতে পার্‌ব না। রাজা-রাজড়া দেখে চাট্ ঝাড়্ গে, যে ল্যাজ আঁচড়ে দেবে।

সখী। (স্বগত) আর কি সন্ধান নেব, এই তো সন্ধান পেলুম। নিশ্চয় কোন রাক্ষুসী ঘুড়ী সেজে র'য়েছে, রাণীরও কপাল ভেঙেছে।

সখীর প্রস্থান

কঞ্চুকী। দূর হ'ক—আপদ গেল। চাট্ মার্‌তে মার্‌তে রেখে গেছে। ছুঁড়ীর আর ধার দিয়ে চল্‌বো না। কাম্‌ড়ে নিলেই বা কি কর্‌বো—বুড়ো বয়সে কি অপঘাতে মর্‌বো! বেটীরা খাম্‌কা ঘুড়ী সাজা শিখ্‌লে কেন?

নারদের প্রবেশ

ঋষিরাজ, প্রণাম।

নারদ। কি কঞ্চুকী, মহারাজ কোথায়? সভায় আছেন না কি?

কঞ্চুকী। সভায়, সে দফায় গয়া, আর মহারাজ সভায় বসেন!

নারদ। তবে কি এখন মহারাজ অন্তঃপুরেই থাকেন না কি?

কঞ্চুকী। সে অন্তঃপুরও বটে, আস্তাবলও বটে।

নারদ। অন্তঃপুরে আস্তাবল কি কঞ্চুকী?

কঞ্চুকী। আরে ঠাকুর, তোমরা একেলে লোক নও,—ও সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমিই কি বুঝতুম, এখন রাজা-রাজড়ার বাড়ী আর অন্তঃপুর থাক্‌বে না, য'টা রাণী ত'টা আস্তাবল তৈয়ারী হবে।

নারদ। সে কি হে?

কঞ্চুকী। একেলে ঢং ঠাকুর—একেলে ঢং! তুমি বুঝ্‌বে না। এখন ছুঁড়ীদের কি গয়না হয়েছে জান? বালাম্‌চির ল্যাজ, খুরওয়ালা ঘুড়ীর খোলস গায়, ঘুড়ীর মুখোস মুখে। চার পায়ে খট্‌ খট্‌ করে তেতালায় ওঠে। আর ভোর হ'লেই আড়া-মোড়া দিয়ে চিঁ-হিঁ-হিঁ ডেকে ওঠে।

নারদ। না—না! এও কি হয়?

কঞ্চুকী। আরে ঠাকুর, তপিস্থে ক'রে বেড়াও, আজকালকার ছুঁড়ীদের তুমি দেখ নি। আমি নাক কাণ মলা খেয়েছি, আর যদি কোন বেটীর কাছে যাই। কি জানি কখন খপ্‌ ক'রে ল্যাজ বা'র ক'রে চাট্‌ ঝেড়ে দেবে! এই যে খট্‌রা হাতে মহারাজ আস্‌ছেন।

দণ্ডীর প্রবেশ

নারদ। মহারাজের জয় হ'ক্‌!

দণ্ডী। কেও ঋষিরাজ, প্রণাম। (স্বগত) কোথেকে আবাগীর ব্যাটা মুনি এলো? (প্রকাশ্যে) আমার পুরী পবিত্র! (স্বগত) তুরঙ্গিণীর সন্ধান পেয়েছে না কি? (প্রকাশ্যে) আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়। (স্বগত) তাই তো, কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশ্যে) আসুন, সভায় আসুন।

নারদ। আর সভায় যাব না। ভাবলুম, যাচ্চি এ দিকে,—মহারাজের কল্যাণ ক'রে যাই। ভাবচি দ্বারকায় গিয়ে প্রভুকে দর্শন ক'র্‌ব।

দণ্ডী। তবে আর বিলম্ব ক'র্‌তে ব'ল্‌ব না—তবে আর বিলম্ব ক'র্‌তে ব'ল্‌ব না। (স্বগত) আপদ গেলে বাঁচি।

নারদ। ভাবছিলুম, কৃষ্ণদর্শনে যাব, মহারাজ যদি কোন উপহার দেন, সঙ্গে ল'য়ে যাই।

দণ্ডী। তাঁর যোগ্য উপহার আর কি দেব ঋষিরাজ,—তাঁর যোগ্য উপহার আর কি দেব ঋষিরাজ, আমি ক্ষুদ্র মানুষ! (স্বগত) ব্যাটা ছাড়ে না, যেন কাঁটালের আটা!

নারদ। যা দেবেন,—ভক্তের ভগবান! মহারাজকে কিছু অন্যমনা দেখ্‌চি?

দণ্ডী। আজ্ঞে, না না! (স্বগত) কতক্ষণে বালাই বিদেয় হয়!

নারদ। তাঁর তো কিছুরই প্রয়োজন নাই, তবে সেদিন আমাকে ব'ল্‌ছিলেন,—যে, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা এক তুরঙ্গিণী যদি দেন,—তা হ'লে গ্রহণ করেন।

দণ্ডী। হায় ঋষিরাজ, সর্ব্বসুলক্ষণা তুরঙ্গিণী কোথা পাব যে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণে

অর্পণ ক'র্‌ব, বলুন। আমি সন্ধানে রইলুম, যদি পাই, দ্বারকায় পাঠিয়ে দেব।

নারদ। মহারাজের হাতে উটি কি?

দণ্ডী। (স্বগত) এই সার্‌লে ব্যাটা!

কঞ্চুকী। ঋষিরাজ, ওইতে ছুঁড়ীর বালাম্‌চি আঁচড়ে দেয়।

নারদ। মহারাজের হাতে ও কি বল্লেন?

দণ্ডী। ও কিছু নয়—কিছু নয়। অশ্বশালা দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, পড়েছিল অশ্বশালায়, অম্‌নি হাতে ক'রে নিয়ে এসেছি।

নারদ। অশ্বশালায় গিয়েছিলেন?

কঞ্চুকী। গিয়েছিলেন কি?—রাতদিন প'ড়ে থাকেন,—তবে আর তোমায় বলুম কি? ঘুড়ী-সাজা ছুঁড়ী আছে।

দণ্ডী। কঞ্চুকী, তুমি অন্তঃপুরে যাও—অন্তঃপুরে যাও।

কঞ্চুকী। মহারাজ, ওইটী মার্জ্জনা ক'র্‌তে হবে। আমি এতদিন অন্তঃপুরে যেতুম আসতুম। ঘুড়ীর চাট্‌ কে খায় বলুন? বুড়ো হ'য়েছি, এখন কি হাড়-গোড় ভাঙ্‌ব, না কামড় খেয়ে অপঘাতে ম'র্‌ব?

দণ্ডী। আহা—দেখুন ঋষিরাজ, কঞ্চুকী এক্ষণে বৃদ্ধ হ'য়েছেন, এক রকম বুদ্ধিভ্রম হ'য়ে গিয়েছে। যাও—যাও কঞ্চুকী, এখন তুমি যেখানে যাচ্চ—যাও।

কঞ্চুকী। ঋষিরাজ, ঘুড়ী-সাজা ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যাও, রাজ্যের আপদ চুকে যা'ক।

নারদ। হাঁ মহারাজ, ব'ল্‌ছিলেম,—এখন স্বয়ং অশ্বশালার তত্ত্বাবধান করেন না কি?

দণ্ডী। আরে না,—কদাচ কখন গেলেম—কদাচ কখন গেলেম! (স্বগত) কি ফ্যাসাদেই ফেল্‌লে দেখ্‌চি! (প্রকাশ্যে) আরে না, কদাচ কখন গেলেম—কদাচ কখন গেলেম।

নারদ। মহারাজ যখন স্বয়ং অশ্বশালায় যান, তখন অবশ্যই অতি সুন্দর অশ্ব-অশ্বিনী আছে।

দণ্ডী। কোথায়—কোথায়?

নারদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই শুনলুম বটে, তাই বনে অশ্ব-অন্বেষণে গিয়েছিলেন। নগরে সবাই ব'ল্‌চে, অতি সুন্দর অশ্বিনী ধ'রে এনেছেন।

দণ্ডী। তা এনেচি বটে,—তা এনেচি বটে,—তা সে কি আর শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য ?

নারদ। তবেই হয়েছে, ঠাকুরের সেই অশ্বিনীটাই দরকার। এই মহারাজের কাছে দূত এল ব'লে, আমি সেদিন শুন্‌লুম—মহারাজের কাছে দূত আস্‌বে, এখন স্মরণ হ'চ্ছে—ওই অশ্বিনীটার জন্যই বটে।

দণ্ডী। কিসের অশ্বিনী ?—আসুক দূত,—আমি দেব না। কেন দেব ? ইস্‌, —ভারি গরজ! যাও তুমি বল গে,—আমি দেব না,—যা ক'র্‌তে পারেন করুন। আমি বন হ'তে ধ'রে নিয়ে এলুম—তাঁর জন্য আর কি ?

নারদ। মহারাজ! দিলে ভাল হ'ত,—দিলে ভাল হ'ত।

দণ্ডী। তোমার মুণ্ডু হ'ত, তোমার তিলক হ'ত, তোমার তুলসীর মালা হ'ত —তোমার ছাই হ'ত!

নারদ। তবে দেখুন, কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত হয়, করুন।

দণ্ডী। তোমার সাতগুষ্ঠি ক'র্‌বে।—ঝগড়া বাধাতে এসেছ বটে, তাই দ্বারকায় যাচ্চ—নয় ? উঃ কেন দেব—কেন দেব—উঃ প্রাণ থাকৃতে পার্‌বো না।

দণ্ডীর প্রস্থান

কঞ্চুকী। ঋষিরাজ, তোমায় আস্তাবল দেখিয়ে দেব, তুমি ঢেঁকি চড়িয়ে ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যাবে। রাজ্যের আপদ চুকে যাবে। কোত্থেকে রাক্ষুসী ধ'রে এনেছে, তার মায়া ছাড়্‌তে পাচ্চে না। ঋষিরাজ, তোমার পায়ে ধরি, একটা উপায় কর।

নারদ। তুমি যাও, মধুসূদন উপায় ক'র্‌বেন।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রা

সুভদ্রা। আজ্ঞা দেহ যাদব-প্রধান,
পুত্র-বধূ সনে যাব পুনঃ বিরাট-ভবনে—
স্নান করি জাহ্নবী-সলিলে।
হে কেশব, চিরদিন আশ্রিত পাণ্ডব তব,

আসন্ন সংগ্রাম, শুনি দুর্য্যোধন
সংযোজন করিয়াছে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।
বিরাট পাঞ্চাল মাত্র পাণ্ডব সহায়—
আর আর ক্ষুদ্র রাজা কয় জন।
ভাবি, হে মধুসূদন, মহারণে না জানি কি হবে।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মবলে বলী পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়,
ত্রিভুবনে শক্তি কার পরাজিতে?
জেনো গুণবতী, আমি ধর্ম্ম-অনুগামী,
ধর্ম্ম মম প্রাণ, ধর্ম্ম রক্ষা করে যেই জন—
কারে তার ডর ত্রিভুবনে?
চাহ যদি পাণ্ডব-কল্যাণ, পাণ্ডব-ঘরণী তুমি,—
ধর্ম্মে মতি রেখো চিরদিন;
সীমন্তে সিন্দুর কভু দূর নাহি হবে।

সুভদ্রা। নারী আমি কিবা জানি ধর্ম্মের মহিমা,
দেহ উপদেশ, কর আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্মে যাহে রহে মতি।
হে শ্রীপতি, সার ধর্ম্ম তব শ্রীচরণ
জানিয়াছি পতি-উপদেশে।

কৃষ্ণ। শুন ভদ্রা, সার ধর্ম্ম আশ্রিত-পালন,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান।
যেবা দেয় অনাথে আশ্রয়,
চিরদিন গাই তার জয়,
বাঁধা রহি তার দয়া-গুণে।
অসহায় যেই জন—আশ্রয় যাচিবে,
যত্নে তারে করিবে রক্ষণ।
ধন, প্রাণ, মান—
আশ্রিতের তরে, দেবি, দিতে বিসর্জ্জন
কাতর না হও কভু;
আশ্রিত-পালন—ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।

সুভদ্রা। তব শক্তি বিনা,

আশ্রিতে রক্ষিতে শক্তি কে ধরে ভুবনে ?
ধর্ম্ম-কর্ম্ম তোমার চরণে,
রেখো মনে, আমি ত আশ্রিতা তব।
মম হৃদে রহি সর্ব্বক্ষণ,
নিজ কার্য্য করিও সাধন,
আমারে নিমিত্ত রাখি।
দয়াময়, বিদায় মাগি হে পায়।

প্রস্থান

কৃষ্ণ। পাণ্ডব আমার সখা—দেহ, মন, প্রাণ!

নারদের প্রবেশ

নারদ। শুন চিন্তামণি, অদ্ভুত কাহিনী,
অবন্তির স্বামী আনিয়াছে অপূর্ব্ব অশ্বিনী
বিজন কানন হ'তে,
হেন তুরঙ্গিণী নাহি ত্রিভুবনে।
তব রত্নাগার, তুলনা নাহিক তার আর,
কিন্তু অশ্বিনী এমন—নাহি তব অশ্বাগারে।

কৃষ্ণ। হেন সুলক্ষণা তুরঙ্গিণী
অতি প্রয়োজন মম ঋষি ;
যাও তুমি অবন্তি-নগরে,
কহ দণ্ডীরাজে, অশ্বিনী অর্পিতে মোরে।
পরিবর্ত্তে তার, চাহে যদি কৌস্তুভ রতন,
করিতে অর্পণ—এখনি প্রস্তুত আমি।
নারীরত্ন, ধনরত্ন, অশ্ব বা অশ্বিনী যেই জাতি,
আশুগতি ধায় যেই বায়ু 'পরে,
শত শত অর্পিব তাহারে, অশ্বিনীর প্রতিদানে!
যাও ঋষিরাজ, করিয়ে মিনতি,
শীঘ্রগতি আন তুরঙ্গিণী।

নারদ। হায় হায়, কথায় কি ভেজে দণ্ডীরাজ,
কত করিয়ে মিনতি,
চাহিলাম, "অশ্ব দেহ নরপতি,—

শ্রীপতি হবেন তুষ্ট তাহে।"
কহে দম্ভ করি—"কোথাকার হরি?
কহ, কেন দিব অশ্বিনী তাহারে?"
এইরূপ কতই ঝঙ্কার, কত তিরস্কার,
করিল সে কব কত!

কৃষ্ণ। বলেছ কি ধনরত্ন করিব অর্পণ,
তুরঙ্গিণী বিনিময়ে তার?

নারদ। একরূপ বলাই হ'য়েছে;
বলিয়াছি, কৃষ্ণ তুষ্ট যার প্রতি
ত্রিভুবনে তার কি অভাব?
তাহে কতরূপ কথা,
সে কথায় বেজে আছে ব্যথা প্রাণে!
অবজ্ঞা করিয়া, কহিল সে কত কথা,
দাস হ'য়ে নারি, প্রভু, আনিতে জিহ্বায়!

কৃষ্ণ। বটে, বটে,—এত স্পর্দ্ধা তার?
যাও ঋষি, কহ প্রদ্যুম্নে,
রণসজ্জা করিতে এখনি,—
অবন্তি করিব নাশ।

রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মিণী। কহ শ্রীনিবাস,
কার প্রতি রোষ এত আজি?
বুঝি সত্যভামা হেতু
পারিজাত পুনঃ প্রয়োজন?
কিম্বা ওহে মদনমোহন,
অন্য কেবা প্রধানা কামিনী,
উত্তেজনা করিয়াছে?
চিন্তামণি,
কোন্ কার্য্যে অকস্মাৎ রণ-আয়োজন?

কৃষ্ণ। দেবি, জান না, দুর্ম্মতি কত অবন্তি-ভূপতি!
বন হ'তে এনেছ অশ্বিনী সুলক্ষণা,

নারদ যাচিল মোর হেতু,
দম্ভভরে কহিল সে কটু কত।

রুক্মিণী। চিন্তাতীত গতি তব ওহে জগৎপতি!
কেহ যদি বল করি হরে কারো ধন,
হও হরি তখনি তাহার অরি!
হীনমতি, কেমনে হে বুঝিব চরিত?
বিপরীত-রীতি কিবা আজি,
অবন্তির অশ্বিনী হরিতে কেন সাধ?

কৃষ্ণ। কবে রত্ন হরি নাহি আনি সুবদনি,
তুমি সতী দৃষ্টান্ত তাহার,
কত ছলে আনি তোমা পিতৃ-গৃহ হ'তে।

রুক্মিণী। কালাচাঁদ,
অশ্বিনী কি ঠেকে কোন দায়,
ডাকে হে তোমায়?
কিম্বা ব্যাকুলিত হেরিতে চরণ,
দিবানিশি করিছে রোদন
তোমারে স্মরণ করি।
কিম্বা দর্পী কোন জন,
সে দর্প হরণ প্রয়োজন,—
দর্পহারি, পৃথিবীর হিতে?
অথবা বাড়াতে কোন ভক্তের সম্মান,
ভক্তাধীন, আগুয়ান তুমি?

কৃষ্ণ। দেবি, তুমি ওই মত কহ চিরদিন;
কেন, নাহিক আমার সাধ?
অশ্বিনীর নাহি প্রয়োজন?
করি যে কার্য্য সাধন,—
উচ্চ প্রয়োজন দেখ তুমি তাহে!
ভাব কি প্রেয়সি,
তোমা হেন রত্নে মম নাহি আকিঞ্চন?

রুক্মিণী। ইচ্ছাময়, নাহি তব সাধ,—

এ কথা না আসিবে জিহ্বায়,
তোমার কৃপায় নাথ।
কার ইচ্ছা বলে,—ভূমণ্ডল চলে,
উজ্জ্বল তপন, চঞ্চল পবন,
ঘূর্ণ্যমান গ্রহ তারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল,
আখণ্ডল স্বর্গ অধিকারী?
আমি নারী—কৃষ্ণ হৃদে ধরি!
কি কন্দল বাধালে কন্দল-প্রিয় ঋষি?

নারদ। চিরদিন কর মোরে দোষী,
ওই তব স্বভাব কেমন!
আসি-যাই কৃষ্ণ-দরশনে,
ফিরি হরিগুণ-গান করি,—
নাহি জানি বিবাদ কেমন!
নহি তো তেমন,—
তুমি তব সতিনী যেমন
ইন্দ্র সনে বাধাইলে রণ!
তোমাদের কন্দলের দায়
হরি, দ্বারকায় থাকিতে পারে কি নায়ে!

রুক্মিণী। কৃষ্ণ-ভক্ত তুমি মহাঋষি,
তাই দিবানিশি তব নাম পুরে,—
কন্দলের অভাব কি হেতু হবে?
আছে নানা বাহন জগতে,—
কচিকচি মূল ঢেঁকী বাহান কাহার?

নারদ। তোমারে আঁটিতে কেবা পারে?
নারায়ণ আপনি মেনেছে হার!
আসি যদি কৃষ্ণ দরশনে,
সাধ্যমত অন্তঃপুরে নাহি যাই;
কেন মিছে জোটাব বালাই
কন্দুলীর মুখ দেখি!

ঠাকুরাণি, চরণে প্রণাম—
করি আমি স্বস্থানে প্রস্থান। *প্রস্থান*

রুক্মিণী। যদি তব বাজী প্রয়োজন—
নারায়ণ, প্রের দূত অবন্তি-নগরে,—
ডরে দিবে অশ্বিনী ভূপাল।
নারদের বাক্যে রোষ নহে ত উচিত!

কৃষ্ণ। ভাল,
তব ইচ্ছামত কার্য্য করিব, সুন্দরি!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজোদ্যান

উর্ব্বশী, মেনকা, মিশ্রকেশী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রবেশ

উর্ব্বশী। প্রসন্ন অদৃষ্ট মম সখীবৃন্দ আজি,
তাই আসি ধরাধামে দিলে দরশন!
দেবরাজে জানাইও মম নমস্কার,
জানাইও নিবেদন পদে,—
দেখে যাও আছি কি বিষাদে,
হায় কত দিনে পাইব নিস্তার!

মেনকা। চিন্তা ত্যজ সুকেশিনি,
দুখ-নিশি অবসান তব;
নারদ-বচনে সবে এসেছি ধরায়,
তোমায় আশ্বাস দিতে।
শুনি সুবদনি, চিন্তামণি ব্যাকুল তোমার তরে!
জানিহ নিশ্চয়, মিথ্যাবাদী মুনি কভু নয়,
দিতে উপদেশ আদেশ তোমার প্রতি।
বিপদে কাণ্ডারী হরি করহ স্মরণ,
আশু হবে দুঃখ বিমোচন,
অষ্ট-বজ্র হেরিবে ধরায়।

উর্ব্বশী। কেন সখি, প্রবোধ দিতেছ মোরে আর,—
অঘটন সংঘটন কভু কি গো হয়?
যাহা হয় নাই—হবে, সে কি লো সম্ভবে?
নারায়ণ জানি না কেমন,—
অকারণ কেন তবে কৃপা হবে তাঁর!

মিশ্রকেশী। "অহেতুকী দয়াসিন্ধু" কহিলেন মুনি,—
"ভুঞ্জি তাপ অভিমান বশে,
তাপহর ভগবান করেন মোচন!"
দরশন পাও যদি পীতাম্বর,
শাপ নহে, জেনো সখি—বর!
ভগবৎ কৃপার ভাজন যেই জন,
পাপ-তাপ নির্ম্মূল সমূলে তার;
না কর সংশয়, সুদিন উদয় তব।

উর্ব্বশী। কঠিন দুর্ব্বাসা, হায়, তাই এ যন্ত্রণা।
জান না স্বজনি,
কাননবাসিনী সহিলাম কত জ্বালা।
সেও ছিল ভাল, এ কি কাল হ'ল,
আইলাম রাজগৃহে,
এত ছিলে ভালে, নরে স্পর্শে অহর্নিশি!
স্পর্শ লাগে অঙ্গার সমান।
হায় হায়—প্রাণ নাহি যায়,
নারী হ'য়ে সহে আর কত!
দেবাশ্রিতা, দেবের বাঞ্ছিতা—
মানবের ভোগ্যা এবে—
মৃত্তিকা-গঠিত যার কায়!

রম্ভা। শোক পরিহরি, লো সুন্দরি,
এস করি হরি-গুণগান।
ঋষি-বাক্য নাহি কর হেলা,
ঘুচিবে লো জ্বালা,

বিপদভঞ্জন শ্রীমধুস্থদন স্মরি,
মত্ত চিতে করি হরি-গান।

অপ্সরাগণ।— গীত

দয়াময় রাখ হরি, রাঙ্গা পায়!
দীন-শরণ, দুরিত-হরণ, বিপদ-বারণ, কলুষ-তারণ,
অবলায় হের করুণায়॥
দারুণ হুতাশে, ভাসে নিরাশে,
ঋষি-রোষে ঘোর প্রবাসে, দেহি বিপদে শ্রীপদ প্রমদায়॥

উর্ব্বশী। হ'য়েছে সময়, ভূপতি আগত প্রায়;
যন্ত্রণায় যাপিব যামিনী!
যাও ফিরে অমর-আবাসে;
করি সখি, সবারে মিনতি,
দিও দেখা পাইলে সময়।

মিশ্র। কঠিন ধরায় আগমন,
নামি মৃত্তিকায় ভার লাগে কায়,
ঘন বায়ু—শ্বাস নাহি বহে!
মলিন সকল, চিত্তে জন্মে মল;
কি জানি পারি কি হারি নামিবারে পুনঃ,
যাব স্বর্গ-মেঘে, শক্তি নাহি ফিরে যেতে আর!

উর্ব্বশী। বুঝ সখি, বুঝ তবে কি যন্ত্রণা মোর!
অহর্নিশি রয়েছি ধরায়—
আসিয়া যথায় ভার তব হয় জ্ঞান।
একে তাপিতা কামিনী,
তাপপূর্ণ তাহে এ মেদিনী,—
সুবদনি, সহি যত কহি আর কত!

মেনকা। চিন্তা ত্যজ, কর সখি, হরিগুণ-গান;—
পাবে পরিত্রাণ ঘোর বিপদ-সাগরে।

উর্ব্বশী।— গীত

অকুলপাথারে, রাখ অবলারে, বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন।
বারে বারে হরি, আসি দেহ ধরি, নয়নের বারি করেছ মোচন॥
তারা সম খসি, ধরাতলে আসি,
কাঁদি দিবানিশি, এস কালশশী,
উপায় না হেরি, বিনা পদতরী,
হে দীনশরণ, কোথা হে কাণ্ডারী, কাতরা কিঙ্করী, তব পদ স্মরি—
এস নাথ এস, ক'রো না নিরাশ, শ্রীনিবাস ভীত-ত্রাস-বিভঞ্জন॥

মেনকা। ওই শোন গর্জ্জি জলধর,
ফিরিবারে বলিছে সত্বর, আর না রহিতে পারি।

অপ্সরাগণ।— গীত

যাই লো আর রইতে নারি, প্রাণ কেমন করে।
তোরে ভালবাসি, নয় কি আসি মাটির উপরে॥
গরজে স্বর্ণ-জলধর, তার মলিন সোণার কর
মাটির হাওয়ায় হয়েছে কাতর;
যাই তবে সই— হবে দেখা অমর নগরে,
আস্‌তে হেথা মন কি লো সরে॥

অপ্সরাগণের প্রস্থান

উর্ব্বশী। হেরি যে বয়ান যোগ ভঙ্গ হইয়াছে কত,—
সেই মুখ নেহারি দর্পণে, ঘৃণা হয় মনে।
সেই অলকায়—
বাঁধিয়াছি পায় কঠোর তপস্বী প্রাণ,
যেই হাসি-ফাঁসি—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রয়াস করে,
যেই আঁখি-রঙ্গে—পতঙ্গ সমান
ঝাঁপ দেছে বিলাস-বর্জ্জিত ঋষি,—
এবে হায় মলিন সকলি!
কৃপা বিধাতার, অশ্বিনী আকার
দর্পণে দেখিতে নাহি পাই!
বাড়িল জঞ্জাল, আইল ভূপাল,
বিরামবিহীন জ্বালা!

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। প্রিয়ে, সর্ব্বনাশ বাধায়েছে দেবর্ষি নারদ,
বিষম বিপদ, কৃষ্ণ চায় তোমারে লইতে,
অশ্বিনীর বিবরণ করেছে শ্রবণ!
দূত আসি দ্বারকা হইতে দেখাইল ভয়—
সবংশে মজিব, যদি না অর্পি তোমায়,
এ সঙ্কটে উপায় না হেরি!

উর্ব্বশী। মানিলে না মানা নরপাল,
মম হেতু ঘটিবে জঞ্জাল বলিয়াছি বার বার!
এবে আর কি উপায় হবে,
আমা হেতু নিশ্চয় মজিবে,—
কৃষ্ণ সহ রণে কেবা জিনে?

দণ্ডী। কালি প্রাতে তোমারে লইয়ে, যাব পলাইয়ে।
আছে কৃষ্ণ-দ্বেষী রাজা বহু,
অবশ্য কেহ না কেহ আশ্রয় দানিবে।
যদি যায় প্রাণ,
প্রাণান্তে তোমারে দান করিতে নারিব,—
নহে তোমা হেতু সবংশে মজিব,
যেবা হয়—যাব পলাইয়ে।
রাজ্য হ'ক খার,—পুড়ুক সংসার,
তোমা হারা ধরিতে নারিব প্রাণ।
চল, প্রাতে করিব প্রয়াণ—
যা হবার হবে শেষে।
উষা সমাগত প্রায়,
হবে তব অশ্বিনীর কায়,
চিনিতে নারিবে কেহ।
এত ত্বরা পলায়নে হইব উদ্যোগী।

উর্ব্বশী। (স্বগত) সত্য কিহে মদনমোহন,
শ্রীচরণে দাসীরে রাখিবে?
কৃপার সাগর পীতাম্বর মুরহর শ্যাম,

আসি গুণধাম, পূর্ণ কর কাম !
শুনি হৃষীকেশ, তব উরুদেশে জন্ম দুখিনীর !
জগন্নাথ, নন্দিনী তোমার,—
নিদারুণ দুখভার হর প্রভু ত্বরা !
ওহে ভক্তাধীন,
হই স্রোতাধীন—পদতরী স্মরি হরি !

দণ্ডী। মৌন তুমি কেন প্রাণেশ্বরি ?
দণ্ডধর, পুরন্দর কিম্বা গঙ্গাধর,—
তোমায় আমায়—বিচ্ছেদ ঘটায় কেবা ?
জীবন থাকিতে নাহি ত্যজিব তোমায় !
প্রাণ ছেড়ে রহিতে কে পারে !

উর্ব্বশী। চল, রাজা, করি পলায়ন !

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

সুভদ্রা ও উত্তরা

সুভদ্রা। গীত

অমল গভীর ধবল ধার।
কুলু কুলু কল্লোল উথাল বিশাল রঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ-হার ॥
চন্দ্র-মূর্দ্ধনী-জটা-বিহারিণী তাপহারিণী বারি,
সুখদা বরদা মোক্ষদা, মত্ত-মাতঙ্গ-মর্দ্দনকারিণী শুভে শিবনারী ;
শিখরবাসিনী, সাগরগামিনী, মকরবাহিনী জননী করুণা অপার ॥

সুভদ্রা। চিরদিন গৃহ করি আলো,
রাজমাতা হ'য়ে রহ পাণ্ডব-আগারে !
সেই কামনায়, পতিতপাবনী-পদে করেছি মানস,
বসি তিন দিন তীরে, দান দিব দরিদ্র অনাথে।
আজি শেষ দিন, করি স্নান দান,
ফিরে যাব পিত্রালয়ে তব।

অভিমন্যু আসিয়াছে মায়া-রথ ল'য়ে।
সুমতি কি হবে দুর্য্যোধন,
সন্ধি-সংস্থাপন করিবে পাণ্ডব সনে!
কে জানে ঘটিবে কিবা।

তরঙ্গোপরি গঙ্গা-সহচরীগণের গীত

ধবল ধার বহিছে বিমল, কহিছে মৃদুল নাদে।
দ্রবময়ী হ'য়ে শিখর বাহিয়ে, নর-তাপে মম কাতর হিয়ে,
কে কোথা কাঁদে বিষাদে, প্রাণ তাহে কাঁদে॥

উত্তরা। দেখ মাগো, আনন্দে নাচিছে তরঙ্গিণী,
যেন আমোদিনী তরঙ্গ নাচিছে,
হিল্লোলে বহিছে হরিনাম।
প্রেমবারি প্রেমে দ্রবময়ী, করি কুলুকুলু ধ্বনি
অবনীতে করিছে প্রচার —'দ্রব হও পরদুঃখে,
মিল আসি, এ প্রেম-প্রবাহে।'

গঙ্গা-সহচরীগণের গীত

আশ্রিত জন মাগিলে শরণ, তারি তরে মম অভয় চরণ,
ত্যজি কমণ্ডলু হর-জটা কটা, বহে কুলু কুলু ফেনিল ঘটা,
যে ডাকে মা ব'লে, লই তারে কোলে,
দূষিত, তাড়িত, কলুষজড়িত তাপিত অপরাধে॥

সুভদ্রা। শুনি যেন আনন্দের ধ্বনি চারিদিকে,
যেন দিকচয় করিতেছে জয় জয় ধ্বনি,
যেন দেববালাগণে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলে!
হয় উত্তেজনা মনে,
দয়াময়ী সনে হৃদয় মিলায়ে রহি।
মরি মরি নৃত্য করে বারি,—
নরতাপ হরিবারে।

গঙ্গা-সহচরীগণের গীত

যতনে যে জন পালে আশ্রিত, তারে হেরি মম চিত পুলকিত,
আমোদিত সলিলোত্থিত, চাহি পরহিত,
শরণাগত যে জন রত—পূত পূজিত মম সম ব্রত,
ধরম করম সফল জনম, জীবন বহে অবাধে ॥

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। মিথ্যাবাদী শঙ্করের দূত,
মিথ্যাবাদী ত্রিভুবন!
দুর্জ্জয় কেশব—পরাভব পুরন্দর যার তেজে,
কারে বা দুষিব, কে যুঝিবে তার সনে?
হায়, ত্রিভুবনে না মিলিল আশ্রয় কোথায়!
আর আছে কি উপায়?
তুরঙ্গিণী সনে পশিব জাহ্নবী-জলে।

উত্তরা। দেখ গো জননি,
দীন হীন কেবা নাহি জানি,
কূলে বসি করিছে রোদন,—
বদনে বিষাদ মাখা!
হায়, হেরি মুখ—প্রাণ ফেটে যায়,
যেন নিরাশ-সাগরে ভাসে!
জ্ঞান হয় অনাথ নিশ্চয়,
শূন্যময় হেরি এ সংসার,—
ঝাঁপ দিতে আসিয়াছে জাহ্নবীর নীরে।

সুভদ্রা। সত্য দীন জন,
এস, দেখি, কেবা এ অনাথ!

দণ্ডী। ত্রিতাপহারিণী, তাপিততারিণী, হর-শির-নিবাসিনী।
তারিতে অবনী, পতিতপাবনী, পূতধারা-প্রবাহিনী ॥
সন্তান তোমার, সহে না মা আর, কাতরে রাখ গো পায়।
চাহ ত্রিনয়নে, করুণা নয়নে, অনাথ আশ্রয় চায় ॥
অরি বলবান, নাহি আর স্থান, দুরিত-দলনী-বারি।
কেহ নাহি আর, এ জীবন ভার, কত মা সাহিতে পারি ॥

অকূল পাথার, না হেরি নিস্তার, এ দীন শরণাগত।
রাখ মা আশ্রিতে, জুড়াও তাপিতে, পূর্ণ কর মনোরথ॥

সুভদ্রা। কে তুমি উন্মাদপ্রায় জাহ্নবীর তীরে?
কহ, কি বেদনা মনে?
যদি সাধ্য হয়, জানিহ নিশ্চয়,
করিব তোমার আমি শোক-বিমোচন।

দণ্ডী। কে তুমি গো মধুরভাষিণী?
কথা শুনি জুড়ায় তাপিত প্রাণ!
কিন্তু মাতা, বৃথা দেহ আশ্বাস আমায়,
জাহ্নবী-জীবনে,
তনু ত্যাগ বিনা নাহিক উপায় মম!
অভাগা অবন্তিপতি আমি—
সংসার-সমুদ্রে ভাসি;
শুনি মম দুখের বারতা, দুখ পাবে দয়াময়ি!
নারী তুমি, কি উপায় হবে তোমা হ'তে?
ত্রিজগতে কার শক্তি রক্ষিতে আমায়!

সুভদ্রা। কি হেন সঙ্কট, যার নাহিক উপায়?
কিবা মনস্তাপ কহ বিস্তারি আমায়?
কোন মহাপাপে দহে কি হৃদয়?
কিম্বা কোন শত্রু বলবান, করে অপমান,
ত্যজিবারে চাহ প্রাণ—মান-রক্ষা হেতু?
কি অনর্থ ঘটেছে তোমার,
নাহি যার প্রতিকার?

দণ্ডী। বিধি-বিড়ম্বনে মোর কৃষ্ণ সহ বাদ,
নাহি শক্তিধর ত্রিভুবনে—
বিরোধিতে চক্রধর সনে।

সুভদ্রা। কহ মতিমান, অদ্ভুত কথন,
নারায়ণ বিরোধী কি হেতু?
যদি ক'রে থাক কোন দুর্নীত আচার,

কৃষ্ণপদে মাগহ মার্জ্জনা,
অপার করুণা—ক্ষমিবেন অপরাধ।

দণ্ডী। নহি কোন দোষে দোষী, শুন গো জননি,
আনিলাম তুরঙ্গিণী কানন হইতে,—
প্রাণ সম সে অশ্বিনী মম!
সংবাদ নারদ দিল তাঁরে,—
চান কৃষ্ণ অশ্বিনী লইতে।

সুভদ্রা। শুনিলাম অদ্ভুত বারতা,
কভু কি অযথা কার্য্য করেন মাধব!
অশ্বিনী তোমার, তুমি না করিলে দান,—
রুষ্ট তাহে কোন্ হেতু যদুপতি?

দণ্ডী। জাহ্নবীর নীরে, আসিয়াছি প্রাণ ত্যজিবারে,—
নাহি কহি মিথ্যা কথা।
শুনিলাম বারতা—যাদব-দূত মুখে,
না দিলে অশ্বিনী, মম সবংশে নিধন!
কামরূপী তুরঙ্গিণী করি আরোহণ,
করিলাম ভুবন ভ্রমণ।
বড় আশে গেলেম যথায়,
ততোধিক নিরাশ তথায়—
কেহ নাহি হইল আশ্রয়দাতা!

সুভদ্রা। অসম্ভব কি শুনি কাহিনী!
মহাপরাক্রম যত ক্ষত্র রাজাগণ,
কেহ না আশ্রয় দান করিল তোমায়?
কৃষ্ণদ্বেষী আছে বহু রাজা,
মহাতেজা, মহাধনুর্দ্ধর,—
যাও তথা, কহ মনোব্যথা,
নিশ্চয় আশ্রয় পাবে।
জরাসন্ধসুত যমদূত সম বলে,
বিপক্ষদমন শিশুপালের নন্দন,
ভগদত্ত, শাল্ব, শল্য আদি রাজাগণ,

যার কাছে যাবে, স্থান তুমি পাবে—
তবে কেন ত্যজ প্রাণ ?

দণ্ডী। কত আর কব গো তোমায় !
মানব কি ছার,—
দেব-দৈত্য, অপ্সর-কিন্নর,
সাগর-তপন, পবন-শমন,
বিরিঞ্চি-বাসব স্থানে—এসেছি নিরাশ হ'য়ে।
যাই শিব-স্থানে—পথে দেখা দুর্ব্বাসা সহিত,
ঋষি কয়,—"কৈলাস-আলয়
না পাইবে পরিত্রাণ।
মহেশ-আদেশে কহি যুক্তি যেই সার,—
ভারত বংশের বীর আশ্রিতপালক,
হবে হিত যথোচিত লইলে শরণ।"

সুভদ্রা। শিব-উপদেশ তবে কেন কর হেলা ?

দণ্ডী। বীরহীনা বসুন্ধরা শুন সুহাসিনি,
বড় আশে রাজা দুর্য্যোধনে,
দুখ-কথা করি নিবেদন,—
শুনি উত্তর তাহার, বিদরিল হৃদয় আমার !
কহিল নৃপতি,—
"পাণ্ডব-সংহতি করি রণ-আয়োজন,
যাদব-বিগ্রহে এবে নারিব পশিতে,
ঘুচাও বিবাদ—কৃষ্ণে তুরঙ্গিণী দানে।"
দেব, দৈত্য, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
কত কব কি দিল উত্তর,—
বিদরে হৃদয় মাতা সে কথা স্মরণে।

সুভদ্রা। শরণাগতেরে কেহ নাহি দিল স্থান ?
ধারণা না হয় মম মনে !

দণ্ডী। মনে মনে কৃষ্ণদ্বেষী আছে বহু জন,
কিন্তু পশিতে সম্মুখ-রণে পরের কারণে
কেহ হৃদে না বাঁধে সাহস ;

অপযশ শ্রেয় লইল মানি—
চক্রপাণি সহ রণ গণি অসম্ভব।
রাম রূপ ধরি হরি বাঁধিলা সাগর,
কিন্তু শুন কিবা সমুদ্র কহিল,
কহে,—"হরি সনে রণে,
সলিল শুকাবে অধিকার যাবে!
কিঙ্কর কি হয় কভু প্রভুর বিরোধী?"
নারায়ণ পারিজাত করিল হরণ,
ভাবিলাম পুরন্দর হবে বাদী,
কিন্তু অদ্যাবধি কাঁপে পুরন্দর—
চক্রের গর্জ্জন স্মরি!
ব্রহ্মা হতজ্ঞান—স্থান কোথা দেবে মোরে?
পথে যেতে ফিরাইল হর,—
চক্রধরে ত্রিভুবন ডরে।

সুভদ্রা। ত্যজ ভয়, মহাশয়, দানিব আশ্রয়,—
আইস মোর সাথে তুরঙ্গিণী ল'য়ে।

দণ্ডী। পাগলিনী তুমি মা জননী!
আছ সুখে পতি-পুত্র ল'য়ে,
ঠেকিবে বিপাকে কেন অভাগার তরে?

সুভদ্রা। শুন নৃপমণি, বীরাঙ্গনা বিপদ না জানে,
অহেতু যদ্যপি বাদী হন চক্রপাণি,—
তাঁরে আমি তিল নাহি গণি,
আশ্রিতপালন ধর্ম্ম মম।
পাণ্ডবঘরণী, যাদবনন্দিনী, সুভদ্রা আমার নাম।

দণ্ডী। কি কহিলে?
কৃষ্ণসখা পাণ্ডবঘরণী,—কৃষ্ণের ভগিনী!
তুমি দিবে আশ্রয় আমায়?
অনাথে মা কেন কর প্রতারিত?
অর্পিবে যাদব-করে বুঝি অভিপ্রায়!

সুভদ্রা। অহেতু আশঙ্কা তুমি কেন কর চিতে?

বীরাঙ্গনা হ'তে, হীনকার্য্য অসম্ভব চিরদিন !
সত্য তুমি বলেছ রাজন্,
চিরদিন পাণ্ডবের সখা নারায়ণ,
কিন্তু, আশ্রিত-বর্জ্জন কভু করে না পাণ্ডব !
শুন ধরাপতি, যার শক্তি সেই জানে।
পূজি শশাঙ্ক-শেখরী,
আশ্রিতে রক্ষিতে নাহি ডরি,—
হয় হ'ক ত্রিভুবন বাদী।
গঙ্গাতীরে সত্য করি কহি মহীপাল,
পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন,
মজে যদি তোমার কারণ,—
তথাপি গো রক্ষিব তোমারে।
যে হয়, সে হয়, ত্যজ ভয়,—
এস মোর সাথে।

দণ্ডী। বিস্ময় জন্মায় চিতে কহি মা সরল,
শঙ্কা দূর নাহি হয় কোন মতে !
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন চিরদিন এক প্রাণ,
কৃষ্ণ সনে বিবাদ কি সম্ভবে মা তাঁর ?
তুমি দয়াময়ী, দয়ায় আশ্বাস দান',
কিন্তু মাতা, অগ্র-পর না কর বিচার,
অপরাধী হবে তুমি পতির সদনে,—
আত্মীয়-স্বজনে কহিবে তোমারে কটু !
গৃহে ফিরি যাও গো জননি,
যা' হবার হইয়াছে মম ;
তুমি কেন মজ' মোর সনে !

সুভদ্রা। পাণ্ডবের রীতি তুমি নহ অবগত,
অসঙ্গত বাণী, নৃপ, কহ সেই হেতু।
দেব-দৈত্য, যক্ষ-রক্ষসহ পাণ্ডব করিল রণ,
বাহুযুদ্ধে প্রীত ত্রিলোচন,
হত কালকেয়গণ পাণ্ডবের শরে !

যাদবের সনে বাদ উদ্বাহে আমার,—
শুন নাই এ সব কাহিনী ?
পৃথিবীর বীরগণ যত,
কর দিল পাণ্ডব-প্রধানে।
গদাধর ভীমের বিক্রমে,—
জরাসন্ধ হত, হিড়িম্বা কির্ম্মীর পাত,
নিষ্কণ্টক তপোবন পাণ্ডব-শাসনে।
আশ্রিতপালন,
পাণ্ডবের লক্ষণ বিদিত ত্রিভুবনে।
কুন্তীদেবী—পাণ্ডব-জননী,
পরহিতে সমর্পণ করিল নন্দনে,—
ভুবনে বিদিত কথা !
ত্যজ মনোব্যথা, এস ত্বরা, শঙ্কা কর দূর।

উত্তরা। মৌন কেন রহ মহীপাল ?
পাণ্ডব-আশ্রয়ে তুমি কারে কর ভয় ?
জেনো স্থির, যদি কভু রবি-শশী খসে,
সাগরে না রহে জল, অনল শীতল,
মেরু যদি নড়ে, বিশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ড যদ্যপি,
পাণ্ডব না আশ্রিতে ত্যজিবে।
শুন বাণী, নৃপমণি,
আমিও পাণ্ডব-কুল-নারী,
স্বচক্ষে দেখেছি, পাণ্ডব-কুলের রীতি ;
ভদ্রাদেবী দেছেন আশ্রয়,—
যম-ভয় নাহি আর তব।

দণ্ডী। বুঝেছি মা, মজিব মজা'ব তোমা সবে।
ত্রিভুবন একত্রে মিলিবে যদুপতি আবাহনে ;
মহারণে দুর্দ্দৈব ঘটিবে,—
কে আঁটিবে নারায়ণে ?
কৃষ্ণ-বলে বলী মা পাণ্ডব,
কৃষ্ণ-বলে দহিল খাণ্ডব,

কৃষ্ণ-বলে বিজয়ী সংসারে !
তাঁর সহ রণে—পরাক্রম সকলি টুটিবে !
পতি-পুত্র সনে কেন মা মজিবে ?
গৃহে যাও—পশিব সলিলে !

সুভদ্রা। কদাচিৎ তোমারে না ত্যজিব রাজন্—
স্থির এ প্রতিজ্ঞা মোর।
বংশক্ষয় হয় যদি রণে,
তিলমাত্র নাহি গণি মনে,
সত্য, কৃষ্ণ-বলে বলী পাণ্ডুপুত্রগণ,
কিন্তু, কৃষ্ণ সখা—পাণ্ডবের ধর্ম্মের পালনে !
পাণ্ডুবংশ-নারী,
পরিহরি যাই যদি তোমারে ভূপাল,—
কুলে দিব কলঙ্কের কালি !
হবে অধর্ম্ম সঞ্চার, কৃষ্ণ সখা না রহিবে আর,
পাণ্ডুবংশ ছারেখারে যাবে।
অনাথ নৃপতি তুমি, আজি পুত্র সম মম,
মজে যদি সকলি সমরে,
লইয়ে তোমারে দিক-অন্তে করিব প্রস্থান,—
ত্যজিব না তোমারে কদাপি।
আত্ম-হত্যা মহাপার জান ত' ধীমান !
পুত্র বলি সম্ভাষি তোমারে,
রাখ বৎস, জননীর মান,—
তোমা হ'তে হবে মহা ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
ত্রিভুবন করিবে কীর্ত্তন পাণ্ডবের যশোগান।
ক্ষত্র তুমি, কর রাজা ভীরুতা বর্জ্জন।

দণ্ডী। চল ভগবতী, চল মহাদেবী,—
শঙ্করী সহায় মম হেরি—পাণ্ডু-কুল-নারীরূপে।
তবে কিবা ভয়, জয় জয় পাণ্ডবের জয় !
নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইল !—
শঙ্কা দূর শুভঙ্করি, তোমার প্রাসাদে ! সকলের প্রস্থা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-অন্তঃপুর

ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। শুন দেবি, সন্ধি নাহি হইবে স্থাপন।
দুর্য্যোধন করিয়াছে পণ,
সূচ্যগ্রে মেদিনী নাহি করিবে প্রদান।
রাখ মতি গোবিন্দের পদে,
একমাত্র পাণ্ডব ভরসা জনার্দ্দন;
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব অবশ্য হইবে,
সমরে কৌরবকুল হইবে নির্ম্মূল!
দুঃশাসন-হৃদয় বিদরি,
লো সুন্দরি,—বেণী তব করিব বন্ধন।

দ্রৌপদী। একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব সহায়,
তাহে নারায়ণী সেনা দেছেন শ্রীহরি,
সেও অক্ষৌহিণী একাদশ;
শুনি গুণমণি, কৃষ্ণ সম বীর জনে জনে।
না বুঝি কেমনে তবে হবে রণ জয়!

ভীম। সুকেশিনি, কিবা হেতু কর লো সংশয়,
যেই লয়, কৃষ্ণের আশ্রয়, তার কোথা ভয়?
নিশ্চয় জিনিব রণ, ভেব না ভাবিনি!

সহচরীর প্রবেশ

সহচরী। দেব, ভদ্রাদেবী মাগিলেন চরণ দর্শন।

ভীম। ভদ্রাদেবী! কিবা প্রয়োজন?
(দ্রৌপদীর প্রতি)
যাও সতী, দ্রুতগতি আনহ দেবীরে।

দ্রৌপদী ও সহচরীর প্রস্থান

প্রয়োজন মাতার বুঝিতে কিছু নারি,
অবশ্য নহে ত' কোন সামান্য কাহিনী !
অমঙ্গল কিছু কি ঘটেছে দ্বারকায়,
কিবা হেতু কল্যাণী আসেন মম পুরে ?

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। করি, দেব, চরণ বন্দন,—
সঙ্কটে পড়েছি, পদে রাখ বীরবর !

ভীম। কহ দেবী,—কি সঙ্কট তব ?
কারো সনে ঘটেছে কি বাদ-বিসম্বাদ ?
শমন কি স্মরণ করেছে কোন জনে ?

সুভদ্রা। অবধান ক্ষত্রিয়-প্রধান,
স্নান হেতু যাই গঙ্গাতীরে,—
হেরিলাম অনাথ জনেক,
মহা অভিমানে, মান রক্ষার কারণে,
অরি-ডরে আসিয়াছে পশিতে সলিলে।
পাণ্ডব-বংশের নারী দেখিতে নারিনু,
পাণ্ডব-গৌরব মনে হইল উদয়,
দম্ভ করি দানিনু অভয় ;
করি মম আশ্বাসে বিশ্বাস—
আসিয়াছে মম বাসে।
আশ্রিত, শরণাগত, দীন,—
সঙ্কটে ঠেকেছি আজি তাহার কারণে।

ভীম। করিয়াছ কুলরীতি মত গো কল্যাণি,
বিষাদ কি হেতু ভাব মনে ?
শরণাগতের তরে ত্যজিতে জীবন,—
পাণ্ডব না ডরে কভু জান সুবদনি !
বরাননি, উদ্বিগ্ন কি হেতু তবে ?
অর্জ্জুন কি অসম্মত সাহায্য প্রদানে ?

সুভদ্রা। ডরে তাঁর চরণে করি নি নিবেদন !

ভীম। কেন বৎসে, কিবা ডর ?
জান না কি ফাল্গুনীরে তুমি ?
ভুবন হইলে অরি গাণ্ডীবী বিজয়
অভয় দানিবে, হবে আশ্রিত যে জন,—
নিষ্কণ্টক সুরলোক যার ভুজ-বলে !
সমাচার দিতে তারে কি আশঙ্কা তব ?

সুভদ্রা। দেব, জানি আমি সকল কাহিনী,
শুন শুন বীর গদাপাণি,
পাণ্ডব-আশ্রিত সনে কৃষ্ণের বিবাদ ;
শ্রীকৃষ্ণের ডরে,
কেহ তারে না দিল আশ্রয়,
অনাথ আইল তাই ত্যজিতে জীবন।

ভীম। সযতনে রাখ দেবি, আশ্রিতে আবাসে,
ধন্য ধন্য পাণ্ডব-কুলের তুমি নারী,
ধন্য তুমি যাদব-ঝিয়ারী !
যদ্যপি বিরোধ কভু কৃষ্ণ সনে হয়,
সম্ভব এ নয়,
রক্ষিব শরণাগতে প্রতিজ্ঞা আমার।
কিন্তু মা গো, শুনি সমাচার—
কৃষ্ণ সনে কি হেতু বিবাদ ?

সুভদ্রা। অবন্তির অধিপতি আছিল এ জন।
সুলক্ষণা তুরঙ্গিণী আনিল বন হ'তে,
সেই তুরঙ্গিণী—চিন্তামণি করিলেন সাধ,
কিন্তু প্রাণ সম সে অশ্বিনী তা'র,
নারিল ভূপতি, কৃষ্ণে করিতে অর্পণ।

ভীম। কহ সাধ্বি, কি হইল অতঃপর ?

সুভদ্রা। কৃষ্ণভয়ে, তুরঙ্গিণী ল'য়ে পলাইল নরপতি ;
কামরূপী তুরঙ্গী-বাহনে,—
ত্রিভুবনে করিল ভ্রমণ,
কিন্তু, কোথাও না পাইল আশ্রয় !

ভীম। অদ্ভুত আখ্যান,
কেহ তারে নাহি দিল স্থান ?

সুভদ্রা। ব্রহ্মলোকে করিলেন বিরিঞ্চি নিরাশ,
কহিলেন বিধি,—"আমি বিধি যাঁহার কৃপায়,
শত্রু তাঁর শত্রু মম,—তাহারে আশ্রয় ?
কদাচিৎ আমা হ'তে সম্ভব এ নয় !"

ভীম। অনুচিত হেন কথা কহিলেন ধাতা !

সুভদ্রা। পরে পুরন্দর-পুরে, ধর্ম্মরাজ-স্থানে,
বরুণ সমীপে, উপনীত হইল ক্রমে ক্রমে।
এক বাক্য সকলে কহিল, স্থান নাহি দিল ;
কহিল সকলে,—
"কিঙ্কর কি করে কভু প্রভু সনে বাদ !"

ভীম। আশ্রিত-পালন-ধর্ম্ম—অমর ভুলিল ?

সুভদ্রা। যক্ষ, রক্ষ, দানব, গন্ধর্ব্ব আদি যত,—
নাগ, নর, অষ্টবসু, দিকপালগণ,
বঞ্চিত করিল সবে ;
মনে ভয়, হবে ক্ষয় কৃষ্ণের বিগ্রহে !

ভীম। যাও গুণবতি, গৃহে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
কুল-লক্ষ্মী তুমি,
আসিয়াছ বাড়াইতে কুলের গৌরব।
ধর্ম্ম নরপতি, চিরদিন ধর্ম্মে তাঁর মতি,
উচ্চকার্য্য-সুযোগ-প্রয়াসী সদা,
মহা উচ্চ-কার্য্য তাঁর হবে পৃথিবীতে
তোমা হতে পাণ্ডুকুলবধু !
আশ্রিতে আশ্রয় দানে পাণ্ডু-পুত্রগণে,
অর্জ্জিবে অতুল ধর্ম্ম অমূল্য জগতে !
সে ধর্ম্ম-অর্জ্জন হেতু তুমি বীরাঙ্গনা।
ধন্য ধন্য দয়াময়ী আশ্রিত-পালিনী,
জগন্মাতা অভয়াস্বরূপা ভবে !

হৃদয়ের লহ আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্ম-সাধ চিরদিন পূর্ণ হ'ক তব।

সুভদ্রা। প্রণাম চরণে, মাগে বিদায় নন্দিনী।

ভীম। যাও বৎসে,
অঞ্জন-বিহীনা নিরঞ্জনের ভগিনী।

সুভদ্রার প্রস্থান

বিবরণ করিয়া শ্রবণ,—
ধর্ম্মরাজ হইবেন আনন্দে মগন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। দেব, গোবিন্দ হবেন মম সারথী সমরে।
বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছে দুর্য্যোধন,
তথাপি ধার্ম্মিক রাজগণ, স্বপক্ষ হইল সবে;
নিবেদিছি ধর্ম্মরাজ-পদে সমাচার,
আসিয়াছি নিবেদিতে চরণে তোমার।

ভীম। ভাই, শুনেছ কি অবন্তি-রাজার বিবরণ?

অর্জ্জুন। শুনিলাম দ্বারকায়,
রাজ্য ত্যজি সে না কি গিয়াছে কোথা চলি।

ভীম। আসিয়াছে নরপতি বিরাট-ভবনে,
কৃষ্ণ-ভয়ে পাণ্ডবের লইতে আশ্রয়।

অর্জ্জুন। দণ্ডীরাজ—পাণ্ডব-আশ্রিত?

ভীম। চমৎকৃত হ'য়ো না ফাল্গুনি!—
দেব-নাগ-নরে, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে,
যক্ষ-রক্ষ দিক্‌পাল আদি—
কৃষ্ণবাদী কে দিবে আশ্রয়?
ধর্ম্মরাজ কার জ্যেষ্ঠ ভাই?
ধর্ম্ম-নীতি কে শিখিবে ভবে,
ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মরাজে না করিলে সেবা?
প্রাণ বিসর্জ্জনে—আশ্রিত পালনে,
উপদেশ কেবা দিবে?

অর্জ্জুন। কঠোর ক্ষত্রিয় তুমি বীরকুলোত্তম,
ক্ষত্রধর্ম্ম একমাত্র তুমি অবগত।
কনিষ্ঠ তোমার, দেব, তব অনুগামী ;
দিব ঝাঁপ অনলে নিশ্চয়—
আশ্রিতরক্ষণ হেতু।
ভাবি, বীর, নিষ্কণ্টক হ'ল দুর্য্যোধন !

ভীম নিষ্কণ্টক দুর্য্যোধন ?
কদাচ না ভেব মনে !
ধর্ম্ম-যুদ্ধে অবশ্য লভিব জয়।
শ্রীহরি ধর্ম্মের সখা,—
স্মরি তাঁরে জিনিব তাঁহারে।
কিন্তু যদি হয় পরাজয়,
কণ্টক-শয্যায় তবু শোবে দুর্য্যোধন !
রাজসূয়ে বৈভব হেরিয়ে—
ঈর্ষ্যায় করিল দুষ্ট—ছল অক্ষ-ক্রীড়া।
শত গুণে পুনঃ মূঢ় জ্বলিবে ঈর্ষ্যায়,
শুনিবে যখন,
পাণ্ডব—আশ্রিত হেতু ত্যজেছে জীবন !
পুনঃ কহি শুন ধনুর্দ্ধর,
উল্লসিত হয় যদি মূঢ় পাণ্ডবের পরাজয়ে,
এল গেল কিবা তায় ?
রাজ্য ল'য়ে থাকুক কুশলে।
এস, ত্যজি কলেবর অতুল গৌরবে ;
দীননাথ হরি শরণাগতের ত্রাণ,
রক্ষিব শরণাগতে তাঁহার স্মরণে।

অর্জ্জুন। রাজা যদি হন অসম্মত ?

ভীম। ধর্ম্মরাজ অসম্মত ?
বাঞ্ছিত-কর্ত্তব্য-কার্য্য-সুযোগ উদয়,—
হইবেন ধর্ম্মরাজ অতি উল্লসিত !

জানো ত নিশ্চিত—
ধর্ম্মপথে মতিগতি তাঁর !

অর্জ্জুন। দেব, তব পদে শত নমস্কার,
হ'ল মম ভ্রান্তি নাশ,—
বিকাশ অন্তর তব বীরবাক্য শুনে।
অসম্ভব সম্ভব যদ্যপি হয়,
মক্ষিকায় চা'লে মেরু,
রণভঙ্গ তব যদি হয় সংঘটন,
যুদ্ধ-ভয় উদয় হৃদয়ে তব,
তথাপি প্রতিজ্ঞা শুন, হে বীরকেশরি,
রক্ষিতে আশ্রিতে নাহি ডরিব কেশবে।
সহদেব-নকুলে লইয়ে,
চল ভাই, ত্বরা যাই নৃপতি সদনে,
করি যুক্তি মিলি পঞ্চজনে।

ভীম। যুক্তি কিবা ?—নিশ্চয় যুঝিব।

অর্জ্জুন। নিশ্চয় অগ্রজ বীর্য্যবান।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

কুন্তী ও যুধিষ্ঠির

কুন্তী। শুন যুধিষ্ঠির, অন্তর অধীর,
বিপদের নাহিক অবধি,
আশ্রয় দিয়াছে ভদ্রা অবন্তি-ঈশ্বরে।
কৃষ্ণ সনে বাদ তার !
শুনি, বৃকোদর করিয়াছে পণ—
সুভদ্রার অনুরোধে,
যুঝিবে কৃষ্ণের সনে দণ্ডীর রক্ষণে।

দ্বন্দ্ব কৃষ্ণসনে, সন্দ হয় মনে,
পাণ্ডু-কুল হইল নির্ম্মূল ;
প্রতিকূল বিধি, তাই এত বিড়ম্বনা !

যুধি। শুনিয়াছি কৌরব সদনে,
এসেছিল দণ্ডী নরপতি,—
বিরোধ শ্রীপতি সনে।
জেনে শুনে ভদ্রা তারে আনিয়াছে ঘরে ?

কুন্তী। উন্মাদ ক'রেছে বৃকোদরে,
করিয়াছে পণ, তব বাক্য করিবে হেলন,
নিবারণ কর যদি দণ্ডীরে রাখিতে !

যুধি। নিশ্চয় কৃষ্ণের ছল জেনো গো জননি,
কৃষ্ণের ভগিনী নহে কৃষ্ণের বিরোধী !
কৃষ্ণ-দ্বেষী জনে কেন স্থান দিবে পুরে ?
অবশ্য রহস্য কোন থাকিবে ইহার।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

কুন্তী। বৃকোদর,
এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যথা দিও না মায়েরে !
ইন্দ্র সম অরি দুর্য্যোধন,
উপস্থিত রণ,
হরি মাত্র পাণ্ডব সহায় ;
রণে, বনে, দুর্গমে, সঙ্কটে—
পাইয়াছ পরিত্রাণ যাঁহার কৃপায়,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ,
দুর্ব্বাসাপারণে ত্রাতা শ্রীমধুসূদন,
পাণ্ডব বান্ধব নাম !
তুচ্ছ দণ্ডী হেতু, কর দ্বন্দ্ব তার সনে ?

ভীম। জননি, কি নাহি জানি কৃষ্ণের মহিমা !
জানি না কি হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রাতা জগন্নাথ !
দেহ মন প্রাণ,
পাণ্ডবের হরি বিনা কেবা আর ?

কার কৃপাবলে নতশির পৃথিবীর রাজাদলে ?
কিন্তু কৃষ্ণ সখা কি কারণে পুত্রের তোমার—
ভুলেছ কি মহাদেবী ?
তব ধর্ম্মবলে—ধর্ম্মরাজের জননি !
ব্রাহ্মণনন্দন হেতু অর্পিলে নন্দনে—
ভয়ঙ্কর বক নিশাচর-মুখে।
চিরদিন স'য়ে মা যন্ত্রণা,
করিয়াছ ধর্ম্ম-উপাসনা,
পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ তব পুণ্যবলে।
ঘটে যদি হরি সহ বাদ, ভেবো না বিষাদ,—
তথাপি পাণ্ডব-সখা হরি,
নহে ধর্ম্মে কেবা দেয় মতি ?—
আশ্রিতপালন-ব্রতে করে উত্তেজনা ?
জান না কি আশ্রিততারণ নারায়ণ !
তবে, মাতা, কেন কর ভয় ?
রণ যদি হয়, বিজয় নিশ্চয়,
অভয় চরণে বঞ্চিত হব না পঞ্চজনে,
পাণ্ডব-ভরসা শ্রীচরণ।
পদে তাঁর রাখিয়ে বিশ্বাস,
কবে কেবা হয়েছে নিরাশ,
হতাশ কি হেতু মাতা ?
দয়াময়, আশ্রিত-আশ্রয়,
রুষ্ট না হইবে কৃষ্ণ আশ্রিতপালনে।

যুধি। বিষম বৈষ্ণবী-মায়া বুঝিতে না পারি,
শুধাই তোমায়,
কেবা কবে পাইয়াছে ত্রাণ,
শত্রু করি ভগবানে ?

ভীম। শুনেছি শ্রীমুখে বারেবার,
হরি কভু অরি নহে কার,
মিত্রভাব, শত্রুভাব—তারণ কারণ !

যদি তনু হয় ক্ষয়, কিবা তাহে ভয়?
পার হ'ব ভবার্ণব গোখুর সমান!
আজীবন, মহারাজ, সয়েছ যন্ত্রণা,
ব্রত তব ধর্ম্ম-উপাসনা,
সেই ব্রতে পূর্ণাহুতি দেহ নরনাথ,—
ধর্ম্মহেতু ধর্ম্ম-আত্মা শরীর বর্জ্জনে।

যুধি। দারুণ সংশয় উদয় হৃদয়ে ভাই,—
সারধর্ম্ম কৃষ্ণপদ জানি চিরদিন,
বুঝি শ্রীপদে হ'য়েছি অপরাধী!
শত্রু-ভাবে নহে ভাই আমার সাধন,
তবে কেন শত্রু ভাবে আজি জনার্দ্দন?
আশ্রিতপালন কর্ত্তব্য নিশ্চয় জানি,
কিন্তু তা' হ'তে কর্ত্তব্য—কৃষ্ণ-চরণ-শরণ!
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজি বিভীষণ, রামে কৈল পূজা,
ত্যজি আপন জননী, ভরত পূজিল চিন্তামণি,
পিতৃঘাতী-শত্রু-সেবা করিল অঙ্গদ,
অতুল সম্পদ শ্রীপদ পাইল তায়!
পড়ি পাছে বৈষ্ণবী মায়ায়,
তাই শঙ্কা হয়, বৃকোদর!

ভীম। একমাত্র উপায় কেবল, ভেদিতে বৈষ্ণবী-মায়া,—
শিখিয়াছে দাস, দেব, তব উপদেশে।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ যার,
তার 'পরে মায়ার নাহিক অধিকার!
রাজধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম্ম—আশ্রিত-রক্ষণ,
রণ আকিঞ্চন ক্ষত্রিয়ের।
পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ইষ্টদেব গুরু,
আবাহন যে করে সমরে—
প্রবোধিতে তারে, ক্ষত্র-রীতি চিরদিন।
ভীরু করে গুরু বলি সমরে সম্মান!
পৃষ্ঠ দেয় রণে, মিথ্যা বোধ দিয়া নিজ মনে,

নাহি বুঝে—ভয় নয় ধর্ম্ম-আচরণ।
কহিলে রাজন,
ধর্ম্ম হেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজে বিভীষণ,
ধর্ম্ম হেতু তব বাক্য করিব হেলন—
নিবারণ কর যদি আশ্রিতরক্ষণ।

অর্জ্জুন। কহ মাতা, কি হেতু চিন্তিত ?
যে করেছে আশ্রিতে রক্ষণ,
কবে তার হয়েছে পতন ?
ভেবো না, মা, শ্রীকৃষ্ণ বিরূপ,
অরি-রূপ ধরি ধন্য করিবেন কুল,—
ধন্য ধন্য তুমি মা জননী,
আশ্রিতপালন-শক্ত পুত্র গর্ভে ধরি।

যুধি। এ সঙ্কটে কাণ্ডারী শ্রীহরি।
বাড়িল রজনী, যাও সবে নিজ স্থানে,
প্রভাতে করিব যুক্তিমত।
জেনো ভীম, জেনো হে অর্জ্জুন,
প্রাণভয়ে নাহি দিব ধর্ম্মে বিসর্জ্জন!

কুন্তী। হরি, পার কর এ সঙ্কটে।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যস্থ কুটীর

ঘেসেড়া ও ঘেসেড়াণী

গীত

উভয়ে।— কালা রাতি চলে সাঁই সাঁই সাঁই।
ঢাল পিয়ালা ঢাল—চাই চেক্‌নাই॥

পু-ঘে।— ঢাল চেক্‌না বদন তোর চেক্‌না হবে,

স্ত্রী-ঘে।— ঢেলে নে, ভাল তোরে বাস্‌ব তবে;

পু-ঘে।— ভর পিয়ালা পিয়ে দে না,

স্ত্রী-ঘে।—	পড়ি ঢলে ঢলে মোরে ধরে নে না ;
পু-ঘে।—	চুমি তোর আঁখি লালি,
স্ত্রী-ঘে।—	সর্ সর্ দেব গালি ;
পু-ঘে।—	মজা উড়ানা প্রাণে তোর দরদি কি নাই ?
স্ত্রী-ঘে।—	তোর বেইমানি ভারি রে তোরে বাতাই ॥

স্ত্রী-ঘে। চুপ্, থাম ! ওই আস্‌ছে।

পু-ঘে। কেন রে খেঁদী ?

স্ত্রী-ঘে। ওই খুরের শব্দ পাচ্চিস্ নি ?

পু-ঘে। খুরের শব্দ কি রে ?—পায়ের শব্দ !

স্ত্রী-ঘে। ওই ঘুড়ীভূত।

পু-ঘে। ঘুড়ীভূত কি রে ?

স্ত্রী-ঘে। ঘুড়ীভূত কি ? সে দিন—সেই রাজা ঘুড়ী চ'ড়ে এ'ল। বল্, মানিস্ কি না ?

পু-ঘে। মানি।

স্ত্রী-ঘে। তবে ঘুড়ীভূত—মানিস্ নি বল্‌চিস্ ?

পু-ঘে। তা এল এল, তা ঘুড়ীভূত কি ?

স্ত্রী-ঘে। পট্ পট্ কাণ নাড়ে, কেমন ?

পু-ঘে। কাণ নাড়ে তা কি ?

স্ত্রী-ঘে। শোন্ আগে বলি। কথা ব'ল্‌তে গেলে মুখ-থাবা দিস্। কাণ নাড়ে ত ?

পু-ঘে। নাড়ে।

স্ত্রী-ঘে। ল্যাজ নাড়ে ?

পু-ঘে। নাড়ে।

স্ত্রী-ঘে। পা ছোড়ে ?

পু-ঘে। ছোড়ে।

স্ত্রী-ঘে। কেউ কাছে গেলে কাম্‌ড়াতে আসে ?

পু-ঘে। আসে।

স্ত্রী-ঘে। এই বোঝ, ঘুড়ীভূত কি না বোঝ।

পু-ঘে। হাঃ হাঃ,—তবেই তুই ঘোড়ার ঘাস কেটেছিস্ !

স্ত্রী-ঘে। তুই ঘোড়াভূত মান্‌বি নি ?

পু-ঘে। না।

স্ত্রী-ঘে। মান্ বল্‌চি, নইলে আমি খুনোখুনি হব।

পু-ঘে। মিছে কেন ব'কৃচিস্, নে নে, আয় গান করি আয়!

স্ত্রী-ঘে। আগে মান্‌বি কি না বল্, তার পর তোরে বুঝে নিচ্চি,—তুই কত বড় ঘেসেড়া! ওঃ, ঘোড়াভূত মান্‌বে না—আর ঘেসেড়াগিরি ক'র্‌বে!

পু-ঘে। তোর মত তো আর আমি মাতাল হই নি।

স্ত্রী-ঘে। আচ্ছা মাতাল হ'য়েছি—হ'য়েছি; তুই ঘোড়াভূত মান্‌বি কি না বল্?

পু-ঘে। না।

স্ত্রী-ঘে। তবে বেরো তুই! তোর মত পাঁচ পোণ ঘেসেড়া আমি এখনি বাজার থেকে নিয়ে আস্‌বো। আমার সাফ কথা,—ঘোড়াভূত মানতে চাও, আমার সঙ্গে থাক, ভাত বেড়ে দিচ্চি খাও। আর যদি না মান্‌তে চাও—বেরোও! বেরোও এখনি।

দ্বারকার দূতের প্রবেশ

পু-ঘে। আচ্ছা ওই একজন মানুষ আস্‌চে, ওকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ঘোড়াভূত আছে কি না?

দ্বা-দূ। ওগো বাছা, আমি বিদেশী, আমায় একটু জায়গা দিতে পার?

স্ত্রী-ঘে। তুমি ঘোড়াভূত মান?

দ্বা-দূ। খুব মানি।

স্ত্রী-ঘে। ওই শোন্ পোড়ারমুখো! (দূতের প্রতি) আচ্ছা, ঘোড়াভূত কেমন বল?

দ্বা-দূ। আচ্ছা, তুমি বল—তুমি বল।

স্ত্রী-ঘে। আচ্ছা, আমি বল্‌চি! খট্ খট্ চলে, পট্ পট্ কাণ নাড়ে, সর্ সর্ ল্যাজ ঝাড়ে, কেমন?

দ্বা-দূ। ঠিক্।

স্ত্রী-ঘে। বল্ পোড়ারমুখো, এখন মান্‌বি কি না?

পু-ঘে। আচ্ছা, তুই ঘোড়াভূত, ঘোড়াভূত—কি ব'ল্‌চিস্?—আমায় বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারিস্?

স্ত্রী-ঘে। তোর আক্কেল থাকে তো তোরে বোঝাই! বোঝ্, রাজাটা যে এলো, রাজার আস্তাবলে ঘুড়ী রাখ্‌লে রাখ্‌তে পারতো,—তা নয়, আলাদা

বাড়ীতে ঘুড়ী নিয়ে আছে। ঘুড়ীটা রাজা ছাড়া কারেও কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না, সন্ধ্যে হ'ল তো দোর দিলে, আর ভোর না হ'লে খুল্‌বে না! এইতে বোঝ্, ঘোড়াভূত কি না? ওই আস্‌চে!—

দূরে উর্ব্বশীর প্রবেশ

উর্ব্বশী। নিশীথিনী ভয়ঙ্করী আজি তারকা-চন্দ্রমা-হীনা,
অদৃষ্টের প্রতিরূপ মম।
ভীষণ পবন-স্বন মিশিতেছে দীর্ঘ শ্বাসে,
হাহাকার প্রতিধ্বনি জলদ-গর্জ্জন,
ধারা বরিষণে ঘন আবরণ—
দূরে যাবে যামিনীর,
হাসিবে সীমন্তে চন্দ্র পরি।
কিন্তু অনিবার আঁখি-ধারা বরিষণে,
ঘোর দুখ-তম নাহি যাবে দূরে,
সুখের চন্দ্রমা নাহি উদিবে ললাটে।
মজিল অবন্তিপতি আমার কারণে,
পাণ্ডুবংশ ধ্বংস বুঝি হয়!
পাপ ক্ষয় কত কালে হবে,
দেখিতে দেখিতে ব'হে গেল কত দিন!

স্ত্রী-ঘে। ওই দেখ্‌ছিস্, ঘোড়াভূত মানিস্ নি! ঘাস খেতে এয়েছে,—(দূতের প্রতি) কেমন বল, ভূত নয়?

দ্বা-দূ। ঠিক্ ঠাক্!

স্ত্রী-ঘে। তুমি ব'সো, তোমাদের কোন্ দেশ?

দ্বা-দূ। সে অনেক দূর।

স্ত্রী-ঘে। তা হ'ক, তোমাদের দেশে ঘোড়াভূত আছে?

দ্বা-দূ। ঢের, রোজ মাঠে এমন বিশ-ত্রিশটা চরে।

স্ত্রী-ঘে। (ঘেসেড়ার প্রতি) শোন্ মুখপোড়া, তবে না কি ঘোড়াভূত নেই! (দূতের প্রতি) কেমন, তোমাদের ঘোড়াভূত দিনের বেলা ঘোড়া হ'য়ে থাকে—আর রেতের বেলায় ঠিক ভূত হয়?

দ্বা-দূ। হুঁ, রেতের বেলায় ধেই ধেই ক'রে নাচে।

স্ত্রী-ঘে। না—না, নাচে নয়—কাঁদে।

ঘা-দু। হুঁ, ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদে।

স্ত্রী-ঘে। না না, ভেউ ক'রে কাদে নয়, কাঁদে কেমন জানো? উঃ—আঃ! ওই দেখ, এইবার কাঁদ্‌বে,—

উর্ব্বশী। ওহো-হো দারুণ বিধাতা,—
এ দশায় কেননা হইনু স্মৃতি-হারা!
মনে জাগে স্বর্গের বসতি,
মনে জাগে নন্দন-কানন,
মনে জাগে মন্দারের মালা,
দেবের সহিত খেলা,
মনে পড়ে নিতম্বিনী অপ্সরী সঙ্গিনী,
নৃত্য-গীত-মঞ্জীরের ধ্বনি,
আনন্দে অমৃত পান।
দহে, স্মৃতি দহে দাবানল সম,
অশ্বিনী-হৃদয়ে দহে স্মৃতি।
দুর্গতি, দুর্গতি—
যা'ক স্মৃতি অতল সলিলে,
পরমাণু হোক তনু!

স্ত্রী-ঘে। দেখ, তোমার কি বোধ হয়? আমার বোধ হয়, আর-জন্মে এটা সাপভুত ছিল, নইলে এমন ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বেস ফেল্‌বে কেন?

ঘা-দু। ছিলই তো; আমি জানি, আমাদের বাড়ীর কাছে একটা হাঁড়লের মধ্যে ছিল।

স্ত্রী-ঘে। বটে, তুমি গুণিন্ না কি?

ঘা-দু। হু।

স্ত্রী-ঘে। তবে একটা কাজ ক'র্‌তে পার, এটাকে কুপোয় পুরতে পার? মিন্সে মদ খেয়ে প'ড়ে ঘুমোয়, আর ওটা খট্ খট্ ক'রে বেড়ায়, আমার প্রাণ কাঁপ্‌তে থাকে।

ঘা-দু। আচ্ছা বল দেখি, এখন ও কি রকম ভাবে আছে?

স্ত্রী-ঘে। আর ভাব কি? ওর গুণিন্‌টা ওর পিঠে চড়ে এ'ল, সন্ধ্যাবেলা হ'লেই দোর দেয়, ভারি রাত্রি হ'লে একবার হাওয়া খেতে ছেড়ে দেয়। ভোর হ'লেই চার পা তুলে ছুটে বাড়ীর ভেতর সেঁদোয়!

ঘা-দু। আচ্ছা চার পা কি ক'রে হয়?

স্ত্রী-ঘে। না—এ ভূত ধরা তোমার কর্ম্ম নয়! চার পা কি ক'রে হয়, তাই জান না!—তুমি আবার ভূত ধ'রবে!—চুপ!

উর্ব্বশী। ছিঃ ছিঃ, এত কি লাঞ্ছনা ছিল ভালে!
যে অর্জ্জুন আমারে ঠেলিল পায়,
তার প্রেয়সীর গৃহে আজ আমি দাসী!
ধিক কলেবরে!
অক্ষয় অমৃত পানে,
অনলে না জ্বলে, সলিলে না হয় নাশ!
তীক্ষ্ণ-অস্ত্র মর্ম্মে নাহি পশে!
হায় হরি, গোলোকবিহারী,
উরুদেশ হ'তে,
সৃজিলে কি মোরে—
দিতে এ দারুণ তাপ?
অসময়ে দেহ দেখা!

স্ত্রী-ঘে। ঐ গুণিন্ রাজাটা আস্‌ছে। এইবার ধ'রে নিয়ে গে, আস্তাবলে পুরবে।

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। প্রিয়ে, প্রভাত নিকট,—
নহে আর উচিত তোমার—
প্রান্তরে রহিতে একা।
অকস্মাৎ রূপের বর্ত্তন,
কেহ যদি করে দরশন,
চমৎকৃত হবে—
আরোপিত গল্প কত উঠিবে নগরে!
রোদনে কি হবে তব শাপ বিমোচন?
বিফল কি হেতু করি তাপ!

উর্ব্বশী। মর্ম্মব্যথা তুমি কি বুঝিবে?
শ্বাস-রুদ্ধ হয় মম মৃত্তিকার গৃহে!
প্রান্তরে আসিয়ে, শিরে হেরি নীলাম্বর,

হেরি উজ্জ্বল তারকামালা,—
ভুবনমোহিনী-বেশে ভ্রমিতাম যথা !
হেরি ছায়াপথ—
যেই পথে যাইতাম দেবেন্দ্রে ভেটিতে !
হেরি মেঘদল চলে,
ভাবি মনে—
বিদ্যুৎ-অঙ্গিনী কোন সঙ্গিনী আমার
যাইতেছে কোন লোকে।
যাও, রাজা, যাও—
কারাগারে পশিব এখনি।
ক্ষণেক বিরাম তরে এসেছি হেথায়,
ব্যাঘাত তাহাতে নাহি করো।

দণ্ডী। অধীরা নিতান্ত হেরি, সুন্দরি, তোমায়
আপাততঃ কয় দিন হ'তে।
বিষময় যেন তব জ্ঞান হয় মোরে !
রাজ্যহারা, বন্ধুহারা, পরান্ন-পালিত,
দুর্গতি হ'য়েছে কত তোমার কারণে।
পল মাত্র তোমারে না হেরি,
আকুল আমার প্রাণ !
কিন্তু তব এ কোন্ বিধান ?
কাছে গেলে ভাস' নয়নের জলে,
স্পর্শে যেন অগ্নি লাগে কায় !
চেয়ে থাকি তোমার বদন পানে
তৃষিত নয়নে—
বদন ফিরা'য়ে লও।
বুঝিতে না পারি কিবা তব আচরণ !

উর্ব্বশী। কল্পনায় কভু কি হে পেয়েছ আভাস,
কি ছিলাম হইয়াছি কিবা ?
পৃষ্ঠোপরে করিয়া বহন দেখায়েছি স্বর্গপুরী।
কিন্তু মানব-নয়ন,

যোগ্য নহে সৌন্দর্য্য হেরিতে—
পেচক যেমতি রবিকর হেরিতে অক্ষম।
ছিল জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির গঠিত কায়,
রূপের ছটায় মুগ্ধ হ'ত ইন্দ্রের নয়ন!
এবে মাখা মৃত্তিকায়, লুটাই ধরায়!
বহিয়ে মন্দার-গন্ধ ছানিত সমীর—
শীতল স্পর্শিত কায়;
বহি পূতি-গন্ধ ভার,
তীক্ষ্ণ তীর সম এ সমীর বিন্ধে দেহে।
কীটপূর্ণ-বারি পান—সুধা বিনিময়ে,
কত সহে—কত সহে!
মৃত্যু নাই, এ যন্ত্রণা কেমনে এড়াই!

দণ্ডী। হ'ক স্বর্গ যতই সুন্দর,
কিন্তু প্রেমহীন স্থান সে নিশ্চয়।
নহে মম প্রেমে—
পাইতাম প্রতিদান তোমার নিকটে।
জ্ঞান হয়—স্বর্গভোগ বিলাস কেবল,
হৃদয়ের বিনিময় নাহিক তথায়!

উর্ব্বশী। মহারাজ, ক'রো না ভৎর্সনা,
বড়ই যন্ত্রণা মনে।
ভালবাস যদ্যপি আমায়,
অপরাধ ক্ষম, ভূপ, অবলা ভাবিয়ে!
চল যাই—প্রভাত নিকট।

উভয়ের প্রস্থান

স্ত্রী-ঘে। ওই ওর গুণিন্ মন্ত্রের চোটে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চে,—এই বেলা ধর।

দ্বা-দূ। কাল, কালসাঁজিতে ধ'র্‌বো।

স্ত্রী-ঘে। তবে তুমি আজ এখানে থাকো।

দ্বা-দূ। থাক্‌বই তো।

পু-ঘে। ওঃ, তোর যে ভারি আমোদ দেখ্‌ছি। তুই তো ভূতের রোজা, আমি আবার তোর রোজা।

দ্বা-দূ। কেন বাপু, কেন বাপু! আমি বিদেশী অতিথি!

পু-ঘে। তুই গোয়েন্দা।

স্ত্রী-ঘে। ও আবাগীর বেটা, তোর মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে! এদিকে ঘোড়াভূত গর্জ্জাচ্চে আর তুই গুণিনকে খ্যাপাচ্ছিস্।

পু-ঘে। দাঁড়া গুণিন্, তোকে আজ থোলেয় পুরে ভীম ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাচ্চি!

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া থাম্—ও মুখপোড়া থাম্! ও ভাল গুণিন্, এখনি তোকে ধুলোপড়া দেবে।

পু-ঘে। দাঁড়া বেটী, আমি এখনি দু'মুটো বালিপড়া ওর চোখে ঝাড়্ছি! (দূতের প্রতি) কে তুই বল্?

দ্বা-দূ। আমি বিদেশী।

পু-ঘে। বিদেশী তো জানি, কে তুই?

স্ত্রী-ঘে। তোর কি?

পু-ঘে। (দূতের প্রতি) তুই সন্ধান নিতে এসেছিস্—তুই গোয়েন্দা।

স্ত্রী-ঘে। গোয়েন্দা বটে, তা তুই কি ক'র্বি?

পু-ঘে। দ্যাখ্ না, আধাছানার মোণ্ডা খাওয়াব।

স্ত্রী-ঘে। ও মিন্সে, গোয়েন্দা কিরে মিন্সে—গোয়েন্দা কিরে মিন্সে? ও যে গুণিন্, গোয়েন্দা তো ভূতের রোজা!

পু-ঘে। দাঁড়া না, ওকে সোজা ক'রে দিচ্চি!

দ্বা-দূ। দেখ বাছা, তুমি সাম্লাও, ওই ঘোড়াভূতটা এর ঘাড়ে চেপেছে।

স্ত্রী-ঘে। ওগো, তবে তুমি ঝাড়িয়ে দাও—তবে তুমি ঝাড়িয়ে দাও!

পু-ঘে। তুমি খপ্ ক'রে এই কেলে হাঁড়ীটে নিয়ে এর মাথায় চাপিয়ে দাও।

স্ত্রী-ঘে। ওগো আমি পার্বো না—আমি পার্বো না!

জনৈক সহিসের প্রবেশ

সহিস। ওরে বাপ্রে মা'রে! সত্যিই ঘোড়াভূত রে!

স্ত্রী-ঘে। ও মা কি হবে—ও মা কি হবে!

পু-ঘে। সিদে, ধর্ ব্যাটাকে, ব্যাটা গোয়েন্দা!

সহিস। ওরে বাপ্রে—ওরে বাপ্রে, আমার বুক ধড়্ফড়্ ক'চ্চে! চাট্ মার্তে মার্তে রেখেছে! ওরে বাপ্রে—ওরে বাপ্রে! কোথাকার গণ্ডী দেওয়া রাজা, ঘুড়ীভূত এনে পুর্লে রে!

দ্বা-দূ। কি কি দণ্ডী রাজা ?

পু-ঘে। হ্যাঁ হ্যাঁ,—তোরে এই ঠাণ্ডি গারদে পূরি দাঁড়া। সিদে ধর্—এই ব্যাটাই ওস্তাদ ?

সহিস। এই ব্যাটা ওস্তাদ ! তবে আর তুই যাবি কোথা ?

পু-ঘে। চল্ টেনে নিয়ে চল্, ভীম ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাই চল্।

উভয়েই দূতকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ্ রে, সর্ব্বনাশ হ'লো রে !—কি ঘোড়াভূতের উপদ্রব রে—আজ রাত্তিরেই ঘাড় ভাঙ্‌বে রে !

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ

অনি। অবধান, যাদব-প্রধান,
ভ্রমি ত্রিভুবন, এল দূতগণ—
দণ্ডীরাজ অন্বেষণ কেহ না পাইল।
দূতগণ যাইল যথায়, শুনিল তথায়—
এসেছিল দণ্ডীরাজ সাহায্য কারণে।
কিন্তু কেবা শক্তি ধরে
যদুবীর সহ বাদ করে—
সর্ব্বস্থানে হইল বিমুখ !
শেষে এক বার্ত্তাবহ সংবাদ আনিল,
জাহ্নবীর তীরে তারে দেখিয়াছে লোকে ;
হয় অনুমান, অভিমানে গঙ্গায় ত্যজেছে প্রাণ।

কৃষ্ণ। ফিরিয়াছে দূতগণ ভ্রমিয়া ভুবন ?

অনি। দক্ষ এক দূত গেছে বিরাট-নগরে,
ফেরে নাই সেই জন।

কৃষ্ণ। বৃথা তথা অন্বেষণ—
আছে তথা পাণ্ডুপুত্রগণ,
গেলে দণ্ডী, বন্দী ক'রে প্রেরিত হেথায়।
কি সাহসে যাইবে তথায় ?
জান ত পাণ্ডব মম পরম বান্ধব !

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। যদুমণি,
কি শুনি, কি শুনি, কি বুঝিব লীলা তব !
ফিরিয়াছে দূত এক মৎস্যদেশ হ'তে—
পাণ্ডবের রথে ;
হতজ্ঞান হইয়াছি সংবাদে তাহার।
শুনি, রাজা যুধিষ্ঠির—
দণ্ডীরে আশ্রয় দেছে উপেক্ষি তোমায়।
কৃষ্ণ। এ কি কথা সম্ভব-অতীত !
সাত্যকি। অসম্ভব, সম্ভব তোমাতে যদুনাথ !
বিরিঞ্চির বোধাতীত লীলা লীলাময়,
মূঢ় আমি কেমনে বুঝিব !
কিন্তু সত্য এ বারতা,
পাণ্ডব-আশ্রয়ে আছে অবন্তির পতি।
কৃষ্ণ। মদ্যপায়ী অথবা উন্মাদ সেই জন ?
কে জানে সম্মান মম পাণ্ডব সমান !
রাজসূয়-মহাযজ্ঞে হেরিল ভুবন,
মহারাজ যুধিষ্ঠির পূজিল আমারে।
কালি অর্জ্জুন আইল, বরণ করিল,
আসন্ন কৌরব-রণে স্বপক্ষ হইতে।
গিয়ে থাকে দণ্ডী যদি বিরাটভবনে,
জানিহ নিশ্চয়,
ধনঞ্জয় নিজ হস্তে করিয়ে বন্ধন,
সমর্পণ করিবে চরণে।

প্রাণতুল্য সখা সে আমার,
বার্ত্তাবহে আনহ, সাত্যকি।

সাত্যকির প্রস্থান

অনিরুদ্ধ, মিথ্যা এ সংবাদ—
কিবা অনুমান তব ?

দূতের সহিত সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি, সতর্ক কর বার্ত্তাবাহকেরে,
রাখে যদি প্রাণের মমতা—
মিথ্যা নাহি কহে।

সাত্যকি। কহ কি বারতা তব ?

দূত। মিথ্যা নাহি কহি দেব যাদব-ঈশ্বর,
দণ্ডীরাজ উদ্দেশে ভ্রমি নানাদেশ—
উপনীত হইলাম জাহ্নবীর তীরে।
শুনিলাম লোকমুখে—
গেছে দণ্ডী অশ্বিনীবাহনে সুভদ্রাদেবীর সনে,
সে কথায় বিস্ময় জন্মিল অতি মনে!
মৎস্যদেশে গুপ্তবেশে করি অন্বেষণ,
অশ্বপাল, তৃণবাহী বর্ব্বরের করে যে দণ্ড পাইনু—
তাহা কহিব কেমনে—
প্রাণ মাত্র ছিল অবশেষ!
ল'য়ে গেল পাণ্ডব-সভায়,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির,—
"কহ কৃষ্ণে, আশ্রয় দিয়েছি দণ্ডীরাজে।"
কহিলা রাজন,
"জানাইও যদুপতি-চরণে মিনতি,
যদুপতি পাণ্ডবের গতি—
পাণ্ডবে চাহিয়ে যেন ক্ষমেন দণ্ডীরে।"
পরে করি মোরে অশেষ সান্ত্বনা,
রথোপরে দ্বারকায় দেন পাঠাইয়ে।

কৃষ্ণ। বুঝিতে না পারি এই বাতুলের বোল,

যাও তুমি আপনি সাত্যকি।
দূত-বাক্য সত্য যদি হয়,
দণ্ডী যদি থাকে মৎস্যদেশে,
ব'লো যুধিষ্ঠিরে,
অচিরে প্রেরিতে তারে তুরঙ্গিণী সনে ;
কিন্তু যদি গর্ব্বিত পাণ্ডব অবহেলা করে মোরে,
শুন রথি, আজ্ঞা তব প্রতি,
কহিবে পাণ্ডবে হ'তে সমরে প্রস্তুত।
পরে দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে, কৈলাসভবনে,
জানাইবে পাণ্ডবের দুর্নীত আচার,
দেবলোক, নাগলোক, বন্ধু, দিক্‌পাল—
বরিবে সবারে মোর হইতে সহায়।
জান তুমি,
যথোচিত হিতকারী পাণ্ডবের আমি,
এই কি তাহার প্রতিদান ?
ভুবনে যাহারে কেহ নাহি দিল স্থান,
করি অপমান আশ্রয় দানিল তারে ?
যাও অনিরুদ্ধ, তুমি কহ মন্মথেরে,
রাখিতে যাদব-সৈন্য সমরে প্রস্তুত।

অনিরুদ্ধ ও দূতের প্রস্থান

সাত্যকি। হে ব্রজবিহারি, তত্ত্ব বুঝিবারে নারি,—
বার্ত্তা অসম্ভব !
কার বলে বলীয়ান হইল পাণ্ডব ?
হে মাধব,
তোমারে উপেক্ষা করে রাজা যুধিষ্ঠির !
মতি গতি তব পদে চিরদিন !
হে রাধারমণ,
ভ্রান্ত মন না বোঝে কারণ,
ছন্নমতি কি হেতু হইল তার ?
ধন, মান, প্রাণ—পাণ্ডবের সকলি হে তুমি,

পাণ্ডব শরণাগত পদে।
না জানি কি দারুণ মায়ায়,
যন্ত্রণায় ভুলাইয়ে মজাও আশ্রিতকুল !
হে শ্রীকান্ত, একান্ত অশান্ত মতি মম,
স্বপ্নজ্ঞান হয় সমুদয়,—
পাণ্ডবের সহ বাদ—হে পাণ্ডব-সখা !

কৃষ্ণ। বুঝ রথি, রীতি পাণ্ডবের,—
ভৃত্য সম আসি যাই করিলে স্মরণ,
বুঝ এবে মম প্রতি আচরণ !

সাত্যকি। কিছুই বুঝিতে নারি হরি !
আজ্ঞাকারী—আজ্ঞা তব করিব পালন।
কিন্তু হে ভুবনপাবন,
রোষের লক্ষণ নাই বদনে তোমার !
যেন উল্লাসে—শ্রীমুখ সুপ্রকাশ—
কহ মাত্র রোষ-ভাষ !
তোমার তুলনা মাত্র তুমি—
অজ্ঞান কেমনে আমি বুঝিব মহিমা !

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ-কক্ষ

পঞ্চ পাণ্ডব

যুধি। দেখ পুনঃ করিয়ে গণনা,
অবশ্য অশুভ দিনে পাণ্ডব উদয়—
নহে হেন অশুভ লক্ষণ কি কারণ ?
কৃষ্ণ-সনে পাণ্ডবের বাদ—
অতি অসম্ভব লোকে ;
কিন্তু অসম্ভব সম্ভব অদৃষ্ট-দোষে মোর !

সহ। দেব, আমিও বুঝিতে কিছু নারি !

হেন শুভ নক্ষত্র-গ্রহের সম্মিলন—
হয় নাই কভু প্রভু!
নহে প্রভু, একা তব—
অদৃষ্ট, প্রসন্ন হেন আমা সবাকার—
হয় নাই পূর্ব্বে কভু।
কিন্তু, কেন হেন অশুভ ঘটনা-স্রোত
বুঝিতে না পারি!

ভীম। অতি সত্য গণনা তোমার বীরবর,
পাণ্ডবের শুভদিন উদয় নিশ্চিত—
অন্তর্য্যামী ক'ন মম অন্তরে বসিয়ে।

অর্জ্জুন। দ্বারকায় রণ-আয়োজন,
এতক্ষণ হ'তেছে নিশ্চয়;
যুক্তি নয় নিশ্চিন্ত রহিতে।

যুধি। কৃষ্ণ অরি—কে হবে সহায় নাহি জানি।

নকুল। কিন্তু আশ্চর্য্য কাহিনী—শুন নৃপমণি,
সমাগত যত রাজা সাহায্যে তোমার
কৌরব-বিপক্ষে;—
দেব, সবে কহে একবাক্যে করি দৃঢ়পণ,
বারিবে যাদবসেনা দণ্ডীরে রাখিতে।

দূতের প্রবেশ

দূত। দেব, আসিয়াছে রথী এক দ্বারকা হইতে,
সাত্যকি তাহার নাম।

যুধি। যাও সহদেব,
সমাদরে আন বীরবরে।

দূতসহ সহদেবের প্রস্থান

আসন্ন অনর্থ—তার নাহিক সংশয়!

সহদেব ও সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। অবধান ধর্ম্ম-নরবর,
পীতাম্বর প্রেরিলেন মোরে;

শুনিলেন দূত-মুখে আশ্চর্য্য বারতা,
দণ্ডীরে আশ্রয় না কি দে'ছেন আপনি?
এ নহে উচিত মহারাজ;
জগতে বিদিত রাজা কৃষ্ণ-বন্ধু তব,—
তার শত্রু আশ্রয় পাইল তব পুরে!
না বুঝিয়ে হ'য়েছে যে কাজ—
অব্যাজে করহ সংশোধন।
অশ্বিনীর সনে দণ্ডী নরাধমে,
মম করে করহ অর্পণ,
বন্দী করি ল'য়ে যাব দ্বারকানগরী।

ভীম। তুমিও পাণ্ডব-বন্ধু ওহে ধনুর্দ্ধর,
সৎযুক্তি সুধাই তোমায়,—
আমি দি'ছি দণ্ডীরে অভয়,
উচিত কি আশ্রিতে বর্জ্জন?
তুষ্ট কি হবেন কৃষ্ণ আশ্রিতে ত্যজিলে?

সাত্যকি। সত্য, ধর্ম্মরাজাশ্রিত আমি চিরদিন,
কিন্তু অদ্য বিপক্ষের দূত,
যোগ্য নহি যুক্তিদানে—
কর কার্য্য যুক্তিমত।
জানাই তোমায়
যেমতি আদেশ মম প্রতি,—
দেহ দণ্ডীরাজে মোরে তুরঙ্গিণী সনে,
নহে হও প্রস্তুত সত্বর,
রোধিতে যাদব-আক্রমণ।

যুধি। কৃষ্ণসনে বিবাদ না করি কদাচন,
পাণ্ডবের একমাত্র সখা হরি;
কিন্তু নারি আশ্রিতে ত্যজিতে।
তাহে যদি বাধে রণ,
স্মরি শ্রীমধুসূদন, পঞ্চজনে পশিব সমরে!

সাত্যকি। বুঝিলাম, বিধাতা বিমুখ তোমা প্রতি,

কৃষ্ণ শত্রু কর সেই হেতু।
অবশ্য শুনেছ, নৃপ, দণ্ডীরাজ-মুখে,—
আশ্রয়কারণ ত্রিভুবন করিল ভ্রমণ,
কিন্তু কে দিল আশ্রয়?—কেহ নয়।
জানে সবে ধ্বংস হবে কৃষ্ণ-সনে বাদে।
তবে কেন মতিচ্ছন্ন হেন?
দুগ্ধ দিয়া কাল-সর্প পুষিয়াছ গৃহে।

যুধি। কি কারণ ত্রিভুবন বর্জ্জিল দণ্ডীরে
জানিবারে নাহি মম সাধ।
হরিতে পরের রাজ্য-ধন,—
রণ করে ক্ষত্র রাজাগণে।
বিবাদে কে কবে ডরে?
বিশেষতঃ রাজকার্য্য—আশ্রিত-পালন।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম, রাজ-ধর্ম্ম ডরে পরিহরি,
রাখিতে সে হেয় প্রাণ ইচ্ছা নাহি করি—
হরির চরণে নিবেদন।

সাত্যকি। অমঙ্গলে কেন টান কোলে?
উপস্থিত কৌরব-সমর,
মহা-মহা রাজগণ কৌরব সহায়,
উপায় তাহাতে মাত্র হরি।
পরের কারণ—
কি হেতু কিনিয়া লও যাদব-বিগ্রহ?
বিপদের রবে কি অবধি?

অর্জ্জুন। ক্ষণপূর্ব্বে ছিলে বীর,
অসম্মত উপদেশ দানে,
এবে কেন স্বীয় পণ করিছ লঙ্ঘন?
উপদেশ-স্রোত বহে জলস্রোত সম।
রাজ-আজ্ঞা করেছ শ্রবণ,
বাক্য-ব্যয়ে অধিক নাহিক প্রয়োজন।

যাচি বীরবর,
আতিথ্য স্বীকার কর পুরে।

সাত্যকি। গুরু তুমি, তৃতীয় পাণ্ডব,
আজ্ঞাবাহী চিরদিন এই দাস ;
কিন্তু আজি বীর, বিপক্ষের দূত।
পথপানে আছেন চাহিয়ে—
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা,
বার্ত্তা আনিতে সত্বর।
নমস্কার মম পাণ্ডব-চরণে,
হই বিদায় এখন।

ভীম। এক নিবেদন শুন বীরবর মম,
জানাইও হরির চরণে—আমি তাঁর বাদী ;
বিরোধী হইয়া আমি রেখেছি দণ্ডীরে।
যুদ্ধে হবে বহু সৈন্যনাশ,
সে হেতু প্রয়াস আমি করি রাঙা পায়,
করুণায় পূর্ণ মম করুন কামনা ;—
করিব কৃষ্ণের সহ দ্বৈরথ-সমর,
পরাজয় করিয়ে আমারে,
তুরঙ্গিণী-সনে দণ্ডী করুন গ্রহণ।

সাত্যকি। মধ্যম পাণ্ডব, তব স্পর্দ্ধা অধিক !—
চক্রপাণি সহ চাহ দ্বৈরথ-সমর ?
ভাব বীর্য্যবান আপনারে,—
সোসর কেশব-সহ করিতে সমর ?
হীনবুদ্ধি বিনা হেন স্পর্দ্ধা নাহি হয় !

ভীম। এ নহে স্পর্দ্ধা ধনুর্দ্ধর,
বাধিলে সমর, বীর, স্বচক্ষে দেখিবে।
পণ মম জানে অরিগণে—
রণে পৃষ্ঠ দেখাইতে নিষেধ আমার।
দেখো যদি থাক উপস্থিত,
চক্র হেরি—পলক না পড়িবে নয়নে।

সাত্যকি। কৃষ্ণের অধিক প্রীতি তোমা পঞ্চজনে,
এতক্ষণ বাধে নাই রণ সেই হেতু।
বলরাম নাহি দ্বারকায়,
গিয়াছেন তীর্থ-পর্য্যটনে,—
নহে হলের ফলকে উপাড়িত মৎস্যদেশ।
অর্জ্জুন। আসিয়াছ দ্রুতগামী রথে,
শীঘ্র তাঁহে দেহ সমাচার।
হলের ফলকে ডরে অস্ত্রহীন জন!
সাত্যকি। বিলম্ব নাহিক, হবে বিক্রম পরীক্ষা!
যদুপতি দেন যদি যুদ্ধের আরাত,
শিব, ব্রহ্মা, পুরন্দর আদি দেবগণে,
কেবা না হইবে তাঁর সমরে সহায়?
দেখিব, পাণ্ডব পঞ্চজন—
হেন সমাবেশ কিসে করে নিবারণ!
ভাবি তাই, নিশ্চয় হ'য়েছে ছন্নমতি,
যার বলে বলী, তারে কর অবহেলা?
এখনো ত্যজহ দুষ্ট পণ,
কৃষ্ণের চরণে কর দণ্ডীরে অর্পণ।
ভীম। মতি গতি হয় যদি তোমার সমান,
গ্রহণ করিব উপদেশ।
কিন্তু আপাততঃ,
বাক্যব্যয় প্রয়োজনহীন তব রথি!
আছে ভার, সমাচার দিতে শীঘ্রগতি,
আপাততঃ নিজ কার্য্য করহ সাধন,
যে হয় কর্ত্তব্য মোরা সাধিব সকলে।
সাত্যকি। বিধাতার বিড়ম্বনা বুঝিনু নিশ্চিত।
নকুল। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তব দেব!
যুধি। ধর্ম্ম চাহি দিয়াছি হে দণ্ডীরে আশ্রয়;
লয় যেই ধর্ম্মের আশ্রয়,
অটল তাহার মতি, ডরে নাহি টলে।

আর্থিক আকাঙ্ক্ষা নাহি মম।
রঘুরাজ-উপাখ্যান করেছ শ্রবণ?
নিজ হস্তে অঙ্গ কাটি অর্পি শার্দ্দূলেরে
রক্ষিল ব্রাহ্মণ-সুতে।
সেই পুণ্যফলে,
রামচন্দ্র অবতার বংশেতে তাঁহার,
তাঁর নামে রঘুনাথ নাম শুনি।
ধর্ম্মের আশ্রয়ে কোথা বিপদের ভয়?
অনিত্য এ দেহে এক ধর্ম্ম মাত্র সার!
অনিত্য সংসার হেতু ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
বলেছি ত' নাহি মম মন,
নিবেদন করিও গোবিন্দ-চরণে।

সাত্যকি। তবে, বিদায় এক্ষণে।

যুধি। যেবা রুচি, মতিমান!

সাত্যকির প্রস্থান

জানাইল সাত্যকি আভাসে,
অসুরারি-সেনা হবে যাদব সহায়।
ধর্ম্মযুদ্ধে যে হইবে সহায় আমার,
সে সবারে দিব সমাচার।
মম মতে দুর্য্যোধনে কহিতে উচিত।
বাদ যবে কৌরব-পাণ্ডবে,
এক পক্ষ তারা শত ভ্রাতা,
বিপক্ষ আমরা পঞ্চজন।
এবে ভারত-বংশের সহ যাদব-বিগ্রহ,
উচিত—সংবাদ দান।
কর ভাই, যেই মত সবাকার।

অর্জ্জুন। মম মতে উচিত সংবাদ দান।

ভীম। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা, দেব।

যুধি। বহুকার্য্য উপস্থিত, ত্বরান্বিত হও সবে।

ভীম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ভীম। রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
অসম্ভব সম্ভব সকলি ভবে,—
যাবে ধনঞ্জয় কৌরব-সভায়,
দীন ভাবে যাচিতে আশ্রয়,
ত্রিভুবনে এ কথা কি প্রত্যয় করিত কভু?
নাহি জানি কি ভাষায়,
ভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয়—
যাচিবে আশ্রয় আজি কৌরবসদনে!
ঘৃণা হয় মনে—
কিন্তু রাজ-আজ্ঞা ঠেলিব কেমনে—
ধর্ম্মরাজ-অনুগামী আমি!—
নহে এতদিন সহে কি দারুণ অপমান—
হ'ত পাশাক্রীড়া-স্থলে কৌরব-সংহার!
দারুণ এ অপমান—
কৌরব-সাহায্য চাহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
আছে কি উপায়—
সয় স'ক হৃদয়ে আমার,
সহেছি বিস্তর,—দেখি আর কত সয়।
জ্বলে প্রাণ তক্ষক-দংশনে মম,
ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক—হেরি আঁধার সংসার।
দারুণ এ অপমানে কিসে পাব ত্রাণ—
প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ!
ঠেকিয়াছি দণ্ডীরে লইয়া।
এ কি, কোথায় এ মুরলীর ধ্বনি—
দূর হ'তে আসে যেন ভেসে!
যেন মৃদু রবে, করিছে আশ্বাস দান।
সত্য—কি কল্পনা?
উচ্চতর বাঁশরীনিনাদ,—
কালাচাঁদ আসেন কি পুরে?
বংশীরব হয় হৃদিমাঝে,—

বাজান মুরলীধর হৃদয়ে আমার ;—
কহে হৃদয় বাঁশরীনাদে,
ভেটি কালাচাঁদে নিবারিব জ্বালা !
লজ্জানিবারণ বিনা লজ্জা নিবারণ
কে আর করিবে ?
কিন্তু এবে শক্রভাবে হরি,—
দ্বারকায় কিরূপে যাইব ?
কৌরবের অপমান না জানি কেমনে
ফাল্গুনী হইল বিস্মরণ !
আহা, না জানি—
কে দেয় আশ্বাস মম হতাশ হৃদয়ে !
কে কহে নীরব ভাষে অন্তর-মাঝারে,
"আছি আমি, ভাব কেন ভীমসেন,
তোমারে কে করে অপমান ?
ভেব না, ভেব না—
অতুল গৌরব লাভ করিবে পাণ্ডব।"

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

কঞ্চুকী ও শ্রীকৃষ্ণ

কঞ্চুকী। ওরে ছোঁড়া—ওরে ছোঁড়া ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন্ রে বুড়ো—কেন্ রে বুড়ো ?

কঞ্চু। তুই কে ?

কৃষ্ণ। আমি যে হই, তোর কি ?

কঞ্চু। আমার তোরই মত একটা কেলে ছোঁড়াকে দরকার। তার নাম কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। কেন, তোর কি দরকার আমায় বল্ না ?—আমি কৃষ্ণ।

কঞ্চু। তুই কি রকম কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। তুই যে রকম কৃষ্ণ চাস্।

কঞ্চু। আমি যাকে খুঁজ্‌চি—সে মাছ হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। সে আবার বরা হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। মাঝে ছেড়ে গেলুম—সে আবার কাচিম হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। সে যে যা' বলে, শোনে।

কৃষ্ণ। আমিও শুনি।

কঞ্চু। বেশ কথা, তবে শোন্ এখন,—এক ছুঁড়ীকে তুই জব্দ ক'র্‌তে পার্‌বি?

কৃষ্ণ। পার্‌বো।

কঞ্চু। 'পার্‌বো' না—সে বড় শক্ত ছুঁড়ী! তুইও কাছে যাবি, আর সে ল্যাজ তুলে দৌড় মার্‌বে।

কৃষ্ণ। তবে কি ক'র্‌বো?

কঞ্চু। বেটী,—যাতে আর না ঘুড়ী হ'তে পারে—তা' হলেই জব্দ!

কৃষ্ণ। কি ক'রে ঘুড়া হয়?

কঞ্চু। তা' কি আমি জানি! তুই যে ক'রে মাছ হ'স্, সে সেই ক'রে ঘুড়ী হয়।

কৃষ্ণ। সে কোথায় আছে?

কঞ্চু। তুই তবে কেমন কৃষ্ণ? আমি যে কৃষ্ণকে খুঁজ্‌চি, সে শুনেচি—সব জানে।

কৃষ্ণ। আমি জানি, তুই জানিস্ কি না, দেখ্‌ছিলুম।

কঞ্চু। আমি কিছুই জানি নে। যা জান্‌তুম, তা বুড়ো হ'য়ে ভুলে গেছি।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি তোর এ কাজ ক'র্‌বো, সে ছুড়ী—যাতে ঘুড়া হ'তে না পারে, তা ক'র্‌বো। তুই আমার এক কাজ ক'র্‌তে পার্‌বি? আমি তোরে রথে ক'রে বিরাটনগরে পাঠিয়ে দিচ্চি। তুই, সেখানে সুভদ্রাদেবী আছে, তাকে একটী কথা ব'ল্‌বি!

কঞ্চু। সুভদ্রাদেবী। ছুঁড়ী তো?—আমার কর্ম্ম নয়। বুকের হাতিতে চাট মেরে দেবে, আর রক্ত উঠে ম'র্‌বো!

কৃষ্ণ। না না, সে ঘুড়ী সাজে না।

কঞ্চু। তোর কথায় সাজে না! ঠিক ঘুড়ী সাজে,—তুই ছুঁড়ীদের চিনিস্ নি?
কৃষ্ণ। না রে, সত্যি সাজে না।
কঞ্চু। আচ্ছা, তার কাছে তোর কি দরকার? আচ্ছা তাকে বে ক'র্‌বি?
কৃষ্ণ। দূর বুড়ো, সে আমার ভগ্নী।
কঞ্চু। আমার আবার ধোকা হচ্চে,—তুই কি রকম কৃষ্ণ? আমি যে কৃষ্ণের কাছে এসেছি,—তার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নাই—সে একা।
কৃষ্ণ। তাই তো, তুই যে ফ্যাসাদে ফেল্‌লি!
কঞ্চু। তাই তো কি? আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! তুই ছোঁড়া জোচ্চর, মিথ্যাবাদী।
কৃষ্ণ। আরে না রে না রে, আমি সেই কৃষ্ণই বটে!
কঞ্চু। তোর মৎলব বুঝেছি—তুই ছোঁড়া লম্পট, কার বউ-ঝিকে কুলের বা'র কর্‌বার চেষ্টায় আছিস্, আমি সে কাজে নয়।
কৃষ্ণ। আরে না রে না, আমি ভাল কথা ব'লে দেব।
কঞ্চু। তোদের ভাল কথার কি ইসারা আছে। আচ্ছা, তুই কি ভাল কথা ব'ল্‌বি শুনি।
কৃষ্ণ। উত্তর গোগৃহের কাছে অম্বিকাদেবী আছেন,—
কঞ্চু। বুঝেছি, বুঝেছি,—রাত্রিবেলায় সেইখানে তারে যেতে ব'ল্‌বো। কেমন, তোর মৎলব আমি আগেই ঠাউরেছি। আমি চল্লুম।
কৃষ্ণ। আরে বুড়ো যাস্ নি—যাস্ নি, শোন্ না।
কঞ্চু। দূর ছোঁড়া—আর তোর দম্‌বাজিতে ভুলি!
কৃষ্ণ। আরে বুড়ো, শোন্—শোন্—শোন্—
কঞ্চু। শুনে আর কি হবে বল্?
কৃষ্ণ। তুই আমার সঙ্গে মিতে পাতাবি?
কঞ্চু। সত্যিকার মিতে—না দম্‌বাজীর মিতে?
কৃষ্ণ। ভাখ্ মিতে, যে দম্‌বাজি করে, তার সঙ্গে দম্‌বাজি করি; আর যে সত্যি মিতে হয়, যে দম্‌বাজী জানে না, তার আমি সত্যি মিতে হই।
কঞ্চু। আমার সাতপুরুষে দম্‌বাজী জানে না।
কৃষ্ণ। তা জানি মিতে!
কঞ্চু। ভাখ্, তোর কথা বড় মিষ্টি!—আচ্ছা, কি ব'ল্‌বি শুনি। ভাখ্, আমি বুড়োমানুষ, আমার সঙ্গে দম্‌বাজী করিস্ নি!

কৃষ্ণ। আমি কি মিছে কথা কই মিতে! আমার মুখ দিয়ে মিছে কথা বেরোয়ই না।

কঞ্চু। সত্যি—মাইরি?

কৃষ্ণ। মাইরি!

কঞ্চু। তবে আয়, কোলাকুলি করি আয়! যে মিথ্যে কথা বলে না, তারে আমি বড় ভালবাসি।

কৃষ্ণ। ত্থাখ্ মিতে, তুই সুভদ্রার কাছে যা। তারে অম্বিকাদেবীর স্থানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবি।

কঞ্চু। কোথায় তার দেখা পাব?

কৃষ্ণ। বাণেশ্বরের মন্দিরে। দেখ্‌তে পাবি,—একটা বনের ভিতর কাঁটাবন জ্ব'ল্‌চে, তুইও মার কাছে রাজার জন্যে বর চাবি, আর সুভদ্রাকেও বর চাইতে ব'ল্‌বি। মার বরে সব মঙ্গল হবে।

কঞ্চু। আচ্ছা,—সেও পথ জানে না, আমিও পথ জানি না। কাঁটা বন, আগুন জ্ব'ল্‌চে, সেখানে কি ক'রে যাব?

কৃষ্ণ। মা'কে নমস্কার ক'রে বেরুলেই গান শুন্‌তে পাবি। ত্থাখ্, সেখানে সতী-অঙ্গ পড়েছে—মার পায়ের আঙুল—বড় জাগ্রত দেবী! মার কাছে যে বর চাবি—তাই পাবি।

কঞ্চু। আচ্ছা, তুই মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্ নি? তুই তো সেই সুভদ্রা ছুঁড়ীকে নিয়ে সট্‌কাবি না?

কৃষ্ণ। ছিঃ ছিঃ মিতে, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? আমি যে মিথ্যে কথা জানিই নি।

কঞ্চু। ত্থাখ্ মিতে, তুই ছোঁড়া; খুব সাম্‌লে থাকিস্—ছুঁড়ীর পাল্লায় পড়িস্ নে। আমাদের রাজাটা প'ড়ে এক দম লাটাপাটা! আচ্ছা, ব'ল্‌তে পারিস্—তুই তো সব জানিস্—ও ছুঁড়ীটে কে? রাজাকে পেয়ে ব'স্‌লো কেমন ক'রে?

কৃষ্ণ। তা জানিস্ নে মিতে!—ও উপদেবতা,—আসমানে বেড়ায়। তুই যা না, একবার অম্বিকাদেবীকে জানা,—আমি তা'কে ঝাড়িয়ে তাড়িয়ে দেব।

কঞ্চু। ত্থাখ্ মিতে, তোর ঠিক কথা—ও ডাইনিই বটে! তুই তো ঠিক ব'ল্‌ছিস্ তাকে তাড়াবি?

কৃষ্ণ। হুঁ,—মা অম্বিকার কৃপায় ঠিক তাড়াব।

কঞ্চু। তোর অম্বিকা মা কেমন?

কৃষ্ণ। দেখ্‌লে চক্ষু জুড়োবে।

কঞ্চু। বটে!—মা তাড়াবে?

কৃষ্ণ। তা নয় তো কি?

কঞ্চু। মা ঝাড়িয়ে তাড়াবে?

কৃষ্ণ। তা কেন,—মায়ের নাম ক'রে আমি তাড়িয়ে দেব।

কঞ্চু। তাই করিস্। তবে ভাখ্, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে বল্?

কৃষ্ণ। আয়, রথে ক'রে পাঠিয়ে দিই। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাই চ'—আরও অনেক কথা আছে।

কঞ্চু। ভাখ্ মিতে, তুই দম্‌বাজ হ'স্, আর যাই হ'স্, আমার প্রাণটা কিন্তু গলিয়ে দিলি।

কৃষ্ণ। না মিতে, আমি দম্‌বাজ নই।

কঞ্চু। তবে ভাখ্ মিতে,—আর একবার কোলাকুলি করি আয়।

কোলাকুলি করিয়া উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-প্রাঙ্গণ

বলদেব ও সুভদ্রা

বলদেব। শুনিলাম অনর্থ বেধেছে তোমা হেতু,
বিবাদ করেছ না কি গোবিন্দের সনে?
করি আমি তীর্থ পর্য্যটন,
পথে লোক-মুখে করিনু শ্রবণ,
সাজে ত্রিভুবন—
কৃষ্ণ-আবাহনে পাণ্ডব নিধন হেতু।
জান ভগ্নি, কৃষ্ণের চরিত,
কহি যদি হিত, কোন মতে ভুলাইবে মোরে।
ইচ্ছা তার রোধিতে নারিবে কেহ।
অশ্বিনী অর্পণে কর বিবাদ ভঞ্জন;

নহে বড় প্রমাদ পড়িবে,
কে রক্ষিবে পাণ্ডবে মাধব যদি রোষে!

সুভদ্রা। পণ করি জাহ্নবীর তীরে,
দণ্ডীরে আশ্রয় দিছি।
কহ দেব, সত্য ভঙ্গ করিব কেমনে?
আদরিণী ভগ্নী আমি তোমা দোঁহাকার;
সেই বলে করি অহঙ্কার,
সত্য করি জাহ্নবীর কূলে—দিয়েছি আশ্বাস,
অকূলে ভাসা'তে তারে নারি!
নহে দণ্ডী কোন দোষে দোষী,
তার প্রতি রোষ কেন অকারণ!
অনাথের নাথ কৃষ্ণ ভুবনে বিদিত!
তাঁর নাম স্মরি অনাথে আশ্রয় দিছি;
নিরাশ্রয়ে নিরাশ করিব কি প্রকারে?

বল। বিপরীত বুদ্ধি, ভদ্রা, তোর চিরদিন;
কুলে কালি দিলি, অর্জ্জুনে বরিলি,
রথ-অশ্ব চালাইলি তার;
যদুকুল-সেনানাশ করিল পামর।
সেই দিন যেত যম-ঘর—কৃষ্ণ যদি না রাখিত!
বুঝিবা স্পর্দ্ধা তোর সেই দিন হ'তে,—
যাদববাহিনী পুনঃ জিনিবে পাণ্ডব।

সুভদ্রা। অনিশ্চিত জয়-পরাজয়,
ভয়ে কোন্ ক্ষত্র হয় সমরে বিমুখ?
রাজসূয় যজ্ঞকালে কেবা না জানিল,
পাণ্ডব-বিক্রম ত্রিভুবনে?
বিগ্রহে পাণ্ডব নাহি পৃষ্ঠ দেয় কভু,—
দেবগণে পুরন্দর সনে এ বারতা জানে,
গঙ্গাধর জানেন আপনি;
খাণ্ডবদাহনে, পাণ্ডবের বাণের গর্জ্জন—
শুনেছিল ত্রিভুবন;

শুনিয়াছে ধনুকটঙ্কার যত যাদবীয় চমূ!
ন্যায়-রণে, আশ্রিত-রক্ষণে,
পাণ্ডব না হবে পরাঙ্মুখ।

বল। নিতান্ত বৈধব্য তোর সাধ।
স্নেহবশে করি মানা, নাহি শোন কাণে—
বংশনাশ করিবি নিশ্চয়!

সুভদ্রা। ক্ষত্রিয়-রমণী, দেব, বৈধব্যে না ডরে;
সাজাইয়ে পুত্রে দেয় পাঠায়ে সমরে।
রণে বংশ-নাশ ক্ষত্রিয় প্রয়াস করে,
বাধা তায় নাহি দেয় বীরাঙ্গনা।
বীর-পত্নী, বীরকুল-নারী,
কুলরীতি কেমনে লঙ্ঘিব?
আর্য্যগণে কেমনে কহিব,
দণ্ডীরে করিতে ত্যাগ?
অপযশ হবে লোকময়,
দানিয়া অভয়, ভয়ে পুনঃ আশ্রিতে ত্যজিল!
মৃত্যু শ্রেয়ঃ পাণ্ডবের অপকীর্ত্তি হ'তে!
সত্য, বাদ বাধে আমা হেতু,
কিন্তু এবে মম অনুরোধে—
দণ্ডীরাজে না ত্যজিবে রাজা যুধিষ্ঠির।

বল। শুন ভদ্রা, তুমি মোর প্রাণের সমান,
প্রাণতুল্য ভাগিনেয় অভিমন্যু মম,
কহি এত তাহার কল্যাণ হেতু!
যুঝিতে হইবে তোর পতি-পুত্র সনে,
হেন বাঞ্ছা নাহি কদাচিৎ!
কর তুমি বিহিত ত্বরিত,
নহে জেনো সকলি মজিবে!
কহি স্নেহ-বশে,
পিতামাতা কি কবেন মোরে,
সমরে করিলে নাশ পতিরে তোমার!

সহি তাই তোর মুখে যদুকুলগ্লানি,
নহে এতক্ষণ,
হলের ফলকে তুলি বিরাট নগর
ফেলিতাম সাগরের জলে।

সুভদ্রা। চিরদিন মম প্রতি স্নেহ তব অতি,
বিদিত এ কথা লোকময়।
কিন্তু শুন হলধর, কঠিন ক্ষত্রিয় পণ।
উপযুক্ত অরি সনে বাদ,
ক্ষত্রিয়ের সাধ,—
অগোচর নহে, প্রভু, তব।
কৃষ্ণ সহ মিলি ত্রিভুবন,
দিবে আসি রণ,
বীর-হৃদি উত্তেজিত রণ-আশে।
সে উৎসাহ করিতে নির্ব্বাণ,
শক্তিবান কেবা ভবে?
ন্যায় রণ—আশ্রিত কারণ,
বাদী ত্রিভুবন—অতি গৌরবের কথা!
হবে যুদ্ধ না হবে অন্যথা;
মজে যদি, মজুক সকলি!—
বৃথা মহাবাহু, মোরে কর অনুরোধ!
চাহ যদি আমার কল্যাণ,
শ্রীকৃষ্ণে বুঝায়ে কহ—
প্রাণসম অশ্বিনী দণ্ডীর,
অন্যায় কি হেতু সাধ করিতে হরণ?

বল। জন্ম তোর পাণ্ডব-বিনাশ হেতু।

সুভদ্রা। ও কথা শুনিনু বারবার!
কিন্তু নিবেদন করি শ্রীচরণে,
আশ্রিত-বর্জ্জনে পাণ্ডব না হইবে সম্মত।
রণে যদি মজে পাণ্ডুকুল,
তথাপি না ত্যজিবে দণ্ডীরে—

পুত্র সম সে আশ্রিত জন।
যদবধি কণ্ঠে রবে প্রাণ,
শুন বীর্য্যবান, স্থান আমি দিব তারে।
হ'লে প্রয়োজন,
কাটি বেণী বিনাইব গুণ,
অশ্ব-রজ্জু করিব ধারণ পুনঃ,
নারী হ'য়ে ধরিব ধনুক।
বিধাতা বিমুখ যদি হয়,
পাণ্ডব যদ্যপি পায় পরাজয় রণে,—
যাদব-ঝিয়ারী, পাণ্ডুকুল-নারী,
পিতৃকুল, পতিকুলে, শিখিয়াছে দেব,
ভুবনে পরম ধর্ম্ম আশ্রিতরক্ষণ!
এ ধর্ম্ম হেলন কহ কেন বা করিব?
ভগিনী তোমার—
হীনপ্রাণা নহি তো রমণী!
হলপাণি, করি যোড়পাণি,
কর ক্ষমা, ঠেলি যদি বাক্য তব।

বল। ভগ্নী আর নহ তুমি মম।
সর্পাঘাত করিয়াছে পাণ্ডবের শিরে,
ঔষধে কি করে আর!

সুভদ্রা। করিবারে ধর্ম্মসংস্থাপন,
দণ্ডিতে দুর্জ্জন, সাধুজন ত্রাণ হেতু,
অবতীর্ণ তোমা দোঁহে।
তবে, দেব, কি হেতু ছলনা?
ধর্ম্মহেলা উপদেশ কিবা হেতু?
এ ছলনা সাজে না তোমায়!
ধর্ম্মের সেবায়, অমঙ্গল কোথা কার হয়,
যদুপতি ধর্ম্মের আশ্রয়দাতা।
হে অনন্ত, অনন্ত-বিক্রম,
ধর্ম্মরক্ষা হেতু কর ধরণী ভ্রমণ,

কেন দেহ হীন উপদেশ ?
হীনবুদ্ধি নারী,
ডরি যদি করিবারে ধর্ম্ম-উপাসনা,
কর উত্তেজনা ধর্ম্মের আশ্রয়-দাতা !
সর্ব্বনাশে নাহি মম ভয়,
চিন্তা, পাছে ধর্ম্ম ভঙ্গ হয় !
চিরদিন কেবা রয় ভবে ?
আছে কতজন পতিপুত্রহীনা,
স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন,—
বন্ধু মাত্র ধর্ম্ম এ সংসারে।
থাক্ ধর্ম্ম, হ'ক সর্ব্বনাশ,
তিলমাত্র নাহি তাহে গণি !

বল। ভাল—বোঝা যাবে পণ পাণ্ডবের।

সুভদ্রা। যথা অভিরুচি, দেব !

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৌরব-কক্ষ

দুর্য্যোধন ও শকুনি

শকুনি। শুভবার্ত্তা শুন, দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ সহ বাধিয়াছে পাণ্ডবের রণ।
পরে পরে অরি হবে নাশ,
পূর্ণ তব আশ,
নিষ্কণ্টকে বসো সিংহাসনে।

দুর্য্যো। বার্ত্তা কহ মাতুল সুধীর,
বিবাদ কি হবে না ভঞ্জন ?
বাধিবে কি রণ ?
প্রত্যয় না জন্মে মম মনে,
নিশ্চয় এ কৃষ্ণের চাতুরী !
যদুপতি মহা মায়াধর,
কে জানে, কি মায়াজাল করিছে বিস্তার—
তত্ত্ব কিছু বুঝিতে না পারি।

শকুনি। আর তত্ত্ব কিবা,
ভীষ্ম, দ্রোণ কহে তারে নারায়ণ,—
কিন্তু সে অতি হীনজন,—
পরস্ব নাহিক জ্ঞান।
সুন্দর রতন আছে যার,
প্রয়োজন তার।
দণ্ডী আনে তুরঙ্গিণী কানন হইতে,
অমনি জন্মিল তার লোভ।
তোমা সনে পাণ্ডবের আসন্ন সমর ;
জানে—

পাণ্ডুপুত্রগণে সমরে না হবে অগ্রসর,
আয়াস ব্যতীত হবে অশ্বিনী অর্জ্জন।
এ সময়ে যুক্তি এই শুন দুর্য্যোধন,
যাই আমি ভীমের সদন,
করি উত্তেজনা, যুদ্ধে যেন নাহি দেয় ক্ষমা ;
যুধিষ্ঠিরে ভরসা দানিব,
আমরা সকলে হব স্বপক্ষ তাহার।
পরে বাধিলে সমর,
কৌতুক দেখিব দাঁড়াইয়ে।

দুর্য্যো। পরম আনন্দ যার পাইলে সংগ্রাম,
তারে কি করিবে উত্তেজনা ?
জেনো স্থির, বৃকোদর ক্ষান্ত নাহি হবে।
কহ যুধিষ্ঠিরে, সহায় হইব আমি যাদব-সমরে।

শকুনি। উত্তম কৌশল,
মৎস্যদেশে এখনি যাইব।
অদৃষ্ট প্রসন্ন যবে যার,
অনুকূল ঘটনা তাহার !
একচ্ছত্র সিংহাসনে হবে অধিকারী।

শকুনির প্রস্থান

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। শুনি সখা, পাণ্ডবের বিপদ সমূহ।
যদুকুল সাহায্যের হেতু,—
পাণ্ডব-বিপক্ষে সাজে অসুরারি-সেনা।
দম্ভ করি কহে হরি নাশিবে পাণ্ডবে,
স্বপক্ষ যে হবে তার সবংশে সংহার !
দেখি, সখা, যাদবের দম্ভ অতিশয়,
ক্ষত্রিয়-সমাজে দেয় লাজ !
কি কহিব বিবাদ পাণ্ডব সনে,
নহে ইচ্ছা হয় মনে,
কৃষ্ণ সহ বিরোধিতে পাণ্ডব সহায়ে।

দুর্য্যো। তব যোগ্য কথা বীর অঙ্গদেশপতি,
মান হেতু বিবাদ আমার,
নহে সিংহাসন তরে।
দ্বন্দ্ব মম ভীমসেন সনে,
দম্ভে তার অঙ্গ জ্বলে!
নহে, রাজা হোক যুধিষ্ঠির,—ক্ষোভ নাহি মনে!
উচিত সমরে মম সাহায্য প্রদান।

কর্ণ। অবশ্য উচিত।
যাদব-সমরে যদি ভীম হয় নাশ,
হত না হইবে দুষ্ট তব গদাঘাতে—
প্রতিজ্ঞা হইবে ভঙ্গ সখা!
হবে মম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,
পর-হস্তে হয় যদি অর্জ্জুন নিধন।

দুর্য্যো। পুনঃ দেখ, জিনে যদি পাণ্ডুপুত্রগণে,
জয়-পরাজয় নিশ্চয় নাহিক রণে,
অতুল গৌরব লাভ করিবে তাহারা,—
পৃথিবীর রাজা হবে অনুগত ডরে।
মম পক্ষে স্বপক্ষ না রবে, বিপক্ষ প্রবল হবে,
অতি শ্রেয়ঃ এ সমরে সাহায্য প্রদান।
ছিঃ ছিঃ, না বুঝে তখন,
ত্যজিলাম দণ্ডীরাজে,
বাড়াইতে পাণ্ডবের মান;
দিলাম কৌরবকুলে কালি।
এবে বুদ্ধি-ভ্রম করি সংশোধন
মিলিয়ে পাণ্ডব সনে।

কর্ণ সখা, তুমি অতি বিচক্ষণ।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশাসন। অতি শুভ সংবাদ রাজন্,
কৃষ্ণ হ'তে হয় বুঝি পাণ্ডবনিধন।

দুর্য্যো। দুঃশাসন, জান না কি অপযশ তাহে?

ভারতবংশের মহা কলঙ্ক রটিবে !
সত্য বটে, পাণ্ডবের চির-অরি আমি,
কিন্তু মর্ম্ম তুমি বুঝ তার,—
আছে জ্ঞাতিত্ব বিবাদ চিরদিন,
জয়-পরাজয়ে—
ভরত রাজার বংশ রবে হস্তিনায়।
হয় যদি যাদবের জয়,
যদুকুল প্রবল হইবে ;
কবে সবে, ভীরু দুর্য্যোধন—
প্রাণভয়ে বংশ-মান দিল বিসর্জ্জন।
এ নহে ক্ষত্রিয়-আচরণ !
পাণ্ডবের ব্যবহার হের মম প্রতি,
কৈল যবে গন্ধর্ব্বে দুর্গতি মো-সবার,
ধনঞ্জয় বিনা আবাহনে,
প্রবেশিল রণে, বংশের গরিমা হেতু।
কাপুরুষ নহি ত আমরা—
বংশ-মান দিব বিসর্জ্জন !
ভীম সহ বিবাদ আমার,
অন্য চারিজন,
শত্রু নয় মিত্র মম জেনো চিরদিন।
জেনো বীর, পর সহ বাদে—
এক শত পঞ্চ ভাই মোরা ;
জ্ঞাতি-যুদ্ধে অন্য মত—
পঞ্চ জন তারা, মোরা শত সহোদর !

প্রতিকামীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ, বীর ধনঞ্জয় উদয় হস্তিনাপুরে,
বাঞ্ছা তাঁর রাজ-দরশন।
দুর্য্যো। আন বীরে মহা সমাদরে—
গন্ধর্ব্ব-সমরে ত্রাতা মম।

প্রতিকামীর প্রস্থান

যাও সখা, কহ পিতামহে,
একত্র করিতে যত সৈন্যাধ্যক্ষগণে
মন্ত্রণা-ভবনে।

কর্ণের প্রস্থা

অর্জ্জুনের প্রবেশ

এস ভ্রাতা, বীর-চূড়ামণি,
শুনিয়াছি দণ্ডীর আখ্যান।
আদেশে আমার,
ভেটিবারে ধর্ম্মরাজে গিয়াছে মাতুল,
জানাইতে নিবেদন রাজার সদন;
যদি হয় রাজ-অনুমতি—
একশত পঞ্চ ভাই মিলিয়ে সমরে,
ভারতবংশের গর্ব্ব দেখা'ব যাদবে।

অর্জ্জুন। এসেছি কৌরব-শ্রেষ্ঠ, রাজার আজ্ঞায়।
লাঘবিতে পাণ্ডব-বিক্রম,
সংগ্রামে সাজিছে ত্রিভুবন;
সাজে অসুরারি দল কৃষ্ণের সহায়ে।
বিগ্রহে সাহায্যে তব চান যুধিষ্ঠির।

দুর্য্যো। জানাইও, বীরবর, নমস্কার মম,—
বাড়িল সম্মান মোর রাজ-আবাহনে।
আজ্ঞায় আমার,
এসেছে সামন্তগণে মন্ত্রণাভবনে,
হবে সবে মুহূর্ত্তে প্রস্তুত।
মম অনীকিনী,
মিলিবে সত্বর তব বাহিনী সহিত।

অর্জ্জুন। কুরুপতি, আজ্ঞা হয়—যাই দ্রুতগতি,
জানাইতে সংবাদ রাজায়;
ধর্ম্ম নরপতি আনন্দিত মতি—
হবেন বদান্যে তব।

দুর্য্যো। যাও বীর ভারতগৌরব,
যাইব মন্ত্রণাগৃহে রণ-আজ্ঞা দিতে।

উত্তরের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ কুটীর

কঞ্চুকী, ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী

কঞ্চুকী। সারথী তো বল্লে—যা সোজা পূর্ব্বমুখে চলে। এখন কোন্ দিক সোজা, কোন্ দিক বাঁকা? একে রথে চড়ে গা টল্‌চে, ঐ ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞাসা করি। ওরে ছোঁড়া, ওরে ছোঁড়া!

পু-ঘে। খবরদার, হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা ক'স্। আমাকে তুই ছোঁড়া বলিস্?

কঞ্চুকী। তুই ছোঁড়া ন'স্! তোদের দেশে ছোঁড়া কেমন? আমাদের দেশে তোর মতন যারা—তাদের বলে ছোঁড়া; আর আমার মতন যারা—তাদের বলে বুড়ো!

পু-ঘে। দেখ্, ছোঁড়া ছোঁড়া ক'স্ নে—মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্!

কঞ্চুকী। কেন, তুই রাগ ক'চ্চিস্ কেন? তোদের দেশে যে ছোঁড়া আর এক রকম, তা কেমন ক'রে জানবো বল্? আচ্ছা, তোরে আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করি,—তোদের দেশে স্যিয্যি ওঠে কোন্ দিকে?

পু-ঘে। (ঘেসেড়ানীর প্রতি) আরে শোন্ শোন্, ও খেঁদী, এই বুড়োটা কি জিজ্ঞাসা ক'চ্চে শোন্! বলে—তোদের দেশে স্যিয্যি ওঠে কোন্ দিকে?

স্ত্রী-ঘে। নে নে তুই স'রে আয়! ও বুড়োর চলন দেখ্‌ছিস্? ও কে, তা কে জানে!

পু-ঘে। কে আবার? তুই এমন ছম্‌ছমে হ'য়েছিস্ কেন? (কঞ্চুকীর প্রতি) তোদের দেশে স্যিয্যি ওঠে কোন্ দিকে?

কঞ্চুকী। আমাদের পুবে, তোদের দক্ষিণে ওঠে, না? আচ্ছা তুই বল্লি—তুই ছোঁড়া ন'স্, তবে তুই কে?

পু-ঘে। আমি রাজা।

কঞ্চুকী। বটে!—তোরও একটা খুড়ী আছে না কি? তাই ঘাস ছিঁড়্‌ছিস্, না?

পু-ঘে। হ্যাঁ।

কঞ্চুকী। ঐ ছুঁড়ী তোর ঘুড়ী, নয়?

পু-ঘে। ওরে খেঁদী, তোরে বল্‌চে ঘুড়ী!

স্ত্রী-ঘে। তুই চ'লে আয়! ও ভালমানুষ নয়, ওর চোখ দেখেছিস্? এখন কত রকম লোক আনাগোনা ক'চ্চে। তুই বলিস্—আমার গা ছম্ ছম্ করে কেন? ঐ মিন্সের মুখ ছাখ্ দেখি।

কঞ্চুকী। আচ্ছা, ও ছুঁড়ীটা ঘুড়ী হয় কখন?—রেতের বেলা? আমাদের রাজার ছুঁড়ীটা দিনের বেলা ঘুড়ী হ'ত।

পু-ঘে। আমার এটা রেতের বেলা ঘুড়ী হয়।

কঞ্চুকী। তবেই তো তোর মুস্কিল! ঘাসও কাট্‌তে হয়, আর পিঠে চ'ড়ে বেড়াতে পাস্ না।

পু-ঘে। আর ভাই, দুঃখের কথা বলিস্ কি? তুই যদি ভাই এটাকে নিয়ে যাস্—তা'হলে আপদ যায়!

কঞ্চুকী। বাপ্ রে, আমি ওদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ করি। ঘুড়ীর জ্বালায় আমাদের দেশ উৎসন্ন গেল! তোর দেশে সুভদ্রা কে আছে রে?

পু-ঘে। কেন?

কঞ্চুকী। সে আমাদের রাজার ঘুড়ীটা পুষেছে। আমি তার কাছে যাব! আমি সেই ঘুড়ীটা মানুষ কর্‌বার ফিকিরে আছি।

স্ত্রী-ঘে। ঐ শোন মুখপোড়া—ঐ কি বল্‌চে? কেমন, আমার কথা মিল্‌চে! আমি তোরে বল্‌চি, দেশ ছেড়ে পালাই চ, এখানে কত কি হ'চ্চে!

পু-ঘে। (কঞ্চুকীর প্রতি) তুই কি ক'রে মানুষ ক'র্‌বি?

স্ত্রী-ঘে। গুণ ক'র্‌বে রে মুখপোড়া—গুণ ক'র্‌বে? পালিয়ে আয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নি?

পু-ঘে। আমি তো সেই ফিকিরেই আছি। তোরে গুণ ক'রে থ'লেয় পুরে নিয়ে যায় তো আপদ যায়। দু'টো কথা কইতে দেবে না!

স্ত্রী-ঘে। ছাখ্,—ভাল চাস্ তো চ'লে আয় ব'ল্‌চি। নইলে তোরে আমি ঘরে ঢুক্‌তে দেব না।

পু-ঘে। (কঞ্চুকীর প্রতি) আচ্ছা তুই বল্লি নি—তুই কি ক'রে মানুষ ক'র্‌বি?

কঞ্চুকী। তুই কি মনে করেছিস্, আল্‌গা ব'লে কি আমি এত আল্‌গা যে,

তোর কাছে সব ভেঙে ব'লব। বল্‌, তোদের কোন্‌ দিক্‌ পূর্ব্ব দিক্‌? বাণেশ্বরের মন্দির কোন্‌ দিকে বল্‌?

পু-ঘে। আমাদের দেশে পূব দিক নাই।

কঞ্চুকী। সত্যি না কি? তোদের তো ভারি বিশ্রী দেশ, তোদের দেশে আর কি নাই বল্‌?

পু-ঘে। হাওয়া নেই।

কঞ্চুকী। এই যে গায়ে লাগ্‌চে।

পু-ঘে। ও হাওয়া নয়—জল।

কঞ্চুকী। তবে খাবার জল কি বল্‌?

পু-ঘে। ঐ জল কলসীতে পূরে রাখি, গড়িয়ে গড়িয়ে খাই।

কঞ্চুকী। আচ্ছা, ঐ যে রথে আস্‌তে আস্‌তে নদী দেখে এলুম। তা'তে তো জল দেখ্‌লুম।

পু-ঘে। তুই রথে ক'রে এলি? তোরে কে পাঠালে? তুই কোথেকে এলি?

কঞ্চুকী। তা আমি ব'ল্‌বো না! সে ছোঁড়া আমায় মানা ক'রে দিয়েছে।

পু-ঘে। তুই সুভদ্রা দেবীকে খুঁজছিস্‌? (স্বগত) এ কে তা হ'লে? এর সঙ্গে তো তা হ'লে তামাসা ক'রে ভাল করি নি। বুড়ো বামুন দেখ্‌চি—কোন রাজার বাড়ীর কঞ্চুকী হবে। তামাসা ক'রে তো ভাল করি নি—এখনি ভীম ঠাকুর গর্দ্দানা নেবে! (প্রকাশ্যে) ম'শায়—আমায় মাপ করুন, আপনার সঙ্গে তামাসা ক'রেছি, ভাল করি নি।

কঞ্চুকী। কি তামাসা ক'রেছিস্‌?

পু-ঘে। ম'শায় মাপ করুন। আমি ঘেসেড়া—আমি রাজা নই। ঝক্‌মারি ক'রে বলেছি, আমাদের দেশে পূব দিক নাই।

কঞ্চুকী। তবে কি তুই মিছে কথা বলেছিস্‌?

পু-ঘে। আজ্ঞে হাঁ—মাপ করুন।

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ্‌ রে—ওরে সর্ব্বনাশ কল্লে রে—ছোঁড়াকে গুণ ক'র্‌লে রে।

কঞ্চুকী। আচ্ছা তুই যে বল্লি,—এই ছুঁড়ীটা ঘুড়ী হয়, সেও মিছে কথা?

পু-ঘে। আজ্ঞে মিছে কথা ক'য়েছি—ঘাট ক'রেছি ম'শায়?

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ্‌ রে—কি হ'ল রে,—মিন্সে বুঝি মারা গেল রে! ওরে বাপ্‌ রে—আমার কি হবে!

কঞ্চুকী। ও যদি ঘুড়া নয়, তবে তিড়িং-তিড়িং ক'রে লাফাচ্চে কেন?

পু-ঘে। ও এমন লাফায়—মাপ করুন ম'শায়, মাপ করুন।

কঞ্চুকী। এইবার তুই মিথ্যা কথা বল্লি, আমি চল্লুম।

পু-ঘে। ম'শায়, রাগ কর্‌বেন না—রাগ কর্‌বেন না। চলুন, আপনাকে ঐ বাণেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে যাই।

কঞ্চুকী ও ঘেসেড়ার প্রস্থান

স্ত্রী-ঘে। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে—আমার মিন্সেকে নিয়ে যায় রে! ওরে কি হ'লো রে—বাপ্ রে—আমি পালাই রে! প্রাণ বড় ধন রে!—মিন্সে গেলে মিন্সে পাব,—ম'লে আর ভাত খেতে পার্‌বো না রে!

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

কুন্তী ও কর্ণ

কর্ণ। কেন মাতা, পুনঃ মোরে করেছ স্মরণ?

কুন্তী। দেখ বৎস, বিপন্ন তোমার ভ্রাতাগণ,
এ সময়ে কর, পুত্র, সাহায্য প্রদান।

কর্ণ। মাতা, বাদ মম নাহি তব অন্যপুত্র সনে,
ঈর্ষ্যানল জ্বলে মাত্র হেরিলে অর্জ্জুনে।
গায় শতমুখে লোকে অর্জ্জুনের গুণ-গান।
কহে ইন্দ্রপুত্র ইন্দ্রের সমান,
আমিও মা—সূর্য্যপুত্র তোমার সন্তান,
কিন্তু লোকে কয়, রাধার তনয়;
হেরিয়ে তপনে দীর্ঘশ্বাস করি সংবরণ!
মা গো, মৃত্যু ইচ্ছা হয়, স্মরিলে পূর্ব্বের কথা।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে,
উঠিলাম লক্ষ্যভেদ হেতু,
নিবারিল দ্রুপদনন্দিনী—
কটুবাণী শুনিল সে নৃপতিমণ্ডল।
কহিল পাঞ্চালী,—"সুতপুত্রে বরিব না কভু।"

বিঁধে আছে শেল সম হৃদে।
যাবে খেদ লক্ষ্যভেদী পার্থে বিনাশিলে।

কুন্তী। নহে বৎস, রোষের সময়,
আসে যদুবীর,
তার যুদ্ধে কে রহিবে স্থির—
তুমি না ধরিলে ধনু পাণ্ডব সহায়ে?

কর্ণ। বৃথা চিন্তা কেন কর মাতা—
যাদব-সমরে যদি না রাখি অর্জ্জুনে,
নিজহস্তে বধিব কেমনে?
নাহি কর ভয়,
দুর্য্যোধন হইবে সহায়;
জয়লাভ নিশ্চয় হইবে।
মিলিলে মা কৌরব-পাণ্ডব,
ত্রিভুবনে আহবে কে জেনে?

কুন্তী। বৎস, তুমি নহ অবগত,
কৃষ্ণ নহে নর—নারায়ণ নররূপে;
দুষ্কর সমর তার সনে।
রাবণ সমান পাছে বংশনাশ হয়,
হতাশ জন্মেছে মনে।

কর্ণ। জানি মাতা কৃষ্ণ নারায়ণ,
তাই শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে, ভেটিবারে চাহি রণে;
দিনকর আকর আমার—বুঝাইতে চাহি লোকে।
হ'ন নারায়ণ কৃষ্ণ, তবু এবে নর,
অঙ্গে বিন্ধে শর,
ভঙ্গ আছে সংগ্রামে তাঁহার;
বহু ধনুর্দ্ধর নিবারিল বহু রণে তাঁরে।
ধনুকরে সমরে, মা, না ডরি কেশবে।
অবতার উপদেষ্টা মম;
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডবের আমি—
উপস্থিত বিগ্রহে রক্ষিব জ্যেষ্ঠ সম।

মাতা, যাব ফিরে—
সাজিছে কৌরব-সেনা,
বিলম্বিলে ভগ্নোদ্যম হবে দুর্য্যোধন।
যাও গৃহে, ঠাকুরাণী, লহ নমস্কার—
কৃষ্ণ হ'তে নাহি কিছু ভয়। কর্ণের প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

ভীম। (স্বগত) কি কথা কহেন মাতা সুতপুত্র সনে!
অনুরোধ বুঝি জননীর,
বুঝাইতে দুর্য্যোধনে সাহায্য-প্রদানে।
(প্রকাশ্যে) ভাব কি, জননি,
দানিয়াছি দণ্ডীরে অভয়,
সুতপুত্র-বাহুবলে করিয়া নির্ভর?
একে হৃদে জ্বলে গো আগুন,
গিয়াছিল আপনি অর্জ্জুন—
দুর্য্যোধনে নিমন্ত্রণ হেতু।
ধিক হেন অপমান, তুচ্ছ হয় প্রাণ,
দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু—
সেই কুরু রণে সাথী!
কৃষ্ণ-রণে যদি বাঁচি প্রাণে,
ঝম্প দিব হুতাশনে।

কুন্তী। বৎস,
খল সম আচরণ যোগ্য তব নয়।
সত্য দুর্য্যোধন, করিয়াছে দুর্নীত আচার,
জ্ঞাতিশত্রু চিরদিন—
কিন্তু শত্রুতায়
বংশের গৌরব ভোলে নাই কুরুরাজ।
নহে শুধু জীবন-সংশয় কাল যাদব সংগ্রামে!
দেখ বিচারিয়া মনে—
পরাজয় হয় যদি রণে,
হবে তায় ভারতবংশের অপমান।

নিজ মান হেতু নাহি ত্যজ দণ্ডীরাজে,
পিতৃলোক-গৌরব কি না চাহ রক্ষিতে?
হীনজন নহে দুর্য্যোধন,
সম যোগ্য অরি তব;
তোমা হ'তে শতগুণে ঈর্ষ্যা তব প্রতি!
যদি এই রণে পাও পরিত্রাণ,
কভু মনে নাহি দিও স্থান—
বন্ধু হবে কুরুপতি?
না করিবে সূচ্যগ্রে মেদিনী দান।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ পণ
হবে না বারণ—
ত্রিভুবন একত্র মিলিলে।
কিন্তু উচ্চাশয়—জেনো সে নিশ্চয়,
হইবে সহায় বংশের সম্মান ভাবি,
যাদবে ভারতে বিসম্বাদ!

ভীম। যাও, মাতা,
যা হবার হইয়াছে কি হইবে আর।
নাহি করি বংশের সম্মান?
জ্ঞান হয়, পুরন্দর করে না সাহস—
এ হেন কর্কশবাণী কহিতে সম্মুখে।
রাখিব বংশের মান দেখিবে জগৎ!
ভীমসেন বংশ-অভিমানী—
ত্রিভুবন মানিবে, জননি,
উদ্ভব ভারতবংশেতে মম—
বংশের বিক্রম প্রকাশিব ভূমণ্ডলে।
নহে বংশের সম্মান হেতু, মাতা,
বংশের সম্মান হেতু মূঢ় দুর্য্যোধন,
না করিবে রণ!
পশু সে দুর্ম্মতি, পশু সম ব্যবহার,
বংশের মর্য্যাদা কোথা তার?

নিজ কুলাঙ্গনারে—দেখাইল উরুস্থল
নহে বংশের মর্য্যাদা হেতু—
ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়ে নীচাশয়
এ সমরে হইবে সহায়,
কবে সবে—"দণ্ডীরাজ মাগিল আশ্রয়,
অক্ষম এ কুরু-কুলাধম,—
ভীমসেন দণ্ডীরে দিয়াছে স্থান।"
এই লজ্জা-বারণ-কারণ,
করে দুষ্ট হেন আচরণ!
অতি ক্রূরমতি, নারিলাম করিতে দুর্গতি,
দেখি—কৃষ্ণমাত্র ভরসা আমার!

কুন্তী। করিবে কি তুমি, বৎস, কৃষ্ণসহ প্রীতি?

ভীম। নহে মা ভারতবংশ ভোজবংশ সম,
ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল শিখে নাই কেহ—
ভারতের বংশধরগণে।
ভারতবংশের পণ না হয় লঙ্ঘন;
সাক্ষ্য তার ভীষ্ম পিতামহ—
পণ রক্ষা হেতু ক্ষত্র উচ্চ-বংশধর,
ক্ষত্রজয়ী রাম সহ করিল সমর,
অবতার আখ্যা যার।
মিথ্যাবাক্যে যায় মা সময়।
কৃষ্ণ সহ সম্প্রীতি আমার,
নহি আমি শ্রীকৃষ্ণবিরোধী;
প্রাণ, ধন, জীবন, সর্ব্বস্ব মম হরি,
জানি আমি কৃষ্ণ তুষ্ট যায়,—
দণ্ডীরে অভয় দিছি তাঁর প্রীতি হেতু।

প্রস্থান

কুন্তী। একি! বনপথে যায় ভদ্রা উন্মত্তার প্রায়!
শূন্য পানে চায়, দৃষ্টি আর নাহিক ধরায়,
চলে সাথে বৃদ্ধ এক জন।

কোথা যায় ?—
দুশ্চিন্তায় জন্মিয়াছে বুদ্ধিভ্রম !
নহে কুলনারী, কোথা যায় যামিনীতে ?

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বন

সুভদ্রা ও কঞ্চুকী

সুভদ্রা। কহ, কোন্ পথে ল'য়ে যাও মোরে ?
শাল বৃক্ষ নিবিড় কানন,
পত্রে পত্রে ঠেকেছে গগন,
দূরে ঘোর জলদ সমান—
বিদ্যমান শৃঙ্গধর।
উন্নত তৃণের শির—নরপদ-চিহ্ন নাহি হেরি।
দুস্তর কান্তারে কোথা ল'য়ে যাও মোরে ?

কঞ্চুকী। সেই কেলে ছোঁড়া বলেছিল, তুই ভয় পাবি ; আবার আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে যাবি। কত কি গান গাবে—তুই শুন্‌বি—আর সঙ্গে সঙ্গে কে সব যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ঘোরা যামিনী, ভেব না ভাবিনি, হরিপদে প্রাণ ঢালো।
দেখ না গহনে, রূপের কিরণে, গগনে উঠিছে আলো।
দেখ রূপের ছটা উথলে উঠে,—
চল লো চল লো চল, মুছে ফেল মনের কালো।

সুভদ্রা। সত্য শুনি সঙ্গীতের ধ্বনি ;
গভীরা যামিনী—
যেন নিশীথিনী সঙ্গিনী সংহতি
করে গান, বিমোহিত প্রাণ—
আগুয়ান সঙ্গীতলহরী।

পন্থাহীন ঘোর বন-পথ,
কহ, বৃদ্ধ, যাব কোন্ দিকে ?

কঞ্চুকী। ছোঁড়া বলেছিল, পুব দিকে যেতে, তা তোদের দেশে ত পুব দিক নাই—যে দিকে হয় চল্।

সুভদ্রা।
কোথা যাব, কোথা হব অগ্রসর !
ফিরিবার পন্থা না নেহারি।
চিত্তে নারি করিতে নির্ণয়—
কোন্ পথে এসেছি কাননে।
ঘোর বনে শ্বাপদ-ঝঙ্কার—
আগুসার হইব কেমনে ?

কঞ্চুকী। হ্যা ছাখ্—সে ছোঁড়া এ সব কথা বলেছিল—আর বলেছিল,—পথ না পেলে চোখ বুজে আমায় দেখিস্! তুই একটু দাঁড়া, আমি ব'সে একটু চোখ বুজে দেখি।

সুভদ্রা।
বুঝিতে না পারি,
কেহ বা ক'রেছে ছল এই বৃদ্ধ সনে !

কঞ্চুকী। এ্যাঃ—তোর মনে ধোঁকা লেগেছে ! সে ব'লেছে—ধোঁকা করিস্ নি ! আমায় চোখ বুজে দেখ্‌বি আর যে দিকে হয় চ'ল্‌বি।

সুভদ্রা।
আইলাম গহন কাননে বাতুল-বচনে,
কল্পনায় সঙ্গীতের ধ্বনি উঠে কাণে !
কামনায় জ্ঞান হয় দেবতা উদয় ;
বৃদ্ধের কথায়, করিয়া প্রত্যয়—
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় !

কঞ্চুকী। তুই আমায় অবিশ্বাস কচ্ছিস্—না ? আচ্ছা, তোরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই অন্ধকার দেখ্‌ছিস্—কি আলো দেখ্‌ছিস্ ?

সুভদ্রা।
তমাচ্ছন্ন তমোময় স্থূল এ আঁধার !
চারিদিকে রুদ্ধ করে পথ।
জগৎ আঁধারময়—দিগ্বিদিক্ না হয় নির্ণয়।

কঞ্চুকী। এই বার তোর হ'য়েছে, নয় আর একটু হ'লেই হবে ; এইবার তুই আলো দেখ্‌বি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও প্রস্থান) ছাখ্ ছাখ্—ঐ ছোঁড়াই আলো ক'রে চলেছে।

সুভদ্রা। আলো ক'রে কেবা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ধীর মাধুরী, গীত-লহরী, মৃদুল রোল কানন ভরি,
ধীর তান তরঙ্গে, এস এস তুমি এস লো সঙ্গে,
রঙ্গিণি, হের রঙ্গে ভঙ্গে চলিছে গোলোক-নারী, সারি সারি
রাখ মনে মলা নয় ত ভাল,—বরাননা, করি মানা,
কেন সরল প্রাণে গরল জ্বালো, নয়ত ভালো॥

কঞ্চুকী। তোর চোখ কোথায়? আমার কথা না শুনিস্, এই গান শুন্তে শুন্তে চ'! ছাখ্, আমি তোকে জিজ্ঞাসা করি, এরা কারা গাচ্চে বল্ দেখি? বেশ গায়! তুই তো ব'ল্‌ছিস্ আমি বুড়ো; তুই কেন সবাই বলে বুড়ো। তুই আলো দেখ্‌তে পাচ্চিস্ নি কেন বল্ দেখি? তুই যে আমায় বল্‌লি—তুই বিপদে পড়েছিস্। আমিও দণ্ডীরাজাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি—তুইও তাকে নিয়ে বিপদে পড়েছিস্। সে বল্লে, বিপদ হ'লে যে ডাকে, তার আমি কাছে থাকি, তার পথ আমি আলো ক'রে দিই। আমি তো আলো দেখ্‌ছি, তোর বুঝি তেমন বিপদ নয়—তাই অন্ধকারে আছিস্!

সুভদ্রা। কিবা কহে এই বৃদ্ধ দ্বিজ?
কেবা কালো এর?
বলে, পথে দেখা হ'ল তার সনে।
কালো!—কে সে?
যাব আমি যথায় দেখাবে পথ।

কঞ্চুকী। আচ্ছা ছাখ্, আমার কত বয়স ঠাওরাচ্চিস্? খুব বয়স তো মনে কচ্চিস্?—তা তাই বটে। আচ্ছা মনে কর, তোর মত ছুঁড়ীও দেখেছি, তার মত কেলে ছোঁড়াও দেখেছি। দেখেছি ত? বল?—আচ্ছা। কিন্তু তার মত আমি ছোঁড়া দেখি নি!—তার কি কল্লি ব'ল? কেমন? তুই ব'ল্‌বি, আমি বুড়ো হ'য়ে বোকা হ'য়েছি—পূব-পশ্চিম জানিনি। আমার সেই ছোঁড়া ব'লেছিল—পূব-পশ্চিমের ধার ধারিস্ নে। ব'লেছিল—সব বিশ্বাস ক'রিস্। তাই ঘেসেড়ার কথায় বিশ্বাস ক'র্‌লুম, শুন্‌লুম,—যে পূব দিক নেই। মনে করিস্ নি, ঘেসেড়ার কথায়, সেই ছোঁড়ার কথায়। সে বলেছে যে পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ও-সব মানিস্ নি। না মেনে তো

ঠকি নি ; তোকে তো বাণেশ্বরের মন্দিরে ধ'রেচি। তবে চ', আমার সঙ্গে চ'।

সুভদ্রা। কহ বৃদ্ধ, কোথা তুমি দেখ আলো ?
কালো—কালো—গভীর কালোর উপর কালো !
স্থূল কলেবর এ আঁধার।
যেন আঁধারে আঁধার ঢাকা,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদিতে না পারে।

কঞ্চুকী। তুই আমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ?

সুভদ্রা। না।

কঞ্চুকী। আমি তোর মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুই আমায় দেখতে পাচ্ছিস্ নি,—তোর মনের ঘোর, তোর প্রাণের ফারফোর ! আমার হাত ধর্, আমার সঙ্গে চ'। ঐ শোন্—আবার গান।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

গোলোকবিহারী সাথী, হরি ব'লে চলো মাতি,
হের রাজীব-চরণ-ভাতি, চলো চলো ওলো পোহাল রাতি,
যুবতী, কোথা ভকতি, মনে সন্দ করা নয় যুকতি, সুমতি তুমি সতী,
তোমার কারণে, গহন বনে, বনকুসুম-মাল'
আঁখি বাঁকা, বাঁকা পাখা, এলো তোরি তরে বাঁকা কালো বনমাল'॥

সুভদ্রা। কোথায় উঠিছে এই তান ?
কোথা যায় ? হাওয়ায় মিশায় !
এ গহনে গায় কেবা ?
কভু ওঠে তান, গগন-গহন ব্যাপি ;
কভু অতি ধীর,
নীর যথা সাগরে মিশায় !
পুনঃ ঘোর রোল—আনন্দ হিল্লোল,
অমানুষী প্রভাব কাননে !
কহ, বৃদ্ধ, কে তোমার কালো ?

কঞ্চুকী। তুই তো তিন শ' তেত্রিশ বার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লি,—আমি বল্‌তে পার্‌লুম না। তুই ফের জিজ্ঞেস কর্, আমি ব'ল্‌বো—জানি নি,—আবার

জিজ্ঞেস ক'র্বি, আবার ব'ল্বো—জানি নি। এখন তুই এগুবি কি পেছুবি ? এগুতেও পার্বি নি, পেছুতেও পার্বি নি। আমার হাত ধর্, আমি টেনে নিয়ে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ধীর গহনে মঞ্জীর-ধ্বনি, উঠে পুনঃ পুনঃ শুন বিনোদিনি,
হেলিছে ছুলিছে চলিছে শ্যাম, ফিরে ফিরে তোরে চায় অবিরাম,
ভুবনমোহন ঠাম,
দূরে দূরে চলে ধীরে ধীরে, মঞ্জীর রুণু মিলে সমীরে,
চাহে ফিরে ফিরে, বালা, কূল পাবি লো অকূল নীরে ;
দেখ ঢেউ দে উঠে রূপের আলো,
গিরিধারী শুভকারী, কেন জড়িয়ে রাখো সন্দজাল, রূপে আলো॥

সুভদ্রা। সঙ্গীত উঠিছে পুনঃ !
চল বৃদ্ধ, অগ্রপর কিছু না ভাবিয়ে—
চলিব সংহতি তব।
কৃষ্ণ বাদী, বিপদের নাহিক অবধি,
কেন মিছে করি আর ভয় ?

কঞ্চুকী। তোর ভয় গিয়েছে ?

সুভদ্রা। কি জানি !

কঞ্চুকী। তুই মরিস্ বাঁচিস্—ভাবিস্ নে।

সুভদ্রা। না।

কঞ্চুকী। তুই আলো দেখ্তে পাচ্ছিস্ ?

সুভদ্রা। যেন বিদ্যুতের মত।

কঞ্চুকী। তবে এখনও তোর মন ভাল হয় নি ! আয়—নে আমার হাত ধর্।

সুভদ্রা। (কঞ্চুকীর হস্ত ধরিয়া) এ কি, এ কি দেখি,
ছানিত কিরণ মাখি, দিকচয় আমোদে মোদিনী ;
পুলক-ঝলকে হৃদি-দৃষ্টি পূর্ণিত আলোকে !
উজ্জ্বল আলোক বিশ্বময় !
ওঠে যেন আলোক-সঙ্গীত—
আলোকে মিশায়ে যায়।
বহে যেন আলোক-পবন,

বিজনীতে অলোকের কায় !
যেন আলোক-ঘটায় গঠিত এ কায়,
যেন আলোকের বন,
তরুলতা-ফল-পুষ্প আলোকে মগন !
আলোকের পাখী, আলোক নিরখি,
আলোক-সঙ্গীতে আলোক হৃদয়ে ধরে !
আলোক-গঠিত ঋজু পথ,
যেন ছায়া-পথ ;
চল, বৃদ্ধ,—হও অগ্রসর।

কঞ্চুকী। তুই ঠেকে শিখেছিস্—ঠিক বুঝেছিস্। কিন্তু আমিও বুঝেছি—অত আলো ভাল নয়। র'য়ে স'য়ে ছুটো হোঁচট খেয়ে যেদিকে হয়, যাই চল্। ভাবচিস্—কে এ বুড়ো ? অত ভাবনাতে তোর কাজ কি ? তুই আপনার কাজ গুড়ো। কেলে ছোঁড়া বলেছে, অম্বিকাদেবীর স্থানে চল্। না চলিস্, বল্, আমি সাফ সোজা পথে চলে যাই। তোর কি চাই ? কেলে ছোঁড়ার কথায় তোর ভালাই খুঁজি। যদি বুঝি সুজি, তোর ভালাই নেই, সোজাপথে আপ্‌নি চলে যাই।

সুভদ্রা। কহ বৃদ্ধ, কার কথা কহ তুমি ?
কেবা তব কালো ?

কঞ্চুকী। তার নামটী তোরে ব'ল্‌বো না,—গলা কাট্‌লেও না। সে আমার মিতে। সে মানা ক'রে দিয়েছে—তার কথা না শুন্‌লে হয় ?

সুভদ্রা। মিত্র তব ?
কালো নাম কহ বার বার,
বুঝিলাম বরণ তাহার কালো।
কিরূপ গঠন ?—কিরূপ বদন-ভাব ?
কি হেতু হিতৈষী মম ?
আমার কারণ—
কি হেতু বা অনুরোধ করেছিলে তারে ?

কঞ্চুকী। হ্যা দেখ্, তুই অনেক বার জিজ্ঞাসা কচ্চিস্ বটে, সে কেমন ? আমিও মনে করি তোরে বলি, কিন্তু বল্‌তে পারি না। তার যেই মুখ মনে পড়ে, আর সব গুলিয়ে যায়! আমি কে ভুলে যাই—কোথায় আছি,

ভুলে যাই! সে কেমন হ'য়ে যায়! আমি কি তোর জন্যে উপরোধ করেছিলুম, আমি আপনার রাজার জন্যে বলেছিলুম। আমি তোরে একটা কথা চুপি চুপি বলি শোন,—ওটা ঘুড়ী নয়, ওটা ডাইনী ছুঁড়ী। আমাদের রাজাকে পেয়েচে। তুই অম্বিকাদেবীর পূজা ক'র্‌লেই ওটা ছেড়ে পালাবে, আর তোরও ভাল হবে।

সুভদ্রা। এ কালোবরণ অন্য কেহ নহে আর,
মম প্রাণধন শ্রীমধুসূদন ;
নহে এ সঙ্কটে হিতৈষী কে হবে!
এই দীন বৃদ্ধ,
মিত্র এর দীননাথ বিনা কেবা?
বুঝিতে না পারি—দৈবের অদ্ভুত সংঘটন।
প্রভু-ভক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
পাইয়াছে ভক্তাধীনে প্রভু-ভক্তি বলে।
চল, বৃদ্ধ, তুমি মম অকূলে কাণ্ডারী।
চল চল—পূজি মা অম্বিকা।
বুঝিয়াছি কালো কেবা তব,
ভাণ্ডা'ও না আর, কৃষ্ণ নাম তার—
নহে অহেতু কি উপদেষ্টা হয় অবলার?
হেতু-শূন্য দয়াপূর্ণ কেবা?
কার ধ্যানে আর বাহ্যজ্ঞান হয় দূর!
নিশ্চয় অনাথনাথ কালো মিত্র তব।

কঞ্চুকী। চল্ চল্, বক্‌বি না যাবি? রাতারাতি ফিরে আস্‌তে হবে। ঐ দেখ্—গাইতে গাইতে তারা আগে আগে যাচ্চে। ওরা চলে গেলে আর পথ চিন্‌তে পার্‌বি নি। রাত দেখ্‌ছিস্, সাঁ—সাঁ ক'র্‌ছে!

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকী

কৃষ্ণ। দেখ দেখ মধ্যম পাণ্ডব!
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে,
মম সহ দ্বন্দ্ব কভু করে?
ব্যঙ্গ তুমি বোঝ নি, সাত্যকি?
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে।

ভীমের প্রবেশ

এস ভাই, এস বৃকোদর!
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে ল'য়ে?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ, শ্রীহরি!
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে—
দুর্য্যোধন সহায় হইলে।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধনে করিব নিধন—
গদাঘাতে ভাঙি উরু।
মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী!
যা'ক মম প্রতিজ্ঞা অতলে,
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন,
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে,—
খেদ নাহি করি,
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব—
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়
ইচ্ছা কিহে তব, ইচ্ছাময়?

সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারী।

কৃষ্ণ। কহ, বীর, কিবা প্রয়োজন?
কহ, তবে কিবা হেতু আগমন?

ভীম। মিনতি দাসের এই রাখ, যদুপতি,
উপস্থিত রণ, আমার কারণ,
আমি তব অরি,
নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব।
বধিয়া আমায় বিবাদ ঘুচাও, প্রভু!
আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর আকিঞ্চনে;
আকিঞ্চনে ক'রো না বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।

কৃষ্ণ। বুঝিয়াছি, বৃকোদর, তব অহঙ্কার!
তুমি বলবান,
বাহুবলে নাহিক সমান তব,
তাই চাও যুদ্ধ মম সনে!
বুঝেছি কৌশল,
কিন্তু তুমি যদধিক ছল,
তা হ'তে অধিক ছল আমি।
বুঝাও আমায়,
শত্রু নহে আর চারি ভ্রাতা তব!
বুদ্ধিহীন হেন কি ভেবেছ মোরে?
প্রশ্রয় তোমায় নাহি দিলে যুধিষ্ঠির,
বল না কেমনে—
দণ্ডী সহ কর বাস বিরাট নগরে?
কেন বা অর্জ্জুন ভ্রমিয়া ভুবন,
সহায় করিবে যত ক্ষত্ররাজগণে?
সহদেব, নকুল দু'জনে,
প্রাণপণে যুদ্ধ-আয়োজন কেন করে?
কহি আমি শুনেছি যেমন।

ভীম। গিরিধারি! নাহি বাহুবল তব, চাহ বুঝাইতে—

তোমা হ'তে আমি বলাধিক।
ক্ষত্রিয়সমাজে কথা বটে সম্মানসূচক!
ছল নহি আমি, অতি ছল তুমি—
মুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার।
ছলে চাহ ভুলাইতে,
ছলে কহ আশ্রিতে ত্যজিতে,
চতুরের চূড়ামণি তুমি!
কিন্তু শুনি, চিন্তামণি,
—কল্পতরু ধর নাম—
মিথ্যাবাদী নহে যুধিষ্ঠির!
অনল সমান হৃদি দগ্ধ হয় অপমানে,
সে অনল নির্ব্বাণ কারণে—
স্থান চাই তোমার চরণে!
সূতপুত্র কৌরবের ক্রীতদাস,
তাহারে সাধিল মাতা সাহায্য কারণ;—
স্বচক্ষে নেহারি তবু প্রাণ ধরি!
করি নাই আঁখি উৎপাটন!
দেহ রণ—লজ্জা রাখ, লজ্জানিবারণ!
কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে আমার,
দুর্য্যোধন মৃত্যু নাহি হয়!
গদাধর, বধিয়া আমায়—
অপমানে কর ত্রাণ।

কৃষ্ণ। সম বল সহ রণ ক্ষত্রিয়-নিয়ম,
যেই জরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার,
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে!
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,
কিন্তু তব চরণের ঘায়—
গিরি-শির চূর্ণ শত শত!
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায়;
ল'ব তুরঙ্গিণী—এই প্রতিজ্ঞা আমার—

ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ !
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
কিন্তু কোন মতে স্থান মম নাহি পায় চিতে ;
জানিতাম সরল তোমায়,
দেখি তুমি আমা হ'তে অধিক চতুর !
ভাল, বল দেখি কিসে তুমি হতমান ?

ভীম। বুঝেও না বুঝে যেই জন,
কথার শকতি নাহি বুঝা'তে তাহায় !
রাধার নন্দন কর্ণ শক্র বাল্যাবধি,
করিল পাণ্ডব-মাতা তাহারে মিনতি।
পাণ্ডবের কুলনারী আনি কেশে ধরি,
যেই অরি উরু দেখাইল,
সভামাঝে বসন-হরণ করেছিল আকিঞ্চন,—
তারে পাণ্ডব-প্রধান করিয়ে সম্মান,
আবাহন করিল সমরে হ'তে সাথী !
হা কৃষ্ণ, এ হ'তে কিবা হবে হে দুর্গতি !
জানাব কাহায়, দীর্ঘ-শ্বাস ঢালি তব পায়,
সেই তপ্ত-শ্বাসে দগ্ধ হোক্ চরণ তোমার !

কৃষ্ণ। ভাল ভাল—শঠ বৃকোদর,
ঘুচাইলে চতুরালী-অহঙ্কার !
কর্ণ সহ কুন্তীদেবী কি কথা কহিল,
জানি আমি সে গুহ্যবারতা ;
শক্র তুমি, কি হেতু তোমারে কব ?
মাতৃজ্ঞান করে কর্ণ তারে ;
আসন্ন-সমরে পদ বন্দিবারে
করেছিল আকিঞ্চন,
দরশন পেয়েছিল সে কারণে তাঁর !
কৌরব পাণ্ডবে যদি মিলে এ আহবে,
তাহে তব কিবা অপমান ?
বাড়িবে কেবল ভারতবংশের মান,

তোমার সম্মান অধিক বাড়িবে তাহে।
মম ডরে দণ্ডীরে ত্যজিল দুর্য্যোধন,
কিন্তু যথা অনল সদনে উত্তাপিত হয় কায়,
সেইরূপ তোমার প্রভায় প্রভাম্বিত দুর্য্যোধন।
অতুল বীরত্ব তব ক্ষত্রিয় ব্য'ভার—
পশিয়াছে হৃদয়ে তাহার!
ক্ষত্র-ধর্ম্ম শিখিয়াছে ক্ষত্রিয়-সমাজ—
তব উচ্চ আদর্শ হেরিয়ে।
তাই ভয়ে যারে করিল বর্জ্জন,—
তাহার রক্ষণে পুনঃ প্রবেশিল রণে।
যাও যাও—কি বুঝাও ভীমসেন!
চাহ বধিয়া আমায় বিপদ করিতে দূর!
চাহ ভ্রাতৃগণের কল্যাণ;—
ভাব মনে ত্রিভুবন আমার সহায়,
পাছে হয় অকল্যাণ ভ্রাতার কাহার;
তাই ছল করি আসি দ্বারকায় পুরাইবে অভিলাষ!
যাও যাও—দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।

ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটীল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল;
তুমি লজ্জাহীন, তোমারে কি লজ্জা দিব!
সম তব মান অপমান,
নহে ক্ষত্র হয়ে কহ, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয় সদনে,
পরাজয়-ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ!
নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা ক'য়ে?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়মনপ্রাণ অর্পণ করেছি রাঙা পায়,
তথাপি যগুপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে, দেবতামণ্ডলে,
উচ্চ কণ্ঠে করিব প্রচার—

নহ তুমি লজ্জানিবারণ!
নহ কভু ভক্তাধীন!
নহে কেন কর হতমান?
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ—
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

প্রস্থান

সাত্যকি। এ লীলা কি, লীলাময়, বুঝাও আমায়!
আসি দ্বারকায় যে জন যা চায়
তারে কর তখনি অর্পণ।
কিন্তু ক্ষত্র তুমি, ক্ষত্র আসি মাগিল সংগ্রাম,
জলাঞ্জলি দিয়ে মানে, বিমুখ হইলে রণে!
তুরঙ্গিণী যদি প্রয়োজন,
পাইতে অশ্বিনী বৃকোদরে পরাজয়ি;
পূর্ণ তব হ'ত অভিলাষ,—
নিবারণ হ'ত সেনানাশ।
দেব-নরে এ ঘোর সমরে,
না জানি অনর্থ কত হবে!
বুঝি, দেব, প্রলয় নিকট!

কৃষ্ণ। নিরাশ্রয়া অনাথিনী বালা,
কাঁদে মহাসঙ্কটে পড়িয়ে।
প্রভুভক্ত বৃদ্ধ চাহে প্রভুর কল্যাণ,—
ল'য়ে কৃষ্ণনাম এসেছিল দ্বারকায়—
অবলায় করিব বঞ্চিত—এই কি বিহিত?
প্রভুভক্ত জনে যদি ভক্তি নাহি পায়,
প্রভু-অনুগত কহ কে হবে ধরায়?
ব্যর্থ মম হবে কৃষ্ণনাম,
ধর্ম্মের হইবে অসম্মান!
সময়ে বুঝিবে প্রয়োজন;
যাও বীর, কর যদুসৈন্য সুসজ্জিত।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। কহ, পিতামহ,
ধ্বংস কি ভারতবংশ হবে, এ সমরে ?
মম বুদ্ধি না যুয়ায়,
কোন্ দিকে ধায় এই ঘটনার স্রোত !
জান তুমি চিরদিন ভারতগৌরব,
মৃত্যু-ভয় শিক্ষা কভু শ্রীচরণে তব
করে নাই এ সন্তান।
কিন্তু, দেব, কি হবে না জানি !
বুঝি ত্বরা প্রলয় সম্ভব,
নহে অসম্ভব সম্ভব কি হেতু আজি হেরি,
পাণ্ডব-বিরোধী কেন পাণ্ডবের হরি ?

ভীষ্ম। অনন্ত ঘটনা-স্রোত বহিতেছে অনন্ত প্রভাবে,
কেবা উহা করিবে নির্ণয় !
মহামায়া-মাহাত্ম্য কি রবে—
ক্ষুদ্র নরে যদি তাঁর রহস্য ভেদিবে !
মায়ার সংসারে ধর্ম্ম মাত্র ধ্রুবতারা।
টলে মন সুপথে কুপথে মায়ার প্রভাব-বলে ;
ভগবান করেন ছলনা, সেই হেতু চক্রী তাঁর নাম।
কিন্তু তারই সার্থক জীবন—
ধর্ম্ম যার জীবনে আশ্রয়।
কর্ত্তব্য তোমার বন্ধ তোমার হৃদয়ে,
ধর্ম্ম-সেবা কর্ত্তব্য সাধন।
দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা যাহার—

নহে মাত্র ধর্ম্ম উপাসনা ;
ধর্ম্ম করে ঘৃণা,
কর্ত্তব্য হইতে কার্য্য না হ'লে উদ্ভব।
নিজ ধর্ম্ম বুঝহ অর্জ্জুন,
উপদেষ্টা এই স্থলে অকপট-হৃদি।
সখা কৃষ্ণ সনে যদি হইবারে বাদী
হৃদি তব করে হে বারণ—
ভীমসেনে করহ বর্জ্জন ;
অপযশ ভয়—তাহে কিবা হয়—
ধর্ম্ম অবলম্ব' তব—
নির্ভয়ে করহ, বীর, ধর্ম্ম-উপাসনা।
কিন্তু যদি আশ্রিত-পালনে ক্ষত্র-ধর্ম্ম টানে,
অভয় হৃদয়ে কৃষ্ণ-সনে পশ রণে।
তুচ্ছ কর জয়-পরাজয়,
দুখ-সুখ গণে নীচ জনে।
কিন্তু মনুষ্যত্ব-প্রার্থী যেই ভাগ্যবান নর,
শুভাশুভ না করে গণনা,
ঝম্প দেয় ধর্ম্ম লক্ষ্য করি।
কি কহ, আচার্য্য বীর ?

দ্রোণ। তব মুখে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ,
আর্দ্র হয় মন,
বেদ-বিধি-সার-বাক্য মুখাম্বুজে তব !

কুন্তী। কহ আর্য্য—মার্জ্জনা করিয়ে মা'র প্রাণ—
অবোধ আমার, দেব, এ পঞ্চ সন্তান,
ত্রাণ কি পাইবে কাল রণে ?
জানি আমি অতি শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম-উপাসনা,
জেনে শুনে তবু কাঁদে গো মায়ের প্রাণ।
মা'র প্রাণ চাহে সদা পুত্রের কল্যাণ,
ক্ষত্রিয় রমণী, বাঘিনী, সিংহিনী—
সবারই মায়ের প্রাণ !

কহ দেব, ভারতবংশের চূড়া,
ভেঙেছে কি কপাল আমার ?

ভীষ্ম। শুন, বৎসে, ভবিষ্যৎ ইচ্ছায় যাঁহার,
জানে সেই ইচ্ছাময় ভবিষ্যৎ-ফল।
বৃকোদরে কালকূট করিল প্রদান
ঈর্ষ্যাবশে যেই কালে দুর্য্যোধন,
সে সময়, কেহ কি ভাবিত,
না হইয়ে মৃত, ভীমসেন আসিবে ফিরিয়ে—
শতগুণে বলীয়ান অমৃত পিয়িয়ে ?
যতু-গৃহে হইল দাহন,
কেবা, মাতা, জানিত তখন—
লক্ষ্মী-অংশে দ্রৌপদী সুন্দরী পাণ্ডব-রমণী হবে,
বলবান দ্রুপদ সহায়ে পাণ্ডব ফিরিবে রাজ্যে পুনঃ ?
দ্বাদশ বৎসর বনে, দুর্ব্বাসা-পারণে,
অজ্ঞাত বৎসর মুগ্ধ করি সতর্ক দূতের আঁখি,—
সতর্কে ফিরিল যারা সন্ধানের হেতু—
এ দুর্দ্দিনে বিরাট সহায়,
এ সকল ভবিষ্যৎ-ফল গণনা-অতীত, মাতা।
কর যার ভয়—সেই জন তোমার সহায়,
বহু প্রীতি তাঁর ধর্ম্মে যাঁর স্থির মতি।

দ্রোণ। ভীষ্মদেব, উঠিতেছে মনে—
কৃষ্ণ সনে সন্ধি-প্রস্তাবনা,
ভারতবংশের শ্রেষ্ঠ উচিত তোমার !
চিত্তে যেবা লয়, কর তুমি মতিমান !

ভীষ্ম। চিত্তে আমি কর্ত্তব্য ক'রেছি স্থির,
কিন্তু বীর, অতি উগ্র বৃকোদর,
আসি পাছে করে সে উত্তর—
"পিতামহ, পাইয়াছ ডর দেবতার সনে রণে,
তাই সন্ধি করিছ প্রার্থনা।"
ক্ষত্র হ'য়ে ন্যায্য বাক্য সহিতে নারিব,

গৰ্জ্জিয়ে উঠিব—
সেই ক্ষণে যুদ্ধ দিব বৃকোদরে।

দ্রোণ। অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা যাঁর প্রচার ভুবনে,
প্রতিজ্ঞা পালনে—
ক্ষত্রকুলান্তক রাম সহ বিরোধিল,
শত্রু-মুখে নাহিক প্রচার—রণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন,
এ হেন স্পর্দ্ধা কিবা রাখে ভীমসেন,
হৃদয়ে এ চিন্তা দেয় স্থান!—
সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভীম আদর্শে তোমার।

ভীষ্ম। ভাল ভাল—কি কহ অর্জ্জুন,
কি কহ, মা কুন্তী দেবী?
বিদুরে পাঠাই, মার্জ্জনা চাহিয়ে দণ্ডী হেতু।
হ'ত ভাল, বৃকোদর থাকিলে এ স্থানে।
আঃ—যুক্তি মত করি কার্য্য, কিবা কবে ভীম!
কি কহ আচার্য্য বীর?
বুঝায়ো, আচার্য্য, ভীমসেনে;
অকারণ দ্বন্দ্ব যদি মিটে, সেই ভাল।
হে আচার্য্য, কুলের গৌরব বৃকোদর!
অসম্মত ত্রিভুবন আশ্রয় প্রদানে—
করিল আশ্রয় দান!
রাখিল ক্ষত্রিয়-মান ক্ষত্র-কুলোত্তম!
তব যোগ্য অগ্রজ, হে পার্থ ধনুর্দ্ধর!
কহ কিবা?—পাঠাই বিদুরে?
ভারতবংশের এতে অসম্মান কিবা?
অকারণ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।

অর্জ্জুন। দেব, তব বাক্য, এ বংশে কে করিবে লঙ্ঘন?
দ্বন্দ্ব মাত্র করিয়াছে বৃকোদর,
নেতা তুমি এ সমরে।
ভীমসেন নহে ত অজ্ঞান,

তব দ্বন্দ্ব তব করে করিয়ে অর্পণ—
ভীমসেন নিশ্চিন্ত র'য়েছে।

ভীষ্ম। দেখ, দ্রোণ, বালকের বুঝ অভিপ্রায় ?
চায়—দ্বন্দ্ব যা'তে হয়।
জানে বৃদ্ধ পিতামহ,
উত্তেজিত হবে শুনি উত্তেজনা-বাণী।
দেখ, দ্রোণ বীর—
উপস্থিত অরি—চাহে রণ,
বীর-দর্পে করি আক্রমণ।

দ্রোণ। তাহে তুমি হবে দোষী।
হ'ন কৃষ্ণ গোলোকের নাথ,
নর-দেহধারী বালক চক্ষেতে তব।
সামান্য কারণে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত ;
দুই পক্ষে বুঝাইতে উচিত তোমার।
সুভদ্রা সম্বন্ধে যদু পরম আত্মীয়।

ভীষ্ম। উচিত—উচিত।
পার্থ, করিলাম স্থির—
সমরে নাহিক প্রয়োজন।
করুক বিদুর তাঁর চরণ-গোচর।
আশ্রয় দিয়েছে ভীম,
আশ্রিতে বা ত্যজিবে কেমনে ?
পরিবর্ত্তে তার,
যেবা তব অমূল্য রতন হয় প্রয়োজন,
কহ আমি দিব তায় !
ল'য়ে যাব ভীমসেনে—মাগিতে মার্জ্জনা।
কিন্তু যদি চা'ন তিনি আশ্রিতে বর্জ্জন,
অনিবার্য্য রণ, ক্ষত্র হ'য়ে কি করিব আর !
দেখ হে আচার্য্য—এ যে সঙ্কটের স্থান,
যদ্যপিও ত্যজে ভীমসেন,
হইবে আশ্রয় দিতে বংশ-মান হেতু !

কুন্তী। যুক্তিমত কর, দেব, এ মিনতি মম।
ব্যাকুল অন্তর—
পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ সহ বিসম্বাদ!

ভীষ্ম। করিব, মা, যুক্তিমত।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বনের অপর পার্শ্ব

সুভদ্রা ও কঞ্চুকী

সুভদ্রা। গভীরা রজনী, ভীষণ কান্তার—
কিন্তু হেথা কোথা অম্বিকার স্থান?
অন্ধকার কাঁটাময় পথহীন বন,
কহ বৃদ্ধ, কোন্‌দিকে হব অগ্রসর?
নাহি সেই সঙ্গীতের ধ্বনি পথ-প্রদর্শনকারী।
নীরব কানন যেন গাম্ভীর্য্যের নিভৃত আলয়।
এ কি দাবানল? অকস্মাৎ দীপ্তি কি অদূরে?
উঠিতেছে স্বর্ণ-বর্ণ-শিখা।
হয় যেন আনাগোনা কত!
এই কি দেবীর স্থান?

কঞ্চুকী। হুঁ—হুঁ, সে বলেছে যে, যেখানে কাঁটা বন জ্বল্‌বে, সেই স্থান।

সুভদ্রা। কোথা মা ত্র্যম্বক-জায়া, দেখা দে অম্বিকে,
ঠেকে দায় রাঙা পায় ল'য়েছি আশ্রয়—
তার' তারা, তাপিতা তনয়া!
বর দে, মা বরাভয়করা,
রণজয় দে রণরঙ্গিনি,
তেজোময়ী তড়িৎ-হাসিনী, কলুষনাশিনী,
করালিনী, কপালমালিনা,—
হে দুর্গে, দুর্গতি বার!
অভয়ে আশ্রয়দাত্রী বিশ্বকর্ত্রী শিবে,

অশিব কর মা দূর।
এস, মাগো, আশুতোষ-জায়া,
পদ-ছায়া দে মা অনাথায়।
দৈত্য-দম্ভ-হারিণী জননি,
রণজয় যাচে মা নন্দিনী—
বঞ্চনা ক'রো না ত্রিনয়না!

গীত

শিবদে শশীশেখরা, শিবে শিব-সীমন্তিনী।
ভুলনা ভুবনেশ্বরী ভীত-চিত বিভাসিনী॥
স্মরি পদ হররাণী, আশ্রিতে অভয় দানি,
তোমা বিনা নাহি জানি জননি, দেহি অভয়া অভয়বাণী
প্রসীদ প্রসন্নময়ী প্রপন্নে পদদায়িনী॥

কঞ্চুকী। এ বেশ বল্‌তে পারে। আমি অত জানি না। তুই মা অন্তর্য্যামী, মনের কথা বুঝে নে—আমায় বর দে। ছুঁড়ি যেন একেবারেই ছুঁড়ি হ'য়ে যায়, ঘুড়ী হ'য়ে রাজাকে পিঠে ক'রে আর না পালায়। আমি ওদের বংশে অনেক দিন আছি, ওদের সর্ব্বনাশ কি দেখ্‌তে পারি? দণ্ডীরাজাকে রাখ্‌ মা, ঐ ছুঁড়িকে উড়িয়ে দে, যেমন ফুঁ দিয়ে অসুর উড়িয়ে দিস্!

সুভদ্রা। আশ্রিত-পালিকে, অম্বিকে, কালিকে,
শিবরাণী লজ্জানিবারিণী।
রুধির মগনা, রঙ্গিনী লগনা,
ঘোরাননা রণ-বিহারিণী॥
বরাভয় করা, খড়্গা শূলধরা,
শবাসনা শশাঙ্ক-শেখরী।
শ্মশান-বাসিনী, অসুর-ত্রাসিনী,
কপালিনী চণ্ডী চণ্ড অরি॥
ভীমা ভয়ঙ্করী, ঈশানী ঈশ্বরী,
মহামায়া মহিষমর্দ্দিনী;
পেয়েছি মা ভয়, হও গো সদয়
জয় দে মা যোগিনী-সঙ্গিনী॥

গীত

ধিয়া তাধিয়া নরমালী ॥
ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥
অট্ট অট্ট হাস ত্রিপুর-ত্রাস, প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ,
দম্ভ বিনাশ, অসুর হ্রাস, কোটী অরুণ-ছটা চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনী রূপিণী,
অম্বে জগদম্বে, জয়ন্তে জয়দে কালী।
অম্বিকে ত্র্যম্বক কামিনী কপালী ॥

জয়ার প্রবেশ

জয়া। সকাতর প্রাণে, কে তোমরা দুইজনে,
আসিয়াছ অম্বিকার করিতে অর্চ্চনা ?
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমা দোঁহে,
উন্মত্ত ভৈরব-কৃত রক্ষিত এ স্থান।
পীঠস্থান, পড়িয়াছে সতী-পদাঙ্গুলী—
তেজোময়ী শিখা ওই হের বিদ্যমান,
হব দোঁহে সিদ্ধ-মনস্কাম,—
করেছেন মহাদেবী অর্চ্চনা গ্রহণ।

কঞ্চুকী। তুই কে ?

জয়া। মায়ের কিঙ্করী।

কঞ্চুকী। বল্‌লি না—আঙুল পড়েছে। তোর মা কোথা ?

জয়া। অংশ নাই অনন্তের শুন রে অজ্ঞান,
বিশ্বময়ী ভুবনব্যাপিনী।
কেশব-অস্ত্রের ঘায়, শ্রীঅঙ্গ যথায় হইল পতন,
পূর্ণভাবে প্রকট তথায় দেবী।

কঞ্চুকী। তুই তো তার দাসী ? তোর কথায় যাব না। দেবীকে দেখা দিতে বল্‌গে যা, নইলে আমি রইলেম। (সুভদ্রার প্রতি) তুমি যাও তো যাও বাছা, যার জন্যে এলুম, সে রইল আগুনে চাপা। আমি তা যাব না! যা যা, দেখা দিতে ব'ল্‌গে যা।

জয়া। নিতান্ত করেছ, বৃদ্ধ, মরণ কামনা!

কঞ্চুকী। তুই বেটী দাসী কি না—তোর দাসীর মতই বুদ্ধি! বুড়ো হ'য়েছি,

মলুমই বা—তা'তে এলো গেলো কি? শোন্ শোন্,—ওকে যা ব'ল্‌তে হয় বল; আমি এখানে রইলুম—আমায় তাড়াতে পার্‌বি না। তুইও নয়—তোর ভৈরবের বাবাও নয়।

জয়া। জননীর হ'য়েছে বাসনা,
প্রকাশিত হইবারে পাণ্ডব-পূজায়।
দেব-দেব অদূরে ছিঁড়িল জটা
করি ধূমময় স্থান রোষে, উঠে তায়
অমৃত ভৈরব সতী-অঙ্গ রক্ষার কারণ।
অমৃত ভৈরব আর অম্বিকা ভৈরবী,
প্রকাশ করিবে যেই, এই দেব-দেবী,
পৃথিবীতে পরাজয় নাহি কভু তার।
ব'লো যুধিষ্ঠিরে—করে মন্দির নির্ম্মাণ—
ভৈরব-ভৈরবীস্থান।
কর এই সিন্দুর গ্রহণ;
আইস মোর সাথে,
করিব বর্ণন—সিন্দুর-মাহাত্ম্য কিবা।
কব, বৎসে, গোপনে তোমায়।

উভয়ের প্রস্থান

কঞ্চুকী। যা বেটী, কে তোর ভৈরব আছে, দেখি কে আমায় তাড়ায়! আমি বামুনের ছেলে, এই গায়িত্রী নিয়ে ব'সলুম। তোকে না দেখে আমি দাসীর কথায় যাব না।

দৈববাণী। যাও, বৎস, রণস্থলে পাবে দরশন!
হবে তব বাসনা পূরণ,
রাজা তব ফিরিবে অবন্তীপুরে।
তুমি প্রিয় কিঙ্কর আবার—
পূর্ণ যবে হবে অভিলাষ,
পাবে স্থান কৈলাস-আলয়ে।

কঞ্চুকী। আচ্ছা বেটী,—আজ কথা শুনে গেলুম। রণস্থলে যদি দেখ্‌তে না পাই, ফের চ'লে আস্‌বো, এই তো পথ চিন্‌লুম।

সুভদ্রার পুনঃ প্রবেশ

তোর কাজ হ'য়েছে, তোর মুখ দেখেই আমি ঠাওর পেয়েছি; আমারও কাজ হ'য়েছে। চল্—এখন ফিরি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-পার্শ্বস্থ পথ

দণ্ডী ও উর্ব্বশী

দণ্ডী। শুন, প্রিয়ে, ভদ্র আর না হেরি এ স্থানে,
মিলি দেবগণ, অচিরে করিবে আক্রমণ।
অসুরারি দলবলে পশিবে সংগ্রামে,
সাধ্য কেবা ধরে ত্রিভুবনে—
নিবারে এ দুর্ম্মদ বাহিনী!
সহায় সহিত নাশ পাণ্ডব হইবে।
উপায় না রবে—বধিবে আমায়,
কৃষ্ণ লবে তোমারে কাড়িয়ে।
প্রাতে যবে হবে তব অশ্বিনী-আকার,
পলাইব দুই জনে,
রহিব নিভৃত স্থানে লোক-অগোচর।

উর্ব্বশী। রাজা, নাহি যাব এ স্থান ত্যজিয়ে,
কেন তুমি মজো মোর আশে?
অকপটে বলেছি তোমায়,
কাঁদে প্রাণ থাকিয়ে ধরায়।
কর তুমি প্রেম-আলাপন,
বিষবৎ হয় জ্ঞান।
দিবস-যামিনী—অশ্বিনী-কামিনী,
কহ, কত সয়—ত্রিদিব-মোহিনী আমি!

দণ্ডী। এই কিরে তোর আচরণ?
ছিলি গহন কাননে, সিংহাসনে দি'ছি স্থান!

ত্যজি রাজ্য, ত্যজি প্রণয়িনী,
বংশধর নন্দনে ত্যজিয়ে,
আছি তোর সনে পরাশ্রয়ে।
এত যত্নে তোর নাহি উঠে মন ?
তুই বারবিলাসিনী,
পাষাণী, প্রণয়হীনা !
যোগ্য শাপ দেয় নাই মুনি,—
অহল্যা সমান
উচিত আছিল তোর প্রস্তর হইতে।
কালি বল্‌গা দিয়ে মুখে,
চালাইব সুতীক্ষ্ণ চাবুক ঘায়,—
প্রবেশিব সাগর-মাঝারে,
দেহ তোর মকর-কুম্ভীরে খাবে।

উর্ব্বশী। সেও ভাল তোমার প্রণয়-ভাষ হ'তে !
মকর-দংশন নয় তীক্ষ্ণতর তত,
তব কর-পরশন যথা।
প্রেম-আশে দেবগণে করিয়াছে সেবা,
প্রেমের গৌরব কিবা তব ?
ভাব, রাজ্যধন করেছ বর্জ্জন ?—
একচ্ছত্র রাজাগণে,
দ্বিজে দান করিয়ে পৃথিবী
তপ করি উর্দ্ধ পদে,
দেখা পায় মম নর-কলেবর ত্যজি।
অতীত যদ্যপি পুনঃ হয় তিন দিন,
তোর সহ হয় মম বাস,
অগ্নি-কুণ্ডে করিব প্রবেশ,—
বিষ তোর বচনে স্পর্শনে !

দণ্ডী। প্রাতে বুঝাইব অগ্নি শীতল কেমন,
তুষানলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব ;
দ্বারকায় দগ্ধ-মুণ্ড ল'য়ে দেখাইব,

বিবাদ ঘুচাব,
আশ্রয়দাত্রীর হিত করিব নিশ্চিত—
দুশ্চারিণি, দগ্ধ করে তোরে।

প্রস্থান

উর্ব্বশী। হায় হায়! হেন কায়—না দহে অনল,
সলিলে না হরে প্রাণ-বায়ু,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নাহিক নিধন,
আকাশ-নির্ম্মিত কায়া!
হরি হরি, দীনবন্ধু, পতিতপাবন,
যদি দুহিতায় করেছ স্মরণ,
হে মধুসূদন, কি হেতু বিলম্ব কর!
কর পদাশ্রিতে আশ্রয় প্রদান,
ভগবান, কর ত্রাণ সঙ্কট-সাগরে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। উপযুক্ত যন্ত্রিগণে, বিশ্বকর্ম্মা সম সুনিপুণ,
নির্ম্মিল মন্দির দুই অতি সুগঠন।
বন্দি দেবীর চরণ, উল্লসিত মন,
রণজয় করিব নিশ্চয়;
জ্ঞান হয় শতগুণ বল মম ভুজে।
শুনি সৈন্য-কল-কলধ্বনি—
ভীমসেন সাজায় বাহিনী।
আসিতেছে দেব অনীকিনী,
শূলপাণি সেনাপতি,
বারিব শঙ্করে রণে অম্বিকার বরে।
বিষাদিনী প্রান্তরে কে নারী?
কহ, মাতা, ত্রিদিববাসিনী,
ত্রিদিব ত্যজিয়ে কেন মর্ত্ত্যে আগমন?

উর্ব্বশী। যেই অশ্বিনীর তরে বেধেছে সমর,
আমি সেই অশ্বিনী অর্জ্জুন!

কামিনী যামিনীযোগে অশ্বিনী দিবায়,
দুর্ব্বাসার অভিশাপে এ দশা আমার !
কিন্তু শুন, বীরমণি,
প্রাতে যবে হইব অশ্বিনী,
পৃষ্ঠে মোর করি আরোহণ,
পলাইবে দণ্ডীরাজা ক্ষত্রিয় অধম !
ভাবে মনে—দেব-রণে নাহিক নিস্তার,
কৌরব-পাণ্ডব-বংশ হইবে নিপাত—
কৃষ্ণ লবে অশ্বিনী কাড়িয়ে।
ত্রিভুবনে এ তত্ত্ব না হইবে গোচর,
ক'বে, প্রাণভয়ে—
পাণ্ডব ত্যজিল দণ্ডীরাজে।

অর্জ্জুন। এতক্ষণে বুঝিলাম দ্বন্দ্ব কি কারণ ;
কেন দণ্ডী ঝাঁপ দিতে চাহিল সলিলে !
কহ, মাতা, কিসে শাপ হইবে মোচন ?
যদি সাধ্য হয়, করিব নিশ্চয়,
অকপটে জানাও, জননি !

উর্ব্বশী। অষ্টবজ্র হইলে মিলন,
হবে মম শাপ বিমোচন।

অর্জ্জুন। তবে—তব দুঃখ দূর অচিরে হইবে—
অষ্টবজ্র নিশ্চয় মিলিবে মহারণে।

উর্ব্বশী। কিন্তু ভাবি, বীরমণি, আমার কারণে
পাণ্ডুবংশ-অকল্যাণ হয় বা এ রণে।

অর্জ্জুন। শুন, বরাননে, খাণ্ডব-দাহনে
গদা, পাশ, বজ্র, দণ্ড, শক্তির প্রভায়,
গুরুর কৃপায় হয় নাই নিধন আমার,
অষ্টবজ্র সম্মিলন পাণ্ডব না ডরে।
এস, অভয়ে আলয়ে মম ;
দয়াময় জগন্নাথ প্রসন্ন তোমায়,
রাখিবেন পায়, তাই রণ-আয়োজন।

এস ত্বরা, বিলম্ব না কর।
শুন সৈন্য-কোলাহল—
যেতে হবে রণে।

উভয়ের প্রস্থান

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। বুঝেছি, উর্ব্বশী, তোর মন—
অর্জ্জুন তোমার প্রিয়!
ধিক্, ধিক্—কালামুখী লাজ নাই তোর!
লোক-মুখে আছি অবগত,
স্বর্গে গেলি ভজিতে তাহারে,
দূর করে দিল তোরে।
এবে আসিয়া ধরায়,
দুশ্চারিণি, ফেরো তার পায়।
ফাল্গুনীর নাহি আর সে চিত্ত-সংযম।
কত দিন থাকে আর,
নারী হ'য়ে যাচে বার বার,
মতি স্থির পুরুষের রহে কত দিন?
ভাল, রস-রঙ্গ প্রেম ভঙ্গ করিব নিশ্চয়,
যে ব্যথা বেজেছে, তার দিব প্রতিশোধ।

প্রস্থান

ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীর প্রবেশ

স্ত্রী-ঘে। দেখ্‌লি মুখপোড়া—ঘোড়াভূত নয়? ঐ অর্জ্জুন ঠাকুরকেও পেলে! সোমত্ত মানুষ, একলা মাঠ দিয়ে যাচ্চে, অম্‌নি পেছু নিয়েছে। মাঠের ধারে আর থাক্‌বো না, চল্—এখান থেকে পালাই।

পু-ঘে। তাই তো রে দেখেছিস্—কেমন সুন্দরী হয়! ঐ অর্জ্জুন-ঠাকুর—যে কারো পানে চায় না, ওকে—কি না সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল! যা ব'লেছিস্, ঘোড়াভূতই বটে! কাল সকালে গিয়েই ধর্ম্মরাজকে ব'ল্‌বো।

ঝাঁটা, শীল ও কলসী লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। থাক্ বেটী থাক্—কোথায় যাস্ আমি দেখ্‌ছি। তবে রে বেটী, এ

মাঠ থেকে ঘরে উঠেছ! আমি কঞ্চুকী, আমি কি তোরে ছাড়ি! নে, বল্ বেটী, তুই কি নিয়ে যাবি? শিল নিবি, না ঝাঁটা নিবি—না কলসী নিবি?

পু-ঘে। ঠাকুর, তুমি কাকে ব'লচ?

কঞ্চুকী। তুই পালা পালা,—তুই ছেলেমানুষ বুঝ্‌বি নি। ও রাজা-রাজড়া ছেড়ে তোকে পেতে এসেছে। তুই সরে পড়—আমি বেটীকে ঝাঁটা মুখে দিয়ে তাড়াচ্চি।

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া—তোকে বল্লুম, ও বুড়ো ভারি গুণিন্। এই ছাখ্—কি সর্ব্বনাশ করে! ব'লছে—আমায় ঝাঁটা মুখে দেবে।

কঞ্চুকী। ঝাঁটা মুখে নিবি নি, তবে কি মুখে নিবি? শিল না কলসী। আমি তোরে না তাড়িয়ে যাচ্চি নে।

স্ত্রী-ঘে। এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! ও বাবা, আমি শিল কি ক'রে মুখে দেব?

পু-ঘে। দেখো ঠাকুর, ও আমার ইস্তিরী! তুমি যা বলচ'—ও ঘোড়াভূতটুত —তা নয়।

কঞ্চুকী। তুই ছোঁড়া, কি জান্‌বি। ভূত যদি নয়, তো ঘুড়ী হয় কেন? যত বেটী যেখানে ঘুড়ী হয়, সব আমি তাড়াব।

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া, আমি আবার ঘুড়ী হ'য়েছি কবে?

কঞ্চুকী। হ'স্ না তো কি? আমায় ও বলেচে, তুই রেতের বেলায় ঘুড়ী হোস্, এই ভোরের বেলায় ছুঁড়ি হয়েছিস্।

স্ত্রী-ঘে। না বাবা, দোহাই বাবা,—আমি ঘুড়ী হই নেই বাবা!

কঞ্চুকী। না হ'স্ নেই হবি। এই শীল মুখে কর্। যা অম্‌নি নদী পেরিয়ে বেরিয়ে যা। নইলে আঁস বটী দিয়ে তোর নাক কাট্‌বো।

পু-ঘে। দেখ গা, ও ঘুড়ী হয় না।

কঞ্চুকী। হয়, তুই রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস্, ঠাওর পাস্ নে। এই মাঠে চরে; খাব্‌লা খাব্‌লা ঘাস খেয়েছে—এই আমি মাঠে দেখে এলুম।

পু-ঘে। ও তো ঘাস খায় নি—ঘাস কেটে এনেছে।

কঞ্চুকী। কাট্‌বে কেন? দাঁতে ক'রে ছিঁড়েছে। তুই হলুদ পুড়িয়ে ওর নাকে ধর দেখি, তিড়িং তিড়িং ক'রে নাচ্‌বে এখন; যেমন সে দিন তিড়িং তিড়িং করেছিল! আর তুইও তো সে দিন বল্লি, যে, রেতের বেলায় ঘুড়ী হয়।

পু-ঘে। সে বাবা, আমি মিছি মিছি ক'রে বলেছিলুম। ওকে শিল খাইও না

বাবা—ও বেশ রেঁধে দেয় বাবা! তুমি বল তো, ওর হাতের একদিন তোমায় শাকসড়সড়ি খাওয়াই বাবা, ওকে গাঙ্-পার ক'রো না বাবা!

কঞ্চুকী। ডাইনি নয়?

পু-ঘে। না বাবা, ও আমার ইস্তিরী বাবা, ওকে গাঙ্-পার ক'রো না বাবা! ওর আগেকার মিন্সে মরূতে বাবা, আমি ওকে নিয়ে ঘর ক'রূচি।

কঞ্চুকী। ঐ দেখ্ দেখি, তবে ব'ল্ছিস্ ডা'ন নয়! একটার ঘাড় ভেঙেছে, এবার তোর ঘাড় ভাঙবার জন্য শাকসড়সড়ি খাওয়াচ্চে। বল্ বেটী বল্—কি নিয়ে যাবি?

স্ত্রী-ঘে। আমি শিল পারবো না—ঝাঁটা।

কঞ্চুকী। তবে নে,—যা গাঙ্ পেরিয়ে যা।

স্ত্রী-ঘে। (ঝাঁটা লইয়া) ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—কোথাকার দস্যি বুড়ো রে!

প্রস্থান

পু-ঘে। ও খেঁদী—ও খেঁদী,—গাঙ্ পেরুস্‌নি!

প্রস্থান

কঞ্চুকী। সে বেটীকে শীল দিয়ে তাড়াব,—আজ এই ঘুড়ীর বংশ নির্ব্বংশ ক'চ্চি।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

কৃষ্ণ, সাত্যকি ও দণ্ডী

কৃষ্ণ। শুন হে সাত্যকি, কিবা কহে দণ্ডীরাজ!
চাহে রাজা অশ্বিনী করিতে সমর্পণ,
নিবারণ করে ধনঞ্জয়।
পাণ্ডবের চরিত্র বুঝহ মতিমান!

সাত্যকি। শুন, অবন্তি-ঈশ্বর,
তুমি কি সম্মত, ভূপ, তুরঙ্গিণী দানে?
প্রতিবাদী অর্জ্জুন তাহায়?

দণ্ডী। আমি বুঝিলাম মনে, অশ্বিনী কারণে
কৃষ্ণ সনে বিবাদের নাহি প্রয়োজন ;
আসিতেছি অশ্বিনী লইয়ে,
কাড়িয়া লইল পার্থবীর।
কর, যদুপতি, পাণ্ডবে সংহার,
অর্জ্জুনের আগে বধ প্রাণ ;
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ!
নিল কাড়ি অশ্বিনী আমার,
বুঝ আচরণ,
অশ্বিনীর আশে মোরে দিয়েছে আশ্রয়!
অতি দুরাশয়!
আমি দিব অশ্বিনী তোমায়।
আমার অশ্বিনী, আমি করি সমর্পণ,
পাণ্ডবের কিবা আছে অধিকার?

কৃষ্ণ। দেখ, দেখ—
কি শত্রুতা মম সনে সাধিছে পাণ্ডব!

বিদুরের প্রবেশ

শুন শুন, বিদুর কি বলে,
অর্জ্জুন কৌশল-পটু,
চাটুবাক্যে চাহে বুঝি ভুলা'তে আমায়!

বিদুর। শুন যদুনাথ,
প্রণিপাত ভীষ্মদেব করছেন পায়,
মিনতি তাঁহার—
পাণ্ডব তোমার চিরাশ্রিত,
কর, প্রভু, রোষ সম্বরণ ;
দণ্ডীরাজ ল'য়েছে আশ্রয়,
ক্ষত্র হ'য়ে কিরূপে ত্যজিবে এবে তায়।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম আশ্রিতপালন—তব উপদেশ, প্রভু!

কৃষ্ণ। কোথা দণ্ডীরাজ কহ, বিদুর সুমতি?
হের রাজা উপস্থিত আমার সদন।

এ তো নয় আশ্রিতে আশ্রয়দান,
পাণ্ডব অশ্বিনী লবে বঞ্চিয়া আমায় !
জন্মিয়াছে স্ববুদ্ধি রাজার,
দিতে চায় অশ্বিনী আমারে,
জোরে পার্থ রাখিয়াছে কাড়ি !

বিদুর। চমৎকার কথা কিবা কহ যদুপতি !

কৃষ্ণ। কর চক্ষু-কর্ণে বিবাদভঞ্জন।
এই দণ্ডীরাজে হের সম্মুখে তোমার ;
লয়ে যাও ভীষ্মের সদন,
স্বরূপ অবস্থা রাজা করিবে প্রচার !
তবু যদি কন ভীষ্ম ক্ষমা দিতে রণে,
যুদ্ধ না করিব আর করি অঙ্গীকার।
কিন্তু বুঝাইও অর্জ্জুনের আচরণ,
দ্বন্দ্ব করি অশ্বিনী কারণ,
নাহি জানি তাহাতে পার্থের প্রয়োজন।
যাও, নরপতি, বিদুর সংহতি।
করো তুমি স্বরূপবর্ণন,
অর্জ্জুনের আচরণ জানাও সকল !

দণ্ডী। শঙ্কা হয়, পাণ্ডব-আলয় পুনঃ যেতে !

কৃষ্ণ। তবে মিথ্যা কথা তোমার সকলি।
রেখেছ অশ্বিনী কোথা করিয়ে গোপন,
ভাণ্ডাইতে দোষার্পণ কর পার্থোপরে।
যাও, হেথা তব নহে স্থান,
পাণ্ডব-আশ্রিত যেই—অরি সে আমার।

দণ্ডী। দেহ পদে স্থান,
ফিরে গেলে পাণ্ডব বধিবে।

কৃষ্ণ। পাবে তায় উপযুক্ত ফল,
ছল করি দোষ দেহ আশ্রয়দাতার !
বুঝিলাম বিবরণ—
এসেছিলে মম স্থানে হবে না প্রচার ;

রহ গিয়ে পাণ্ডব-আলয়ে।
ত্রিভুবনে কোথা তুমি পাবে না আশ্রয়!
আন যদি অশ্বিনী ত্বরিত,
তবে তব হিত,
নহে পাণ্ডব সহিত বধ করিব তোমায়।

দণ্ডী। এ কি, একে হ'ল আর,
প্রাণরক্ষা ভার—
সুভদ্রার অন্তঃপুরে রব লুকাইয়ে।
পুত্র বলি সম্বোধন করিয়াছে সতী,
জননী বিহনে নাই আমার নিষ্কৃতি।

দণ্ডীর প্রস্থান

বিদুর। হে শ্রীপতি,
মম প্রতি অনুমতি কিবা?
তুমি পাণ্ডবের সখা, বিদিত সংসারে;
অহঙ্কার করে তারা সেই অহঙ্কারে।

কৃষ্ণ। দেখি তুমি বাকপটুতায় সুনিপুণ,
শুন মম দৃঢ় এ বচন,—
সন্ধি নাহি হবে বিনা অশ্বিনী অর্পণে।

বিদুর। কপটের চূড়ামণি তুমি, চিন্তামণি,
জানি আমি বহুদিন।
সুমতি কুমতি দাতা—
কুমতি দানিয়ে পুনঃ কর তারে নাশ।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণে দিয়েছ সুমতি,
কৃষ্ণময় সবার অন্তর—
কুমতি না পাবে তথা স্থান।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম ত্যজি নাহি অধর্ম্ম অর্জ্জিবে।

কৃষ্ণ। অতি সুমতি সুজন—
আচরণ বোঝে ত্রিসংসার!
চিরদিন যাচি যার হিত,
সেই মম শত্রু হ'ল শেষ?

উপহাস করে লোকে !
স্নেহে কহি হিত বাণী এখনো তোমায়,
আত্মীয়গণের যদি মাগহ কল্যাণ,
বুঝাইয়ে আন তুরঙ্গিণী।
দেখে যাও রণসজ্জা মোর,
কেহ নাহি পাইবে নিস্তার।

বিদুর। হাসি পায়, যদুপতি, কথায় তোমার,
আছে কপটতা, নাহি স্নেহ তব হৃদে !
করি তোমারে আশ্রয়,
কে কোথায় আছে সুখে?
যে জন ক'রেছে তব আশ,
হেন কোথা কেবা, শ্রীনিবাস,
সর্ব্বনাশ কর নাই যার?
তব আচরণ মাত্র সঙ্গত তোমাতে !
করি ধর্ম্মাশ্রয় ধার্ম্মিক সুজন
পাণ্ডুপুত্রগণ পরাজয় করিবে তোমারে।
ধর্ম্মবল ত্রিভুবন প্রত্যক্ষ বুঝিবে।
প্রয়োজন নাহি মম কটক চর্চ্চিয়ে,
প্রের দূত আমার সংহতি,
দেখাইব ক্ষত্রিয়ের সমর-উৎসাহ।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভীষ্ম মহাশয়
যাদবের কল্যাণ কারণ,
ক'রেছেন বীরবর সন্ধির প্রস্তাব।

কৃষ্ণ। ছল এত কৌরব পাণ্ডব,
নাহি মম ছিল অনুভব !
কথায় কথায়, দূত আসি মিনতি জানায়,
সন্ধি কর পাণ্ডবের সনে।
দ্বন্দ্ব অশ্বিনীর হেতু—
অশ্বিনী না দিবে যদি পণ,
তবে কেন সন্ধির প্রার্থনা?

বুঝি অভিপ্রায়,
নাহি করি সৈন্য সমাবেশ,
অনায়াসে হয় জয়লাভ।
সে বাসনা কভু না পূরিবে,
ছলে মোরে ভুলা'তে নারিবে।
যাও হে বিদুর, কহ শান্তনুকুমারে,
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা তুরঙ্গিণী বিনা।

বিদুর। তোমা সম চক্রী কেবা কহ চক্রধারী,
কেবা জানে কিবা চক্র আছে তব মনে!
পরস্ব লালসা সদা—
মনচোর ননীচোরা নাম;
যার যেই সুন্দর রতন, তব আকিঞ্চন,
না দিলে বিবাদ সেই ক্ষণে।
দ্বন্দ্ব যদি সাধ, ঘুচাও বিষাদ,
সমরে ভারতবংশ নহে পরাঙ্মুখ।
অশ্বিনী কারণ, যথাসাধ্য কর তুমি রণ,
যাদব-বিক্রম যত ভীষ্মের বিদিত;
একা রণে জিনে পার্থ সুভদ্রা-হরণে!
নমস্কার, ফুরাইল দৌত্যকার্য্য মম।

প্রস্থান

সাত্যকি। ভাল, প্রভু, দণ্ডীর কি আচরণ?

কৃষ্ণ। অকৃতজ্ঞ মূঢ় জন জেনো সর্ব্বকাল।
আশ্রয়-দাতার দুষ্ট অনিষ্ট সাধিতে,
এসেছিল ক'রে ছল;
বধিতাম নিশ্চয় দুর্জ্জনে,
নারিলাম ভক্তের কারণে।
প্রভুভক্ত কঞ্চুকী পাইবে তাহে ব্যথা,
সেই হেতু দুষ্টের নিস্তার।

রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মিণী। হরি, সত্য হেরি সমর-উদ্যোগ,

কোলাহলে চতুরঙ্গ অনীকিনী চলে।
অমর সমরে আগুয়ান,
যক্ষ, রক্ষ, দানা—
গর্জ্জি চলে কোটী কোটী সেনা,
প্রলয় কি নিকট মুরারি ?
পুনঃ, প্রভু, বুঝিতে না পারি—
পাণ্ডবনাশের কেন হেন আয়োজন।
তোমারি আশ্রিত পঞ্চজন।
সমকক্ষ কেবা তার তোমা সহ রণে ?
দেব হলধরে কে সমরে বারে ?
তবে কেন হেরি হেন আয়োজন ?

কৃষ্ণ। জান না, প্রেয়সি, তুমি পাণ্ডব-বিক্রম,
ভারতবংশীয় বীরগণে নাহি জান।
এত সৈন্য করি সংযোজন,
তবু নাহি বুঝে মম মন—
নিশ্চয় জিনিব রণ!
একক অর্জ্জুন—
পরাজিল ত্রিভুবনে খাণ্ডবদাহনে।
অগ্নির রক্ষায় আমি ছিলাম সহায়,
বাহুবল দেখেছি তখন।
দেব হ'তে উদ্ভব সকলে,
দেব-তেজে পূর্ণ সবে।
মান-রক্ষা হেতু যাই রণে,
কে জানে কি হয় শেষে!

রুক্মিণী। অন্ত কেবা পায় ওহে শ্রীকান্ত তোমার,
এত চিন্তা পাণ্ডব-বিক্রমে ?
তাই, চিন্তামণি, সংশয় না যায়,
জিন বা না জিন রণ!
পাণ্ডব-নিধন নাই ব্যাসের বচন;
জন্মিল প্রত্যয় আজি তাহে, নারায়ণ!

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, তব মনে হেন কি হে লয়,
রণে মম হবে পরাজয় ?

রুক্মিণী। বুঝিতে না পারি এ কি বাদ,
প্রকারে করিছ আশীর্ব্বাদ,
প্রকারে শ্রীমুখে কহ পাণ্ডবের জয় !
যেবা ইচ্ছা কর, ইচ্ছাময়,
আমার সর্ব্বস্ব তুমি থাকে যেন মনে।

কৃষ্ণ। ভেব না, প্রেয়সি, পুনঃ ভেটিব ত্বরায়।

রুক্মিণী। নাম তব হৃদে রাখি ধরি,
অধিক কি পারি—আমি নারী ! প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্দির-সংলগ্ন পথ

দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও কৌরব-পাণ্ডব-মহিলাগণ

দ্রৌপদী। 'অমৃত' বাবার স্থান আর কত দূর—
শ্রীমন্দির অম্বিকাদেবীর কোথা ?

সুভদ্রা। হের দুই ধ্বজা উড়িতেছে দূরে,
পাণ্ডবের জয় যেন করিছে প্রকাশ।
মাতার বচন, সাধ্বি, অন্যথা না হবে।
পূজিয়া বিজয়দাতা 'অমৃত' বাবায়,
রণজয় অসংশয় হবে, যাজ্ঞসেনী !

মহিলাগণের গীত

নাচে ক্ষেপা ভোলা ভাবে টল্ টল্ টল্।
চল্ ঢল্ ঢল্ শিরে গঙ্গাজল ॥
রজতবরণ, রজত-হাসি,
মন বিকাশি ভোলা প্রেম পিয়াসী ;
ঢুলু ঢুলু কিবা আঁখি ঢলে,
শশী কপালে ধিকি আগুন জ্বলে,
চল্, চল্, চল্, দিব বিল্বদল, ভালবাসে পাগল ॥ সকলের প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

ভীম। নেতাগণ গেল সবে পূজার কারণ ;
সহসা হইলে আক্রমণ,
অসহায় সেনাগণ পড়িবে প্রমাদে।
উল্লসিত সেনা,
উত্তেজিত পদাতি অবধি।

কুন্তীর প্রবেশ

কুন্তী। এ কি, ভীম, তব আচরণ ?
সকলি অদৃষ্টগুণে দেখি !
পূজিবারে রুদ্রদেব 'অমৃত' ভৈরবে,
কৌরব পাণ্ডব মিলি যাবে রণজয়-বর-আশে।
কি সাহসে তুমি রহ বাসে,
অগৌরব করিয়ে ভৈরবে ?
অম্বিকার পূজক ব্রাহ্মণ দেখেছে স্বপন,
পূজিলে ভৈরবে রণজয় হবে,
দেবীর আদেশ শুনি।
কার বলে কহ তুমি হেন অভিমানী ?
দেবী-বাক্য কর হেলা ?

ভীম। চিরদিন জান ত, জননি,
কৃষ্ণ বিনা অন্য দেব-দেবী নাহি জানি।
বিক্রীত সে পায়, আমি ক্রীতদাস,
কেমনে করিব, দেবি, অন্যে উপাসনা ?

কুন্তী। সেই হেতু যুদ্ধ-সাধ তার সনে !

ভীম। মাতা, ভেবো না বিষাদ—
কেবা করে বাদ ?
কে দেছে আশ্রয় কহ অনাথ দণ্ডীরে ?
বিহনে অনাথনাথ কে আশ্রয়দাতা !
কার দয়ার প্রবাহ—বহিতেছে মোর হৃদে ?
কার বলে ত্রিভুবন অরি,
তবু মম হৃদয় অটল !

কৃষ্ণভক্ত আমি, নাহি কৃষ্ণ সনে বাদ,
কার্য্য তাঁর আশ্রিত রক্ষণ ;
সে কার্য্যে নিযুক্ত আমি কিঙ্কর তাঁহার।

কুন্তী। দেবদেবী পূজিতে কি আছে দোষ ?
হরের পূজায় কি হরির অসন্তোষ ?
এ অতি বিদ্বেষ তব !

ভীম। মহাদেব পিতা, মহেশ্বরী জগন্মাতা,
জানি আমি চিরদিন কৃষ্ণের বচনে।
কিন্তু মাতা,
মাতা পিতা হন কি বিরূপ পর সম—
সন্তান না করিলে কামনা ?
না চাহিতে স্তন্য দান করেছ, জননি,
তদবধি জানি,
জগৎপিতা, জগন্মাতা দিবেন নিশ্চয়—
শ্রেয় বস্তু আমার সংসারে যাহা হয়।
পর যেই সে করে কামনা ;
পিতা মাতা প্রয়োজন আপনি জোগায়।
মাতা, আমি বুঝিতে না পারি—
ব্যোম্ ব্যোম্ রব করি মুখে,
বগল বাজায়ে পূজি মহাদেবে—
পুনঃ তার কামনা হৃদয়ে রহে !

কুন্তী। তবে কেন নাহি পূজ হেন মহাদেবে ?

ভীম। পীতাম্বরে পূজি দিবানিশি,
দিগম্বর পান সেই পূজা।
হর-হরি এক আত্মা নাহি তার ভেদ।
মম মনে নাহি, মাতা, দ্বিধা—
দ্বিধা না করিব হরি-হর।

কুন্তী। রণজয়-কামনা কি নাহিক তোমার ?

ভীম। বাসনা-সমষ্টি মাত্র মানব-জীবন।
হবে যবে বাসনা বর্জ্জন—

সেই দিন দেহ নাহি রবে।
সে বাসনা—পুরাতে সক্ষম বাঞ্ছাকল্পতরু শ্যাম।
তাঁর ইচ্ছা ফলে—ইচ্ছা আমার বিফল।

কুন্তী। হয় যদি কামনা উদয়, হরি যদি বাঞ্ছাকল্পতরু,
কি কারণ বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি কর
বাঞ্ছামত মাগি বর?

ভীম। আর্ত্ত যেই—সেই করে বরের প্রার্থনা।
ডাকে বিপদভঞ্জনে বিপদে হইতে পার।
কিন্তু মহা সম্পদ আমার,
আমি বর কি হেতু মাগিব?

কুন্তী। সম্পদ তোমার?—
হায় হায় কি কব অদৃষ্ট মোর!

ভীম। কারে কহ সম্পদ, জননি?
ত্রিভুবন করিয়ে সহায়,
হরি কার হয় অরি?
কোন্ ক্ষত্র রথী হেন লভেছে সমর?
সম্মুখ সমরে তনুক্ষয়—ক্ষত্রিয়ের বিপদ সে নয়!
কর গো কল্পনা, মাতা, আছে তো মরণ?
কর মা কল্পনা—ভীম মরিবে কি রূপে?
সাগরে অরির ডরে পশি—
কিম্বা রোগে-তাপে হীন দেহ বহি?
ধর্ম্মের কারণে, বক্ষ দেব রণে,
হরির সম্মুখে হইব সমরশায়ী—
বাঞ্ছনীয় মৃত্যু কি ভীমের ইহা হ'তে?
আসিবেন শঙ্কর সমরে,
পূজিব সে পদাম্বুজ হেরিব যখন।

কুন্তী। শিব সহ কর যুদ্ধ সাধ!

ভীম। উচ্চ অরি সহ যুদ্ধ বীরের বাসনা।

কুন্তী। বিধাতা হইলে বাদী আছে কি উপায়!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

কঞ্চুকী ও উর্ব্বশী

কঞ্চুকী। আচ্ছা—খুড়ীর বাচ্ছা খুড়ী ডাইনি বটে! যারে দেখে—তারে পায়, মেয়ে-মদ্দ বাছে না। অর্জ্জুনের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করে—ভদ্রাদেবীর সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করে। রাজাকে ছেড়েছে, আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে। এদের বুঝি বংশটা খেয়ে যায়! দিক্ না—বনের খুড়ী বনে ছেড়ে। রেতে মানুষ হয়—ডালে উঠে ব'স্‌বে এখন। (উর্ব্বশীকে দেখিয়া) কি ভাব্‌চে!—আর কি ভাব্‌বে—কার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে, ঠাওরাচ্চে।

উর্ব্বশী। এত দিনে পূরে নি কি ধাতার বাসনা!
হেরে দূরে মরীচিকা তৃষিত নয়ন,
ভাবিলাম অষ্টবজ্র হবে সম্মিলন
দেব-নরে সমর উদ্যোগে।
কিন্তু হায়!
দণ্ডীরাজা চায় অর্পিতে আমায়—
হবে তায় বিবাদ ভঞ্জন।
কিসে তবে শাপান্ত হইবে!
দুস্তরে কে নিস্তারে আমারে!
বিলাসিনী বামা, শিখি নাই ভজন-সাধন,
শ্রীমধুসূদনে কেমনে ডাকিব!
শ্রীচরণ কেমনে পাইব!
ভ্রমিতাম তপঃ ভঙ্গ করি;
ধর্ম্ম পথে অরি, মহাপাপে সহি মনস্তাপ!

কঞ্চুকী। বিজির বিজির ক'রে আজ রাত্‌টে বকো। কাল নয় পরশু—শিল মুখে ক'রে পালাতে হ'চ্চে। রাজার ঘাড় থেকে তোমায় ঝাড়িয়ে তাড়াচ্ছি।

উর্ব্বশী। আমি না গেলে—তুই কেমন ক'রে তাড়াবি?

কঞ্চুকী। কি ক'রে তাড়াব? তবে আর মিতে কি ব'লে দিলে? অম্বিকা-

দেবীর স্থানে অন্ধকারে তবে কি ক'র্‌তে গেলুম? তুই যেথাকার ভান, সেখানে তোকে চালান না দিয়ে আমি আর নিশ্চিন্ত হ'চ্চি না।

উর্ব্বশী। অম্বিকাদেবী কি বলেছেন?

কঞ্চুকী। সে দেখ্‌তে পাবি; যখন গাঙ্‌ পার হ'য়ে যাবি—তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি।

উর্ব্বশী। তুই কি আমায় তাড়াবার জন্য এসেছিস্?

কঞ্চুকী। তা নয় তো কি— তুই ঘাড়ে চাপ্‌বি, ঘাড় পেতে দিতে এসেছি!

উর্ব্বশী। আচ্ছা, আমি কে বল্ দেখি?

কঞ্চুকী। তোর কে কুলুচী দেখেছে বল? কোন্ শ্যাওড়াবনের কি হবি—আর কি!

উর্ব্বশী। আমি অপ্সরী।

কঞ্চুকী। বটে!—তোরা কি মুখে ক'রে যাস্ বল?—আমায় বাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। শিল, নোড়া, খেংরা, ঝাঁটা যা পছন্দ হয়—জোগাড় ক'রে রাখ্‌চি।

উর্ব্বশী। তোদের রাজা কোথায়?

কঞ্চুকী। সে সন্ধান তোরে বলি! আমায় হ্যাকা পেলি আর কি! আচ্ছা তোর ঘোড়া-রোগ হ'লো কেন?

উর্ব্বশী। তুই ঠিক ব'ল্‌ছিস্—আমায় তাড়াবি?

কঞ্চুকী। ঠিক্। তোরে একটা ভাল কথা বলি, শেষটা কেন নাকাল হ'য়ে যাবি। ছাখ্, বোঝ্—তোকে যেতেই হবে। আমার মিতে যখন ব'লেছে—তোরে যেতেই হবে। তুই তো শুধু ঘুড়ী হোস্—সে মাছ হয়, বরা হয়, আরও কত কি হয়—তার সঙ্গে তুই পার্‌বি?

উর্ব্বশী।
হে ব্রাহ্মণ, শ্রীচরণ দেহ মোর শিরে,
কৃষ্ণ তব মিতা?
দুহিতায় এতদিনে পড়েছে কি মনে!
দ্বিজোত্তম, কর আশীর্ব্বাদ,
পূরে যেন সাধ, কর পার—অকূল পাথার!
ব'লো মিতারে তোমার,
যন্ত্রণা সহিতে আর নারি।

কঞ্চুকী। ও বাবা, এ যে মন্তর ঝাড়্‌ছে—আমার বুক কেমন ক'চ্চে! আমার

ঘাড়ে চাপ্‌বার যোগাড় ক'চ্চে না কি? না না, কথা ভাল নয়—সরে পড়ি!

প্রস্থান

উর্ব্বশী। দীননাথ, একান্ত ভরসা তব;
অন্তর বিকল—পল বহে বর্ষ সম।
দৈত্য-অরি, দুস্তরে কাণ্ডারী!—
দুর্গতি কর হে দূর।

সুভদ্রার প্রবেশ

কাঁপে প্রাণ সন্ধির প্রস্তাবে।
শুনি চন্দ্রাননি,
দণ্ডী চায় যদুনাথে অর্পিতে আমায়;
হবে তায় রণ নিবারণ।
দুরন্ত সন্তাপে তবে কিসে পাব ত্রাণ?

সুভদ্রা। কর, মাতা, শোক সম্বরণ।
দণ্ডী যদি চাহে তোমা করিতে অর্পণ,
তথাপি না ত্যজিব তোমারে।
কিবা ভয়? রহ অসংশয়,
দণ্ডী সনে দিছি আমি তোমারে আশ্রয়।

উর্ব্বশী। শুন ভদ্রা, সংশয় উদয় হয় মনে,
শাপমুক্তা হব অষ্টবজ্র দরশনে।
কিন্তু নারী আমি,
অষ্টবজ্র কেমনে দেখিব?
রণস্থলে কেমনে মা যাব?
মূৰ্চ্ছিতা হইব অস্ত্রনাদ শুনি কাণে!
শুন নাই বজ্রের ঝঙ্কার,
বজ্র বলি যেই শব্দ ধরায় প্রচার—
শতকোটী গর্জ্জন তাহার,
বৃত্রাসুরঘাতী বজ্র-ঝঙ্কারের সহ,
না হয় তুলনা!

অষ্টবজ্র না জানি কেমন !
না জানি কি গভীর গর্জ্জন—
নিয়ত উত্থিত তাহে।
ব্রহ্মশির, নারায়ণ, পাশুপত আদি
মহা অস্ত্র বজ্র যাহে বারে,
গভীর ঝঙ্কারে কেমনে রহিব স্থির !
দিবসে বাধিবে রণ,
জান আমি দিবসে অশ্বিনী,
জ্বালাইতে অনুতাপ স্মৃতি মাত্র জাগে,
নহে অশ্ব সম প্রকৃতি সকলি !
রণস্থলে কিরূপে যাইব ?
অষ্টবজ্র কেমনে হেরিব ?
শাপ, মাতা, কিসে হবে বিমোচন !

সুভদ্রা। ঠাকুরাণি, দুশ্চিন্তা ক'রো না অকারণ !
কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী তোমার সহায়।
আমি দাসী তাঁর, প্রসাদে তাঁহার—
রণ-স্থলে আমি ল'য়ে যাব।
মিছে কেন ভাব ?—
ক'রেছেন ঈশানী উপায়।

উর্ব্বশী। তব ভাষে, সুহাসিনি, অন্তর জুড়ায়।
কিন্তু ক্ষম মাতা,
তবু মনে না হয় প্রত্যয়,
নারী তুমি, কেমনে যাইবে রণে ?
শুনেছি, মা, রণ-কোলাহল,
দৈত্যদল আক্রমিলে স্বর্গপুরী।
উঠে শিহরি অন্তর, মনে হ'লে রণনাদ !
সামান্য গো নহে রণস্থল,
ঢাকি রবি-শশী-তারা,
দেখেছ, মা, ঘোরতর বারি-বরিষণ,
দামিনী দলক, কঠোর নিনাদ ধ্বনি,

সেই মত অস্ত্রধারা হয় বরিষণ।
ঘন ঘন অস্ত্রদীপ্তি চমকে আঁধারে।
পুনঃ পুনঃ কঠোর নিনাদ,
পুনঃ পুনঃ ঘোর অন্ধকার!

সুভদ্রা। ওই মত ধরণীতে হয় বহু রণ;
দেখিয়াছি ঐ মত অস্ত্র-বরিষণ,
মহাঅস্ত্র চমক চপলা সম।
ওই মত অস্ত্রের নিনাদ,
শুনিয়াছি উদ্বাহের দিনে।
অশ্ব-রজ্জু সে সময়ে ছিল করে মম।
নিশ্চয় অশ্বিনী ল'য়ে যাব রণ-স্থলে।
তবু যদি সন্দ দূর না হয়, সুন্দরি,
কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী কৃষ্ণ-অনুরোধে—
আবির্ভাব রণাঙ্গনা হইয়ে হৃদয়ে,
সুরেশ্বরী শক্তিদান করিবে আমায়।
দেব-দৈত্য-নরমাঝে নির্ভয়ে পশিব,
করিব তোমারে সাথী করি অঙ্গীকার।

উর্ব্বশী। কুলাঙ্গনা তুমি, নাহি পরদৃষ্টি সহে,
বিশেষতঃ পাণ্ডব-আশ্রয়ে—
দেখেছি, মা, পাণ্ডবের কুলবধূ-রীতি।
স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতল আদি সমরে হইবে প্রতিবাদী,
কেমনে মা পাণ্ডবঘরণি—
দিনমণি না স্পর্শে যাহারে—
কুলাচার-বর্জ্জিত ব্যাভার—
সমরে হইবে উপস্থিত?
কবে কিবা পতি, দেবর, ভাসুর,
বীরশ্রেষ্ঠ শ্বশুর ঠাকুর—প্রতিবাসী জ্ঞাতিগণে?
কহ গো কেমনে, রণস্থলে পশিবে মা তুমি?
আমা হেতু হবে কি গো কলঙ্ক-সঞ্চার!

সুভদ্রা। চিন্তা দূর কর, ঠাকুরাণি!

তুমি মম কুলের জননী—
চন্দ্রবংশধর পুরুরবা-বিমোহিনী।
ঠাকুরাণি, যাব তব সাথে—লাজ কিবা তাতে?
দোষী কেবা করিবে আমায়?
পুত্রবধূ—কুলাঙ্গনা-অনুগামী সদা।

উর্ব্বশী। জিতেন্দ্রিয় পতির কথায়
শিখিয়াছ—আমি কুলনারী।
কিন্তু, মাতা, লাজ পরিহরি
পাপ ব্যক্ত করি মা তোমায়;—
স্বর্গে যবে হেরিনু অর্জ্জুনে,
পুরুরবা-নারী আমি হ'নু বিস্মরণ,
বুঝ, মাতা, সে লাজের কথা।
মন দিয়া শুন, বৎসে, সন্দেহ কারণ,—
হের, শুভে, আকাশ-নির্ম্মিত এই তনু,
নাহি কভু ক্ষয়;
কিন্তু ব্যোমকেশ শূলাঘাতে করে ব্যোম নাশ,
সেই শূলী আগত সংগ্রামে!
যাহে হয় প্রলয় উদয়—
হেন ত্রিশূল-অনলে পরমাণু হবে পুনঃ তনু!

সুভদ্রা। যারে হেরি শিব শবময়,
ধূলায় লুটায় রাঙা-পদ লয় হৃদিমাঝে!
সেই অম্বিকা সহায়, ত্র্যম্বকে কি ভয়?
অভয় হৃদয়ে তুমি রহ, সুকেশিনি!
দেখেছ পতাকা মম ঘরে,
রক্তিম পতাকা ওই দেবীর সিন্দুরে—
যে সিন্দুর কিঙ্করী,—মাতার প্রসাদ আনি দিল।
সিন্দুরে আরক্ত ধ্বজা পবনে উড়িবে,
উড়াইবে মহাঅস্ত্র যত—ঝটিকায় তৃণ হেন।
শঙ্কা ত্যজ শশাঙ্ক-আননি!—

বুঝি আসিছেন ভীষ্মদেব।
জ্ঞান হয়, অনুরোধ অশ্বিনী কারণ। উর্ব্বশীর প্রস্থান

ভীম ও ভীষ্মের প্রবেশ

ভীম। শুন, মাতা, পিতামহ স্বরূপ কহিল,
তার যদি হ'য়ে থাকে মন,
কৃষ্ণে করে অশ্বিনা অর্পণ,—
বিবাদ তাহার হেতু, আর কিসে বাদ?
রণ নাহি প্রয়োজন!

সুভদ্রা। হে আর্য্য! মার্জ্জনা কর অবলা দাসীরে,
পিতামহ দেন হেন উপদেশ?
কব আমি অভিমন্যে,
পিতামহ হেতু চিতা করিতে প্রস্তুত।
ইচ্ছা-মৃত্যু যদি—তবু মৃত্যু নিকট উঁহার।

ভীষ্ম। নাতিনী হইয়ে কহ মোরে কটুবাণী!
ন্যায্য কথা! কেন দ্বন্দ্ব কিবা প্রয়োজন?
ভাবে সুভদ্রা সুন্দরী, শঙ্করেরে ডরি
করি আমি রণ পরিহার।
শুন বৃকোদর,
বহু অস্ত্র-প্রভা আমি দেখেছি সমরে,
সত্য কহি,
ত্রিশূল-প্রভাব দেখিতে বড়ই সাধ,
কিন্তু দণ্ডী ঘটায় প্রমাদ, ঘুচায় বিবাদ;
নেতা-পদ দিয়াছ আমায়,
কহ, কিরূপে করিব আমি অন্যায় আচার?

ভীম। শুন বীরবর, ভারত-ঈশ্বর,
কুললক্ষ্মী ভদ্রা মাতা কুলরীতি জানে।
কুলরীতি কহে, দেব, কুলাঙ্গনাগণে;
ভদ্রা লজ্জাশীলা হইয়ে বিকলা,
মনোখেদে রুষ্টকথা কহিল তোমায়।
জিজ্ঞাসি মাতায়—তাঁর অভিপ্রায়।

ভীম। বৃকোদর, স্থূলবুদ্ধি কে বলে তোমারে ?
অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তব !
ভাল ভাল, বুঝি কুলরীতি ;
কহে হৃদয় আমার—নিশ্চয় সমর শ্রেয়।

ভীম। শুন, মাতা, খুল্লতাত-বাণী যবে শ্রবণে পশিল,
উদয় হইল মনে
এক ঘায় নাশি পাতকীরে।
কিন্তু পুত্র সম্বোধন, সাধ্বি, করেছ তাহায়,
করিলাম রোষ সম্বরণ।
পুনঃ আচার্য্য-বচনে—
পিতামহ করেছেন স্থির,
সমরে নাহিক প্রয়োজন।
এ বচনে প্রথমতঃ উঠেছিল মনে,
সেই মত কহিলাম পিতামহে।
কবে ত্রিভুবন মিলি,
ভয়ে অনেক বুঝায়ে, বৃদ্ধ গঙ্গার নন্দন
করিবারে অশ্বিনী অর্পণ—
উপদেশ দিয়াছেন অবন্তি-ঈশ্বরে !
বীরবাক্যে বীরশ্রেষ্ঠ বীর,
মধুর সম্ভাষে কহিল আমায়,
"বৃকোদর, প্রাণ কিরে না চায় আমার—
শঙ্করের সহ রণ।"
লজ্জা হ'ল বৃদ্ধের বচনে।
বুঝিলাম যার ধন—সেই করে সমর্পণ,
বাদী কেন হব, করে যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ !

সুভদ্রা। ভারতবংশের রীতি শুনেছি যেমন,
আর্য্যগণ সমীপে বর্ণিব সেই মত।
সূর্য্যবংশ প্রকট ত্রেতায়,
রামচন্দ্র সূর্য্যবংশধর,
একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিলা ধরায়।

চন্দ্রবংশ উদয় দ্বাপরে।
মহা-বংশোদ্ভুত পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণে,
করিল ভারত অধিকার।
ভরত হইতে নাম ভারতভূমির।
পররাজ্য ধন, বাহুবলে ক্ষত্রিয় গ্রহণ করে।
অন্যায় সমরে পিতামহ হরিতে গোধন
মৎস্যরাজ্যে করিলেন আগমন।
দণ্ডী আছিল আশ্রয়ে, পেয়ে ভয়—
হয় যদি অরির আশ্রিত,
অশ্বিনী রতন তার রাজ-প্রয়োজন ;
এ হেন রতন, অনুমানি করিতে অর্জ্জন
বীর্য্যবান্ ভারতের রাজগণে,—
পরে নারায়ণে করিত অর্পণ,
নারায়ণ জানাইলে প্রয়োজন।
সাক্ষী তার পিতামহ ভারতপ্রবর,
সম্মুখ সমরে—অস্ত্র ত্যাগ করাইল ভৃগুরামে ;
পরে যথাবিধি করিলেন স্তুতি।
নাগ, নর, অমর প্রভৃতি
দেখেছিল ভারতবংশের রীতি।

ভীষ্ম। সত্য, ভীম, ভারতবংশের এই রীতি।
বৃদ্ধ হ'য়েছি সম্প্রতি ;
কহে পাছে উগ্র আজো প্রাচীন বয়সে;
সেই হেতু সন্ধিকথা আনি মুখে।
সত্য মম কুললক্ষ্মী দেছে উপদেশ !

ভীম। তবে রণ—রণ পিতামহ !
হে বীরকেশরি, পদে নিবেদন—
ব্যূহ যবে করিবে স্থাপন,
হলধর-সম্মুখে স্থাপিও, প্রভু, মোরে।
শুনি বীর মহা বলধর—
যাদব সেনার নেতা।

আক্রমিব চক্রধরে বিমুখি তাঁহারে।
কুললক্ষ্মী—কুলদেবী মম!
ঘৃতস্রোত দানে যথা প্রবল অনল
ক্ষণকাল হয় হীনবল—হইতে উজ্জ্বলতর,
সেইরূপ প্রজ্জ্বলিত সমর-উৎসাহ
সন্ধির প্রস্তাবে—
হয়েছিল হীনবল ক্ষণকাল তরে।

ভীম। শুন ভীম, নাহি আর কথার সময়,
মহাদেবী কুললক্ষ্মী মম!
জিনিয়া সমর—
করিব অশ্বিনী দান কৃষ্ণের চরণে।
চল, চল—
সন্ধির প্রস্তাব শুনি নিরুৎসাহ সেনা।
চল বৃকোদর—বংশধর বংশের গৌরব—
মিলাইলে শঙ্করে সমরে।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

দণ্ডী ও সুভদ্রা

দণ্ডী। মা গো,
যাদব বিরূপ মম দৈব বিড়ম্বনে,
কর্ম্মদোষে করিলাম বিপক্ষ পাণ্ডবে—
ছিল ভাল গঙ্গাজলে তনু বিসর্জ্জন।

সুভদ্রা। বৎস, শুনেছি সকল বিবরণ,
ঈর্ষ্যাবশে গিয়েছিলে কৃষ্ণের সদন।
কিন্তু তুমি ত্যজ ভয়-মন ;
পুত্র বলি দিয়েছি আশ্বাস,
কৃষ্ণকণ্ঠে যাবৎ রহিবে মম প্রাণ,
জেনো বৎস,
নাহিক তোমার অকল্যাণ।
কিন্তু হায় অকারণ,
পার্থোপরে বিদ্বেষ তোমার।
জানিহ নিশ্চয়, জিতেন্দ্রিয় ধনঞ্জয়—
মাতৃজ্ঞান করে বীর উর্ব্বশী-দেবীরে।

দণ্ডী। বৃথা মা করুণাময়ি, কর গো ভৎ সনা!
জান না যন্ত্রণা,
হৃদি-মাঝে জলে তুষানল,
প্রতিদানহীন প্রেমাগুন!
ধূমাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক আমার—
হিতাহিত নাহিক বিচার—
মরি, মাতা, পিশাচীর প্রেমের তৃষায়।

সুভদ্রা। ছিঃ ছিঃ—কেন মোহে কর আত্ম-বিসর্জ্জন!

যে নহে তোমার—
কেন বার বার আকিঞ্চন তার?
বিবেক-আশ্রয়ে কর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ,
অকারণ কেন জলো বাসনা তৃষায়?

দণ্ডী। মাতা,
সত্য করি নিবেদন পাদ-পদ্মে তব,
অনুতাপ-তাপে তৃষা হইয়াছে নাশ।
রাজার নন্দন, পিশাচী কারণ,
পিতৃ-রাজ্য দি'ছি বিসর্জ্জন!
পতিপ্রাণা রমণী বঞ্চিয়ে—
আত্মজে ত্যজিয়ে—
হইলাম শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী।
প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞানে জাহ্নবী-জীবনে—
তনুত্যাগ সঙ্কল্প করিনু।
শুন মাতা,
পাইলাম প্রতিদান কিবা।
কহে দুষ্টা, যাইলে নিকটে—
শ্বাস-বায়ু বাজে তার কায়।
ঘৃণায় সে ফিরিয়া না চায়,
এ জ্বালায় কার মতি রহে স্থির?
মজিলাম প্রেতিনী আনিয়ে বন হ'তে!
সংশয় জীবন,
শুনি বিবরণ, অর্জ্জুন বধিবে প্রাণ!

সুভদ্রা। অবগত নহ, বৎস, পাণ্ডব-চরিত।
কুৎসা কিবা ছার—
নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা করিয়ে,
হইলে শরণাগত—রাখিত পাণ্ডব।
বংশধরে করিয়ে সংহার,
কেহ যদি মাগে পরিহার,
তখনি নিস্তার তার পাণ্ডবের করে।

কিন্তু কর দুরাশা বর্জ্জন,
ধরায় না ফুটে কভু স্বর্গের কুসুম !
উর্ব্বশী জননী, ইন্দ্র-সোহাগিনী,
ঋষি-শাপে ধরণীবাসিনী।
কর তুমি প্রেমের গরিমা ?
ধরায় বাঁধিতে চাও ত্রিদিব-রঞ্জিনী !
জেনো বৎস,—প্রেম নয় স্বার্থপর,
আত্ম-ত্যাগ প্রেমের লক্ষণ,
মোহ মাত্র প্রেমের এ ভাগে।
যদি প্রেম হইত বিকাশ,
হেরি তার বদনে নিরাশ—
অশ্রুধার ঝরিত তোমার !—
দুঃখ-ভার মোচন কারণ,
কায়মন করিতে অর্পণ।
পর-দুঃখে শিক্ষা কর আত্ম-বিসর্জ্জন,
ধন্য হবে মানব জীবন,
আত্ম-ত্যাগী পায় মাত্র আনন্দ আস্বাদ,
নহে বিষাদ—বিষাদ—
বিষাদ-পূরিত এই ধরা !
শুন, দূর সৈন্য-কোলাহল,
আসন্ন সমর—
নাহি ভয়—রহ স্থির চিতে।
নাহি আর কথার সময়—
বহু কার্য্য আছে মম।

প্রস্থান

দণ্ডী। জীবন-মমতা ধন্য, ধন্য রূপ-তৃষা,
ফুরা'ল সকলি, তবু আকাঙ্ক্ষা রহিল,
হায় যদি উর্ব্বশী চাহিত ফিরে !

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির

যুধি। হের দূরে, ভারত-প্রধান,
দেবসেনাগণে আগুয়ান পুনঃ রণে।
হের পুনঃ সাজায়ে বাহিনী
ত্রিপুরারি অগ্রসর বৃষধ্বজ-রথে;
শুন ঘন ঘন পিনাক টঙ্কার,
বিদ্যুৎঝলার সম দেব-অস্ত্র ঝলে!
হের ঐরাবতে পুরন্দর চলে,
আক্রমিতে দুর্য্যোধনে!
শক্তিধর লক্ষ্য করি আসে ধনঞ্জয়ে।
ভীম-গদাধর যক্ষের ঈশ্বর,
যক্ষ দল বলে—
ধায় দ্রুত পাঞ্চালে করিতে আক্রমণ।
আসে তূর্ণ দানবীয় সেনা
বিরাটের বল চূর্ণ হেতু!
হের বিভীষণ, অনল সমান রোষে
রক্ষগণে করে উত্তেজনা
ঘটোৎকচ নাশ হেতু।
কৃষ্ণ, হলধর, প্রদ্যুম্ন প্রখর—
যদুগণে উৎসাহ প্রদানে
ভীমসেনে লক্ষ্য করি।
পবন, শমন, বরুণ, তপন,
বিরিঞ্চি, অনল মহাবল
সহ নিজ দল বল—
চলে বামপাশে বেড়িতে বাহিনী।
আসে অরি প্রলয়-প্লাবন!

ভীষ্ম। শুন, যুধিষ্ঠির, হও স্থির—
পুনঃ দেবসেনা মুহূর্ত্তে ফেরাব।
অস্ত্র ধনু বশিষ্ঠ দানিল—
ভুবন বুঝিল তার বল ;
হের ধনু কোদণ্ড সমান,
মূর্ত্তিমান মহাবাণ তুণে ;
বারিব শঙ্করে, অসুর, অমরে,
যাদব-গৌরব লাঘব করিব রণে।
ক্ষত্র অস্ত্রধর, হও অগ্রসর—
আসন্ন সমর পুনঃ।
দলো পুনঃ দেব-দৈত্যদলে—
বাহুবলে প্রভুত্ব স্থাপহ ভূমণ্ডলে !
ধাও, বীর, বিরিঞ্চিরে কর নিবারণ,
রুধি আমি কৈলাসীর ঠাট।

উভয়ের প্রস্থান

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ

দুর্য্যো। হের, সখা, একেশ্বর বৃকোদর
চূর্ণ করে যাদব-বাহিনী।
পুরন্দরে সত্বরে আক্রমি আমি।
শমনে দমিছে অশ্বত্থামা,—
রোধ, বীর অন্য দেবগণে।

দুর্য্যোধনের প্রস্থান

কর্ণ। নির্লজ্জ এ দেবসেনাগণ,
সমরে না রহে স্থির,
দেখি পুনঃ কি সাহসে আসে।

প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

ভীম। হে অর্জ্জুন, শক্তিধরে নিবার সত্বরে,
হের শিখী 'পরে ধায় তারকারি,
শঙ্করের সাহায্য কারণে, আক্রমিতে পিনাকী

ধন্য ধন্য ভারতপ্রবর,
খরতর অস্ত্রের নির্ঝর,
ঢাকিয়াছে ত্রিপুরারি ;—
রজত ভূধর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত যেন !
সহদেব, নকুল সুমতি—
ধাও দ্রুতগতি,—
পুরন্দরে সাহায্য প্রদানে
পশে রণে অশ্বিনী কুমার—
ধাও দ্রুতগতি, দেব-দর্প কর চুর।
ঘটোৎকচ, হের কি কৌতুক,
দর্প করে রক্ষ-সেনাগণে,
কতক্ষণ সহ, বীর!
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্ট দৈত্যদলে—
দল বাহুবলে।
অভয় হৃদয়ে সৈন্যাধ্যক্ষচয়,—
দেহ হানা—দেব-সেনা এখনি ভাঙ্গিব।
রহ রহ যক্ষের ঈশ্বর,
হুঙ্কার ঘুচাই তব।

প্রস্থান

দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। যুঝে অশ্বথামা মৃত্যুনাথ সনে,
কৃপাচার্য্য, শীঘ্র পশো সাহায্যে তাহার।

প্রস্থান

ভীমের পুনঃ প্রবেশ

ভীম। নেহার, অর্জ্জুন, একা বৃকোদর—
পশিয়াছে বিপক্ষবাহিনী ভেদি।
অনল উথাল ছাড় অস্ত্রজাল,
বিদ্ধ শীঘ্র বিপক্ষবাহিনী।
ধন্য বৃকোদর, ধন্য গদাধর—
একা রোধে শত যোধে।

এস, রথীবৃন্দ, দ্বন্দ্ব করি অবসান—
বলবান্ শত্রু পরাজয়ি।

প্রস্থান

উভয় দিক হইতে ভীম ও বলরামের প্রবেশ

বল। কোথা যাও, রণ মোরে দেহ বৃকোদর,—
হলের ফলকে পাঠাইব ছায়ালোকে।
কর, দুষ্ট, যাদবে চালন—
হেন স্পর্দ্ধা হীন জন হ'য়ে?

ভীম। হলধর, কেমনে কহিলে কহ হীন জন?
যাদব-বিক্রম পঞ্চবার পরীক্ষিত রণে।
শস্য জন্মে হলের ফলক সঞ্চালনে—
বীরদেহে নাহি পশে।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। ভীমে বধি বধহ পাণ্ডবে।

ভীম। ডাক, হরি, আর কেবা সহায় তোমার!
দেখ চেয়ে, ফিরে নাহি চায়—
শৃগালের প্রায় পলায় স্বপক্ষীয় বীরগণ।

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ভীষ্ম ও মহাদেবের প্রবেশ

মহা। নির্ম্মূল করিব ক্ষত্রকুল।

ভীষ্ম। কৃত্তিবাস, করিয়াছ বিক্রম প্রকাশ—
কর পুনঃ যথা অভিলাষ, দেব!

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

ইন্দ্র। বিনাশিব পাণ্ডবে এখনি।

অর্জ্জুন। ত্রিদিব-ঈশ্বর,
বিফল গর্জ্জনে পাণ্ডব না পাবে ডর।

যুদ্ধ করিতে করিতে বীরগণের প্রবেশ ও প্রস্থান

বলরাম ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

বল। হে প্রদ্যুম্ন, কেন মোরে বার'—
বৃকোদর বধুক আমায়,
ঘুচুক দারুণ জ্বালা!
গোবিন্দ অনন্ত বলি করে ব্যাখ্যা মম,
পরাক্রম বিদিত হইল
ভীমসেন বারে মোরে।
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ এ জীবনে—
ধিক্ হলধর নামে—
সংগ্রামে সামান্য নরে করে পরাজয়!
ছেদি বাহু অগ্নি-কুণ্ডে প্রদানি আহুতি,
তুষানলে ত্যজি হেয় প্রাণ—
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ!
জিনে মোরে কুন্তীর নন্দন,
বৃথা প্রাণ ধরি, ত্যজ সম্বরারি,
ছিঃ ছিঃ—কেন মাতৃগর্ভে না হ'ল মরণ!
ভুবন হেরিল—গৌরব টুটিল—
পরাজিল—পরাজিল বার বার!

প্রদ্যুম্ন। শুন শুন, বীর অবতার,
কুক্ষণে যাদবসেনা রণে আগুসার,
কব, দেব, কি অধিক আর—
বার বার সুতপুত্র করে পরাজয়!
হেরি, দেব, দুর্দ্দিন উদয়,—
না জানি কি মায়ার প্রভাবে—
প্রবল ভারতবংশ যাদব-সংগ্রামে।
কৃষ্ণসনে করিয়া যুকতি,
কর, রথি, যে হয় বিহিত।
রণে যাওয়া নহে তো উচিত,
জর জর কলেবর তব ;—
দাসে ভিক্ষা দেহ, দেব, যেও না সমরে।

বল। শুন কথা, প্রদ্যুম্ন, নিশ্চিত—
গোবিন্দ পাণ্ডব সনে প্রীত,
এ সকল তাহারি কৌশল দেখি।
প্রাণ দিব তাহারি সম্মুখে—
বার বার অপমান পাণ্ডবের হাতে!

উভয়ের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। চক্রধর, হের দেব অদ্ভুত সমর,
দেব, রক্ষ, যক্ষের ঈশ্বর,
পুনঃ ভঙ্গিয়ান হের বিপক্ষ-বিক্রমে!
হলধর অশক্ত সমরে,
উদাস তোমারে হেরি, হরি!
এ তত্ত্ব বুঝিতে কিছু নারি,
কার বলে বলীয়ান অরি—
শমনে সমরে বারে!
হের, দেব, ধূমহীন অগ্নির সমান—
দ্রোণ বীর্য্যবান্,
ত্যজে অস্ত্র—প্রদীপ্ত সংসার তেজে!
আশ্চর্য্য কথন, গঙ্গাধরে গঙ্গার নন্দন
নিবারণ করে অনায়াসে।
শুন পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীব-ঝঙ্কার,
স্বপক্ষ আকুল মহারণে।
জিনি শত পবন-হুঙ্কার,
পর্ব্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার—
বৃকোদর সঞ্চালনে।
রাম-শিষ্য কর্ণ মহাশূর, দর্প করে চুর!—
হের, ঐরাবত ফেরে কৌরবপতির গদা ঘায়!
বিরিঞ্চি সমরে নহে স্থির—
খণ্ড তনু যুধিষ্ঠির শরে!
পরাজয় নিশ্চয় নেহারি;

করহ উপায়—
নহে যায় যায়, হয় সর্ব্বনাশ ;
বীরগণ হতাশ গণিছে !

কৃষ্ণ। যাও তুমি সত্বর সাত্যকি,—
নমস্কার দেহ মম শঙ্কর-চরণে,
কহ দেবদেবে এ আহবে ধরিতে ত্রিশূল,
বিরিঞ্চিরে লইবারে কমণ্ডলু ;
ইন্দ্রে কহ—
বজ্র ল'য়ে করে—সংহারে বিপক্ষদলে ;
মহাপাশ ধরুন বরুণ,
শক্তিধরে শক্তি লইবারে কহ,
কহ মৃত্যুনাথে দণ্ড হাতে অরাতি নাশিতে,
আমি চক্র করিব ধারণ—
রিপুকুল করিতে নিধন।
আগত যামিনী,
তাহে যেন কেহ নাহি রণে দেয় ক্ষমা।
দিবানিশি করিব সমর,
রিপুক্ষয় যদবধি নাহি হয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির-অভ্যন্তর

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, কার্ত্তিক ও দেবসৈন্যগণ

ব্রহ্মা। সৃষ্টিনাশ কর, কৃত্তিবাস—
ধরি শূল নির্ম্মূল করহ ক্ষত্রকুল !
অপমান প্রাণে নাহি সহে !
দাবানল সম হৃদি দহে,
অমরে জিনিল নরে !
ত্রিপুরারি, তারকারি, মুরারিচালিত—

দেবসেনা সাগর-তরঙ্গ সম,
বিমুখিল কৌরব-পাণ্ডব !
বজ্র করে ধর, বজ্রধর,
মহাপাশ নিক্ষেপ' বরুণ,
লোকহর দণ্ডধর—ধর প্রহরণ,
ভস্ম হ'ক ভীষ্ম—অদ্ভুত রহস্য—
স্থান নাই লজ্জা রাখিবার !

মহা। কার বলে বলী আজি নর !
কহ মুরহর,
কি মায়া-আচ্ছন্ন দেবসেনা ?
যোগ-দৃষ্টি আচ্ছন্ন আমার,
নর-অস্ত্রে বিকল শরীর।

কৃষ্ণ। দেবদেব, এই সে মন্ত্রণা,
উপায় নাহিক ইহা বিনা—
মহাঅস্ত্র নিক্ষেপ উচিত।
হিতাহিত কি আর বিচার,
যায় সৃষ্টি যাক্ ছারখার—
পরিহার মানিতে নারিব, বধিব দুর্ম্মদ অরি।

মহা। ইহা বিনা উপায় নাহিক, দেবসেনা,
ধর নিজ প্রহরণ, প্রবেশ সমরে।

দেব-সৈন্য। জয় জয় মহাদেব, পিনাকি, ত্রিশূলি !
দলি শত্রু—চল রণ-স্থলে।

ইন্দ্র। দেব দিগম্বর, করি যোড়কর।
নিবেদন জানাই চরণে—
খাণ্ডব দাহনে,
ব্যর্থ বজ্র পাণ্ডবের রণে—
সে সময়ে, পাশদণ্ড আদি প্রহরণ,
নিস্তেজ অর্জ্জুন-শরে !
ভাবি তাই পাছে লজ্জা পাই—
মহা-অস্ত্র ধরি পুনঃ।

বিশেষতঃ বুঝ দিগম্বর,
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা অমর সংসারে ;
অশ্বত্থামা শুনিলে মরণ,
তবে হবে দ্রোণের পতন ;
ইচ্ছামৃত্যু গঙ্গার নন্দন।
নাহি হবে পাণ্ডব নিধন, ব্যাসের বচন,
ব্যাস নারায়ণ—
দেবদেব, কহ তুমি বার বার।
তবে হে সংহারকারী, হে ত্রিশূলধারী,
তবে অস্ত্র ত্যাগে কহ কিবা ফল ?
হবে মাত্র দানব প্রবল—
সপ্ত বজ্র ব্যর্থ হেরি রণে।

কৃষ্ণ। চক্র মম ব্যর্থ কভু নয়—
লোকক্ষয় শূল নহে বিফল ত্রিকালে।

কার্ত্তিক। দেব ত্রিলোচন, পদে নিবেদন—
হেন রঙ্গ কভু না নেহারি,
রহে মৃত্তিকায় মৃত্তিকার কায়,
মহা অস্ত্র দেহে নাহি পশে!
গাণ্ডীব-ঝঙ্কারে বধির শ্রবণ ;
অবশ্য রয়েছে কোন নিগূঢ় কারণ!
নরে করে ভুবন বিজয়,
হেন অসম্ভব কিসে হইল সম্ভব—
পঞ্চানন পরাভব রণে!
জ্ঞান হয়,
মায়ের প্রভায় ঘটে হেন অঘটন।

মহা। যেবা হয় শূলক্ষেপ করিব নিশ্চয়,
দেখি, কে সহে প্রভাব তার ?
চল—চল অমরমণ্ডল,
গর্ব্বিত ভারতবংশ ধ্বংস করি রণে।

দেব-সৈন্য। জয় জয় ত্রিপুরারি! প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। শুন সুকেশিনি,
কেন তুমি হও অভিমানী ?
সহদেব, নকুল দুর্ব্বার,
পরাজিয়ে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ে—
পুরন্দরে বিমুখি সমরে, রক্ষিয়াছে দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন হয় নি নিধন,
গদাঘাতে করিছি বারণ—
দেব-অস্ত্রাঘাত তার প্রতি।
জিয়ে সে দুর্ম্মতি শত ভাই দুর্য্যোধন
অদ্ভুত এ ভুজদ্বয় বলে ;
ধৃতরাষ্ট্র-বংশধর রয়েছে কুশলে—
রণস্থলে গদা ঘায় হইতে নিধন।
ত্যজ শোক মন—তব প্রতিজ্ঞাপূরণ,
এলোকেশি, বেণীর বন্ধন—
হবে, সাধ্বি, কৃষ্ণসখাগুণে।
গদা ধরি রক্ষা করি কৌরবের দল,
কেশব সহায় তায় !
তাঁরি পদধ্যানে—
শব সম হেরি, দেবি, বিপক্ষ-বাহিনী।

দ্রৌপদী। শুন, বীরমণি, নহি অভিমানী,
দুঃশাসন-বক্ষ-রক্ত করিব দর্শন—
নহে মম পণ,
প্রতিজ্ঞা তোমার বীরেশ্বর !
পাণ্ডব-ঘরণী, এলায়েছে বেণী,
পুনঃ বেণী করিব বন্ধন—

দুঃশাসন পড়িলে সমরে।
কিন্তু তার বধভার নহে ত আমার—
প্রতিজ্ঞা তোমার।
কি তোমারে কব মন-খেদ,—
সুভদ্রার সনে কথা ক'য়ে,
গেল পার্থ সমরে সাজিয়ে,
না আসিল মম অন্তঃপুরে।
হয় তাই মনে—বুঝি পাণ্ডুপুত্রগণে,
সভাস্থলে অপমান না সহিল,
বুঝি মনে মনে সকলে ভাবিল,
পঞ্চ স্বামী—বেশ্যা মধ্যে গণ্য তার!

ভীম। শুন, দেবি, যুধিষ্ঠির তব স্বামী,
কটুবাণী কেন কহ দ্রুপদনন্দিনি!
তুমি রাজ্যেশ্বরী,
তব অপমান করিয়াছে কৌরব-প্রধান,
প্রতিদানে পাণ্ডব বিমুখ—
কেন হেন মনে দেহ স্থান?
শুন, সতি, এ ঘোর সমরে,—
লক্ষ্য ছিল কৌরবের শত ভ্রাতা প্রতি;
রক্ষিতে সবায়—
হের অস্ত্রঘায় খণ্ড খণ্ড তনু মম!
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
অনিবার্য্য কৌরব-পাণ্ডবে রণ;
কেন, সতি, হ'তেছ বিমন?
সতীর সম্মান—রাখিবেন ভগবান।

দ্রৌপদী। বৃকোদর,
তব উপরোধে সহি মাত্র তাপ-ভার।

ভীম। আক্রমণে আসে পুনঃ অরি!
শুন গভীর গর্জ্জন—

বীরাঙ্গনা, শুন পুনঃ গভীর গর্জ্জন,
উপস্থিত রণ।

দ্রৌপদী। মম পণ—অর্পিত তোমার পায়!

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

ভীষ্ম ও জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। ভীষ্মদেব, রণে পুনঃ সজ্জিত অমর।

ভীষ্ম। বুঝেছি লক্ষণে—
অভিমানে স্তব্ধ দেবদল—
ফিরে নাই ত্রিদিব-আলয়।
অনিবার্য্য নিশা রণ;
পার যদি আন কিবা অন্য সমাচার।

দূতের প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

আসন্ন সমর,
কোথা তুমি ছিলে বৃকোদর?
ভেবেছ কি পরাজিত অসুরারি অরি—
ফিরে যাবে আপন আলয়ে?
সেনাপতি শঙ্কর আপনি!
যাও, কর উৎসাহিত সেনানি-নিচয়,
সহজে কি দেবসেনা চায় পরাজয়?
অসুরারিদল ফিরে ফিরে, বৃকোদর,
সমরে মানিয়ে পরাজয়?
যাও ভীম, নিশারণ জানিহ নিশ্চয়,
উত্তেজিত কর ক্লান্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণে।

ভীম। যাই দেব, বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ,
অপরাধ করহ মার্জ্জনা।

ভীমের প্রস্থান

ভীষ্ম। রহ সবে সতর্ক প্রস্তুত,
নিশায় বাধিবে রণ পুনঃ।
দৃঢ় প্রহরণে রহ সাবধানে,
যুদ্ধে অরি পুনঃ বিমুখিব!
মৃত্যু নাই অসুরারি দলে—
জিয়ে তাই দারুণ প্রহারে।
শক্তিহীন জর জর কলেবর সবে।
নাগ, রক্ষ, দানবীয় চমূ,
পলায়েছে নিজ স্থানে।
লজ্জা-ডরে যাদব না ফিরে ঘরে,
আছে মাত্র যাদব, অমর—
পরাভূত অন্য শত্রু যত।

অর্জ্জুন ও দ্রোণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। শুনি, দেব, দেবসেনা করেছে মন্ত্রণা,
শূল আদি সপ্ত বজ্র চালিবে সমরে।
হের, আর্য্য, পাশুপত অস্ত্র গর্জ্জে তুণে,
দে'ছেন পার্ব্বতীনাথ এ দাসে কৃপায়;
শূল তায় পাবে পরাজয় শুনেছি শ্রীমুখে তাঁর।
অস্ত্রের প্রভাবে বিফল হইবে
দেবের অমৃত পান।
ধরি অস্ত্র, যা হবার হবে—
পৃষ্ঠ কেন দিব রণে!
ভীষ্ম। পৃষ্ঠ দিব রণে?
শুন, ধনঞ্জয়, কভু কি এ হয়—
ধনু করে অরাতি দেখিবে পৃষ্ঠদেশ!
মহাঅস্ত্র অবশ্য ত্যজিব,
সপ্তবজ্র ভস্মসাৎ করিব পলকে।

শ্রীরামের শিক্ষাদাতা বশিষ্ঠ ধীমান,
করেছেন ধনুর্ব্বাণ দান,
কোটী বজ্র তূণে আছে মম।
সত্য কিম্বা মিথ্যা কহে বৃদ্ধ পিতামহ,
পথিকের প্রায় বীর দাঁড়ায়ে দেখহ—
একা রথে নিবারি অমরে।

দ্রোণ। বীরবর,
আমি জানি একা তুমি সক্ষম সমরে!
কিন্তু বীর, অন্য ধনুর্দ্ধরে মহা অস্ত্র ধরে,
অব্যর্থ অমর প্রহরণ, ব্যর্থ হয় যার তেজে!
ব্রহ্মশির অশ্বত্থামা ধরে,
ব্রহ্মার নাহিক তাহে ত্রাণ;
ভগদত্ত নরক নন্দন,
রাখে সে বৈষ্ণব অস্ত্র অব্যর্থ বিশিখ;
ধরে গদা যুধামন্যু বীর,
অস্ত্রধারী অরির নিস্তার নাহি তায়!
রামশিষ্য কর্ণ মতিমান,
মহা-অস্ত্র রাম কৈল দান—
সে শরে সম্বরে কে সংসারে;
গুরুর কৃপায়—অস্ত্র মম আছে তূণে।
আজ্ঞা তুমি দেহ, বীরবর,
নহে নিশ্বাস ছাড়িবে যত ক্ষত্র অস্ত্রধর,
মহা রণে যদি নাহি মিশে।
বীরবৃন্দে, ধনুর্দ্ধর, বলহ সত্বর,
দৃঢ় প্রহরণে—আক্রমণে হোক্ অগ্রসর।

ভীষ্ম। যথা কথা কহেছ, সুমতি,
বৃহস্পতি বুদ্ধির প্রভায়!
শীঘ্র যাও—রথীবৃন্দে কহ, মহামতি,
আগুবাড়ি হানা দিতে রণে।
এস—সৈন্য সাজাই, অর্জ্জুন! সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বনপথ

উর্ব্বশী ও সুভদ্রা

উর্ব্বশী। ছিনু তুরঙ্গিণী, রণবার্ত্তা কিছুই না জানি,
সুলোচনা, কর মা বর্ণনা—
কি হ'ল সমরে আজি ?
আইল শর্ব্বরী, কেন কৃশোদরি,
শুনি তবু সৈন্য-কোলাহল ?
বীরকণ্ঠে শুন, বালা, সৈন্য-উত্তেজনা,
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা,
কম্পে ধরা রথগ্রাম-সঞ্চালনে !
সংগ্রাম কি বাধিবে নিশায় ?

সুভদ্রা। লোকমুখে এই মাত্র শুনি সমাচার,
পাঁচ বার পরাভব দেব-অনীকিনী।
বার্ত্তা শুনি, পুনঃ আক্রমিবে—
না জানি কি হবে—
মর নয় অমর অরাতি !

উর্ব্বশী। অগ্নিশিখা প্রায়
অস্ত্র-দীপ্তি নেহার গগনে—
ঘোরনিশা প্রদীপ্ত আভায় !
জ্ঞান হয় দূরে হেরি অসুরারিদল,
যেন সমুদ্র-কল্লোল,—
সপ্ত বজ্র বুঝি মিলিয়াছে, সুবদনি,
রিপুধ্বংস-সঙ্কল্পে ধরেছে দেবগণ !

সুভদ্রা। সত্য তুমি বলেছ, সুন্দরি,
সত্য তব অনুমান।
গর্জ্জে অস্ত্র, আভা উঠে ব্যোমদেশে ;
এ সময় কোথা মা অম্বিকে,

আশ্রিত-পালিকে,
এস এস, হও হৃদে অধিষ্ঠান !
বিশ্বকর্ত্রী শক্তিরূপা তেজের আকর,
নিজ তেজে তেজোময়ী কর দুহিতায় !
উর দেবি, উর মহেশ্বরি.
উর মা শঙ্করি, চন্দ্রচূড়া ব্যোমকেশি !
উর মাতা চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডবিঘাতিনি,
শুম্ভহন্ত্রি, নিশুম্ভনাশিনি, মহিষমর্দ্দিনি, উর !
উর ভয়ঙ্করি, সংহাররূপিণি,
ত্র্যম্বকত্রাসিনি, মহাবিদ্যা উর করালিনি !
এস জগন্মাতা— ডাকিছে দুহিতা—
এস, সতি, সতীর আশ্রয়ে।
চল, চল, চল মা উর্ব্বশি,
চল রণে পশি—
এস এস অষ্টবজ্র করিতে দর্শন।
নাহি ভয়, চল সাথে নির্ভয় হৃদয় !
এস পাছে লক্ষ্য রাখি পতাকায়।
আদ্যাশক্তি-শক্তিপূর্ণা আজি তাঁর দাসী ;
এস, হের স্বচক্ষে, রূপসি,
মার তেজে, তেজস্বিনী নন্দিনী কেমন !

উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

দেব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান

মহাদেব। মেনে লও পরাজয়, গঙ্গার তনয় !

ভীষ্ম। গঙ্গাধর, করহ মার্জ্জনা,
রাখিতে নারিব আজ্ঞা তব।

মেগে লব পরাজয় ক্ষত্র-পুত্র হ'য়ে—
হেন দীক্ষা নাহি মম গুরুর প্রসাদে।

মহাদেব। ত্যজি শূল, কি কহ মুরারি?

কৃষ্ণ। অজ্ঞান ক্ষত্রিয়গণ, শুন, শূলপাণি,
বুঝাইয়ে কহি পুনঃ—
শুন শুন ক্ষত্রিয়মণ্ডল,
অকারণ নাহি কর বল,
প্রবল অমর-তেজ বারিতে নারিবে,
ভস্ম হবে মহা প্রহরণে!
মাগি ক্ষমা ফেরহ কুশলে।

ভীষ্ম। চক্রধর, বার বার দেখায়েছ ডর,
ফল তাহে ফলে নি মুরারি!
ধর্ম্মবলে ক্ষত্রকুল বলী,
দেবদলে দলি দেখাইবে ধর্ম্মের প্রভাব!
হান ত্বরা শূল, চক্র—আছে যা সম্বল।

মহাদেব। হান অস্ত্র, হয় হ'ক, বিশ্বের সংহার!

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। সম্বর সম্বর, শূলপাণি,
মহেশ্বরী-মহিমা বুঝিয়ে।
হের পতাকা দাসীর করে,
রক্তবর্ণ দেবীর সিন্দুরে,
অস্ত্রপ্রভা করেছে হরণ—
যষ্টি সম নিস্তেজ এখন।
প্রভাময়ী সিন্দুর-আভায়
হরিয়াছে প্রভা তার!
দণ্ডধর-দণ্ডে নাহি বল,
শক্তিহীন-শক্তি শক্তিধারী,
হের, হরি, চক্র তব আভাহীন!

মহাদেব। কে ভীষণা, কে গো রণাঙ্গনা,
শূলধর শঙ্কর সম্মুখে রহ?

তত্ত্ব এ তো নহে সাধারণ ;
দেখ, বিধি, যার বিধি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—
সেই মহাশক্তির প্রভাব !
হের অট্টহাস—দিক সুপ্রকাশ,
রণে আসে কপালমালিনী !
শুন খড়্গ গর্জ্জে ঘন ঘন—
মৈ'ষাসুর নিধনে যেমন !
তাথেই তাথেই নৃত্য থেই থেই,
ঘোর রোলে ডাকিনী যোগিনী নাচে !
গণ্ডগোল—শুন ঘোর রোল—
মা ভৈ মা ভৈ—দূর ধ্বনি !
হের পতাকা মোহিনী,
মহাশক্তি-অংশে বীরনারী
করে ধরি স্থিরা রণস্থলে !
রণে ক্ষমা দেহ, দেবগণ !

ভীষ্ম । অস্ত্র সম্বরণ কর, ক্ষত্রিয় সকল,
রণ-ভূমে আসে ভীমা রুধিরদশনা,
রক্তবীজ-বিনাশিনী !
হের ঊষা হীনপ্রভা চরণ-আভায় !
ডাক মায়, বল—"জয় জগজ্জননি" !

সকলে । জয় জয় জগজ্জননি !

পট পরিবর্ত্তন

যোগিনিগণের সহিত কালীর আবির্ভাব

যোগিনিগণের গীত

হিলি হিলি হিলি হিলি, কিলি কিলি কিলি কিলি, পিব রুধিরধার।
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ কপালে খেলা, পরি নর-শির-হার ॥
নর-কর-সারি কিঙ্কিনী পরি, লগনা মগনা রণকেলি করি,
হুঙ্কার ঘোর দিশা বিভোর, গভীর তান, হান্ হান্ হান্ হান্ হান্,
মাতঙ্গিনী রণরঙ্গিণী সমরে বিহরে, অরিদলনী পদ-ভার ॥

সকলে। জয় জয় জগন্মাতা!

সুভদ্রা। শাপ-মুক্ত—কর অষ্টবজ্র দরশন!

দণ্ডীর সহিত কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। মিতে, এই তোর মা? বাঃ বাঃ মিতে, কি তোর মা রে! জয় মা, আমার মিতের মা! (উর্ব্বশীর প্রতি) কেমন বেটী, এবার গাঙ্‌ পারে যা। —আমার মিতে তেমন মিতে নয়। মিতে, রাজাটাকে পায়ে রাখিস্‌, ওর উপর রাগিস্‌ নে।

কৃষ্ণ। তা কি হয়, মিতে! তুমি যার অভয়দাতা, তার কিসের ভয়?
শাপ-মুক্তা উর্ব্বশী,—দ্বন্দ্ব কিবা আর!

মহাদেব। চক্রি, চক্র সকলি তোমার!
ভক্তাধীন, পাণ্ডবের বাড়ালে গৌরব—
পরাভবি পিনাকধারীরে!
ইথে, কৃষ্ণ, আনন্দ অপার—
কৃষ্ণ-প্রেমে পরাজয় মম।

কৃষ্ণ। জিজ্ঞাস মায়েরে, শূলপাণি,
লীলা যার, আমি মাত্র লীলার আধার।

ভীষ্ম। মহেশ্বর, ক্ষত্রিয় সেনার আমি নেতা;
সবার কারণে, মাগি আমি মার্জ্জনা চরণে।

মহাদেব। গঙ্গার নন্দন,
ক্ষত্রগণ নিজ ধর্ম্ম করেছে পালন।
ধর্ম্মরাজ, হোক্‌ ধর্ম্ম পঞ্চভ্রাতা-সাথী।
বৃকোদর, নাহি ভবে তোমার সোসর,
উমা আশ্রিতপালিনী—
সদয়া তোমার প্রতি।
মহাশক্তি-অংশে জন্ম তব, ভদ্রা মাতা,
পূজা তব প্রিয় অম্বিকার,
বীরাঙ্গনা, রণাঙ্গনা অতি প্রীত আশ্রিত-রক্ষণে।

উর্ব্বশী। নমস্তে কালিকে করালবদনী।
তারা বাঘাম্বরা বিভূষণা-ফণি॥

নমস্তে ষোড়শী পঞ্চ প্রেতাসনা।
ভুবন-ঈশ্বরী আরক্ত-বরণা॥
ভৈরব-ত্রাসিনী ভৈরবী নমস্তে।
রুধির-দশনা নমঃ ছিন্নমস্তে॥
ভীমা ধূমাবতী ধূর্জ্জটি-গ্রাসিনী।
বগলা অসুরে মুদ্গরে নাশিনী॥
মাতঙ্গী শ্যামাঙ্গী নম রক্তাম্বরা।
নমঃ মহালক্ষ্মী শিরে সুধা-ঝারা॥
নমঃ মহাবিদ্যা অবিদ্যাবারিণী।
কেশব-জননী তার নিস্তারিণী।

গীত

কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী, নকুল-কুল-কামিনী।
নিবিড় নীরদ নিরুপমা বামা নব-নিশাকর-ভালিনী॥
গোপিনীগণ শ্যামমোহিনী, পূজি তোমা মৃগ-ইন্দ্র-বাহিনী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা উমেশ-আসনা, পূরিল হৃদয়-বাসনা,
চরণ-অরুণ-কিরণ-পরশে হরণ দুখযামিনী॥

(সুভদ্রার প্রতি) বৎসে,
শাপমুক্ত তোমার প্রসাদে।
(দণ্ডীর প্রতি) দণ্ডীরাজ,
বহু যত্ন ক'রেছ দাসীরে;
যাই নিজালয়—
মহাশয়, নিজগুণে কর হে মার্জ্জনা।

নারদ ও দুর্ব্বাসার প্রবেশ

দুর্ব্বাসা। শাপ দিয়ে পাইয়াছি বহু মনস্তাপ,
ক্ষম গো, জননি!

উর্ব্বশী। শাপ নয়, বর তব, দেব!

কঞ্চুকী। দূর দূর! (দণ্ডীর প্রতি) রাজা, আপদ যা'ক্! চল, ভালয় ভালয় দেশে চ'লে যাই। (নারদের প্রতি) দেখ, ঠাকুর, এসেছ—বেশ ক'রেছ, আর কোঁদল বাধিও না।

নারদ। আরে না ঠাকুর, তোমার মিতেই কোঁদলের মূলাধার। অষ্ট বজ্র মেলালে!

কঞ্চুকী। বেশ ক'র্‌লে! (উর্ব্বশীর প্রতি) দূর হ', বেটী, দূর হ'।

কৃষ্ণ। শোক ত্যজ, অবন্তি-ঈশ্বর,
উর্ব্বশীর কৃপায় হেরিলে মহামায়ী—
নরজন্ম সার্থক তোমার!

দণ্ডী। হে মুরারি, ধন্য আমি তোমার কৃপায়!
(কঞ্চুকীর প্রতি) হে ব্রাহ্মণ,
শুভক্ষণে রাজ-গৃহে তব পদার্পণ,
সফল জনম—পিতৃলোক পাইল উদ্ধার।

কঞ্চুকী। মিতে, একটা কথা বলি। এই হানাহানিতে অনেকে মরেচে, তাদের বাঁচিয়ে দে।

কৃষ্ণ। ঐ ছাখ্ মিতে, মার চরণ-প্রভায় সব বেঁচে উঠেছে।

সমবেত সঙ্গীত

হের হর-মনোমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে!
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো, চোখ থাকে তো দেখ্ না চেয়ে॥
বিমল হাসি ক্ষরে শশী,
অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;—
ভ্রমর ভ্রমে, কমল ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে!

যবনিকা

সিরাজদ্দৌলা

চরিত্র

হিন্দু ও মুসলমান পক্ষীয় পুরুষগণ

সিরাজদ্দৌলা	...	বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব
		(ভুতপূর্ব্ব নবাব আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র)
মির্জ্জাফর খাঁ	...	সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি
		(আলিবর্দ্দীর সম্পর্কীয় ভগিনীপতি)
মীরণ	...	মির্জ্জাফরের পুত্র
সকতজঙ্গ	...	পূর্ণিয়ার নবাব
		(আলিবর্দ্দীর মধ্যমা কন্যা আয়মনা বেগমের পুত্র)
রাজবল্লভ	...	নবাব অমাত্য
		(ঘসেটী বেগমের মৃতস্বামী ঢাকার শাসনকর্ত্তা নওয়াজেসের দেওয়ান)
রায়দুর্লভ	...	নবাব-মন্ত্রী
মোহনলাল	...	ঐ
জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ	...	ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী
মানিকচাঁদ, দুর্লভরাম, মীরমদন		নবাব সেনানায়কগণ
উমিচাঁদ	...	বণিক
আমীরবেগ	...	মির্জ্জাফরের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী
কামিনীকান্ত ওরফে "করিমচাচা"		নবাব-পারিষদ
		(রায়দুর্লভের আত্মীয়)
দানসা	...	ভণ্ড ফকির

মীরকাসেম, মীরদাউদ, রাসবিহারী, মহম্মদীবেগ, লছমনসিংহ, সকতজঙ্গের উজীর ও সভাসদগণ, নগরবাসী ও নাগরিকগণ, বন্দীগণ, নবাবসৈন্যগণ, প্রহরীগণ, দূতগণ, খোজা, লোকসকল।

ইংরাজ ও ফরাসী পক্ষীয় পুরুষগণ

ক্লাইব	...	ইংরাজ সেনাপতি
ড্রেক	...	কলিকাতার গভর্ণর
হল্‌ওয়েল	...	কলিকাতার পুলিশ অধ্যক্ষ
ওয়াট্‌স্‌, চেম্বার্স	...	কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ
ওয়ালস্‌, স্ক্রাফ্‌টন	...	ইংরাজ উকীলদ্বয়
কুট, কিলপ্যাট্রীক, ওয়াট্‌সন		ইংরাজ সেনানায়কগণ
মুঁসা লা	...	নবাবের আশ্রিত ফরাসী সেনাপতি
সিনফ্রেঁ	...	নবাবের ফরাসী গোলন্দাজ

ইংরাজ সৈন্যগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ

আলিবর্দ্দী মহিষী		
ঘসেটী বেগম	...	আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা (ঢাকার শাসনকর্ত্তা মৃত নওয়াজেসের স্ত্রী)
আমিনা বেগম	...	আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠা কন্যা (সিরাজের মাতা)
লুৎফউন্নিসা	...	নবাব-মহিষী
উম্মৎজহুরা	...	নবাব-কন্যা
জহরা	...	সিরাজ কর্ত্তৃক হত হোসেনকুলি খাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণা স্ত্রী
ওয়াট্‌স্‌-পত্নী		

মেমগণ, জোবেদী, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মতিঝিল—কক্ষ

ঘসেটী বেগম ও রাজা রাজবল্লভ

রাজব:। বেগম সাহেব, আমাদের সকল আশা নিষ্ফল! সিরাজ নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন লাভ করেছে। সেনাপতি মির্জ্জাফর, মন্ত্রী রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ, মৃত্যু-শয্যায় বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর বিনয় বচনে সিরাজের দুর্নীত আচরণ মার্জ্জনা করেছে।

ঘসেটী। এই সংবাদ দিতে এসেছ? স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, এইজন্য কি আমি তোমার কথায় সৈন্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় করেছি? ভীরু, কাপুরুষ, তুমি এই সংবাদ দিতে এসেছ?

রাজব:। বেগমসাহেব, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি সত্য বল্‌চি, রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই সিরাজের প্রতি বিরূপ ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ নবাবের অন্তিম বিনয়নম্র বচনে সকলে বশীভূত হয়েছে।

ঘসেটী। রাজবল্লভ, তুমি এত সরলচিত্ত কতদিন হয়েছ? সরল চক্ষে সকলকে দেখ্‌তে কতদিন শিখেছ? বৃদ্ধের বিনয়ে সকলের অন্তর দ্রব হয়েছে—না? তোমার অন্তরও দ্রব হয়েছে নাকি? তোমার পুত্র কৃষ্ণদাস যে নবাবী অর্থ লয়ে কলিকাতায় ইংরাজের শরণাগত হয়েছে, সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করবার নিমিত্ত তারে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমন করতে পত্র লিখেছ নাকি? পিতাপুত্রে সেই অর্থ নবাবের চরণে অর্পণ ক'রে মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্‌বে নাকি?

রাজব:। বেগমসাহেব, তিরস্কারের সময় নয়, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ধনরত্ন যা পারেন, যতদূর সাধ্য গোপন করুন, সিরাজ-সৈন্য মতিঝিল আক্রমণে অগ্রসর।

ঘসেটী। আমার সৈন্য কোথায়?

রাজব:। আপনার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসপাত্র, প্রধান মন্ত্রণাদাতা মীর নজরআলী,

আক্রমণ সংবাদ পাবামাত্র সৈন্য লয়ে পলায়ন করেছে। সৈন্যের কর্তৃত্বভার তাঁরই উপর ছিল। আমায় বৃথা অপরাধী কচ্ছেন; এক্ষণে আপনি সতর্ক হোন। শীঘ্রই সিরাজ আপন দুর্ব্যবহারে সকল মন্ত্রীকেই প্রকাশ্য শত্রু কর্‌বে। সুযোগ অনুসন্ধানে আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

ঘসেটী। হ্যাঁ—সুযোগ অনুসন্ধান! যেদিন সিরাজ যুবরাজ হলো, সেইদিন হতে সুযোগ অনুসন্ধান কচ্ছ। দিন গেল, তোমার সুযোগ আর উপস্থিত হলো না! এক্রামদ্দৌলাকে সিংহাসন দেবে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সে সুযোগ হলো না, বাছা কবরশায়ী হলো। তোমার স্বার্থপর হৃদয়, তুমি জান না, আমার সেই পালিতপুত্র গর্ভের সন্তান অপেক্ষা প্রিয় ছিল; তুমি জান না, সে কি বজ্রাঘাত আমার বুকে করে গেছে। এখন দেখ্‌ছি তার শিশুসন্তান মোরাদদ্দৌলা কবরশায়ী না হ'লে আর তোমার সুযোগ হবে না। যাও দূর হও। ছিঃ ছিঃ, এই কাপুরুষকে কেন প্রত্যয় করেছিলেম! যাও যাও দূর হও! নবাবকে সেলাম দাও গে!

রাজবঃ। আমার অপরাধ নাই—আমার অপরাধ নাই। ঐ সৈন্য-কলরব শোনা যাচ্ছে। আপনি সতর্ক হোন, আমি চল্লেম।

প্রস্থান

ঘসেটী। কি হলো—কি হবে—সত্যই তো সৈন্য কোলাহল শুন্‌ছি। কেন মীর নজরআলীর কপট প্রেম বচনে কর্ণপাত করেছিলেম; কেন ভীরু রাজবল্লভকে প্রত্যয় করেছিলেম; কেন আমি ঈর্ষাবশে হোসেনকুলির বধে সম্মত হলেম! এই কাপুরুষ রাজবল্লভের পরিবর্তে সে জীবিত থাকৃলে সিরাজ নিষ্কণ্টকে কখনই সিংহাসন পেত না।

জহরার প্রবেশ

জহরা। বেগমসাহেব, পরিচয়ের সময় নাই,—আপাততঃ জানুন আমি আলিবর্দী বেগমের পরিচারিকা। আপনার ধন রত্নের জন্য চিন্তিত হবেন না; ঝিলগর্ভে গুপ্তভাণ্ডার কেউ জানতে পারবে না; আর আপনার জহরৎ প্রভৃতি যা কিছু আছে, আমি সমস্তই সংগ্রহ ক'রে আপনাকে দেবো। নবাব আপনাকে রাজপুরে লয়ে যেতে আপনার নিকট আস্‌ছে, প্রতিরোধ কর্‌বেন না। প্রকাশ্য শত্রুতায় ফল নাই, স্নেহের আবরণে শত্রুতা গোপন করুন। ঐ আপনার মাতা আস্‌ছেন।

প্রস্থান

আলিবর্দ্দী-বেগম ও আমিনার প্রবেশ

আলি-বেগম। মা ঘসেটী, তুমি অভিভাবকহীনা, এই নিমিত্ত সিরাজের ইচ্ছা, তুমি রাজঅন্তঃপুরে তোমার মধ্যমা ভগ্নি আমিনার সঙ্গে বাস করো।

আমিনা। এসো দিদি, বাল্যকালের ন্যায় দুই ভগ্নি একত্রে বাস করি। এখন তো আমরা উভয়ে স্বামীহীনা।

ঘসেটী। মা আমি পতিহীনা, সহায়হীনা, আমার সহিত ছলনার প্রয়োজন কি? সরল ভাষায় বলুন, আমায় স্বামীর আবাস হতে বন্দী ক'রে নে যেতে এসেছেন। মতিঝিল আমার স্বামী বড় যত্নে নির্ম্মাণ করেছিলেন, আমায় এই স্থানে থাকবার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বন্দী, সে আদেশপালনে সক্ষম নই। নবাবের ইচ্ছা প্রতিরোধ করা আমার শক্তি নাই।

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সিরাজ। আপনি বন্দী নন, নবাব-মাতার ন্যায় রাজপুরে আদরে অবস্থান করবেন।

ঘসেটী। নবাব-মাতার তো অনেক বাঁদী আছে, তবে আমার যাবার প্রয়োজন কি?

আমিনা। কেন দিদি, অমন কথা বলছো,—আমি তোমার ছোট ভগ্নি, আমি তোমার বাঁদী।

সিরাজ। আপনি অন্যায় বোঝেন, উপায় নাই, এস্থান আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

ঘসেটী। কেন?

সিরাজ। কেন?—আপনি কি সত্যই অবগত নন! সরল ভাষায় শুনুন,—জনশ্রুতি এইরূপ, যে এক্রামদ্দৌলার পুত্রকে সিংহাসন দেবার ষড়যন্ত্র এই লালকুঠিতে হয়। অচিরে সেই শিশুপুত্রের সিংহাসন লাভ হবে, রাজা রাজবল্লভ দেওয়ান হবেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হব;—এই সাহসে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরাজ কলিকাতায় আশ্রয় দিয়েছে; আর পুনঃ পুনঃ আমাদের আজ্ঞা অমান্য ক'রে তাকে ঢাকার হিসাব নিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই এবং অপরাপর আদেশও উপেক্ষা করেছে। আপনি রাজপুরে অবস্থান করলে, সে জনশ্রুতি থাকবে না। রাজ্যের মঙ্গল হবে, আর ইংরেজ প্রভৃতি রাজ্যের শত্রুরা শাসিত হবে।

ঘসেটী। অযথা জনরব, ইংরাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন কচ্ছে, রাজের শত্রুরা নিয়মাধীন নয়,—এর সহিত আমার কি সম্বন্ধ? তুমি নবাব, আমায় বন্দী কর্‌তে এসেছ—এই কথাই তো যথেষ্ট!

সিরাজ। আপনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই নিমিত্ত সরল ভাষায় আপনাকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি। জনরবে রাজ্যের অমঙ্গল; আপনি রাজপুর-বাসিনী হ'লে, সে জনরব থাক্‌বে না। সেই নিমিত্তই আপনাকে লয়ে যেতে এসেছি। আপনি যেতে প্রস্তুত হোন।

ঘসেটী। রাজ্যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, ইংরেজ নবাবের অবাধ্য, নানা প্রকার জনশ্রুতি, —এইজন্য আমার উচ্ছেদ হবে? এইজন্য আমি আবাসহীনা হবো? এইজন্য এক্রামদ্দোলার পুত্র তোমার অন্নদাস হবে? ভাল, হোক! নবাববাহাদুর, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! পতিহীনা, অসহায়া রমণীকে বাসচ্যুত করা তোমার প্রথম নবাবীর পরিচয়। তোমার কুলনারীর সম্পত্তি অপহরণ, তোমার প্রথম রাজকার্য্য। তোমার প্রথম কার্য্যে তোমার কুলনারীর অশ্রু বিসর্জ্জন;—এই আরম্ভ কিন্তু শেষ নয়। তোমার কুলনারীর অশ্রু, বারিধারার ন্যায় এই বাঙ্গালায় পতিত হবে, কিন্তু সে অশ্রু বিসর্জ্জনে বঙ্গভূমি শীতল হবে না। সে অগ্নিময় অশ্রুধারায় নগর দগ্ধ হবে, অট্টালিকা দগ্ধ হবে, রাজ্য ভস্মীভূত হবে, হাহাকার-ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হবে। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হওয়া এই প্রথম, শেষ নয়। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হবে, পথে পথে ভ্রমণ কর্‌বে, ভিক্ষা অন্নের জন্য ব্যাকুলা হবে, আকাশ ব্যতীত অপর আচ্ছাদন থাক্‌বে না। মা কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি প্রস্তুত।

আলি-বেগম। চল মা শিবিকা প্রস্তুত।

ঘসেটী, বেগম ও আমিনার প্রস্থান

জহরার প্রবেশ

সিরাজ। কে তুমি?

জহরা। আমি নবাব-মহিষীর বাঁদী, তাঁরই আজ্ঞায় ঘসেটীবেগমের পরিচ্ছদ নিতে এসেছি।

সিরাজ। তুমি কোথায় থাক?

জহরা। আমি সর্ব্বত্রে থাকি, আমি এক মুহূর্ত্ত স্থির নই। বায়ু যেমন উত্তপ্ত

হ'য়ে ঘূর্ণমান হয়, আমিও তেমনি অন্তর-তাপে দিবারাত্র ঘূর্ণায়মানা ! নবাব-দর্শন, দাসীর নিয়তই বাসনা, সেই বাসনা পূর্ণ করতে এসেছে।

প্রস্থান

সিরাজ। এ পরিচারিকা কি উন্মাদিনী ! আমায় দেখ্‌বার বাসনা কেন ?

মির্জ্জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্ল্লভ, দুর্ল্লভরাম, রাজবল্লভ, মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতির প্রবেশ

সিরাজ। কি সংবাদ ?

রায়। জনাব মতিঝিল ভূমিসাৎ করবার আদেশ প্রদান করেছেন। অতি কঠিন আজ্ঞা। প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ হবে। প্রজারা আদর ক'রে এই সুরম্য প্রাসাদকে লালকুঠি বলে থাকে, মতিঝিল এ প্রদেশের একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য।

সিরাজ। বুঝলেম, আপনি নবাবের আদেশ পালনে অক্ষম, অবসর গ্রহণ করুন। মোহনলাল, রাজা রায়দুর্লভের কার্য্যভার আজ হতে তোমার উপরে অর্পিত। লালকুঠি ভূমিসাৎ করো।

মোহন। জনাবের আজ্ঞা অচিরে প্রতিপালিত হবে।

প্রস্থান

সিরাজ। (মির্জ্জাফরের প্রতি) সেনাপতি, ধনাগার হস্তগত করেছেন ?

মির্জ্জাফর। জনাবকে সুমন্ত্রণা প্রদান কর্‌তে স্বর্গীয় নবাবের নিকট বান্দা প্রতিশ্রুত। লালকুঠি লুণ্ঠন অবৈধিক। জনাবের মাতৃস্বসাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

সিরাজ। আপনিও অবসর গ্রহণ কর্‌বেন। মীরমদন, সৈন্যের ভার আজ হ'তে তোমার উপর অর্পিত, সেনাপতি অবসর গ্রহণ কচ্ছেন। তুমি রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে গিয়ে ধনাগার হস্তগত করো। বোধ হয় পুরাতন সমস্ত কর্ম্মচারীই কার্য্যে অক্ষম হয়েছেন। তুমি আর মোহনলাল সমস্ত কার্য্যে নিজ নিজ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করো। রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতিকে ধনাগার প্রদর্শন করো। মীরমদন যাও।

মীর। নবাবের আজ্ঞা পালনে গোলামের আনন্দ।

রাজবল্লভ ও মীরমদনের প্রস্থান

সিরাজ। লালকুঠি ভঙ্গ হবে, ঘসেটী বেগমের ধনরত্ন রাজকোষে আস্‌বে, এতে আপনারা সকলে অসন্তুষ্ট ! মন্ত্রণা স্থান, সৈন্য সঞ্চয়ের অর্থ নষ্ট হচ্ছে ! মৃত্যুকালে নবাব বৃথা আয়াস পেয়েছিলেন, রাজকার্য্যে সাহায্য দান কর্‌তে,

বৃথা অনুনয় করেছিলেন। খলের খলতা বিনয়বাক্যে মোচন হয় না। বিদ্রোহীর গৃহভঙ্গ, বিদ্রোহীর ধনলুণ্ঠন অন্যায় কার্য! কি সুহৃৎবর্গে আমরা পরিবেষ্টিত!

সিরাজের প্রস্থান

রায়। আর এস্থানে নয়, প্রস্থান করুন। ভগবান অর্ব্বাচীন নবাব হস্তে আজ জীবন রক্ষা করেছেন, এ নিমিত্ত ধন্যবাদ দিন।

দুর্লভরাম। আলিবর্দ্দীর মধ্যমা কন্যা আয়মনা বেগমের পুত্র সকতজঙ্গের নিকট কি পূর্ণিয়ায় দূত প্রেরিত হয়েছে?

মির্জ্জাফর। হ্যাঁ, মীরণ তথায় প্রেরিত হয়েছে। ওঃ এমন অপমান জন্মেও হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! ঘৃণিত, নীচবংশোদ্ভব, নবাবের কুৎসিত কার্য্যের সহচর মোহনলাল মন্ত্রীপদে স্থাপিত হলো, পথের কাঙ্গাল মীরমদন সেনাপতি, এদের নিকট আমাদের অবনত মস্তকে থাকৃতে হবে! রাজকার্য্য এই নীচজন-নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীগণের দ্বারা সম্পন্ন হবে!—জীবনে ঘৃণা হচ্ছে!

রায়। হেথায় আর বৃথা আক্ষেপ উচিত নয়।

জগৎ। চলুন, নবাব আমাদের আর এখানে একত্র দেখ্‌লে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেবে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

আলিবর্দ্দী-বেগম ও সিরাজদ্দৌলা

বেগম। কহ বৎস, এ কি বার্ত্তা শুনি?
প্রাচীন অমাত্যগণে করি অপমান,
উচ্চপদে স্থাপি নীচজনে,
করিতেছ রাজকার্য্য সমাধান।
ছিল যারা সিংহাসনে স্তম্ভের স্বরূপ,
বিরূপ তোমার আচরণে;
ভাল মন্দ না করি বিচার,
যেই কার্য্য যেইক্ষণে উঠে তব মনে,

সেই কার্য্য সেই দণ্ডে কর সমাধান ;
ভয়ে ভীত রাজ্যে যত অমাত্য প্রধান ;
যোগ্য উপদেশ দানে না করে সাহস।
শুনি মতি-স্থৈর্য্য নাহিক তোমার।
আকুল অন্তর মম এ জনপ্রবাদে।

সিরাজ। মাতা, অহেতু গঞ্জনা দেহ মোরে।
কহ, হিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ অমাত্য প্রধান,
করিয়াছি তার অপমান ?
কোন্ হীনজনে উচ্চ স্থানে করেছি স্থাপন ?
রাজ্যের অবস্থা তুমি জান না জননী !
স্বার্থপর অমাত্য সকল,
করে সবে স্বার্থ উপাসনা ;
কারো নাহি মঙ্গল-কামনা,
চলে জনে জনে নিজ স্বার্থ অনুসারে।
সেনাপতি মির্জ্জাফর,
দিবারাত্র মন্ত্রণা তাহার,
কি সুযোগে সিংহাসন করিবে গ্রহণ।
রাজা রাজবল্লভের জান আচরণ,
পুত্র কৃষ্ণদাসে, কলিকাতা ইংরাজ সকাশে
অর্থ সহ করেছে প্রেরণ।
সতত মন্ত্রণা যত অমাত্য মিলিয়ে
কি উপায়ে সাধিবে আমার পদচ্যুতি।
কভু বা গোপনে—
ষড়যন্ত্র সকতজঙ্গ সনে,
কভু দানে ইংরাজে উৎসাহ
উপেক্ষিতে নবাবী প্রভাব।
মাত্র বন্ধু মোহনলাল আর মীরমদন,
যে দোঁহারে স্বার্থপর অমাত্য নিচয়
নীচ বলি করিছে ঘোষণা।

প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ দু'জন,
চক্ষুঃশূল সবাকার এই হেতু।

বেগম। একি, হেন ক্রূর আচরণ!

সিরাজ। হায়, এ সময় কোথা মাতামহ!
আছিলাম মেরুর পশ্চাৎ,
ঝঞ্ঝাবাত না স্পর্শিত কায়,
এবে অসহায়-জনপূর্ণ অরণ্য মাঝারে!
হাসি পাশে লুক্কায়িত অসি,
চারিদিকে নিধন কামনা মম,
বঙ্গেশ্বর একেশ্বর সংসার-কান্তারে!

বেগম। কায়মনোবাক্যে করো কর্ত্তব্য পালন,
সার কর ঈশ্বর চরণ,
ফলাফল অর্পিয়ে তাহায়।
স্বর্গগত নবাবের আদর্শের পরে
স্থির দৃষ্টি করহ স্থাপন।
হায়, বালক বিরুদ্ধে হেন কুটীল মন্ত্রণা!

সিরাজ। চিন্তা দূর কর মাতা নবাব-মহিষী,
দুর্জ্জনের মনস্কাম কভু না পুরিবে।

বেগম। বিদ্রোহ সময়—
শুন বৎস উপদেশ মম—
ভূতপূর্ব্ব নবাবের জানো আচরণ,
হ'লে শত দোষে দোষী,
করিতেন মার্জ্জনা তাহারে।
দৃষ্টান্তে তাঁহার করো মার্জ্জনা সবায়;
রাজকার্য্যে পুনঃ সবে করহ স্থাপিত;
মার্জনার সম উচ্চ নাহি রাজনীতি।

সিরাজ। তব আজ্ঞা হবে না লঙ্ঘন।
প্রতিগৃহে আপনি যাইয়ে
করিব সম্মান সবে।
কিন্তু তাহে না ফলিবে ফল;

কুটীলতা কুটীল না করিবে বর্জ্জন !

আদাব জননী !

বেগম। বৎস, হও চিরজয়ী।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সকতজঙ্গের সভা

সকতজঙ্গ, মীরণ, উজির, সভাসদগণ ইত্যাদি

সকত। মীরণ, তোমার বাবাকে গিয়ে ব'লো, কুচ পরোয়া নাই, আমি সব ঠিক করেছি, দিল্লী থেকে ফর্‌মান আনাচ্ছি। আমিই বাঙ্‌লা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব,—সিরাজ কে? ও তো ফাঁকতালে নবাব হয়েছে। ও-ও আলিবর্দ্দীর নাতি, আমিও আলিবর্দ্দীর নাতি। আমি মেজো মেয়ের ছেলে, ও ছোট মেয়ের ছেলে, ও নবাবী পাবে কিসে?—কি বাবা, বল্‌তে পারি কিনা?

সভাসদগণ। হকই তো—হকই তো!

সকত। কেমন ঠিক বলি নি?

সভাসদগণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো!

সকত। খবরদার—চুপ করো। আমি মীরণ চাচাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

মীরণ। হ্যাঁ—আমার পিতাও এই কথা হুজুরকে ব'লে পাঠিয়েছেন।

সকত। পিতা কে? বাবা? রেখে দাও—তোমার বাবা, আমি বাবার ব'সে।

সভাসদগণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো।

সকত। চোপরাও—বেয়াদ্বি?—মীরণ চাচার সঙ্গে বেয়াদ্বি? আমি ও ভালবাসি নি।

সভাসদগণ। তাই তো হুজুর—তাই তো হুজুর!

সকত। হ্যাঁ—মীরণ চাচা রয়েছে, বেয়াদব হয়ো না। দেখ মীরণ চাচা, কথাটা কি বোঝো, তোমার বাবা তো মির্জ্জাফর? ঠিক বল্‌ছ তো? হ্যাঁ তোমার বাবা মির্জ্জাফরই বটে! শোন, তারে ব'লো, ব্যাপারখানা কি জানো, আলিবর্দ্দীর তিন মেয়ে, আমি মেজো মেয়ের ছেলে, বল্‌বে আলিবর্দ্দীর

ছেলে ছিল না, সিরাজকে পুষ্যিছানা নিয়েছিল? নিক—আমিই বাপের বেটা, সিরাজ নয়—সিরাজ নয়—ও বাপের বেটা নয়, কি বল?

সভাসদগণ। নয়ই তো—নয়ই তো।

সকত। না চুপ—কথা কইতে দাও। শুনেছ তো বড় মাসী ঘসেটী বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলীর ব্যাওরাটা শুনেছ তো? আর তুমি জান না, তুমি আপনার লোক তোমায় ঘরের কথা বলি, ছোটমাসী আমিনা বেগম—তিনিও—তিনিও ঐ হোসেনকুলি—ঐ হোসেনকুলি—সিরাজ তাই তারে রাস্তায় ধ'রে কেটে ফেল্লে! শুনেছি আলিবর্দ্দী আর তার বেগমের টিপ্‌নি ছিলো। তা দেখ—বেশ করেছে।

সভাসদগণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো—

সকত। তবে আর কি মীরণ মিঞা।—তুমি আমার সুবাদে চাচা হও। আলিবর্দ্দীর বোনকে তোমার বাপ বিয়ে করে, নয়? দেখ বাবা—সম্পর্ক সব ঠিক আছে।

সভাসদগণ। আছেই তো—আছেই তো—

সকত। কি থাকবে না, তার বাপকে থাকতে হবে। মীরণ চাচা, নবাব তো আমি—কি বলো?

মীরণ। হুজুরই তো নবাব। তাই পিতা পাঠিয়ে দিলেন, সিরাজ সজ্জিত হয়ে আস্‌ছে, আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

সকত। আসুক, এক ফুঁয়ে ওড়াবো—বুঝেছ—বুঝেছ? কাল কি পরশু গিয়ে মুর্শিদাবাদের গদীতে বস্‌ছি। তোমার বাবাকে ব'লো ভাল ভাল মেয়েমানুষ আমার শ'খানিক চাই, আমি গুণে নেব, একটা কম হ'লে চল্‌বে না। আমি উজিরি তাকে দিলুম, বুঝেছ? হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজ কর্‌তে ব'লো। আর সিরাজের সেই গঙ্গায় বেড়াবার নৌকোখানা আছে তো? সেখানা যেন ঠিক সাজান-গোজান থাকে। সিরাজ খুব ঝানু আছে। নৌকোয় বেড়িয়ে দু'ধারই ভাল ভাল মেয়েমানুষ দেখেছে——আর বেগম করেছে। কেমন না—খবর রাখি কি না বলো? আচ্ছা আমিও দেখ্‌বো, আগে মুর্শিদাবাদে পৌঁছুই।

মীরণ। হুজুর, সিরাজ অনেক সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে। পিতা বিশেষ করে বল্লেন, আপনি সত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। বোধ হয় সিরাজ এতক্ষণ রাজমহল এসে পড়্‌লো।

সকত। অ্যাঁ—সত্যি নাকি?

উজির। হ্যাঁ জনাব—দূত এসে সংবাদ দিয়েছে। হুজুর সত্বর সেনানায়কদের প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দিন।

সকত। অ্যাঁ ডাকো—ডাকো—ফকির দানসাকে ডাকো। সে যে বল্‌লে—"ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো।" কি হলো—তবে কি হলো! অ্যাঁ আমি এখন লড়াইয়ে যাই কি ক'রে বল!

উজির। হুজুর আপনি হুকুম দেন, আপনার সেনাপতিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, আপনার হুকুমের অপেক্ষা কচ্ছে।

সকত। আমি হুকুম দিলুম—হুকুম দিলুম, লড়্‌তে বলো—লড়্‌তে বলো।

উজির। আপনার স্বাক্ষরিত হুকুম দেন। এই বান্দা হুকুমনামা লিখে এনেছে, হুজুর সই করে দেন।

সকত। আচ্ছা—এসো বাবা এসো। ধরো হাত ধরো। যেদিকে তুমি হাত চালাবে, সেইদিকে হাত চালাবো, সেদিকে ঠিক আছি। (সকতজঙ্গের হস্ত ধরিয়া উজিরের সহি করাইয়া লওন ও অন্য একখানি হুকুমনামা বাহির করণ) আবার কি?

উজির। ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়কের পত্র।

সকত। ওঃ জ্বালাতন করেছে, নবাবী কর্‌বো কখন? এসো—

পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপ সহিকরণ, অন্য আর একখানি হুকুমানামা দেখিয়া

বাপ্‌ আর নয়—(সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া) বাতাস করো—বাতাস করো—আর পারি না,—সরাব দে—সরাব দে। (ভৃত্যগণের তথাকরণ।)

দানসা ফকিরের প্রবেশ

ফকির—ফকির—বাঙ্গ্‌লার ফৌজ এসেছে, তুমি কি কচ্ছ?

দানসা। হঃ! কনে?

মীরণ। ফকির সাহেব, রাজমহলে উপস্থিত।

দানসা। হঃ! দেখো যাইয়ে—ফুইয়ে উরাইচি। দেখো যাইয়ে কাশিমবাজার বিগে রর দিয়েছে। তেমন দানসা ফকির পাইচো? পুচ করো ঐ দূতটারে—

দূতের প্রবেশ

উজির। কি সংবাদ, বাঙ্গ্‌লার ফৌজ কত দূর?

দূত। বান্দা দেখে এলো, নবাব-সৈন্য রাজমহল পরিত্যাগ ক'রে কাশিমবাজার অভিমুখে চলেছে।

দানসা। অঃ শুনে লন—শুনে লন, ফুইয়ে উরাইচি—ফুইয়ে উরাইচি।

সকত। কুচ পরোয়া নাই, ফের সই করাবে? গর্দ্দানা নেবো—কোতল কর্‌বো। বাবা দানসা—এক পেয়ালা খাও।

দানসা। হঃ আমি মুসলমান, সরাব খাবার পারি? তবে হঃ—ল্যাকৃচে—ল্যাকৃচে, নবাবজাদা দিলি শুণা থাকৃবে না।

সকত। দেখ্ মীরণ চাচা, তোমার বাবা বল্‌ছেন—একবার মুর্শিদাবাদ যাবো, সিরাজকে তাড়িয়েই লক্ষ্ণৌয়ে সুজাউদ্দৌলার ঘাড়ে গিয়ে প'ড়ব, তারপর দিল্লী। তুমি বাদ্‌সাই পার্‌বে? বেশ পার্‌বে—খুব পার্‌বে।

মীরণ। হ্যাঁ হুজুর—হ্যাঁ হুজুর!

সকত। দেখ তোমায় বাদ্‌সাই দিয়ে, আমি খোরাসানে যাবো, সেখানে একটা নুতন সহর তৈরি কর্‌বো,—বাঙ্গ্‌লার জল হাওয়া আমার সয় না; আর দেখ এসব বেটীদেরও আমার পছন্দ হয় না; তুমি বাদ্‌সাই পার্‌বে তো?

মীরণ। পার্‌বো বই কি, পার্‌বো বই কি!

সকত। আচ্ছা মীরণ চাচা, আমোদ করো—আমোদ করো।

সভাসদগণ। আমোদ করো—আমোদ করো।

সকত। লাও—লাও—নাচ্‌নাউলি লে আও। মীরণ চাচা, টেঁকে রেখো, কোন্ কোন্ বেটী তোমার দরকার।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

(পিও পিও) রঙ্গিলা পিও পিয়ালা।
ঝননা ঝণরণ বাজে পায়েলা॥
যৌবন মাতোয়ারা, আপনি সামারি,
হাতে হাতে ধরি, খেল সারি সারি,
আকুল কুন্তল, চঞ্চল অঞ্চল,
নারী চাহিয়ে হুঁসিয়ারি ভারি;
বিরহীবিয়োগ-ব্যাকুলা॥

সকতজঙ্গের ঐ সঙ্গে নৃত্য ও পতন

সভাসদগণ। আহা আহা, কি হলো কি হলো!

সকত। চোপ্ বেয়াদুবি করো না।

সকলের সকতজঙ্গকে ধরিয়া উত্তোলন

কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ,—বাহবা বাহবা, কেয়াবাৎ।

সকতজঙ্গকে লইয়া কয়েকজন সভাসদের প্রস্থান

উজির। তোমরা সব যাও।

দানসা। ফুইয়ে উরাইচি—ফুইয়ে উরাইচি!

সকলের প্রস্থান

উজির। সাহেব, কিছু তো বুঝ্লুম না, বাঙ্গলার ফৌজ ফির্লো কেন?

মীরণ। আমার তো কিছুই অনুমান হচ্ছে না।

উজির। আমার বোধ হয়, কলিকাতায় ইংরাজের সহিত কোন বিবাদ হয়ে থাক্বে। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, আমাদের পক্ষে বড় শুভ। বাদ্সাহি সনন্দ আনা নিতান্ত প্রয়োজন। নচেৎ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, প্রজারা আমাদের পক্ষ হবে না। কিন্তু দিল্লীতে উৎকোচ প্রদানের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন। সকতজঙ্গ বাহাদুরের অপব্যয়ে তো ধনাগার শূন্য!

মীরণ। চিন্তা কি? জগৎশেঠ মহাতাপ চাঁদ, সে অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। এ প্রস্তাব হয়েছিল, পিতাও শেঠজীকে অনুরোধ করেছেন।

উজির। আসুন আসুন মন্ত্রণা-গৃহে আসুন। এ সকল গুহ্য আন্দোলন এস্থানে প্রয়োজন নাই।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুরস্থ বেগম-কক্ষের সম্মুখ

লুৎফউন্নিসা

লুৎফ। নবাব এখনো আস্ছেন না কেন? এখনি ওয়াট্সের মেম আস্বে। আজ তিন দিন এসে স্বামীর উদ্ধারের জন্য কাঁদাকাটি কচ্ছে, আজ মেম এলে বড় অপ্রতিভ হব।

ওয়াট্স্-পত্নীর প্রবেশ

ওয়াট্স্-পত্নী। (জানু পাতিয়া) বেগম সাব—বেগম সাব—বাঁদীর আর্জ্জি

কি মঞ্জুর হইল ? আমার জানের জান দুখ পাইল, কেমন করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা সইবো, আমি খানাপিনা ছাড়িয়া দিয়াছে।

লুৎফ। ওঠো মেমসাহেব, কেঁদো না কেঁদো না, কেন জানু পেতে জোড় হাত কচ্ছ ? আমি নবাবকে বলবার অবকাশ পাই নি। নবাব বড়ই রাজকার্য্যে ব্যস্ত। আমি পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিলেম। নবাব বলেছেন, তিনি এখনি অন্তঃপুরে আসবেন। আজ নিশ্চয় তোমার স্বামীকে আমি মুক্ত করবো। তুমি সতী, সতীর মর্য্যাদা অবশ্যই রাখ্‌বো।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। সব হাল আপনি শোনেন।

লুৎফ। মেম সাহেব, তুমি সকলই তো বলেছ।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। ভাল করিয়া ওয়াকিভহাল হোন্‌, নবাব ওজর করিলে উত্তর করিতে পারিবেন। আমার স্বামীর কোন দোষ নাই। হাল এই, নবাব কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে আজ্ঞা দেন যে, তিনি পেরিং পয়েণ্ট যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা ভাঙিয়া ফেলিবেন, আর রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে পাঠাইবেন। গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবী আজ্ঞা নিল না। নবাব সেই রাগ করিয়া আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেবকে কয়েদ দিয়াছেন। বেগমসাব, নবাবকে বুঝাইবেন যে আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেব কাশিমবাজারের কুঠির কাজে নিযুক্ত। নবাবী-আজ্ঞা ড্রেক সাহেব মানিলো না, তাহাতে আমার স্বামী কি করিতে পারেন। আমার স্বামী নবাবের অবাধ্য নন, নবাব যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিয়াছেন। ড্রেক সাহেব কথা শুনে না, তিনি কি করিবেন।

লুৎফ। তুমি স্থির হও, তোমার স্বামী মুক্তি পাবেন। ঐ নবাব আস্‌ছেন, তুমি মাতামহীর নিকট যাও।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর প্রস্থান

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সিরাজ। কেন, তলব কেন ? আমায় মার্জ্জনা করো, তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই যে তোমার নিকট আসি, অনেক কার্য্য রয়েছে, এখনই দরবারে যেতে হবে।

লুৎফ। এক দণ্ডও কি দাসীর নবাবের সেবা কর্‌বার অধিকার নাই ; নবাবের কি মুহূর্ত্তের জন্য বিরামের সময় নাই ?

সিরাজ। প্রিয়ে, নবাবী নয়, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব। মাতামহী নিত্য দরবার-সংলগ্ন জানালা-প্রকোষ্ঠ হতে দরবার কার্য্য দেখেন, তুমি তাঁর সঙ্গে থেকো, সকলই বুঝ্‌বে।

লুৎফ। বাঁদীর একটী আবেদন আছে।

সিরাজ। আবেদন! আদেশ বলো। বলো, কি হুকুম?—এই দণ্ডে সমাধা হবে।

লুৎফ। একজন বিদেশিনী রমণী, আমার নিকট আবেদন জানিয়েছে,—রাজ-রোষে তার পতি কারারুদ্ধ। দাসীর মিনতি, কৃপা ক'রে নবাব তার পতিকে পরিত্রাণ দেন। আহা অতি কাতরা, জানু পেতে করজোড়ে তার মনের বেদনা আমায় জানিয়েছে। পতিপরায়ণা, পতির নিমিত্ত ব্যাকুলা, নয়ন-জলে গণ্ডস্থল ভেসে গেল, সে বেদনা আমার প্রাণে বেজেছে, সে অভাগিনীর স্বামীর মুক্তি আজ্ঞা হয়।

সিরাজ। তোমার নিকট ওয়াট্‌সের বিবি এসেছিল। যখন তুমি তার প্রতি প্রসন্ন, দরবারে উপস্থিত হয়েই তারে মুক্তি প্রদান কর্‌বো। অনেক কার্য্য রেখে তোমার অনুরোধে অন্তঃপুরে এসেছি, এখনি দরবারে যেতে হবে। তুমি পরিচারিকা দ্বারা জানালেই আমি ওয়াট্‌স্‌ ও চেম্বার্সকে মুক্তি দিতেম, এর নিমিত্ত স্বয়ং অনুনয়-বিনয় কেন?

সিরাজকন্যা উম্মৎজহুরার প্রবেশ

উম্মৎ। জনাব, আপনি মায়ের মহলে আসেননি কেন? মা বলেছেন আপনার জরিমানা করবেন। আপনি কোথায় ছিলেন?

সিরাজ। এই যে জরিমানা দিচ্ছি। (চুম্বন)

লুৎফ। তুমি খোদাকে ডেকে নবাবকে দোওয়া করতে বললে না?

উম্মৎ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আয়ে খোদা—জনাবকে দোওয়া করো।

উম্মৎজহুরার গীত

ডাকলে তুমি অম্‌নি শোনো, অম্‌নি তুমি কাছে এসো।
আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাসো॥
শুনেছি দুনিয়া তোমার, তুমি বলো তুমি আমার,
আমায় তুমি খেল্‌তে ডাকো, আমার কাছে কাছে থাকো,
আমি তোমায় দেখে হাসি, তুমি আমায় দেখে হাসো॥

সিরাজ। এ গান তুমি কোথায় শিখলে ?

উম্মৎ। কেন জনাব, আমি আপনি শিখি। আপনি বসুন, আমায় কোলে নিন। মা আসুন।

সিরাজ। আমি যে এখন যাবো ?

উম্মৎ। কোথায় যাবেন ? আমায় সঙ্গে নেবেন না, দেলখোসবাগে যাবেন ? আমায় নিয়ে চলুন, মায়ের জন্যে ফুল তুলে আন্‌বো।

সিরাজ। এখন না, আমি এসে তোমায় নিয়ে যাবো।

উম্মৎ। দাঁড়ান—আমি চুমো খাই। (চুম্বন) আপনি মাকে চুমো খেলেন না ?

সিরাজ। আমি আসি—আমি আসি—

প্রস্থানোদ্যত

কন্যা। মা, জনাব তোমায় চুমো খেলেন না, তুমি জনাবের চুমো খেয়ো না। আমি নবাব-বেগমকে বলে দিগে, জনাব বড় দুষ্ট হয়েছেন।

প্রস্থান

গমনোদ্যত নবাব-সম্মুখে তস্‌বির হস্তে জহরার প্রবেশ

সিরাজ। কে তুমি ?

জহরা। নবাবের নিকট এই ভেট এনেছি। (সেলাম করিয়া আচ্ছাদিত তস্‌বির প্রদান)

সিরাজ। কে পাঠিয়েছেন ?

জহরা। এই পত্রে প্রকাশ আছে।

সিরাজ। তোমায় কি কোথাও দেখেছি ?

জহরা। আমি নবাবের নিকট পরিচিতা। ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করেছি, আমি সর্ব্বত্রগামী—নবাব দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী।

পত্রপ্রদানপূর্ব্বক জহরার প্রস্থান

সিরাজ। (পত্রপাঠ করিয়া) পত্রবাহিকা কোথায় ?

লুৎফ। চলে গিয়েছে।

সিরাজ। অদ্ভুত পত্র !—শোনো— (পত্রপাঠ)

"জনাব, যদিচ দাসীর মৃত্যু রটনা হইয়াছিল, দাসী জীবিতা। সমাজ-তাড়নায় দাসী রাজপুরে উপস্থিত হইয়া নবাব-সেবার অধিকার পায় নাই। প্রার্থনা, দাসীর অনুরূপ এই তস্‌বির নবাবের শয়ন-গৃহে স্থান পায়। দাসীর নাম তস্‌বিরের নিম্নে দেখুন।"

(তস্‌বিরের আবরণ খুলিয়া) একি!—"তারা"—তারাই বটে, (লুৎফউন্নিসার প্রতি) প্রিয়ে, তুমি এ তস্‌বির-বাহিকাকে কখনো দেখেছ?

লুৎফ। না প্রভু।

সিরাজ। জেনো এ শত্রু। এ পত্র জাল,—আমি জলভ্রমণকালীন রাণী ভবানীর কন্যা তারাকে দর্শন ক'রে, তাঁর প্রতি আসক্ত হই। তার পর তাঁর মৃত্যু রটনা হয়। তারা জীবিতা থাকৃতে পারেন, কিন্তু এ পত্র জাল। আমার পাপমতি উদ্দীপ্ত করা, এই পত্রবাহিকার উদ্দেশ্য;—হাবভাব, নয়নের কোণে তার শত্রুতা! এ বহুবেশধারিণী। যখন মাতৃষ্বসা ঘসেটীবেগমকে মতিঝিল থেকে নিয়ে আসি, তখন মাতামহীর বাঁদীর বেশে ঘসেটীবেগমের পরিচ্ছদ বহন করৃতে দেখেছিলেম। আজ সে বেশ নাই,—আজ তারার পত্রবাহিকা। একে কদাচ রাজগৃহে স্থান দিয়ো না।

সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান

লুৎফ। বাহিকা শত্রু হয় হোক, সুন্দর তস্‌বির, আমি শয়নাগারে নবাবের তস্‌বিরের পার্শ্বে রাখ্‌বো। দেবমূর্ত্তি নবাবের পার্শ্বে এই দেবীমূর্ত্তিই শোভা পায়।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ

লুৎফ। তোমার ভয় নাই, তোমার স্বামী আজই মুক্তি পাবেন। নবাব উদার, তোমার স্বামীর সঙ্গী চেম্বার্স ও মুক্ত হবেন।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। খোদা বেগমসাহেবকে দয়া করুন। এ খবরে আমার জান বাঁচ্‌লো। হামি ভাল ভেট পাঠাবে।

লুৎফ। না না—তোমাকে কিছু পাঠাতে হবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমি পতি-সোহাগিনী হই।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। নবাবের কলিজা হ'য়ে, বেগমসাব বারো মাস থাকৃবে।

লুৎফ। তুমি যাও, তোমার স্বামী দর্শন করগে।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। বাঁদীর এক আর্জ্জি, বাঁদী কখনো আপনাকে ভুলিবে না।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দরবার

মির্জ্জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, দুর্লভরাম প্রভৃতি

জগৎ। নবাব বোধ হচ্ছে, যুদ্ধে যাবার পরামর্শের নিমিত্ত দরবারে ডেকেছে, যে প্রকারে হয়, নবাবকে নিরস্ত করতে হবে। ইংরাজ আমাদের বিস্তর উৎকোচ দিয়েছে।

মির্জ্জাফর। কিন্তু ভাব্‌ছি সেদিন মতিঝিলে যেরূপ অপমানিত হয়েছিলেম, নবাবের ইচ্ছার প্রতিরোধ কর্‌তে গিয়ে আজ আবার সেরূপ অপমানিত না হই। সেবার বৃদ্ধা নবাব-বেগমের অনুরোধে, সিরাজ রাজকার্য্যে আমাদের পুনরায় সংস্থাপিত করেছে, এবার কর্ম্মচ্যুত করলে, আর বেগমের অনুরোধ শুন্‌বে না। এখন মীরমদন, মোহনলাল পরামর্শদাতা, তাদের পরামর্শ মতই কার্য্য হবে। অতি সাবধানে নবাবকে ইংরাজ-যুদ্ধে বিরত করা উচিত। যেরূপ শুন্‌ছি, সকতজঙ্গ তো মানুষ নয়। আমাদের, এক ভরসা ইংরাজ, তাদের সঙ্গে যোগ দিলে কতকটা নবাবকে দমনে রাখ্‌তে পারা যাবে।

দুর্লভরাম। ইংরাজ উচ্ছেদ হ'লে, নবাবের দৌরাত্ম্যে কি আর রক্ষা থাকবে।

জগৎ। সকতজঙ্গের নিমিত্ত দিল্লী হতে ফর্‌মান আন্‌তে তো বিস্তর ব্যয় কর্‌লেম। এদিকে সকতজঙ্গটা বানর। ভাবছি, বুঝিবা আমার অর্থব্যয় বিফল হয়। (মির্জ্জাফরের প্রতি) দেখুন, মহাশয়ের পরামর্শে অর্থব্যয় করেছি।

রাজা রাজবল্লভের প্রবেশ

রাজবল্লভ। ম'শায়, আমার সর্ব্বনাশ! এই কৃষ্ণদাসের পত্র শুনুন :—

পত্রপাঠ

"কাশিমবাজারের কুঠি আক্রমিত এবং চেম্বার্স ও ওয়াট্‌স্ কারারুদ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ কলিকাতায় গভর্ণর ড্রেকের নিকট আসিয়াছে। নবাব-দূত রামরাম সিংহ কলিকাতায় বণিকপ্রবর উমিচাঁদকে এক পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই—'সম্ভবতঃ ইংরাজ দমনে নবাব শীঘ্রই কলিকাতা যাইবেন,

আপনি ধনরত্ন লইয়া যত শীঘ্র পারেন, কলিকাতা হইতে পলায়ন করুন।' পত্র, কলিকাতায় ইংরাজ-পুলিসের অধ্যক্ষ হলওয়েলের হস্তগত হয়। ইহাতে আমাকে ও উমিচাঁদবাবুকে ইংরাজ কারারুদ্ধ ও আমাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। গভর্ণর ড্রেক আমায় বলেন,—'তোমার পিতা ঘসেটী বেগমের পুষ্যিপুত্রের পুত্র মোরাদদ্দৌলাকে নিশ্চয় সিংহাসন দেবে, সিরাজদ্দৌলা সিংহাসন পাইবে না। তোমার পিতার এই প্রতারণায় আমরা নবাব-বিরুদ্ধে তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি এবং নবাব-দূতের পুনঃপুনঃ অপমান করিয়াছি। এক্ষণে তোমার পিতা নবাবের সহিত মিশিয়াছে ও নবাব আমাদের উচ্ছেদ করিতে আসিতেছে। তোমার পিতাকে পত্র লিখিয়া যদি নবাবকে নিরস্ত করিতে না পারো, তোমার বিশেষ অমঙ্গল জানিবে।' সমস্ত অবস্থা অবগত করিলাম, যেরূপ ভাল হয় করিবেন। কারাগারে আমরা উভয়ে চিঁড়া-গুড় খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি।"

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুন্‌লুম বটে। উমিচাঁদের বাড়ী লুট হয়েছে।

দুর্লভরাম। ম'শায় এখানে আর নয়, নবাব আসছেন।

নেপথ্যে নকিব ফুকরাণ। নবাব মনস্থরোল মোলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলি খাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর—

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সকলের দণ্ডায়মান হইয়া কুর্ণিশকরণ

সিরাজ। আসন গ্রহণ করুন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, যে মহারাষ্ট্রের উপর্য্যুপরি দৌরাত্ম্যে ভূতপূর্ব্ব নবাব আলিবর্দ্দী,—রাজা, আমীর, ওমরাহ, জমীদার প্রভৃতিকে স্বীয় অধিকার রক্ষার নিমিত্ত সৈন্যবৃদ্ধি কর্‌তে আজ্ঞা দেন। কলিকাতায় ইংরাজেরাও সে সময় সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সুচতুর ইংরাজ সেই সুযোগে কেবল সৈন্যবৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত হয় নাই; স্বাধীন রাজার ন্যায় দুর্গ সংস্কার করেছে। যদিচ এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নাই, তথাপি ইংরাজ বলবৃদ্ধি করতে ক্ষান্ত নয়। বিনা আদেশে শত্রুর গতি রোধ কর্‌বার জন্য বাগ্‌বাজারে পেরিং নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেছে। এই রাজবিরুদ্ধ আচরণ হ'তে নিরস্ত হবার নিমিত্ত বারবার নবাবদূত প্রেরিত হয়। কিন্তু ইংরাজ, দূতের অবমাননা করেছে ও স্বেচ্ছাচারী কার্য্য হতে নিরস্ত হয় নাই।

জগৎ। জনাব, পেরিং দুর্গ নয়, সামান্য প্রাকার মাত্র।

সিরাজ। পেরিং সামান্য প্রাকার, বোধ হয় শেঠজীর অভিপ্রায় তা ভঙ্গ না ক'রে নবাব-আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় নাই। কিন্তু রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস যিনি, ঢাকা হ'তে নবাবী অর্থ লয়ে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে ইংরাজ, নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ উপেক্ষা ক'রে, মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই ; এ কিরূপ সঙ্গত বিবেচনা করেন ?

রায়। অতি অসঙ্গত।

সিরাজ। রাজ্যে বিগ্রহানল প্রজ্বলিত হওয়ায় প্রজার অমঙ্গল, এই নিমিত্ত বারবার ফিরিঙ্গিকে মার্জ্জনা করেছি। কিন্তু হীনবুদ্ধি ফিরিঙ্গি সেই মার্জ্জনা আমাদের দুর্ব্বলতা বিবেচনায় আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। তাদের সেই ভ্রম দূর করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব কল্যই আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা কর্‌বো। আমার সমভিব্যাহারে যেতে আপনারা সকলে প্রস্তুত হ'ন।

জগৎ। জাঁহাপনা, দাসের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এখনো নিরস্ত হওয়া উচিত। চারদিকে শত্রু, সকতজঙ্গ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হচ্ছে, সকতজঙ্গকে দমন করা অতি কর্ত্তব্য। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করা এক্ষণে উচিত নয়।

সিরাজ। শেঠজী, যদি সুমন্ত্রণা না হয়, আমরা সে কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হব না। লোকের মুখে প্রচার, যে ইংরাজদূত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে আসে, তারা কি নবাবের আদেশ মত কার্য্য কর্‌তে প্রস্তুত ?

জগৎ। জাঁহাপনা, জনশ্রুতি মাত্রেই অদ্ভুত, বাণিজ্য সম্বন্ধে কখনো কখনো অর্থের প্রয়োজন হ'লে, ইংরাজ আমার নিকট আসে সত্য, কিন্তু তারা সামান্য ব্যক্তি, রাজকীয় কর্ম্মের কোন কথা উত্থাপিত হয় না।

সিরাজ। নিশ্চয় জানবেন, ফিরিঙ্গিরা আমাদের সহিত সদ্ভাব রাখতে উৎসুক নয়। কৌশলে কার্যোদ্ধার হ'লে আমরা যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হতেম না। ভূতপূর্ব্ব নবাবের পদানুসরণ পূর্ব্বক আমরা কাশিমবাজারের কুঠি অবরোধ করি, আর তার অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ ও চেম্বার্স সাহেবের মুচলেখায় স্বাক্ষর করে লই। কিন্তু সে মুচলেখার মর্ম্মানুসারে কলিকাতায় কোন কার্য্যই হয় নাই। যখন রাজমহলে সকতজঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা যাত্রা করি, কলিকাতা হ'তে ইংরাজের এক পত্র দরবারে উপস্থিত হয়,—সে পত্র দূতের অপমান অপেক্ষা অধিক অমর্য্যাদাসূচক। সেই নিমিত্ত ওয়াট্‌স্ ও চেম্বার্সকে

কারারুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদের উদ্ধারার্থে দেখা যায়, কলিকাতায় ইংরাজ ব্যগ্র নয়। আমরা কলিকাতায় উপস্থিত হ'লে কিরূপ ব্যবহার করে, তা দেখা নিতান্ত আবশ্যক। সকতজঙ্গকে দমন না ক'রে, সেইজন্য রাজমহল হ'তে সসৈন্যে প্রত্যাগমন করেছি। অতএব আপনারা কলিকাতা যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হোন। অবশ্যই আপনারা আমার রক্ষার্থে গমন করবেন, সন্দেহ নাই।

মির্জ্জাফর। জাঁহাপনার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা, রাজ-অমাত্যগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনে সকলেই উৎসুক। (স্বগতঃ) আর বাধা দেওয়া উচিত নয়, অপমানিত হ'তে হবে।

সিরাজ। ওয়াট্‌স্ ও চেম্বার্সকে দরবারে উপস্থিত হ'বার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট শুনলেই নিশ্চিত বুঝবেন, যে আমাদের অবজ্ঞা করাই ইংরাজের মন্তব্য।

ওয়াট্‌স্ ও চেম্বার্সকে লইয়া দূতের প্রবেশ ও উভয়ের জানু পাতিয়া নবাবকে অভিবাদন

গাত্রোত্থান করুন। সাহেব, আপনারা মুচলেখায় স্বাক্ষর করেছেন, কিন্তু তার মর্ম্ম-অনুসারে অদ্যাবধি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই।

ওয়াট্‌স্। জনাব, কলিকাতায় কৌন্সিলের কোন সংবাদ আমরা পাইলো না। গভর্ণর ড্রেক কি করিতেছেন, কেমন করিয়া বলিবে।

সিরাজ। ভাল, ইচ্ছা হয় কলিকাতায় গিয়ে সংবাদ লউন। নবাব-আদেশে আপনারা মুক্ত। আপনার সাধ্বী স্ত্রী বেগমকে আপনাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁরই কৃপায় আপনারা মুক্ত, আপনারা যথাস্থানে গমন করতে পারেন।

উভয়ে। নবাবকে খোদা লম্বা জীবন দিক।

সেলাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান

সিরাজ। এখন বোধ হয় সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, যে আমরা কলিকাতায় উপস্থিত না হ'লে ইংরাজের চৈতন্য হবে না।

রাজবঃ। সেইরূপই তো অনুমান হ'চ্ছে।

জগৎ। (স্বগতঃ) নবাব প্রস্তুত হ'য়েই আমাদের দরবারে ডেকেছে।

সিরাজ। চিন্তাচিহ্ন হেরি কেন বদনে সবার?
বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী সবে করেছে পালন,
আমি তাঁর পালিত নন্দন।

শতদোষ যদিও আমার,
তবুও উচিত হে তোমা সবাকার,
সে সকল করিতে মার্জ্জনা।
স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিল না বিচার,
মদ্যপানে করিয়াছি শত শত দুর্নীত ব্যাভার!
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর—
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার;
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে;
প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
যথাসাধ্য আত্ম-সংশোধন
চেষ্টা করি দিবানিশি।
হও অনুকূল তোমরা সকলে—
কুশলে যাহাতে হয় রাজ্যের শাসন।

মির্জ্জাফর। রাজ্যের কুশল আমাদের দিবানিশি কামনা। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রজার অমঙ্গল বিবেচনায়, শেঠজী জাঁহাপনাকে যুদ্ধে নিরস্ত হতে অনুরোধ করেছিলেন;—মারহাট্টা উৎপীড়নে প্রজাসকল বিকল, নানা কারণে রাজকরও বৃদ্ধি হয়েছে, যুদ্ধ ব্যয়ার্থে রাজকর আরও বৃদ্ধি হবে। তবে এখন বুঝ্‌লেম যে দাম্ভিক ইংরাজ দমন কর্ত্তব্য বটে। অমাত্যগণ কি বলেন? সদ্‌বিবেচনাই অনুমিত হচ্ছে?

দুর্লভরাম। কৌশলে কার্য্য নির্ব্বাহ হ'লেই, সব দিক মঙ্গল হ'তো।

রাজবঃ। যখন উপায় নাই, যুদ্ধই কর্ত্তব্য।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্‌লার শত্রু নই। আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয, আপনাদের পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য্য প্রদান কর্‌বো। আপনাদের আত্মীয়-বান্ধব, স্বদেশনিবাসী

নির্ব্বাচিত হবে, কোন বিদেশী রাজকার্য্য প্রাপ্ত হবে না। হিন্দুমুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গ্‌লায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই কার্য্যভার প্রাপ্ত হবে। যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন, পূর্ণিয়ায় সকতজঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিম্বা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন ক'রে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির জান্‌বেন, ফিরিঙ্গী বাঙ্গ্‌লায় দুশ্‌মন।

মির্জ্জাফর। জনাব—জনাব—কেন বার বার এমন কথা বল্‌ছেন? যদি ফিরিঙ্গী-যুদ্ধে নবাব অগ্রসর হন, আমরা প্রাণপণে তাঁর সাহায্য কর্‌বো। একি—সকতজঙ্গ, বিদ্রোহ—এ সব কথা কেন? এতে আমরা কুণ্ঠিত হই।

সিরাজ। ওহে হিন্দু মুসলমান—
এস করি পরস্পর মার্জনা এখন;
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ;
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন।
আমি মুসলমান, করি বাক্যদান,
ভুলে যাব যাহা আছে মনে;
পূর্ব্বকথা অলোচনা নাহি প্রয়োজন।
সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত,
বাঙ্গ্‌লার ক্ষতি নাহি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গ্‌লায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—
নাহি দিয়ো ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্র স্থান
জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।
দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যাপার,
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।
ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ,
মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী।
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু-মুসলমান,

বাঙ্গ্‌লার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর—চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ফোর্ট উইলিয়ম-ব্যারিক

ড্রেক, হলওয়েল ও কৃষ্ণদাস

ড্রেক। তোমার বাবার দ্বারাই আমাদের সব কুত্তায় যাইতে বসিয়াছে। তোমার বাপ আমাদের দুশমন, not friend.

কৃষ্ণদাস। সাহেব, আমার পিতার কোন অপরাধ নাই।

হলওয়েল। তুমি বাক্য অধিক জানো, হামি জানে। কিন্তু এক এক করিয়া আমার কথার উত্তর দাও। তোমার বাবা, গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়াছিল কিনা, যে সিরাজ নবাব হইল তো কি হইল? নবাবের বড় মাউসি ঘেসেটী বেগমের পুষ্যিছানা সিরাজের ভাই এক্রামদ্দৌলার নাবালক লেড়্‌কাটাকে হামি নবাব কর্‌বে। নবাবের চাচী ঘেসেটী বেগমের টাকা আর তোমার বাবার চালাকি এই দুই একত্রিত করিয়া, সিরাজকে গদি হইতে নামাইবে। এখন কি হইল?

কৃষ্ণ। সাহেব, আমার পিতা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

ড্রেক। Fool, প্রাণপণ কাকে বলো! যেখন নবাবী ফৌজ ঘেসেটী বেগমের লালকুঠিতে আসিল, একঠো গুলি ছাড়িয়াছিলে? একঠো তলোয়ার খাপ হইতে বাহির হইয়াছিল? তোমার বাবা কুত্তাকা মাফিক ভাগ্‌লে; যে ঘেসেটী বেগমের সাথ দোস্তি করিয়াছিলো, সে ঘেসেটী বেগমের হাল কি হইবে তাহাও ভাবিলো না। এস্‌কা নাম বেইমানি।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমার পিতা কি জানেন যে, তাঁরা প্রস্তুত হতে না হতে, সিরাজ আক্রমণ কর্‌বে।

হল। এ কথা কি তোমার বাবা বলিয়াছিলো যে তিনি না প্রস্তুত আছে? প্রস্তুত না আছে জানিলে কি গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবের দূতের অপমান করিত, না প্রথম যখন দূত গিয়াছিল ঐ ওকৃতে পেরিং পয়েন্ট ভাঙ্গিয়া দিত; কেল্লা মেরামতি করিত না, নবাব যেমন যেমন বলিয়াছিল, সব কাজ তেমন তেমন করিত।

কৃষ্ণ। বাবার ত্রুটি হয়েছে, বাবার ত্রুটি হয়েছে আমি স্বীকার পাচ্ছি।

ড্রেক। তুমি স্বীকার পাইতেছ তো হামি খোস হইয়া গেল। দেখো, ফেরবি যখন নবাব দূত পাঠাইল, তখন বি তোমার বাপ কিছু বলে না।—ফের ড্রেক সাব, নবাবকা অপমান করিল।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—শেষ রামরাম সিংহের ভাই রাজারাম সিংহ এসেছিল বটে, কিন্তু সে ফেরিওয়ালার বেশে এসেছিল, একথা লিখে তো নবাবের নিকট কৈফিয়ত দিয়েছেন।

ড্রেক। হ্যাঁ, আম্‌রা লিখেছি; সে তোমার বাপের সলা না, হাম্‌রা লিখা জানে। লেকেন তোম বাপ্-বেটা দুশ্‌মন আছে, এ ইংরাজ লোক ভুলিবে না।

কৃষ্ণ। আমরা চিরদিনই আপনাদের আশ্রিত, আমরা চিরদিনই আপনাদের বন্ধু।

হল। হ্যাঁ, বুড়া নবাব আলিবর্দ্দীর আমলে যখন তোমার বাবা ঢাকার নোয়াজেসের দাওয়ান ছিলো (ও উল্লুক নামে ঢাকার সর্দ্দার ছিল, কিছু দেখিত না, মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে রেণ্ডি নিয়ে আস্‌নাই করিত) তেখন তোমার বাবা প্রজা লুটিয়া টাকা লইয়াছে আর আমাদের উপর কি জুলুম করিয়াছে, তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। না স্মরণ থাকে আমি তোমায় ইয়াদ করিয়া দিতেছি।

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—

ড্রেক। Silence! হামাদের মাল জাহাজ আটক করিল, এজেণ্টদিগকে কয়েদ করিল, ফের নবাব যখন মরবে শুন্‌লে, তেখন কাশিমবাজারে ওয়াট্‌স্ সাহেবকা পাশ বলিল—'সিরাজদ্দৌলা নবাব হইবে না, তোমার বাবা যাকে নবাব করিবে সেই নবাব হইবে।' তুমি কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসিলে, ইংরাজ খোলা বাহুতে তোমাকে receive করিল, তোমার বাপের বেইমানি সব ভুলিয়া গেল।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

ড্রেক। হ্যাঁ—হ্যাঁ তা বুঝিতেছি। But look here, তোমার বাবা যে রাজবল্লব সেই রাজবল্লব আছে। এদিকে ঘেসেটী বেগম জানানায় বন্দী হইল, আর ইংরাজের উপর নবাব রাগিল। এখন কি নয়া সলা করিতেছ বলো? নবাব তাহাকে কিছু বলিল না কেন?

কৃষ্ণ। সাহেব, মুর্শিদাবাদ হতে আমি কোন পত্র তো পাই নি!

ড্রেক। ঝুট্ মৎ বলো। আমাদিগের চক্ষু বন্ধ করিতে পারিবে না,—তোমার মনস্থ ফলিবে না, তুমি কলিকাতা হইতে যাইতে পারিবে না।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমি কল্‌কাতায় আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, কল্‌কাতা হ'তে কোথায় যাবো?

ড্রেক। কেন তোমার বাবার নিকট যাইবে না? তোমার বাবার কারণ হাম লোক নবাবকা দুশ্‌মন হুয়া, আর তোমার বাবা নবাবের দোস্ত হুয়া,—আমাদের বিরুদ্ধে নবাবকে লইয়া আসিতেছে। যদি সকল সত্য না বলো, তোমায় কয়েদ থাকিতে হইবে।

কৃষ্ণ। সাহেব, কি কথা আমি তো কিছুই জানিনে।

ড্রেক। জান না, তোমায় আমি বলিয়া দিতেছি। এই পত্র দেখ, কেস্‌কা জানো? Spy রামরাম সিং উমিচাঁদকে লিখিয়াছে। এ চিঠি যে ব্যক্তি লইয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি তোমার বাবার চরের মত চালাক নয়, এই নিমিত্ত আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে। তোমার বাবা খুব চালাক আদ্‌মি। আর মিথ্যা বলিও না, সকল খবর হামাদিগের দাও, নচেৎ তোমায় কয়েদ করিয়া রাখিব। তোমায় কয়েদ করিয়া তোমার বাবার দুশ্‌মুনির শোধ লইব।

কৃষ্ণ। সে কি সাহেব! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনারা না আশ্রয় দিলে, নবাব হয়তো আমার প্রাণ বধ কর্‌তো।

ড্রেক। সেই নিমিত্ত তোমার বাবা হামাদের বিরুদ্ধে নবাবকে সঙ্গে আনিতেছে।

কৃষ্ণ। সাহেব, সে কি কখনো হয়? এই মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিয়েছে?

ড্রেক। উমিচাঁদের প্রতি এই রামরাম সিংয়ের চিঠি পাঠ করো। (পত্রদান করিয়া) বড় আওয়াজে পাঠ কর।

কৃষ্ণ। (পত্রপাঠ) "সময় থাকিতে কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়ুন। নবাব সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এবার ইংরাজের আর

রক্ষা নাই। মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রভৃতি সেনানায়কগণ নবাব-সৈন্য পরিচালন করিতেছে।”

ড্রেক। বস্ করো। Rascal, what have you got to say now? তোমার বাবা আমাদিগকে মারিতে আসিতেছে আর তুমি হামাদের চক্ষু বন্ধ করিবার নিমিত্ত বলিতেছ,—তোম্‌রা হামাদের দুশ্‌মন নও।

কৃষ্ণ। সাহেব আমি সত্য বল্‌ছি, আমি কোন সংবাদ অবগত নই।

হল। চোপ্‌রাও you sooty devil. The arch fiend উমিচাঁদের হাল এখনি দেখিবে। দুইজনে কারাগারে যাইয়া সল্লা করো।

উমিচাঁদকে ধৃত করিয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ

ড্রেক। Ah! here you are. Good Morning উমিচাঁদ! তোমার দোস্তকে দেখিতেছ? দুইজনে মিলিয়া কলিকাতা হইতে যাইবে, আমরা তোমাদের ঘোড়ার ডাক বসাইয়া দিবে।

উমি। সাহেব, আমি কোম্পানি বাহাদুরের প্রজা। বিনা অপরাধে আপনাদের লোক আমার প্রতি জুলুম করেছে, আমায় বন্দী করে এনেছে, আমি কোন দোষে দোষী নই!

ড্রেক। হ্যাঁ—হ্যাঁ বুঝিয়াছি। নবাব কলিকাতা আক্রমণে আসিতেছে কিনা, —তোমরা হামাদের দোস্ত, তোমাদের প্রতি অত্যাচার হইবে,—এই নিমিত্ত কেল্লার বিচে তোমাদের রাখিবে।

উমি। আমার অপরাধ কি—আমার অপরাধ কি?

ড্রেক। তুমি দুশ্‌মন! তোমাদের কয়েদখানায় অবস্থান করিতে হইবে।

উমি। বিনা অপরাধে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার কেন কচ্ছেন?—আমায় বন্দী করেছেন, আমার বাড়ী লুট করেছেন, আমার পরিবারবর্গের কি অবস্থা তা জানি না।

ড্রেক। তাহাদের নিমিত্তও ফোর্টে স্থান আছে। এখনো বলিতেছ, কি কসুর? কারাগারে কৃষ্ণদাসের নিকট শুনিবে। Who is there?

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

Take them to prison.

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—বিনা অপরাধে—

ড্রেক। Damn your eyes, silent you bloody nigger! (সৈনিকের প্রতি) Away with them.

উভয়কে লইয়া সৈনিকগণের প্রস্থান

হল। Let's go and train the recruits.

ড্রেক। Woe me, they have never held a pen-knife!

দূতের প্রবেশ

দূত। হুজুর হুজুর—

ড্রেক। Hang your হুজুর! ক্যা খপর কহো?

দূত। নবাব-সৈন্য ডবল্ কুচে এসে বরাহনগরে ছাউনি পেতেছে।

ড্রেক। Sound bugle. To the Pering point—to the Pering point.

উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা পথ

নাগরিকগণ

গীত

জনরব শতমুখে আজব ভেরী শোন্ বাজায়। ॥ ধ্রু ॥
(ওলো) বলিহারি নবাবী কেতায়।
যেটা ধর্‌বে যখন, ছাড়্‌বে না তো—রাখ্‌বে নবাব জেদ বজায় ॥
জোয়ান পাঠান মুস্‌কো কেলে, কোল্‌কাতা উপ্‌ড়ে ফেলে,
হাতীর পিঠে নে যাবে চেলে;
কাতার কাতার নবাবী ফৌজ, কুচ ক'রে আস্‌ছে হেতায় ॥
ছাউনি ফেলে বরানগরে নবাব আছে গোঁ ধ'রে,
কখন কি করে;
কাল ভোরে বা কল্‌কাতাটা মুর্শিদাবাদ চালান যায় ॥
নবাবী কেতা, কার আছে দু'মাথা, কইবে এক কথা;
শুন্‌ছি নাকি গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেগম যায়।
নিয়েছে বায়না ভারি, বুঝবে না কারো কথায় ॥

বোঁচকা বুঁচকি বাঁধিয়া কতিপয় স্ত্রী পুরুষের প্রবেশ

সকলে। ও বাপ্‌রে—কি হলো রে—কোথায় যাবো! ঐ নবাব এলো—পালা—পালা—

সকলের কলরব করিয়া বেগে প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

ফোর্ট উইলিয়ম—কারাগার

কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদ

কৃষ্ণ। ম'শায় আর চিঁড়েগুড় খেয়ে প্রাণ তো বাঁচে না, এ অন্ধকূপে আর কতদিন থাক্‌বো? এইখানেই কি মৃত্যু হবে? আর তো কোন উপায় দেখিনে! পিতাকে পত্র লিখেছি, সে পত্র পাঠিয়েছে কিনা জানিনে। আজও তো আমার মুক্তির উপায় কিছু কর্‌লেন না।

উমি। বাবা আমি ধনে-প্রাণে গেলেম, ধনে-প্রাণে গেলেম! বাড়ী লুট ক'রে যে যা পেয়েছে হাতিয়েছে!

কৃষ্ণ। আহা আপনার পরিবারবর্গের কিছু সংবাদ পান নি?

উমি। তারা কোন রকমে পালাবে, তারা তো টাকার মতন অচল নয়। সম্বৎসরের আয় নবাবের এলাকা ছাড়িয়ে, কোল্‌কাতায় এনে রেখেছিলুম। ওঃ পথে বসালে, পথে বসালে!

কৃষ্ণ। ম'শায়, বিজাতী ফিরিঙ্গিকে বিশ্বাস ক'রে অতি অন্যায় করেছি। যদি দিল্লী যেতেম কি পূর্ণিয়ায় সকতজঙ্গের আশ্রয় নিতেম, কিম্বা যদি নবাবের পায়ে-হাতে ধ'রে পড়্‌তেম্‌, তাহ'লে এ দুর্দ্দশা হ'তো না। পিতা বুঝ্‌লেন না;—নবাব ক্রোধনস্বভাব বটে, ক্রোধ হলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু দেখেছি অতিশয় দোষ ক'রে গিয়ে মার্জ্জনা চাইলে, মার্জ্জনা পায়! যতই দোষ থাকুক, মেজাজ অতি উচ্চ। হায়—হায়, কেন ফিরিঙ্গির আশ্রয়ে এলেম!

উমি। বাবা, আগে কে জানে বলো; এরা এমন ধড়িবাজ! মনে কর্‌তেম বাঁহুরে জাত,—ডাব চেনে না, ছোবড়া খেতে যায়, পাল্কীর ছাদে উঠে বসে, এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে দুটো টাকা ফেলে দেয়। ব্যাটারা কত পায়ে-

হাতে ধ'র্‌লে, বল্‌লে একটু কুঠি ক'রে দাও, আমরা এখানে ব্যবসা কর্‌বো।

কৃষ্ণ। ম'শায় এরা বড় চতুর। এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে দুটো টাকা ফেলে দেয় সত্য—সামান্য টাকা খরচ ক'রে আমিরী দেখায়—কিন্তু মনে করেন কি, ব্যবসা আপনি ওদের চেয়ে জানেন? দেখুন আমাদের দেশ, আপনার নিকট ব্যবসা-বাণিজ্য শিখ্‌লে, ক'বছরের মধ্যে ক'টা কুঠি করেছে দেখুন! কি অপমানটাই হলেম। আমাদের সামান্য চাকরকে যেরূপ কুবচন বলি নাই, তা অপেক্ষাও অকথ্য ব'লে আমায় তিরস্কার করলে। উঃ—এত অদৃষ্টে ছিল! অতি সামান্য ব্যক্তি, উদরের জ্বালায় এ দেশে এসেছে, কিন্তু যে দুর্ব্বাক্য বললে, স্বয়ং নবাবও এরূপ বলেন না! হায়—হায় স্বদেশীকে বিশ্বাস না করার উপযুক্ত শাস্তি পেলেম।

উমি। ব্যাটারা মনে করেছে, আমায় কয়েদ ক'রে আরও টাকা হাতাবে। আমি আর এক কাণাকড়িও ছাড়বো না, চিঁড়ে খেয়ে মরি, ফাঁসি দিগ্—তাও কবুল্—এক কড়িও ছাড়বো না।

জনৈক পর্টুগিজ গার্ড ও একজন ফিরিঙ্গির প্রবেশ

গার্ড। বাবু—বাবু স্যালাম! সুখবর দিতি আইচি। আমার উপর গোস্বা হবেন না। চাটগাঁয়ে ঘর, মোরা পর্ত্তুগিজ! মোরা র‍্যাংরেজ নই, মোর উপর গোস্বা হবেন না;—কি কর্‌বো নুন খাইচি, পাহারা দিতি হইচে। নবাব আস্‌তিছে, এই খবর দেলাম, মোর গর্দ্দানাটা বাঁচান!

ফিরিঙ্গি। বাবু সাব—বাবু সাব, হামি বাঙ্গ্‌লার আদমি, হামি বন্দুক পাকড়াতে জানে না। হাম্‌কো পাকড়্‌লিয়ে হাতমে বন্দুক দিলো। বাবু, হামার জান্ বাঁচাও—নবাব আতা—হাম্‌লোককে কোতল করে গা।

দূরে তোপধ্বনি

গার্ড। ঐ শোনেন, নবাবী ফৌজ তোপ দাগ্‌তিছে। দই বাবুসাব মোদের জানটা বাঁচাবেন।

কৃষ্ণ। নবাবী-সৈন্য কোথায়?

গার্ড। ঐ পুবদ্দিকটে আসি ঝোঁকুচে।

ফিরিঙ্গি। হামি আপলোককে খবর লেকে দেতা হ্যায়।

পুনরায় তোপধ্বনি

গার্ড। ঐ শুন্‌তিছেন—তোপ দাগ্‌তিছে? ছাখ্‌বেন বাবু ছাখ্‌বেন, জানটা বাঁচাবেন।

ফিরিঙ্গি। Here comes bloody Holwell. বাবু, গরীবকো মনে রাখিবেন।

পর্টুগিজ-গার্ড ও ফিরিঙ্গির প্রস্থান

কৃষ্ণ। বোধ হয় আমার প্রাণবধ করতে আস্‌ছে। আমার মারীচের দশা, রামে মার্‌লেও মেরেছে, রাবণে মার্‌লেও মেরেছে; নবাবের হাতে পড়্‌লেও তো আমার নিস্তার নেই!

হলওয়েলের প্রবেশ

হল। উমিচাঁদবাবু তুমি রাখ্‌বে তো বাঁচ্‌বে, নযতো সব মারা যাবে! বাবা, কসুর হইয়াছে, ঐ কালা আদ্‌মিটা আপনার চুক্‌লি কর্‌লো, ড্রেক সাব সমুজতে পার্‌লে না, আপনাকে বহুত দুখ্‌ দিলো; বাবু forgive and forget! আমরা ব্যবসা করিতেছি by your help—forgive and forget—নবাব হইতে হাম্‌লোককো জান্‌ বাঁচাও।

উমি। সাহেব, আমি কি কর্‌বো? আমায় রাস্তার ভিখিরী করেছ, তোমার গোরায় আমার বাড়ী লুটে নিলে; আমি এই কয়েদখানায় চিঁড়ে-গুড় খাচ্ছি।

হল। আপনার যাহা গিয়াছে, East India Company তাহার double দিবে, টাকার নিমিত্ত কিছুই পরোয়া করিবেন না, হামাদের জান বাঁচান। কৃষ্ণদাসবাবু, হামাদের কসুর হইয়াছে, উমিচাঁদবাবুকে বুঝাইয়া বলেন, হামাদের জান বাঁচান।

উমি। সাহেব, কি করতে হবে—বলুন।

হল। আপনার দোস্ত General মাণিকচাঁদ, rampart attack করিয়াছে। তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়া দেন, নবাব হামাদের সহিত peace করে। নবাব যেমন যেমন বলে, হামি লোক তেমন তেমন করবে।

কৃষ্ণ। যেদিকে হোক আমার প্রাণ যাবে।

হল। কৃষ্ণদাসবাবু, আপনার বাবা আপনাকে রক্ষা করিবেন। উমিচাঁদবাবু, এই মুন্সির নিকট পত্র লিখিয়া আনিয়াছি, একঠো সই করিয়া দেন। হামি rampart হইতে পত্রটা ফিঁকে দিবে।

উমি। আচ্ছা সাহেব, দাও! দেখ সাহেব, তখন গোলমাল ক'রো না, আমার সিন্দুকে তিন লাখ টাকা ছিলো!

হল। না—না, we are christians. হামাদের দ্বারা এমন হইতে পারে না। মিথ্যা বলিলে হামাদের ধরম্ যায়।

উমিচাঁদের সহিকরণ

হল। (স্বগতঃ) Woe me, to bend before niggers!

হলওয়েলের প্রস্থান

কৃষ্ণ। দেখ্ছেন কি? কাজ গুছিয়ে চ'লে গেল। আসুন খাটিয়ায় প'ড়ে দুর্গানাম করি।

নবম গর্ভাঙ্ক

ফোর্ট উইলিয়ম

ড্রেক ও হলওয়েল (দুইজনের দুই দিক হইতে প্রবেশ)

ড্রেক। Pering lost. The devil has lent them wings. The enemy like locust have surrounded the fort. Let us die like Englishmen.

হল। Peace refused. They are scaling the rampart.

ড্রেক। How to save the ladies?

হল। Escort them on board the man-of-war. The enemies are not in the west. I go back to the rampart.

বিবিগণ সহিত জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মেমলোককো লেকে জাহাজমে উঠিয়ে, দুশ্মন চড় গিয়া, কেল্লা নেই বাচানে শেখো গে।

ড্রেক। জাহাজ নদীকা বিচমে হ্যায়, বোট হ্যায় নেই, ক্যায়সে জাহাজমে লে যায়?

সৈনিক। মির্জ্জাফর সাহেবকা দোস্ত, আমীরবেগ সাহাব, বোট লেকে হাজির

হ্যায় ; হাম র‍্যামপার্টমে রহা, হাম্‌কো ইসারা দিয়া। সোবে মৎ কিজিয়ে, জল্‌দি জল্‌দি—দুশমন আবি কেল্লামে ঘুসে গা।

মেমগণ। Oh save us—save us from the tyrant Nowab !

ড্রেক। Fear not, follow me.

সকলের প্রস্থান

কতকগুলি মদমত্ত গোরাসৈন্যের প্রবেশ

সকলে। La-Ta-Ra-Ra ! La-Ta-Ra-Ra !!

১ম গোরা। Open the gate. Let's go out. Hang Governor Drake, Hang Holwell !

সকলের প্রস্থান

হলওয়েলের প্রবেশ

হল। Ah the drunken swines ! All is lost, they have opened the gate.

নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো—এদিকে—এদিকে—ফাটক খুলেছে, পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো একঠো গোরা না ভাগে।

নবাব-সৈন্যগণের প্রবেশ

১ম। এই হলওয়েল, পাক্‌ড়ো।

হলওয়েলকে সকলের ধৃতকরণ

হল। Oh christ !—to be taken by niggers !

হলওয়েলকে লইয়া সকলের প্রস্থান

দশম গর্ভাঙ্ক

ফোর্ট উইলিয়ম—নবাব দরবার

সিরাজদ্দৌলা, মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, মাণিকচাঁদ, মীরণ প্রভৃতি

বন্দী-অবস্থায় হলওয়েলকে লইয়া দূতের প্রবেশ

সিরাজ। কি নিমিত্ত মানী লোকের অসম্মান ক'রে সাহেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে ? শৃঙ্খল মুক্ত করো। হলওয়েল, বোধ হয় এখন বুঝেছ, যে বারবার নবাবের অসম্মান করা তোমাদের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

হল। জনাব, আমি পুলিসের অধ্যক্ষ, ড্রেক সাহেব গভর্ণর ছিলেন।

সিরাজ। তিনি স্বয়ং তো জাহাজে পলায়ন করেছেন শুন্‌তে পাই। তোমার বীরত্বে আমি পরম সন্তুষ্ট। আমার ধারণা ছিল, ড্রেক যেরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছে, সে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, কদাচ পলায়ন কর্‌বে না।

হল। জনাব, he is a brave man, অনুমান হয়, উল্টা বায়ুতে তিনি আসিতে পারেন নাই।

সিরাজ। হলওয়েল, তোমরা উচ্চজাতি, তার আর সন্দেহ নাই। তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ড্রেকের সম্পূর্ণ দোষে বিপদ-গ্রস্ত হয়েও, বন্দী-অবস্থায় তার নিন্দার প্রতিবাদ কচ্ছ; তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা বাঙ্গলার কর্ত্তব্য। আমরা তোমার এই বীরোচিত ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি এখন বুঝ্‌লেম, কি নিমিত্ত অপরাপর পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে তোমাদের এত উন্নতি। যারা যারা বন্দী হয়েছে, তাদের জীবনের কোন শঙ্কা নাই। যদি শেষ অবস্থায়ও তোমরা সরলভাবে সন্ধির প্রার্থনা করতে, এ অবস্থাপন্ন হতে না।

হল। জনাব, আমরা সন্ধির প্রার্থনা করিয়া, দুর্গ-প্রাচীর হইতে চিঠি ফেলিয়া দিলো। একটা লোক চিঠি লইয়া গেল, কিন্তু নবাবী কোন হুকুম হইল না।

সিরাজ। সেনানি মাণিকচাঁদ, এ কথা কি সত্য? আপনার সেনাই তো দুর্গ-প্রাচীর আক্রমণ করেছিল।

মাণিক। জনাব, পত্রের কথা বান্দা কিছুই অবগত নয়।

সিরাজ। এরূপ অনেক পত্র আমাদের গোচর হয় না। এ অনিয়ম অমাত্য-বর্গের সংশোধন করা উচিত। (মির্জ্জাফরের প্রতি) মির্জ্জাফর খাঁ বাহাদুর, আপনি এই ফিরিঙ্গি বন্দীর ভার গ্রহণ করুন।

মীরণ। (জনান্তিকে মির্জ্জাফরের প্রতি) আমি ভার গ্রহণ কচ্ছি।

মির্জ্জাফর। উত্তম।

মীরণ। (দূতের প্রতি) আমার সঙ্গে সাহেবকে নিয়ে এসো। (স্বগতঃ) মেম বেটীদের কোথায় ধ'রে রেখেছে।

মীরণ, হলওয়েল ও দূতের প্রস্থান

রাজবঃ। (জনান্তিকে রায়দুর্লভের প্রতি) ঐ কৃষ্ণদাসকে নিয়ে আস্‌ছে, আজ আমি পুত্রহীন হলেম।

রায়। (জনান্তিকে) ভগবানকে ডাকুন, নবাবকে কোনরূপ অনুরোধ কর্‌তে তো আমার সাহস হচ্ছে না।

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ, চিন্তা দূর করুন। নবাবের মার্জ্জনা আছে, তা কি আজও আপনাদেরও অনুমতি হয় নাই। রাজা রাজবল্লভ, আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

রাজবল্লভের সেলাম করণ

উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে লইয়া দোস্ত মহম্মদের প্রবেশ ও উভয়ের নবাবের সম্মুখে জানু পাতিয়া অভিবাদন

কৃষ্ণদাস, উমিচাঁদ, আসন গ্রহণ করো। এঁদের কোথায় দেখা পেলেন?

দোস্ত। জনাব, অন্ধকূপের ন্যায় একটা গৃহে এঁরা বন্দী ছিলেন।

সিরাজ। উমিচাঁদ, নবাবী অধিকার অপেক্ষা কলিকাতা নিতান্ত নিরাপদ স্থান নয় এতদিনে ধারণা হয়ে থাক্‌বে।

উমি। জনাব, জনাব—কারবারের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতায় ছিলেম; সমুচিত দণ্ড হয়েছে, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে।

সিরাজ। কৃষ্ণদাস, নবাব-চরিত্র তুমি অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত কলিকাতায় এসে ইংরাজের শরণ নিয়েছিলে। আমরা যৌবন-সুলভ অনেক দোষে দোষী স্বীকার করি, কিন্তু কেউ শরণাগত হ'য়ে আশ্রয় পায়নি, বা গুরুতর অপরাধ ক'রে মার্জ্জনা প্রার্থনায় দোষ মাপ হয় নি, বোধ হয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুন্‌বে না। বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস-পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্ত নাই। তুমি তোমার পৈতৃক আশ্রয়দাতা বর্জ্জন ক'রে সমুচিত ফল ভোগ ক'রেছ,—ফিরিঙ্গির দুর্ব্বচন সহ্য করেছ,—দোষ অপেক্ষা তোমার দণ্ড অধিক হয়েছে।

কৃষ্ণ। জনাব—জনাব, ফিরিঙ্গি দ্বারা পীড়িত হওয়া অপেক্ষা আত্মগ্লানিতে বান্দার অধিক দণ্ড হয়েছে।

সিরাজ। যাঁর হৃদয়ে ধারণা, যে স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তাঁর সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চক্ষের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন ক'রে যার ভ্রম দূর না হবে, যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষ্যায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে, সে কুলাঙ্গার! মাতৃ-ভূমির কলঙ্ক! তার

জীবন ঘৃণিত !! এই দৃষ্টান্তে যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায়, যে শত দোষে দোষী হ'লেও, স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তা'হলে আমাদের যুদ্ধশ্রম ও রণব্যয় সফল !

সকলে। (জানু পাতিয়া) জনাব স্বরূপ বলেছেন।

সিরাজ। ঈশ্বর—বাঙ্গলায় এই বিশ্বাস দৃঢ় করুন। রাজা মাণিকচাঁদ, আজ হ'তে কলিকাতায় আপনি আমাদের প্রতিনিধি। কলিকাতার পরিবর্ত্তে এ স্থানের নাম আজ হতে আলিনগর। প্রজারা ভয়ে স্থান পরিত্যাগ করেছে। অদ্য রাত্রেই ঘোষণা দেন, কারো কোন ভয় নাই ;—সকলেই নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করুক। নগরে শান্তি স্থাপিত হোক।

মাণিক। নবাবের বদান্যতায় দাস বহু সম্মানিত।

সিরাজ। দরবার ভঙ্গ হোক।

সিরাজদ্দৌলা, মাণিকচাঁদ প্রভৃতি কয়েকজনের প্রস্থান

দুর্লভরাম। দেখুন—কি অপমান, সামান্য সেনানী মাণিকচাঁদ প্রতিনিধি নিযুক্ত হলো।

করিম। কৃষ্ণদাসেরও বড় অপমান হলো,—রাজবল্লভ চাচা কি বলেন ?

রায়। কিছু বিশ্বাস নাই। "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ !" আজ এক ভাব, কাল যে কে অপমানিত হবে তার নিশ্চয়তা নাই।

করিম। তাই তো—এখন্ তো ইংরেজ কুপোকাৎ হলো। ফরাসী, ওলন্দাজ, —ওদের উদ্‌বাস্ত ক'রে তেমন কাজ হবে না ; আর ওরা ইংরেজের দশা দেখে ঘেড়োবেও না। এখন গিয়ে সকতজঙ্গের ঘাড়ে চাপো,—আর তো উপায় দেখ্‌ছি নে।

রায়। করিম চাচা, তুমি আমার অন্নে পালিত ;—তোমার সহিত আমার দূর সম্পর্ক মাত্র। আমার অনুরোধে আমির-ওম্‌রাও সকলে তোমায় ভালবাসে। তোমার কামিনীকান্ত নামের পরিবর্ত্তে, আদর ক'রে "করিমচাচা" ব'লে ডাকে। দেখ্‌ছি তুমি নবাবের নিকট ভাঁড়ামি ক'রে তার প্রিয় হয়েছ, সেই নিমিত্ত গর্ব্বে যথারীতি সকলকে সম্মান প্রদান করো না। তোমার সকল কথায় কথা কওয়া ভাল নয়।

করিম। কেন বাবা, সভায় থাকূলে, একজনকে দিয়ে তো প্রস্তাব করা চাই। আমি সুর ধরিয়ে দিলুম, এখন যে যার আঁতের কথা খোলূবার সুবিধা পাবে।

মির্জ্জাফর। ছিঃ, তুমি বড় বেয়াদব হয়েছ!

করিম। চাচা উমিচাঁদ, কিছু বেয়াহুবি হয়েছি কি? বেকুব নবাব, নবাবীই জানে না; কারুর গর্দ্দানা নেবার হুকুম দেয় না,—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাও, যে হুট্ বল্‌তে জুতো শুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করে। টাকা ভাঙ্গ্‌লে মাপ, শত্রুতা কর্‌লে মাপ—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ। জিব শুকুচ্ছে বাবা, চল্‌লেম, পরামর্শ কি আঁট্‌বে আঁটো। ভেব না, যা মুখে এলো বল্‌লেম, আর পেটে কিছু নাই! আগুন খাও, আঙ্গ্‌রা ছ্যারাবে! আমার কি বাবা! দু'টান চণ্ডু আর দু'পেয়ালা মদ,—তোমাদের পাঁচজনের কল্যাণে জুট্‌বে! খেতে খেতে বাবা, তোমাদের একটা তারিফ দিয়ে যাই। এই যে কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে দিলে, তা'তে একটা বাহবা দিলে না বাবা!

করিম চাচার প্রস্থান

মির্জ্জাফর। আজ রাত্রি অধিক হয়েছে, নিজ নিজ শিবিরে যাই চলুন।

সকলের প্রস্থান

করিম চাচার পুনঃ প্রবেশ

করিম। মীরণ চাচা চ'লে গেল, চণ্ডুর যোগাড় কে করে। কালাচাঁদ, তোমার প্রেমেই আজ যামিনী যাপন করি। এইটেতে নবাব বসে ছিল না? একবার হেলে বসি। (নবাব-সিংহাসনে উপবেশন) উহুঁ—হলো না—এ জায়গা বড় গোজা নয়, এ ফোর্ট উইলিয়ম, এখানে অনেক ব্যাটাকে ছেলাম দিতে হবে;—এখানে অনেক মুকুট গড়াগড়ি যাবে। ফোর্ট উইলিয়ম, আমি তোমায় আগে সেলাম দি বাবা। কিছু ভেবো না—এ শ্রী থাক্‌বে না, তোমার পুষ্যিপুত্রেরা জাহাজ ক'রে এলো বলে। ও মান্‌কে ফান্‌কের কাজ নয়, ও মান্‌কে ফান্‌কের কাজ না। রসো না দু'দিন হুকুম চালাগ, দু'দিনে বাবা "লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর" ক'রে পালাবে। আমিই "লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর" ক'রে ভাগি। তাইতো কামিনী, অর্দ্ধযামিনী, একাকিনী কোথায় যাবে! মাঠে হাওয়ায় শয়ন কর্‌বে? আজ আমি একটী অপূর্ব্বা নায়িকা হবো। আকাশ চন্দ্রাতপ, ধরণী শয়ন, আহা বিরহ আর সহ্য হয় না। যদি সুরা-সমুদ্র পেতেম, ঝাঁপ দিতেম। ওঃ এত গোলাগুলি রয়েছে, দুটো চারটে ছিটে কেউ দিতো, মনের ব্যথা নাক ডাকিয়ে প্রকাশ কর্‌তেম্। মির্জ্জাফর চাচা কিনা চণ্ডু

টেনে শোবে। চাচা আমার গদীতে বস্‌লে নাকে-কাণে-মুখে নল দিয়ে চণ্ডু টান্‌বে।

প্রস্থান

একাদশ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—সুসজ্জিত তোরণ

নাগরিকাগণের গীত

আস্‌ছে ওই নবাব বাহাদুর।
জঙ্গ্‌লা কাঙ্গ্‌লা ফিরিঙ্গি সব বাঙ্গ্‌লা হ'তে হলো দূর॥
গুড়ুম গুড়ুম নবাবী কামান, পাহাড় হয় দু'খান,
কোল্‌কাতায় নবাবী নিশান ;
কার্‌দানি ছ'রকুটে গেছে, ভেঙ্গেছে বিলাতী ভুর॥
ঘুচেছে হুট মুট গুট, দিয়েছে পাল তুলে ছুট।
নাইকো আর ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্—
ফের্‌কে ঠ্যাং, ঠুকে বুট, ফুঁকে চুরুট ;
নাই বাগিয়ে ঘুসি চোখ্ রাঙ্গানি
ঘেউ ঘেউয়ে বুলডগি সুর॥

সকলের প্রস্থান

মোহনলাল ও লছমন সিংহের প্রবেশ

মোহন। এত শীঘ্র রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা! সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা কার্য্য-কুশল বটে। কই—কে—কোন্ ফকির?

লছমন। আজ্ঞে, এই দিকেই এসেছে।

মোহন। আর যে একজন স্ত্রীলোক বল্‌লে?

লছমন। আজ্ঞে, সে লোকের অন্দরে প্রবেশ ক'রে, ঘরে ঘরে জাঁহাপনার অপবাদ দিচ্ছে, আমার ভগ্নির নিকট সংবাদ পেলেম।

মোহন। কি বলে?

লছমন। বলে—এইবার নবাব এসে দেশে আর সতী রাখ্‌বে না। ইংরাজদের ভয় ছিল, তাই এতদিন দৌরাত্ম্য করে নাই। আবার না কি নবাবদূত রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাইকে আন্‌বার জন্যে প্রেরিত হয়েছে। আর

ফকির বলে বেড়াচ্ছে, যতদিন সকতজঙ্গ না বাঙ্গ্‌লার গদীতে বসে, ততদিন দেশ ছেড়ে সকলে পালাও। নবাব এসে সব কোতল কর্‌বে, ঘর পোড়াবে, জলে ডোবাবে। যার বাহুতে বল আছে, সে সকতজঙ্গের পক্ষ হও।

মোহন। সেই স্ত্রীলোকের কি বেশ?

লছমন। ফকিরণীর বেশ।

মোহন। আমায় নবাব মুর্শিদাবাদ রক্ষার নিমিত্ত রেখে গিয়ে, দেখ্‌ছি বড় সুযুক্তির কার্য্য করেছেন। বিদ্রোহী সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা, এরূপ রাজ্যে প্রজার মনে বিদ্বেষ জন্মাবার চেষ্টা কর্‌বে, আমার ধারণা ছিল না। এই সকল বিদ্রোহীদের দমন করা অতি প্রয়োজন।

লছমন। হ্যাঁ জনাব, অনেক নির্ব্বোধ প্রজার মনে আতঙ্ক জন্মেছে।

মোহন। ফকির অতি দুর্জ্জন! কিরূপ অপবাদ রটনা কচ্ছে দেখো। নবাব এখন প্রকৃত প্রজাপালক। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর যৌবন-সুলভ চপলতা আর নাই; মদ্যপান পরিত্যাগ করেছেন, অসৎসঙ্গীদের বিদায় দিয়েছেন। প্রজার মঙ্গল তাঁর একমাত্র কামনা।

লছমন। ঐ ফকির আস্‌ছে।

দানসার প্রবেশ

মোহন। ফকিরজি সেলাম!

দানসা। সেলাম তো বটে। আমোদ কত্তিচ, নবাবটা কি কর্‌তিচে হুশ রাখো না। সহরে কোতল হুকুম দিচে, কারো গর্দ্দানা থাকপে না।

মোহন। বটে ফকিরজি বটে!

দানসা। হঃ—খালি কাট্‌তি কাট্‌তি আস্‌তিচে। জোয়ান মেয়ে ছেলেটা পেলি জাত খাতিচে। প্যাটে পোয়ে দেখ্‌লেই প্যাট চিরে দেখ্‌তিচে—প্যাটে ছ্যালেটা কেমন থাহে।

মোহন। বটে ফকির সাহেব বটে!

দানসা। বিশখানা লায়ের মদ্দি আদ্‌মি ভর্ত্তি করি, দরিয়ার বিচে ডোবাইচে; হাপাইয়ে জল খাইয়ে কেমন মরে দেখ্‌তিচে! ঘরের মদ্দি আদ্‌মি পুরে তালা লাগাইয়ে, আগুন ধরাইচে; আদ্‌মিগুলো জ্বালার চোটে চ্যাল্লাচ্চে, শুন্‌তিচে আর হাস্‌তিচে!

মোহন। তবে ফকির সাহেব—কি হবে ফকির সাহেব!

দানসা। যাও—মোর সলানী শুনো। বাল বাচ্চা নিয়ে পুর্ণিয়ায় যাও।

তোমায় জোয়ান দেখ্‌তিচি, সকতজঙ্গের ফৌজ হও যাইয়ে। খেলাত পাবা, টাকা পাবা, আর জুয়ান ব্যাটার মত কদরে থাকবা।

লছমন। আর বুড়োদের কি কচ্ছে?

দানসা। মাটীর মদ্দি আদ গাড়ি কুত্তা খাওয়াচ্চে।

মোহন। কেন বল দেখি ফকিরজি, এত দৌরাত্ম্য কেন কচ্ছে?

দানসা। তবে শোনবা? একটা জিন এসে ওর বেগম হইচে। সে বিটীর নাম লুৎফন্নিসা। হাজার আদমির লউ না পিলি তার পিয়াস ছোটে না। এই ছোট ছ্যালের কাবাব বড় পছন্দ করে। তার দু'পাল কোত্তা আচে, সেগুলোন বুরোবুরীর মাস খাবে আর কিচু খাতি চায় না। এই শুন্‌লে, এখন আপনার লোক যে যেখানে পাও, নিয়ে চলে যাও।

মোহন। তা হ্যাঁ ফকিরজি—তুমি পালাচ্ছ না?

দানসা। আমায় কেডা কি করে? মুই সেই জিন বেগমটারে ধর্‌বার আইচি। বুরা হইচি, এখন আর চল্‌তি পারি না। দুকুরি মাইয়া জিন রাখ্‌চি, এই তারি উপর সোয়ার হয়ে চলি। এ ব্যাগম জিনটা ভারি জবর সোয়ারি; ওরে ধর্‌বার আইচি।

মোহন। ফকির সাহেব, তাই জিনটেকে ধরে নিয়ে যাও, তা'হলে তো আপদ চুকে যায়, তা'হলেই তো আর আমাদের ভয় নাই?

দানসা। আরে জিন কি একটা পুষ্‌চে, একটা মরদ জিন পুষ্‌চে।

মোহন। তার নাম কি ফকিরজি?

দানসা। লালমুহনে।

মোহন। সে কি খায়?

দানসা। জোয়ান ব্যাটাছেলের মগজের চর্ব্বি খায়।

মোহন। এইবার ত বল্‌তে পার্‌লে না ফকিরজী, এবার ত বল্‌তে পার্‌লে না,—সে কি খায় জানো? ফকিরের ঘাড়ের রক্ত খায়।

দানসা। চালাক কচ্চ—চালাক কচ্চ? ফকিরের সাতি চালাকি? ছাখ্‌বে এনে—ছাখ্‌বে এনে!

মোহন। না ফকিরজী, তুমিই দেখবে এনে। এই দেখ। (বন্ধন)

দানসা। অ্যা ফকিরকে বাদ্‌চো—ফকিরকে বাদ্‌চো?

মোহন। বাঁধ্‌বো না, আমিই যে লালমুহনে জিন। তোমার ঘাড়ের রক্ত খাবো।

দানসা। হাদে তুমি এমন লোকটা—তামাসা বোঝো না—তামাসা বোঝো না? তুমি জান না—জান না—কেতাবে লিখ্‌চে, নিন্দে কর্‌তি হয়, নবাবের পেরমাই বারে।

মোহন। জানি। আর যে নিন্দা করে তার পরমায়ু কমে। (লছমনের প্রতি) একে কারাগারে নিয়ে যাও।

লছমন। আর কারাগারে কেন? এইখানেই প্রাণবধ করুন, প্রজাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

মোহন। না—ফকিরবেশধারী, এর প্রাণদণ্ড করা আমার উচিত নয়, নবাব স্বয়ং দণ্ড দেবেন।

দানসা। দই মোহনচাদ, মোরে ছারান দাও, তোমায় পান খাইবার কিছু দিতিচি।

মোহন। ফকিরের কি আছে দেখো, সমস্ত সরকারীতে জমা দিয়ো!

দানসা। কি কর্‌লাম, কেন সয়তানি বেটীর সলায় ভেজলাম।

মোহনলাল ও লছমনের সহিত বন্দীভাবে দানসার হাঁ করিয়া প্রস্থান

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

নবাব-দরবার

সিরাজদ্দৌলা, মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ, রাসবিহারী প্রভৃতি

সিরাজ। (অমাত্যবর্গের প্রতি) আমার জিজ্ঞাস্য, যে কি নিমিত্ত হলওয়েল কারারুদ্ধ ছিল? নবাবী আদেশ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হলওয়েলকে মুক্তিদান ক'রে, ওলন্দাজদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করাই নবাবী আদেশ ছিল। কিন্তু নবাব-আদেশের বিপরীত কার্য্য কি নিমিত্ত হয়েছে? এর উত্তর আমরা সেনাপতি মির্জ্জাফর সাহেবের নিকট পাবার ইচ্ছা করি, কারণ কলিকাতায় তাঁহার হস্তেই হলওয়েল প্রভৃতি অর্পিত হয়েছিল।

মির্জ্জাফর। কর্ম্মচারীদের ভুলক্রমেই এরূপ হয়েছিল। এখন হলওয়েল মুক্তিলাভ করেছে।

সিরাজ। সে কর্ম্মচারীদের ভুল সংশোধন দ্বারা হয় নাই। আমরা তাদের কারারুদ্ধ হওয়ার অবস্থা, মাতামহী বেগম-মহিষীর নিকট অবগত হ'য়ে, অমাত্য মীরমদন দ্বারা তাদের মুক্তির আজ্ঞা প্রেরণ করি। হলওয়েল

একটি লোমহর্ষণ সংবাদ প্রদান করলে। ঈশ্বর করুন তার সংবাদ মিথ্যা। সংবাদ সত্য হ'লে নবাবী রাজ্যের চিরকলঙ্ক স্বরূপ তাহা জগতে ঘোষিত হবে। সংবাদ এই, যে, "ব্ল্যাকহোল্" নামে ইংরাজ দুর্গস্থিত একটি ক্ষুদ্রায়তন কারাগারে, ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দী ক'রে রাখা হয়। সেই কারাগারের একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ মাত্র ছিল, অপর বায়ু প্রবেশের পথ ছিল না ;—সেই নিমিত্ত অশেষ যন্ত্রণায় অধিকাংশ হতভাগ্য ইংরাজের প্রাণ নষ্ট হয়। এ প্রাণনাশের দায়িত্ব আমারই মস্তকে স্থাপিত হবে। আপনার উপর যদিচ ভার অর্পিত হয়েছিল, তাহা সাধারণে বিদিত হবে না। যাহা হবার হয়েছে, কিন্তু এ কার্য্যে রাজ্য কলঙ্কিত !

মির্জ্জাফর। জনাব, এ মিথ্যা রটনা।

সিরাজ। ঈশ্বর করুন, মিথ্যাই হোক।

মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। জনাব, জয় সংবাদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'লে, নগরে মহোৎসব হয়, প্রজাবর্গ পরমানন্দে মত্ত থাকে। সেই সময় দানসা নামে একজন ফকির, জনাবের নামে কলঙ্ক রটনা এবং পূর্ণিয়ার সকতজঙ্গ বাহাদুরের প্রশংসা ক'রে, প্রজাবর্গকে বিদ্রোহী হতে উৎসাহিত করেছিলো। বান্দা তারে কারারুদ্ধ করেছে, আজ্ঞা হ'লে দরবারে উপস্থিত করি।

সিরাজ। উপস্থিত করা হোক।

মোহন। (দানসাকে আনিবার জন্য দূতকে ইঙ্গিতকরণ ও দূতের প্রস্থান) আরও জনাবের জমাদার লছমন সিংহের মুখে সংবাদ পেলেম, যে এক ফকিরবেশিনী স্ত্রীলোক ঐরূপ কুৎসা ক'রে, অট্টালিকা হ'তে কুটীর পর্য্যন্ত গমনাগমন করে ;—নবাব-অন্দরেও কখনো কখনো প্রবেশ করে, অবগত হলেম। সে স্ত্রীলোক বহুরূপধারিণী, বহু অনুসন্ধানে নগররক্ষক এ পর্য্যন্ত তারে ধৃত করতে পারে নাই। সে রমণী নবাবের অন্দরে প্রবেশ করে, যদি সত্য হয়, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের বিষয় ! সে দুশ্চরিত্রা ঘরে ঘরে রটনা করেছে, যে নবাব রণ জয় ক'রে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়েই, অতি হীন আজ্ঞা প্রচার করবেন ; এবং রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাইকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হবে। সেই তারাবাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি নবাবের শয়নগৃহে আদরে স্থাপিত হয়েছে।

সিরাজ। (স্বগতঃ) ও বুঝ্‌লেম, সেই তস্‌বিরবাহিকা। (প্রকাশ্যে) সে স্ত্রীলোককে বন্দী কর্‌বার জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হোক।

দানসাকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ

দানসা। দই জনাব—দই জনাব—মোর কসুর নাই। একটা মন্দিরির পাশ দিয়ে আস্‌তিছিলাম, একটা হছুর ভুত আমার ঘারে চাপ্‌ছিলো, তাই আবল তাবল বক্‌তিছিলাম। দই জনাব—জনাবের দোওয়া করি! মুই ফকির, রোজার দিন ছেপ্‌ গিলছিলাম, তাই হছুর ভুতটা ঘারে চাপ্‌ছিলো।

সিরাজ। আমরা মুসলমান। তোমার অঙ্গে মুসলমান ফকিরের পরিচ্ছদ, এইজন্য রাজবিদ্রোহী অপরাধেও তোমার প্রাণদণ্ড হলো না। এর নাসা কর্ণ ছেদ ক'রে, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে এরে নগরে ভ্রমণ করাও, আর নগরে ঢ্যাঁড্‌রা দেওয়া হয় যে ফকির রাজদ্রোহী; যদিচ ফকির—এই অনুরোধে সামান্য দণ্ড হয়েছে, যে ব্যক্তি রাজদ্রোহী হবে, তার প্রতি শূলদণ্ডের আদেশ।

দানসা। দই জনাবের—দই জনাবের!—হছুর ভুত ঘারে চাপ্‌ছিলো, হছুর ভুত ঘারে চাপ্‌ছিলো!

দানসাকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

সিরাজ। সকতজঙ্গের সংবাদ রাসবিহারী এনেছে। বোধ হয় সকলেই অবগত, যে রাসবিহারী ফৌজদার নির্ব্বাচিত হয়ে, আমাদের হুকুমনামা সকতজঙ্গের নিকট লয়ে যায়। সকতজঙ্গের উত্তর শুনুন। (রাসবিহারীর প্রতি) রাসবিহারী, পত্র পাঠ করো।

রাস। (পত্রপাঠ) "সিরাজ, পত্র পাঠ মাত্র মির্জ্জাফর, জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি আমার কর্ম্মচারীদিগকে নবাবী সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া, সপরিবারে ঢাকা প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিবে। তুমি আমার ভ্রাতা, খুল্লতাতপুত্র, তোমার প্রতি অন্যায় করা হইবে না; তোমার ভরণপোষণের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে। অবাধ্য হইলে তোমার মঙ্গল নাই। আমি রেকাবে পা দিয়া রহিয়াছি। অবাধ্য হইলে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রতি দণ্ডবিধান করিব। ইতি দিল্লী-সম্রাটের ফারমান অনুসারে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সকতজঙ্গ।"

সিরাজ। এ পত্রের কি বিধান?

জগৎ। উন্মাদ!

রায়। দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।

মির্জ্জাফর। এখন বর্ষাকাল উপস্থিত। ইংরাজ-যুদ্ধে সৈন্যরা ক্লান্ত। এখন সৈন্য পরিচালনার বিশেষ অসুবিধা।

সিরাজ। শেঠজীর অনুমান সকতজঙ্গ, "উন্মাদ"! কিন্তু দিল্লীর সনন্দের কথা কি? আর আমাদের অমাত্যদিগকে বা সকতজঙ্গ কি নিমিত্ত তার নিজের কর্ম্মচারী ব'লে উল্লেখ করেছে?

জগৎ। জনাব, মদ্যপায়ীর প্রলাপ—প্রলাপ!

সিরাজ। প্রলাপ? সনন্দ প্রলাপ?

জগৎ। জনাব, প্রলাপ ব্যতীত আর কি হ'তে পারে?

সিরাজ। ভাল, রীতি আছে যে শেঠ বংশধরগণ, বাঙ্গলার নবাবের জন্য দিল্লী হতে ফারমান আনয়ন করেন। সুতরাং আমাদের নিমিত্ত ফারমান আনা আপনার উপর ভার, সে ফারমান কি আনা হয়েছে?

জগৎ। অর্থের অভাবে আনা হয় নাই।

সিরাজ। রাজকোষে অর্থের অভাব বা শ্রেষ্ঠিবরের অর্থের অভাব? শ্রেষ্ঠিগণ নিজ অর্থব্যয়ে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ফারমান আনয়ন করেছেন, পরে রাজ-অর্থে আপনার অর্থ পরিশোধ ক'রে লয়েছেন। এ স্থলে সে কার্য্য কেন হয় নাই?

জগৎ। অর্থের অভাব—অর্থের অভাব।

সিরাজ। বার বার ঐ কথাই বলছ? অপব্যয়ী সকতজঙ্গের অর্থের অভাব হয় নাই, নবাবী অর্থেরই অভাব হয়েছে?

জগৎ। রণব্যয়ে রাজকোষ শূন্য।

সিরাজ। কিন্তু রাজ্য প্রজাশূন্য নয়। একথা নবাব-দরবারে কেন জ্ঞাপিত হয় নাই? প্রজার দ্বারা অনায়াসে অর্থের সঙ্কুলান হতো।

জগৎ। তা'হলে প্রজা পীড়িত হতো।

সিরাজ। দয়ার্দ্রহৃদয়! সেই নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করো নাই? নবাব-দরবারে সাবধানে কথা কও, নচেৎ এখনি বেকুবির দণ্ড হবে। কি বল্‌বার আছে? তোমার দোষ খণ্ডনের কি কথা আছে? কৃতঘ্ন! বারবার মার্জ্জনার এই ফল! নবাব-অন্নে প্রতিপালিত হয়ে নবাব-বিরুদ্ধ আচরণ! দুষ্ট, খল, বিশ্বাসঘাতক—এই দণ্ডে তিন কোটী মুদ্রা নবাব-দরবারে উপস্থিত করো, নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

জগৎ। জনাব, বাঙ্গলার সিংহাসন তো স্বাধীন, বাঙ্গলার নবাব দিল্লীর

সুবেদার নাম মাত্র। স্বর্গীয় আলিবর্দ্দীর আমল হ'তে তো কর প্রেরিত হয় নাই।

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতক, এইমাত্র দরবারে বল্‌লে, অর্থাভাবে সনন্দ আনা হয় নাই। পরক্ষণেই অন্যপ্রকারে দোষ স্থালনের চেষ্টা পাচ্ছ! রাজদ্রোহী, ধূর্ত্ত, শঠ, এই মুহূর্ত্তে অর্থ উপস্থিত না হলে, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ড আজ্ঞা হবে।

জগৎ। তিন কোটী মুদ্রা কোথা পাবো?

সিরাজ। এখনো নবাব সমীপে প্রতারণা? বেইমান! (জগৎশেঠকে চপেটাঘাত) কে আছিস, রাজদ্রোহীকে কারাগারে নিয়ে যা!

জগৎশেঠকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

সকলে। (জানু পাতিয়া) জনাব—জনাব—মানী ব্যক্তির অপমান কর্‌বেন না।

সিরাজ। মানী ব্যক্তি কে—শত্রু! নিজ অর্থব্যয়ে দিল্লী হতে সকতজঙ্গের নিমিত্ত ফারমান এনেছে। আমরা চক্ষুহীন নই, কুমন্ত্রণা আমাদের নিকট গোপন নাই। রাজদ্রোহীর সম্পূর্ণ শাস্তি আমরা দিই নাই। এস্থলে কাহারো কোন অনুরোধের আবশ্যক নাই।

মির্জ্জাফর। জনাব, আমাদের রাজদ্রোহী হবার ইচ্ছা নাই, দিল্লীর ফারমান যাঁর নিকট, তিনিই নবাব, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌বো না। আপনার অস্ত্র আপনাকে প্রত্যর্পণ কচ্চি। (অস্ত্রক্ষেপণ)

দুষ্ট অমাত্যগণ। আমরাও দিল্লীর ফারমান বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসমর্থ। (সকলের অস্ত্র নিক্ষেপ)

সিরাজ। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—

মোহন। বিদ্রোহীদের প্রতি কারাগার আজ্ঞা প্রদান হোক।

মির্জ্জাফর। মোহনলাল, মন্ত্রীর পদ পেয়েছ, তুমি সুমন্ত্রী। নীচ ব্যক্তির উচ্চপদ প্রাপ্তির সফলতা তোমার দ্বারা হবে।

সিরাজ। কি—কি? আপনারা আমায় পরিত্যাগ কর্‌তে চাচ্ছেন?

মির্জ্জাফর। জীবন তুচ্ছ!—অপমানিত হবার ইচ্ছা নাই।

মীরমদন। জনাব, আজ্ঞা দেন।

রায়। মীরমদন, অকারণ অসিতে হস্তার্পণ কি নিমিত্ত? যদি আমাদের প্রতি বল প্রকাশ হয়, আমরা তো বাধা দিতে প্রস্তুত নই।

সিরাজ। একি—বিষম ষড়যন্ত্র—বিষম ষড়যন্ত্র! মাতামহ কালসর্প পোষণ করেছেন!

বেগে আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ

বেগম। কি করেন—কি করেন? অমাত্যবর্গ—কি করেন? স্বর্গীয় নবাব মৃত্যুকালে, বালক সিরাজকে আপনাদের করে অর্পণ করেছিলেন। মুমূর্ষের শয্যা স্পর্শ করে, ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সিরাজকে রক্ষা কর্‌বেন। আপনাদের উপর সিরাজের ভার অর্পণ ক'রে, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেছেন। বৃদ্ধের নিকট আপনারা সকলেই প্রতিশ্রুত, সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না। সিরাজ বালক, আপনাদের অনেকের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হয়েছে। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত। এ সঙ্কট সময়ে এ বালককে পরিত্যাগ কর্‌বেন না। ঘোর বিপদ হতে বালককে উদ্ধার করুন। সিরাজ যদি অমর্য্যাদা সূচক কথা বলে থাকে, আমি নবাব-মহিষী। সিরাজের পক্ষে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা কচ্ছি। বালকের অপরাধ বিস্মৃত হোন। অস্ত্র গ্রহণ করুন—আমি হাতে তুলে দিচ্ছি।

মির্জ্জাফর। অধিক বল্‌বেন না,—অধিক বল্‌বেন না। এই আমি সেলাম ক'রে, নবাবী তরবারী গ্রহণ কচ্ছি।

সকলে। আমরা সকলেই নবাবের নিমিত্ত প্রাণদানে প্রস্তুত। এই অস্ত্র গ্রহণ কর্‌লেম।

বেগম। সিরাজ, শ্রেষ্ঠিবরকে আন্‌বার নিমিত্ত আজ্ঞা দাও।

সিরাজ। (মীরমদনকে ইঙ্গিতকরণ।

বেগম। সিরাজ, স্বর্গীয় নবাবের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে, কোরাণ স্পর্শ ক'রে, তোমার প্রতিজ্ঞা কি বিস্মৃত হয়েছো, মানীর অসম্মান করো? শ্রেষ্ঠিবর আস্‌ছেন, যথাযোগ্য বিনয়ে তাঁর তুষ্টি সাধন করো। তুমি জনসমাজে নবাব, কিন্তু আমার বালক, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করো না। তুমি কি বিবেচনা-শূন্য হয়েছ? যাঁদের অস্ত্রবলে তুমি দুর্দ্দম ইংরেজকে অনায়াসে দমন করেছ, যাঁদের প্রভাবে শত শত্রুর বিরুদ্ধাচরণেও তুমি সিংহাসনে স্থাপিত, সেই সকল অমাত্যের প্রতি অনুচিত ব্যবহার নবাবের উপযুক্ত নয়।

সিরাজ। মাতামহী—মাতামহী, আমায় নবাব কি নিমিত্ত বলো? আমার নবাবী প্রয়োজন নাই; এ স্বর্ণ মুকুট নয়—এ কণ্টক মুকুট! এ রাজদণ্ড

নয়—আমারই যমদণ্ড! সিংহাসন আরোহণ অবধি শয়নে স্বপনে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি নিশ্চিন্ত নই! হায়, পূর্ব্বে যদি জান্‌তেম, জানু পেতে মাতামহকে অনুরোধ কর্‌তেম, যে এ কণ্টকপূর্ণ আসন আমায় দেবেন না, আপনার অপর আত্মীয় আছেন, তাদের দেন। মহাশয় আপনাদের সকলের যদি অভিপ্রেত হয়, যে আমি অযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন ক'রে বাঙ্‌লার গদীতে স্থাপন করুন।

মির্জ্জাফর। জনাব, সমস্ত বিস্মৃত হোন, আমরা রাজভৃত্য।

জগৎশেঠকে লইয়া মীরমদনের প্রবেশ

বেগম। শ্রেষ্ঠিবর, আমি নবাব-মহিষী!

জগৎ। কেন মা—আপনি হেতায় কেন?

বেগম। আমার বালক সন্তানের রক্ষার্থে! আপনার নিকট অপরাধ স্বীকার করবার নিমিত্ত! বৃদ্ধ মৃত্যুকালে আপনাদের হস্তে সিরাজকে অর্পণ করেছিলেন, আমিও অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে দরবারে উপস্থিত হ'য়ে, সিরাজকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ কচ্ছি। বিপদের সময় সিরাজকে ত্যাগ কর্‌বেন না। সকতজঙ্গ সজ্জিত, আপনারা সকলে আমার সিরাজকে রক্ষা করুন। সিরাজ, শ্রেষ্ঠিবরের সম্মান করো।

সিরাজ। শ্রেষ্ঠিবর, ক্রোধ চণ্ডাল, নবাবও চণ্ডালগ্রস্ত হয়। আপনি বিজ্ঞ, এ কথা আপনার অবিদিত নাই।

সকলে। বাঙ্‌লা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতিকে আমরা সকলে অভিবাদন করি। আমরা রাজভৃত্য।

সিরাজ। কুক্ষণে দরবার সন্নিবেশিত হয়েছে, অদ্যকার সভা ভঙ্গ হোক।

মির্জ্জাফর। দরবার ভঙ্গ হোক, কিন্তু সকতজঙ্গ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ আজ্ঞা প্রদান অচিরে আবশ্যক।

সিরাজ। উচিত বিধান আপনারা করুন।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জগৎশেঠের বাগানবাড়ী

মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ প্রভৃতি

রায়। শ্রেষ্ঠিবর, স্বর্গে নন্দনকাননের কথা পুস্তকে বর্ণনা আছে, আপনার এই উপবনের শোভা যে তদপেক্ষা কিছু কম, এ আমার ধারণা হয় না। নবাবের অভ্যর্থনার এরূপ আয়োজন, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা হয় নাই।

জগৎ। রাজা স্নেহচক্ষে আমার সকল কার্য্যই উত্তম দেখেন।

রায়। না না, আমি স্বরূপই বল্‌ছি—এই মির্জ্জাফর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

মির্জ্জাফর। স্বরূপ শেঠজি।

জগৎ। বান্দার প্রতি আপনার অনুগ্রহও তো লোকপ্রসিদ্ধ।

দুর্লভরাম। সকতজঙ্গের যুদ্ধের পর নবাবের যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে;—বিনয়ী, নম্র, সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।

জগৎ। যেন বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী, যৌবন লাভ ক'রে, প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

রায়। কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শে, আবার কখন কি মূর্ত্তি ধারণ করেন, কিছু বলা যায় না। বরং মীরমদন ভাল, আপনার সৈন্য পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু মোহনলালের দৌরাত্ম্য অতি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজবঃ। এখন আবার সে সকতজঙ্গকে পরাজয় করেছে, আর অহঙ্কারে তার পা ভূতলে পড়বে না! শুন্‌তে পাই পুরাতন কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত ক'রে, আপনার আত্মীয় স্বজনকে এনে তাদের কার্য্যে নিযুক্ত কচ্ছে।

রায়। নবাবের নিকট পূর্ণিয়ার অধিকার পেয়ে, সেখানেও ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেছে। মাননীয় গোলাম হোসেন খাঁ বাহাদুরকে বলেছে কি জানেন, দুইশত টাকা বেতনে যদি কার্য্য করো, থাকো, নচেৎ চলে যাও।

রাজ। তাইতো ভাব্‌ছি, তার কুমন্ত্রণায় পাছে নবাব আবার পূর্ব্ববৎ হন।

জগৎ। আজ্‌কের দিন ওসব কথা থাক্‌। নবাব আসুছেন।

সকলের প্রস্থান

(নেপথ্যে নকিব ফুকরান)। নবাব মন্‌সুরোল্ মোলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলি খাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর—

বন্দীগণের গীত

গগনে শশধর তারকা মাঝে।
ভূপতি সমাজে সিরাজ রাজে—
ধু ধু ধু জয়ভেরী বাজে॥
অরিবল চূর্ণ, দুর্জ্জন ক্ষুণ্ণ,
স্থলজল গগন আমোদ পূর্ণ,
মেদিনী উপবন মোহিনী সাজে॥
গৌরব সৌরভ, উথলে বিজয় রথ,
মহানন্দ মেলা, মহান্ উৎসব,
বীরবৃন্দ পূজে বীরেন্দ্র রাজে॥

মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সকলে। জগদীশ্বর নবাব বাহাদুরের মঙ্গল করুন।

জগৎ। জনাব, বান্দা যে এই উচ্চ সম্মান লাভ কর্‌বে, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব যে আজ বান্দার অতিথি হবেন, বান্দা এ কখন স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই। এ সম্মান কল্পনাতীত।

সিরাজ। শ্রেষ্ঠিবর, আজ আর আমি নবাব নই! মাতামহের হস্ত ধারণ ক'রে যে বালক আপনাদের নিকট উপস্থিত হতো, যে আপনাদের পুত্রের ন্যায় স্নেহের পাত্র ছিল, আজ আমি আপনাদের সেই বালক।

মির্জ্জাফর। জনাব, তখনো জনাব নবাব ছিলেন, এখনো নবাব। তখনো যে হৃদয়ের রাজভক্তি জনাবকে অর্পণ কর্‌তেম, সেই রাজভক্তিতে এখনো হৃদয় পরিপূর্ণ।

সিরাজ। হ্যাঁ, এই বিষম সঙ্কটে তা সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হয়েছে। সকতজঙ্গের বিদ্রোহ আমরা সামান্য ব'লে উপেক্ষা কর্‌তেম, কিন্তু যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হ'য়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যে সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা সকলেই সুদক্ষ ছিল। সেনানায়কেরা—বিশেষতঃ শ্যামসুন্দর, লালুহাজরা প্রভৃতি—অতিশয় রণবিশারদ ছিল। বঙ্গীয় অমাত্যগণ, যদ্যপি না সম্পূর্ণ উৎসাহ সহকারে তাদের আক্রমণ কর্‌তেন, যদি অদ্ভুত বীরবীর্য না প্রকাশ কর্‌তেন, যদি

সিংহাসন রক্ষার্থে না প্রাণপণ কর্‌তেন, সকতজঙ্গ নিশ্চয় মুর্শিদাবাদের আসন বিচলিত কর্‌তো।

রায়। ন্যায়বান ঈশ্বর, ওরূপ অকর্ম্মণ্য মদ্যপায়ীকে কখনো রাজাসন প্রদান করেন না। আমাদের যুদ্ধ-কৌশল অপেক্ষা সকতজঙ্গের দুর্ব্বুদ্ধিই তার পতনের প্রধান কারণ। শোনা যায়, যুদ্ধের সময় বারাঙ্গনা-বেষ্টিত হয়ে মদ্যপানে নিযুক্ত ছিলো।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমরা কিরূপে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বো ; আপনাদের কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার আমাদের নিকট নাই। কিন্তু আমরা আপনাদের স্নেহের উপর নির্ভর করে শত অনুরোধ কর্‌বো, যেরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখ্‌ছেন সেইরূপ স্নেহ-চক্ষেই দেখ্‌বেন,—শত অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না। বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে, আমাদের চিত্ত দমন করা শিক্ষা হয় নি, তার দায়িত্ব আপনাদেরই। যদি কখনো কখনো আমরা উগ্রতা প্রকাশ করি, সে আপনাদের মার্জ্জনীয় নিশ্চয়।

জগৎ। জনাব, বান্দার হৃদয় আজ আনন্দে পরিপ্লুত। অমাত্য-বর্গ পরিবেষ্টিত হ'য়ে নবাব আজ আমাদের অতিথি। এ উচ্চ সম্মানে আজ আমি সম্মানিত।

মির্জ্জাফর। যুদ্ধজয় উৎসবে যে নবাব স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর্‌বেন, এ আমাদের সামান্য সম্মান নয়। আমি অমাত্যবর্গের মুখপাত্র হ'য়ে নবাবের নিকট সকলের হৃদয়ভাব প্রকাশ কচ্ছি।

মীরমদনের প্রবেশ

মীর। জনাব, সংবাদ অতি জরুরী, এই নিমিত্ত বান্দা এই আনন্দ-উৎসবের ব্যাঘাত ক'রে হুজুরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছে, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়।

সিরাজ। কি সংবাদ ? তোমার মুখভাবে অতি উৎকট সংবাদ ব্যক্ত হচ্ছে।

মীর। নচেৎ ক্রীতদাস আনন্দের বিঘ্ন কর্‌তে সাহসী হতো না। কলিকাতা হ'তে ইংরাজের এই পত্র উপস্থিত হয়েছে। অনুমতি হয় পাঠ করি।

সিরাজ। পাঠ করো—

মীর। নিজামৎ মন্‌সুরোল্ মোলক—

সিরাজ। ইংরাজের কি বক্তব্য পাঠ করো।

মীর। (পত্রপাঠ) "ইতিপূর্ব্বে আমরা নবাব-দরবারে পত্র প্রেরণ করি। মির্জ্জাফর খাঁ বাহাদুরের নিকট, নবাব সরকারে পেশ করিবার নিমিত্ত

সেই পত্র প্রেরিত হয়। পত্রের মর্ম্ম,—যে গভর্ণর ড্রেকের অপরাধ মার্জ্জনা হয় ও আমরা কলিকাতার কুঠি পুনঃস্থাপিত কর্‌বার আজ্ঞা প্রাপ্ত হই। আমরা দুইলক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত। সে পত্রের উত্তর নবাব-দরবার হ'তে না পাওয়ায়, আমরা বাদ্‌সাহের নিকট যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অধিকার স্থাপনের নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। ইহাতে নবাব বাধা প্রদান করেন, দুঃখের বিষয় বটে;—রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বড় অমঙ্গলের কারণ, কিন্তু আমরা নিরস্ত থাকিব না। ভরসা করি—"

সিরাজ। থাক্, মর্ম্ম তো এই ?

মীর। হ্যাঁ জনাব !

সিরাজ। পত্র কার স্বাক্ষরিত ?

মীর। সাবৎজঙ্গ। ইনি কর্ণেল ক্লাইব, দাক্ষিণাত্যে নিজাম সেলাবৎজঙ্গের নিকট এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিরাজ। (মির্জ্জাফরের প্রতি) খাঁ বাহাদুর, এরূপ পত্রের তো কোন সংবাদ আমাদের নিকট নাই ?

মির্জ্জাফর। জনাব, এ পত্রের বিষয় বান্দাও কিছু অবগত নয়।

সিরাজ। শেঠজি, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, আপনারা কিছু অবগত আছেন ?

সকলে। না জনাব !

সিরাজ। এই পত্রের মর্ম্মে প্রতীত হচ্ছে, যে বিতাড়িত ইংরাজ, কলিকাতা পুনরধিকার কর্‌বার নিমিত্ত প্রস্তুত। এখন ইংরাজ কোথায় তা কি কেউ অবগত আছেন ? সকলেই নীরব! বুঝ্‌লেম—না! আমরা অযোগ্য কর্ম্মচারী বেষ্টিত নই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজ্যের পরম শত্রু ইংরাজ, কোথায় কি অবস্থায় অবস্থিত এ সংবাদ কোন অমাত্যেরই গোচর নয়! কলিকাতা হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে ইংরাজ যখন সাতিশয় দুরবস্থায় বঙ্গ উপসাগরে অবস্থিত, তাহাদের প্রতি নবাবের অনুকম্পা হয়—এ সকল আবেদন, আমাদের নিকট অমাত্যবর্গ করেন; আমরাও তাঁদের আবেদন সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করেছিলাম। ইংরাজের দুঃখের অবস্থা সকলে অবগত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যে তারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, এ কথা কারো গোচর হয় নাই! মোহনলাল-নির্ব্বাচিত কতকগুলি নূতন কর্ম্মচারীর নিকট এ আভাস আমরা কতক প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু যখন প্রধান কর্ম্মচারীগণ এ সকলের

কোন উল্লেখ করেন নাই, আমরা সেই নূতন কর্ম্মচারীদের ভ্রম বিবেচনায় সে সংবাদ উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন প্রকাশ পাচ্ছে যে আমাদেরই ভ্রম! পুর্ণিয়ার বন্দোবস্তের নিমিত্ত যদি মোহনলাল নিযুক্ত না থাক্‌তো, বোধ হয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ আমাদের অগোচর থাক্‌তো না!

দূতের প্রবেশ

দূত। রাজা মাণিকচাঁদ, নবাব-দর্শন আশায় অপেক্ষা কচ্ছেন।

সিরাজ। তাঁরে সত্বর আসতে বলো।

সেলাম করিয়া দূতের প্রস্থান

ইনি বোধ হয় আরও অদ্ভুত সংবাদ লয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

মাণিকচাঁদের প্রবেশ

কি সংবাদ বিনা আড়ম্বরে প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা অধিকার করেছেন।

সিরাজ। তিন সহস্র শিক্ষিত সেনা রাজা মাণিকচাঁদের আজ্ঞাবর্ত্তী ছিল, কত সৈন্য ল'য়ে ইংরাজ তাদের বিমুখ করেছে? আর ইংরাজ যখন বাঙ্গ্‌লায় পদার্পণ করেছিল, সে সংবাদ রাজা মাণিকচাঁদের পাওয়া উচিত ছিল। যদি বহু সৈন্যে সজ্জিত হ'য়ে ইংরাজ উপস্থিত হয়ে থাকে, এ সংবাদ প্রেরিত হ'লে, নবাব-সৈন্যের অভাব নাই, সে সৈন্য রাজা মাণিকচাঁদের সাহায্যে প্রেরিত হতো। এখন ইংরাজ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আগমন কর্‌তে প্রস্তুত কি না, যদি আপনি অবগত হ'য়ে থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কলিকাতা-যুদ্ধে বিমুখ হবার পরই, নবাব সমীপে সত্বর উপস্থিত হয়েছি। ইংরাজ মুর্শিদাবাদ আস্‌বার কল্পনা কর্‌বে, এ কখনো সম্ভব নয়।

সিরাজ। সম্ভব অসম্ভব বিচার-ভার আপনার উপর অর্পিত নয়, স্বরূপ অবস্থা কি জ্ঞাপন করুন।

মাণিক। জনাব, হুগলি বন্দর আক্রমিত হবে, কোন দূতের নিকট সংবাদ পেলেম। সত্য-মিথ্যা নিরূপণ কর্‌বার নিমিত্ত অপেক্ষা করি নাই।

সিরাজ। ইতিপূর্ব্বে আপনারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন, যে সকতজঙ্গের ন্যায় অর্ব্বাচীনকে ভগবান কখনো সিংহাসন প্রদান করেন না। এক্ষণে আমাদের ধারণা হচ্ছে, যে আমাদের ন্যায় অকর্ম্মণ্য সিংহাসনে বহুদিন স্থান পায় না। মীরমদন, এসো।

সিরাজদ্দৌলা ও মীরমদনের প্রস্থান। মির্জ্জাফর ব্যতীত অন্যান্য সকলের অনুগমন।

মির্জ্জাফর। সর্ব্বনাশ উপস্থিত; নবাব নিশ্চয় আমার বিশেষ অনিষ্টের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হবে! মীরমদন প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় বুঝি বা প্রাণবধের আদেশ দেবে! আমি এই রাত্রেই মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ ক'রে ইংরাজের শরণাপন্ন হই, নচেৎ আর নিস্তারের উপায় নাই।

জহরার প্রবেশ

জহরা। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি, চিন্তার কারণ কি? আপনার সুদিন আগত, এ সময় বিমর্ষ কেন?

মির্জ্জাফর। তুমি কে? কি বল্‌ছ? বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি ব'লে কাকে অভিবাদন কচ্ছ?

জহরা। মির্জ্জাফর খাঁ, আমার নিকট মনোভাব গোপন ক'রো না, আমায় শত্রু জ্ঞান ক'রো না, তোমার রাজ্য-লিপ্সা অচিরে পূর্ণ হবে। তোমার বলবান সহায় উপস্থিত,—তোমার কার্য্যে রাজ-কোষ অপেক্ষা ধনপূর্ণ ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হবে।

মির্জ্জাফর। তুমি কি বল্‌ছ? তুমি কে?

জহরা। আমি সয়তানি,—আমার সয়তানি-দৃষ্টিতে ভূত-ভবিষ্যৎ অবগত। তোমার হৃদয়ের সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি, তোমার সম্মুখে প্রদর্শন করবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছি, তুমি আমায় শত্রুজ্ঞান ক'রো না। তোমার যত অর্থ প্রয়োজন আমি তোমায় দেব। অর্থলোভী ইংরাজের সহিত মিলিত হও, কার্য্যোদ্ধার করো। আমার কথা মিথ্যা নয়;—তার প্রমাণ স্বরূপ এই হীরকখণ্ড গ্রহণ ক'রো। রাজা রাজবল্লভের সহিত পরামর্শ কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বে—এই হীরকখণ্ড কার! এ বহুমূল্য; বুঝ্‌তে পেরেছ কি? স্বকার্য্য-সাধনে যত্নবান হও।

জহরার প্রস্থান

মির্জ্জাফর। কে এ? এ কি ঘসেটীবেগমের সহচরী! সয়তানি ব'লে পরিচয় দিলে,—যথার্থই সয়তানি! আমার হৃদয়ের সুপ্ত সয়তান জাগরিত করেছে। আলিবর্দ্দীর সময়ে আমার বিদ্রোহ সফল হ'লে, এ বাঙ্‌লার গদী আমারই হতো। বাঁদীর কথায় রাজ্য-লিপ্সা আবার উত্তেজিত। অমাত্যেরা সকলেই সিরাজের বিরূপ; কিন্তু আমার আশা কি পোষণ

কর্‌বে ? সকলেরই রাজ্য-লিপ্সা, কিন্তু তাদের রাজ্যে অধিকার কি ? আমারই প্রকৃত অধিকার হওয়া উচিত। কৌশলে সকলের মনোভাব বুঝে দেখি, সিরাজের প্রতি সকলেই বিরূপ। ওঃ—এ রাজ্য-আশা কি সফল হবে !

রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতির প্রবেশ

নবাব কি বল্লেন ?

জগৎ। কিছু না—নিঃশব্দে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে রাজপুরী অভিমুখে গমন কর্‌লেন !

মির্জ্জাফর। আমরা সে পত্র গোপন ক'রে ভাল করি নাই। এখন নবাবের কিরূপ আজ্ঞা হবে কে জানে ! একে তো আমাদের সকলের উপর সন্দেহ, পত্র গোপন করায় সে সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়েছে। অপর দণ্ড না হোক, অপমানিত হ'তে হবে নিশ্চয়।

জগৎ। আমাদের তো পত্র গোপন কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। ইংরাজের পত্র যদি নবাবকে দেওয়া হতো, তাহলেও নবাব ক্রুদ্ধ হ'তেন, ভাব্‌তেন আমাদের ষড়যন্ত্রে এরূপ পত্র লিখেছে। বিশেষ ইংরাজ, এত শীঘ্র কলিকাতা আক্রমণ কর্‌তে সাহস কর্‌বে, এরূপ আমাদের দ্বারা অনুমিত হয় নাই।

মাণিক। ইংরাজ অতি উদ্যমশীল,—বোধ হয় পত্রের উত্তর আস্‌বার অপেক্ষাও করে নাই। এরূপ গোপনে কার্য্য করেছিল, যে যখন সসৈন্যে ক্লাইব বজ্‌বজের নিকট উপস্থিত হলো, তখন সংবাদ পেলেম। গণনায় তিন সহস্র সৈন্য আমার নিকট ছিল বটে, কিন্তু সকলেই অকর্ম্মণ্য ; ইংরাজের সম্মুখীন হয়, এমন সৈন্য আমার ছিল না। ইংরাজের রণতরী অতি অদ্ভুত —চলৎ দুর্গ !—এই রণতরী বলেই ইংরাজ এত প্রতাপশালী।

রায়। আমাদের ইংরাজের প্রশংসার সময় নয়। কি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করুন ;—ক্রুদ্ধ নবাবকে কিরূপে শান্ত করা যায় !

মির্জ্জাফর। এই অর্ব্বাচীন সিরাজের পরিবর্ত্তে যদি রাজা রায়দুর্লভ বা আপনাদের মধ্যে অপর কেউ গদী প্রাপ্ত হ'তেন ; রাজ্য নিরাপদ হতো। মহাভয়ে দিন-যামিনী অতিবাহিত কর্‌তে হতো না।

জগৎ। সত্য।

রায়। গদীর যোগ্য আপনিই, আর কে বলুন ?

জগৎ। মহারাজ স্বরূপ আজ্ঞা করেছেন। খাঁ সাহেবের অপেক্ষা গদীর উপযুক্ত আর কে আছে ?

মির্জ্জাফর। কি বলেন—কি বলেন !—

জগৎ। এ মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান নয়। মহারাজ রায়দুর্লভ, সময় নির্দ্ধারিত করুন। আপনার আবাসে, কি কর্ত্তব্য, গোপনে আমরা পরামর্শ কর্‌বো। আজ আমাদের আর একত্রে থাকবার প্রয়োজন নাই। স্বরূপ বলেছেন—স্বরূপ বলেছেন—খাঁ সাহেবের গদী হ'লে রাজ্য সুখের হয়।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ঘসেটীবেগমের কক্ষ

ঘসেটীবেগম

ঘসেটী। শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি !—ছিঃ ছিঃ—এত অদৃষ্টে ছিল, আমিনার বাঁদী হলেম ! আমিনার পুত্র সিংহাসনে, আমার এক্রামদ্দৌলা কবরে ! আমিনা নবাব-মাতা, আমিনার পুত্রের গৃহে আমি বন্দী ! আবাস ভূমিশায়ী, অর্থহীনা, সহায়হীনা, আমিনার পুত্রের অন্নদাসী ! আমি নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার ছায়া স্পর্শ কর্‌তে লোকে ঘৃণা করে, আমিনার ছায়ায় সেলাম দেয় ! আমিনা অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, আমার গুপ্ত ধনাগার লালকুঠি ইষ্টকচুর্ণে আবৃত ! এক শান্তি, ঝিলগর্ভে ধনাগার নির্ম্মিত। যারা ধনাগার নির্ম্মাণ করেছিল, তারাও সেই ধনাগারে মৃত। সে সন্ধান রাজবল্লভও জানে না। ভূমি খনন ক'রে সে সন্ধান পাবে না। থাকো—থাকো—যারা হত হয়েছ, অশরীরী অবস্থায় ধনাগার রক্ষা ক'রো ; সিরাজের শত্রুর হস্তে ধনাগার অর্পণ ক'রো ; যারা সিরাজের মস্তক ছেদন ক'রে ভূতলে পাতিত ক'রবে, তাদের হস্তে অর্পণ ক'রো ! ছিঃ ছিঃ কি কুক্ষণে রাজবল্লভের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ! কুক্ষণে তার কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত করেছিলেম ! কুক্ষণে সেই ভীরুর উত্তেজনায় রাজ্যে লালসা করেছিলেম ! হোসেন কুলি—হোসেন কুলি ! তুই কোথা ?—

দেখে যা, যেমন ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হ'য়ে তোর প্রাণবধে সম্মত হয়েছিলেম, তার সমুচিত দণ্ড পেয়েছি। আমি বন্দী, সিরাজের বাঁদী, সহায়-সম্পত্তিহীনা ; আমার গর্ভধারিণী মাতা কারারক্ষক ! এমন কেউ নাই, যে আমায় এই কারাগার হ'তে উদ্ধার করে !

জহরার প্রবেশ

জহরা। এই যে আমি আছি।

ঘসেটী। কে তুমি ?

জহরা। নবাব মহিষীর বাঁদী, যে, তুমি লালকুঠি হতে আসবার সময়, তোমার শিবিকায় বস্ত্র জড়িত ক'রে তোমার বহুমূল্য রত্নাদি সঙ্গে দিয়েছিল, সেই ছদ্মবেশী নবাব মহিষীর বাঁদী।

ঘসেটী। কে তুমি পরিচয় দাও।

জহরা। আমি জহরা, যে হোসেন কুলিকে স্মরণ ক'রে, উচ্চরবে হৃদয়তাপে স্নিগ্ধ নিশীথ-বায়ু সন্তাপিত কচ্ছ, সেই হোসেন কুলি আমার স্বামী। তার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে দিবারাত্র ভ্রমণ কচ্ছে,—তার উত্তেজনায় আমি একমুহূর্ত্ত স্থির নই। সিরাজের শোণিত-ধারা সে পান করবে; হস্তীপৃষ্ঠে তার মৃতদেহ যেমন নগরে ভ্রমণ করেছে, সিরাজের মৃতদেহ তেমনি হস্তীপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করবে, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবে,—সিরাজকে কবরে দেখে সেই অতৃপ্ত আত্মা তবে সে নিজ কবরে প্রবেশ করবে ! নচেৎ সে শান্ত হবে না, শোণিত-তৃষায় হা হা রবে সে আমার আহার নিদ্রা হরণ করেছে ! তুমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক সহচরী, আমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক সহচরী ! নারকীয় সয়তানী শক্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমি তোমার সঙ্গিনী, প্রতিবিধিৎসার সহচরী, আমায় অবিশ্বাস করো না।

ঘসেটী। তুমি কি এখন আর নবাব-মহিষীর বাঁদী নও ?

জহরা। না,—বাঁদীর গর্দ্দিস কি আমার অঙ্গে দেখ্‌ছ ? আমি নানা বেশ-ধারিণী। যে কার্য্যে নবাব-মহিষীর বাঁদী হয়েছিলুম, সে কার্য্য উদ্ধার হয়েছে, আর আমার বাঁদী হবার প্রয়োজন নাই। তোমার জহরৎ গোপনে তোমায় অর্পণ করবার জন্য বাঁদী-বেশ ধারণ করেছিলেম। একটি হীরকখণ্ড তাহ'তে গ্রহণ করেছি ; আপনার কার্য্যে নয়, তোমার

কার্য্যে। আমি তোমার পাপসহচরী। তোমার গুপ্ত ধনাগার আমি জানি, তোমার নিকট তার চাবি লতে এসেছি। আমায় দাও, সে ধনের বিশেষ প্রয়োজন। আমায় সন্দেহ করো না। আমি সে ধনাগারের সন্ধান দিলে, এখনি নবাব সে স্থান খনন করে, সে ধন গ্রহণ কর্‌তে পারে। আমার অর্থের প্রয়োজন নাই—বুঝেছ? সে প্রয়োজন থাক্‌লে, তোমার রত্নাদি অতি সতর্কে সংগ্রহ ক'রে বস্ত্রাবরণে তোমায় অর্পণ কর্‌তেম না। ঝিলগর্ভে তোমার ধনাগার আমি জানি; নবাবকে সন্ধান প্রদান কর্‌লে বহু অর্থ লাভ হয়। দাও, আমায় চাবি দাও। সাবধানে অবস্থান করো, নারী-হৃদয় চূর্ণ করো, নারী-জিহ্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করো, কেবল অন্তরাগ্নি উদ্দীপ্ত রাখো। তুমি অচিরে জান্‌তে পার্‌বে,—আমি নারকীয় শক্তিসম্পন্না, সয়তানকে আত্মবিক্রয় করেছি! বাঙ্গলায় আগুন জালাবো, যে স্থানে হোসেন কুলির রক্ত পড়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে!

ঘসেটী। তুমি অসহায়া নারী, তুমি এত সাহস কিসে কচ্ছ?

জহরা। আমি অসহায়া? সয়তান আমার সহায়, সেই সয়তান মির্জ্জাফরের হৃদয়ে, সেই সয়তান জগৎশেঠের হৃদয়ে! সেই সয়তান রায়দুর্লভের হৃদয়ে, সেই সয়তান রাজবল্লভকে চালিত কচ্ছে। হৃদয়ের সয়তান এখনো মুখাবরণ খোলে নাই, তাই তারা আপনার হৃদয়ে সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি দেখে নি। আমি সেই সয়তানের আবরণ উন্মুক্ত ক'রে, সেই বিভীষিকা ছবি তাদের প্রদর্শন কর্‌বো! তারা বিমুগ্ধ হ'য়ে সয়তানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হবে। আমি সেই সয়তানের আভাষ কতক মির্জ্জাফরকে দিয়েছি, বাঙ্গলায় আগুন জ্বল্‌বে, বাঙ্গলায় আগুন জ্বল্‌বে! সাবধান, হৃদয়ভাব গোপন রেখো। দাও দাও চাবি দাও।

ঘসেটী। (চাবি প্রদান করিয়া) এই নাও, কিন্তু দেখো, তুমি স্ত্রীলোক, আমার ভয় হয়।

জহরা। তুমি এখনো সন্দেহ কচ্ছ? অচিরে তোমার সে সন্দেহ দূর হবে। তুমি অচিরে সংবাদ পাবে যে, সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মধ্যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সিরাজের শত্রু। সিরাজের কলঙ্ক-ধ্বজা গগনমার্গে উড্ডীয়মান হবে। সমস্ত জগৎ তা দর্শন কর্‌বে। সিরাজের নামে লোকের ঘৃণার উদ্রেক হবে। সিরাজের শত্রুকে দেবতা বোধে পূজা কর্‌বে। সয়তানের অবতার ব'লে সিরাজ ইতিহাসে উল্লেখিত হবে। লুৎফউন্নিসার

নিকট নবাবের নামাঙ্কিত মোহর আছে, সেই মোহর যদি কোনরূপে সংগ্রহ করতে পারো, দেখ। তাতে বিশেষ কাজ হবে।

ঘসেটী। কিরূপে সংগ্রহ কর্‌বো?

জহরা। সে কি! তুমি রাজ্য-প্রাপ্তির ষড়যন্ত্র করেছিলে, সামান্য একটা মোহর অপহরণ কর্‌তে পার্‌বে না! আমি চল্লুম, দেখ, যে রকমে পারো, সংগ্রহ করো।

ঘসেটী। শোনো শোনো—

জহরা। শোন্‌বার সাবকাশ নাই, অনেক কাজ! তোমায় তো বলেছি, প্রতি হৃদয়ে সয়তান জাগরিত কর্‌তে হবে। আমার তিলমাত্র অবসর নেই। আবার নবাবের শত্রু উপস্থিত। ইংরাজ কলিকাতা অধিকার করেছে, হুগলী বন্দর লুঠ করেছে, সকল সংবাদ এখনই রাজপুরে পাবে।

প্রস্থান

ঘসেটী। না না, সত্যই আমার সহায়,—সত্যই সয়তান, আমার সাহায্যের নিমিত্ত এরে প্রেরণ করেছে। প্রতিবিধিৎসার আগুন ওর চক্ষে দেখেছি, সিরাজের শোণিত-তৃষায় ওর জিহ্বা শুষ্ক। এ আমার শত্রু নয়, সুহৃৎ। নারী, নারীরই তো প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর কার? স্বর্ণকান্তি হোসেন কুলিকে কে বধ কর্‌লে? নারীর প্রতিহিংসা! হোসেন, হোসেন—কুক্ষণে আমায় বর্জ্জন ক'রে তুই আমিনার প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলি!—নচেৎ সিরাজের কি সাধ্য, যে সে, তোরে রাজপথে বধ করে। নারী-হৃদয় চূর্ণ কর্‌বো!—না, নারীর স্বভাবজাত শঠতায় হৃদয় আবরিত কর্‌বো। আজ লুৎফউন্নিসা রণ-জয়ে আনন্দ কর্‌ছে,—সেই আনন্দে যোগদান কর্‌বো! আমিনা অপেক্ষা সিরাজের প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর্‌বো, নারী কতদূর কৌশলময়ী, বাঙ্গলায় তার আদর্শ রেখে যাবো! দেখি, যেরূপে পারি মোহর সংগ্রহ করি।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাব-অন্তঃপুরস্থ সজ্জিত উদ্যান

লুৎফউন্নিসা

লুৎফ। গীত

উপবনে এসো নিশা সেজে এসে মনের মতন।
শিখ্‌বো সতি, নিশাপতির যতন তুমি করো কেমন॥
প'রে রতন কুসুম গাঁথা, সাজো বিলাসিনী লতা,
তরুবরে সোহাগ ক'রে, সোহাগ সখি শিখাও মোরে,
ভুবনে সুষমারাজি, উপবনে এসো আজি,
আস্‌বে হেতায় ভুবনমোহন রমণী-রঞ্জন,
সাধ হয়েছে পূজবো শ্রীচরণ॥

ঘসেটী বেগমের প্রবেশ

ঘসেটী। এ কি! আজ সমস্ত নগর রণজয়-উৎসব কর্‌ছে, রাজপুরে উৎসব, তুমি এক পার্শ্বে এই ক্ষুদ্র উপবনে কেন?

লুৎফ। শ্রেষ্ঠীপ্রবর মহাতাপচাঁদ, নবাবের অভ্যর্থনার জন্য, উপবন সজ্জিত করেছেন। আমিও মা আজ নবাবের অভ্যর্থনার জন্য, আমার স্বহস্তরোপিত উপবন কেমন সজ্জিত করেছি দেখুন। মাসীমা, আজ আমি নবাব প্রত্যাগমন কর্‌লে, বিশ্রাম-গৃহে যেতে দেব না, আমি এইখানে তাঁরে অভ্যর্থনা কর্‌বো। দেখুন কোথায় কি ক্রটি আছে বলুন?

ঘসেটী। নবাবের আসন তো রেখেছ, পার্শ্বে তোমার আসন কই?

লুৎফ। আমি নবাবের প্রজা, আমি নবাবের পার্শ্বে বস্‌বো কেন? আমার উপবনে নবাব নিমন্ত্রিত, আমি নবাবকে পূজা কর্‌বো, আমার আসন তাঁর পদতলে। আপনি আসন গ্রহণ করুন, যদি পূজার ক্রটি হয়, ব'লে দেবেন। মাসীমা দেখুন—এই উপবন, রাজ্যের আদর্শ স্বরূপ। এই দেখুন, এই কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ, সকতজঙ্গের অনুরূপ,—তার উপর নবাবের যশোপুষ্প বিকসিত, সৌরভে দেশ আমোদিত কচ্ছে! এই দেখুন, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল কুসুম ভারে অবনত, বিনীতভাবে নবাবকে রাজ-ভক্তি প্রদান কর্‌বে। এই দেখুন, শেফালিকাদ্বয় দ্বারপালের ন্যায় দণ্ডায়মান,—ভক্তি-কুসুম উপহার

দিয়ে রাজ-দর্শকবৃন্দকে শিক্ষা প্রদান কর্‌বে। এই দেখুন, উদ্যান-কণ্টক সকল স্বহস্তে নির্ম্মূল ক'রে, লতাবন্ধন করে রেখেছি। নবাবের কণ্টক, নবাবের শত্রু, এইরূপ বন্ধনদশায় উচ্ছেদ হ'য়ে রাজ্যের একপার্শ্বে পতিত থাক্‌বে। যে সকল তরুলতা অনিয়মে শাখা প্রসারণ করেছিলো, সে সকল শাখা ছেদন করেছি ; দেখুন, বিনয়ীর ন্যায় তারা অবস্থান করছে। বোধ হয় আমার রাজ-অতিথি আগত। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি! আমার হৃদয়-আসনের আদর্শ স্বরূপ এই পুষ্পিত আসন গ্রহণ করুন, বাঁদীকে পদসেবার অধিকার দেন।

খোজার প্রবেশ

এ কি খোজা! নবাব কোথায় ?

খোজা। বেগম সাহেব, নবাব বাহাদুর এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

লুৎফ। (পত্রপাঠ) "প্রিয়ে, ভেবেছিলেম তোমার সঙ্গে আলাপের অবসর হবে। বিধাতা বিমুখ, তোমার বিমল প্রেমাস্বাদ আমার অদৃষ্টে নাই। আমি কলিকাতায় ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলাম। শঠ অমাত্যগণ ষড়যন্ত্র ক'রে ইংরাজ-সৈন্য বাঙ্‌লায় উপস্থিত করেছে, তাদের দমন নিতান্ত প্রয়োজন। যেরূপ বিপদ-তরঙ্গ উত্থিত, যেরূপ সংহার-মেঘ উদয়, যেরূপ বিপ্লব-পবনের আড়ম্বর,—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত নিস্তারলাভ করা অসম্ভব। যদি ঈশ্বর-কৃপায় বিপদ্‌মুক্ত হ'তে পারি দেখা হবে, নচেৎ পত্রে বিদায় গ্রহণ করিলেম।

তোমার চিরানুরাগী সিরাজ"

(খোজার প্রতি) তুমি যাও ; তুমি চিরদিন নবাবের অগ্রগামী, হায়! আজ এই কুসংবাদ কেন নিয়ে এলে ?

খোজার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান

জগদীশ্বর! ভেবেছিলেম, আমার এই উপবন, সুন্দর নবাব রাজ্যের অনুরূপ। কিন্তু না, এ কপট অনুরূপ,—আমি স্বহস্তে নষ্ট করবো। এ কপট-পুষ্পে আসন সজ্জিত—দূর হোক! কপট গোলাপ, ছিন্ন হও! কণ্টক-তরু, তোমরা তো আবদ্ধ নও, দৃশ্যে মলিন কিন্তু সম্পূর্ণ সতেজ, রবি-তাপে শীর্ণ হও!

[সজ্জিত উপবন ভঙ্গ করণ

সেটী। কি—কি? বৎসে, সহসা এমন উদ্বিগ্না হ'লে কেন?

লুৎফ। মাগো, এই দেখুন, ইংরাজ আবার সজ্জিত। নবাব যুদ্ধ যাত্রা করেছেন।

সেটী। সে কি? তবে কি ভবিষ্যৎ গণনা সত্য?

লুৎফ। কি কি, কি গণনা মা?

সেটী। বৎসে, আমি সিরাজের যুদ্ধজয়-বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কর্‌ছি, দরিদ্রদিগকে ধনরত্ন বিতরণ কর্‌বার নিমিত্ত বাঁদীদিগকে উপদেশ দিচ্ছি,—এমন সময় জনৈক বাঁদী এক ফকিরণীকে আমার নিকট লয়ে এলো। সে ফকিরণী আমায় তিরস্কার ক'রে বল্‌লে—"কিসের উৎসব? মান্দ্রাজ হ'তে ইংরাজ-শত্রু আগত—তা জান না? বিনা দোষে নবাব, একজন ঈশ্বর-জানিত ফকিরের কর্ণ-নাসিকা ছেদ করেছে, তা কি অবগত নও? ফকিরের অভিশাপে, অচিরে রাজ্য দগ্ধ হবে। যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে, সেই ফকিরকে প্রসন্ন করো।" বৎসে, এই ফকিরের কর্ণ-নাসিকাচ্ছেদন সংবাদ তুমি কিছু জানো?

লুৎফ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছিলাম, রাজাদেশে, একজন ভণ্ড ফকিরের কর্ণ-নাসিকাচ্ছেদ হয়েছিল। সে ফকির রাজদ্রোহী।

ঘসেটী। বৎসে, ফকির ভণ্ড নয়,—তিনি নবাবের মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন। নবাব যখন যুবরাজ ছিলেন, দিল্লী হ'তে ফৈজি নাম্নী এক পরমাসুন্দরী বারবিলাসিনীকে এনে বেগম করেন। বারনারী, স্বভাববশতঃই প্রতারণা-পরায়ণা;—তার শয়ন-গৃহে অপর পুরুষকে লয়ে এসেছিল। সেই অপরাধে নবাব, যৌবনসুলভ ক্রোধ বশতঃ, ফৈজির গৃহের বায়ু প্রবেশের সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে, উৎকট যন্ত্রণায় তার প্রাণবধ করে। সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ফকির আগমন করেছিলেন। রাজ্যের শত্রুরা, হায়, অভাগা রাজ্য শত্রুপূর্ণ! রাজের শত্রুরা, সেই সাধুর প্রতি এই রাজদ্রোহিতা অপবাদ প্রদান করে। সাধুর কোপাগ্নি যা'তে প্রজ্বলিত হয়, এই তাদের ইচ্ছা। দেখ্‌ছি, শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে!

লুৎফ। মা, মা, সত্য বলেছেন; নবাব, কখনো কখনো অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায়, ফৈজির নাম ক'রে অনুতাপ করেন। এখন কিরূপে ফকিরকে প্রসন্ন করা যায়?

ঘসেটী। ফকিরণী আমায় বলেছে—"তাঁকে নিমন্ত্রিত ক'রে, সম্মানের সহিত

রাজপুরে এনে, তাঁর চরণে অনুনয়-বিনয় করা,-আর উপায় নাই।" কিন্তু সিরাজ যুদ্ধে গমন করেছে, কি উপায় হবে?

লুৎফ। কেন, আমরা যদি নিমন্ত্রণ করি?

ঘসেটী। না—সিরাজের আহ্বান ব্যতীত; ফকির—নগরে পদার্পণ করবেন না।

লুৎফ। তবে কি উপায় হবে?

ঘসেটী। দেখ, এক উপায় বোধ হয় হ'তে পারে। যদি সিরাজের নামাঙ্কিত মোহর পাওয়া যায়, সেই মোহর-অঙ্কিত পত্র তাঁর নিকট প্রেরিত হ'লে, কিরূপ হয় বলা যায় না। কিন্তু সে মোহরই বা কিরূপে পাওয়া যাবে! সে মোহর পাওয়া গেলে, তাঁকে নিমন্ত্রিত ক'রে আন্‌তে পারা যায়। কিন্তু সে উপায়ও তো নাই!

লুৎফ। মা, আমার গৃহে তাঁর নামাঙ্কিত মোহর থাকে। তিনি আমার গৃহে অনেক পত্র মোহরাঙ্কিত করেন।

ঘসেটী। তবে একখানা কাগজ, আমায় মোহরাঙ্কিত ক'রে দেবে চলো। (স্বগতঃ) কোথায় মোহর থাকে সন্ধান পেলে, আমি অপহরণ করবো। (প্রকাশ্যে) চলো!

লুৎফ। নবাব-মহিষীকে একথা বলি?

ঘসেটী। ইচ্ছা হয় বলো;—কিন্তু ফকিরণী বলেছে, দেবকার্য্য গোপনেই উচিত। আমার বিবেচনায় এখন গোপন রাখা কর্ত্তব্য। যদি কৃপা ক'রে ফকির উপস্থিত হন, তখন মা, আমিনা, তুমি, আমি—সকলেই তাঁর শরণাপন্ন হবো। সেই সময় মা জান্‌তে পারবেন।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—উমিচাঁদের উদ্যানস্থ কক্ষ

সিরাজদ্দৌলা, মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, করিম, মীরমদন প্রভৃতি

মির্জ্জাফর। জনাব, বান্দার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, সন্ধিস্থাপন কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়। আপাততঃ, ফরাসীর সহিত ইংরাজদের বিবাদ উপস্থিত। এই নিমিত্ত কপট ইংরাজ, সন্ধিস্থাপন করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে সন্ধি, কোনও

মতে স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। স্বর্গীয় নবাবের সময় হ'তে, ইংরাজ নানা পত্র স্বাক্ষর করেছে; কিন্তু পত্রের মর্ম্মানুসারে কোনও কার্য্য করে নাই।

রায়। ইংরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয়, এই নিমিত্তই সন্ধিতে সম্মত। দমন কর্‌বার এই উত্তম সুযোগ। আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছি, যুদ্ধ করাই সঙ্গত।

সিরাজ। (উমিচাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত)

উমি। জনাব, যদিচ কার্য্যের অনুরোধে ইংরাজের সহিত মৌখিক সদ্ভাব আছে, কিন্তু ইংরাজ আমায় আবদ্ধ করেছিল, আমার আবাস লুণ্ঠন করেছিলো, পরিবারবর্গ ইংরাজের দৌরাত্ম্যে নিহত,—এ সকল এক দণ্ডের নিমিত্ত বিস্মৃত হই নাই! ইংরাজ দমিত হ'লে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হয়। আমার মন্তব্য, যুদ্ধ ব্যতীত আর কি হ'তে পারে!

করিম। চাচা, কোল্‌কাতা থেকে পালিয়ে, পল্‌তায় যখন ইংরাজ নোনাপানি খাচ্ছিল, তখন সদ্ভাব ক'রে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ করেছ। কেবল দোষ দেখ্‌লেই তো হবে না, গুণও গাও। রসদ যুগিয়ে একগুণে একশো গুণ তো দাম নিয়েছ চাচা। এক টাকায় একটা চাঁপাকলা বেচেছ। দিন কতক ইংরেজ থাক্‌লে, যা লুট করেছে, তার দুনো আদায় কর্‌বে, ভাবনা কি?

রাজব:। জনাব, বান্দাও,—খাঁ সাহেব, বণিকপ্রবর উমিচাঁদও রাজা রায়-দুর্লভের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করে।

করিম। (স্বগতঃ) এলোমেলো ক'রে দে মা,—লুটে পুটে খাই!

সিরাজ। কি করিম চাচা, কি বলছ? তোমার মত কি?

করিম। জনাব, কথার মতামত,—না অন্তরের মতামত?

সিরাজ। (ঈষদ্‌ হাস্য করতঃ) সে কি করিম চাচা?

করিম। আমার কথার মতামত, যাতে ভাল হয় করুন। অন্তরের মতামত, সরাবের স্রোত ব'য়ে যাগ্, কামানের গোলার মত আফিংএর তাল গাদা হ'য়ে থাকুক, যাকে পাই বাগ মাপিক লুটে নি, আর আপ্‌না আপ্‌নি খুব বাহাদুর ব'লে বগল বাজাই।

মীর। জনাব, ক্রীতদাসেরও অভিপ্রায় যুদ্ধ,—ইংরাজ অতি কপট।

করিম। চাচা, গান ধরেছে ঠিক,—কিন্তু তোমার সুরটা কিছু বেয়াড়া, আমার সুরে মেলে না। আমার সুর কি জানো? একটা ওলট-পালট হ'লেই কিছু আরামে থাকি। তোমার মত, না ওলট-পালট হয়।

সিরাজ। (ঈষদ্ হাস্য সহ) কি করিম চাচা, রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়, এই তোমার ইচ্ছা?

করিম। আজ্ঞে হ্যাঁ। সব ঠিকঠাক্ হয়ে গেল, রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চল্‌লো, তা'হলে আমার লাভ কি বলুন। বরাদ্দ মাফিক মদটুকু, বরাদ্দ মাফিক চণ্ডু;—জনাবও যদি মদ না ছাড়্‌তেন, তাহ'লে কতক সুবিধা ছিলো। একটা ওলট-পালট না হ'লে, আমার সুবিধা কিসে হয় বলুন?—বেওয়ারিস প্রজা দাবিয়ে মজা করি কিসে বলুন?

মীর। করিম চাচা তুমি এমন? রাজ্যের বিশৃঙ্খলা কামনা করো?

করিম। কেন চাচা, উল্‌টো বুঝলে কেন? আমার কি বাঙ্‌লা দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপ্‌নি গাঁট দিতে জানি না? আমি কি আপনার ভালাই খুঁজি নি, যে পরের ভালাই খুঁজতে যাবো? প্রজার ভাল হলো না হলো, আমার কি বয়ে গেল? বাঙ্‌লায় জন্মেছি, আমার আপনার ভালাই ভালো! প্রাণে বৈরাগ্য আছে—তাই মনে করি—কে কার, কার জন্যে ভাববো—আপনি গুছিয়ে নিই, পরকালের না হোক, ইহকালের তো কাজ বটে!

সিরাজ। ছিঃ ছিঃ করিম চাচা, তুমি এমন?

করিম। জনাব, নেশাখোর মানুষ, আঁতের সুরে গেয়ে ফেলেছি! মুখের সুরে গাই একবার শুনুন, প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। জনাব, হুজুর, কদাচ ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি কর্‌বেন না। ইংরাজ অতি ছল, অতি কপট। জনাব ক্ষণজন্মা, দ্বিতীয় সেকন্দর সা, সমস্ত পৃথিবী অধিকার কর্‌বেন। দিনরাত যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত থাকুন। এই ইংরাজকে তোপে উড়িয়েই সসৈন্যে দিল্লীতে যাত্রা ক'রে, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করুন। আপনি না দিল্লীর তক্তে বস্‌লে দিল্লীর শোভা হবে না। মীরমদন চাচা, এইবার আমার গাওনা পছন্দসই কি?

মীর। চাচা তুমি বঙ্গবাসীর নিন্দা করো? আমরা কি বঙ্গবাসী নয়? তোমার বিবেচনায় কি আমরা সকলেই স্বার্থপর?

করিম। চাচা, এই রাজসভাসদের ন্যায় গোটাকতক আগাছা গজায়। নইলে এই বঙ্গভূমি রূপ বিধাতার সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে, ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান,—সু-সৌরভে এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ! এ বাঙ্গলায় যিনি শান্তি স্থাপন কর্‌বেন, তিনি বিধাতা পুরুষ। বাঙ্‌লা ফিরে গড়্‌তে হবে, পুরনো বাঙ্‌লায় চল্‌বে না।

সিরাজ। কেন করিম চাচা, তোমার এত বিরাগ কেন?

করিম। জনাব, এই বাঙ্‌লায়, যদি তিন জনের দু'মত দেখাতে পারেন, তাহ'লে নাকে খৎ দিয়ে, আফিং ছেড়ে দেবো। তিন জনের তিন মত! যদি একমতে চলতে শিখ্‌তো, তাহ'লে বাঙ্‌লায় মাটী থাকৃতো না,—সোনা হতো। বাঙ্‌লার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেম্‌নি ঝুড়ি ঝুড়ি! এই প্যাঁচ খেলা চলেছে—যেটা কাটে, যেটা থাকে!

দূতের প্রবেশ

দূত। জনাব, ইংরাজ উকীলদ্বয় ওয়াল্‌স্‌ ও স্ক্রাফ্‌টন্‌ সাহেব নবাব দর্শনে সমাগত।

সিরাজ। সমাদরের সহিত নিয়ে এসো। (স্বগতঃ) ইংরাজকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয় বটে। কিন্তু উপদেষ্টা অমাত্যবর্গ, নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য ক'রে, উপদেশ প্রদান কচ্ছে। রাজ্যে গোলযোগ স্থায়ী হ'লেই তাদের মঙ্গল। করিম চাচা প্রকারান্তরে তাদের মনোভাব যথার্থ বলেছে।

ওয়াল্‌স্‌ ও স্ক্রাফটনের প্রবেশ ও জানু পাতিয়া নবাবকে অভিবাদন

আসন গ্রহণ করুন। বক্তব্য প্রকাশ করুন।

ওয়াল্‌স্‌। জনাবের পত্র আহ্লাদের সহিত প্রাপ্ত হইয়া, পত্রের আদেশ অনুসারে কর্ণেল ক্লাইভ, আমাদিগকে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রে প্রকাশ, যে জনাব, আমাদের হুগলী বন্দর লুণ্ঠন মার্জ্জনা করিবেন; ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা কতক পূরণ করিবেন।

সিরাজ। হ্যাঁ, আমাদের অভিপ্রায় সেইরূপ।

স্ক্রাফ্‌টন্‌। জনাব, আমাদেরও অভিপ্রায়—আমরা বণিক, বাণিজ্য করিব, যুদ্ধ-বিগ্রহে বিস্তর ক্ষতি, নবাব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের মার্জ্জনা করেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য। সন্ধিপ্রস্তাবে আমরা এই দণ্ডেই সম্মত।

সিরাজ। উত্তম। আপনারা দাওয়ানখানার শিবিরে যান, সন্ধিপত্র প্রস্তুত, স্বাক্ষর করুন।

স্ক্রাফ্‌টন্‌ ও ওয়াল্‌স্‌। হুজুরের যেই রূপ হুকুম!

উমিচাঁদ ও ইংরাজদ্বয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ওয়াল্‌স্‌। উমিচাঁদবাবু দাওয়ানখানা অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখাইয়া দেন।

উমি। সাহেব শোনো, শোনো,—দাওয়ানখানায় যেয়ো এখন—এ কপট নবাবকে বিশ্বাস কর্‌ছ? ভেবেছ কি নবাব সত্যই সন্ধি করতে প্রস্তুত?

উভয়ে। তবে কিরূপ? তবে কিরূপ?

উমি। নবাবের তোপ আস্‌তে বিলম্ব হবে জেনে, এই সন্ধির প্রস্তাব করেছে। এখন তোপ এসেছে, এখুনি যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌বে। তোমরা দাওয়ানখানায় পৌঁছন মাত্র, তোমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে।

ওয়াল্‌স্। Oh the devil!

স্ক্রাফ্‌টন্। তবে আমরা এখন কি করিব?

উমি। লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে দাও, পেছুপানে চেয়ো না, কেল্লায় পৌঁছে হাঁফ ছেড়ো।

উভয়ে। সেলাম, আমরা চলিলাম—আমরা চলিলাম।

উমি। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না।

ইংরাজদ্বয়ের দ্রুত প্রস্থান

যাক্ লড়াই তো বাধ্‌লো!

দুর্লভরামের প্রবেশ

দুর্লভ। খাঁ সাহেব আপনার নিকট পাঠালেন,—কি হলো?

উমি। খাঁ সাহেবকে বল্‌বেন, যে তাঁরও যে স্বার্থ, আমারও সেই স্বার্থ, আমি তাঁর অনুরোধ-মত কার্য্য করেছি। ইংরাজ উকীল দ্রুতপদে কেল্লায় প্রতিগমন করেছে, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই, চিন্তা নাই, চলুন। আমি স্বয়ং গিয়ে সংবাদ দিচ্ছি।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ফোর্ট উইলিয়াম মধ্যস্থ গৃহ

ক্লাইব, ওয়াল্‌স্, স্ক্রাফ্‌টন্, ও ওয়াট্‌সন্

ক্লাইব। You are fools! Why could'nt the Nowab capture you then and there in the Darbar camp?

ওয়াল্‌স্। Umichand—

ক্লাইব। A greater knave than you are fools.

জহরার প্রবেশ

Who are you? Ardali—

জহরা। আমি সাহেবদের পেছনে পেছনে এসেছি, আর্দ্দালির অপরাধ নাই। আমায় ঘৃণা করো না, একটী ক্ষুদ্র তৃণ জ্ব'লে নগর দগ্ধ করে। সত্যই নবাব সাহেবদের বন্দী কর্‌তো। দরবার তাঁবুতে বন্দী করে নাই, তার কারণ, লোককে জানাতে চায়, যে তার কর্ম্মচারীরা কি করেছে, তা জানে না। যেমন বলে, অন্ধকূপে হত্যার কথা কিছুই জানে না, সেইরূপ এই সাহেবদের বন্দী ক'রে বল্‌তো, আমার আম্‌লারা কি করেছে জানি না। নবাবের তোপ এসে পৌঁচেছে; কেবল বড় তোপগুলো এসে পৌঁছে নাই, আজ সন্ধ্যার সময় পৌঁছবে। কাল প্রাতে আক্রমণ আরম্ভ হবে।

ক্লাইব। তুমি শত্রু নও, কিরূপে জানিব?

জহরা। আমায় বন্দী ক'রে রাখো, আমার কথার একবর্ণ মিথ্যা হ'লে, ফাঁসি দিয়ো।

ক্লাইব। Governor Watson! what do you say for and against a night attack?

জহরা। হঁ্যা সাহেব আমি সেই বল্‌তেই তোমাদের এখানে এসেছি, আজ রাত্রেই আক্রমণ করো।

ক্লাইব। কি! তুমি ইংরাজি জানো?

জহরা। না—তোমার ভাব-ভঙ্গিতে, তোমার মনোভাব বুঝেছি। আমি কে জানো? আমি হোসেন কুলির স্ত্রী, যে হোসেন কুলিকে নবাব স্বহস্তে রাস্তায় বধ করেছিল। আমি সেই অভাগিনী—প্রতিহিংসা-অনলে দিনরাত দগ্ধ হচ্ছি। কে নবাবের শত্রু, আমি তার মুখ-ভাবে বুঝতে পারি। নবাব সম্বন্ধে কে কি বল্‌ছে, তার হাবভাবে তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। সাহেব, অন্ধকার রাত্রি, আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। আমায় অবিশ্বাস করো না। আমি তোমাদের বন্ধু কিনা জানি না, কিন্তু নবাবের পরম শত্রু।

ক্লাইব। আচ্ছা বিবি, তোম্‌কো খেলাত দেখা।

জহরা। হাঃ হাঃ! সাহেব ভেবেছ আমি খেলাতের প্রত্যাশী! না না সাহেব—আমি সিরাজের শোণিত-পিপাসী! পৃথিবীতে এত রক্ত নাই,

সাগর-গর্ভে এত রত্ন নাই,—যে রত্ন আমাকে বশীভূত করে। তোমরা সাহেব সব জানো,—নারীর প্রতিহিংসা কি জানো না?

ক্লাইব। হ্যাঁ, হ্যাঁ বিবি!—তোমার বাক্য আমরা লইব, রাত্রে attack করিব। তুমি যাও, দূর হইতে তামাসা দর্শন করিবে, হামারা সব উড়াইয়া দিব। যাও বিবি, সেলাম।

জহরা। সাহেব, আমি যাবো না, আমি কেল্লায় থাকবো। যদি কোন দুর্ঘটনায় তোমাদের যুক্তি বিফল হয়, তুমি আগে আমায় সন্দেহ করবে। তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন না হ'লে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে না। আমি যাবো না। তোমরা যুদ্ধ জয় ক'রে আসবে, সংবাদ পাবো, তারপর এ স্থান হতে যাবো।

ক্লাইব। Governor Watson! send for the blue jackets.

ওয়াটসন্। All right.

ক্লাইব। আইস বিবি, হামাদের যুদ্ধ আয়োজন দেখিবে। আজ নবাবকে শিক্ষা দিব।

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর মধ্যস্থ বৃক্ষতল

অদূরে নবাবের সৈন্য-শিবির
করিম চাচার প্রবেশ

করিম। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে আবার ঝাঁক দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশে উঠে তো ভোর রাতটা জাগো, একটু আফিং টাফিং খাও না কি? অন্ধকার রাত্রেই তোমাদের কিছু বাহার বেশী, চোরের মাসতুতো ভাই ছিলে নাকি? এতদিন তোমাদের সঙ্গে আলাপ, ভোর রাত জেগে আলাপ কচ্ছি, কিন্তু চিনতে পারলেম না চাঁদ। প্যাট্ প্যাট্ ক'রে চেয়ে কি দেখছ? দেখ বাবা,—সমুদ্রের গর্ভে নজর যাবে, কিন্তু মানুষের পেটের মধ্যে সেঁধোনো তোমাদের কর্ম্ম নয়। বড় জবর মাটীর ঢাল, বুঝেছ বাবা! ও,—তোমাদের পাহারা দিতে রেখেছে। তোমাদের আকাশে বুঝি যুদ্ধ হাঙ্গামা নাই? তাহ'লে বাবা

ঘুমিয়ে পড়তে। এইসব দেখ না, নবাবী ফৌজের তাঁবু পড়েছে, বেবাক পাহারাওয়ালা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, দু'পিপে মদ খেলেও অমন ঘুম আস্‌বে না। লড়াই দাঙ্গাটা বড় ঘুমের ওষুধ দেখ্‌ছি। নবাব থেকে ঘেসেড়া ব্যাটা পর্য্যন্ত তোফা নাক ডাকাচ্ছে। দেখ দেখ—এই কেল্লার দিক্‌টে মিট্‌মিটে আলো কি বলো দেখি? ওদের বিলিতী ধাত, দিশি ওষুধ খাটে না, লড়াই দাঙ্গা বাধ্‌লে বড় ঘুমোয় না। (ক্রমশঃ কুজ্ঝটিকায় দিক্ আবৃত হওন) এই যে তোমরাও দিব্যি কোয়াসার তাঁবুর ভিতর গা ঢাকা দিলে। একটু ঘুমুবে বোধ হচ্ছে। তোমাদেরও যুদ্ধ হ্যাঙ্গাম বাধ্‌লো নাকি, নইলে খামকা এতটা ঘুম এলো কেন?

জহরার প্রবেশ

জহরা। কে তুমি?

করিম। প্রেয়সি, এতদিনে কি আমায় মনে পড়্‌লো?

জহরা। কে তুমি?

করিম। কেন চাঁদ, চিনতে পাচ্ছ না? আমি আফ্‌গানি আমলের বাঙ্গ্‌লার নবাব, মাম্‌দো হয়ে এই গাছটিতে থাকি। তোমার মতন আমার পেত্নী বেগম ছিল। আজ মাস কতক কে এক ব্যাটা গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আমার গৃহ শূন্য করেছে। যখন এসে পড়েছ বিধুমুখী, চলো, নিকে ক'রে, ডালে গিয়ে শুই। ঐ দেখ বেগমেরা পাতায় পাতায় মহল ক'রে আছে, ঝরঝর ক'রে রিশ জানাচ্ছে। চলো, নিচের ডালে গিয়ে শুই।

জহরা। করিম চাচা, নবাবী শিবির কোন্‌টা বল্‌তে পারো?

করিম। কেন চাঁদ, নবাবী গাছের ডাল তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তুমি গুয়ে পেত্নীর বাচ্ছা, পায়খানায় থাকো, কখনো গাছের ডালে শোও নি, তা'হলে আরাম পেতে। যদি প্রেম কর্‌তে হয় তো গাছের ডালে,—এমন পীরিত কোথাও হয় না।

জহরা। করিম চাচা, তুমি বড় মানুষ হ'য়ে যাবে, যা চাও পাবে।

করিম। মানুষ ছিলেম, মামদো হয়েছি, আবার মানুষ কি ক'রে হই বাবা! এসো মামদো পীরিত করি এসো। (নেপথ্যে তোপধ্বনি)—ঐ শোনো, আমাদের নিকের তোপ হচ্ছে।

জহরার প্রস্থানোদ্যোগ

গুয়ে পেত্নী প্রাণ, যদি মেছো পেত্নী হতে, তা হলে এই কোয়াসায় তোমায়

মৎস্যগন্ধা করতেম। তা এ গাছের ডাল যদি পছন্দ না হয়, তবে তোমার সেওড়াগাছেই চলো, আমি তোমার নিঘ্যাৎ পীরিতে পড়েছি।—(নেপথ্যে কলরব বৃদ্ধি।)

জহরার প্রস্থান

এই যে, এতক্ষণে নবাবী ফৌজের নেশা ছুটেছে। এখানে বাবা বড় ঝাঁজ, সর্ষে পোড়া দিয়েছে। এখন কোন্ দিকে সরি, আওয়াজ ত চার দিকেই।

মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম ও রাজবল্লভের প্রবেশ

মির্জ্জাফর। সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো! চতুর্দ্দিক হ'তে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, অন্ধকারে শত্রু-মিত্র দেখা যাচ্ছে না। কোথায় যাই! কেন ষড়যন্ত্র ক'রে সন্ধি ভঙ্গ কর্‌লেম!

করিম। ঐটুকু প্যাঁচ করেছ। ইংরাজ যেমন সদালাপী, ওদের গোলা তেমন নয়। এখানে আলাপ কর্‌তে এলেই কিছু প্যাঁচ। তবে দেখ চাচারা, যখন লড়্‌তে এসেছ, গাঙ্গ্‌পার হ'য়ে চ'লে গিয়ে, ডন্ ফেলগে।

করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নবাবীটে আমারই সাজে। যে ব্যাটার তিন কুলে কেউ নাই, সেই তো বাঙ্গ্‌লার নবাব। সিরাজদ্দৌলার এখনো তবু এক আধ ব্যাটা আছে, নিদেন বেগমগুলো। আমার বাবা তিন কুলে কেউ নাই, আমিই পাকা নবাব। এই বোঝ না কেন বাবা, নবাবটা কোথায়, তা একবার কেউ খোঁজ নিলে না।

করিমের প্রস্থান

সিরাজদ্দৌলা, মীরমদন ও সৈনিকগণের প্রবেশ

সিরাজ। মীরমদন কি হবে, কি হবে! কোথা যাবো!

মীর। জনাব, কোন শঙ্কা নাই। ইংরাজ-সৈন্য বিমুখ হয়েছে, ও আমাদের তোপধ্বনি। এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই ইংরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করি। আজই ইংরাজ ধ্বংস হবে।

সিরাজ। না মীরমদন, যেও না, ইংরাজ-ধ্বংসে আমার প্রয়োজন নাই। এই নবাবী,—এই সুখের আশায় উন্মত্ত হয়েছিলেম! দিবারাত্র কণ্টক-শয্যায় শোবার জন্য নবাবী গ্রহণ করেছিলেম!

মীর। জনাব জনাব, অমন কচ্ছেন কেন? অনেক দুর্গম রণে নির্ভয়-অন্তরে

সৈন্য সঞ্চালন করেছেন। ইংরেজ পরাস্ত ;—ঐ শুনুন, বিপক্ষের তোপধ্বনি নাই। মুহুর্মুহুঃ আমাদেরই কামান গর্জ্জন হচ্ছে! একটু স্থির হোন, আমি সমূলে ইংরাজ উচ্ছেদ করি!

সিরাজ। মীরমদন মীরমদন, আমি ভীরু নই। দুর্গম রণসন্ধিতে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ কর্‌তে দেখেছ। কিন্তু ফিরিঙ্গি নামে আমার দেহ কম্পিত হয়। সহস্র সহস্র তোপধ্বনির মধ্যে যদি একটী ইংরাজের তোপের শব্দ হয়, আমি তা বুঝতে পারি ;—সে শব্দে আমার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। দৈত্য, দানব, প্রেত, ভূত, স্বদলে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লে, আমি অসি হস্তে তাদের আক্রমণ কর্‌তে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরাজ, কোন্ শয়তান বংশে জন্ম কে জানে, এরা কি যাদুকর? কোন কুহক বলে আমার বিপুল বাহিনী আক্রমণ করতে সাহস কর্‌লে! ইংরাজ কুশলে থাকুক, ইংরাজ বলবান্ হোক, যারা আমার সিংহাসন ঈর্ষা করে, তারা আমার সেই সিংহাসনে বসুক, ইংরাজ তাদের শত্রু হোক, দিবারাত্র আমার ন্যায় কণ্টকাসনে উপবিষ্ট হ'যে, ইংরাজ সম্মুখে দেখুক!

মীর। জনাব, তুচ্ছ ফিরিঙ্গি, জনাবের নফরের নফর যোগ্য নয়। বর্ব্বরতা বশতঃ আক্রমণ করেছিল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আক্রমণ করেছিল, নিরুপায় হ'য়ে আক্রমণ করেছিল,—আজ্ঞা দিন, হস্তী-পৃষ্ঠে যুদ্ধ দর্শন করুন, মুহূর্ত্ত মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম ধূলিসাৎ কর্‌বো। জনাব, আপনার এই দশা দেখে আমার মৃত্যু ইচ্ছা হচ্ছে। প্রকৃতিস্থ হোন ; বঙ্গেশ্বর, আজ্ঞা দিন, স্বয়ং শয়তান স্বদলবলে ইংরাজের সাহায্য কর্‌লে, আজ নিস্তার পাবে না, —কেবলমাত্র আজ্ঞা দিন, এই প্রার্থনা। জনাব প্রকৃতিস্থ হোন।

সিরাজ। মীরমদন, তুমি জান না, মোগলবংশ উচ্ছেদ করতে ইংরাজ জন্ম গ্রহণ করেছে। শিখগুরু তেগ্ বাহাদুরের অভিশাপ তুমি কি অবগত নও? শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে, মোগলবংশ উচ্ছেদ কর্‌বে। মহাপুরুষের অভিশাপ, সে অভিশাপ কখনো খণ্ডন হবে না। মোগল বংশ উচ্ছেদের জন্য ইংরাজ ভারতবর্ষে উপস্থিত।

করিমের পুনঃপ্রবেশ

করিম। সূর্য্যোদয় হয়েছে, চাচারা বোধহয় বারাণসী তুল্য গঙ্গার পশ্চিমপার হ'তে গঙ্গা দর্শন ক'রে, নবাব দর্শনে আসছেন। চাচারা কেঁদে এখনি

লুটোপুটী খাবে, আমায় শান্ত কর্‌তে হবে। ঐ যে সব চোখ ডব্‌ ডব্‌ করছে, কাণা মেঘের জল কোথায় লাগে!

মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ ও জগৎশেঠের পুনঃপ্রবেশ

সকলে। জগদীশ্বর রক্ষা করুন, এই যে নবাব!

রায়। বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলেম!

জগৎ। ভগবান্ রক্ষা করেছেন!

করিম। এখন তো প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। আমি রুমাল বাগিয়ে রেখেছিলুম, ভেবেছিলুম, চাচারা কাঁদবে, চোখ মোছাবে কে?

সিরাজ। রাজা রায়দুর্লভ! এই দণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে, ইংরাজ শিবিরে দূত প্রেরণ করুন। যে সর্তে ইংরাজ সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত, সেই সর্তে সন্ধি হোক্।

মির্জ্জাফর। জনাব,—

সিরাজ। আর জনাব নয়। কাল রজনী প্রভাত হয়েছে,—সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতিস্থ হয়েছি। বুঝেছি, ইংরাজ সামান্য নয়; এ অপেক্ষা শতগুণ সৈন্য লয়ে, ইংরাজ পরাস্ত করা আমাদের সাধ্য নয়। এই দণ্ডেই সন্ধি হোক্। তোমরা এইস্থানে অবস্থান করো, সন্ধি-পত্র আমাদের নিকট প্রেরণ ক'রো, আমরা স্বাক্ষর কর্‌বো। আর বলবীর্য্য প্রকাশে প্রয়োজন নাই! সূর্য্যোদয়ে যেমন গ্রহজ্যোতি নির্ব্বাপিত হয়, ইংরাজ উদয়ে সেইরূপ ভারত-বীর্য্য নির্ব্বাপিত! ভারত-স্বাধীনতা, ইংরাজের পদতলে। ঘোর নিশায় অচিরে ভারত আবরিত হবে। কালচক্র পরিবর্ত্তনে কারো সাধ্য নাই। অদ্যই যেন সন্ধিপত্র আমার নিকট প্রেরিত হয়। যাও যাও বিলম্ব করো না, এই দণ্ডেই দূত প্রেরণ করো।

অমাত্যগণের প্রস্থান

মীর। হা জননী জন্মভূমি!

সিরাজ। মীরমদন, আক্ষেপ ক'রো না, আক্ষেপে আর উপায় নাই। যেদিন ইংরাজের জলতরী, বাঙ্গলার বন্দরে উপস্থিত হয়েছে, সেইদিন আশা-ভরসা বিলুপ্ত। ভারতবাসী, ভারতবাসীর যুদ্ধে ক্লান্ত! মহারাষ্ট্রীয়েরা বলীয়ান্ —ভারতবাসী! তাদের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা জর্জ্জরীভূত;—তাদের দৌরাত্ম্যে ইংরাজের ফোর্ট উইলিয়াম নির্ম্মিত হয়েছে;—ভারতবাসীর দৌরাত্ম্যে ইংরাজের বলবৃদ্ধি। বালসূর্য্যের কিরণে মধ্যাহ্ন-তপনের তাপ

অনুভব কর্‌তে পাচ্ছ না। ভারত বিচ্ছিন্ন! ভারতসন্তান পরস্পরের শত্রু! উদ্যমশীল, একতায় আবদ্ধ, উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ—কার সাধ্য তাদের দমন করে!!

মীর। জনাব, তুচ্ছ শত্রুর কেন প্রশংসা কচ্ছেন? বাঙ্গ্‌লার কি বীর-বীর্য্য বিলুপ্ত, আপনার সৈন্য কি অস্ত্রধারণে অক্ষম? বাঙ্গ্‌লার বীরত্ব শত রণে পরীক্ষিত; জনাব, তবে কেন উৎসাহহীন হচ্ছেন? ক্রীতদাস এখনো জীবিত, এখনো সৈন্য সঞ্চালনে অক্ষম নয়, পিধানে অসি আজ্ঞা প্রতীক্ষায় বিচঞ্চল। ইষ্টক নির্ম্মিত ফোর্ট উইলিয়াম্‌, বীর-প্রবাহ রোধ কর্‌তে সক্ষম হবে না। তবে কেন শত্রুর গৌরব বর্দ্ধন ক'রে, সন্ধির প্রস্তাব কচ্ছেন? তবে কেন ইংরাজ অজেয় বিবেচনা কচ্ছেন? তবে কেন মাতৃভূমি, ফিরিঙ্গির ভয়ে ভীত প্রচার কচ্ছেন? তবে কেন জন্মভূমির পরাধীনতার আভাস প্রদান কচ্ছেন?

সিরাজ। না মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে, পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে, সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়,—এই দুর্দ্দম ফিরিঙ্গি দমন, তখন সম্ভব; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য্য! মীরমদন, আক্ষেপ ত্যাগ করো। জেনো বাঙ্গলায় সকলেই মীরমদন নয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবাব দরবার

সিরাজদ্দৌলা, মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ, মুঁসা লা ও দূত

সিরাজ। (পত্র পাঠ ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া) ওয়াট্‌স্‌কে তলপ দাও, ইংরাজ উকীলকে তলপ দাও।

দূত। জনাব তাঁরা দুজনেই আজ্ঞা প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কচ্ছেন।

সিরাজ। লয়ে এসো।

দূতের প্রস্থান

দেখুন ইংরাজের স্পর্দ্ধা।

ওয়াট্‌স্‌ ও ইংরাজ-উকীলের প্রবেশ

ওয়াট্‌স্‌, তোমাদের বড় দম্ভ! বাঙ্গলার নবাবকে ভয় প্রদর্শন করো? তোমরা কে? এই ফরাসী মুঁসা লা আমার আশ্রিত, এর সমভিব্যাহারী অপরাপর ফরাসীরাও আমার আশ্রিত। তোমরা বিনা অনুমতিতে চন্দননগর অধিকার কর্‌বার পর এরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আশ্রয় পরিত্যাগ না কর্‌লে সন্ধিভঙ্গ হবে? হোক,—এই মুহূর্ত্তে সন্ধি ভঙ্গ হোক। তোমার শূলদণ্ড আজ্ঞা হবে। উকীল, তুমি এই মুহূর্ত্তে নবাব দরবার পরিত্যাগ করো—আমার দরবার হ'তে দূর হও।

উকীলের প্রস্থান

ওয়াট্‌স্‌, তোমাদের কত অপরাধ জানো? নবাবের অনুমতি ব্যতীত চন্দননগর আক্রমণ করেছ, এখন নবাবকে যুদ্ধভয় প্রদর্শন কর্‌ছ? ভেবেছ আফগান আহম্মদ সাহ আবদালিকে দমন কর্‌তে, আমাদের বেহার প্রদেশ যাত্রা কর্‌তে হবে, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নই, তাই ক্লাইব দম্ভ ক'রে পত্র লিখেছে। ক্লাইবকে লিখো,—বিনাযুদ্ধে আফগান ভঙ্গ দিয়েছে,—আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। যাও, যাও—আর তিলমাত্র বিলম্ব করো না।

ওয়াট্‌সের প্রস্থান

মাণিকচাঁদ, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি কলিকাতা-লুণ্ঠনের দ্রব্যসামগ্রী,

নবাব সরকারে প্রদান না ক'রে আত্মসাৎ করেছ ? তার খেসারৎ ক্লাইব আমাদের উপর দাবি করে। আলিনগরের সন্ধিপত্রে আমরা সেই ক্ষতি-পূরণে স্বীকৃত। ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক—তোমার উপযুক্ত শাস্তি এই দণ্ডে প্রদান কর্‌বো।

মাণিক। জনাব, বান্দার কি সাধ্য, যে নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করে।

সিরাজ। কে আছে,—শঠ, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, অর্থপিশাচকে কারাগারে লয়ে যাও। কাল প্রাতে শিরশ্ছেদ হবে!

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ ও মাণিকচাঁদকে লইয়া প্রস্থান

মির্জ্জাফর। জনাব, নবাবের বদান্যতার উপর নির্ভর ক'রে, নবাব-ভৃত্য নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করেছে। ভৃত্যের এরূপ কার্য্য বরাবরই মার্জ্জনা হয়েছে। অর্থদণ্ড ক'রে প্রাণবধের হুকুম মকুব করুন।

সিরাজ। কত অর্থ দিতে প্রস্তুত ?

রাজবঃ। নবাবের যেরূপ আজ্ঞা।

সিরাজ। ভাল, তারে দরবারে আনয়ন করা হোক।

রাজবল্লভের প্রস্থান

মুঁসা লা সাহেব তোমার কি মত ?

মুঁসা লা। নবাবের বিবেচনার উপর বাক্য কহিব. এমন সাহস রাখে না।

মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের পুনঃপ্রবেশ

মির্জ্জাফর। রাজা মাণিকচাঁদ, নবাব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের কথা রক্ষা করেছেন। আমরা অনুরোধ করায়, আপনার প্রাণদণ্ড মার্জ্জনা হয়েছে। কিন্তু কলিকাতা লুণ্ঠন দ্রব্যের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সে ক্ষতি-পূরণের নিমিত্ত আপনি কত অর্থ দণ্ড দিতে প্রস্তুত ?

মাণিক। আজ্ঞে এখনিই প্রস্তুত, এখনিই প্রস্তুত। পঞ্চাশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা এখনিই দিতে প্রস্তুত।

করিম। চাচা, তোমার মাথাটার দাম কি লাখ্ টাকাও নয় ?

মাণিক। এত টাকার আমার সঙ্গতি কোথায় ?

রায়। নবাব যা অর্থদণ্ড করেন, তা দিতে প্রস্তুত হোন,—আপনার মঙ্গলের নিমিত্তই বলা হচ্ছে। জনাবের আজ্ঞা হোক।

সিরাজ। দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত হও। মন্ত্রীবর্গের অনুরোধে, তোমার

দোষের অতি সামান্য দণ্ড প্রদান কর্‌লেম।

মাণিক। এত টাকা কোথায় পাবো—এর চেয়ে আমার প্রাণদণ্ড ভাল ছিল।

মির্জ্জাফর। রাজা, অবুঝ হবেন না। যদি সম্মত না হ'ন, আপনার সম্পত্তি নবাব গ্রহণ কর্‌বেন, প্রাণদণ্ডও মার্জ্জনা হবে না।

রাজব:। জনাব, আদেশ পেলে, আমি এই দশলক্ষ টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত।

সিরাজ। যান, অর্থপিশাচকে ল'য়ে যান।

মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের প্রস্থান

সিরাজ। ইংরাজের স্পর্দ্ধার কথা শুনেছেন, এখন কি কর্ত্তব্য?

মির্জ্জাফর। জনাব, যখন রাজ্যের মঙ্গলার্থে সন্ধি স্থাপন হয়েছে, এ সময়ে, সামান্য কারণে ইংরাজের সহিত বিবাদ উচিত নয়।

সিরাজ। কি সামান্য কারণ! রাজা শরণাগতকে রক্ষা করবে না?

মির্জ্জাফর। জনাব, যথাজ্ঞান নিবেদন করেছি। আফগান আহম্মদ সাহ আবদালি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে সত্য। এক্ষণে ইংরাজের সহিত বিবাদ শ্রবণে প্রত্যাগমন কর্‌তে পারে,—এককালে দুই শত্রু করা যুক্তিযুক্ত নয়। বোধ হয় সমস্ত অমাত্যবর্গ আমার মতের অনুমোদন কর্‌বেন।

দুর্লভরাম। জনাব, খাঁ সাহেবের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত।

রায়। অনর্থক ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রজার গুরুতর অমঙ্গল। জনাব প্রজারক্ষক, বিস্তর ক্ষতি স্বীকার ক'রে, প্রজার নিমিত্ত, নিশা-যুদ্ধের পর আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপন করেছেন। সে সন্ধি ভঙ্গ এ পক্ষ হ'তে না হয়। সন্ধিভঙ্গ ইংরাজের দ্বারাই হোক, আফগান সৈন্যও দিল্লীতে প্রত্যাগমন করুক। দেখা যাক—ইংরাজের কতদূর বৃদ্ধি!

সিরাজ। আপনারা দরবার পরিত্যাগ ক'রে ক্ষণকাল কক্ষান্তরে অপেক্ষা করুন। (মুঁসা লার প্রতি) মুঁসা লা, যাবেন না, আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

সিরাজ, মুঁসা লা ও করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মুঁসা লা। (করিম চাচাকে লক্ষ্য করিয়া) জনাব, এঁর দরবারে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন অনুমান হয়?

সিরাজ। ইনি আপনাদের বন্ধু। মুঁসা লা, আপনি অতি ন্যায্য কথাই বলেছিলেন। আপনার কথামত ক্লাইবকে পত্র লেখা হয়, যে নানাজাতি

লোক নবাবের কার্য্যে নিযুক্ত আছে,—কয়েকজন ফরাসী, নবাব-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সন্ধি ভঙ্গ হয় না। তাতে দুষ্ট ক্লাইব উত্তর দিয়েছে, যে যারা ইংরাজের শত্রু তারা নবাবের শত্রু হওয়া উচিত। ইংরাজের শত্রুকে যে আশ্রয় দেবে, সে ইংরাজের শত্রু। দরবারেও সকলের মত শ্রবণ কর্‌লেন।

মুঁসা লা। জনাব, বান্দা শুন্‌লে, লেকেন জনাবের দরবারে সব জনাবের দুশমন, ইংরাজের সহিত সলা করিতেছে, এ কথা আমি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমরা নবাবী কার্য্যে থাকিলে, নবাবী ফৌজকে যুদ্ধ শিখাইলে, নবাবের পক্ষে লড়িলে, ইংরাজ হারিয়া যাইবে,—সেইজন্য হামাদিকে তাড়াইতে চায়, হাল এই ;—জনাব যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। ভাবিয়া দেখুন, কেহই নবাবী আজ্ঞা পালন করে না। নন্দকুমারকে হামাদের চন্দননগর রক্ষার্থে হুকুম দেন, মাণিকচাঁদকেবি পাঠান, কিন্তু উমিচাঁদ ইংরাজপক্ষ হইতে আসিয়া, সব খারাপি করিয়া দিল, কেউ আমাদের ওয়াস্তে অঙ্গুলী তুলিল না। যদ্যপি ফরাসী রাজ্যে কেহ এরূপ অবাধ্য হইত, তাহা হইলে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইত।

করিম। সাহেব, এইটুকু যদি বুঝ্‌তে, তা'হলে পলতায় ইংরাজের রসদ জোগাতে কি ?

মুঁসা লা। হাঁ সাহেব, চুক হইল। ইয়ুরোপে ইংরাজ আমাদের পড়সি, এক ধর্ম্ম মানে, তাহারা খানা বেগর মরে, দেখিতে পারিল না।

করিম। সাহেব, তোমরা রং করেছ, না তোমাদের ঐ রকম সাদা রং ?

মুঁসা লা। এ কিরূপ প্রশ্ন ?

করিম। কেন সাহেব, এই ক'বছর ধ'রে তোমাদের মত সাদা রঙ্গের ইংরাজ দেখে আস্‌ছি। তাদের একজনের মুখেও তো শুনি নাই, যে তোমরা পড়সি, তোমাদের এক ধর্ম্ম ;—তোমাদের রং তো সমান দেখ্‌ছি, ব্যাভারটা এমন হলো কেন ?

সিরাজ। দেখুন মুঁসা লা, মন্ত্রীদের মন্ত্রণা আমরা সম্পূর্ণ অবগত। সেই নিমিত্তই বিবেচনা কচ্ছি, ইংরাজের সহিত সন্ধি ভঙ্গ না ক'রে, কপট মন্ত্রীদের অগ্রে দমন করা যাক।

মুঁসা লা। জনাব, এখনি দমন করিয়া দেন, ইংরাজ ভয় পাইয়া যাইবে। ইহাদের দমন করিলে, আর কেহ ইংরাজের সাহায্য করিতে আগু হইবে না।

সিরাজ। মুঁসা লা, অমাত্যেরা সকলে সম্ভ্রান্ত, এদের কৌশলে দমন করা প্রয়োজন ;—নচেৎ একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে।

মুঁসা লা। জনাব, গোস্তাকি মাপ হয়,—কৌশলে উহাদের সহিত চলিবে না। যতই কৌশল করিবেন, তলে তলে উহারা যাস্তি কৌশল করিবে।

করিম। সাহেব রং মেখেছ,—সাদা মুখে ওমন সরল কথা বেরোয় না। তোম্‌রা ইংরাজের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলো, ওদের পার্‌বে না। এক হাত গলায় আর এক হাত পায়ে দেওয়া, তোমাদের কর্ম্ম নয়।

মুঁসা লা। সাহেব, আপনি অতি বিজ্ঞ। ইংরাজ-চরিত্র সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন। যদি আপনার মত নবাবী কার্য্যে দুইচারি আদ্‌মি থাকিত, আলিনগরের সন্ধি হইত না, ইংরাজ কলিকাতায় থাকিত না।

করিম। সাহেব, তা'হলে তোমাদেরও একটু প্যাঁচ পড়্‌তো, চন্দননগর হ'তে রসদ বেচ্‌তেও পার্‌তে না। কিন্তু দেখ্‌লেম খালি রসদই বেচ'—প্যাঁচোয়া চাল তোমাদের আসে না ;—তা হ'লে বল্‌তে—'এই আমাদের ফৌজ, এলো বলে, এই আমরা কোলকাতা উড়িয়ে দেবো।' নবাবী আম্‌লাদের টাকা দিয়ে—থুড়ি, কতক দিয়ে কতক কব্‌লে হাত করতে, নবাবকেও একটু-আধটু শাসাতে।

মুঁসা লা। ও ইংরেজ পারে, আমরা লোক পারি না। আপনি ঠিক রাজমন্ত্রীর যোগ্য।

করিম। ঠিক বলেছ, আমি মন্ত্রী হ'লে যেমন ক'রে পারি, আগেই নবাবকে ফের মদ ধরাতুম।

মুঁসা লা। না, না, মশায় আপনাকে আপনি খাটো করিতেছেন, আপনা হইতে এরূপ বুরা কাজ হইত না।

করিম। সাহেব বুরা কাজ কি? তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। বুড়ো আলিবর্দ্দীর আমলে মারহাট্টারা চারদিকে ঘিরে ফেললো, সকলে শশব্যস্ত কি হয় কি হয়। আমাদের নবাব বাহাদুর দু' পেয়ালা মদ টেনে, ঘোড়ায় চড়ে ধাঁ ক'রে লড়াইয়ে লেগে গেলেন, মারহাট্টাগুলো পালাবার পথ পেলে না, এবারও ক্লাইব, রাত্রে আক্রমণ করেছিল ; জনাবকে যদি দু' পেয়ালা মদ খাইয়ে দিতে পারতুম, তা'হলে কি আর আলিনগরের সন্ধি হয়? জনাব দু'টি চোক লাল ক'রে হুকুম ঝাড়্‌তেন, ফোর্ট উইলিয়াম ওড়াও, কোলকাতাটা আস্‌মানে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে গিয়ে উঠ্‌তে। নবাব মদ ছেড়ে খালি

ভাব্‌ছেন এ করি কি ও করি! এই দু'নৌকোয় পা দিয়েই প্যাঁচ পড়েছে।

মুঁসা লা। সাহেব, মদ খাইলে বিবেচনা শূন্য হইতে হয়।

করিম। এঃ, তাইতে চন্দননগর খুইয়েছ। বিবেচনা ক'রে কবে পৃথিবীতে কোন্ বড় কাজটা হয়েছে? তোমাদের ইতিহাসে শুনি, সিরাজ ঝড় তুফানে রুবিকান পার হয়েছিল, সেকেন্দর সা শত্রুর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে গে পড়্‌তো, হানিবল না কে ছিলো, শুনতে পাই হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় আল্‌পস্ পর্ব্বত পেরিয়ে শত্রু জয় করেছিল,—আর চক্ষের উপর দেখ্‌লেম, ক্লাইব ছ'শো সৈন্য নিয়ে লাখ নবাবী সৈন্য ভেকো ক'রে ছেড়ে দিল; এর কোন্ কাজটা বিবেচনার কাজ? আমাদের জনাব্ বিবেচনা কচ্ছেন, আর ভেতরে ভেতরে ইংরেজ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। তত বিবেচনা না ক'রে হুকুম ঝাড়্‌লে, আর এক রকম হ'য়ে যেতো। সব দাঁত ভাঙ্গা কেউটে গর্ত্তে সেঁধোতো।

সিরাজ। ন্যাও, থামো করিম চাচা।

করিম। থাম্‌চি জনাব, পেটের কথা রাখ্‌তে পারিনে, মাপ হুকুম হয়। আলিবর্দ্দী সিংহাসনটী দিয়ে গেলেন, আর দিব্যি দিয়ে মদ ছাড়িয়ে, নবাবী রোকটী কেড়ে নিলেন। শত্রু যত বাড়্‌ছে, নবাবও তত জবুথবু হ'য়ে বিবেচনা কচ্ছেন। রোক ক'রে হুকুম ঝাড়্‌লে ধরপ্যাঁচ ওয়ার, যা হবার একটা হয়ে যেতো। মুঁসা লা, কি বল্‌ছিলে বলো।

মুঁসা লা। নবাব বাহাদুর, ইংরাজ সন্ধি রাখিবে না। নিশ্চয় জানিবেন। আমাদের ভয়ে একেবারে লড়াই করিতে তৈয়ারী হইতেছে না। আমাদের দূর করিতে পারিলে, সন্ধির কাগজটা ছেঁড়া কাগজের ধামায় রাখিয়া দিবে।

সিরাজ। আপনাদের পরিত্যাগ কর্‌বো না, আপনারা কিয়দ্দিনের নিমিত্ত আজিমাবাদে গমন করুন। তথায় আপনাদের বন্দোবস্তের কোনরূপ ত্রুটি হবে না। দেখি ইংরাজ কিরূপ ব্যবহার করে; যে মুহূর্ত্তে মন্দ অভিসন্ধি বুঝ্‌বো, আপনাদের স্মরণ কর্‌বো।

মুঁসা লা। জনাব আমাদের আশ্রয়দাতা। ভাবিয়াছিলাম, জনাবের নিমিত্ত প্রাণপণ করিব;—আশা বিফল হইল। জনাবের আজ্ঞা মাথায় নিলাম, আজিমাবাদ যাইব। কিন্তু বান্দার একটি বাৎ স্মরণ রাখিবেন; বলিতেছেন সময়ে খবর দিবেন, কিন্তু সে সময় দূর নয়;—আমরা বিদায় হইলেই, ইংরাজের তোপ মুর্শিদাবাদে বজ্র আওয়াজ করিবে, বিশ্বাসঘাতক

কর্ম্মচারীরা ইংরাজ পক্ষে দাঁড়াইবে। জনাব, আর আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না! সেলাম।

মুঁসা লার প্রস্থান

সিরাজ। করিম চাচা, ওয়াট্‌স্ আর ইংরাজের উকীলকে দরবারে নিয়ে আস্‌তে বলো, অমাত্যবর্গকে পাঠিয়ে দাও।

করিমের প্রস্থান

কৌশল কৌশল দমন করা উচিত। ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে ওয়াট্‌স্‌কে অপমান করেছি, ইংরাজ উকীলকে বিদায় দিয়েছি। মাতামহ, কেন ক্রোধ দমন কর্‌তে শিক্ষা দাও নাই! এই ক্রোধই আমার মনোভাব ব্যক্ত করে!

মির্জ্জাফর প্রভৃতি অমাত্যগণের পুনঃপ্রবেশ

ফরাসীদের বিদায় দিলেম!

মির্জ্জাফর। অতি সৎযুক্তির কার্য্য হয়েছে।

করিম, ইংরাজ উকীল ও ওয়াট্‌স্‌এর পুনঃপ্রবেশ

সিরাজ। আপনারা কি এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন?

উকীল। হ্যাঁ জনাব,—নবাবের উচ্চ মেজাজ আমরা সম্পূর্ণ অবগত। ইংরাজের কসুরের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিব, নবাব দয়াবান, মার্জ্জনা করিবেন—এই ভরসায় রাজগৃহ পরিত্যাগ করি নাই।

সিরাজ। উকীল সাহেব, আপনি নবাব চরিত্র স্বরূপ অবগত। ওয়াট্‌স্ সাহেব, কর্ণেল ক্লাইবের উদ্ধত পত্রপাঠে আমাদের ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, সেই নিমিত্তই আপনাদের প্রতি অসম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করি। বিবেচনা করুন, ক্লাইব সাহেবের পত্রও সম্মানসূচক নয়।

উকীল। কদাচ নয়, কদাচ নয়! আমরা পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতেছিলাম।

সিরাজ। আমাদের সন্ধি ভঙ্গ কর্‌বার কোনরূপে ইচ্ছা নয়। পত্রের মর্ম্মানুসারে ফরাসীদিগকে বিদায় দিলাম;—ওয়াট্‌স্ সাহেব, এই সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করুন। কিন্তু যদি আপনারা সন্ধিভঙ্গ করেন, আমাদের অনন্যোপায় হ'য়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে হবে।

ওয়াট্‌স্। জনাব, এখনি যাইয়া পত্র লিখিব—এখনি যাইয়া পত্র লিখিব।

আমরা বণিক আমরা সন্ধিভঙ্গ করিব, এরূপ বিবেচনা কখনই করিবেন না।

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ, দাওয়ানখানায় আজ্ঞা দাও,—ওয়াট্‌স্ সাহেবের উপযুক্ত খেলাৎ কাশিমবাজারে প্রেরিত হোক। আপনারা আসুন,—ইংরাজের সহিত সৌহার্দ্দ্য রাখা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

ওয়াট্‌স। অবশ্য—অবশ্য, জনাবের অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা একদণ্ডও বাঙ্গ্‌লায় থাকিতে পারিতাম না। (স্বগতঃ) Dastardly villain!

ইংরাজদ্বয়ের প্রস্থান

সিরাজ। জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ, ফরাসীদিগের বিতাড়িত কর্‌বার নিমিত্ত, ইংরাজ কত অর্থ দিতে সম্মত হয়েছে?

জগৎ। জনাব, ফরাসী সম্বন্ধে তো আমার মতামত কখনো শোনেন নাই, তবে কি নিমিত্ত এরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন?

সিরাজ। না স্বয়ং মতামত প্রকাশ করেন নাই, এই সব উকীলের দ্বারায় প্রকাশ করেছেন।

জগৎ। জনাব, বান্দার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হচ্ছে।

সিরাজ। অন্যায় ব্যবহার! বৃদ্ধ সয়তান, তোমাদের মন্তব্য কি আমরা অবগত নই বিবেচনা করো? একবার তোমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হয়েছিল, বোধ হয় পুনর্ব্বার সে আজ্ঞা প্রদান কর্‌তে বাধ্য হব।

মির্জ্জাফর। জনাব, রাজমন্ত্রীরা সুমন্ত্রণা প্রদান করে। এ দরবারে মন্ত্রণা প্রদান অতি কঠিন কার্য্য।

সিরাজ। তবে অবসর গ্রহণ করুন। যাঁর যাঁর কঠিন বিবেচনা হয়, অবসর গ্রহণ করুন। এখন আর সকতজঙ্গ সর্জ্জিত নয়, যে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে নবাবকে দমিত কর্‌বেন। ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপনা আপনাদের মন্তব্য প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম;—মন্তব্য মত কার্য্য হলো! এ পর্য্যন্ত বরাবর সুমন্ত্রণা প্রদান কচ্ছেন। যুদ্ধে উৎসাহ দিয়ে কলিকাতায় লয়ে গেলেন। আপনি সেনাপতি ছিলেন, একবারও তত্ত্ব লন নাই, যে নবাব কোথায়! রজনীতে প্রান্তরে বৃক্ষতলে অবস্থান করি। বল্‌তে পারেন, ক্ষুদ্র ছয়শত নাবিক সৈন্য লয়ে কি সাহসে ক্লাইব নিশাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো? যাক্—বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, অবসর গ্রহণের ইচ্ছা অবসর গ্রহণ করুন। অন্তরের ছুরী কাহারো লুক্কায়িত নাই। আমরা নিজ

সহিষ্ণুতায় আশ্চর্য্য হচ্ছি। অনেক সহ্য করেছি, এর পর আর কি হয় জানি না! সকলে স্বস্থানে গমন করুন।

করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সিরাজ। শঠ মন্ত্রীগণকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, দণ্ড দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যাই হোক সকলকে কারারুদ্ধ কোর্‌বো,—আর মাতামহীর অনুরোধ রক্ষা কর্‌বো না। করিম, মীরমদন, মোহনলালকে প্রেরণ করো। কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করাই উচিত ছিল, একে একে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।

করিম। জনাব, ঐ যে বেগম-মহিষী আস্‌ছেন। বুঝি জনাবকে মির্জ্জাফরের হাতে হাতে সঁপবেন। আহা আম্‌লারা যে চ'লে গেল, তা না হ'লে একে একে সকলের হাতে হাতে সঁপতেন।

করিমের প্রস্থান

আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ

বেগম। সিরাজ কি করলে? পুরাতন অমাত্যসকলকে এককালে শত্রু করলে? ক্রোধান্বিত হ'লে তুমি হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হও!

সিরাজ। মাতামহী, বিশ্বাসঘাতকের ছুরি আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ না কর্‌লে কি শঠ অমাত্যগণের পরিচয় পাবেন না! আপনার অনুরোধে, মির্জ্জাফরকে সেনাপতি ক'রে কলিকাতায় যুদ্ধে গমন করি। যদি মীরমদন সে যুদ্ধে উপস্থিত না থাকৃতো বোধ হয় ইংরাজদুর্গে আপনার দৌহিত্র বন্দীভাবে অবস্থান কর্‌তো। ইংরাজের দূত, নিত্য নবাব-অমাত্যের সহিত মুর্শিদাবাদে এসে পরামর্শ করে—কিসে সিংহাসনচ্যুত হই—দিবারাত্র এই পরামর্শ! এখনো কি আপনার ইচ্ছা যে এই সকল শঠ মন্ত্রীকে প্রশ্রয় দিই! ইংরাজ বিতাড়িত হয়েছিল; কার উৎসাহে তারা পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় উপস্থিত হয়েছে? কাদের উপদেশে মাণিকচাঁদ ইংরাজকে দুর্গ অর্পণ ক'রে, মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিল? কার পরামর্শে, নবাবী আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, নন্দকুমার ফরাসীর সাহায্যে প্রেরিত হয়ে, ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই? কোন্ সাহসে বাণিজ্যোপজীবী, কোর্ত্তা-টুপিমাত্র সম্বল ল'য়ে, পুনঃ পুনঃ নবাবকে ভয় প্রদর্শন ক'রে,—পুনঃ পুনঃ সন্ধিভঙ্গের সুযোগ অনুসন্ধান করে? এখনো কি বোঝেন নাই, যে শঠ কর্ম্মচারীরা সকল অনিষ্টের মূল! আপনি বার বার তিরস্কার করেন, যে নীচ ব্যক্তিদের আমি উচ্চপদে স্থাপন করেছি। যে সকল মহৎ কর্ম্মচারীদের উপর কার্য্যভার অর্পিত, তাদের

বিশেষ যত্নেই আমার প্রধান শত্রু ইংরাজ প্রবল ;—সকতজঙ্গকেও এই সকল মন্ত্রী উৎসাহ প্রদান করেছিল। কিন্তু নীচ কর্ম্মচারী মোহনলালের ব্যবহার শুনুন। যখন মোহনলালকে পুর্ণিয়ার আধিপত্য প্রদান করি, সে বিনীতভাবে আমার নিকট নিবেদন করে,—"পুর্ণিয়ার অধিকার অপরকে প্রদান করুন,—আমায় বাঙ্গলায় স্থান দেন, নচেৎ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা। কার্য্যে তাহা সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছে! এখন মোহনলালের ন্যায় বন্ধু পরিত্যাগ ক'রে, এই সকল কপটাচারীকে কি রাজকার্য্যে স্থান দিতে আজ্ঞা করেন?

বেগম। বৎস, সকল কর্ম্মচারীরা অর্থবল, জনবল সম্পন্ন। স্বর্গীয় নবাব বিনয়ে এদের বশীভূত রেখেছিলেন। তোমারও সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল। যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা হয় করো। বারবার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আমার এইমাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, নিরাপদে রাজ-সিংহাসন ভোগ করো ;—আমি তোমায় নিরাপদ দেখে, বৃদ্ধের পার্শ্বে, কবরশায়িনী হই।

সিরাজ। মাতামহী, নিরাপদ! বাঙ্গলার রাজমুকুট ধারণ ক'রে নিরাপদ? শঠ মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হ'য়ে নিরাপদ? সে আশা আর আমার নাই। কণ্টকপূর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করা অবধি, আমি বিপদ সাগরে নিমগ্ন।

লুৎফউন্নিসার প্রবেশ

লুৎফ। জনাব—জনাব—চলো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই। চলো, কোন নির্জ্জন কুটীরে গিয়ে আমরা অবস্থান করি। সেইখানে তোমায় হৃদয়ের নবাব ক'রে পূজা কর্‌বো। বাঙ্গলার সিংহাসন পরিত্যাগ করো, চলো। আমরা প্রেমের রাজ্য স্থাপন করি ;—এ কুটীল রাজ্য পরিত্যাগ করো, তোমার সরল হৃদয়, কুটীলের সংঘর্ষে দিন দিন মলিন হচ্ছে। দাসীর অনুরোধ রক্ষা করো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই।

সিরাজ। কি প্রয়োজন নাই লুৎফউন্নিসা! যদি সুখ-ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ কর্‌তেম, তা হ'লে ছার রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে তোমার সহিত নির্জ্জনে বাস কর্‌তেম। কিন্তু রাজ্যের সহিত আমার উপর গুরুভার স্থাপিত। মাতামহ, মৃত্যুশয্যায় আমার মস্তকে গুরুভার অর্পণ করেছেন ;—প্রজার মঙ্গল সাধন ভার আমার উপর, নবাব-বংশের মর্য্যাদারক্ষার ভার আমার উপর, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ শান্তি স্থাপনের ভার আমার উপর, এ বিদেশী দস্যুর হস্ত

হ'তে প্রজারক্ষা করার ভার আমার উপর, এ সমস্ত ভার তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমি গ্রহণ করেছি, এখন কিরূপে পরিত্যাগ করবো? তুমি আমার সেই গুরুভারের অংশী, সহাস্য বদনে আমায় উৎসাহ প্রদান করো;—নচেৎ আমি রাজ-কার্য্য বিস্মৃত হবো। অন্তঃপুরে চলো, কুটীল রাজদরবার তোমাদের স্থান নয়।

বেগম, লুৎফউন্নিসা ও সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জগৎশেঠের বৈঠকখানা

নর্ত্তকীগণের গীত

পঞ্চম হানে কোয়েলা।
থর থর জর জর, বিরহী অন্তর,
স্মরশর-কাতরা কুলবালা॥
ব্যঙ্গ রঙ্গে হাসে কুসুম কলি,
ঢলি ঢলি, মলয় অনিলে,
অলিকুল-গুঞ্জন গঞ্জন, দহিতে কামিনী মন
অরিগণ মিলে;
গরল বাতি, জ্বালে চাঁদিনী রাতি,
লাঞ্ছনা, বেদনা, যাতনা পিরীতি;
ছলনা, কামিনী, কোমল প্রাণ-দলনা
আশে ভাসে বিভোলা॥

জগৎ। তোমরা বিশ্রাম করো।

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

মির্জ্জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ, মীরণ ও মাণিকচাঁদের প্রবেশ

মীরণ, তুমি সতর্ক হয়ে দেখো, নবাবের কোন গুপ্তচর এদিক ওদিক না থাকে।

মীরণের প্রস্থান

রায়। আমরা একত্রিত হয়েছি, এ সংবাদ নবাব অবশ্যই পাবে।

জগৎ। আমি সেই নিমিত্তই রটনা করেছি, যে আমার দৌহিত্রের পুত্রের অন্নপ্রাশন।

রাজবল্লভ। একত্রিত হই আর না হই নবাবের সন্দেহ দূর হবে না। যা হবার তা হয়েছে, অধিক কি হবে। সহসা বল প্রকাশ করতে সাহসী হবে না, অধিকাংশ সেনা-নায়কেরা আমাদের অর্থে বশীভূত।

মাণিক। ও সকল চিন্তার অনেক সময় আছে, শুনুন ; খাঁ সাহেবের মন্তব্য, আমি ক্লাইবের নিকট প্রস্তাব করেছিলেম,—ক্লাইব, সম্পূর্ণ সম্মত। এই খসড়া-পত্র কাশিমবাজারের ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের নিকট পাঠিয়েছে। তিনি বলেন,—"আমরা মির্জ্জাফর খাঁকে সিংহাসন প্রদান করলে, তিনি আমাদের কত অর্থ প্রদান করবেন ? আমরা অর্থহীন বণিক। যুদ্ধে বিস্তর অর্থব্যয় হবে, তারপর, জয় পরাজয় কে জানে, আমাদের সমূলে উচ্ছেদ হওয়া সম্ভাবনা ; —কিছু প্রত্যাশা না থাকলে আমরা এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত কেন হব ? নবাব সন্ধিভঙ্গে ইচ্ছুক নয় ;—বিনা কারণে সন্ধিভঙ্গ ক'রে, আমরা কেন বিপদ আহ্বান করবো ! আমরা জয়ী হ'লে, মির্জ্জাফর খাঁ সিংহাসন পাবেন, রাজকোষও তাঁর হস্তগত হবে, আমরা সেই অর্থের অংশ প্রার্থী।" এই সন্ধিপত্রের খসড়া দেখুন, তাঁর মনোগত ভাব অবগত হবেন।

সন্ধিপত্র মির্জ্জাফরকে প্রদান

মর্ম্ম এই,—ফরাসীদের উচ্ছেদ করা, ইংরাজ যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তজ্জন্য এককোটী টাকা প্রদান, দেশীয় ও ইংরাজ প্রজার ক্ষতিপূরণে সত্তর লক্ষ টাকা, আর্মানীগণের ক্ষতিপূরণে পাঁচ লক্ষ টাকা, কলিকাতার বাহিরে কতক জমী ও কলিকাতার দক্ষিণ কুল্‌পি পর্য্যন্ত ইংরাজকে জমিদারী প্রদান।

মির্জ্জাফর। (পাঠান্তে) সন্ধিপত্রের মর্ম্ম, রাজা মাণিকচাঁদ স্বরূপ বলেছেন। আমরা সম্মত হব ?

সকলে। নিশ্চয়, এ দৌরাত্ম্য সহ্য হয় না।

করিমের প্রবেশ

মির্জ্জাফর। এ কি, করিম চাচা এখানে কেন !

করিম। কেন চাচা, সকতজঙ্গকে গদী দিতে গিয়েছিলে, আমি একপাশে পড়ে আছি, তাতে ক্ষতি কি ? আমার এখানে আসবার বড় দরকার নাই, তবে রায়দুর্লভ চাচার নুন খেয়েছি, উনি গালে হাত দিয়ে, মুখটী চুণ ক'রে বলেছিলেন, "নবাবের ভাবটা কি বলতে পারো ", তাই বলতে এলুম, ভয় নাই।

রাম। চাচা, কিসে জান্‌লে—কিসে জান্‌লে ?

করিম। নবাব, বুড়ো মাতামহর কথা মনে ক'রে, আর বুড়ী বেগমের অনুরোধে, বারবার মাপ করেছে, এবারও মাপ করবে। যখন দরবারে বসে ছিল, মীরমদন গোলন্দাজ নিয়ে তোয়ের ছিল জেনো ; নবাবের একটু ইসারা পেলে, আর কেউ বাড়ী ফির্‌তে না। তোমরা যত গাঁট পাকাচ্ছ, নবাব তত গাঁট পাকালে অমন তোড়া তোড়া বুলি ঝাড়্‌তো না, আঁধার রেতে তোপের মুখেই কথা কইতো। বাবা, রাগ্‌লেই তো গর্দ্দানা নিতে চায়, ক'টা গর্দ্দানা নিয়েছে বলো ? যদি গর্দ্দানা নিতো তা'হলে এত্‌দিন কন্ধকাটা হ'য়ে পরামর্শ আঁট্‌তে হতো। চাচা, একটা কথা বলি শোনো ;—কাল্‌কের ছোঁড়া, মাতামহর আদরে আদরেই বেড়িয়েছে, তোমাদের প্রবীণ ছক্কাবাজির মধ্যে এখনো সেঁধোয় নাই ! রাগে দু'কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ'রে সাধে ;—এই দু' নৌকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজ্‌তে বসছে। যদি তেরিয়া হয়েই চলতো, যাহোক চোট্‌ পাট্‌ একদিক দিয়ে এক রকম হয়ে যেতো। আর যদি নরমের উপর দিয়েই চলতো, কেউ না কেউ দয়া করতে। এ ছোঁড়া পায়ে ধরলেও পাজী, আর কড়া হলে তো পাজীর পাজী।

মাণিক। আহা ! কি সদাশয় নবাবই চিনেছ ? হোসেনকুলি—ওর শিক্ষক ছিল—তারেই রাস্তায় ধরে কেটে ফেললে।

করিম। চাচা, সকলের তোমার মত বরদাস্ত নয়। "আলেফ-বে-তে-সে" পড়িয়ে, অন্দরে ঢুকে মা-মাসীর মাঝে গিয়ে বস্‌বেন, বেকুফ নবাব, বরদাস্ত করতে পারে নাই। সকলের তো তোমার মতন দেলদরিয়া মেজাজ নয়।

মির্জ্জাফর। কি বল্‌ছ করিম ! ফৈজি, আহা অবলা স্ত্রীলোক, তারে দেওয়াল গেঁথে মেরে ফেল্‌লে ! এমন নিষ্ঠুরও জন্মায় !

করিম। চাচা, তোমার কি কোমল প্রাণ ! দেখ্‌ছি তুমি চাচীর পাশে আর একজন চাচাকে বসিয়ে, সেলাম দিতে পারো। আগে যদি জান্‌তেম, ফৈজি বেটীকে তোমার সঙ্গে নিকে করিয়ে দিতেম। চাচা, একবার চোখ খুলে কথা কও। ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলো। চক্ষের উপর জোড়া-গাঁথা দেখলে, তার উপর ফৈজি বেটী মেছুনীর অধম 'মা' তুলে গাল দিলে, নবাব বাচ্ছা, অত বেইমানি বরদাস্ত হবে কেন ? ও তো ছোঁড়া বয়সে দেয়াল গেঁথে মেরেছে, তুমি হ'লে এই বুড়ো বয়সে, টুকরো টুকরো ক'রে

কুকুর দিয়ে খাওয়াতে। কাঙ্গালের একটা কথা কানে তোলো, ঠিকঠাক খয়ের খা হ'য়ে ছোঁড়াটাকে চালিয়ে নাও।

রায়। তারপর আমাদের হ'য়ে মুণ্ডুটা দেবে কিনা?

করিম। তা তো চাচা, দশমুণ্ড রাবণ হলেও পারতেম না! তোমরা যে ক'জনে জোটপাট করো, দশটা মাথায় আঁটুতো না তো বাবা!

রায়। নাও, পাগ্‌লামো করো না।

করিম। চাচা, তোমার নুন খেয়েছি, কথাটা শুনে নাও;—যে যার সব স্বার্থ তো টেঁকে আছো, আখেরে কতটা টেঁক্‌বে, তা একবার ভাবছ কি? মির্জ্জাফর চাচা তো গদীতে বস্‌বেন,—নবাবটা উৎসন্ন গেলেই তো রায়দুর্লভ চাচার মনের কাঁটা উঠলো, মোহনলাল বাঙ্গালী, তার দম্ভ সচ্ছে না,—যখন কটা চোখ রাঙ্গিয়ে গড়্‌ ড্যাম কর্‌বে, তখন সইবে তো—দেখো? শেঠচাচা, নবাবই যেন টাকা চায়, গোরার বাচ্ছা টাকার মুখ দেখে না, কেমন? বাবা, সাত সমুদ্র তেরোনদী পেরিয়ে টাকা কুড়ুতে এসেছে, নবাবকেই দাবড়ি লাগাচ্ছে, এ সব কথা একবার ভেবো।

রায়। চুপ করো। (মির্জ্জাফরের প্রতি) খাঁ সাহেব আর বিলম্ব করবেন না, ক্লাইব যা বলে, আপনি সম্মত হোন। এ দুরন্ত নবাবের হাতে ত্রাণ কর্‌তে একমাত্র বলবান ইংরাজই সক্ষম। ইংরাজ ব্যতীত আর আমাদের উপায় নাই।

করিম। ভালা মোর বাপরে—চাচারে—কি পরামর্শই এঁটেছ! তোমাদের হ'য়ে গর্দ্দানা দিক ইংরাজ, তারপর মির্জ্জাফর চাচা নবাবী তক্তায় ব'সে চণ্ডু টানুন, রায়দুর্লভ চাচা মন্ত্রী হোন, রাজবল্লভ চাচা আর একটা ঢাকা খুঁজে নেন, বাগে পান আর একটা ঘসেটী বেগম খাড়া করবেন, আর জগৎশেঠ চাচা টাকা সুদে খাটান! চাচা, বিদেশী বঁধুরে প্রাণ সপোঁ না। চাচা ভাবছো গর্দ্দানা দেবে ইংরেজ, আর নবাবী কর্‌বে তোমরা! সাদা চেহারা চেন না। শেষ পস্‌তাবে! ওরা খুব দাঁওবাজ, ওদের কাছে কারও দাঁও চল্‌বে না। চাচা তোমরা চাল-চলনে মানুষ চেন না? আলিবর্দ্দী, বর্গির ভয়ে সকল জমীদারের ফৌজ বাড়াতে বলেছিল, ইংরেজ তোফা কোলকাতা গের্দ্দো করে নিলে, বলতে বলে ব্যবসায়ী কুঠি, কিন্তু ওদের কুঠির মত কটা নবাবী কেল্লা আছে বল? কত বড় ধড়িবাজ,—উমিচাঁদকে কয়েদ করলে, পরিবারবর্গ একগাড়ে গেল, টাকা লুট

করুলে,—আবার তাকেই এখন প্রাণের দোস্ত করে নেছে! তোমরাও পরম দোস্ত ভাব্‌ছ। চাচা, চোখ চেয়ে কাজ ক'রো।

মির্জ্জাফর। আচ্ছা শুনি না, তোমার কি পরামর্শ?

করিম। কেন চাচা পরামর্শ তো পড়ে রয়েছে। সোজা পথে চলো, নবাবের খয়ের খাঁ হও, মুখে একখানা পেটে একখানা নয়। আর বাঁকা পথে চল্‌তে চাও, তাও তলে তলে যোগাড় করো। সৈন্য সামন্ত যোগাড় ক'রে, কোমর বেঁধে আপ্‌নারা লেগে যাও, একহাত বরাত ঠুকে দেখো। কিন্তু চাচা, ইংরেজের কোটের ল্যাজ ধরুলে, একূল ওকূল দু'কূল যাবে। দুধ দিয়ে ঘরের ভেতর কাল সাপের ঝাঁক্ পুষো না, সকলে মিলে ওদের আগে উচ্ছেদ করো।

মির্জ্জাফর। তারপর আমরা কোমর বেঁধে লাগ্‌বো। টাকার সরবরাহ কে করবে চাচা?

করিম। চাচা, পরিজান সরবরাহ করবে। ঘসেটী বেগম অনেক মাল সরিয়েছে, নবাব জোর সিকি পেয়েছে, সে মাল তোমাদের হাতে লাগ্‌বে,—জলের মত খরচ ক'রো—আর শেঠজি, এক বছরের সুদের মায়া রেখো না। কিন্তু চাচা, ছাতি তোমাদের করুতে হবে।

রায়। নাও, এখন যাও।

করিম। যাচ্ছি বাবা, আর একটা কথা শোনো।

দুর্লভরাম। কি বলছ?

করিম। চাচা, মুসলমানেরা তো বরাবর নবাবী নিয়ে আপনা আপনি কাটাকাটি করে, এবারও না হয় কচ্ছে। কিন্তু চাচা, হিন্দুর সুবিধা মত নবাব তো এ নবাব ব্যাটার মতন কেউ হয় নি,—সব বড় বড় কাজই হিন্দুর! তা চাচা তোম্‌রা কেন বিরূপ বল দেখি?

দুর্লভরাম। চাচা, তুমিও তো দরবারে যাও! নবাবের খামখেয়ালি চেহারা তো দেখেছ। রাজা মাণিকচাঁদের গর্দ্দানা যেতে যেতে রয়ে গেছে, দশলাখ টাকা দিয়ে ছাড়ান পেয়েছেন; শেঠজীও গুরুবলে আজ মাথা বাঁচিয়েছেন। অপমান তো কথায় কথায়, কথায় কথায় কাজে জবাব! ভগবানকে ডেকে দরবারে প্রবেশ করুতে হয়, আর ভগবান ডেকে দরবার থেকে বেরুই,—ভাবি আজকের দিন ভগবান রক্ষা করেছেন। তোমার কি বল না, গাঁজা গুলি খেয়ে বেশ আছ।

করিম। চাচা, এটা কি নবাবের দোষে না তোমাদের মনের দোষে—এটা একবার ভাল করে ভেবে দেখেছ কি? কই মোহনলাল প্রভৃতিকে তো ওমন দুর্গা নাম জ'পে দরবারে যেতে আসতে দেখি নি?

জগৎ। নিন, রাত্রি হয়েছে, আর ভাবছেন কি? আপনি সম্মত হ'ন। আসুন, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করি।

মির্জ্জাফর। বিস্তর টাকা চায়—বিস্তর টাকা চায়!

জগৎ। উপায় নাই। ভাব্‌বেন না, আপনি গদীতে বস্‌লে তো টাকা দেবেন? নবাব-ভাণ্ডারে টাকার অভাব নাই।

করিম। (স্বগত) চাচা কিছু বুঝ্‌লে? কি বল্‌চ বাবা কামিনীকান্ত? চাচা তুমি এত বেল্লিক কেন? বাঙ্গালীর নাম রাখা চাই নি! কি রকম—কি রকম প্রাণকামিনী? আর কি রকম কি! বাঙ্গালী আপনার ভালাই খুঁজ্‌বে—এইটে চাচা ভেবেছ! বটে বটে চাঁদকামিনী, একটা চুমো দাও। কি বল—নাম রাখা চাই—কেমন—হুঁ—জুতো-টুতো খাওয়া? চাই বই কি! অন্নাভাবে মরা? বুঝেছি, হৃদয়েশ্বরী হৃদয়ে এসো।

করিমের প্রস্থান

মীরণের প্রবেশ

মীরণ। সতর্ক হোন—সতর্ক হোন। মোহনলাল, মীরমদন আস্‌ছে।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

রায়। দুর্গা দুর্গা! বুঝি গ্রেপ্তার করতে পাঠিয়েছে।

মোহনলাল ও মীরমদনের প্রবেশ

জগৎ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আমার সৌভাগ্য।

মোহন। মহাশয়, সকলেই উপস্থিত আছেন, আমাদের একটী নিবেদন শুনুন। সকলে নবাবকে মার্জ্জনা করুন।

সকলে। এ কি কথা—এ কি কথা?

মোহন। আমার আবেদন আগে শুনুন। মহারাজ রায়দুর্লভ, লোক-পরম্পরায় শুনি, যে নবাব আমায় উচ্চপদ প্রদানে আপনি অসন্তুষ্ট।

রায়। সে কি রাজা মোহনলাল, আপনি যোগ্য লোক।

মোহন। মহাশয়, আমি বিনীতভাবে নিবেদন কচ্ছি, আপনাদের পদ

আপনারা গ্রহণ করুন। স্বরূপ বল্‌চি, আমরা বাঙ্গলা ছেড়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এই মাত্র আপনারা স্বীকার করুন, যে সকলে নবাবকে রক্ষা করবেন। কার্য্যের অনুরোধে যদি আমার কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন। আমি দেশত্যাগ ক'রে যেতে প্রস্তুত,—এর অধিক কি আর দণ্ড গ্রহণ করবো। কিন্তু নবাবকে রক্ষা করুন, আর বিদেশী ফিরিঙ্গির সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে, নবাবকে বিপদগ্রস্ত করবেন না।

রায়। রাজা মোহনলাল, আমরা বিদ্রোহী নই, আমরা রাজভক্ত প্রজা। আপনি অকারণ আমাদের প্রতি দোষারোপ কচ্ছেন।

মীরমদন। মহারাজ, সেইটাই প্রার্থনীয়। বাঙ্গ্‌লার নবাব-বল প্রবল হোক, অপর বল খর্ব্ব হোক; আমরা অতি সরল ভাবে আপ্‌নাদের নিকট উপস্থিত। আমিও মোহনলালের ন্যায়, সেনানায়কত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। খাঁ সাহেবের পদ খাঁ সাহেব গ্রহণ করুন। আমাদের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নাই। আপনারা স্বর্গীয় নবাবের সিংহাসনের স্তম্ভ স্বরূপ। নবাব বিপজ্জালে পতিত হ'য়ে, যৌবন-সুলভ চপলতায়, সর্ব্বদা মতি স্থির রাখ্‌তে পারেন না,—কখনো কখনো দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু সে সমস্ত আপনাদের মার্জ্জনীয়।

মোহন। মহারাজগণ, খাঁ সাহেব, শেঠজী,—ইংরাজ দূত সদাসর্ব্বদা আপনাদের নিকট আসে, আপনাদের মন্ত্রণাও আমরা অবগত। কিন্তু ক্ষান্ত হোন। আম্‌রা যদি আপনাদের বিদ্বেষের কারণ হই, স্বরূপ বল্‌ছি, এই দণ্ডেই আমরা দেশত্যাগ করতে প্রস্তুত। ভূতপূর্ব্ব নবাবের রাজ্যরক্ষার্থে যে রূপ যত্নশীল ছিলেন, সেই রূপ যত্নশীল হোন। কার্য্যস্থলে, আমাদের অপরাধে নবাবকে অপরাধী করবেন না; বাঙ্গ্‌লার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হবেন না।

জগৎ। রাজা মোহনলাল, দেখ্‌ছি আমার নিজ আবাসেও আমার অধিকার নাই, এখানেও আপনাদের অধিকার। আমার গৃহে আমার আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান করবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের প্রতি গুরুতর দোষারোপ কচ্ছেন।

মোহন। মহাশয়, দেখ্‌ছি সরল কথা সরলভাবে গ্রহণ করতে, আপনারা অক্ষম। ভাব্‌বেন না, ভয় বশতঃ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। বাঙ্গ্‌লার মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছিলেম। নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে

যদি আপনারা প্রস্তুত থাকেন, জানবেন, আমরাও নবাবকে রক্ষা কর্‌তে প্রস্তুত।

মীর। মহাশয়, কোনও প্রকার ছলনা আমাদের হৃদয়ে নাই। আমাদের অন্তরের ভাব বুঝুন;—প্রতিপালক, উচ্চপদদাতা, মর্য্যাদাদাতা,—নবাবের মঙ্গল কামনা একমাত্র আমাদের অভিপ্রায়। আসুন সরলভাবে আমরা কথা কই। যে শপথ কর্‌তে বলেন আমরা সেই শপথ কর্‌তে প্রস্তুত, কি কার্য্যে আমাদের উপর আপনাদের প্রত্যয় জন্মায় বলুন, আমরা সেই কার্য্যে এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত। কেবল নবাবের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বেন না, এইমাত্র প্রতিশ্রুত হোন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বাল্যকালে নবাবকে ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, পূর্ব্বস্নেহ কেন বর্জ্জন কচ্ছেন? ইংরাজকে কি নিমিত্ত বন্ধু বিবেচনা কচ্ছেন? ইংরাজ বাঙ্গ্‌লায় আসায়, বঙ্গভূমির যে বিশেষ ক্ষতি, তা কি বিবেচনা করেন না? আপনাদের জন্মভূমি হ'তে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে স্বদেশে প্রেরণ কচ্ছে, রাজার ন্যায় বঙ্গভূমি অধিকার কচ্ছে, বাঁটা প্রদান না ক'রে টাকা মুদ্রাঙ্কন কচ্ছে, শুল্ক প্রদান করে না, ইংরাজের যা লাভ, সমস্তই বঙ্গবাসীর ক্ষতি;—এ সকল কেন বিবেচনা কচ্ছেন না?

মোহন। নবাব যদি দোষী হন, বৃদ্ধা নবাব-বেগমের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন। বৃদ্ধ নবাব আপনাদের হস্তে তাঁর পালিত পুত্রকে অর্পণ ক'রে গেছেন; প্রতিপালক বৃদ্ধের মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ—বিস্মৃত হবেন না।

মির্জ্জাফর। দেখ্‌ছি আপনারা উপদেশ প্রদানে যথেষ্ট পটু। বল্‌ছেন, আপনারা বাঙ্গ্‌লা পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবেন, কিন্তু কার্য্যে আমাকেই বাঙ্গ্‌লা পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। কোনরূপ ভদ্রতার আবরণ রেখে আপনারা কথাবার্ত্তা কচ্ছেন না, বিদ্রোহী অপবাদ দিয়ে কুবচন বল্‌ছেন। শেঠজি, আমায় এ স্থান পরিত্যাগ করতে হলো।

জগৎ। আমারও আবাস পরিত্যাগ করা শ্রেয়।

মোহন। বুঝ্‌লেম, আপনারা কৃতসঙ্কল্প! কিন্তু অত দম্ভ কর্‌বেন না। ইংরাজের দাসত্ব আপনাদের অভিপ্রেত হয়, হোক্, তাতে রাজভক্ত—স্বদেশভক্ত, ক্ষতি বিবেচনা করে না। যদি প্রকাশ্য শত্রুতা কর্‌তেন, তা' হলেও আপনাদের কতক মনুষ্যত্ব বুঝতেম। আপনারা নিতান্ত মনুষ্যত্বহীন, বাঙ্গ্‌লা রাজ্যে উচ্চ পদের যোগ্য নন; ফিরিঙ্গির দাসত্বের যোগ্য, দাসত্ব করুন গে।

রায়। মীরমদন সাহেব, আপনি কিছু বল্‌তে প্রস্তুত নন ?

মীর। মহারাজ, এখনো, ইতিপূর্ব্বে যা নিবেদন করেছি, সেই আমার নিবেদন। সরল কথায় আপনারা রুষ্ট হচ্ছেন, আমরা চল্লেম। মহারাজ, আমাদের কিছু ক্ষতি হবে না; বোধ হয় আমাদের সুদিন উপস্থিত। নবাব-কার্য্যে, দেশের কার্য্যে যদি প্রাণত্যাগ কর্‌বার সুযোগ হয়, সে সুযোগ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। নিশ্চয় জান্‌বেন, বাঙ্গলার দুর্দ্দশা আমরা দেখ্‌ব না। কিন্তু জান্‌বেন যেরূপ বীজ বপন কচ্ছেন, ফলভোগী সেইরূপ হবেন। এসো মোহনলাল—

উভয়ের প্রস্থান

রায়। অহঙ্কার দেখেছেন—অহঙ্কার দেখেছেন—

মির্জ্জাফর। অসহ্য—

জগৎ। শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করুন। আর বিলম্ব নয়, আসুন আমরা সকলে স্বাক্ষর ক'রে, সন্ধিপত্র প্রেরণ করি।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ঘসেটী বেগমের কক্ষ

ঘসেটী বেগম ও জহরা

জহরা। তোমার অর্থ আমি অপব্যয় করি নি, তোমার অর্থে সেনা সঞ্চয় করেছি। ইংরাজ-সৈন্যকে দেবার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ লয়ে আমি এখনি মির্জ্জাফরের নিকট যাবো। রাজ্যে রাজা প্রজা, আমির ওম্‌রাও—সকলে বিরূপ।

ঘসেটী। না না—তুমি কি বল্‌ছ ? দুরন্ত মোহনলাল, মীরমদন থাক্‌তে আমার শঙ্কা দূর হয় না। অনেকেই সিরাজের পক্ষ; শুন্‌ছি, রাণী ভবানীর সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করবার মত নাই,—সে একজন রাজ্যের প্রধান, তার অনেক লোকবল। আর রাজা-প্রজা সকলেই বা সিরাজের বিপক্ষ হবে কেন ?

জহরা। তুমি জান না—জান না, তবে আর ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন ? তবে আর তোমার নিকট সিরাজের মোহরাঙ্কিত কাগজ নিয়েছি

কেন? রাণী ভবানীর কন্যা তারাকে সিরাজের মোহরাঙ্কিত প্রেমলিপি দিয়েছি, সিরাজের তস্বীর তাকে দিয়ে এসেছি, তারা প্রাণত্যাগ কর্‌তে চেয়েছে; রাণী ভবানী আর সিরাজের পক্ষ নয়। রাজা, প্রজা—সকলের ঘরে, ঐরূপ সিরাজের মোহর-অঙ্কিত কাগজ দেখিয়েছি। তাতে লেখা আছে, যে সিরাজ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে, যে তার পাপ-তৃষা নিবারণের জন্য কুলকামিনী লয়ে আসবে। সকলে অগ্নিবৎ হয়ে আছে। ক্লাইবকে সিরাজের নামাঙ্কিত পত্র দিয়েছি, সে পত্রে লেখা—সিরাজ, ফরাসী সেনাপতি বুসি সাহেবকে, ইংরাজ বিরুদ্ধে আসবার জন্য আবাহন কচ্ছে। দাও দাও, তোমার মুক্তার মালা দাও, অনেক অর্থের প্রয়োজন, জগৎশেঠ কৃপণ, অধিক অর্থ ব্যয় কর্‌তে চায় না; বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। সে নগদ অর্থ, তোমার গুপ্ত ধনাগার হ'তে লয়ে যাওয়া বড় কঠিন, সেখানে নবাব সন্দেহ ক'রে, পাহারা বসিয়েছে। আজই প্রয়োজন, বিলম্ব করো না, মুক্তার মালা দাও।

ঘসেটী। আন্‌ছি।

জহরা। যাও যাও—লয়ে এসো।

ঘসেটী বেগমের কক্ষান্তরে প্রবেশ

হোসেন হোসেন, ক্ষমা করো, আর বিলম্ব নাই, সিরাজের রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রো, আমি এনে তোমার কবরে দেব। যেখানে তোমার রক্তপাত হয়েছে, সেইখানে সিরাজের রক্তপাত হবে, হস্তীপৃষ্ঠে তোমার ন্যায় সিরাজের দেহ নগর ভ্রমণ কর্‌বে,—যেমন তোমার মৃতদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেঁদে কেঁদে ফিরেছিলেম, তেম্‌নি উল্লাসে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে সিরাজের দেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবো! আর বিলম্ব নাই—আর বিলম্ব নাই।

ঘসেটী বেগমের পুনঃপ্রবেশ

ঘসেটী। এই নাও। (মুক্তার মালা লইয়া জহরার গমনোদ্যম)
শোনো—শোনো—

জহরা। না—না—তিলমাত্র অবসর নাই।

প্রস্থান

ঘসেটী। ওঃ। কবে এ পুরে হাহাকার উঠবে, কবে আমিনা বুক চাপ্‌ড়ে

কাঁদবে, কবে লুৎফউন্নিসার চক্ষের জলে—আমার প্রাণ শীতল হবে, ওঃ শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশিমবাজারের কুঠি—কক্ষ

ওয়াট্‌স্‌ ও আমিরবেগের প্রবেশ

আমির। কর্ণেল ক্লাইব এই দুইখানি সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন। আপনি শীঘ্র মির্জ্জাফরের সই ক'রে নিন, আর বিলম্ব না হয়। ক্লাইব সাহেব সসৈন্যে প্রস্তুত, আমি এই সন্ধি-পত্র লয়ে যাবা-মাত্র তিনি অগ্রসর হবেন।

ওয়াট্‌স্‌। এ দুইটা কেন ?

আমির। এই সাদা খানা আদত সন্ধিপত্র, আর এই লাল খানা, উমিচাঁদের চোখে ধুলো দেবার জন্য। এই লালটায় লেখা আছে, যে উমিচাঁদকে তার প্রার্থনামত যত টাকা ওয়াট্‌স্‌ সাহেব এই সন্ধিপত্রে লিখ্‌বেন, সেই টাকা কৌন্সিলের মঞ্জুর ; আর এই সাদাটায়, উমিচাঁদের টাকার কথা কিছু উল্লেখ নাই।

ওয়াট্‌স্‌। এটা তো জাল হইল। দেখ আমিরবেগ,—যদ্যপি তুমি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র না হইতে, যেখন নবাব Fort William লইয়াছিল, তেখন যদি তুমি মেম লোকদের না বাঁচাইতে,—আমি তোমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কর্ণেল ক্লাইব এরূপ জাল কাগজ পাঠাইয়াছেন, বা তোমরা মতলব বাহির করিয়া এমন করিয়াছ ? সাফ্‌ জাল হইল—সাফ্‌ জাল হইল !

আমির। আবার সাহেব তুমিও বল্‌ছ—"জাল হইল ?" এরূপ না কর্‌লে, ধূর্ত্ত উমিচাঁদ, সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের নিকট প্রকাশ কর্‌বে।

ওয়াট্‌স্‌। ক্লাইব এ জাল কাগজে সই করিয়াছেন, কিন্তু ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব সই করিতে আপত্তি করেন নাই ?

আমির। তিনি সই করেন নাই, লুসিংটন সাহেব তাঁর নাম জাল করেছে।

ওয়াট্‌স্‌। উমিচাঁদটা বড়ই ধূর্ত্ত ! তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার উচিত। লেকেন কাজটা বড় খারাপি ! ক্লাইব সাহেবকে তোমলোক ভাল শিখাইয়াছো।

আমির। সাহেব, ক্লাইব সাহেবকে আর আমাদের শেখাতে হয় না, ক্লাইব সাহেব আমাদের সাত পুরুষকে শেখাতে পারেন। যখন ওয়াট্‌সন্ সাহেব সই কর্‌তে আপত্তি করেছিলেন, ক্লাইব সাহেব টেবিলে ঘুঁষি মেরে বল্লেন,—"তুমি আপত্তি কচ্ছ, কিন্তু আমি বৃটিশ রাজ্য স্থাপনের জন্য আর উমিচাঁদের মতন কপট লোককে দমন করবার জন্য, এমন একশোখানা কাগজ জাল কর্‌তে প্রস্তুত।"

ওয়াট্‌স্। ঠিক বাত, উমিচাঁদটা বড় খারাপ!

আমির। নাও সাহেব, এখনি উমিচাঁদ আস্‌বে, আমি পালাই।

সন্ধিপত্রদ্বয় প্রদান করিয়া আমিরবেগের প্রস্থান

ওয়াট্‌স্। It is insubordination to protest against superior, but there will be a stain on our character which Great Britain will surely resent.

উমিচাঁদের প্রবেশ

আইসেন উমিচাঁদবাবু, মুখটা এমন ভার কেন?

উমি। সাহেব, আমি সব জোগাড় কর্‌লুম, আর আমিই ফাঁকি পড়বো? স্পষ্ট কথা,—আমার ব্যবস্থা না হ'লে আমি কারো খাতির কর্‌বো না, নবাবকে সব জানাবো।

ওয়াট্‌স্। আপনি কি বলিতেছেন, মনসা পূজা!—হইবে না? আপনার share আগে! আপনি কত টাকা চান?

উমি। কত টাকা কি সাহেব! আমার ত্রিশলাখ টাকা চাই। সন্ধিপত্রের ভিতর লেখা দেখ্‌বো, তবে নিশ্চিন্ত হবো।

ওয়াট্‌স্। হাঃ হাঃ উমিচাঁদবাবু, এইজন্য এত গরম? আপনার বড় অনুগ্রহ। আমরা ভাবিয়াছিলাম, পঞ্চাশলাখ আপনি মাঙ্গিবেন। এই কাগজটা দেখেন, আমি ত্রিশলাখ টাকা বসাইয়া দিতেছি, Council তাহা গ্রাহ্য করিবে। এই দেখুন, লিখিপড়ি রহিয়াছে।

উমি। আর নবাবী জহরৎ যা পাওয়া যাবে, তার সিকি আমার।

ওয়াট্‌স্। জহরতখানা তো আপনারই, এই লিখিয়া দিতেছি। (জাল সন্ধিপত্রে লিখিয়া) এখন খোস হইয়াছ? একটু হাসি করো।

উমি। আমি জানি—জানি, ক্লাইব সাহেবের আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ।

ওয়াট্‌স্‌। তবে কি মোশা—সে বাত এখন কি বুঝিতেছেন? লড়াই ফতে হইলে কর্ণেল ক্লাইব, আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন, দেখিবেন, চমৎকৃত হইয়া যাইবেন, ঠিক রকম বুঝিবেন, কেতো বড় লোক!

উমি। হ্যাঁ সাহেব—হ্যাঁ সাহেব—তোমরা বরাবর অনুগ্রহ করো—তোমরা বরাবর অনুগ্রহ করো।

ওয়াট্‌স্‌। আপনি ওকি বলিতেছেন? বাঙ্গলায় হামাদের কারবার কে শিখাইল? লেকেন একটা কথা, আপনার জন্যে আমার বড় ভাবনা হইয়াছে। নবাব এ সব সল্লা মালুম করিলেই হাঙ্গামা করিবে। আমরা সাহেব লোক, ঘোড়া চড়িতে জানে, ঘোড়ার পিঠে পলাইবে। আপনি মোটা আদমি, কিরূপে যাইবেন? পাল্কীতে যাইতে বিলম্ব হইবে, আপনি আজই সরিয়া পড়ুন।

উমি। বেশ বলেছ সাহেব, ঠিক বলেছ, আজই আমি ষোলটা বেহারা ঠিক ক'রে পালাবো। দেখি দেখি, আর একবার সন্ধিপত্রটা দেখি।

ওয়াট্‌স্‌। দেখুন—দেখুন, যেতক্ষণ না চক্ষু ক্লান্ত হইয়া বুজিয়া আইসে, দেখুন, —Here—Thirty Lakhs—sir, in black and red.

উমি। আর জহরতের কথা—জহরতের কথা?

ওয়াট্‌স্‌। Here sir—here—one fourth share. আজি হইতে আপনাকে রাজা উমিচাঁদ বলিব। Clive সাহেব জরুর আপনাকে রাজা বাহাদুর করিবেন, হ্যাঁ—এ কথাটা দেখিয়া লইবেন।

উমি। আমি চল্লুম। (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া)—দেখি দেখি, লিখতে ভোলেন নি তো, লিখ্‌তে ভোলেন নি তো?

ওয়াট্‌স্‌। না—না, নাকের উপর ত্রিশলাখ, দেখিতেছেন না?

উমি। আর চার আনা জহরত?

ওয়াট্‌স্‌। হ্যাঁ উমিচাঁদবাবু, হ্যাঁ রাজা উমিচাঁদ।

উমি। তবে চল্লুম, আজই রওনা হবো; টাকাটা কিন্তু একেবারে নেব।

ওয়াট্‌স্‌। নয় তো কি বিশদফা? মির্জ্জাফর খাঁ গদী পাইলে, হামাদের টাকা লিবো, আপনার টাকা লিবেন।

উমি। একেবারে ত্রিশ লাখ?

ওয়াট্‌স্‌। সকল কথা খোলা রহিয়াছে, আপনি পাঠ করিলেন?

উমি। তবে চল্লেম। (স্বগতঃ) ত্রিশ লাখ, আর জহরতের চার আনায়—

অন্ততঃ লাখ ত্রিশ—এর কম হবে না, এই ষাট লাখ। পুরোপুরি ক্রোর টাকা হলেই হতো।

ওয়াট্‌স্। আর কি ভাবিতেছেন ?

উমি। হ্যাঁ হ্যাঁ এই চল্লেম, এই চল্লেম। (স্বগতঃ) ষাট আর লাখ চল্লিশ হলেই ঠিক হতো!

প্রস্থান

ওয়াট্‌স্। The first born of an infernal bitch!

আমিরবেগের পুনঃপ্রবেশ

আমির। সন্দেহ করে নি তো ?

ওয়াট্‌স্। সাহেব, হাম লোক কাজ করিতে জানে। In the name of Christ, সয়তানকে ভুলাইতে কেত্তা দেরী!

আমির। তা যাও, এখন মির্জ্জাফরের সই ক'রে নিয়ে এসো ;—আজই আমি যাবো, ডাক বসিয়ে এসেছি।

ওয়াট্‌স্। আমি কেমন করিয়া যাব ভাবিতেছি! আমি মির্জ্জাফরের বাড়ী যাইলে, নবাবের spy দেখিবে। খাঁ সাহেব কাজ ছাড়িয়া বাড়ীতে বৈঠিয়া আছে, দরবার যায় না, কড়াকড় পাহারা রহিয়াছে, কেমন করিয়া দেখা করিব ? তুমি খাঁ সাহেবের মুক্তিয়ার, তুমি যাইয়া সই করো।

আমির। না সাহেব, দেখ্‌ছো না, আমি গোপনে হিন্দু পোশাকে এসেছি ? মোহনলালের লোক আমায় দেখ্‌লেই প্রাণবধ করবে।

ওয়াট্‌স্। তবে কি করা যাইতে পারে ?

জহরার প্রবেশ

জহরা। সাহেব, কাগজ জাল কর্‌তে পারো, আর আপনাকে জাল করতে পারো না ? আপনাকে জাল করো, বেগম সাজো,—এই বেগমের পোষাক নাও। পাল্কীতে চলো, আমি তোমার সঙ্গে বাঁদী হয়ে যাবো পাল্কী প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, এসো, এখনই চলো।

ওয়াট্‌স্। তুমি কে ?

জহরা। আমায় চেন না ? কলিকাতার নিশিযুদ্ধে তোমাদের কে পথ দেখিয়ে লয়ে গিয়েছিলো ?

ওয়াট্‌স্। হ্যাঁ বিবি, হ্যাঁ বিবি, সেলাম!

জহরা। আমি বিবি নই—সয়তানী! এসো—

ওয়াট্‌স্‌। (স্বগতঃ) Yes! just the devil's sweet-heart!

জহরা। সাহেব তুমি কি ভাবছ বুঝেছি। ভাব্‌ছ সত্য সয়তানী। হ্যাঁ! সত্য সয়তানী,—প্রতিহিংসা-উদ্দীপ্তা রমণী!—কাল-ফণিনী—সন্তাপিনী—পতি-বিরহিনী!!

সকলের প্রস্থান

মির্জ্জাফরের বাটী

মির্জ্জাফর ও মীরণ

মির্জ্জাফর। মীরণ, পালানই কর্ত্তব্য, নিশ্চয় আক্রমণ করবে, সকল সংবাদ নবাব পেয়েছে।

মীরণ। পালান অসম্ভব, বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গুপ্ত অস্ত্রধারী পাহারা রয়েছে;—মোহনলালের চর অনবরতই সন্ধান নিচ্ছে।

মির্জ্জাফর। তবে কি উপায়? আক্রমণ করতে সাহস করবে? রাজ্যে সকলেই বিরূপ। আমাদের পক্ষ হ'য়ে কে রটনা করেছে, যে ওমরাওদের পরিবারগণকে নষ্ট করবার জন্য, সিরাজ দূতী নিযুক্ত করেছে, যে একজন কুলস্ত্রী দেবে, সে লক্ষ টাকা পারিতোষিক পাবে। এতে রাজা, প্রজা সকলেই বিরূপ হয়েছে, বোধ হয় সাহস করবে না। ক্লাইবও অগ্রসর হচ্ছে—এরূপ জনরব। কোথাও যেতে সাহস হচ্ছে না। সন্ধিপত্রের কি হলো কে জানে। অন্তঃপুরে শিবিকাবাহকের শব্দ পাচ্ছি,—দেখ তো কে এলো।

মীরণের প্রস্থান

না, মীরমদনের উত্তেজনায়, নিশ্চয় আমার মোকাম আক্রমণ করবে। বেগমদের স্থানান্তর করবারও তো উপায় নাই।

জহরা ও শিবিকা লইয়া বাহকগণের প্রবেশ

মির্জ্জাফর। এ কি!

ওয়াট্‌স্‌। (রমণীবেশে শিবিকা হইতে বাহির হইয়া) Good morning, হামি আসিয়াছে।

মির্জ্জাফর। কে তুমি?

ওয়াট্‌স্‌। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া) চিনিতে পারিতেছেন না?

মির্জ্জাফর। ওয়াট্‌স্ সাহেব! সেলাম, কি সংবাদ?

ওয়াট্‌স্। সন্ধিপত্রে সই করুন, ক্লাইব সাহেব পাঠাইয়া দিয়াছে।

মির্জ্জাফর। আর সন্ধি-পত্রে কি ফল! নবাব সকল কথা টের পেয়েছে, বোধ হয় এখনই আমার গৃহ আক্রমণ কর্‌বে।

জহরা। না, সে ভয় কর্‌বেন না,—নবাব সে নবাব নাই, অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। —আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যান নাই, তাতে একবার জ্বলে উঠেছিলো, কিন্তু সে ক্ষণিক, শুষ্ক তৃণের অগ্নির ন্যায়,—এখন ভয়ে অস্থির! কোন চিন্তা নাই, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

মির্জ্জাফর। তুমি কে?

জহরা। আমায় চেনেন, আমায় জানেন। (মুক্তার মালা বাহির করিয়া) আপনার টাকার প্রয়োজন, এর মূল্য আপনার অবিদিত নাই। এ ঘসেটী বেগমের মুক্তার হার, এতেই রণব্যয় নির্ব্বাহ হবে। ঘসেটী বেগমের দু' হাজার সৈন্যও আপনাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত। নিন। স্বাক্ষর করুন, কোন ভয় নাই।

জহরার প্রস্থান

মির্জ্জাফর। কই, সন্ধি-পত্র দিন।

ওয়াট্‌স্। আপনি শপথ করিয়া স্বাক্ষর করুন, যে নবাব হইলে সন্ধির অনুরূপ কার্য্য করিবেন, অন্যরূপ কার্য্য করিবেন না।

মির্জ্জাফর। আমি এক হাতে কোরাণ স্পর্শ করে, আর এক হাতে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মস্তক স্পর্শ করে শপথ কচ্ছি, যে কদাচ সন্ধি ভঙ্গ কর্‌বো না। মীরণ, কোরাণ দাও, (সহিকরণ) এই আমি সই করলেম। (মীরণের কোরাণ দেওন) এই কোরাণ স্পর্শ করে, মীরণের মস্তকে হস্ত দিয়ে প্যাগম্বরের নামে শপথ কচ্ছি, যে যদি সন্ধিভঙ্গের কল্পনাও আমার মনে উদয় হয়, তা'হলে আমার প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্রের যেন বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

ওয়াট্‌স্। (কানে হাত দিয়া) আর বলিবেন না, আর বলিবেন না! আমি চলিলাম। ক্লাইব সাহেব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত। আমি অদ্যই বায়ু সেবনের ছলে কলিকাতা পালাইব। সেলাম!

শিবিকারোহণে ওয়াট্‌সের প্রস্থান

মির্জ্জাফর। মীরণ, সন্ধিপত্র তো সই হলো। তুমি নগরে যাও, দেখ যদি

কোনরূপ সন্ধান পাও। তোমার প্রতি বোধ হয় কোন অত্যাচার হবে না।

মীরণ। আমিও শিবিকা ক'রে অন্দর হ'তে বাহির হই। কোথায় যাবো, গুপ্তচরেরা যেন সন্ধান না পায়! সাহেব, যাবার আসবার বড় কৌশল শিখিয়েছে।

মীরণের প্রস্থান

মির্জ্জাফর। বিস্তর টাকা ইংরাজকে দিতে হবে! চিন্তা কি? নবাব হবো! —নবাব-ভাণ্ডারে টাকা না থাকে, মহাতাপচাঁদের নিকট লব। নবাব হ'লে টাকার চিন্তা নাই! ইংরাজ কি আমার সহিত প্রতারণা কর্‌বে, আমি ইংরাজের সহিত দুর্ব্ব্যবহার না কর্‌লে কেন প্রতারণা কর্‌বে? ওরা স্বার্থপর, নানা অছিলায় বারবার অর্থ চাইবে। নবাব হ'লে আর চিন্তা কি? আমি তো কাপুরুষ সিরাজদ্দৌলা নই! যতদিন কার্য্য সমাধা না হচ্ছে, কোনরূপে স্থির হতে পাচ্ছি না, কি হয় কে জানে! সাহস ক'রে তো ঝাঁপ দিলেম!

সিরাজদ্দৌলা ও আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ

সিরাজ। মির্জ্জাফর খাঁ বাহাদুর, চিন্তামগ্ন কেন? আপনাকে পুনরায় সেনাপতি-পদে বরণ কর্‌তে এসেছি। আপনার নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেম, আপনি দরবারে উপস্থিত হন নাই, সেই নিমিত্ত এসেছি; ভূতপূর্ব্ব নবাব-মহিষীও এসেছেন।

মির্জ্জাফর। জনাব—জনাব, আমার সৌভাগ্য! নবাব-মহিষী এতদূর ক্লেশ করেছেন!

সিরাজ। শিষ্টাচারের সময় নয়, শিষ্টাচারের জন্য আসি নাই,—ক্ষমা করুন, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এসেছি। আমার ব্যবহার ভুলে যান। আমি ঘোর বিপদে আপনার শরণাপন্ন,—শরণাগতকে আশ্রয় দেন।

মির্জ্জাফর। জনাব, গোলামকে এত অনুনয় বিনয় কেন?

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর, শুনুন; মুসলমানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা রক্ষা কর্‌তে কেবলমাত্র আপনিই সক্ষম,—বিজাতীয় দম্ভ চূর্ণ করুন, বাঙ্গলার বীরবীর্য্য শত্রুকে প্রদর্শন করুন,—মাতামহের নামে মিনতি কচ্ছি, আর বিমুখ হবেন না।

মির্জ্জাফর। জনাব, ক্ষুব্ধ হয়েছিলেম সত্য, কিন্তু জনাবের বাক্যে আমার সে ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। কোন চিন্তা নাই, জনাব নিরুদ্বেগে সিংহাসন

উপভোগ করুন। আপনার শত্রু দমনের ভার আমি গ্রহণ করলেম, কার সাধ্য আপনার অনিষ্ট সাধন করে। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করবেন, আমি সেইরূপ করতে প্রস্তুত। আজ্ঞা দেন, আমি সসৈন্যে ইংরাজ বিরুদ্ধে যাত্রা করি। দৃষ্টিমাত্রে ইংরাজ-বাহিনী চূর্ণ করবো, এ প্রদেশে ইংরাজের নাম বিলুপ্ত করবো, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অতীতে পরিণত হবে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে রাজপুরে গমন করুন। নবাব-মহিষী অকারণে ক্লেশ স্বীকার করেছেন। যদিচ আমার গরীবখানা আপনার পদার্পণে পবিত্র, তথাপি আপনি ক্লেশ করেছেন, এতে আমি দুঃখিত। সংবাদ দিলেই গোলাম হাজির হতো!

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর, আপনার কথায়, আমার ভগ্ন-হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হচ্ছে, দেখ্‌বেন আশা দিয়ে নিরাশ করবেন না। আমি আপনার মীরণের তুল্য, আমার বধ সাধন করবেন না। কত আদরে লালিত, তা আপনার অগোচর নাই। কিন্তু আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই,—শয়নে স্বপনে ক্লাইবের ভীষণ মূর্ত্তি আমার সম্মুখে বিরাজিত! বিদেশী বণিকের দ্বারা আপনার পূজ্য প্রভুর পালিত সন্তানের অপমান না হয়, বিদেশী রণভেরী আর না বাঙ্গ্‌লায় শব্দিত হয়, মোগল প্রতাপ আর না ক্ষুণ্ণ হয়! আপনি রাজ্যের ভরসা, আপনি সাহস দিন, আমি বড়ই কাতর হয়েছি!

বেগম। মির্জ্জাফর, একবার মৃত নবাব, তোমার হস্তে আমার সিরাজকে অর্পণ করেছিলেন, এবার আমি তোমার হাতে হাতে আমার বালক সিরাজকে অর্পণ করি। আলিবর্দ্দীর সন্তানকে রক্ষা করো;—এ বৃদ্ধ বয়সে আলিবর্দ্দীর বেগমকে সন্তাপিত ক'রো না! মির্জ্জাফর, তোমার হাতে আমি বালক সিরাজকে অর্পণ করলেম, আমায় শপথ ক'রে বলো, তুমি রক্ষা করবে?

মির্জ্জাফর। (স্বগতঃ) বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ ক'রে শিরে সলিল সেচন!

বেগম। মির্জ্জাফর, নীরব কেন? নাও—নাও—আমার সিরাজকে নাও। যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির প্রধানা বেগম ছিল,—যার সম্মুখে শত শত জানু ভূমিস্পর্শ করেছে, শত শত রাজমুকুট অবনত হয়েছে, (জানু পাতিয়া) সেই আজ অবনত মস্তকে, ভূমিতে জানু স্পর্শ ক'রে ভিক্ষা চাচ্ছে;—ভিক্ষা দাও—সন্তান ভিক্ষা দাও—বঞ্চনা ক'রো না।

মির্জ্জাফর। (জানু পাতিয়া) গোলামকে অপরাধী কচ্ছেন, গোলামকে

অপরাধী কচ্ছেন! এই আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে, প্যাগম্বরের নামে শপথ কচ্ছি,—কার সাধ্য বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির তিলমাত্র অনিষ্ট করে। আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর্‌লেম। আমি কল্য যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো, ইংরাজ দমন না ক'রে প্রতিনিবৃত্ত হবো না।

বেগম। মির্জ্জাফর, আমি নিশ্চিন্ত হই?

মির্জ্জাফর। বেগম-মহিষী, আর কেন?—আল্লার দোহাই,—প্যাগম্বরের দোহাই, আল্‌কোরাণের দোহাই! (সিরাজদ্দৌলার প্রতি) চলুন, সৈন্য সমাবেশ করিগে।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পলাশী—ইংরাজ শিবিরের পার্শ্ব

ক্লাইব, কিলপ্যাট্রিক ও কুট

কিল্‌প্যাট্রিক। The enemy arrayed in overwhelming number; we have taken a daring step Colonel.

ক্লাইব। We will beat them.

কুট। At least we will die like Englishmen.

ক্লাইব। Go,—lead the boys under cover of the mangoe-grove. The Frenchmen are deadly shots.

ক্লাইব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

আমিরবেগের প্রবেশ

ক্লাইব। তোমলোক হামাদিগের সহিত এরূপ দুশ্‌মনি করিবে, হামি জানি না। হামি এখনি নবাবের তাঁবুতে যাইয়া, সব হাল বলিব, মির্জ্জাফরের letter দেখাইব। হামরা যুদ্ধ করিব না, নবাবের সহিত peace করিব! যদি নবাব হামাদিগকে মারে, তোমাদিগেরও বধ করিবে।

আমির। কেন সাহেব, আপনি এরূপ কথা বলছেন কেন?

ক্লাইব। কেন? জঙ্গলকা মাপিক ফৌজ লইয়া নবাব আসিয়াছে, মির্জ্জাফর আপনি ফৌজ চালাইতেছে,—Semicircle করিয়া ফৌজ দাঁড়াইয়াছে। হামার ফৌজ এক একজন বিশজনকে মারিয়া মরিলে, হামার ফৌজ সব নষ্ট হইবে, তবু নবাবী ফৌজ, আধা কমিবে না।

আমির। সাহেব, কোন চিন্তা কর্‌বেন না। কয়জন মাত্র ফরাসী সৈন্য লয়ে, ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রেঁ আপনাদের সহিত যুদ্ধ কর্‌বে, আর যুদ্ধ কর্‌বে মোহনলাল—মীরমদন,—আর কোন সৈন্য আপনাদের বিরুদ্ধে একটা গুলিও ছুড়্‌বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আক্রমণ করুন। আপনাকে তো মির্জ্জাফর খাঁ পত্র লিখেছিলেন, যে পলাশীর ক্ষেত্রে সৈন্য-সামন্তের বামে বা দক্ষিণে, তিনি অবস্থান করবেন।

ক্লাইব। আমি শুনিল, নবাব কাঁদাকাটি করিয়াছিল, মির্জ্জাফর কোরাণ ছুঁইয়া oath নিয়াছে, যে সে নবাবের পক্ষ হইয়া লড়িবে;—কাজও সেইরূপ দেখিতেছি।

আমির। আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য। কিন্তু তিনি নবাবের সহিত মৌখিক সদ্ভাব করেছেন, সেরূপ না কর্‌লে নবাবের হাতে নিস্তার পেতেন না। আপনাদের সহিত সন্ধিমত তিনি কার্য্য কর্‌বেন।

ক্লাইব। হামি বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কথাটি সত্য! কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিয়াছে, আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে, ফের নবাবের সাম্‌নে কোরাণ ছুঁইল! হামি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

জহরার প্রবেশ

জহরা। কি সাহেব, তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না? তোমার কি বোধ হয়, মির্জ্জাফর রাজ্যলোভ পরিত্যাগ কর্‌বে? বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার গদী পায়ে ঠেলে, নবাবের পক্ষে যুদ্ধ কর্‌বে? তবে তোমাদের ধর্ম্মপুস্তকে কি বলে? যদি রাজ্যলোভ দিয়ে, সয়তান মানুষকে নরকস্থ না করতে পারে, তবে সে সয়তান সয়তান নয়! তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, যে সয়তান মির্জ্জাফরের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করেছে? উন্নতির আশা, প্রভুত্বের আশা, রাজ্য আশা,—কিরূপ বলবান, তা কি তুমি জান না? তবে কেন তুমি জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে, আত্মীয়-বন্ধু পরিত্যাগ ক'রে, বিশাল

সমুদ্র পার হ'য়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছ? কি সাহসে, তুমি রাত্রে নবাবের বিপুল সৈন্য, ছ'শো জাহাজী সৈন্য লয়ে আক্রমণ করেছিলে?

ক্লাইব। বিবি, তোমার কথায় হামার বিস্‌ওয়াস্ আছে;—তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ, মির্জ্জাফর নবাবের পক্ষ হইয়া হামাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে না? নবাব মুসলমান, মির্জ্জাফর মুসলমান, নবাবের কাঁদাকাটিতে মন নরম হইতে পারে। রায়দুর্লভ, দুর্লভরাম, এরা সবভি এক দেশের আদমী, নবাব সকলের কাছে কাঁদাকাটি করিয়াছে, সবাই দেখিতেছি—যেমন লড়াই করিতে খাড়া হয়, তেমনি খাড়া হইয়াছে। তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ নবাবী পক্ষ লড়াই করিবে না? দেখ—হামি ভয় পাইয়া এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, লড়াই করিতে আসিয়াছি, লড়াই করিব। তোমায় পুছ করিতেছি; কি নিমিত্ত শোনো,—যদি উহারা আমাদের দুশ্‌মন হয়, আগে আমি উহাদের আক্রমণ করিব। হামরা মরিব; উহাদিগেরও মারিব। দেখাইব আমাদের সহিত দুশ্‌মনি করিয়া কেহ বাঁচিবে না। তুমি কি বুঝিয়াছ, যে উহারা আপনার দেশোয়ালি লোক ছাড়িয়া হামাদের পক্ষ হইয়াছে?

জহরা। সাহেব তুমি এতদিন বাঙ্গালায় আছো, আজও কি বাঙ্গালীর চরিত্র অবগত হও নাই? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে স্বদেশ-অনুরাগ আছে, তোমার কি মনে হয় কারো হৃদয়ে জাতীয়তা আছে, তোমার কি মনে হয় মাতৃভূমির ভাল মন্দ কেউ চিন্তা করে? না! যদি বাঙ্গ্‌লার হিন্দু মুসলমানের কিছু মাত্র হৃদয় থাক্‌তো, স্বদেশের উপর যদি তাদের কিছুমাত্র স্নেহ থাক্‌তো, যদি স্বদেশের উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাক্‌তো, তা'হলে কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষাদ্বেষ করে? তুমি কি এখনো বোঝনি, যে যারা যারা তোমাদের সহায় হয়েছে, তাদের সকলের এক স্বার্থ নয়,—বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয়, তা কি বুঝতে পারো নি? সেনানায়ক বিশ্বাসঘাতক ইয়ারলতিফ্‌ও পত্র লিখেছিলো,—"নবাবী আমায় দাও," মির্জ্জাফরও পত্র লিখেছে—"নবাবী আমায় দাও;" রাজবল্লভ স্বয়ং রাজা হ'তে চায়, ঘসেটী বেগমের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে;—রায়দুর্লভ, দুর্লভরাম, জগৎশেঠ, মাণিকচাঁদ,—সকলেরই মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে! রাজ্য করগত করা, রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়, দুর্দ্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্য

নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়,—স্বার্থের জন্য ! যদি না স্বার্থপর হতো, তুমি সকলের চক্ষে ধূলো দিয়ে, প্রতারিত করতে পারতে না। সাহেব তোমাদের স্বার্থ একরূপ,—পরস্পর স্বার্থের জন্য বিবাদ করো,—কিন্তু ইংরাজ-শত্রুর বিরুদ্ধে সকলে মিলে ভ্রাতৃভাবে অস্ত্র ধারণ করো। সে স্বার্থ বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের নয় ;—অতি হীন স্বার্থ, সেই হীন স্বার্থের আবরণে সকলে অন্ধ হয়েছে,—তোমার কৌশলে নয়। যদি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ না হতো, তাহ'লে বুঝতো, যে দূরদেশ হ'তে ছ'মাস সমুদ্রে ভেসে, নিজ স্বার্থ নিমিত্ত এসেছ, তাদের স্বার্থের জন্য নয়। যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাদের গদী দিতে এসো নাই, আপনার প্রভুত্বের জন্যে এসেছ। সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু স্বার্থ এরূপ বলবান, যে তোমাদের স্বরূপ মনোভাব, কেউ বুঝতে সক্ষম হয় নি।

ক্লাইব। তবে তুমি কিরূপে বুঝিলে ?

জহরা। আমার দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত ; পতিপ্রেম আমার স্বার্থ, আত্মসুখ স্বার্থ নয় ! আমি পতি-পুত্রহীনা, আমার দেশের মায়া কি,—জাতীয়তা কি ? আমার একমাত্র হোসেন কুলীর স্মৃতি ! সেই স্মৃতি আমায় সহস্র দানবীর বল দিয়েছে ! যে দিন নবাব-শোণিতে হোসেন কুলীর প্রেতাত্মার তৃপ্তি করবো, সেইদিন থেকে—আমি যে রমণী সেই রমণী,—পতি-শোকাতুরা রমণী, পতির কবরের পার্শ্বে অনন্তশয্যায় শয়ন করবো !

ক্লাইব। তোমার কি মনে হয়—হামরা যুদ্ধে জিতিব ? মীরমদন, মোহনলাল, সিনফ্রেঁ, উহাদিগের সৈন্য একত্রিত করিলে, হামাদিগের সৈন্যের দশগুণ। কেবল উহারাই যদি লড়ে, তাহা হইলেও যুদ্ধ সঙ্গিন।

জহরা। সাহেব, যদি সকল সৈন্য একত্র হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তথাপি জেনো তোমাদের জয়, (আকাশে বজ্রধ্বনি) ঐ শোনো, গগনমার্গে বজ্রনাদে বিধাতা বলছে তোমাদের জয় ! সাহেব আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত, বিধিলিপি আমার সম্পূর্ণ গোচর। ঈশ্বর দীননাথ, তিনি দীনের দুঃখ সহ্য করেন না। ভারতবর্ষে দীন প্রজা হাহাকার করছে, ভারতবর্ষ শান্তিহীন ! হিন্দুর দৌরাত্ম্যে যখন প্রজা পীড়িত হয়, ভগবান, ভারতবর্ষ আফ্‌গানদের প্রদান করলেন ; আফ্‌গানের দৌরাত্ম্যে, প্রজা পীড়িত হওয়ায়, মোগলেরা শান্তি স্থাপন করলে। এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মারহাট্টা অত্যাচারী,—দিন দিন যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রজার শান্তি নাই, সেই শান্তি

স্থাপনের ভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর প্রদান কচ্ছেন ; আবার তোমরাও যদি অত্যাচারী হও, তোমরাও রাজ্যচ্যুত হবে। তোমার অল্প সৈন্য, এই তোমার সন্দেহ ? যুদ্ধক্ষেত্রে দেখবে,—প্রত্যেক সেনা, কোটী সৈন্যের বল ধারণ কর্‌বে! ঐ তোপধ্বনি হচ্ছে, বোধহয় ফরাসীরা তোমাদের আক্রমণ কচ্ছে। আমি যাই, নবাব শিবিরে আমায় যেতে হবে। সেখানে আমার অনেক কাজ, নবাব-দূত হয়ে, নবাব-সৈন্য বিশৃঙ্খল কর্‌বো।

ক্লাইব। বিবি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে বেড়াইবে ? তুমি গোলাগুলি ভয় করো না !

জহরা। দেখেছো তো, নিশা-যুদ্ধে তোমাদের পথ দেখিয়ে লয়ে গিয়েছিলেম। কোয়াশার আবরণে দিক নির্ণয় করতে পারো নাই, তাই নবাব হস্তগত হয় নাই। গোলাগুলি! এমন গোলাগুলি তোমাদের সৈন্যের নিকট নাই, নবাব-সৈন্যের নিকট নাই, যে আমাকে আঘাত কর্‌বে। ঐ যে—ঐ যে, হোসেন শোণিত পানের জন্য হা-হা কচ্ছে, আমার মৃত্যুর অবকাশ কোথায় ?

জহরার প্রস্থান

ক্লাইব। (স্বগত:) The Bellona herself ! Oh the battle rages hot.

ক্লাইবের প্রস্থান

আমির। এ কি, ভীষণ দেওয়ানা ! হোসেনের প্রতি এর এত ভালবাসা ! হোসেন তো ঘসেটী আর আমিনা বেগমকে নিয়েই ছিলো, এর প্রতি তো ফিরেও চাইতো না। যাই, নদীর ধার দিয়ে ঘুরে মির্জ্জাফরকে সংবাদ দিইগে। প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পলাশী—নবাব শিবিরাভ্যন্তর

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজ। মেঘমুক্ত পুনঃ দিবাকর ;—
বিপক্ষের পক্ষে হেলি ভাতিল গগনে,
তীব্র করে বারে যেন সৈন্যগতি মম।
মম পক্ষে নাহি শুনি কামান গর্জ্জন,

বিপক্ষের তোপধ্বনি উগ্রতর ক্রমে,
মুহুর্মুহু ভীষণ গর্জ্জন ;—
অবিরল হতেছে প্রবল।
বর্ষিল কি বারিধারা মধ্যাহ্ন দিবায়,
নিভাতে উদ্যম মম স্বপক্ষ সেনার !
বীরকণ্ঠে নাহি সে হুঙ্কার,
নাহি নায়কের উত্তেজনা নাদ,
রবহীন বিপুল বাহিনী,
বিপক্ষ-কামান ঘন কাঁপায় প্রান্তর !
কি হয় কি হয় রণে
মুহূর্ত্তে বা মজিল সকলি !

দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ ?
মম পক্ষে তোপধ্বনি নীরব কি হেতু ?

দূত। জনাব, হঠাৎ বৃষ্টিতে আমাদের বারুদ ভিজে গেছে, ইংরাজ আম্রকানন আবরণে আপনাদের বারুদ রক্ষা করতে পেরেছে।

সিরাজ। আজি হেরি সবে অরি মম,
স্থলজল গগন বিরূপ মম প্রতি ;—
আম্রশাখা, পক্ষ ইংরাজের !
পরাজয় নিশ্চয় আমার।

দূত। জাঁহাপনা, চিন্তা দূর করুন। ঐ শুনুন, ফরাসী সিনফ্রেঁর তোপ ইংরাজকে বিতাড়িত কচ্ছে। স্বয়ং মীরমদন অশ্বারোহী, সেনাদলে আক্রমণে অগ্রসর। পশ্চাৎ মহাবেগে সসৈন্যে মোহনলাল ধাবিত। ইংরাজ সৈন্য পশ্চাদ্‌পদ্ হয়ে আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ কচ্ছে,—সামান্য সৈন্য, এখনি ধ্বংস হবে। এ সময় যদি সেনাপতি মির্জ্জাফর, কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন, এক ঘণ্টার মধ্যে রণজয় হয়। দুর্লভরাম ও ইয়ারলতিফের সেনা, দর্শকের ন্যায় যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান। তাঁদের নিকট, বীরবর মোহনলাল আমায় প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের আক্রমণ করতে বলায় তাঁরা উত্তর দেন, যে মোহনলালের আজ্ঞায় আমরা সৈন্য চালিত করতে বাধ্য নই, সময় উপস্থিত হ'লে, কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা করবো।

সিরাজ। যাও শীঘ্র যাও, মির্জ্জাফরকে ডেকে আনো।

দূতের প্রস্থান

ছিঃ ছিঃ! এখনও কপটতা, কোরাণ স্পর্শ ক'রে কপটতা! মুসলমান-হৃদয়ে এত দূর কপটতা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না।

একি, ঘোর সিংহনাদ শুনি ইংরাজের দলে!
জ্ঞান হয় হা-হা রবে কাঁদে মম সেনা,
আজি দেখি ফুরায় সকলি!

আহত মীরমদনকে লইয়া সৈন্যগণের প্রবেশ

মীরমদন, মীরমদন—ভাই! কি হলো!

মীর। জনাব, আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, আমি প্রভুর চন্দ্রবদন দেখতে দেখতে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করি। বড় সাধ ছিলো, ক্লাইবের মস্তক চরণে উপহার দেবো। বড় উৎসাহে অশ্বারোহী সৈন্যে আম্রকানন আক্রমণে অগ্রসর হয়েছিলেম, দৈব বিড়ম্বনা! অকস্মাৎ ইংরাজের গোলায় আহত হয়েছি। জনাবকে দর্শন কর্‌বার জন্য, ভগ্নদেহে এখনও প্রাণবায়ু অবস্থান কচ্ছে জনাব, সাবধান,—বিশ্বাসঘাতকদের আর বিশ্বাস করবেন না, সকলেই শত্রু। হস্তীপৃষ্ঠে স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হোন। বাঙ্গ্‌লার সেনা রাজভক্ত, জনাবকে রণস্থলে দেখে, বিশ্বাসঘাতকদের বাক্য অবহেলন ক'রে প্রাণপণে ইংরাজকে আক্রমণ কর্‌বে। জনাব, সেলাম! রসুল আল্লা!

(মৃত্যু)

সিরাজ। মীরমদন—মীরমদন—অভাগাকে ফেলে কোথায় যাও,—তুমি যে আমার দক্ষিণ বাহু, আমায় শত্রু-বেষ্টিত রেখে কোথায় গেলে! আমি কাকে বিশ্বাস কর্‌বো, আমার আপনার কে আছে? মীরমদন ওঠো, কলিকাতা আক্রমণে, নিশা যুদ্ধে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, আজ পলাশী ক্ষেত্রে কে আমায় রক্ষা কর্‌বে!—ভাই ওঠো, চলো রাজ্য পরিত্যাগ করে যাই,—আর আমার পাপ রাজ্যে প্রয়োজন নাই! মীরমদন—মীরমদন কোথায় গেলে!

দূতের পুনঃপ্রবেশ

দূত। জনাব, সেনাপতি মির্জ্জাফর উত্তর দিয়েছে, যে এ সময় যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ

করা, আমার উচিত নয় ;—আমার অদর্শনে, সৈন্যগণ উৎসাহ ভঙ্গ হ'য়ে, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ কর্‌বে।

সিরাজ। আমার হস্তী আনয়ন করো, আমি স্বয়ং যুদ্ধস্থলে যাবো। দেখি, আমায় নবাব ব'লে সেনারা গ্রহণ করে কি না ; আমার বীরবংশে জন্ম কি না পরিচয় দেবো। মীরমদন পড়েছে, আমি স্বয়ং না যুদ্ধ কর্‌লে কে যুদ্ধ কর্‌বে। বিদেশী বণিক দেখুক,—এখনো বাঙ্গলার বীর্য্য নির্ব্বাপিত নয়, নবাবের প্রভাবে ষড়যন্ত্রকারীর মন্ত্রণা বিফল হয় কি না দেখুক! হয় ইংরাজ নির্ম্মূল হবে, নয় আলিবর্দ্দীর বংশ নাশ হবে!

বালকবেশে জহরার প্রবেশ

জহরা। জনাব জনাব, বালকের গোস্তাকি মার্জ্জনা হয়,—সেনাপতি মোহনলাল, বীর বিক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ কচ্ছেন। জনাবকে রণস্থলে দেখ্‌লে, তিনি জনাবের রক্ষার্থে আক্রমণ হ'তে বিরত হবেন। মির্জ্জাফর, দুর্লভরাম প্রভৃতি কুচক্রীর সেনারা তাদেরই বশীভূত, জনাবের আজ্ঞা কতদূর রক্ষা কর্‌বে জানি না। জনাব যুদ্ধস্থলে গেলে, এখনি বিপর্য্যয় ঘট্‌বে। চিন্তা দূর করুন, মোহনলালের প্রভাবে রণজয় হবে। আমি মির্জ্জাফরকে ডেকে দিচ্ছি।

সিরাজ। যাও, সত্বর যাও, ডেকে আনো।

জহরার প্রস্থান

দেখি কি কঠিন পাষাণে নির্ম্মিত! অনুনয়-বিনয়ে—কিছুতেই কি কঠিন হৃদয় দ্রব হবে না? কি জানি, রাজ্যলোভ—রাজ্যলোভ! যখন লোক-ভয়, ধর্ম্মভয়, মনুষত্ব্য বর্জ্জন করেছে, তখন কি কথায় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করবে? আমি স্বয়ং তাকে রাজ্য প্রদান করবো। ইংরাজ পরাজিত হোক, বাঙ্গ্‌লার গৌরব রক্ষিত হোক, মুসলমানের প্রভাব অপ্রতিহত থাকুক, বিদেশীর গর্ব্ব খর্ব্ব হোক। আমার রাজ্য প্রয়োজন নাই, মির্জ্জাফর রাজ্যেশ্বর হোক। রাজ্য প্রাপ্ত হলেও কি স্বদেশের গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখবে না? আমার বিপুল বাহিনীর অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতকদের অধীন, এ বিশ্বাসঘাতককেরা বাঙ্গলার পক্ষে যুদ্ধ জয় না কর্‌লে রণজয়ের আশা নাই।—আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুসলমানের রাজ্য রক্ষিত হয়, এ ছার রাজ্য আমার প্রয়োজন নাই।

দুর্লভরামের প্রবেশ

দুর্লভ। জনাব, কি নিমিত্ত চিন্তা কচ্ছেন, বার বার কি নিমিত্ত সেনাপতিকে ডাক্‌ছেন ? ইংরাজ আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এক্ষণে তাদের আক্রমণ উচিত নয়। বিশেষ আমাদের বারুদ সব নষ্ট হয়েছে, অদ্য যুদ্ধ এই অবস্থায় থাকুক, কাল প্রাতে আক্রমণ মাত্রেই ইংরাজ পতন হবে। সেনাপতি মীরমদন, নিষেধ না শুনে হত হয়েছেন। মোহনলাল যদি নিরস্ত না হন, তা হলে বিপদের আশঙ্কা অধিক।

সিরাজ। আপনি সেনাপতিকে একবার আসতে বলুন।

দুর্লভ। এই যে সেনাপতি আগত।

মির্জ্জাফর ও রায়দুর্লভের প্রবেশ

সিরাজ। সেনাপতি—সেনাপতি, আর বিদ্রূপ কেন ? এ সময় কেন আমাকে পরিত্যাগ কচ্ছেন ? আমি বার বার আপনাদের বলেছি, আমায় যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমায় রাজ্যচ্যুত ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করুন। এই দেখুন রাজমুকুট আপনার পদতলে স্থাপন কচ্ছি, আপনি স্বয়ং গ্রহণ করুন। আসুন, আমি সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে আপনাকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ব'লে অভিবাদন কচ্ছি। আপনি নবাবের মর্য্যাদা, মুসলমানের মর্য্যাদা, বাঙ্গলার মর্য্যাদা, বাঙ্গলার স্বাধীনতা আজ যুদ্ধে রক্ষা করুন। আর বিদ্রূপ হবেন না, সকলই যাবে, আজই বিধর্ম্মী, বিজাতির পদানত হ'তে হবে, বাঙ্‌লার গদী ফিরিঙ্গির পায়ে অর্পণ করবেন না।

মির্জ্জাফর। জনাব, কি আজ্ঞা কচ্ছেন ? আজকের যে অবস্থা, এতে রণজয় অসম্ভব, আক্রমণে কেবল সৈন্যক্ষয় হবে, শত্রুর হানি হবে না। আমায় সেনাপতি করেছেন। কিন্তু মীরমদন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে প্রাণত্যাগ করেছে ;—মোহনলালও সৈন্যক্ষয় কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছে। যুদ্ধজয়, কেবল উৎকট সাহসে হয় না,—রণ-কৌশল আবশ্যক। আপনি মোহনলালকে নিবৃত্ত হ'তে আজ্ঞা দেন।

সিরাজ। যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করুন, মোহনলালকে আমার নামে ক্ষান্ত হতে বলুন।

রায়। সেনাপতি মহাশয়, আমার বিবেচনায় নবাবের মুর্শিদাবাদ যাওয়া

কর্ত্তব্য। নিশাকালে যদি ক্লাইব শিবির আক্রমণ করে, সে এক মহা বিপদের কথা।

মির্জ্জাফর। সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন। (সিরাজের প্রতি) যদি বান্দার বাক্য গ্রহণ করেন, বেগগামী উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, ক'জন রক্ষকের সহিত নবাব মুর্শিদাবাদ গমন করুন,—কল্য জয়-সংবাদ সিংহাসনে প্রাপ্ত হবেন।

সিরাজ। যদি আপনাদের অভিমত হয়, আমি মুর্শিদাবাদে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু মোহনলালকে ডাকুন।

মির্জ্জাফর। আপনি প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করুন, আমরা তাঁর নিকট দূত প্রেরণ কচ্ছি।

সিরাজদ্দৌলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতকতা সকলের বদনে অঙ্কিত—নয়ন-কোণে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাচ্ছে! অসহায় মোহনলাল যুদ্ধ কচ্ছে, আমার হৃদয় কম্পিত! মীরমদন পতিত, মোহনলালের অমঙ্গল হ'লে সর্ব্বনাশ! কি কর্‌বো! মোহনলাল আসুক, সে যেরূপ পরামর্শ দেয়, সেইরূপ কর্‌া উচিত।

জহরার পুনঃপ্রবেশ

জহরা। কি দেখ্‌ছো—কি দেখ্‌ছো? সেই তস্‌বিরবাহিকা—তোমার দূত নই। যুদ্ধ জয় হবে, স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না! আমিই তোমার বারুদের আবরণ খুলে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়েছি, এই ষড়যন্ত্রে আমিই প্রধান,—তোমার মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগমের অর্থে ইংরাজ-সৈন্য পুষ্ট, সে আমার কৌশল। এখনও পালাও—এখনও মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করো, একা মোহনলাল তোমার প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। আজ রজনীতে বিদ্রোহীরা একত্রিত হয়ে, তোমার প্রাণবধ কর্‌বে। সকলেই প্রাণবধ করতে এসেছিলো, কিন্তু দিনমান, সকলে দেখবে, নবাবকে হত্যা করায় নিন্দা হবে, প্রজারা বিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা, তাই এখনও তুমি জীবিত। পালাও—পালাও—নচেৎ নীরব নিশীথে বিদ্রোহী-হস্তে তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হবে;—লোকের নিকট প্রচার হবে, ইংরাজ বধ করেছে। তোমায় পালাবার পরামর্শ দিয়েছে কেন জানো? তুমি ওদের উপদেশ গ্রহণ কর্‌বে না, এইখানেই অবস্থান কর্‌বে, বধ কর্‌বার সুযোগ পাবে।

সিরাজ। কে তুমি? তুমি সেই তারার তস্‌বিরবাহিকা, আমার শত্রু কেন? আমার অনিষ্ট সাধন কেন কচ্ছ?

জহরা। কে আমি—কে আমি? আমি হোসেনকুলির সন্তাপিতা স্ত্রী, যে হোসেনকুলিকে তুমি স্বহস্তে বধ করেছ! তোমার প্রাণরক্ষার্থে, তোমায় পালাবার উপদেশ দিচ্ছি নে। যে স্থানে হোসেনকুলিকে প্রকাশ্যে বধ করেছিলে, সেই স্থানে প্রকাশ্যে তোমায় বধ কর্‌বে;—তোমার উষ্ণ শোণিত হোসেনকুলির কবরে দেবো, তবে হোসেনকুলির প্রেতাত্মা তৃপ্ত হবে! আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে!!

জহরার প্রস্থান

সিরাজ। বিভীষিকা মূর্ত্তি—বিভীষিকা মূর্ত্তি—দানবী, মানবী নয়! শোণিত-লোলুপা প্রেতিনী, নির্ভয়ে সৈন্যশ্রেণীতে বিচরণ কচ্ছে! না—না, এস্থানে আর থাকা কর্ত্তব্য নয়। সকলেই শত্রু, বেলা অবসান প্রায়, রজনীতে আমায় বধ কর্‌বে! কথা অসম্ভব নয়,—বিশ্বাসঘাতক, রাজ্যলোভী, সয়তান প্রকৃতি!—এখনো আমার বিশ্বাসী শরীররক্ষক আছে, তাদের সাহায্যে মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করি। কে আছ?

কয়েকজন প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরীগণ। জনাব!

সিরাজ। হস্তীপৃষ্ঠে মীরমদনের দেহ মুর্শিদাবাদে লয়ে চলো। সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

মোহনলাল ও সৈন্যগণ

মোহনলাল। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও,—এখনই ইংরাজ ধ্বংস হবে;—ঐ দেখ—ভয়ে অভিভূত হ'য়ে সকলে পলায়নপর, এই দণ্ডে ইংরাজ উচ্ছেদ হবে। (নেপথ্যে যুদ্ধনিবারণের সঙ্কেতসূচক ভেরীনিনাদ) ও রণভেরীর প্রতি কর্ণপাত ক'রো না,—বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীরা ভেরী নিনাদ ক'রে নিরস্ত হতে বল্‌ছে।

সিনফ্রেঁর প্রবেশ

সিনফ্রেঁ। এ কি ম'শায়, এখন লড়াই থামাতে নবাবী ভেরী ডাক্‌ছে কেন? এখন লড়াই থাম্‌লে যে সব বরবাদ যাবে! হামারা ঘণ্টাভোর তোপ চালালে, আর আপনি charge দিলে, একটা ইংরাজ ফৌজ বাঁচিবে না।

মোহনলাল। সাহেব, ও শত্রুর ভেরী, কর্ণপাত ক'রো না। যদি নবাবের অনুমতিতে ভেরী বেজে থাকে, তথাপি কর্ণপাত ক'রো না। আমরা নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করবো, ইংরাজ ধ্বংস ক'রে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হবো, নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় যদি দণ্ডনীয় হই, সে দণ্ড গ্রহণ করবো। সাহেব যাও, কদাচ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ো না।

সিনফ্রেঁ। ঠিক বাত্। দেখুন দেখুন—আপনার দেশের লোকের তারিফ! নবাবের নুন খাইল, আর চুপচাপ খাড়া রহিয়াছে! কাঠের পুত্‌লোবি হাওয়ায় নড়ে, এ একটা লোক নড়ে চড়ে না! ইংরেজের বুদ্ধিকে বাহবা দিতে হয়, ঘরোয়া মন ভাঙ্গাতে এমন জাত আর দুটী নাই;

মোহন। সাহেব আর কেন লজ্জা দাও—যাও, যুদ্ধে কদাচ ক্ষান্ত হয়ো না, স্বয়ং নবাব এসে নিবারণ করলেও নয়। মীরমদন আহত, তার সৈন্য বিশৃঙ্খল হয়েছে, আমাদের উৎসাহে তারা উৎসাহিত হবে!

সিনফ্রেঁ। ভাবিবেন না, আমরা তোপ ছাড়িব, কামাই দিব না।

সিনফ্রেঁর প্রস্থান

মোহন। (সৈন্যগণের প্রতি) এসো—এসো, অগ্রসর হও, রণজয়ের আর বিলম্ব নাই। যদিচ মীরমদন পতিত, তোমরা জনে জনে তাঁর অনুসরণ করো, জনে জনে মীরমদন হও, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিতে কাতর হয়ো না, মীরমদনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো।

জহরার প্রবেশ

জহরা। সর্ব্বনাশ হলো!—সর্ব্বনাশ হলো!—বিদ্রোহীরা সুযোগ দেখে নবাবকে আক্রমণ করেছে, কয়জন মাত্র দেহরক্ষক তাদের নিবারণ করতে পাচ্ছে না, সেনাপতি মীরমদন মৃত, নবাব "মোহনলাল—মোহনলাল" ব'লে আর্ত্তনাদ কচ্ছে,—নবাবকে রক্ষা করুন—নবাবকে রক্ষা করুন!

মোহন। এ কি সর্ব্বনাশ!

মোহনলালের বেগে প্রস্থান

জহরা। (সৈন্যগণের প্রতি) আর কার মুখ পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ? মীরমদন মৃত, মোহনলাল পলাতক, অকারণ ইংরাজের হাতে কেন প্রাণ দাও? পালাও, পালাও!—ঐ দেখ ইংরাজ আস্‌ছে।

নেপথ্যে ক্লাইব। Fix bayonet, charge.

সৈন্যগণ। এলো—এলো—

সৈন্যগণের পলায়ন

জহরা। বাঙ্গ্‌লা জ্বল্‌বে—মুর্শিদাবাদ জ্বল্‌বে—যেখানে হোসেনের রক্তপাত হয়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে! যাই—যাই নবাবের উষ্ণ রক্ত ব্যতীত হোসেনের তৃপ্তিলাভ হবে না! যাই—যাই,—ঐ যে ক্লাইব আসছে।

জহরার প্রস্থান

সসৈন্যে ক্লাইভের প্রবেশ

ক্লাইব। There's the road to Murshidabad; quick march. Long live king George. Hip Hip Hurrah.

ইং-সৈন্যগণ। Hip Hip Hurrah! Hip Hip Hurrah!!

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাবের অন্তঃপুর

লুৎফ। জোবেদি, একবার তুমি নগরে যাও, আমার প্রাণ আকুল হচ্ছে;—শুন্‌লেম নবাব মুর্শিদাবাদে এসেছেন, কিন্তু অন্তঃপুরে কেন এলেন না? উপর্য্যুপরি সাতজন খোজাকে সংবাদ আনতে পাঠালাম, কেউ ফির্‌লো না। অনবরত দূর কোলাহলধ্বনি আসছে, কিন্তু কিসের কোলাহল তা বুঝতে পাচ্ছি নে। বার বার রণজয় ক'রে যখন নবাব ফির্‌তেন,—"জয় নবাবের জয়" ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হতো, আতসবাজীতে গগন মণ্ডল আলোকিত হতো, নগর দীপমালায় সজ্জিত হতো, কিন্তু এবার সকলি বিপরীত। উচ্চ কলরব, কিন্তু নবাবের জয়নাদ নাই, আকাশ তমাচ্ছন্ন, নগর অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবাব কোথায়—শীঘ্র সংবাদ আনো।

জোবেদি। বেগম সাহেব, আশঙ্কায় আমার জিহ্বা জড়িত, কোথায় যাবো, কোথায় সন্ধান নেব? যেন সমস্ত বিষাদপূর্ণ মনে হচ্ছে, রাজপ্রাসাদ আনন্দ-রব হীন।

লুৎফ। যাও জোবেদি—যাও, আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নবাবের

দেখা পেলে ব'লো, একবার মাত্র দাসীকে দর্শন দিয়ে, রাজকার্য্যে নিযুক্ত হোন—একবার দর্শন দিয়ে যান।

জোবেদির প্রস্থান

আমার অন্তরে অনবরত হাহাকার ধ্বনি, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, সকলই যেন ঘোরতর তিমিরে আচ্ছন্ন জ্ঞান হচ্ছে, চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল ধ্বনি! যেন পৈশাচিক উল্লাসে রাজপুরী পরিপূর্ণ!

গীত

কেন প্রাণে ওঠে হাহাকার।
মলিন হৃদয়শশী, নেহারি আঁধার॥
এ পুর শ্মশান সম, নগরে নিবিড় তম,
শুনি যেন হয় ভ্রম, করুণ রোদন কার॥
যেন পিশাচের রঙ্গ, ভীষণ হেরি ভ্রূভঙ্গ,
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ, শিথিল শোণিত-ধার॥
সমরে জীবন-ধন, দিয়াছি কি বিসর্জ্জন,
নিরাশে মগন মন, কোথা মম প্রাণাধার॥

এই যে নবাব—এ কি, স্বর্ণকান্তি এমন শ্রীহীন কেন!

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

নবাব—জাঁহাপনা!

সিরাজ। নবাব কে—কারে নবাব বল্‌ছ? বিদ্রোহী, বিদ্রোহী—চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহী! রাজা প্রজা, অমাত্য নফর, ছোট বড় সকলেই শত্রু, সকলেই বিদ্রোহী, এখানেও বিদ্রোহীর প্রভাব। ঐ শোনো—প্রজারা "জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়" ব'লে উচ্চনাদ কচ্ছে। আমায় উষ্ট্র-পৃষ্ঠে নগর প্রবেশ কর্‌তে দেখে, প্রজারা ভয়ে পলায়ন করলে। রাজ-ভাণ্ডার মুক্ত ক'রে দিয়ে, সৈন্য সঞ্চয় করতে পার্‌লেম না। আমার পক্ষে যাকে আহ্বান করি, যাকে বশীভূত করবার জন্যে অর্থ প্রদান করি, সেই বিদ্রূপ করে;—আমার পতনে সকলে উল্লসিত। এ রাজপুরী আর আমার নয়, এ আমার কারাগার! জয়োন্মত্ত শত্রুসৈন্য মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, আর হেথায় আমার স্থান নাই। রাজপুরে ঘসেটী বেগম শত্রু, নগরে প্রজা শত্রু, অমাত্য-বান্ধব শত্রুর সহায়! আমি তোমার নিকট বিদায় হ'তে

এসেছি, এই নিশীথেই নগর পরিত্যাগ করবো। গুপ্ত পথে পলায়ন করতে হবে, নচেৎ যে সন্ধান পাবে, সেই শত্রুকে সংবাদ দেবে!

লুৎফ। কোথায় যাবে, আমায় কাকে দিয়ে যাবে? সকলেই যদি বিদ্রোহী হয়ে থাকে, আমি তোমার প্রজা, আমার হৃদয়-রাজ্যে তুমি নবাব। চলো যাই—দূর বনে যাই, যথায় নর-সমাগম নাই, তথায় অবস্থান করি। ব্যাঘ্র, ভল্লুকও রাজ-অমাত্য অপেক্ষা বিদ্বেষহীন। চলো, বনবাসে কুটীরে রাজ্য স্থাপন করি, আমি তোমার প্রজা, আমি তোমার দাসদাসী, আমার সেবায়, তুমি নিপুণ ভৃত্যের সেবা বিস্মৃত হবে। আমি প্রাতে আমার হৃদয়েশ্বরের বন্দনা-গান করবো, রাজভোগ প্রস্তুত করবো, ফুলশয্যা রচনা করবো। তুমি রাজ্যহীন, আমি প্রাণেশ্বর-হীন নই! চলো নির্জ্জনে তোমায় দেখবো, দিবারাত্র তোমার নিকট থাকবো, আমার হৃদয়ের প্রীতি-উপহার দানে তোমার কর প্রদান করবো, কপট প্রজার শঠ উপাসনার পরিবর্ত্তে, নির্ম্মল চিত্তে তোমার উপাসনা করবো;—তুমি কপট রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে, নির্ম্মল রাজ্যের রাজা হবে। দাসীকে পায়ে ঠেলো না, সঙ্গে নাও।

সিরাজ। তুমি কোথায় যাবে? বন্য পশুর ন্যায়, গোপনে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে গমন করতে হবে, অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে;—রাজপুরবাসিনী, কখনো মৃত্তিকায় পদক্ষেপ কর নি, কঠিন সঙ্কীর্ণ পথে, কিরূপে আমার সহগামিনী হবে? বেগম মহিষীর নিকট অবস্থান করো, আমি পাটনায় যাত্রা কচ্ছি, রামনারায়ণের সাহায্যে সৈন্য সঞ্চয় ক'রে প্রত্যাগমন করবো।

লুৎফ। আমি রাজপুরে থাকবো! অচিরে রাজপুরী শত্রুকরগত হবে, তোমার মহিষী হ'য়ে শত্রুর অধীন হবো? শত্রুর কুবচন সহ্য করবো? তোমার দুঃখ সহ্য হবে, তোমার ক্লেশ সহ্য হবে, তুমি নবাব, আজন্ম-নবাব, জন্মাবধি কোন আয়াস সহ্য করো নি, তোমার সহ্য হবে।—আর আমি, যে দীন কুটিরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেম, তোমার পদসেবা করে ঐশ্বর্য্যশালিনী, সেই পদসেবা এখন করবো, আমার ক্লেশ সহ্য হবে না? তুমি চলে যাবে, তুমি বনপথে ভ্রমণ করবে, আমি রাজপুরে থাকবো?—এ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আমি কল্পনায় স্থান দিতে পারি নে! কেন নাথ বিমুখ হচ্ছ, দাসীকে কেন বঞ্চনা কচ্ছ, আমায় সঙ্গে নাও। তোমার বিরহে আমার যে যন্ত্রণা,

সে যন্ত্রণা, তোমার বিদ্রোহী শত্রুদেরও দিতে প্রস্তুত নই। দাসীকে বধ ক'রো না, তোমার বিরহে এক দণ্ডও জীবন ধারণ করতে পারবো না!

সিরাজ। তবে চলো—শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর এক দণ্ড বিলম্বের অবসর নাই, গভীর রজনী—এই উত্তম সুযোগ।

উম্মৎজহুরার প্রবেশ

উম্মৎ। মা—মা, আমায় একা রেখে কেন চলে এসেছ? জনাব, জনাব, সেলাম, আমায় কোলে নিচ্ছেন না কেন? আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আমায় সঙ্গে নেন নি কেন? আমি হস্তীপৃষ্ঠে আপনার সঙ্গে যেতে বড় ভালবাসি জানেন, তবে আমায় সঙ্গে নেন নি কেন? কেন আমায় আদর কচ্ছেন না? আমি কি কিছু দোষ করেছি?

সিরাজ। না মা, না—তুমি শোওগে—রাত হয়েছে, আমায় দরবারে যেতে হবে।

উম্মৎ। মা—মা, নবাব অমন হয়েছেন কেন মা? তুমি কাঁদ্‌চো কেন মা? কি হয়েছে বলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাঁদ্‌বো।

সিরাজ। এই এক সর্ব্বনাশ, একে নিয়ে কোথায় যাবো! আহা বৎসে, কেন তুমি আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলে! তুমি স্বর্গীয় দেবদূত, এ শত্রুগৃহে কেন এসেছিলে!

উম্মৎ। কেন জাঁহাপনা, আমি যে আপনার কন্যা—আমি তো আপনার কাছেই থাকি, আজ এখানে এসে কি দোষ করেছি?

সিরাজ। আহা অবলা বালিকা, কিছুই জানে না, এ আমার মহাপাপের দণ্ড! কঠিন রাজকার্য্যে, কত গৃহে এইরূপ বালিকা রোদন করেছে। বোধ হয় সেই ছবি, ঈশ্বর আমার সম্মুখে উপস্থিত কচ্ছেন! আর বৃথা অনুতাপ, অনুতাপের সময় অতিবাহিত হয়েছে! রাজ্য-মদে, গৌরব-মদে, কখনো মনে স্থান দিই নি, যে লোকে এমন নিরাশ্রয় হয়!

লছমন সিংহের প্রবেশ

লছমন। জনাব, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, বিনা অনুমতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি; সেনাপতি মোহনলাল নিরুদ্দেশ! শত্রু আগত প্রায়। দু'টী উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, যত শীঘ্র পারেন পলায়ন করুন।

সিরাজ। লছমন সিংহ, ভাণ্ডার শূন্য ক'রে অর্থ দান করেছি, সকলে শপথ

ক'রে অর্থ গ্রহণ করেছে, কিন্তু একজনও কি আমার পক্ষে অস্ত্র ধারণ কর্‌তে প্রস্তুত নয় ?

লছমন। না জনাব, শত্রুর চর সকলকেই বিমুখ করেছে, ঘসেটী বেগম গুপ্তধন বিতরণ ক'রে, সকলকে আপনার পক্ষ ত্যাগ কর্‌তে উত্তেজিত করেছে। বিদ্রোহীর কৌশলে, সকলের মনে ধারণা, ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা —বাতুলতা। সকলের হৃদয়ে ধারণা জন্মেছে, যে ইংরাজ সদাচারী, দুর্দম নবাবকে দমন ক'রে, শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত, মুর্শিদাবাদে অগ্রসর হচ্ছে; আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না, সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করতে পারবে। প্রজারা—আবালবৃদ্ধবনিতা—কোম্পানির জয় গান কচ্ছে, কতক্ষণে কোম্পানির সৈন্য নগর প্রবেশ কর্‌বে, তার অপেক্ষা কচ্ছে, কথার সময় নাই, পলায়ন করুন।

সিরাজ। লুৎফউন্নিসা, আর বিলম্ব করো না, তোমার রত্নাদি যা কিঞ্চিৎ থাকে, শীঘ্র লয়ে এসো;—এ বালিকাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। একে কোথায় রেখে যাবো,—আমাদের যে দশা, বালিকারও সেই দশা হবে। আহা বৎসে, কেন তুমি রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করেছ, কুটীরবাসিনী হ'লে, এ গভীর রজনীতে গৃহত্যাগ করতে হতো না!

লুৎফউন্নিসা ও উম্মৎজহুরার প্রস্থান

লছমন। জনাব, শীঘ্র আসুন, আমি গুপ্তদ্বারের নিকট উষ্ট্র লয়ে যাই।

সিরাজ। লছমন সিং, তোমার রাজভক্তিই তোমার পুরস্কার। আমি আর নবাব নই, তোমায় কি পুরস্কার প্রদান কর্‌বো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন; —ঈশ্বর-কৃপায় চিরজীবন অসহায়কে সাহায্য প্রদান করো।

লছমন। জনাব, আর জীবনে সাধ নাই। যদি প্রাণদানে জনাবকে সিংহাসন দিতে পার্‌তেম, জীবন সার্থক জ্ঞান কর্‌তেম। হায়, কেন পলাশীক্ষেত্রে মীরমদনের পার্শ্বে শয়ন করি নাই!

লছমন সিংহের প্রস্থান

করিমের প্রবেশ

সিরাজ। কে ও!

করিম। কেউ নয় বল্লেই পারেন,—তবে কি জানেন, আমিও বাঙ্গালী, বঙ্গদেশে আমার জন্ম, সকলে সুসময়ে জনাবের নিকট বক্‌সিস নিয়েছে, এই দুঃসময়ে বকসিস নিতে এসেছি, আর কখন তো পিত্যেস রইলো না।

নবাবী সিংহাসন নিয়ে সকলে কাড়াকাড়ি কচ্ছে, নবাবী পরিচ্ছদটী আমার চাই, এই জন্মেই এসেছি। তা অমনি নিচ্চি নি, বদলা-বদলি। এই পাগড়ি নিন, আপনার পাগড়ি দিন ; এই চোগাচাপকান নিয়ে আপনার চোগাচাপকান আমায় দিন। আর এই পাজামাটা ওরই উপর পরুন।

সিরাজ। করিম চাচা, এ সময়েও তুমি বন্ধু, এ সময়েও তুমি আমায় আশ্রয় দান করতে এসেছ। আমার দৈব বিড়ম্বনা, তাই তোমায় মন্ত্রীত্ব প্রদান করিনি, তোমায় নিয়ে কৌতুক করেছি। করিম, আর দেখা হবে না।

করিম। সেইটে বুঝেই পোষাকটা নিতে এসেছি, নইলে দুদিন রয়ে ব'সে নিতুম।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উম্মৎজহুরার সহিত রত্ন-সম্পুট হস্তে লুৎফউন্নিসার পুনঃপ্রবেশ

সিরাজ। চাচা চল্লেম, সেলাম!

করিম। সেলাম! (স্বগতঃ) তোমার এখনো ভাগ্যি ভাল, নবাবী সেলাম পেলে।

সিরাজ। (বালিকার প্রতি) এসো মা এসো, আমরা বেড়াতে যাবো।

করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

করিম। (উদ্দেশে নবাবকে সেলাম করিয়া) একটা পাজামা পেলে ঠিক হতো, একটু বেশাট হচ্ছে। না, ঐ যে নবাব ছেড়ে দিয়ে গেছে ;—নিই, ঐটে প'রে নবাব হয়ে সদর দোর দিয়ে বেরুই। আমার বাহবা আছে, ছিলেম কামিনীকান্ত, হলেম করিম চাচা, আবার এই নবাব হয়ে দাঁড়াই। তবে সেলাম খাবার পরিবর্ত্তে, তলোয়ারের চোট খাওয়াই অধিক সম্ভাবনা। তা হলেই বা, দুনিয়া ছেড়ে গেলে একটু আফিং কি আর কেউ দেবে না? না দেয় আর কি করবো, কাটামুণ্ডতেই হাই তুলবো। এই তো বেফাঁস হয়ে গেলো, জুতো জোড়াটার মর্য্যাদা বুঝলুম না! কামিনীকান্ত, তোমার মেধা বড় কম। ইংরেজের বুট পায়ে জুতো দেখেও জুতোর মর্য্যাদা শিখলে না! অনেক বাঙ্গালী ভায়াকেই বুটের মর্য্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে, না হয় তোমার বরাতে হলো না, কি করবে! নবাবটা জুতো খেয়ে বিদেয় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে। করিম চাচা, তুমি কে হে? অদৃষ্ট খণ্ডন করতে এসেছ! এসো এখন সটান নবাব হ'য়ে বেরোও ; নাও নাও, পাজামাটা কুড়িয়ে নে এসো।

প্রস্থান

আলিবর্দী-বেগম ও ঘসেটী বেগমের উভয়ের ভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ

ঘসেটী। মা, নবাব-বেগম, সিরাজকে খুঁজতে এসেছো, আদরের পুষ্যিপুত্রকে খুঁজতে এসেছো? পাতি পাতি ক'রে পুরী অন্বেষণ করো, দেখ, যদি খুঁজে পাও, আমিও অন্বেষণ কচ্ছি। মতিঝিল ভঙ্গ করেছিলে, তোমার রাজপুরী ধূলিসাৎ হবে, সেদিন তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার চক্ষে শতধারা বয়েছে, আজ তোমার চক্ষে শতধারা বইবে, আমিনার চক্ষে শতধারা বইবে, মতিঝিল যেমন বেষ্টন করেছিলে, শত্রুসৈন্য তেমনি পুরী বেষ্টন করবে;—মতিঝিল যেমন লুণ্ঠিত হয়েছিলো, তোমার পুরীও সেইরূপ লুণ্ঠিত হবে; আমি যেমন হাহাকার ক'রে পুরী পরিত্যাগ করেছিলেম, সেইরূপ উচ্চ হাহাকার রাজপুরীতে উত্থিত হবে।

বেগম। পাপীয়সী, রাক্ষসী, এখনো তোর শান্তি নাই? এখনো তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? আরে কুলকলঙ্কিনী, আরে দুশ্চারিণী, তোর কি কিছুতেই তৃপ্তি নাই? কুলে কলঙ্ক দিলি, রাজপুরে সর্ব্বনাশ করলি, তবু তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না?

ঘসেটী। না এখনো পূর্ণ হয়নি। আমি দুশ্চারিণী,—আমিনা দুশ্চারিণী নয়? আমিনা তোমার কন্যা, তার পুত্রের সিংহাসন, আমি তোমার কন্যা নই? একামদ্দৌলার পুত্রের কি রাজ-সিংহাসন বাসনা নাই? কেন—কি, নিমিত্ত আমাদের বঞ্চিত করেছ? পক্ষপাতী, কন্যামমতা-বর্জ্জিতা, এখনো আমার তৃপ্তি সাধন হয় নাই,—তোমার উচ্চ আর্ত্তনাদ এখনো শ্রবণ করিনি, এখনো আমিনা বক্ষে করাঘাতে রোদন করে নি, এখনো সিরাজ-মহিষীরা পতিশূন্যা হয় নি, এখনো লালকুঠি ভঙ্গের প্রতিশোধ হয় নি, এখনো আমার বন্দী অবস্থার প্রতিশোধ হয় নি, এখনো হোসেনকুলির শোণিতের প্রতিশোধ হয় নি।

বেগে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। মা, নবাব কোথায়?

বেগম। বৎস কি সংবাদ? তুমি কি রণজয় ক'রে এসেছ? তোমার সৈন্য কোথায়? তারা কি শত্রু দমন করেছে? শুনছি ফিরিঙ্গিরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আসছে, তাদের প্রতিরোধের কোন উপায় করেছ কি?

মোহন। মা, আমি একা, আর আমার সৈন্য সামন্ত নাই। নবাব কোথায়

বলুন, তাঁকে গদীতে বসিয়ে, এখনি সৈন্য সৃষ্টি করবো, আমার উত্তেজনায় কোটী বক্ষ উত্তেজিত হবে, মুর্শিদাবাদে কখনই শত্রু প্রবেশ করবে না, নবাব কোথায় ?

ঘসেটী। মোহনলাল—বিফল চেষ্টা, আর সৈন্য সংগ্রহ করা তোমার সাধ্য নয়! আমার গুপ্ত ধনাগার শূন্য ক'রে, সিরাজ পক্ষীয় সকলকে নিরস্ত করেছি, তোমার সাধ্য নাই, যে উত্তেজিত করো! সিরাজের রাজমুকুট ভূমিশায়ী হয়েছে, যেমন সুন্দর মতিঝিল ভূমিসাৎ করেছিলে, সিরাজের বাসস্থানও সেইরূপ ভূমিসাৎ হবে; মতিঝিল যেরূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হয়েছিল, সিরাজের পুরীও সেইরূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হবে! আমি কে জানো ? আমায় চেনো না, আমি ঘসেটী বেগম।

মোহন। তুমি নবাবের মাতৃস্বসা। আমার বধ্য নও!—কিন্তু যে শত্রুর জয়ে উল্লাস প্রকাশ কচ্ছ, সেই শত্রুর হস্তে তোমার কি অবস্থা হবে, একবারও বিবেচনা করো নি ? মির্জ্জাফর তোমার আত্মীয়, কিন্তু তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাও নি ? রাজপুরে রাজমাতার ন্যায় অবস্থান কচ্ছিলে, এখন মির্জ্জাফরের বাঁদী হবে, রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে, কুটীরে অবস্থান করতে হবে। সামান্য ভিখারিণীর অবস্থা ঈর্ষা করবে। তুমি পিশাচিনীর ন্যায় ব্যবহার করেও, পিশাচকে চেন নি ? কি পৈশাচিক ব্যবহার, একবারও হৃদয়ে স্থান দাওনি ? যে রাজ্যলোভে, মান, মর্য্যাদা, জাতীয়তা, স্বদেশগৌরব, মুসলমানের গৌরব, সামান্য বণিকের পদে অর্পণ করেছে,—সে যে পিশাচের ক্রীতদাস তা কি অবগত হওনি ? সে পৈশাচিক মন্ত্রে দীক্ষিত, তা তোমার উপলব্ধি হয় নি ? তার পৈশাচিক ব্যবহারে বাঙ্গলা দগ্ধ হবে, তা কি তোমার অনুমিত হয় নি ? অনুতাপের দিন উপস্থিত হবে, কিন্তু অনুতাপে অবস্থা পরিবর্ত্তন হবে না! আমি রাজভক্ত, স্বদেশভক্ত, আমার অভিশাপ বিফল নয়। (নবাব-বেগমের প্রতি) মা চল্লেম, নবাব কোথায় দেখি।

অভিবাদন পূর্ব্বক মোহনলালের প্রস্থান

বেগম। পিশাচী, তুই এই সর্ব্বনাশের মূল!

ঘসেটী। হ্যাঁ হ্যাঁ—তোমার গর্ভজাত কন্যা, পিশাচী ব্যতীত আর কি হবে ? তোমার গর্ভে আর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ?

আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রস্থান

হোক, মোহনলালের অভিশাপ পূর্ণ হোক! আমার আর অধিক দুরবস্থা

কি হবে? আমার তো সকলি ফুরিয়েছে; একজন কারারক্ষকের পরিবর্ত্তে আর একজন কারারক্ষক হবে। আমায় কি পীড়িত করবে? সিরাজের গৌরবে আমার যে মর্ম্মপীড়া, তার শতাংশের এক অংশ পীড়া দিতে কেউ সক্ষম নয়! সে নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা আর কি গুরুতর যন্ত্রণা হ'তে পারে! সিরাজের পতনে যে উল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছি, সেই উল্লাসে সকল সহ্য করবো! রাজপুরে হাহাকার শুনবো,—পক্ষপাতিনী জননীর যন্ত্রণা দেখ্‌বো,—সিরাজ-মহিষীগণের দুর্দ্দশা দেখ্‌বো,—আমায় যন্ত্রণা দেবে?—এ সুখে আমার যন্ত্রণা কিসের! সর্ব্বনাশ হোক—সর্ব্বনাশ হোক —সর্ব্বনাশ হোক!

দুইজন সৈন্যসহ মীরণের প্রবেশ

মীরণ। কই সিরাজ কোথায়?

ঘসেটী। সিরাজ পালিয়েছে, তার অনুসরণ করো।

মীরণ। লুৎফউন্নিসা কোথায়?

ঘসেটি। সেও পুরী পরিত্যাগ করেছে, বোধ হয় সিরাজের সঙ্গে গিয়েছে।

মীরণ। তোমার ধনাগার কোথায়?

ঘসেটী। আমার ধনাগার অর্থশূন্য, সিরাজের বিরুদ্ধে সে অর্থব্যয় হয়েছে। সিরাজের পক্ষে যারা সজ্জিত হচ্ছিল, সেই অর্থদানে তাদের নিরস্ত করেছি।

মীরণ। মিথ্যা কথা, অর্থ গোপনে রেখেছ।

ঘসেটী। কি মীরণ, আমায় মিথ্যাবাদী বলছ? আমার অর্থ-সাহায্যে তোমরা কৃতকার্য্য হয়েছ, আমার অর্থ সাহায্যে সৈন্যগণ সিরাজের পক্ষ ত্যাগ ক'রে, তোমাদের পক্ষ হয়েছে,—নচেৎ কি ভাব, তোমাদের জয়লাভ হতো? আমার প্রতি তোমার এইরূপ দুর্ব্বাক্য! তুমি অতি হীন, তাই বলছ আমি মিথ্যাবাদী। তুমি মিথ্যাবাদী, তাই তোমার অন্তরের অনুরূপ আমার অন্তর দেখ্‌ছ!

মীরণ। ঘসেটী বেগম, খুব কথার ছটা! এখন বুঝলেম, তোমার সাহায্যে সিরাজ পলায়ন করেছে। রাজপুরে সিরাজের প্রহরী থাকা, তোমার উচিত ছিল, সে কার্য্য তুমি করো নি। তুমি বন্দী, নবাব মির্জ্জাফরের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করেছ, কারাগারে অবস্থান করো, যন্ত্রণায় গুপ্ত অর্থ প্রদান করবে। যাও—বন্ধনদশায় একে কারাগারে নিয়ে যাও।

সৈনিকদ্বয়ের ঘসেটী বেগমকে বন্ধন করিয়া গমনোদ্যম

ঘসেটী। মীরণ, মীরণ, আমায় বন্দী করো, কিন্তু এখনি সিরাজের অনুসরণ করো ;—সিরাজ কোথায় দেখো, নচেৎ নিশ্চিন্ত হোতে পার্‌বে না। মোহনলাল সিরাজের অনুসরণ করেছে, সে কোথায় দেখো, সে পরম শত্রু, সে জীবিত থাক্‌তে তোমাদের শান্তি নাই।

মীরণ। যাও নিয়ে যাও—

ঘসেটী বেগমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

লুৎফউন্নিসা, বড় আশায় এসেছিলেম্! এই পাপীয়সীর অসতর্কতাতেই লুৎফউন্নিসা পলায়ন করেছে। কোথায় যাবে, চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেছি, যেথায় যাক—পুরস্কার আশায় কেউ না কেউ তারে বন্দী কর্‌বে।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিম

করিম। ক'দিন ধ'রে তো নবাবীটে কচ্ছি, আফিংও ফুরিয়ে এলো। না খেয়ে নবাবী চলে, কিন্তু আফিং বিরহে বড় প্যাঁচ। নবাব পাটনার দিকে গিয়েছে, আমি তো উল্টো দিকে চল্‌ছি! এমন জগ্‌জগে পোশাক দেখে কোন বেটা সেলাম দেয় না, কেউ চেয়েও দেখে না! ওঃ এত বড় নবাবের বেটা নবাব চলেছে, কেউ খোঁজ নিচ্ছে না বাবা! যাই, যারা নবাবকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তাদের সামনে একবার পড়ি। নবাবকে ধরেছে ব'লে একটা গোল উঠ্‌লে, নবাব একটু নিশ্চিন্ত হয়ে পালাতে পার্‌বে। ঐ যে দু ব্যাটা দেখ্‌ছে, আমি পালাবার মত ভাবটা করি! প্রস্থান

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

১ম সৈন্য। চলো—চলো—ঐ নবাব ভাগ্‌তা হ্যায়, ওস্‌কো পাকৃড়ে, বহুত এনাম মিলে গা।

২য় সৈন্য। নেই ভাই, হাম্‌সে নেই হোগা, হাম রজপুত হ্যায়, বহুত রোজ নিমক খায়া! পাকড়নে হোয়, তোম যাকে পাকৃড়ো।

১ম সৈন্ম। আরে উস্‌কো পাশ তলোয়ার হ্যায়, হামি একেলি পাকৃড়নে সেকেঙ্গি ক্যাসে ?

২য় সৈন্ম। খুসী তোমারা, হাম চলে।

২য় সৈনিকের প্রস্থান

করিমের পুনঃপ্রবেশ

করিম। (স্বগতঃ) এক ব্যাটা পালাল যে ? (প্রকাশ্যে প্রথম সৈনিকের প্রতি) ওহে আমি নবাব, আমায় লুকিয়ে রাখতে পারো ?

১ম সৈন্ম। আইয়ে জনাব, আইয়ে, গরীবখানামে আইয়ে।

করিম। না বাবা, রায়দুর্লভ ওখানে আছে, তুমি খবর দেবে, আমি পালাই।

১ম সৈন্ম। নেই জনাব, নেই জনাব—

করিমের প্রস্থান

হাম রাজা রায়দুর্লভকো খবর দেঁ, বহুত এনাম মিলেগা।

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ভগবানগোলা—পীরের দরগা

দানসা

দানসা। এ দর্‌গা পাত্‌ছি মিছে, কেউ সিন্নি দেবার আসে না। সকতজঙ্গটা ম'রে আর সরাব পাবার যুত নাই। ছুড়্‌ডে আস্‌টা প্যাতাম—বেশ ছেলাম,—ঐ হালার পুত হালার নবাবটা সব বরবাত দিলে! ঐ একটা ছুড়ি আস্‌তেছে! যেন দরগা মুখেই আস্‌তিছে;—এ ছুড়ি-ছাড়া হ'লি কিছু বাগ হয়। ও বাবা—এটা সেইডে—এটা মোর মাসার নানী,—এ আবার কোন্‌থে অ্যালো! যেন হন্যে কুত্তির মত বুলতিছে! এ ধেড়ে পেত্‌নার ছা।

জহরার প্রবেশ

জহরা। ফকির—ফকির—

দানসা। আরে লও, তোমার সলার মন্তি কোন হালা যায়! ভাবুছো কি আমার নাক কানটা গজাইছে? ফের কাটবার চাও!

জহরা। আরে না না ঢের টাকা পাবে।

দানসা। আরে টাকা দাও গিয়ে তোমার মাগীরি, যার সাত জোড়া নাক কান আছে তারে গিয়ে টাকা দাও।

জহরা। আরে এই নাও,—

দানসা। হ্যাঁ—সেবারও দি'ছিলে! দানোর টাকা কি থাহে—মোহনলাল হালা গালে চড়্ডা মারি কাড়ি নিলে,—তোমার সলার মণ্ডি আর মোরে পাবা না!

জহরা। আরে ট্যাঁট্রা দিয়েছে শোন নি? নবাব পালিয়েছে, যে ধ'রে দিতে পারবে সে অনেক পুরস্কার পাবে।

দানসা। ধরো যাইয়ে তুমি। সেবারও ট্যাঁট্রা দেওয়াইছিলে,—এবারও ট্যাঁট্রা দিইছো, আমি তোমায় সম্‌জাইছি।

জহরা। শোনো শোনো—তোমার কোন ভয় নেই। নবাব, হয় এই রাস্তা দিয়ে পালাবে,—নয় পদ্মা দিয়ে রাজমহলে যাবে। আমি সে দিক আট্‌কে থাক্‌বো, তুমি এদিক আট্‌কাও।

দানসা। হ্যাদে মোর সাথ লাগ্‌ছো ক্যান? মোর গোস্ত কি বড় মিঠে স্থাখ্‌ছো, মোরে খাবার ফিকিরে ঘুর্‌তিছো?

জহরা। নাও নাও, এই টাকা নাও। (মুদ্রা প্রদান) যদি নবাবকে ধরিয়ে দিতে পারো, ও টাকা তোমার। যদি নবাবের সন্ধান পাও, ঐ দূরে ধ্বজা উড়্‌ছে দেখছো, ঐ মীরকাশিমের তাঁবু, ঐখানে সংবাদ দিয়ো।

দানসা। হ্যাদে যাও—যাও—দিব এনে—দিব এনে।

জহরা। কিছু ভয় করো না, যদি সংবাদ দিতে পারো, তোমার ভাগ্য ফির্‌বে।

প্রস্থান

দানসা। এটা খ্যাপ্‌ছে। এ জহরৎ দেখতিছি,—কাপড় চাপা থাক, যদি ওড়ে—ও কাপড়ের ভিতরেই উড়বে, ও আমি ছোবো না; ওটা ডান, মুই সমজ কর্‌ছি! হ্যাদে মোরে কেটা ধর্‌বার আইচে না কি? মুই সরে থাকি।

প্রস্থান

সিরাজদ্দৌলা ও উম্মৎজহরাকে ক্রোড়ে করিয়া লুৎফউন্নিসার প্রবেশ

লুৎফ। আহা, বাছা আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নবাব-দুহিতা ভিখারিণীর অধম! যে সুবাসিত সুশীতল জল দেখে মুখ ফিরিয়েছে,—যে

দুষ্প্রাপ্য মিষ্টান্ন কুকুর-বিড়ালকে দিয়েছে,—আমির-বাঞ্ছিত ফল যে লোষ্ট্রের ন্যায় নিক্ষেপ ক'রে ক্রীড়া ক'রেছে, সে আজ তিনদিন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বিকল !

উন্মৎ। না মা না, আমার ঘুম পেয়েছে—ঘুমোবো, তুমি কেঁদো না। আমি গাছতলায় শুয়ে ঘুমোবো। তুমি কোল থেকে নামিয়ে দাও, আমি চল্‌তে পার্‌বো।

সিরাজ। এ দেখ্‌ছি ফকিরের আবাস, এইস্থানে একটু বিশ্রাম করি। অনেক দূর এসেছি, বোধ হয় এখানে শত্রুর আশঙ্কা নাই ; বিশেষ এ দেবস্থান,—এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করি।

উন্মৎ। মা আমি শুই, তুমি কেঁদো না।

সিরাজ। যখন এই কন্যারত্ন জন্ম গ্রহণ করে, ভেবেছিলেম কি আনন্দের দিন। আজ এই বালিকার মুখ দেখে মনে হচ্চে, কি কুক্ষণেই এর জন্ম। অতি দীনদরিদ্রের সন্তানেরও ভিক্ষা-অন্নে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়েছে, এই বালিকা অনাহারে ! সকল দুঃখ বিস্মৃত হ'তে পার্‌ছি, এই বালিকার মুখ দেখে যে প্রাণ ফেটে যায় !

লুৎফ। জনাব, এ নির্জ্জন স্থান, এইখানেই অবস্থান করুন। ফকিরজী এখনই বোধ হয় ফির্‌বেন। আমরা তাঁর শরণাপন্ন হ'লে কদাচ ত্যাগ কর্‌বেন না। বঙ্গেশ্বর, অধীর হবেন না।

সিরাজ। প্রিয়ে ফুরায়েছে—রাজ-অভিনয়।
কল্পনায় না হয় উদয়,
কয়জন বিদেশী বণিক,
কাড়ি নিল সিংহাসন।
ধূমকেতু উদি অকস্মাৎ শুষিল সাগর-নীর।
বঙ্গ-সিংহাসন, না জানি কি কুহকে গঠন,
অধিকারী বর্ত্তন তাহার—কুহক প্রভাবে যেন !
শুনি অষ্টাদশ জন পাঠান আসিয়ে,
লইল কাড়িয়ে লক্ষণ সেনের গদী।
বসিল পাঠান যবে হিন্দু-সিংহাসনে,
বঙ্গবাসীগণে, না করিল অঙ্গুলি চালন।
এবে দূরদেশবাসী মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গি আসিয়ে,

সিংহাসন লইল কাড়িয়ে,
রণস্থলে সশস্ত্র দাঁড়ায়ে—
অভিনয় নেহারিল বিপুল বাহিনী।
হয় অনুভব,
বঙ্গের এ জলবায়ু মৃত্তিকা প্রভাব।
রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা সতত
কহে যত হিন্দুগণে।
সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা,
নাহি হেন অন্য কোন স্থানে।
পুত্রের মমতা নাহি বঙ্গমাতা হৃদে!

লুৎফ। প্রভু, কাতর হবেন না, এখনো আমাদের আশা আছে। পাটনায় রাজা রামনারায়ণ অবশ্যই এ সংবাদ পেয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাদের অনুসন্ধানে দূত প্রেরণ করেছেন; ফরাসী মুঁসা লাও নিশ্চিন্ত নাই। কোনরূপে তাদের সহিত মিলিত হ'তে পারলেই, আমরা নিরাপদ হবো। এই ফকিরের আস্তানায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে, আবার যাত্রা কর্‌বো।

সিরাজ। নাহি আর সম্ভাবনা তার,
নাহি হয় আশার সঞ্চার;
মহা ভয় উদয় হৃদয়ে—
হেরি ভবিষ্যৎ-ছবি তমোময়।
যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়,
দোঁহে মিলি প্রবেশি সলিলে;—
ধরাবাস কারাবাস সম।
হেরি মোরে নতশির হ'ত রাজাগণে,
এবে দেবস্থানে বসিয়ে নির্জ্জনে—
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ!
ভোজ্য হেতু পর উপাসনা,
একমাত্র সুখকর মরণ-কল্পনা!
হায় কেন প্রাণভয়ে হইয়ে বিকল;
ত্যজি রণস্থল, করিলাম পলায়ন!—
এ হেন দুর্গতি ছিল ভালে!

দূরে দানসার প্রবেশ

দানসা। (স্বগত) হ—হ—এমন জুতা কি যার তার হয়! চিন্‌ছি—চিন্‌ছি—এ হালার পুত হালারে ধরাইমু। সে পেত্‌নার বেটী, সয়তানের নানি, এবার ঠিক বল্‌চে। হালা—নাক-কান কাট্‌বা!

সিরাজ। ঐ বুঝি ফকির আসছেন।

দানসার প্রবেশ

দানসা। আজ কি ভাগ্যি খোল্‌চে, আস্‌তানায় অতিথ আস্‌ছে। এই ক'দিন ধরি ঢুরচি, একটা অতিথ পালাম না, আজ আপ্‌নারা আস্‌ছেন ভাগ্যি ফিরচে।

সিরাজ। ফকির সাহেব, আমরা মোসেফের, বড় ক্ষুধায় কাতর। আপনি যদি কিঞ্চিৎ ভোজ্য বস্তু দেন, আমাদের জীবন রক্ষা হয়। এই বালিকা পর্য্যন্ত তিন দিন অনাহারে; আপনাকে যথাবিধি পূজা প্রদান কর্‌বো।

দানসা। আহা এমন অতিথি আজ পালাম! এখনি খিচরি পাকাবো অ্যানে, এই সিন্নি আনবার যাতিচি; সিন্নি খাইয়ে একটু পানি খাও। (স্বগতঃ) সব ছাপাইছো, জুতা ছাপাইবার পারো নাই! (প্রকাশ্যে) এই আলাম, একটু বসেন, আহা বড় কেলেশ পাইচেন—বড় কেলেশ পাইচেন।

দানসার প্রস্থান

লুৎফ। প্রাণেশ্বর—পালাও, আর একতিল বিলম্ব করো না, ও নিশ্চয় তোমার শত্রু, ও তোমায় চিনেছে, ও তোমার পাদুকার পানে বার বার দৃষ্টি করেছে। এ ভণ্ড ফকির, বিলম্ব করো না, পালাও—পালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকলে এখনি ধরা পড়্‌বে। তুমি পাদুকা পরিত্যাগ করে চ'লে যাও।

সিরাজ। তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবো! কলঙ্কের বোঝা মস্তকে ধারণ ক'রে, রণস্থল ত্যাগ ক'রে এসেছি। ভীরুতায় সিংহাসন বর্জ্জন করেছি, আর কলঙ্ক মস্তকে দিয়ো না। আর আমার জীবনে সাধ নাই। অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমার চিন্তা দূর হয়েছে।

লুৎফ। চলো, আমি কন্যাকে নিয়ে ফকিরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাই, তুমি অন্যদিকে যাও। কোনরূপে আজিমাবাদ পৌঁছতে পার্‌লে, তুমি নিরাপদ হবে। আমার নিমিত্ত ভেবো না, আমি পতিপ্রাণা, আমায় কেউ স্পর্শ কর্‌তে পারবে না। তুমি নিরাপদ, এ সংবাদ পেলে, আবার আমি রাজরাণী হবো। যাও—যাও, বিলম্ব করো না।

সিরাজ। প্রিয়ে, কুকুরের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হবে। আর কত সহ্য করবো! আর কেন লুকোচুরী, আজই চরম হোক!

মীরকাশিম, মীরদাউদ, দানসা ও সৈন্যগণের প্রবেশ

দানসা। এই নবাবটা, এই ছ্যাহেন জুতো ছ্যাহেন। হ্যাদে খিচড়ি খাবা? আমায় চেন্‌ছো কি? এই মোমের নাক বানাইচি, মোমের কান বানাইচি। এখন বোঝ্‌লা—সেই দানসা।

মীরকাশিম। জনাব, এ অবস্থায় কেন? আসুন! এ ফকিরের আস্তানা কি রাজ্যেশ্বরের শোভা পায়!

সিরাজ। মীরকাশিম, সম্পূর্ণ প্রতারণায় তোমার জিহ্বা শিক্ষিত। যখন নবাব ছিলেম, তখনো তোমার কপট চাটুকারিতা, এখনো তোমার সেই কপটতা,—আমায় 'জনাব' ব'লে ব্যঙ্গ কচ্ছ। শ্বশুর সিংহাসন পেয়েছে, নবাব-জামাতা হয়েছ। কিন্তু জেনো, ফিরিঙ্গি-কালসর্প এনে রাজ্যে স্থান দিয়েছো, গরলে রাজ্য জর্জ্জরীভূত হবে! অচিরে সকলের আমার দশা হবে, তখন আমায় স্মরণ করবে। চলো, কোথায় যেতে হবে।

মীরদাউদ। বেগম সাহেব, উঠুন। আপনি যে বেগম, সেই বেগম থাকবেন, চিন্তা কি? যুবরাজ মীরণের পত্নী হবেন, তাঁর নিকটও এইরূপ যত্নে থাকবেন।

লুৎফ। কুকুর, তোর জিহ্বা দগ্ধ হলো না, তোর মুণ্ডে বজ্রাঘাত হলো না, তোর মীরণের মুণ্ডে বজ্রাঘাত হলো না!

সিরাজ। প্রিয়ে কার কথার উত্তর দিচ্ছ?—আবদ্ধ সিংহ-সিংহিনীকে দেখে, কুকুর চিরদিনই চীৎকার করে!

দানসা। হ্যাদে চিনচো কি? সেলাম! দানসা ফকিরে চিন্‌লে কি? তোমার কান দু'টা লইয়ে, নাকটা লইয়ে জোড়া দিমু। দানসা ফকির, যেমন তেমন পাইচো?

উম্মৎ। (নিদ্রিতাবস্থায়) মা একটু জল!—বড় গলা শুকিয়েছে! (নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইয়া) ও মা—মা, এরা কারা? ও মা আমার ভয় করে, এরা হেথায় কেন—এরা হেথায় কেন?

লুৎফ। মা, স্থির হও, আমরা শত্রুহস্তে পতিত। তুমি নবাবকন্যা, নবাবকন্যার ন্যায় ব্যবহার করো, শত্রুর সম্মুখে বিকল হয়ো না।

সিরাজ। মীরকাশিম, এই বালিকাও কি তোমাদের নিকট অপরাধিনী? একে

দেখে কি মমতা হয় না ? একদিন তোমার নবাব ছিলেম, নবাবের অঙ্কে তোমাদের বংশ পালিত, এ বালিকাকে দয়া ক'রো,—বঙ্গেশ্বরের এই শেষ অনুরোধ রক্ষা ক'রো। আমি তোমাদের শত্রু, বালিকা নয়,—আমার অবর্ত্তমানে এ বালিকার পালনের ভার মির্জ্জাফর খাঁর,—বালিকা তিনদিন অনাহারে !

মীরদাউদ। আসুন—আসুন ;—সিংহের কন্যা সিংহিনী !

সিরাজ। দাউদ, মুসলমান ব'লে পরিচয় দিয়ো না ! বাঙ্‌লায় মুসলমান নাম কলঙ্কিত, আর কলঙ্ক-কালি লেপন করো না !

উম্মৎ। জনাব—জনাব, আমার মরতে ভয় নাই ;—আমি খোদাকে ডেকে মরবো, খোদা আমায় নিয়ে গিয়ে, ভাল সরবৎ দেবেন ! মা কেঁদো না, ঐ দেখো, আল্লা আমায় নিতে দূত পাঠিয়েছেন ! (পতন)

লুৎফ। কি হলো ! (চীৎকার করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

সিরাজ। কেঁদো না,—পবিত্রা বালিকা, অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করেছে। যদি কেউ মুসলমান থাকো, বালিকাকে কবর দিয়ো। আল্লার নাম নিয়ে প্রাণত্যাগ করেছে ; নচেৎ আল্লার নিকট গুণাগারি হবে। মীরকাশিম, চলো।

মীরকাশিম। (দাউদের প্রতি) তুমি বেগমকে, হস্তীপৃষ্ঠে, যুবরাজ মীরণের নিকট নিয়ে যাও। আমি নবাবকে দরবারে নিয়ে যাচ্ছি। (সিরাজের প্রতি) জনাব, আসুন।

সিরাজ। কি—কি ! এততেও তোমরা তৃপ্ত নও,—আমাদের একত্রে স্থান দিতেও সম্মত নও ?

দাউদ। সিংহ-সিংহিনী—এক পিঞ্জরে রাখতে ভয় হয় !

সিরাজ। (লুৎফউন্নিসার প্রতি) প্রিয়ে, এই শেষ দেখা ! এরা নরকের অনুচর। বালিকার মৃত্যু দেখেছি, তোমার মৃত্যু দেখ্‌লে শান্তি লাভ করতেম !

লুৎফ। (সিরাজকে আলিঙ্গন করিয়া) না—না—নবাবের চরণে আমায় স্থান দাও,—এ সময়ে আমাদের বিচ্ছেদ ক'রো না,—পতিপত্নী বিচ্ছেদ ক'রো না। ঈশ্বর সম্মুখে শপথ ক'রে, পরস্পর মিলিত হয়েছি, সে বন্ধন ছেদ ক'রো না। যদি না সম্মত হও, তোমাদের নিকট অস্ত্র আছে, আমায় বধ করো।

মীরকাশিম। কেন—কেন—চিন্তা কি? তোমায় বধ করবো, এমন কি সাধ্য! তোমার দুঃখের অবসান হয়েছে।

লুৎফ। দয়া করো, কৃপা করো, ভিখারিণীকে ভিক্ষা দাও, নির্দ্দয় হয়ো না।

সিরাজ। প্রিয়ে, কথায় পাষাণ দ্রব হয় না। বাধা দিয়ো না, ক্রীতদাসেরা অঙ্গস্পর্শ কর্‌বার সুযোগ পাবে। যথায় লয়ে যায়, যাও, ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রো।

মীরকাশিম। এই যে, জনাবের ধর্ম্মে মতি হয়েছে!

লুৎফ। প্রাণেশ্বর! আর কি এ জন্মে তোমার দেখা পাব না। (মূর্চ্ছা)

মীরদাউদ প্রভৃতির মূর্চ্ছিতা লুৎফউন্নিসার নিকট অগ্রসর হওন

সিরাজ। অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না। প্রিয়ে—প্রিয়ে—ওঠো, তুমি তো ভীরু নও! অধীর হয়ো না, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে লুৎফউন্নিসার উত্থান

(মীরকাশিমের প্রতি) চলো।

মীরকাশিম ও সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান

লুৎফ। ভগবান কি কর্‌লে!

দাউদ। আসুন, হস্তী প্রস্তুত।

সৈনিক। ফকির—ফকির, একটু জল দাও। তিনদিন অনাহার, বোধ হয় মূর্চ্ছা গেছে। (মীরদাউদের প্রতি) সাহেব, বহুদিন খাঁ সাহেবের আমি ভৃত্য, এই বালিকাটী আমায় ভিক্ষা দিন।

দানসা ও সৈনিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ফকির—ফকির একটু জল দাও।

দানসা। এহানে পানি পাবো কনে?

সৈনিক। যথার্থ ফকিরী গ্রহণ করেছ।

বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া সৈনিকের প্রস্থান

দানসা। দেহি—দেহি—কি হাল্‌টা! অ্যাদ্দিনে মোর বুকের কাঁটা উঠ্‌লো।

নৃত্য করিয়া প্রস্থান

মাংস ছিন্ন ক'রে, যেরূপ তোমার অভিরুচি হয়, সেইরূপে আমায় বধ করো। মীরণ, এ স্থান পরিত্যাগ করো, আর কুবচন বলো না!

মীরণ। প্রেয়সী, তুমি আমায় চেনো না। যখন তোমার অঙ্কুরিত যৌবন, তখন তোমার অনুসরণ করেছি; যখন নবাব-গৃহে তুমি বাঁদী, যখন সিরাজ-মহিষী হও নাই, তখন তোমার লালসায় নারী-বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেম, আলিবর্দ্দীর দণ্ড ভয় করি নাই। তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমায় দিবানিশি দগ্ধ কচ্ছে। অনেক সহ্য করেছি, এখন সুযোগ উপস্থিত, কেমন ক'রে পরিত্যাগ কর্‌বো! তুমি দয়া প্রার্থনা কচ্ছ কেন? আমি তোমার দয়াপ্রার্থী! আমার প্রাণ রাখ, মদন-তাড়নে রক্ষা করো!

লুৎফ। মীরণ, তুমি কি ভাবো, ঈশ্বররাজ্যে সতীর রক্ষক নাই? অত্যাচারীর দণ্ড নাই? যাও, মিনতি কচ্ছি,—তোমার আগমনে স্থান কলুষিত হয়, বায়ু কলুষিত হয়,—যাও, সতী-মন্দির কলুষিত করো না, দূর হও।

মীরণ। প্রিয়ে, মনস্কামনা পূর্ণ হ'লেই যাবো! (বলপ্রকাশের উদ্যম)

লুৎফ। জগদীশ্বর রক্ষা করো—জগদীশ্বর রক্ষা করো! (মূর্চ্ছা)

মীরণ। এ কি মৃত? না না জীবিত। একটু সরাব মুখে দি, এখনি চৈতন্য হবে। নেশা হ'লে আর বাধা দেবে না।

লুৎফ। (উঠিয়া) এ কি, কোথায় আমি? এই যে মীরণ! ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো— (পুনরায় মূর্চ্ছা)

মীরণ। এই পারস্য দেশীয় সরাব পান কর্‌লে, মৃত-দেহ সঞ্জীবিত হয়, মৃত-দেহেও কাম-অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সিরাজ এ সরাব বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করেছিল, আমার কার্য্যে আসুক।

লুৎফউন্নিসার মুখে সরাব প্রদানোদ্যম

লুৎফ। (উঠিয়া) ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো!

দুইজন ইংরাজ সৈন্য সহ ওয়াট্‌স-পত্নীর বেগে প্রবেশ

ওয়াট্‌স-পত্নী। Oh! you lecherous villain! Soldiers, do your duty.

১ম সৈন্য। (মীরণকে ধরিয়া) You rascally nigger!

২য় সৈন্য। Oh you hell-hound!

মীরণ। (বন্দী অবস্থায়) আমি যুবরাজ—আমি যুবরাজ।

ওয়াট্‌স-পত্নী। Hold your silly tongue you brute! যুবরাজ কাহাকে দেখাইতেছ? আমি ইংলণ্ড-দুহিতা, এই দুই ব্যক্তি English soldiers. তুমি জানো, যাহারা তোমার পিতাকে গদী দিয়াছে, সে গদী কাড়িয়া লইতে পারে? (লুৎফউন্নিসার প্রতি) বেগম সাব—বেগম সাব, ডরো মাৎ—ডরো মাৎ! হামি আসিয়াছি। আপনি আমার পতিকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব promise করিয়াছিলাম, ইংলণ্ড-দুহিতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না! আপনি আইসেন, কোন চিন্তা নাই।

লুৎফ। বিবি—বিবি—তুমি ঈশ্বর-প্রেরিতা, আমার রক্ষা জন্য তোমায় ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন! এখন বুঝ্‌লেম, কি ক'রে তোমরা জয়লাভ ক'রেছ। ঈশ্বর তোমাদের সহায়! বিবি—বিবি—আমার জীবন রক্ষা ক'রেছ—ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছ—আমার পতিকে রক্ষা করো।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। Soldiers, take the rascal before the Darbar, I am coming,

মীরণকে লইয়া সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান

আইসেন, আপনার স্বামী কোথায় জানেন কি?

লুৎফ। না মেম সাহেব, তুমি অনুসন্ধান করো।

ওয়াট্‌স্‌-পত্নী। আইসেন—সেইরূপই হইবে।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজ। এই জনশূন্য তমোময় ক্ষুদ্র গৃহ, কিন্তু যেন শত শত লোকে পরিপূর্ণ অনুমান হচ্ছে,—অনুতাপ সৃজিত শত শত ব্যক্তি,—দরবারে এমন সমাগম হয় নাই। তখন যারা দণ্ডভয়ে কম্পিত হ'য়ে অবস্থান করেছে, তারাই এখন—শত জিহ্বায়—আমার দণ্ড বিধান কর্‌ছে। অন্ধকার-নির্ম্মিত মূর্ত্তি, একে একে অন্ধকারে মিশ্‌ছে। কি বিভীষিকা! কই, লুৎফউন্নিসার মূর্ত্তি তো একবার দেখি নাই,—কই, মীরমদন তো একবার আসে না—কই সে

বালিকা তো একবার 'জনাব' ব'লে চুম্বন আশায় উপস্থিত হয় না! নীরবে ঘোরতর কলরব!

নেপথ্যে কারারক্ষক। যুবরাজের নিষেধ, আমরা আপনাকে যেতে দেবো না।

সিরাজ। যুবরাজ! ফৈজি কি আমাকে ডাকছে? ফৈজি কি প্রাণ ভিক্ষা যাচ্ছে? ফৈজি কি পরপুরুষ সঙ্গে ক'রে আমাকে ব্যঙ্গ করছে? উঃ শ্বাস রুদ্ধ হয়!

নেপথ্যে মহম্মদী বেগ। কার আজ্ঞায় এসেছি বুঝেছ?

সিরাজ। একদিন আজ্ঞা দিয়েছি, আজ আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় কারাগারে আবদ্ধ! এ স্থানে বায়ু-সঞ্চালনের পথ আছে, তথাপি কি দারুণ যন্ত্রণা! যখন বায়ু-পথ রুদ্ধ ক'রে, দিল্লীর বারবিলাসিনী ফৈজির প্রাণ বিনাশ করেছিলেম, না জানি সে, কত যন্ত্রণাই সহ্য করেছে;—এখন মনে হচ্ছে! এখন মনে হচ্ছে, বিনা দোষে তার প্রাণ বধ হয়েছে! বারনারী, বারনারীর আচরণ করেছিল, এই অপরাধে, তারে দারুণ যন্ত্রণা দিয়েছিলেম। সেই এক পাপেরই সমুচিত দণ্ড আমার হয় নাই। যৌবন মদ, ধন মদ, রাজ্যমদ, —তোমরা ধন্য, তোমাদের তাড়নায়, একেবারে চৈতন্য বিলীন হয়। দুর্দম মনোবেগ, যে দিকে ধাবিত হয়েছে, সেই কার্য্যই তৎক্ষণাৎ সমাধান করেছি। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর দেখছেন, পাপের পরিণাম আছে, তা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মনে উদয় হয় নাই। সত্যই অনুতাপে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়? জগদীশ্বর, আমার কি মার্জ্জনা আছে? প্রভু! অন্ধ চৈতন্যহীন, নবাবী-গর্ব্বে গর্ব্বিত, বহু অপরাধে অপরাধী! কিন্তু দয়াময়,—প্যাগম্বর বলেন তুমি দয়াময়, প্যাগম্বরের বাক্য রক্ষা করো, আমার অনুতাপ গ্রহণ করো। (চমকিত হইয়া) এ কে?—

মহম্মদীবেগের প্রবেশ

মহম্মদীবেগ! তুমি কি আমার কারামুক্তির আজ্ঞা এনেছ? তুমি কি আমার উদ্ধারের জন্য এসেছ?

মহম্মদী। না।

সিরাজ। তবে হেথায় কেন? বুঝেছি, আমায় বধ করবার নিমিত্ত। এতক্ষণ দুনিয়া কেমন, আমার সম্পূর্ণ বোঝা হয় নি, এখন বুঝলেম! তুমি না মাতামহের অন্নে পালিত? মাতামহী না তোমায় পুত্রের মত পালন করেছিলেন? মাতামহের যত্নে না তুমি সুশিক্ষিত? ভাল শিক্ষা লাভ

করেছ,—আমার প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে এসেছ! এক সান্ত্বনা, বোধ হয় তোমার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই! যদি তোমার দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতো, পৃথিবী ভার সহ্য কর্‌তে পারতো না। এক ভিক্ষা আমায় দাও, আমি উদার আকাশ তলে, এক মুহূর্ত্ত জগদীশ্বরকে স্মরণ করি। না, অস্ত্র উন্মোচন কচ্ছ। জগদীশ্বর, আর অবকাশ নাই, অভাগার অন্তকালের অনুতাপ গ্রহণ করো।

মহম্মদীবেগের অস্ত্রাঘাত

আর না—আর না—হোসেনকুলি, তুমি কি তৃপ্ত? ফৈজি—ফৈজি—আর সম্মুখে উদয় হয়ো না, তোমার প্রেতাত্মার তৃপ্তি হওয়া উচিত! জগদীশ্বর!—

মহম্মদীবেগের পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত ও সিরাজদ্দৌলার পতন

ওয়াট্‌স-পত্নী, ইংরাজ-সৈন্যদ্বয়, ও লুৎফউন্নিসার বেগে প্রবেশ

ওয়াট্‌স-পত্নী। Hold murderer.

সৈনিকদ্বয়ের মহম্মদীবেগকে ধৃত করণ

Ah! too late.

লুৎফ। প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর—কোথায় গেলে? কথা কও, কথা কও!—কোথায় ঘাতক? আমায় বধ করো—আমায় বধ করো! হায়—হায়, ভগবান, বঙ্গেশ্বরের এই দশা! আমার অদৃষ্টে এই ছিল!

জহরা ও দুইজন দূতের প্রবেশ

১ম দূত। এ কি? তোমরা যাও।

ওয়াট্‌স-পত্নী। তোম্‌রা কোন্ হ্যায়? মৃত নবাবের শবদেহে সেলাম প্রদান করিলে না?

২য় দূত। কে নবাব? যাও মেম, চলে যাও,—নবাবের হুকুম, কেউ এখানে থাকতে পাবে না।

ওয়াট্‌স-পত্নী। চুপ্ করো। এখানে নবাবের মৃতদেহ রহিয়াছে, গোলমাল করিয়ো না। গোলমাল করিলে, কে আমি, এখনই সম্‌ঝাইয়া দিব।

জহরা। মেম সাহেব, বর্ব্বর লোক, ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। ওদের অপরাধ নাই, ওরা আজ্ঞাবাহী। নবাব মির্জ্জাফরের আজ্ঞায়, মৃতদেহ স্থানান্তরিত কর্‌তে হবে।

ওয়াট্‌স-পত্নী। Give time for pious grief to vent.—বেগম সাহেবের ধার্ম্মিক রোদনের সময় প্রদান করো।

জহরা। মেম সাহেব, আর রোদনে ফল কি? রোদনে ফিরবে না। বেগম সাহেব ক'দিন অনাহারী, আপনি লয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করুন। আমরা নবাবের অন্তিম-ক্রিয়ার উদ্যোগ করি।

ওয়াট্‌স-পত্নী। বেগম সাব অনাহারে? Oh! Demonic cruelty, ভূতের নিষ্ঠুরতা! বেগম সাব, আসুন, বৃথা রোদন করিবেন না;—রোদনে ফল হইবে না! স্বামীর স্মৃতি, হৃদয়মধ্য স্থানে রাখুন।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

৩য় দূত। হস্তী প্রস্তুত, এখনও বিলম্ব কেন?

ওয়াট্‌স্-পত্নী। বেগম সাব, আসুন, ছোট আদ্‌মি সব আসিতেছে। আপনি আমার তাঁবুতে যাইলে, আমি মির্জ্জাফর খাঁর নিকট যাইয়া নবাবী কবরের, নবাবের মত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না। বড়ই আপশোষ রহিল, আপনি আমার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন,—আমি প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না।

লুৎফ। মেম সায়েব, দেখ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির অবস্থা দেখ! এই দেখ, কুসুম-দেহে শত শত অস্ত্রাঘাত! কই তবু তো আমার প্রাণ বেরুলো না।

ওয়াট্‌স-পত্নী। বেগম সাব, আমি তোমার ভগ্নি। আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইব, আমি তোমার দুঃখের কাহিনী বসিয়া শুনিব, আমি তোমার চক্ষের জল মুছাইব; আমি তোমার সহিত যাইয়া, তোমার স্বামীর কবরে, আলো দিব,—দুইজনে জানুপাতিয়া বসিয়া, ঈশ্বরের নিকট তোমার স্বামীর পরকালের শান্তির কামনা করিব! এ সমস্ত দুশ্‌মন। দুশ্‌মনের নিকট কাতর হইবেন না, উহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন না;—এ ভীষণ দৃশ্য অকারণ দেখিবেন না!

লুৎফ। বিবি—বিবি, আমার ন্যায় হতভাগিনী কি পৃথিবীতে আছে?

ওয়াট্‌স-পত্নী। তুমি সতী, স্বামী-সোহাগিনী! পরীক্ষা স্থানে দুঃখ পাইলে, —ঈশ্বরের স্থানে স্বামীর সঙ্গে একত্রে থাকিবে, একত্রে ঈশ্বর পূজা করিবে,—আর বিচ্ছেদ হইবে না।

(সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) Come boys, release the brute.

সৈনিকদ্বয়ের মহম্মদীবেগকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়াট্‌স-পত্নী ও লুৎফউন্নিসার অনুগমন

জহরা। এই যে—এখনও শোণিত উষ্ণ আছে! হোসেনের কবরে দেবো—হোসেনের কবরে দেবো! এখনো বিরাম নাই। হস্তীপৃষ্ঠে মৃতদেহ নগর ভ্রমণ কর্‌বে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবো, তবে কবরশায়িনী হবো।

জহরার প্রস্থান

১ম দূত। নাও তোলো—হস্তীপৃষ্ঠে নিয়ে চলো। কোন—মাহুত সম্মত হচ্ছে না, যুবরাজের কড়া হুকুম, আমাকেই হস্তী চালাতে হবে।

মহম্মদী। আমি হাতী চালাতে পারি—আমি হাতি চালাতে পারি।

১ম দূত। বটে! তবে এক কাজ তো এই করেছো, এ কাজও তুমি করো, তোমারি বাহাদুরী হোক। চ্যাট্‌রাটা পিট্‌তে পার্‌বে না! আহা—তুমি একা হ'য়েই প্যাঁচ পড়েছে!

মহম্মদী। নাও ধরো।

সকলের সিরাজদ্দৌলার মৃতদেহ উত্তোলন

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোরস্থান।

সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিম

করিম। ময়ূরের পোষাক কি বাবা দাঁড়কাকে সাজে? কোন ব্যাটাই তাড়া করে না, সবচিন্ চেহারা দেখেই চিনে ফেলে! মুখ ঢেকেও চলে না, আওয়াজই যথেষ্ট। চণ্ডুখুরি আওয়াজই এক জুদো! এই যে, কে এক ব্যাটা আসছে, বুলি ছাড়্‌বো না, মুখ ঢেকে বসি। (করিমের মুখ ঢাকিয়া উপবেশন)।

বেগে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। এই যে জনাব—এই যে জনাব। জনাব—জনাব—

করিম। হুঁ!

মোহন। জনাব দেখুন, আমি মোহনলাল।

করিম। ও মোহন চাচা,—তবে আর নবাবী ক'রে কি কর্‌বো! (উত্থান)

মোহন। কে ও করিম চাচা! হেথায় কি কচ্ছ?

করিম। কেন বাবা—নবাবী লুকোচুরী খেল্‌ছি।

মোহন। কি—কি—নবাব কোথা জানো?

করিম। এঃ—এ নবাব তোমারই পছন্দ হচ্ছে না, তা আর পাঁচ বেটা পছন্দ ক'রবে কি বল? তা দেখ চাচা, সরে পড়, রায়দুর্লভ চাচা তোমায় বড় খুঁজ্‌ছেন। তোমারও মাথার দর খুব, তোমার আধা নবাবী মাথা হয়েছে।

মোহন। করিম চাচা, তুমি কোন সংবাদ বল্‌তে পারো?

করিম। আমি নবাব হ'য়ে, নবাবকে করিম চাচা সাজিয়ে বিদায় দিয়েছিলুম,—এই জানি। তার পরে বাবা, নবাব হ'য়ে, চোখ ফুটোফুটি খেল্‌ছি! তা তো কোন ব্যাটা সেলাম দিতে এলো না।

মোহন। শুন্‌ছি নাকি নবাব ধরা পড়েছেন? তাঁরে মুর্শিদাবাদ এনেছে?

করিম। তবে যদি করিম চাচা জুতোর জন্যে ধরা প'ড়ে থাকেন। জুতোর মহিমা তখন বুঝেও বুঝলুম না। ভাবলুম কড়া জুতো পায়ে দিয়ে নবাব হাঁটতে পারবে না। এখন পাগ্‌ড়ির মান গিয়ে, দিন দিন জুতোর মান বাড়তে চল্‌লো। এখন পাগড়িতে নয়, পোষাকে নয়, ভদ্রলোক ছোটলোক জুতোয় পরিচয় দেবে।

মোহন। করিম চাচা, তুমি যথার্থ রাজভক্ত! তুমি আপনি বিপন্ন হ'য়ে নবাবকে বাঁচাবার চেষ্টা পেয়েছ।

করিম। বাবা ঘরে ব'সে এমন চেষ্টা অনেকেই করে। যদি ধর্‌তো, খানিকক্ষণ তো নবাবী চল্‌তো। নবাবীর জন্যে সব মেতেছে, আমারও তো নবাবী প্রাণ। তা দেখ, তুমি স'রে পড়ো। ঐ কারা আস্‌ছে, বল্লুম যে, তোমার মাথারও দর চড়া।

রায়দুর্লভ ও চারিজন সৈন্যের প্রবেশ

১ম সৈন্য। এই যে মোহনলাল—এই যে মোহনলাল—

রায়। ধরো, ধরো—বাঁধো।

মোহন। রায়দুর্লভ, আমায় ধর্‌বার প্রয়াস পেয়ো না। তুমি ভীরু বিশ্বাসঘাতক, অগ্রসর হয়ো না। তোমায় বধ ক'র্‌লে আমার অস্ত্রের কলঙ্ক!

রায়। ধর্‌—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

১ম সৈন্য। মহারাজ, লোক ডেকে আনি, আমরা ক'জনে পার্‌বো না।

রায়। ভীরু! (মোহনলালের দিকে অগ্রসর হওন)

করিম। চাচা তোমার মুন খেয়েছি, এগিয়ো না, একটু পেছিয়ে পড়ো, মুহনে ব্যাটা বড় গোঁয়ার।

রায়। ধরো, নইলে প্রাণ বধ হবে।

মোহন। তবে তোমারই প্রাণ বধ অগ্রে হোক। (অসি অর্দ্ধ নিষ্কাসন)।

সুসজ্জিতা জহরার বেগে প্রবেশ

জহরা। মোহনলাল—মোহনলাল—আর কেন অস্ত্র ধর্‌ছো? কার জন্যে অস্ত্র ধর্‌ছো? নবাবের খণ্ড খণ্ড দেহ, হস্তীপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করেছে। আমিনা বেগম রাস্তায় এসে বুক চাপড়ে কেঁদেছে, বৃদ্ধা নবাব-মহিষী রাস্তায় লুটোপুটি খেয়েছে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে! এই দেখো ধূলিমিশ্রিত রক্ত দেখো, হোসেনকুলির কবরে দেবো। দেখ্‌ছো না—ফুল দিয়ে কবর সাজিয়েছি,—এই দেখ, আমিও সুসজ্জিতা হ'য়ে এসেছি। আজ হোসেনকুলির প্রেতাত্মা তৃপ্ত হ'য়ে, কবরে নিদ্রা যাবে, আমিও তার পাশে শোবো। করিম, করিম, আর আমি জহরা নই—পতিপ্রাণা রমণী—পতির অনুগামিনী হবো।

মোহন। কি, কি,—নবাব নাই? রায়দুর্লভ ধরো—এই অস্ত্র ত্যাগ ক'চ্ছি। এই তরবারী, নবাব আমায় আদর ক'রে দিয়েছিলেন, সে অস্ত্র তোমার রক্তে কলুষিত কর্‌বো না! (অস্ত্রত্যাগ) রায়দুর্লভ, মৃত্যু—সুখ, সে সুখের অধিকারী তোমায় করবো না। মহারাজ ছিলে, এমন ইংরাজের দাস হ'য়ে ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করো। দরিদ্র বণিকের উপাসনা করো, অধীনতা-শৃঙ্খল গলায় বেঁধে, ক্লাইবের পশ্চাৎ কুকুরের ন্যায় ভ্রমণ করো। যতদিন মনুষ্যের স্মৃতি থাক্‌বে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তোমার নামে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান কর্‌বে, তোমার বংশধরেরা, তোমার বংশে উদ্ভব ব'লে, আপনাকে ঘৃণিত জ্ঞান কর্‌বে। ধরো—ধরো, ভয় নেই—আমি অস্ত্র ত্যাগ করেছি।

সৈনিকদ্বয়ের মোহনলালকে ধৃত করণ

রায়। দরবারে নিয়ে যাও।

মোহনলালকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

(করিমের প্রতি) এ কে কামিনীকান্ত?

করিম। কেন বাবা—একুটিন নবাব বলো না?

রায়। কামিনীকান্ত, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক? আমার অন্নে পালিত হ'য়ে, নবাব সেজে দূতকে প্রতারিত করেছ? তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমায় ফিরিয়েছ?

করিম। নেমকহালাল চাচা, কি করবো, মাটির দোষ! আমিও তো বাবা বাঙ্গালী। দেখ্‌ছি বাবা সাতপুরুষের নেমক উগ্‌রে তুলে ফেল্‌ছে! আমি না হয় স্বকৃতভঙ্গ! এক পুরুষে নেমকহারামী করেছি!

রায়। ধরো—বাঁধো—

করিম। চাচা, অনেক ধরা দেবার চেষ্টা করেছি, কোন বেটা ধরে নি, তুমি আজ বড় বেটার কাজ করলে। (জহরার প্রতি) বিবি, সেলাম! আরও কি দাঁওয়ে ঘুরছো?

জহরা। আমার ঘোরা শেষ হয়েছে, এখন তো আর জহরা নই, প্রেমিকা সোহেনা,—হোসেনের পদসেবিকা! প্রতিবিধিৎসা-জহরে জর্জ্জরীভূত হ'য়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেম। সে জহর নবাব-শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতিপরায়ণা রমণী।

করিম। ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা না করলেও চল্‌তো। এই রাজা-রাজড়া, আমির-ওমরাও আর ঘসেটি বেগম হ'তেই কাজ রফা হ'তো। এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা পাবে। বেইমানির কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে, তোমার জায়গা হবে না। বাহাদুরী তো নিলে, কিন্তু যে নবাব হোসেনকুলিকে কেটেছিল, তার কিছু কর্‌তে পারলে না। সে ছিল মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক, নিরীহ নবাব! (রায়দুর্লভের প্রতি) রায়দুর্লভ চাচা, আলিবর্দ্দী মর্‌বার সময়, নবাবকে মদ ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে আর তোমাদের মত সাত শো রাক্ষুসীর হাতে পুতো সঁপে দিয়ে, বড় কাজ ক'রে গেছেন। ছোঁড়াটা ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল কি না! পলাশীতে যদি দু' পেয়ালা মদ দিতে পারতেম, তাহ'লে তোমাদের বেইমানি খাটতো না, আর ক্লাইবেরও "হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে" চল্‌তো না। নবাব, হাতীর উপর সোয়ার হ'য়ে বল্‌তো —"লাগাও।" কেউ নবাব ছেড়ে তোমাদের দিকে দাঁড়াতো না। সব সাফ্‌ হ'য়ে যে'তো, কাঁধের উপর কারো মাথা থাকতো না, যে মাথা তুলে আমায় ধমক মার্‌তে! (জহরার প্রতি) চাচী সেলাম, এতটা কারখানা কর্‌লে,

জোগাড় ক'রে একটু নবাবকে বিষ দিলেই পার্‌তে, বাঙ্গ্‌লাটা কেন জালালে? তা যাও চাচী, তুমি আমি কে বাবা, খোদা মালিক।

রায়। নিয়ে চলো।

করিমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

(জহরার প্রতি) জহরা! তুমি দরবারে এসো, নবাব তোমায় বিস্তর পুরস্কার দেবেন।

জহরা। সরে যাও,—সরে যাও, বিশ্বাসঘাতক, প্রভুহন্তা, সরে যাও, এ পবিত্র কবরভূমি কলুষিত করো না,—দূর হও। নারীর—পতি সর্ব্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম্ম, পতি স্বর্গ, আমি সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম আর তোমরা স্বার্থপর!—তুচ্ছ পদ, ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্য, জন্মভূমি কলঙ্কিত করেছ, হিন্দু নাম কলঙ্কিত করেছ, মুসলমান নাম কলঙ্কিত করেছ;—ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক ঐশ্বর্য-লালসায়, আলিবর্দ্দীর অন্নে পালিত হ'য়ে, আলিবর্দ্দীর বংশধরের সর্ব্বনাশ করেছ;—তার বংশধরকে হত্যা করেছ, তার পরিবারবর্গকে পথের ভিখারিণী করেছ! জেনো, ভগবান আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, আমি পতিপরায়ণা। তোমাদের মার্জ্জনা নাই, তোমরা বিশ্বাসঘাতক। যাও, দূর হও, আর এক মুহূর্ত্ত এ পবিত্র স্থান কলুষিত করো না। তা'হলে আবার আমি জহরা হবো, নখাঘাতে তোমার চক্ষু উৎপাটিত কর্‌বো।

রায়। (স্বগতঃ) দানবী, দানবী।

প্রস্থান

জহরা। হোসেন, এই সিরাজের রক্ত নাও, আমায় পদপ্রান্তে স্থান দাও, আর অতৃপ্ত থেকো না। বাঙ্গ্‌লা জ্বালিয়েছি, মুসলমান নাম কলুষিত করেছি। কি কর্‌বো, উপায় নাই! তোমার ভয়-ব্যাকুল মলিন মুখ দেখেছিলেম, তোমার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড দেখেছিলেম, খণ্ড দেহ হস্তী-পৃষ্ঠে স্থাপিত দেখেছিলেম, হস্তীর পশ্চাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণ করেছিলেম;—প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়েছিলেম। হোসেন, মার্জ্জনা করো, চরণে স্থান দাও। (পতন)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সুসজ্জিত রাজপথ

নাগরিকগণ

গীত

উড়েছে কোম্পানীর নিশান।
বাহাদুর, কলির ঠাকুর, ভুবন কাঁপায় যার কামান॥
ভারি দব্‌দবা এবার, জুলুম চল্‌বে না আর কার,
বর্গি মগ হলো পগার পার ;—
সামনে এদের খাড়া হবে, দুনিয়াতে কার এমন জান॥
থাকবে না ডাকাতি কুকি, আঁধার রেতে চোরের উঁকি,
থাকবে না আর কুলনারীর, মানের দায়ে লুকোলুকি ;
এরা রাজার রাজা, পাল্‌বে প্রজা, ছোট বড় এক সমান॥

ক্লাইব ও ওয়াল্‌সের প্রবেশ

ক্লাইব। Come to the Palace with a few chosen men, I smell treachery.

কুট। They are ready Colonel!

উমিচাঁদের প্রবেশ

ক্লাইব। এ কে, উমিচাঁদবাবু? বড় আপ্যায়িত হইলাম। আপনি কি নিমিত্ত হেথায় আসিয়াছেন?

উমি। সাহেব, আজই তো সব দেনা-পাওনা হবে। আপনাদের দাবি চুকিয়ে নেবেন, সেই সঙ্গে আমার সন্ধির টাকাটা আদায় ক'রে দেবেন।

ক্লাইব। যেরূপ সন্ধিপত্রে আছে, সেইরূপ কার্য্যই হইবে।

উমি। আমার ত্রিশলক্ষ টাকা, আর জহরতের সিকি। উকীল সাহেব জানেন।

ক্লাইব। ষাট লক্ষ টাকা হইলেও পাইবেন, সন্ধিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই পাইবেন। আসুন—দরবারে চলুন।

উমি। (স্বগতঃ) ষাটলক্ষ টাকা লিখিয়ে নিলেই হ'তো! বড় চুক গিয়েছে, বড় চুক গিয়েছে!

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দরবার

মির্জ্জাফর, দুর্লভরাম, মাণিকচাঁদ, সভাসদগণ ইত্যাদি

দুর্লভরাম। জাঁহাপনা, মোহনলাল ধরা পড়েছে।

মির্জ্জাফর। সে পড়ুক, এদিকে সর্ব্বনাশ! ক্লাইব এখনই টাকা নিতে আস্‌বে। অত টাকা তো রাজকোষে নাই;—কি হবে? টাকা না পেলে সে অগ্নিমূর্ত্তি হবে।

দুর্লভ। জনাবকে তো বলেছিলেম, যে গুপ্ত হত্যাকারী পাঠিয়ে বধ করুন।

মির্জ্জাফর। মহারাজ উন্মাদের ন্যায় কথা বল্‌ছেন! ক্লাইবকে বধ করে, এমন কেউ বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করে নাই! আর ফিরিঙ্গীরা জনে জনে ক্লাইব। টাকার দাবি হ'তে কিছুতে এড়ান পাওয়া যাবে না।

নেপথ্যে। জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়, জয় ক্লাইব সাহেবের জয়!

মির্জ্জাফর। ঐ আস্‌ছে।

ক্লাইব, ওয়াল্‌স ও উমিচাঁদের প্রবেশ

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর, সেলাম।

মির্জ্জাফর। (সিংহাসন হইতে উঠিবার উপক্রম করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আসুন—আসুন।

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর, গদী হইতে উঠিবেন না। আমাদের তরফ হইতে সমস্ত কার্য্যই হইয়াছে, জনাব গদী পাইয়াছেন, আপনার তরফে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করুন,—আমাদের টাকা চুকাইয়া দিন। Mr. Walls, read the treaty.

ওয়াল্‌সের আসল সন্ধিপত্র বাহির করণ

উমি। ও তো সন্ধিপত্র নয়, ও তো সন্ধিপত্র নয়,—সে যে লাল কাগজ। আমার নিকট তার নকল আছে, এই দেখুন।

ক্লাইব। এ কি জাল কাগজ আনিয়াছেন? আপনি অতি ধূর্ত্ত!

উমি। অ্যাঁ—অ্যাঁ, ওয়াট্‌স সাহেব ত্রিশলক্ষ টাকা লিখে দিয়েছেন, আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

ক্লাইব। ওয়াট্‌স সাহেব কি করিয়াছে, হামি জানি না। উমিচাঁদবাবু,

হামাদিগকে অল্পই বুঝিয়াছেন। তোমার মত লোক যদি হামাদিগকে ভুলাইতে পারিত, তাহা হইলে জাহাজ ভাসাইয়া এতদূর আসিতাম না। তুমি হামাদের ভয় দেখাইয়া, টাকা আদায় করিবে ভাবিয়াছিলে। হামর ভয় পাই না! তুমি জাল সন্ধি-পত্র ধুইয়া খাও। তুমি জালিয়াৎ, জা করিয়াছ, যাও—নচেৎ তোমার দণ্ড হইবে। কলিকাতায় হামাদের আই চলে। সেখানে এই জাল কাগজ দাখিল করিলে, তোমার ফাঁসি হইং —হামাদের আইনে জালের দণ্ড ফাঁসী। তুমি জালিয়াৎ, দরবার ছাড়ি চলিয়া যাও।

উমি। অ্যাঁ অ্যাঁ—ওরে বাপ্‌রে—কি জালিয়াৎ রে!—ওরে বাপ্‌রে কি হলো!—মাগ-ছেলে মরেছিলো, সব সয়েছিলো। ওরে বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! ত্রিশ লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকা—তার উপর জহরতের সিকি!—কি হলো রে—কি হলো!—

ক্লাইব। Hold your tongue, you forgerer! তোমায় কলিকাতায় লইয়া গিয়া ফাঁসী দিব।

উমি। দাও, দাও—এখনি ফাঁসী দাও!—ত্রিশ লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকা। —হা টাকা—হা টাকা! টাকা—টাকা— (মূর্চ্ছা)

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর, একে পাগ্‌লা গারদে পাঠান।

মির্জ্জাফর। কে আছ, একে নিয়ে যাও। শিবিকাযানে এঁরে আবাসে রেখে এসো।

উমিচাঁদকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রস্থান

নেপথ্যে উমি। টাকা—টাকা—হা টাকা—হা টাকা!

মোহনলাল ও করিমকে বন্দী করিয়া রায়দুর্লভের প্রবেশ

রায়। জনাব, এই মোহনলাল;—আর এই করিম চাচা, নবাবের বেশে আমাদের দূতকে প্রতারিত করেছিল।

মির্জ্জাফর। করিম চাচা, তুমি এরূপ প্রতারক, আমার ধারণা ছিল না। তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

করিম। মেরে তো ফেল্‌বে, দেহটা একবার হাতীর পিঠে ঘোরাবে না? শেষাশেষি পুরো নবাবীটে কর্‌তে দাও।

মির্জ্জাফর। বেইমান, তোমার এখনো ব্যঙ্গ!

করিম। বেইমানি তো আমার একচেটে নয়, আমি তো হেথায় হংস মধ্যে বকো যথা। বেইমানির যদি সাজা থাকৃতো, তা'হলে সারি সারি মুণ্ড গড়াতো।

মির্জ্জাফর। এরে শূলদণ্ড দাও।

ক্লাইব। হামরা উপস্থিত আছি, ঐ দণ্ডটা মকুব করুন।

মির্জ্জাফর। সাহেব, তোমার অনুরোধ রক্ষা করলেম, কিন্তু এ নেমকহারাম শূলের যোগ্য। যাও, এর প্রাণবধ করো।

করিম। চাচা, বড় উচ্চপদ দিলে। বেইমানিতে যদি তোমাদের উপর গিয়ে থাকি, তা'হলে আমার বাহাদুরি বটে। (ক্লাইবের প্রতি) সাহেব, সেলাম, বড় জবর লোক তুমি। বাঙ্গলা কি, সমস্ত ভারতই তোমাদের।

ক্লাইব। Thank you for your good wishes.

করিমকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

মির্জ্জাফর। মোহনলাল, এখন তোমার সে গর্ব্ব কোথায়? সে দম্ভ কোথায়?

মোহন। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার, মুসলমান কুল-কলঙ্ক, আমার দম্ভ সমানই আছে। লজ্জাহীন, নীচাত্মা, গোলামী গদীতে ব'সে হুকুম দিচ্ছ? যার গদী তারে ছেড়ে দে, ক্লাইব সাহেবকে দে,—যার পদে দেশ, মান, মর্য্যাদা, মনুষ্যত্ব সকলি বিক্রয় করেছিস,—তারে গদী দিয়ে পদপ্রান্তে ব'স। ক্রীতদাস, পরাধীন কুকুর, জীবনে-মরণে আমার সমান দম্ভ রইলো! বঙ্গবাসী-হৃদয়ে আমার চির আসন রইলো! ঘাতকের অস্ত্রে হত হয়ে আমার দম্ভ নষ্ট হবে না! তুমি ক্লাইবের ভারবাহী গর্দ্দভ হ'য়ে থাকো!

মির্জ্জাফর। শীঘ্র লয়ে যাও, বধ করো।

ক্লাইব। মোহনলাল, আপনি বীর পুরুষ। আপনাকে খোলোসা দিবার আমার এক্তার নাই, কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি,—you are a brave soldier. সত্যই বলিয়াছেন, মৃত্যুতে আপনার গৌরব খর্ব্ব হইবে না,—you are a patriot!

মোহনলালকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

এখন তো জনাবের দুশ্‌মন সব মরিল, এখন আমাদের টাকা সব চুকাইয়া দেন, Mr Walls, what's the amount?

ওয়াল্‌স। Seventeen million seven hundred thousand—এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ।

ক্লাইভ। জনাব, হুকুম হয়।

মির্জ্জাফর। সাহেব, অত টাকা তো রাজকোষে নাই।

ক্লাইব। না থাকিল তো কি হইল? হামাদের টাকা চাই। জনাব একঠো মজার বাত উঠিয়াছে, শুনিয়াছেন কি? এ টাকার জন্ম নাকি হামার প্রাণ-বধের হুকুম হইয়াছিল। এ ঝুট বাত, আমি বুঝিয়াছি। টাকা দিতে হইবে, যেরূপে হয়, টাকা দিন। আপনার নিজ জহরৎ বিক্রয় করুন, সম্পত্তি বিক্রয় করুন, কর্জ্জ করুন, টাকা দিতেই হইবে। হামরা জান দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, জনাবের টাকা দিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

মির্জ্জাফর। সাহেব, রাজকোষ যে এরূপ শূন্য, আমি কিরূপে তা জান্‌বো। সমস্ত বিক্রয় ক'রে, আমি অর্দ্ধেক টাকা সংগ্রহ করেছি। আর অর্দ্ধেক প্রজাদের কর আদায় ক'রে, তিন বৎসরে পরিশোধ কর্‌বো, অঙ্গীকার কচ্ছি।

ক্লাইব। অঙ্গীকার করিতেছেন! আপনার অঙ্গীকার প্রত্যয় কিরূপে করিব? নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট, কোরাণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে তাহার পক্ষে লড়িবেন। আপনি অনেক অঙ্গীকার করেন!

রায়। আমরা সকলে জামিন হচ্ছি।

ক্লাইব। হ্যাঁ—জামিন হইতেছেন! শেঠজীর নিকট কর্জ্জ লইতে পারিতেন না? শেঠজীকে সরাইয়া দিয়াছেন। দুঃখিত হইলাম, আপনাদের জামিনে আমি প্রত্যয় করিতে পারিব না। আমি স্বচক্ষে রাজকোষ দেখিব, যদ্যপি সন্দেহ হয়, যে টাকা সরাইয়া রাখিয়াছেন, নবাবী গদী বেচিয়া লইব।

ওয়াল্‌স। (জনান্তিকে ক্লাইবের প্রতি) Possibly there is no money, Shiraj has squandered all.

ক্লাইব। শুনুন নবাব ;—তিন বৎসরে টাকা লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কাহাকে বিস্‌ওয়াস্ করিতে প্রস্তুত নই। নবাব সিরাজদ্দৌলা খারাপ ছিল মানি। কিন্তু আপনারাই তাহাকে তক্তায় বসাইয়াছিলেন, আপনারাই ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া, তাহাকে নবাব বলিয়াছিলেন, আপনারা শপথ করিয়া তাহার প্রজা হইয়াছিলেন। সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন!—এ অঙ্গীকারও ভুলিতে পারেন। হামার তাঁবুতে আসুন। যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, তথায় গিয়া করিবেন। ঐ যে মোহনলাল—যাহাকে ধরিয়া আপনার দূত লইয়া গেল—সে আসিয়া জামিন হইলে, আমি প্রত্যয় করিতাম। গদী ছাড়িয়া উঠুন, আমার তাঁবুতে আসুন। আইসেন, বিলম্ব করিতে পারিব না।

মির্জাফর। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) পরমেশ্বর! এই নবাবী পেলেম!
ক্লাইব। কৈ হ্যায়—নবাব বাহাদুরকা জুতা ঘুমায়ে দেও।

সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দীপমালাশোভিত সিরাজের সমাধি-মন্দির

লুৎফউন্নিসা

লুৎফ। (জানু পাতিয়া) জগদীশ্বর, রাজ্যেশ্বর ধরণী শয়নে! ঘোর অশান্তি-তাপে জীবন-তাপ নির্ব্বাপিত হয়েছে;—প্রভু! ভৃত্যের উপর শান্তি-বারি বর্ষণ করো। কুটীল সংসার-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত, কৃতঘ্নের অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত, কৈশোরে সন্তাপিত, রাজ্যভারে নিপীড়িত;—দেখো প্রভু! সন্তানকে চরণে স্থান দিয়ো! যেদিন তোমার ভেরী বাজ্‌বে, সমাধির মহানিদ্রা ভঙ্গ হবে, সেদিন যেন জাগরিত পতির সঙ্গে, তোমার শ্রীচরণ, দেবদূতের সঙ্গে পূজা করতে পারি। হে অন্তর্যামিন্, সতীর অন্তর-ব্যথা বোঝো! পতি মহানিদ্রাগত, সংসার শূন্য, কেবল একমাত্র প্রভু, তুমি ধ্রুব তারা! শান্তিময়, আমার স্বামীর শান্তি বিধান করো! সেই শান্তি-বারিতে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত করি! প্রভু—প্রভু! অনাথার প্রার্থনা গ্রহণ করো!

ওয়াট্‌স্-পত্নীর প্রবেশ

ওয়াট্‌স্-পত্নী। বেগম সাব, আমি তোমার স্বামীর সমাধিতে ফুল দিতে আসিয়াছি। তোমার সঙ্গে একত্রে আমি তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করিব। যতদিন এস্থানে থাকিব, তোমার সহিত এই সমাধিতে আলো দিতে আসিব।

লুৎফ। মেম সাহেব, চিরদিনের জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী, এ ঋণ পরিশোধ হবে না। কেবল আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, পতি-সোহাগিনী হ'য়ে, আনন্দে জীবন যাপন করো!

ওয়াট্‌স্-পত্নী। বেগম সাব,—তুমি আমায় স্বামী দিয়েছিলে, আমি তোমার

স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিলাম না,—এ দুখ চিরদিন আমার হৃদয়ে থাকিবে। আমি চক্ষের জলের সঙ্গে তোমার স্বামীকে ফুল দিই!

সমাধিতে পুষ্প বর্ষণ পূর্ব্বক জানু পাতিয়া প্রার্থনা করণ

লুৎফউন্নিসার গীত

ধীরে বহ সমীরণ
অতি শ্রান্ত প্রাণকান্ত নিদ্রায় মগন ॥
সুধা ঢাল, সুধাকর, সন্তাপিত প্রাণেশ্বর,
প্রহরী তারকা রাখ সমাধি-ভবন ॥
মেদিনী! অঙ্কের পরে, যত্নে রাখ, রাজ্যেশ্বরে,
শ্যামল অঞ্চলে, মাগো, করি আবরণ ॥
নিশির শিশির দল, মাখি ফুল-পরিমল,
মম আঁখি-বারি সনে করো বরিষণ ॥
দেবদূত স্বর্ণকান্তি, বিতর বিমল শান্তি,
শিয়রে বিকাশ ধীরে সুরম্য স্বপন ॥

যবনিকা